# রামদাস-গ্রন্থাবলী

## দ্বিতীয় ভাগ।

---

## ভারতরহস্য, রত্নরহস্য
ও
## বুদ্ধদেব।

---

৺রামদাস সেন-প্রণীত।

দ্বিতীয় সংস্করণ।

প্রকাশক

শ্রীমণিমোহন সেন, বহরমপুর।

---

সন ১৩১৬ সাল

# ভারত-রহস্য।

# BHARAT RAHASYA

## ESSAYS ON THE ANCIENT RELIGION

AND

## WARFARES OF INDIA &c.

BY

RAMDAS SEN, M. R. A. S.

*Member ordinary of the Oriental Accademy, Florence.*

---

# ভারত-রহস্য।

প্রথম ভাগ।

শ্রীরামদাস সেন প্রণীত

শ্রীনিমাইচরণ মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক

বহরমপুরে প্রকাশিত।

"যেনাস্য পিতরো যাতা যেন যাতাঃ পিতামহাঃ।
তেন যায়াৎ সতাং মার্গং তেন গচ্ছন্ ন রিষ্যতে ॥"

কলিকাতা

বাল্মীকিযন্ত্রে মুদ্রিত।

১২৯২ সাল।

# সূচী।

—:•:—

## ভারত-রহস্য।



## রত্নরহস্য।

বিষয়। পৃষ্ঠা।

## অগস্তিমতম্ নাম রত্নশাস্ত্রম্



## বুদ্ধদেব।

বিষয়। পৃষ্ঠা।

# ভূমিকা।

—:*:—

পিতৃ-পিতামহগণ ইহলোক পরিত্যাগ করিলে পুত্র পৌত্রগণ তাঁহাদের ধন, মান, গৌরব ও পদমর্য্যাদা প্রভৃতির উত্তরাধিকারী হইয়া সে-সকল রক্ষার্থ যত্ন তৎপর হন, ইহা এ দেশের চিরাভ্যস্ত প্রথা। এই চিরন্তনী প্রথাই আমাদের জাতিপ্রবাহ, ধর্ম্মপ্রবাহ, ও কুলপ্রবাহ এবং শ্রেণীপ্রবাহ অদ্যাপি অক্ষত রাখিয়াছে ; সঙ্কর হইতে দেয় নাই কশ্যপ মুনি কোন্ কালে জন্মিয়া ছিলেন তাহার ঠিকানা নাই, অথচ আমরা কাশ্যপ ( কশ্যপের বংশ বা সন্তান )। কশ্যপ ব্রাহ্মণ ছিলেন ; তাই তাঁহার উত্তরাধিকারিসূত্রে আমরাও ব্রাহ্মণ। কশ্যপ হিন্দু ছিলেন ; তাই তদ্বংশীয় আমি হিন্দু। এরূপ উত্তরাধিকারিতা অন্য কোন দেশে আছে কিনা সন্দেহ ; অথবা থাকিলেও অন্যদেশের লোক উহা অব্যাহত রাখিতে জানে কি না তাহা সংশয়।

মনুষ্যের সুযশ, পদমর্য্যাদা ও ধর্ম্মখ্যাতি স্বর্ণ রৌপ্য. প্রভৃতি ভৌমসম্পত্তির ন্যায় নশ্বর বা ক্ষণভঙ্গুর নহে। উহা রাখিতে জানিলে যুগযুগান্তকাল থাকে, রাখিতে না জানিলে এক নিমেষে লয় হইয়া যায়। পূর্ব্বকালের হিন্দুসন্তানেরা অথবা আর্য্যসন্তানেরা আপন আপন বংশপুরুষের জ্ঞান, ধর্ম্ম, পদমর্য্যাদা ও সুযশ বজায় রাখিতে জানিতেন ; তাই এদেশে আজপর্য্যন্ত একই ধর্ম্ম, একই জ্ঞান, একই অভিজ্ঞতা, একই নীতি ও একই আচার ব্যবহার অচ্ছিন্নপ্রবাহে দীর্ঘদপি দীর্ঘকাল চলিয়া আসিয়াছে। কিন্তু হায়! আর তাহা চলে না ; চলিবে না ; চলিবার সম্ভাবনাও নাই। আচার, ব্যবহার, ধর্ম্ম ও আভিজাত্য বজায় রাখা দূরে থাকুক, বিবেচনা হয়, যেন অচিরে এই বিস্তীর্ণজাতির চিহ্ন পর্য্যন্ত প্রলুপ্ত হইয়া যাইবে।

যাঁহারা যথার্থ বংশধর সন্তান, যাঁহারা যথার্থ সৎপুত্র, তাঁহাদের আন্তরিক বিশ্বাস এই যে কুলপুরুষের পূর্ব্বমহিমা স্মরণ করিলে যেন তাঁহাদের শরীর মন পবিত্র হয় ; অঙ্গ পুলকিত হয় ; অধিকন্তু অভুতপূর্ব্ব আনন্দরসের সঞ্চার হয়।

ঐরূপ পিতৃভক্ত ও প্রেমিক হিন্দু সন্তানদিগের সন্তোষার্থ আমি পূর্ব্বে আর্য্য-জাতির পূর্ব্বমহিমাস্মারক কতিপয় প্রবন্ধ "ঐতিহাসিক-রহস্য" নাম দিয়া প্রচারিত করিয়াছিলাম; সম্প্রতি আবার "ভারত-রহস্য" নাম দিয়া ভারতের পূর্ব্বজ্ঞান, ভারতের পূর্ব্বধর্ম্ম, ভারতের পূর্ব্বাচার, ভারতের পূর্ব্বব্যবহার, ভারতের সমর-বিজ্ঞান, ভারতের যুদ্ধাস্ত্র এবং ভারতের পূর্ব্ব ভক্ষ্য ও পূর্ব্বপরিচ্ছদ প্রভৃতি অবশ্য কর্ত্তব্য কতিপয় বিষয় সাধারণের গোচর করিলাম।

পূর্ব্বে ভারতবাসী ঋষিরা কি প্রকারে যাগ যজ্ঞ করিতেন; কিরূপ প্রণালী অবলম্বন করিয়া যুদ্ধ করিতেন, যুদ্ধের উপকরণ বা অস্ত্র শস্ত্র প্রভৃতি কিরূপ ছিল? এ সকল প্রশ্নের প্রকৃত প্রত্যুত্তর বা প্রকৃতভাব আজ কাল জনসাধারণের অবিদিত প্রায় হইয়া আছে; সুতরাং ঐ সকল তথ্যের অববোধক এতৎপুস্তকের "রহস্য" নাম দেওয়া বোধ হয় নিতান্ত অসঙ্গত হয় নাই।

প্রাচীন ভারতের জ্ঞান, ধর্ম্ম, ধর্ম্মানুষ্ঠানপ্রকার, নীতিসেবা, সমাজ ব্যবস্থা, যুদ্ধপ্রণালী প্রভৃতি অনুসন্ধান করায় অন্য কোন সুফল না হউক, মনের বিস্ফার ও আনন্দ অবশ্যই হইবে এবং বর্ত্তমান-সমাজ-সংস্করণেচ্ছার অনেক আনুকূল্য হইবে। যাঁহারা অনন্তকালের সামাজিক-ব্যবস্থার পরিবর্ত্তন ও সংশোধন করিতে ইচ্ছুক; তাঁহাদের পক্ষে ইহা অবশ্যই অনুকূল অবলম্বন হইবে; কেন না, প্রাচীন ব্যবস্থার মর্ম্ম ইহাতে বিশদ রূপে উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে। পূর্ব্বব্যবস্থায় পাণ্ডিত্য জন্মিলে অবশ্যই পূর্ব্বব্যবস্থার পরিবর্ত্তন সংশোধন সহজ হইয়া আসিতে পারে; এইরূপ বিবেচনা করিয়াই আমি পূর্ব্বে "ঐতিহাসিক-রহস্য" প্রচার করিয়াছিলাম; এক্ষণে আবার তাহার শাখাস্বরূপ "ভারত-রহস্য" প্রচার করিলাম। ইহার দ্বারা যদি কাহার অত্যল্প আনন্দ, অত্যল্প জ্ঞান ও অত্যল্প উপকার হয়, তাহা হইলে আমি আমার ব্যয়ের ও উৎকট পরিশ্রমের যথোচিত সাফল্য অনুভব করিব।

---

# বিজ্ঞাপন।

—‡*‡—

প্রথম ভাগ "ভারত-রহস্য" মুদ্রিত ও প্রচারিত হইল। ইহার প্রস্তাবগুলি পূর্ব্বে "ভারতী" "আর্য্যদর্শন" "পাক্ষিকসমালোচক" ও "নব্যভারত" নামক বিখ্যাত মাসিক পত্রিকায় মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়াছিল। সেই সকল প্রবন্ধ ইহাতে অবিকল মুদ্রিত করা হয় নাই; সংশোধিত ও পরিবর্দ্ধিত করা হইয়াছে। স্থলবিশেষে পরিবর্ত্তন, স্থল বিশেষে নূতন অংশের সংযোজন এবং সংশোধন করা হই াছে।

এই পুস্তকের অনেক স্থানে অনেক বরাতী কথা আছে; অর্থাৎ ইহাতে "ইহার বিস্তৃত বিবরণ পরে বলিব।" এবং "পশ্চাৎ ব্যক্ত হইবে।" এইরূপ অনেক কথা পাইবেন। সে সকল কথার বিস্তৃত বিবরণ ইহার দ্বিতীয় ভাগে দেখিতে পাইবেন। দ্বিতীয় ভাগ শীঘ্র মুদ্রিত ও প্রচারিত হইবে।

বিষয়গুলি লিখিতে হস্তলিখিত নাগরাক্ষরের পুরাতন পুস্তক সংগ্রহ করিতে হইয়াছিল। সেই সকল:পুস্তক অপাঠ্যতম ও অশুদ্ধতম। তৎকারণে ইহার সংস্কৃত প্রমাণগুলিতে যৎকিঞ্চিৎ অশুদ্ধ থাকিবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা আছে। অতএব প্রার্থনা এই যে, বিজ্ঞ পাঠকগণ তাহা আপন আপন বিবেচনা শক্তির সাহায্যে শুদ্ধ করিয়া পাঠ করিবেন।

আমি যখন "ভারত-রহস্যের" জন্য প্রবন্ধ লিখিতে ব্যাপৃত ছিলাম, আমার সংস্কৃতাধ্যাপক মাননীয়তম পণ্ডিত শ্রীযুক্ত কালীবর বেদান্তবাগীশ ভট্টাচার্য্য মহাশয় আমাকে তৎকালে অনেক বিষয়ে উপদেশ দিয়া উপকৃত করিয়াছিলেন এবং ইহার সংশোধন ভার লইয়াও আনন্দিত করিয়াছেন।

ডাক্তার শ্রীরামদাস সেন।

বহরমপুর।

# ভারত-রহস্য।

## সোমযাগ।

ভা... ের পূর্ব্বমহিমা অনুসন্ধান করা নিষ্ফল নহে। আমরা জানি, অনুসন্ধান দ্বারা আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণের অত্যল্প মহিমা জানিবামাত্র কেমন এক অনির্ব্বচনীয় জাতীয় প্রেম উচ্ছলিত হয়। সেই জন্যই আমি, "ভারত-রহস্য" নাম দিয়া পুরাতন ইতিবৃত্ত প্রকাশে উৎসুক হইয়াছি। প্রথমতঃ তাঁহাদের যাগযজ্ঞ প্রভৃতি ধর্ম্মকার্য্যের ইতিবৃত্ত ও ইতিকর্ত্তব্যতা ( প্রণালী ) বর্ণন করিব, পশ্চাৎ অন্যান্য রহস্য, যাহা এখন লুপ্তপ্রায় হইয়াছে, সে গুলির বর্ণনা করিব।

বৈদিক সময়ে দুই শ্রেণীর যজ্ঞ ছিল। দধি, দুগ্ধ, ঘৃত, এবং পুরোডাশ প্রভৃতি পিষ্টক আহুতি দিয়া এক প্রকার; আর সোমরস আহুতি দিয়া দ্বিতীয় প্রকার। প্রথম প্রকারের নাম "হবির্যজ্ঞ," দ্বিতীয় প্রকারের নাম "সোম-যজ্ঞ" বা "সোমযাগ"।

হবির্যজ্ঞের পরে সোম-যজ্ঞ আবিষ্কৃত হয়। ইহার প্রমাণ অথর্ব্ববেদে আছে। অথর্ব্ব বেদের গোপথ ব্রাহ্মণে লিখিত আছে, ভৃগু ও অঙ্গিরা ঋষিই প্রথমে সোম-যজ্ঞ মনোনীত করেন।

হবির্যজ্ঞ অনেক প্রকার, এবং সোম-যজ্ঞও অনেক প্রকার। কৃষ্ণ যজুর্ব্বেদের প্রথম কাণ্ডে যজ্ঞসমূহের নাম আছে এবং ঐ বেদে তত্তাবতের বিধিও আছে। কিন্তু ব্রাহ্মণ-ভাগে যাহা আছে তাহা কিছু বিস্পষ্ট। ফল, যজুর্ব্বেদের প্রচার সময়েই সমুদায় যজ্ঞের প্রাদুর্ভাব হয়, ঋগ্বেদের সময়ে কেবল অঙ্কুর মাত্র ছিল। প্রাচীন লোকেরা সেই জন্যই "ত্রেতায়াং যজ্ঞ উচ্যতে" বলিয়া থাকেন।

কৃষ্ণ যজুর্ব্বেদের ১ কাণ্ড ষষ্ঠ প্রপাঠক, ৯ অনুবাকে যজ্ঞের নাম ও সৃষ্টির কথা আছে। যথা—

"প্রজাপতির্যজ্ঞানসৃজত। অগ্নিহোত্রং চাগ্নিষ্টোমঞ্চ পৌর্ণমাসীঞ্চোকৃথঞ্চামাবাস্যাঞ্চাতিরাত্রং—" ইত্যাদি ইত্যাদি।

প্রথমে যে হবির্যজ্ঞের কথা বলিয়াছি তাহা প্রধানতঃ ৭ প্রকার। যথা অগ্ন্যাধেয়, অগ্নিহোত্র, দর্শপৌর্ণমাস, আগ্রয়ণী, চাতুর্মাস্য, পশুবন্ধ, ও সৌত্রামণী।

সোম-যজ্ঞও প্রধান কল্পে ৭ প্রকার। অগ্নিষ্টোম, অত্যগ্নিষ্টোম, উকৃথ, ষোড়শী, বাজপেয়, অতিরাত্র ও আপ্তোর্যাম; এবং রাজ-সূয় ও অশ্বমেধ যজ্ঞও এই সোমযাগের মধ্যে গণ্য, কিন্তু ইহা ব্রাহ্মণেরা কবিতেন না।

এই সোম-যজ্ঞেব অন্তঃপাতী অনেক প্রকার যাগ আছে। যত প্রকারই থাকুক, প্রথমোল্লিখিত অগ্নিষ্টোমই সকলেব প্রকৃতি। সুতরাং বিশেষ বিশেষ প্রকারের অগ্নিষ্টোম যজ্ঞ, বিশেষ বিশেষ সংজ্ঞায় উক্ত হইত। সোমরস দ্বারা সাধিত হইত বলিয়া ইহাকে সোমযাগ বলিত।

এবম্প্রকার সোমযাগ আবার ৩ প্রকার। "অহীন" "সত্র" এবং "একাহ"। যাহা একদিনে সমাধা হয় তাহা "একাহ"।

২ হইতে ১২ দিন পর্য্যন্ত যজ্ঞ হইলে তাহার নাম "অহীন।"

১ পক্ষ কি বহুকাল-ব্যাপী হইলে সেই যজ্ঞের নাম "সত্র"।

সত্র আবার অনেক প্রকার "দীর্ঘসত্র" ইত্যাদি।

সত্রের একটী বিশেষ লক্ষণ পরে বলিব। অগ্নিষ্টোম যজ্ঞ করিবার কাল এইরূপ নির্ণীত আছে। যথা—"বসন্তেঽগ্নিষ্টোমঃ।" (কাত্যায়ন শ্রৌতসূত্র) "বসন্তে:জ্যোতিষ্টোমেন যজেত" (আপস্তম্বসূত্র।) সুতরাং বসন্ত কালই সোমযাগ করিবার কাল, বসন্ত কালেই প্রচুরতর সোম পাওয়া যাইত, সুতরাং বসন্ত কালেই ঋষিরা সোমযাগে প্রবৃত্ত হইতেন।

সোমযাগের দেবতা অগ্নি। অগ্নিরই স্তব করা যাইত বলিয়া অগ্নিষ্টোম (অগ্নেঃ স্তোমঃ স্তবনং ইত্যগ্নিষ্টোমঃ।) অগ্নির স্তোত্র ও পূজা করাই প্রধান উদ্দেশ্য, আনুষঙ্গিক অন্যান্য বহু দেবতারও পূজা করা হইত।

এই যজ্ঞ সম্পাদনের জন্য যজ্ঞ-কার্য্যে সুপটু :প্রধান প্রধান ব্রাহ্মণেরাই নিযুক্ত হইতেন।

প্রথমে কোন পুণ্য ও লক্ষণ-যুক্ত ভূমি যজ্ঞ-ক্ষেত্রের জন্য অন্বেষণ করিয়া

তাহাতেই যজ্ঞ হইত। যেখানে সেখানে হইতনা। পরে, ক্রমে, যেখানে বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ পাওয়া যায়, সেই স্থানই যজ্ঞের উপযুক্ত বলিয়া বিধি প্রচারিত হইয়াছিল। ইহা শতপথ ব্রাহ্মণের তৃতীয় কাণ্ডে উল্লিখিত আছে।

"তদুহোবাচ যাজ্ঞবল্ক্যো বার্ষ্ণায় দেবযজনং জোষয়িতুমৈম। তৎ সাত্যযজ্ঞো-হব্রবীৎ সর্ব্বা বা ইয়ং পৃথিবী দেবযজনং যত্র বা অস্যৈ ক্ব চ যজুষৈব পরিগৃহ্য যাজয়েতি।"

ইহার অর্থ এই যে, যাজ্ঞবল্ক্য ঋষি বলিলেন যে, আমরা একসময়ে বার্ষ্ণের জন্য যজ্ঞোপযুক্ত স্থান অন্বেষণ করিতেছিলাম, পথে সাত্যযজ্ঞের সঙ্গে দেখা হইলে তিনি বলিলেন, সকল স্থানেই যজ্ঞ হয়, তোমরা যথা ইচ্ছা, যেস্থানেই মন্ত্রলাভ হইবে সেই স্থানেই তোমার বার্ষ্ণকে লইয়া যজ্ঞ কর।

এইরূপ স্থান নিশ্চয় হইলে তথায় প্রথমতঃ একটী মণ্ডপ নির্ম্মাণ করা হইত। তাহা চারিদিকে সমান ও প্রত্যেক দিকে ১২ অরত্নি প্রমাণ (কনুই হইতে হস্তের কনিষ্ঠাঙ্গুলির মূল পর্য্যন্ত অরত্নি শব্দের অভিধেয়। যাহাকে আমরা "মুটুমহাত" বলি; অর্থাৎ এক হাত পূর্ণ নহে, সেই মুষ্টিবদ্ধ হস্তই অরত্নি)। এই মণ্ডপটীর নাম "প্রাচীন বংশ।" ইহার চারিটী দ্বার থাকে, সুতরাং ইহাকে চতুর্দ্বার মণ্ডপও বলে। এই মণ্ডপের চারিদিক্ তৃণাচ্ছাদিত করা হয়।

এইরূপে প্রাচীন বংশ মণ্ডপের নির্ম্মাণ সমাপ্ত হইলে এবং যজ্ঞীয় তাবদ্দ্রব্যের আয়োজন পূর্ণ হইলে ঋত্বিক্ অর্থাৎ পুরোহিতেরা যজমানকে সেই গৃহে লইয়া গিয়া দীক্ষিত করান (যজ্ঞ-বিষয়ক উপদেশ দেন, যজমানও তাহা স্বীকার করেন)। সোমযাগে কত গুলি পুরোহিত বা ঋত্বিক্ আবশ্যক হইত, তাহা এস্থলে বলা আবশ্যক হইতেছে।

সকল যজ্ঞে সমান ঋত্বিক্ আবশ্যক হয় না। অগ্ন্যাধেয় যাগে ৪, অগ্নি-হোত্রে ১, দর্শপৌর্ণমাস প্রভৃতি যাগে ৪, চাতুর্ম্মাস্য যাগে ৫, পশুবন্ধ যাগে ৬, সোমযাগে ১৬।

এই ১৬ জন ঋত্বিকের ভিন্ন ভিন্ন নাম ও কার্য্য আছে। নাম যথা—"ব্রহ্মা" "উদ্গাতা" "অধ্বর্য্যু" "হোতা" "ব্রাহ্মণাচ্ছংসী" "প্রস্তোতা" "মৈত্রাবরুণ" "প্রতি-প্রস্থাতা" "পোতা" "প্রতিহর্ত্তা" "অচ্ছাবাক" "নেষ্টা" "আগ্নীধ্র" "সুব্রহ্মণ্য" "গ্রাবস্তুৎ" এবং "উন্নেতা"।

আপস্তম্ব বলেন "সদস্য"ও লাগে। তাহা হইলে সোমযাগের ১৭ জন

পুরোহিত, ইহাদের মধ্যে ৪ জন প্রধান, অবশিষ্ট ঐ ৪ জনের সাহায্যকারী। হোতা, উদ্গাতা, অধ্বর্য্যু, ব্রহ্মা, এই ৪ জনই প্রধান।

কে কাহার সাহায্যকারী তাহা বলা যাইতেছে। অধ্বর্য্যুর সাহায্যকারী "প্রতি-প্রস্থাতা" 'নেষ্টা' ও 'উন্নেতা' এই ৩ জন।

হোতার সাহায্যকারী "মৈত্রাবরুণ" "অচ্ছাবাক" এবং "গ্রাবস্তুৎ" এই তিন জন।

উদ্গাতার সাহায্যকারী "প্রস্তোতা" "প্রতি-হর্ত্তা" এবং "সুব্রহ্মণ্য" এই ৩ জন।

দেবতার স্তব ও আহ্বান করা হোতার কার্য্য। দেবতার সন্তোষজনক সাম গান করা উদ্গাতার কার্য্য। কর্ম্ম-বিশেষে অনুমতি দেওয়া এবং সকলের কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করা এবং জপ করা ব্রহ্মার কার্য্য।

যজমান এই সকল ঋত্বিক বরণ করিতেন। ইহারা যজমানকে হস্তে ধরিয়া সেই যজ্ঞমণ্ডপে লইয়া গিয়া দীক্ষিত করিতেন।

দীক্ষা গ্রহণ কালে যজমান অগ্রে ক্ষুরকর্ম্ম, পরে স্নান, নববস্ত্র পরিধান ও মাঙ্গল্য দ্রব্য ধারণ করিবেন। পশ্চাৎ জ্ঞাতি কুটুম্বের সহিত মহা আনন্দে যজ্ঞ-শালায় উপনীত হইবেন। ঋত্বিকেরা দর্ভপিঞ্জলী অর্থাৎ কুশ-গুচ্ছ লইয়া যজমানের সর্ব্বাঙ্গ মার্জ্জন করিবেন। বেদ-মন্ত্র পাঠ করিতে করিতে যজমানকে সেই প্রাচীনবংশ নামক যজ্ঞমণ্ডপের পূর্ব্বদ্বার দিয়া তন্মধ্যে প্রবেশ করাইবেন। প্রবেশের পরেই যজ্ঞে দীক্ষিত করাইবেন। দীক্ষিত করান কি না একটী মাত্র ক্ষুদ্র হোম করান। সেটী আরম্ভ-সূচক। ইহার নাম "দীক্ষণীয় ইষ্টি"। এই ইষ্টিতে বিষ্ণু দেবতার উদ্দেশে একাদশটী পুরোডাশ হোম করা হয়।

এইরূপ দীক্ষা-কার্য্য সমাধা হইলে, প্রথমতঃ অধ্বর্য্যু উচ্চৈঃস্বরে দেবতা ও মনুষ্যদিগকে শুনান, যে "অদীক্ষিষ্টায়ং ব্রাহ্মণঃ" অর্থাৎ এই ব্রাহ্মণ দীক্ষা গ্রহণ করিলেন। ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য হইলেও ব্রাহ্মণ বলা হইত। পরে দীক্ষিত যজমান নিজে একটী "প্রাণেষ্টি" নামক ক্ষুদ্র যাগ করেন। এই যাগে চরু পাক করিয়া তদ্দ্বারা অহিষ্টি এবং ঘৃতের দ্বারা অগ্নি, সোম ও সূর্য্য দেবতার হোম করা হয়। এই ইষ্টি করা হইলেই প্রকৃত প্রস্তাবে যজ্ঞের আরম্ভ হইল। ইহার পরে প্রতিপ্রস্থাতা নামক ঋত্বিক্ "উপরব" প্রদেশে (উপরব কাহাকে বলে, তাহা পশ্চাৎ ব্যক্ত হইবেক) এক খানি বৃষ-চর্ম্ম বিস্তার করেন, তদুপরি কুশ বিছাইয়া দিয়া তাহার উপর সোমলতার ভার অর্থাৎ বোঝাটী স্থাপন করেন। পরে

সোমবিক্রেতা সোমের অংশু অর্থাৎ তন্তু সকল পরীক্ষা করিতে থাকে এবং পরিষ্কার করিতে থাকে। পরে ১৭ জন ঋত্বিক্ সমভিব্যাহারে যজমান তথায় আগমন করিয়া তাহা ক্রয় করেন। অন্য কিছু দিয়া ক্রয় করিলে হইবে না, একটা অরুণ-বর্ণ পিঙ্গলচক্ষু এক বৎসরের গোবৎস দিয়া ক্রয় করিতে হইবেক। এতাদৃশী গাভীটী উপস্থিত করিয়া প্রথমতঃ অধ্বর্য্যুর সঙ্গে সোম-বিক্রেতার ক্রয় বিক্রয়ের কথা হয়। সেই কথা গুলি বড় আশ্চর্য্য। যথা—

প্রথমে অধ্বর্য্যু বলেন, "অয়ি ভো বিক্রেতব্যস্তে সোমো রাজা?" রাজা সোমকে কি তুমি বিক্রয় করিবে?

সোম-বিক্রেতা। "অস্তি বিক্রেতব্যঃ" 'হাঁ বিক্রয় করিতে হইবে।'

অধ্ব। "গোঃ কলয়া মূল্যেন ক্রীণীমঃ" এই গাভীর ষোল অংশের এক অংশ মূল্য দিয়া আমরা কিনিব।

সোম—"ইতোহপি ভূয়ঃ সোমো রাজাহর্হতি" রাজা সোম ইহা অপেক্ষা অধিক মূল্য পাইবার যোগ্য।

অধ্ব। 'সত্যং গোরপি বিশিষ্টো মহিমা। পয়ঃ ক্ষীরসারঃ দধ্যামিক্ষা নবনীতমুদশ্বিৎ ঘৃতম্ ইত্যেবমাদীনি সংসারোপযোগিবস্তুজাতানি গোভ্যঃ সমুদ্ভবন্তি।" সত্য বটে যে, সোম অধিক মূল্যবান; কিন্তু গাভীরও বিশিষ্ট মহিমা আছে। তুমি দেখ,—দুগ্ধ, ক্ষীর-সার অর্থাৎ সর বা মালাই, দধি, আমিক্ষা অর্থাৎ ছানা, নবনীত, উদশ্বিৎ অর্থাৎ তক্র বা ঘোল, ঘৃত ইত্যাদি অনেক প্রকার বস্তু গাভী হইতে পাওয়া যায়। *

সোমবি—"অস্তু তৎ তথাপি গোঃ ষোড়শাংশাদধিকং সোমো রাজাহর্হতি।" সত্য বটে, তথাপি রাজা সোম গাভীর ষোড়শাংশের অধিক মূল্যের যোগ্য।

ক্রমে অধ্বর্য্যু ৪ ভাগের এক ভাগ মূল্য দিয়া কিনিতে চাহেন। পরে ৩ ভাগের এক ভাগ দিয়া, ক্রমে অর্দ্ধেক, ক্রমে সেই সম্পূর্ণ গাভীটী দিতে স্বীকৃত হন, তখন সোমবিক্রেতা বলেন, "বিক্রীতো ময়া সোমঃ পরন্তু বস্ত্রাদিকং পারিতোষিকমপ্যহং লব্ধুমিচ্ছামি।' আমি সোমবিক্রয় করিলাম, পরন্তু পারিতোষিক পাইতে ইচ্ছা করি; পরে বিক্রেতাকে পারিতোষিক দিয়া রাজা সোমকে শকটে উঠাইয়া সেই প্রাচীন-বংশ নামক যাগ-গৃহের পূর্ব্ব দ্বার দিয়া আনিয়া 'আহবনীয়' নামক অগ্নি-কুণ্ডের দক্ষিণ দিকে এক খানি কাষ্ঠপীঠের (পিঁড়ি)

---

* ছেনক প্রস্তুত করিবার নিয়ম বৈদিক কাল হইতে প্রচলিত আছে। "তপ্তে পয়সি দধ্যানয়তি স বৈশ্বদেব্যামিক্ষা" এই শ্রুতিই তাহার প্রমাণ।

উপর মৃগচর্ম্ম বিছাইয়া তাহার উপর রাখা হয়। এই সময়ে একটী "আতিথ্যেষ্টি" নামক ক্ষুদ্র যাগ করা হয়। অর্থাৎ রাজা সোম যেন গৃহে অতিথি হইয়াছেন সুতরাং যথোচিত অতিথি সৎকার করা উচিত, এই ভাবেই সেই ইষ্টিটি করা হয় এবং তাহা ঠিক লৌকিক রীতিতে সম্পাদিত হয়।

পরে সোম-যাগের বিঘ্নকারী অসুরদিগের পরাভব কামনায় যজমান ৩ দিন পর্য্যন্ত 'উপসদ' নামক একটী ক্ষুদ্র যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। ইহাতে প্রাতঃ ও সায়ংকালে সোম ও বিষ্ণু দেবতার উদ্দেশে ঘৃতাহুতির দ্বারা হোম করা হয়। তৈত্তিরীয় কৃষ্ণ যজুঃসংহিতায় এই (উপসদ) যজ্ঞ সম্বন্ধে একটী আখ্যায়িকা আছে, তাহা উদ্ধৃত করা নিষ্প্রয়োজন।

দিনত্রয়-ব্যাপক 'উপসদ' যজ্ঞের মধ্য দিনে সৌমিকী বেদী নির্ম্মাণ করা হয়। ইহা পূর্ব্বোক্ত প্রাগ্বংশশালার সম্মুখ ভাগে পাদত্রয়-পরিমিত ভূভাগ ত্যাগ করিয়া পূর্ব্বপশ্চিমে আয়ত ও বিস্তৃত।

এই বেদীটীর উপরিভাগও চতুর্দ্দিক বিতান দ্বারা আচ্ছাদিত করা হয়। ইহার সম্মুখভাগের নাম "অংস", আর পশ্চাৎ ভাগের নাম "শ্রোণী"। এই বেদীর অংস প্রদেশের ভাগে আয়তনে ১০ পদ পরিমিত একটী বেদী রচনা করা হয়। ইহা অগ্নিহোত্রবেদীর সদৃশ। ইহার নাম "উত্তর বেদী"। এই বেদীর অংস প্রদেশের উত্তর ভাগে পূর্ব্বপশ্চিমে ১ পদ আয়ত এক বেদী নির্ম্মিত হয়। ইহার আকার অগ্নিহোত্র বেদীর সদৃশ অর্থাৎ কৃশমধ্য। অনন্তর মহাবেদীর মধ্যভাগে শ্রোণী-রেখা টানা হয়। মধ্য হইতে অংস পর্য্যন্ত সেই সুব্যক্ত রেখার নাম 'পৃষ্ঠ্যা।' অপিচ মহাবেদীর উত্তরাংশের পশ্চাৎ ভাগে ৩ পদ দূরে একটী গর্ত্ত খনন করা হয়। ইহাকে বৈদিকেরা 'চাত্বালক' বলেন। এই চাত্বালক গর্ত্ত হইতে ১২ পদ দূরে অপর একটী গর্ত্ত করা হয় তাহার নাম "উৎকর"।

এই সমস্ত নির্ম্মাণের পর, অধ্বর্য্যু ও প্রতিপ্রস্থাতা "হবির্ধান" নামক দুই খানি শকট (গাড়ী) সেই উৎকর গর্ত্তে ধৌত করিয়া পশ্চিম ধার দিয়া মহা-বেদীতে আনয়ন করতঃ শ্রোণীর নিকটে রাখেন এবং সেই পৃষ্ঠ্যা নামক রেখার দক্ষিণ পার্শ্বে একখানি শকট মধ্যে রাখিয়া দক্ষিণ উত্তর ক্রমে ৩ অরত্নি এবং পশ্চিম দিকে ৯ অরত্নি পরিমিত (৪ কোণা) চতুরস্র এবং চারিটী স্তম্ভ যুক্ত এক মণ্ডপ নির্ম্মাণ করেন। এই মণ্ডপের নাম "হবির্ধান" মণ্ডপ। পূর্ব্বে ও পশ্চিমে ২টী দ্বার থাকে। বীরণ অর্থাৎ শর-পত্রের কট (মাদুর) দিয়া চারিদিক্ আচ্ছাদিত করা হয়।

অনন্তর মণ্ডপের মধ্যে সমান চারিটী প্রকোষ্ঠ নির্ম্মাণ পূর্ব্বক তাহার আগ্নেয় (অগ্নিকোণস্থিত) প্রকোষ্ঠের মধ্য-স্থলে হস্তপ্রমাণ সমচতুরস্র (স্কোয়ার) রেখা কল্পনা করিয়া, প্রত্যেক কোণের প্রান্ত প্রদেশে বিস্তারে অর্দ্ধ হস্ত এবং গভীরতায় এক হস্ত, এরূপ চারিটী গর্ত্ত করা হয়। গর্ত্তের মুখে বরুণকাষ্ঠের অথবা যজ্ঞডুম্বুর কাষ্ঠের চারি খানি ফলক দ্বারা পুটিত অর্থাৎ আবদ্ধ করিয়া তদুপরি বৃষচর্ম্ম তদুপরি শিলাপট্ট (পাথরের পাটা) রাখা হয়। তাহাতেই রস নিষ্কাষণের নিমিত্ত সোম পেষণ করা হইয়া থাকে।

"হবির্ধান" মণ্ডপের সম্মুখে "পৃষ্ঠ্যা" নামক স্থানের দক্ষিণে "হবির্ধান" মণ্ডপের ন্যায় "সদোমণ্ডপ" রচনা করা হইয়া থাকে। এই মণ্ডপ দশ অরত্নি প্রমাণ পূর্ব্বায়ত, নয় অরত্নি দীর্ঘ, চতুরস্র, স্তম্ভসুশোভিত এবং সুপরিষ্কৃত করা হয়। এতাদৃশ সদোমণ্ডপের ঠিক মধ্যস্থলে যজমানের তুল্যপ্রমাণ একটী ঔদম্বরী স্থূণা (যজ্ঞডুম্বুর কাষ্ঠের খোঁটা) প্রোথিত করা হইয়া থাকে। পশ্চাৎ আগ্নিধ্রশালার নির্ম্মাণ এবং তাহা সদোমণ্ডপ ও হবির্ধান মণ্ডপ এই দুয়ের উত্তর ভাগেই হইয়া থাকে। ইহার আয়তন ও বিস্তারাদি প্রায় পূর্ব্বের মত পূর্ব্বপশ্চিম দীর্ঘ। ইহার এক অর্দ্ধাংশ বেদীর প্রান্তপ্রদেশে প্রবিষ্ট, এবং অপর অর্দ্ধাংশ বেদীর বাহিরে নিঃসৃত থাকে। ইহার দুইটী দ্বার থাকে, দক্ষিণ দিকে একটী ও পূর্ব্বদিকে একটী।

উল্লিখিত সদোমণ্ডপে বা আগ্নিধ্রশালায় মৃত্তিকা ও কাঁকরের হস্ত প্রমাণ যে সকল বেদী নির্ম্মাণ করা হয়, যাজ্ঞিকগণ সে গুলিকে "ধিষ্ণ্য" বলিয়া উল্লেখ করেন। তন্মধ্যে আগ্নিধ্রশালার দুইটী "ধিষ্ণ্য" অর্থাৎ দক্ষিণ ভাগে একটী (ইহার নাম মার্জালীয়) উত্তর ভাগে একটী (ইহার নাম আগ্নিধ্রীয়)। অপিচ হোতার জন্য ১, মৈত্রাবরুণের জন্য ১, প্রশাস্তার জন্য ১, ব্রাহ্মণাচ্ছংশীর জন্য ১, পোতার জন্য ১, নেষ্টার জন্য ১, এবং অচ্ছাবাকের জন্য ১, এই সাতটী ধিষ্ণ্য সদোমণ্ডপ মধ্যে নির্ম্মিত হইয়া থাকে।

মহাবেদীর সম্মুখভাগে এবং আহবনীয় কুণ্ডের সন্নিকটে যজ্ঞীয় যূপস্তম্ভ উচ্ছ্রিত করা হয়। *

---

* যজ্ঞীয় যূপ সকল অষ্টাস্র অর্থাৎ আট পোয়ালে করা হইত। যজ্ঞবিশেষে ইহার উচ্চতার তারতম্য ছিল। সোমযাগে যূপের উচ্চতা পঞ্চ অরত্নি হইতে পঞ্চদশ অরত্নি পর্য্যন্ত এবং খদির কাষ্ঠের দ্বারা অভাবে পলাশ কাষ্ঠের দ্বারা নির্ম্মিত হইত।

মহাবেদীর নির্ম্মাণ সমাধা হইলে, বৈসর্জন-নামক হোমের পরে, "অগ্নিষ্টোমীয়" পশুযাগের প্রারম্ভ হয়। এই যাগটী সোম-যাগের পূর্ব্বাঙ্গ। এই সময়েই প্রাগ্বংশশালায় উত্তরবেদীস্থিত সোমলতা সকল আনীত হইয়া হবির্ধান মণ্ডপে স্থাপিত করা হয়। পরে যজ্ঞীয় পশুকে পবিত্রজলে স্নান করাইয়া যূপের সম্মুখে পশ্চিমাভিমুখে স্থাপন করতঃ কুশপিঞ্জলীযুক্ত প্লক্ষশাখার দ্বারা উপাকরণ অর্থাৎ মন্ত্রপূত করা হয়। উপাকরণ কার্য্য সমাপ্ত হইলে সংজ্ঞপন অর্থাৎ বধ করা পর্য্যন্ত যে সকল ক্রিয়াকলাপের অনুষ্ঠান করা হইত সেই সমুদায়ের নাম পশ্বালম্ভন।

জাতদন্ত, অবিকৃতাঙ্গ, রোগশূন্য এবং বিশেষরূপে পুষ্ট, এতাদৃশ ছাগ পশুই যজ্ঞকার্য্যে গৃহীত হইত।

কথিত প্রকারের পশু যখন বধ্যস্থানে নীত হয়, ঋত্বিকেরা তখন উচ্চৈঃস্বরে বেদমন্ত্র গান করিতে থাকেন। সেই গীয়মান মন্ত্রের অর্থ এই রূপ———"হে ব্যাপক ইন্দ্রিয়সমূহ! এই পশুর ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাত্রী দেবতার সহিত অর্থাৎ প্রাণ-বায়ু প্রভৃতি ও জীবাত্মার সহিত তোমরা আমাদের "হবি" অর্থাৎ হোম দ্রব্য প্রদান কর। পশ্চাৎ এই পশুর ভবিষ্যৎ-দেব-শরীরের সহিত সংযুক্ত হও।" সংজ্ঞপন * কার্য্য সমাধা হইলে তাহার নিম্নলিখিত অঙ্গ সকল উৎকর্ত্তন করিয়া লইয়া "শামিত্র" নামক অগ্নিকুণ্ডে তাহা পাক করিয়া মন্ত্রগান করতঃ আহুতি প্রদান করা হইত। হৃদয়, জিহ্বা, বক্ষঃ, যকৃৎ, বৃক্কদ্বয়, বাম হস্ত, পার্শ্বদ্বয়, দক্ষিণশ্রোণী, পায়ুনাল, বপা এবং বসা প্রভৃতি আরও কয়েকটী অঙ্গ ছেদন করিয়া তদ্দ্বারা হোম করা হইত। এতদন্ত কার্য্য-কলাপের নাম "অগ্নিষ্টোমীয় পশু-যাগ"।

ইহার পরেই পুরোহিত ব্রাহ্মণেরা চাত্বাল ও উৎকর ভূমির উত্তরভাগে অবস্থিত বহমান জলাশয় হইতে জল আহরণ করিয়া যজ্ঞশালায় স্থাপন করেন। সেই আহৃত জলের বৈদিক নাম "বসতীবরী"। এই দিবসের রাত্রিতে যজমান জাগরণ পূর্ব্বক ব্রাহ্মণগণের নিকট নানা প্রকার পুরাতন ইতিহাস ও দেবচরিত্র শ্রবণ করিয়া থাকেন; সেই কারণেই এই দিনের নাম "উপবসথ"।

---

* এই সংজ্ঞপন কার্য্য যে কোন ব্যক্তি নির্ব্বাহ করিতে পারেন। এখন যেমন খড়্গের একাঘাতে পশু বধ করার প্রথা প্রচলিত আছে, পূর্ব্বে এরূপ ছিল না। মুষ্ট্যাঘাত প্রভৃতি নিষ্ঠুর উপায়ে যজ্ঞ পশু বিনষ্ট করা হইত। তাদৃশপ্রকারে বিনাশ করার নাম "সংজ্ঞপন"।

তাহার পর দিবসের নাম "সূত্যাদিবস।" তদ্দিনের প্রাতে অধ্বর্য্যু প্রভৃতি ব্রাহ্মণেরা কৃতস্নান ও কৃতাহ্নিক হইয়া এই দিবসের বৈধকার্য্য সকল অনুষ্ঠান করিতে প্রবৃত্ত হন। যথা—

প্রথমতঃ হবির্ধান শকট হইতে সোম * আহরণ করিয়া উপসব স্থলে স্থাপিত করা হয়। অধ্বর্য্যু অতি প্রত্যূষে উঠিয়া হোতাকে "প্রৈষ-মন্ত্রে" উদ্বুদ্ধ করেন। হোতাও প্রাতরনুবাক পাঠ করতঃ অশ্বিনী-কুমারকে স্তব করিতে থাকেন, আগ্নিধ্র পুরোডাশ প্রভৃতি প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করেন, উন্নেতা সোম-পাত্র সকল সজ্জিত করিতে থাকেন। †

অনন্তর হবির্ধান শকটের অক্ষ প্রদেশে দুই খানি ঔর্ণ বস্ত্র অর্থাৎ মেষলোম-রচিত কম্বল, সোমরস শোধনের (ছাঁকিবার) জন্য স্থাপন করা হয়। তাহার একখানি প্রাদেশ-পরিমাণ এবং দ্বিতীয় খানি অরত্নি-পরিমাণ।

অপিচ দক্ষিণ হবির্ধান-শকটের নিম্নে মৃণ্ময় দ্রোণকলস স্থাপনা করা হয়। এবং উত্তর হবির্ধান শকটের উপরে অন্য দুইটী বৃহৎ কলস; তাহার একটীর নাম উপভৃত এবং অপরটীর নাম আধবনীয়। পুনরপি উত্তর শকটের নিম্নে ১০ খানি কাষ্ঠময় চমস এবং মৃণ্ময় ৫টী ঘট রক্ষা করা হয়। এই সমস্ত কার্য্য উন্নেতাই করিয়া থাকেন।

অনন্তর অধ্বর্য্যুর অনুজ্ঞা ক্রমে যজমান, পত্নী এবং চমসাধ্বর্য্যু উল্লিখিত ঘট-

---

* আমরা সোমলতা সম্বন্ধে বিস্তারিত বিবরণ ঐতিহাসিক রহস্য ২য় ভাগের বেদ প্রস্তাবে লিখিয়াছি। তাহাই এক্ষণে কোন কোন যশোলুব্ধ ব্যক্তি অবিকল বা কিঞ্চিৎ রূপান্তর করিয়া প্রস্তাবান্তরে বা গ্রন্থান্তরে প্রকাশ করিয়াছেন। আমরা স্পষ্ট লিখিতেছি যে, সোমলতা সম্বন্ধীয় যে সকল বৈদিক প্রমাণাদি আমাদিগের বেদ-প্রস্তাবে প্রকাশিত হইয়াছে সে গুলি পূর্ব্বে ইউরোপীয় পণ্ডিত বা বঙ্গদেশীয় কোন ব্যক্তির গ্রন্থে সঙ্কলিত হয় নাই।

সোমলতা—যাহা এক্ষণে যজ্ঞ-কার্য্যে ব্যবহার হয় তাহা Asclepias acdia of Rox-burgh মিসেস ম্যানিং কহেন ইহা গাঁইট যুক্ত লতাবিশেষ এবং স্বগ্রন্থে ইহার এক প্রতিকৃতি প্রকাশ করিয়াছেন। কেহ কেহ ইহাকে Sarcostema viminatis বলেন। ইহা "হাড়যোড়া" গাছের ন্যায় ডাঁটা বিশিষ্ট এবং অল্প অল্প পত্রযুক্ত। ইহার পুষ্প ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শ্বেতবর্ণ এবং সুগন্ধযুক্ত রক্সবর্গ কহেন ইহার ডাঁটায় দুগ্ধ নির্গত হয় এবং তাহার আস্বাদ ঈষৎ অম্ল। ইহা পঞ্জাবের স্থান বিশেষে, বোলন পাশে, পুনা এবং চোল মণ্ডলে জন্মিয়া থাকে।

† সোম পাত্র দুই প্রকার। গ্রহ ও স্থালী। গ্রহ গুলি কাষ্ঠ রচিত এবং স্থালীগুলি মৃত্তিকা নির্ম্মিত। এই দুই পাত্র ভিন্ন ভিন্ন আকারে গঠিত করিবার বিধি আছে।

দ্বারা জল আহরণ করেন। পুরুষেরা যে জল আনয়ন করে তাহার নাম "একধন" এবং পত্নী যাহা আনয়ন করেন, তাহার নাম "পান্নেজন"। অধ্বর্য্যু সেই দুই প্রকার জল পূর্ব্বোক্ত বসতীবরী জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া লন। পরে যজমান প্রতিপ্রস্থাতা, নেষ্টা, এবং অধ্বর্য্যু এই কএকজন ঋত্বিক্ সেই সোমাভিষব ফলকের নিকটে উপবিষ্ট হইয়া উপলখণ্ড (নোড়া) গ্রহণ পূর্ব্বক অনুজ্ঞা বাক্য উচ্চারণ করেন। অনন্তর অধ্বর্য্যু পাঁচ মুটো সোম সেই প্রস্তর ফলকে স্থাপন করেন, প্রতিপ্রস্থাতা সেই সোমপুঞ্জ হইতে ছয়টী সোম অংশু গ্রহণ করিয়া স্বীয় অঙ্গুলিসন্ধিতে আবদ্ধ করিয়া রাখেন, পরে সকলে একত্রিত হইয়া তাহার পেষণ করা হয়। এই রূপে সোমরস নিষ্কাশন করার নাম সোমাভিষব, ইহা দিনে তিন-বার মাত্র করা হয়, প্রাতঃকালীন সোমাভিষবের নাম প্রাতঃ সবন, মধ্যে মধ্যাহ্ন সবন, সায়ংকালে সায়ং সবন। অভিসুত সোমরস আহুতি প্রদত্ত হয়, অবশিষ্ট ভাগ পানার্থ স্থাপিত থাকে। এই সোমাভিষব বোধক শ্রুতিতে প্রসঙ্গ ক্রমে বা দৃষ্টান্ত বিষয় পুরুষ-পশুর উল্লেখ দৃষ্ট হয়। *

আহুতির উপযুক্ত সোমাভিষব সমাপ্ত হইলে, পুরোহিতগণের দ্বারা তখন একটা মহাভিষব অর্থাৎ প্রচুর পরিমাণে সোম পেষণ আরম্ভ করা হয়। প্রতি-প্রস্থাতা প্রভৃতি সকলে একত্র হইয়া পিষিতে থাকেন, অধ্বর্য্যু তাহাতে জলসিঞ্চন করিতে থাকেন। উত্তমরূপে পেষণ করা হইলে, তাহা আধবনীয় কলসে ফেলিয়া আলোড়ন করিতে থাকেন, অনন্তর তাহা বস্ত্রের দ্বারা নিস্পীড়ন করিয়া লওয়া হয়। সেই রস ক্রমে "গ্রহ" "চমস" ও "কলসে', পূর্ণ করা হয়, নানা প্রকার মন্ত্র ও স্তুতি পাঠ হয়, এবং ভিন্ন ভিন্ন দেবতার উদ্দেশে আহুতি প্রদত্ত হয়।

সোম-যাগের দেবতা—সূর্য্য, অগ্নি, ইন্দ্র, বায়ু, মিত্র, বরুণ, অশ্বিনী-কুমার, বিশ্বদেব, ইন্দ্র, মহেন্দ্র, বৈশ্বানরাগ্নি, চৈত্রাদি চতুর্দ্দশ মাসের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, † ইন্দ্রাগ্নি মরুদ্গণ সহিত ইন্দ্র, ত্বষ্টৃ সহিত অগ্নিপত্নী স্বাহা বা অগ্নায়ী।

---

* "কস্মাৎ সত্যাৎ ত্রয়ঃ পশূনাং হস্তাদানাঃ—পুরুষো হস্তী মর্কটঃ" ইতি। এই মন্ত্রে পুরুষের পশুত্ব উক্তি থাকায় এবং "ব্রাহ্মণে ব্রাহ্মণমালভেত" এই ব্রাহ্মণবাক্যে স্পষ্টরূপে ব্রাহ্মণালম্ভনের বিধি থাকায় এবং শুনঃশেফ উপাখ্যানে পুরুষালম্ভনের বর্ণনা থাকায়, পূর্ব্বকালে অশ্বমেধযজ্ঞের ন্যায় নরমেধযজ্ঞ অনুষ্ঠিত হইত, ইহা অনুমান করা যাইতে পারে।

† প্রকৃত মাস দ্বাদশ এবং দুই প্রকার মলমাস; এইরূপে ১৪ মাসের গণনা আছে। ইহার দ্বারা নিশ্চয় বুঝা যাইতেছে যে, বৈদিকসময়ে জ্যোতির্গণনাও উন্নত হইয়াছিল।

এবম্প্রকার অনুষ্ঠানের পর পুরোহিতেরা এবং যজমান সোমরস পানের পর আত্মাকে কৃতকৃতার্থ মনে করিতেন।* পুরোহিতের ও যজমানের সোমপান বিধানের প্রভেদ আছে। প্রভেদ এই যে, পুরোহিতেরা প্রত্যেক সবনেই অবশিষ্ট সোম পান করিতেন; যজমান কেবল সায়ংসবনে পান করিতেন।

যাগ সমাপ্ত হইলে যজমান পূর্ব্বোল্লিখিত সদোমণ্ডপে গিয়া পুরোহিতগণকে দক্ষিণা দান করিতেন। অগ্নিষ্টোম যজ্ঞের দক্ষিণাবিভাগ ক্রমে ১২০০ দ্বাদশ শত গাভী †, এবং সুবর্ণ, বস্ত্র, অশ্ব, অশ্বতর, গর্দ্দভ, মেষ, ছাগ, অন্ন, যব ও মাসকলায় দিবার বিধিও আছে।

যে যে পুরোহিতকে যে যে প্রকারে দক্ষিণাদানের বিধি আছে, তাহা নিম্নে লিখিত হইল।

ব্রহ্মাকে ১২টী ( গাভী ) কিঞ্চিৎ পরিমাণে সুবর্ণ ইত্যাদি।

| | | |
|---|---|---|
| উদ্গাতাকে | ঐ | ঐ |
| হোতাকে | ঐ | ঐ |
| অধ্বর্য্যুকে | ঐ | ঐ |

ব্রহ্মণাচ্ছংসীকে ৯টী ( গাভী ) ও কিঞ্চিৎপরিমাণে সুবর্ণ প্রভৃতি।

| | | |
|---|---|---|
| প্রস্তোতাকে | ঐ | ঐ |
| মৈত্রাবরুণকে | ঐ | ঐ |
| প্রতিপ্রস্থাতাকে | ঐ | ঐ |

পোতাকে অর্দ্ধেক অর্থাৎ ৬টী ( গাভী ) এবং কিঞ্চিৎ পরিমাণে সুবর্ণ প্রভৃতি।

| | | |
|---|---|---|
| প্রতিহর্ত্তাকে | ঐ | ঐ |
| অচ্ছাবাককে | ঐ | ঐ |
| নেষ্টাকে | ঐ | ঐ |

অগ্নিধ্রকে চারি ভাগের এক ভাগ অর্থাৎ ৩টী ( গাভী ) ও কিঞ্চিৎ পরিমাণে সুবর্ণ ইত্যাদি।

| | | |
|---|---|---|
| সুব্রহ্মণ্যকে | ঐ | ঐ |
| গ্রাবস্তুৎকে | ঐ | ঐ |
| উন্নেতাকে | ঐ | ঐ |

---

* গোপথব্রাহ্মণের উত্তর ভাগ-গত দ্বিতীয় প্রপাঠকে উল্লেখ আছে, যে ব্যক্তি সঙ্কল্প অর্থাৎ "মাসূক্ষ্ত প্রচরত প্রাতর্বাবাহদ্যাহং সোমং সংস্থাপয়ামি" এই মন্ত্রার্থ স্মরণ রাখিয়া সোম পান করে, "নান্য সোমং স্কন্দতি" তাহার সোম ক্ষরিত হয় না। সোম-রস ভূমি-পতিত হইলে ব্যক্তি দোষ হইয়া থাকে।

† অভাবে শত গাভী, তদভাবে মূল্য দেওয়ার বিধিও আছে।

অবশিষ্ট গো এবং হিরণ্যাদি অন্যান্য সাহায্যকারী ব্রাহ্মণদিগকে অর্থাৎ চম-সাধ্বর্য্যু ও সদস্য প্রভৃতি'কে যথা শাস্ত্র বিভাগ করিয়া দেওয়া হইয়া থাকে।

এই সময়ে অন্যান্য প্রার্থী অনাহূত ব্রাহ্মণ, অন্ধ, পঙ্গু, অনাথ প্রভৃতি দীন দুঃখীকে অন্ন, বস্ত্র ও সুবর্ণাদি ( শক্ত্যনুসারে ) বিতরণ করা হয়।

যজ্ঞ সমাপ্তির পর আর একটী কার্য্য করিতে হয়; তাহার নাম অবভৃথ স্নান। এই স্নান-কার্য্যটী মহাসমারোহে সম্পন্ন করা হয়। পুরোহিত, বন্ধু, বান্ধব, সুহৃৎ এবং তাঁহাদের পত্নীবর্গ, সকলে সমবেত হইয়া যজমানকে লইয়া স্নানার্থ কোন এক মহানদীতে, অভাবে পুণ্যজলাশয়ে গমন করিতে থাকেন। গমনকালে প্রস্তোতা নামক পুরোহিত অগ্রে অগ্রে সামগান করিতে করিতে যান, আর যজমান প্রভৃতি পুরুষেরা এবং তৎপত্নী প্রভৃতি স্ত্রীলোকেরা পশ্চাৎ পশ্চাৎ তাহার নিধন বাক্য গাইতে থাকেন। * জল-সন্নিধানে উপস্থিত হইলে অগ্রে একটা হোম করা হয়, পরে মহাসমারোহের সহিত জলক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হন। এই অবভৃত স্নানটী সমস্ত বৃহৎ বৃহৎ যজ্ঞের অঙ্গ। এই স্নানে নাকি ব্রহ্মহত্যাদি সমস্ত পাপ অপনীত হইয়া থাকে।

ঋক্‌সংহিতা প্রভৃতি বিবিধ বেদশাস্ত্রের সাধারণ অংশ গ্রহণ করিয়া এই সোমযাগ প্রস্তাবটী প্রকাশ করা গেল। বস্তুতঃ প্রত্যেক শাখাধ্যায়িদিগের সোমযাগানুষ্ঠান বিষয়ে কোন কোন অংশে বিশেষ ভাব আছে তাহা বিচক্ষণ পাঠকগণ বৌধায়নী অগ্নিষ্টোম পদ্ধতি এবং সামবেদীয় অগ্নিষ্টোম পদ্ধতি প্রভৃতি পাঠ করিলেই বুঝিতে পারিবেন।

অপিচ এই প্রবন্ধ বিমলভট্টের পুত্র ভট্ট যজ্ঞেশ্বরের বিরচিত গ্রন্থ, গোপথ ব্রাহ্মণ, কৃষ্ণযজুর্ব্বেদসংহিতা, অধ্যাপক হোগ প্রকাশিত ঐতরেয় ব্রাহ্মণ, বিবিধ অগ্নিষ্টোম পদ্ধতি, এবং ইংরাজী মিসেস্ ম্যানিং কৃত প্রাচীন ভারতবর্ষের বিবরণ অবলম্বন করিয়া লিখিত হইল।

---

* গানের প্রত্যেক পর্য্যায়ে যেটী সমানরূপে গীত হয়, সামগানের সেই ভাগকে নিধন বলে। বর্ত্তমানকালিক কৌলিক গানের "ধুয়া" তাহারই পরিণাম বা অনুকরণ। ইংরাজিতে ইহার নাম "কোরস্"।

# আর্য্যজাতির যুদ্ধাস্ত্র।

আর্য্যেরা যখন ভারতবর্ষে আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন, তখন তাঁহাদের যে সমূহ উন্নতি হইয়াছিল, এবং কি শিল্প, কি যুদ্ধ, কি বাণিজ্য সকল বিষয়েই যে তাঁহারা পারদর্শী ছিলেন, তাহা আর্য্য শাস্ত্র দেখিলেই অনুভূত হয়। তাঁহারা সর্ব্বদা যাগ যজ্ঞ জপ হোমাদি পারলৌকিক কার্য্য করিতেন বটে, কিন্তু সংগ্রাম উপস্থিত হইলেই অমনি লৌহময় কবচে আবৃত-সর্ব্বাঙ্গ হইয়া অস্ত্রশস্ত্রাদি গ্রহণ পূর্ব্বক শত্রু জয়ার্থ বহির্গত হইতেন। সৈন্য, সেনাপতি, ইষু, ধনু, অস্ত্র, শস্ত্র, রথ, সারথি, ইত্যাদি বহু সাংগ্রামিক শব্দ ঋগ্বেদ মধ্যে দৃষ্ট হয়। সুতরাং তৎকালেও যুদ্ধবিদ্যার উৎকর্ষ ছিল ইহা সহজেই অনুমিত হইতে পারে। রামায়ণ ও মহাভারতাদির সময়ে এই বিদ্যার সমধিক উন্নতি হইয়াছিল। রামায়ণাদি গ্রন্থে যে সকল যুদ্ধাস্ত্রের উল্লেখ দৃষ্ট হয়, তাহা এক্ষণে কাল-কবলে কবলিত হইয়াছে। সে সকল যে কিরূপ ছিল, তাহা আর এক্ষণে জানিবার উপায় নাই। ধনুর্ব্বেদ, শুক্রনীতি, বৈশম্পায়ন-নীতি অগ্নিপুরাণ, কামন্দক প্রভৃতি প্রাচীন রাজনৈতিক গ্রন্থের দ্বারা এক্ষণে কতিপয়মাত্র অস্ত্রের স্বরূপ জানা যাইতে পারে। কিঞ্চিৎ আমোদ আছে বলিয়া অদ্য আমরা সেই লুপ্ত যুদ্ধাস্ত্রের স্বরূপাদি বর্ণন করিতে ইচ্ছুক হইয়াছি।

ধনু, ইষু, ভিন্দিপাল, শক্তি, দ্রুঘণ, তোমর, নলিকা, ( নাল, নালিক, এই দুই নামও আছে, ) লগুড়, পাশ, চক্র, দন্তকণ্টক, ভুসুণ্ডী, পরশু, গোশীর্ষ, অসি, কুন্ত, লবিত্র, স্থূণ, প্রাস, পিণাক, গদা, মুদগর, সীর, মুষল, পট্টিশ, পরিঘ, ময়ূখী, শতঘ্নী, দণ্ড, দণ্ডচক্র, ধর্ম্মচক্র, কালচক্র, ঐন্দ্রচক্র, শূল, ব্রহ্মশির, মোদকী, বরুণপাশ, বায়ু-অস্ত্র, ক্রৌঞ্চাস্ত্র, হয়শির, বিদ্যা, অবিদ্যা, গান্ধর্ব্ব, নন্দন, বর্ষণ, শোষণ, প্রস্বাপন, প্রশমন, সন্তাপন, বিলাপন, নাগাস্ত্র, গারুড়াস্ত্র, নারাচ, জৃম্ভণ প্রভৃতি শত শত অস্ত্রের নাম শুনা যায়, কিন্তু তত্তাবতের আকার প্রকার ও ব্যবহার প্রণালী কিছুই জানা যায় না। যাহা জানা যায়, তাহা যথাক্রমে প্রদর্শিত হইতেছে।

ধনু,—এটী অস্ত্র নহে ইহা অস্ত্রক্ষেপক যন্ত্র। ইহার বৃত্তান্ত ধনুর্ব্বেদ-নামক স্বতন্ত্র প্রস্তাবে বলা যাইবে।

ইষু—ইহা একটি ধনুঃক্ষেপ্য অস্ত্রের সাধারণ নাম। যাহা তীর বলিয়া প্রসিদ্ধ তাহাই ইষু। ইহার বাণ, শর, খগ ও শায়ক প্রভৃতি অনেক নাম আছে। পূর্ব্বকার লেখা দেখিলে জানা যায় যে, ইহা ৪০০ হস্ত পরিমাণ দূরে সবেগে যাইত। "নল্লামাত্রগতিস্তু সঃ" [নীতি-প্র-৪ অ] বাণের ৪০০ হাত গতি হওয়া বড় সহজ নহে; অনেক বন্দুকের গতিও ৪০০ হাত হয় কি না সন্দেহ। শার্ঙ্গধর লিখিয়াছেন যে, শিক্ষার সময় ৬০ ধনু, ৪০ ধনু, অথবা ২০ ধনু পরিমিত দূরে লক্ষ্য রখিয়া তাহা বিদ্ধ করিতে শিখিবেক। যথা—

"ষষ্টিধন্বন্তরে লক্ষ্যং জ্যেষ্ঠং লক্ষ্যং প্রকীর্ত্তিতম্।
চত্বারিংশন্মধ্যমঞ্চ বিংশতিশ্চ কনিষ্ঠকম্।"

ভিন্দিপাল—ইহা এক প্রকার হস্তক্ষেপ্য অস্ত্র। ইহার আকার কিরূপ? তাহা এক্ষণে বোধগম্য হইবার নহে। বৈশম্পায়নোক্ত ধনুর্ব্বেদে ইহার গঠন-প্রণালী সম্বন্ধে যে একটি কবিতা আছে তাহা এই—

ভিণ্ডিবালস্তু বক্রাঙ্গো নম্রশীর্ষোবৃহচ্ছিরাঃ।
হস্তমাত্রোৎসেধযুক্তঃ করসম্মিতমণ্ডলঃ॥"

'ভিণ্ডিবাল,' 'ভিন্দিবাল,' 'ভিন্দিপাল,' এই তিন পাঠই দৃষ্ট হয়। ভিণ্ডিবাল বা ভিন্দিপাল নামক শস্ত্রের শরীরটী বাঁকা, মাথাটী নোয়ান, মস্তকটী যেমন নম্র তেমনি শরীর অপেক্ষা বৃহৎ। ইহার উচ্চতা এক হস্ত অর্থাৎ হস্তপরিমিত লম্বা এবং করপরিমিত অর্থাৎ মুঠা করিয়া ধরা যায় এরূপ ভাবের গোল গঠন। এই বর্ণনার দ্বারা অনুভব হয় যে, ভিন্দিপাল অস্ত্রটী আধুনিক সোঁটার ন্যায় হইলেও হইতে পারে। এই শত্রুঘাতী আয়ুধ'কে পদাদি সৈন্যেরাই ব্যবহার করিত। অন্যূন তিনবার ঘুরাইয়া ইহাকে ছুড়িয়া ফেলিতে হয়।

"ত্রিভ্রামণং বিসর্গশ্চ বামপাদপুরঃসরম্।
পাদঘাতাৎ রিপুঘ্নোধার্য্যঃ পাদাতমণ্ডলৈঃ॥"

অগ্নিপুরাণোক্ত ধনুর্ব্বেদে ভিন্দিপাল ব্যবহারের প্রণালী ইহা অপেক্ষা অন্য রূপ লিখিত হইয়াছে। যথা—

"সংভ্রান্তমথ বিভ্রান্তং গীবিসর্গং সুদুর্ধরম্।
ভিন্দিপালস্য কর্ম্মাণি লগুড়স্য চ তান্যপি॥

শক্তি—এই অস্ত্রের আকার সম্বন্ধে যেরূপ বর্ণনা দৃষ্ট হয় তাহাও লিখিতেছি।

"শক্তির্হস্তদ্বয়োৎসেধা তির্য্যক্ গতিরনাকুলা।
তীক্ষ্ণজিহ্বোগ্রনখরা ঘণ্টানাদভয়ঙ্করী॥
ব্যাদিতাস্যাতিনীলা চ শক্রশোণিতরঞ্জিতা।
অস্ত্রমালা পরিক্ষিপ্তা সিংহাস্যা ঘোরদর্শনা॥
বৃহৎসরুদূরগমা পর্ব্বতেন্দ্রবিদারিণী।
ভুজদ্বয়প্রেরণীয়া যুদ্ধে জয়বিধায়িনী।"

এ বর্ণনা দেখিয়া শক্তির প্রকৃত গঠন বা আকার স্থির করা যায় না। এক্ষণে আমরা যেরূপ ভাবের সংস্কৃত অবগত আছি, তদনুরূপ প্রথায় ইহার বঙ্গানুবাদ করিলাম; যদি কেহ পারেন ত বুঝিয়া লইবেন।

শক্তি অনধিক দুই হাত লম্বা। সিংহের ন্যায মুখ। জিহ্বা আছে, তাহা অতি তীক্ষ্ণ। নখর আছে, তাহাও তীক্ষ্ণ। বৃহৎসরু অর্থাৎ ধরিবার মুট্ বা স্থানটী বৃহৎ। দেখিতে অতি ভীষণ, ঘণ্টানাদের দ্বাবা ভয়জনক, শক্ররক্তে রঞ্জিতাঙ্গ, অস্ত্রজালে বিজড়িত, গাঢ় নীলবর্ণ, অত্যন্ত দূবগামিনী, তির্য্যক্‌গতিযুক্ত, এবং পর্ব্বতেন্দ্র হিমগিরিকেও বিদীর্ণ করিতে সক্ষম, যুদ্ধে জয়দায়িনী, এতদ্রূপিণী শক্তিকে দুই হস্তে উঠাইয়া প্রেরণ করিতে হয়।

এই ঘোররূপিণী শক্তি ছয় প্রকার মার্গ অর্থাৎ ক্রিয়ার আশ্রিত। প্রথম ক্রিয়া উত্তোলন, দ্বিতীয় ভ্রামণ অর্থাৎ ঘুবাণ, তৃতীয় বল্‌গন অর্থাৎ আস্ফালন, চতুর্থ নামন অর্থাৎ ঊর্দ্ধে আস্ফালিত করিয়া নীচুবাগে ধরা, পঞ্চম মোচন অর্থাৎ লক্ষ্যোপরি নিক্ষেপ, ষষ্ঠ ভেদন অর্থাৎ লক্ষ্যের অঙ্গ ভেদ। এই ছয় প্রকার শক্তিকার্য্য বৈশম্পায়নোক্ত ধনুর্ব্বেদেও লিখিত আছে। যথা—

তোলনং ভ্রামণঞ্চৈব বল্‌গনং নামনং তথা
মোচনং ভেদনঞ্চেতি ষন্মার্গাঃ শক্তিসংশ্রিতাঃ॥

দ্রুঘণ—এই অস্ত্রটী দুই প্রকার। দ্রুঘণ বলিলে সাধাবণতঃ মুদ্গর বিশেষ বুঝায়, কিন্তু বৈশম্পায়নোক্ত ধনুর্ব্বেদের বচন পর্য্যালোচনা করিলে ইহা এক প্রকার পরশু অর্থাৎ টাঙ্গী বা কুঠারাস্ত্র বলিয়া নির্ণীত হয়। যথা—

দ্রুঘণস্ত্বায়সাঙ্গঃ স্যাৎ বক্রগ্রীবোবৃহচ্ছিরাঃ।
পঞ্চাশদঙ্গুলীৎসেধো মুষ্টিসম্মিতমণ্ডলঃ॥

দ্রুঘণ অস্ত্রটীলোহময় ইহার গ্রীবাস্থানটী বাকা, শীর্ষস্থান প্রশস্ত, ৫০ অঙ্গুল উচ্চ অর্থাৎ লম্বা এবং মুষ্টিপরিমিত মণ্ডল অর্থাৎ গোল। এই দ্রুঘণ অস্ত্রের চারি প্রকার ক্রিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে। যথা—

"উন্নামনং প্রপাতশ্চ স্ফোটনং দারণং তথা।
চত্বার্য্যেতানি ক্রষণে বল্গিতানি শ্রিতানি বৈ॥"

উর্দ্ধে উঠান, প্রপাতন ( ফেলিয়া মারা ), স্ফোটন অর্থাৎ ফুটান, এবং দারণ অর্থাৎ বিদীর্ণীকরণ। এই চারি প্রকার কার্য্য ক্রষণের আশ্রিত।

তোমর—এই তোমরাস্ত্র সম্বন্ধে তিন প্রকার উল্লেখ দেখা যায়। বৈশম্পায়ন মুনির ধনুর্ব্বেদ অনুসারে ইহা এক প্রকার লৌহফলক ও কাষ্ঠদণ্ডযুক্ত তীর। শার্ঙ্গধরসংগৃহীত ধনুর্ব্বেদের মতে ফলবিশিষ্ট শলাকাকার লৌহতীর এবং অগ্নি-পুরাণোক্ত ধনুর্ব্বেদের মতে সরলপক্ষযুক্ত তীর। ফল সকল মতেই ইহা ধনুঃ-ক্ষেপ্য তীরই হইতেছে। ইহার আকার সম্বন্ধে প্রথমোক্ত ধনুর্ব্বেদে যাহা লিখিত আছে, তাহা এই—

"তোমরঃ কাষ্ঠকায়ঃ স্যাৎ লৌহশীর্ষঃ সুপুচ্ছবান্।
হস্তত্রয়োন্নতাঙ্গশ্চ রক্তবর্ণস্ত্ববক্রগঃ॥"

তোমরের শরীরটি কাষ্ঠনির্ম্মিত, তাহার শীর্ষক অর্থাৎ ফলা লৌহময়, হস্ত-ত্রয়পরিমাণ লম্বা, রক্তবর্ণ ও পুচ্ছ-ধারী। ইহার গতি অবক্র অর্থাৎ সরল। এই মর্ম্ম বজায় রাখিয়া শার্ঙ্গধর একটা অতিরিক্ত কথা বলিয়াছেন। যথা—

"ফণবৎ শীর্ষদেশঃ স্যাত্তোমরস্ত্বায়সস্তথা।"

অর্থাৎ ফণিফণাকার ফলাযুক্ত লৌহতীরের নাম তোমর। অগ্নিপুরাণোক্ত ধনুর্ব্বেদে ইহার আকার বা গঠন ভঙ্গী লিখিত হয় নাই, কিন্তু ক্রিয়াগুলি সমস্তই লিখিত হইয়াছে। যথা—

"দৃষ্টিঘাতং ভুজাঘাতং পার্শ্বঘাতং দ্বিজোত্তম।
ঋজুপক্ষেষুণা পাতং তোমরস্য প্রকীর্ত্তিতম্॥"

বৈশম্পায়ন মুনির লিখিত তোমরাস্ত্রের কার্য্যও তিন প্রকার।

"উদ্ধানং বিনিযুক্তিশ্চ বেধনঞ্চেতি তন্ত্রিকম্।
বল্গিতং শস্ত্রতত্ত্বজ্ঞাঃ কথয়ন্তি নরাধিপাঃ।

শস্ত্রতত্ত্বজ্ঞ রাজারা বলেন যে, তোমরের তিন প্রকার কার্য্য। প্রথমে উদ্ধান (উদ্ধীকরণ), দ্বিতীয় বিনিযুক্তি অর্থাৎ প্রয়োগ এবং তৃতীয় বেধন অর্থাৎ লক্ষ্য শরীরের ছিদ্রী করণ।

নলিকা।—এই অস্ত্রের নলিকা, নালীক, নাল এই তিনটী নাম আছে। বৈশম্পায়ন মুনির ধনুর্ব্বেদ, অসুরাচার্য্য শুক্র ঋষির নীতিশাস্ত্র, শার্ঙ্গধর-সংগৃহীত ধনুর্ব্বেদ ও বীরচিন্তামণি প্রভৃতি পুরাতন গ্রন্থে ইহার বিস্পষ্ট বিবরণ পাওয়া যায়,

এবং বিশ্বামিত্র-প্রণীত ধনুর্ব্বেদের মধ্যেও ইহার যৎকিঞ্চিৎ আভাস পাওয়া যায়। মহাভারতের অনেক স্থানেই এই নলিকাস্ত্রের উল্লেখ আছে, * রামায়ণেও ইহার উল্লেখ দৃষ্ট হয় † ; তাহাতে লিখিত আছে যে, পূর্ব্বে অসুরেরা এই অস্ত্র ব্যবহার করিত। এই অস্ত্রের আকার প্রকার বর্ণনা দেখিলে আধুনিক বন্দুকের আকার প্রকারের সহিত বড় অধিক ভিন্নতা থাকে না। যথা—

"নলিকা ঋজুদেহা স্যাৎ তন্বঙ্গী মধ্যরন্ধ্রিকা।
মর্ম্মচ্ছেদকরী নীলা ——————॥"

## [ বৈশম্পায়নোক্ত ধনুর্ব্বেদ। ] ‡

নলিকাস্ত্রের কায়া ঠিক্ সোজা ও সরু ( নলের ন্যায় গঠন বলিয়া নলিকা )। ইহার মধ্যে রন্ধ্র আছে, বর্ণ কাল, এবং ইহা হইতে অয়ঃকণ অর্থাৎ ক্ষুদ্র লৌহ-গুলিকা তীরের ন্যায় সবেগে প্রেরিত হইয়া শত্রুর মর্ম্মচ্ছেদ করিয়া থাকে। এই বর্ণনার দ্বারা স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে, ইহা এক প্রকার বন্দুক ভিন্ন আর কিছুই নহে। ইহার ক্রিয়া পর্য্যালোচনা করিলেও বন্দুক বলিয়া প্রতীত হইবে। যথা—

"গ্রহণং ধ্বাপনং চৈব স্যাতঞ্চেতি গতিত্রয়ম্।
তামাশ্রিতং বিদিত্বা তু জেতাসন্নান্ রিপূন্ যুধি॥"

প্রথমে গ্রহণ, পরে ধ্বাপন অর্থাৎ প্রজ্বলিত করণ, পশ্চাৎ স্যাত অর্থাৎ বিদ্ধকরণ। এই ত্রিবিধক্রিয়া নলিকার আশ্রিত, ইহা জানিলে আসন্নশত্রুকে অনায়াসে জয় করা যায়।

শার্ঙ্গধর-সংগৃহীত ধনুর্ব্বেদে ইহাকে নালীক-শব্দে উল্লেখ করা হইয়াছে। তাহাও এই নলিকা বা বন্দুক ভিন্ন অন্য কিছু নহে বলিয়াই বোধ হয়। যথা—

"নালীকা লঘবো বাণা নলযন্ত্রেণ নোদিতাঃ।
অত্যুচ্চদূরপাতেষু দুর্গযুদ্ধেষু তে মতাঃ॥"

নালীক বাণ লঘু অর্থাৎ ছোট বা সরু। এই লঘু-নালীক-নামক বাণ নলযন্ত্রের দ্বারা নিক্ষিপ্ত হয়। ইহা উচ্চ ও দূরলক্ষ্য স্থলে এবং দুর্গযুদ্ধে প্রয়োজনীয়

---

* বনপর্ব্ব প্রভৃতি প্রত্যেক পর্ব্বেই "ততো নালীকনারাচৈঃ" ইত্যাদি প্রকার পাঠ আছে এবং রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে রাবণদিগ্বিজয়বর্ণনাস্থলে "নালীকৈস্তাড়য়ামাস" এইরূপ উল্লেখ আছে।

† ইহা নীতিপ্রকাশিকার এক অংশ। মহর্ষি বৈশম্পায়ন স্বকৃত নীতিপ্রকাশিকায় যে ধনুর্ব্বেদের বিবরণ সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহাই আমরা এস্থলে তদুক্ত ধনুর্ব্বেদ বলিয়া গ্রহণ করিলাম। সংস্কৃতশাস্ত্রবিশারদ ডাক্তার গষ্টেভ ওপার্ট মহোদয় উল্লিখিত গ্রন্থখানি অতিপরিচ্ছন্নরূপে মুদ্রিত করিয়া আর্য্যসমাজের বিশেষ ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন। তাঁহার লিখিত ভূমিকা হইতে আমরা কতিপয় বৈদিকপ্রমাণ গ্রহণ করিলাম।

বা প্রশস্ত। কোন কোন পুস্তকে "লঘবঃ শাণা নলযন্ত্রেণ" এইরূপ পাঠ আছে। এই পাঠ গ্রাহ্য করিলেও ব্যাখ্যা করিলে, শাণাগ্নির দ্বারা ছুড়িতে হয়, এই অর্থও পাওয়া যায় ; সুতরাং শাঙ্গর্ধরের নালিকাস্ত্র আর বন্দুক এক বস্তু বলিয়া গ্রাহ্য।

এই নালিকাস্ত্রের বৈদিক নাম "সূর্ম্মী"। তৎকালের অসুরেরা সূর্ম্মী লইয়া দেবতাদের সহিত যুদ্ধ করিত। অনেক বৈদিক গ্রন্থে দৃষ্টান্তবিধায় ইহার উল্লেখ আছে। আধুনিক কোষগ্রন্থে "সূর্ম্মী" শব্দটী লৌহ-প্রতিমূর্ত্তি অর্থে নিবিষ্ট দেখা যায় ; কিন্তু বৈদিক গ্রন্থের উহা লৌহ-স্থূণা বা স্থূণাকার যন্ত্রবিশেষ অর্থে ব্যবহৃত হইতে দেখা যায়। ( তান্ত্রিকদিগেব মতে প্রতিমা ও যন্ত্র, এই দুই শব্দের অর্থ অভিন্ন ; অর্থাৎ তাঁহারা পূজার আধারকে যন্ত্র বলেন, প্রতিমাও বলেন ; সুতরাং সূর্ম্মী শব্দটী লৌহযন্ত্র-অর্থে ব্যবহাব কবা অসঙ্গত নহে )।

কৃষ্ণযজুর্ব্বেদে (১। ৫। ৬। ৭ সূর্ম্মী শব্দ আছে, তাহার ভট্টভাস্করকৃত ব্যাখ্যা দেখিলে স্পষ্টই প্রতীত হইবে যে, পূর্ব্বে এ দেশেব অসুরেবা ও দেবতাবা এক প্রকার বন্দুক ব্যবহার কবিতেন। সে বন্দুক এখনকাব মত আকাব বিশিষ্ট নহে ; অন্য এক সামান্য আকার বিশিষ্ট। যথা—

"এবা বৈ সূর্ম্মী কর্ণকাবত্যেতয়া হ স্ম বৈ দেবা অসুবাণাং শততর্হা স্তৃংহন্তি যদেতয়া সমিধমাদধাতি বজ্রমেবৈতচ্ছতঘ্নীং যজমানো ভ্রাতৃব্যায় প্রহবতি।"

[ কৃষ্ণযজুর্ব্বেদ ১। ৫। ৬। ৭। দেখ ]

অত্র ভাষ্যম্—"জ্বলন্তী লৌহময়ী স্থূণা সূর্ম্মী। গৌরাদিত্বাৎ ঙীপ্। কর্ণকাবতী অন্তঃসুষিরবতী অন্তর্জ্জ্বলন্তী চেত্যর্থঃ। সাংহিতকং দীর্ঘত্বম্। তৎসদৃশা ঋগিত্যর্থঃ। দেবা এতয়া অসুরাণাং মধ্যে শততর্হান্ একপ্রহারেণ শতস্য হন্তৄন্। তৃংহন্তি ঘ্নন্তি স্ম। তৃহ হিংসায়াং রৌধাদিকঃ। তস্মাদেতয়া ঋচা সমিধমাদধাতি যজমানঃ বজ্রম্ ইন্দ্রায়ুধসদৃশমেব এতৎ শতঘ্নীং পূর্ব্বোক্তাং সূর্ম্মীং ভ্রাতৃব্যায় শত্রবে তৃংহন্তি প্রহিণোতি।

এস্থলে সায়নাচার্য্যের ব্যাখ্যা এইরূপ—

জ্বলন্তী লৌহময়ী স্থূণা সূর্ম্মী। সা চ কর্ণকাবতী ছিদ্রবতী। অতএব জ্বলন্তীত্যর্থঃ। তৎসমানেয়মৃক্। একেন প্রহারেণ শতসংখ্যকান্ মারয়ন্তঃ শূরাঃ শততর্হাঃ। অসুরাণাং মধ্যে তাদৃশান্ (সূর্ম্মীয়োদ্ধৄন্) এতয়া ঋচা দেবা হিংসন্তি। অনয়া সমিদাধানেন শতঘ্নীমেনাং ঋচং বজ্রং কৃত্বা বৈরিণং প্রতি প্রহরন্তি।"

অর্থ এই যে, সেই লৌহময়ী স্থূণা—যাহার অভ্যন্তরে ছিদ্র,—তন্মধ্যে প্রজ্বলিত হুতাশন,—যাহা বহিরাগত হয় তাহাও জলন্ত। এই ঋক্ মন্ত্রটীও সেই লৌহময়ী জলন্ত স্থূণার ন্যায় জানিবে। অসুরগণের মধ্যে যাহারা সূর্ম্মীর দ্বারা যুদ্ধ করে,—এক আঘাতে শত শত্রু বিনাশ করে,—দেবতারাও তেমনি তাহাদিগকে মারিবার জন্য শতঘ্নী বজ্র প্রয়োগ করিয়া থাকেন। এই ঋক্ মন্ত্র সেই শতঘ্নীবজ্রের বা সূর্ম্মীর তুল্য। যে যজমান অর্থাৎ যে যজ্ঞকর্ত্তা, এই ঋকের দ্বারা সমিদাধান ( অগ্নিতে আহুতিদান ) করেন, তিনিও এই শতঘ্নী অর্থাৎ শতশত্রুনাশক বজ্র বা সূর্ম্মী উদ্ধৃত করিয়া শত্রুর প্রতি ঋক্ বা মন্ত্ররূপ প্রহরণ প্রহার করিতে সমর্থ হন। এতদ্ভিন্ন অথর্ব্ববেদের ( ১। ১৬। ৩। ৪। ) এক স্থলে, একটী উদাহরণ আছে, তাহাতে সীসক-দ্বারা শত্রুবিনাশের কথা আছে। যথা—

"সীসায়াধ্যাহ বরুণঃ সীসায়াগ্নিরুপাবতি।
সীসং ম ইন্দ্রঃ প্রায়চ্ছৎ তদঙ্গ যাতু চাতনম্॥
যদি নো গাং হংসি যদ্যশ্বং যদি পূরুষম্।
তং ত্বা সীসেন বিধ্যামো যথা নোঽসো অবোরহা॥"

এখন বিবেচনা করুন, লৌহনির্ম্মিত স্থূণা অর্থাৎ লম্বা খোঁটা, তাহার মধ্যে সুষির বা রন্ধ্র, তাহা হইতে প্রজ্বলিত পদার্থ বহিরাগত হয়, তাহা আবার এক কালে শত শত্রু বিনাশ করে ; আবার সীসকের দ্বারা শত্রু বিনাশ। এরূপ বর্ণনার দ্বারা বন্দুক বা কামান ভিন্ন আর কি উপলব্ধি হইতে পারে? এই বর্ণনা দেখিয়া যদি সূর্ম্মী বা নালিকাস্ত্রের আকার কল্পনা করা যায়, তাহা হইলে এইরূপ আকার হয় কি না, দেখুন। ঐরূপ আকার দেখিলে বন্দুক ভিন্ন আর কি মনে হইতে পারে? অতএব বোধ হয়, এই সূর্ম্মী বা নালিকাস্ত্রের ক্রমিক উৎকর্ষেই আধুনিক বন্দুক ও কামান হইয়াছে ; সুতরাং বন্দুককে বা কামানকে সম্পূর্ণরূপে নবাবিষ্কৃত বলা যায় না। ইহা যে কত পুরাতন—তাহা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। কেননা, অসুরগুরু মহর্ষি শুক্র এই নলিকাস্ত্রের বিষয় বিশেষরূপ বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। তাহা দেখিলে আর কোন সংশয়ই থাকে না। কোনরূপ কল্পনা করিতেও হয় না। বৈদিক গ্রন্থের ও ধনুর্ব্বেদের বচনাবলি তত স্পষ্ট নহে বলিয়া অনেক অনুমানের বা কল্পনার সাহায্য লইতে হয়, কিন্তু শুক্রনীতির বচনাবলি দেখিলে আর কিছুই করিতে হয় না। যথা—

"অস্ত্রন্তু দ্বিবিধং জ্ঞেয়ং নালিকং মান্ত্রিকং তথা।
যদা তু মান্ত্রিকং নাস্তি নালিকং তত্র ধারয়েৎ॥
নালিকং দ্বিবিধং জ্ঞেয়ং বৃহৎক্ষুদ্রবিভেদতঃ।
তির্য্যগূর্দ্ধছিদ্রমূলং নালং পঞ্চবিতস্তিকম্॥
মূলাগ্রয়োর্লক্ষ্যভেদি-তিলবিন্দুযুতং সদা।
যন্ত্রাঘাতাগ্নিকৃৎগ্রাবচূর্ণধৃক কর্ণমূলকম্॥
সুকাষ্ঠোপাঙ্গবুধ্নঞ্চ মধ্যাঙ্গুলবিলান্তরম্।
স্বান্তেঽগ্নিচূর্ণসন্ধাতৃ-শলাকাসংযুতং দৃঢ়ম্॥
লঘুনালিকমপ্যেতৎ প্রধার্য্যং পত্তিসাদিভিঃ।
যথা যথা তু ত্বক্‌সারং যথা স্থূলবিলান্তরম্॥
যথাদীর্ঘং বৃহৎ গোলং দূরভেদি তথা তথা।
মূলকীল ভ্রমাল্লক্ষ্য-সমসন্ধানভাজি যৎ॥
বৃহন্নালিকসংজ্ঞন্তৎ কাষ্ঠবুধ্নবিবর্জ্জিতম্।
প্রবাহ্যং শকটাদ্যৈস্তু সুযুক্তং বিজয়প্রদম্॥" [ শুক্রনীতি ৪। ৭।

অসুরগুরু উশনার নীতিশাস্ত্র,—যাহার উল্লেখ মহাভারতেও আছে,—তাহার ৪ অধ্যায়ের ৭ম প্রকরণে নালিকাস্ত্রের উত্তমরূপ বর্ণনা দৃষ্ট হয়। অসুরাচার্য্য শুক্র বলিতেছেন যে, যুদ্ধাস্ত্র প্রধানতঃ দুই প্রকার। নালিক ও মান্ত্রিক। যাহাদিগকে মন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক নিক্ষেপ করিতে হয়, তাহারা মান্ত্রিক। মান্ত্রিকাস্ত্র না থাকিলে নালিকাস্ত্র ব্যবহার করিবেক। নালিকাস্ত্র কি রূপ? তাহা বলা যাইতেছে। নালিক দুই প্রকার। এক বৃহন্নালিক, অপর লঘু বা ক্ষুদ্রনালিক। লঘুনালিকের লক্ষণ এইরূপ;—পঞ্চ-বিতস্তি-পরিমাণ ( ৪ হাত লম্বা ) একটী নাল বা নল ( লৌহনির্ম্মিত ), তাহার মূলে তির্য্যক দিকে ( আড়ভাবে ) একটী ছিদ্র, মূল হইতে ঊর্দ্ধ পর্য্যন্ত অন্তঃসুষির ( গর্ত্ত ), মূলে ও অগ্রভাগে লক্ষ্য ঠিক্ করিবার উপযুক্ত তিলবিন্দু ( মাছী ), যন্ত্রের আঘাত পাইবা মাত্র অগ্নি নির্গত হয় এরূপ প্রস্তরখণ্ডযুক্ত, সেই স্থানে অগ্নি চূর্ণের ( বারুদের ) আধার স্বরূপ একটী কর্ণ, উত্তম কাষ্ঠের উপাঙ্গ ও বুধ্ন অর্থাৎ ধরিবার মুট,—এতদ্রূপ নালাস্ত্রের মধ্যগর্ত্তের পরিমাণ মধ্যমাঙ্গুলী, অর্থাৎ তর্জ্জনীনামক অঙ্গুলিটী প্রবেশ করিতে পারে এরূপ গর্ত্ত,— তাহার ক্রোড়ে অগ্নিচূর্ণ প্রোথিত করণের দৃঢ় শলাকা;—এরূপ নালাস্ত্রের নাম লঘুনালিক। এই লঘুনালিক পদাতি সৈন্য ও অশ্বারোহী সৈন্যেরাই ব্যবহার করিবেন।

শুক্রাচার্য্য-প্রোক্ত নালিকাস্ত্রের এতদ্রূপ বর্ণনা দেখিলে সাবেক বন্দুকের আকার মনে আইসে কি না, তাহা পাঠক মাত্রেই বুঝিতে পারিবেন। পূর্ব্বকালের বন্দুক আর অতিপূর্ব্বকালের লঘুনালিক এবং এক্ষণকার কামান আর অতিপূর্ব্বকালের বৃহন্নালিক সমান। মহর্ষি শুক্রাচার্য্য যে তিনটী শ্লোকের দ্বারা বৃহন্নালিকের বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিলে আধুনিক কামান ভিন্ন অন্য কিছুই মনে হয় না। যথা--

উক্ত নালিকাস্ত্রের ত্বক্ যত কঠিন হইবে, উহার আয়তন যত বড় হইবে, তাহার গর্ভ যত স্থূল ( মোটা ) হইবে, তাহার গোলা যত বড় হইবে,—সে ততই দূরভেদী হইবে। তাহার মূলদেশে কীলক, এবং কাষ্ঠ বুধ্ন অর্থাৎ কাষ্ঠনির্ম্মিত ধরিবার মুট নাই, শকট ও উষ্ট্র প্রভৃতির দ্বারা তাহা বাহিত হয়। ইহা উপযুক্তরূপে স্থাপিত হইলে যুদ্ধে জয়প্রদ হয়। ইহার নাম বৃহন্নালিক।

এক্ষণে বিবেচনা করিয়া দেখুন যে, শুক্রাচার্য্যের এই বৃহন্নালিক আর এক্ষণকার কামান সমান কি না। অপিচ, নালাস্ত্রের ধারণ, পরিচালন ও প্রয়োগপদ্ধতি পর্য্যালোচনা করিলে উহাকে আধুনিক বন্দুক ও কামান না বলিয়া থাকা যায় না। যথা—

"নালাস্ত্রং শোধয়েদাদৌ দদ্যাত্তত্রাগ্নিচূর্ণকম্।
নিবেশয়েত্তু দণ্ডেন নালমূলে যথাদৃঢ়ম্॥
ততঃ সুগোলকং দদ্যাৎ ততঃ কর্ণেঽগ্নিচূর্ণকম্।
যন্ত্রচূর্ণাগ্নিদানেন গোলং লক্ষ্যে নিপাতয়েৎ॥
লক্ষ্যভেদো যথা বাণো ধনুর্জ্যাবিনিযোজিতঃ।
ভবেত্তথা তু সন্ধায়——————॥" ইত্যাদি।

প্রথমে নালাস্ত্রের সংশোধন করিবেক। পরে তাহাতে অগ্নিচূর্ণ অর্থাৎ বারুদ প্রদান করিবেক। অনন্তর দণ্ডের দ্বারা সেই প্রদত্ত বারুদকে দৃঢ়রূপে প্রোথিত করিবেক। পরে তাহাতে গুলিকা বা গোলা প্রদান করিবেক। অতঃপর কর্ণপ্রদেশে অগ্নিচূর্ণ স্থাপন করিয়া তাহাতে যন্ত্রপ্রস্তরাগ্নি সংযোগপূর্ব্বক তন্মধ্যস্থ গুলি'কে লক্ষ্য স্থানে পাতিত করিবেক।

উল্লিখিত অগ্নিচূর্ণ যে, "বারুদ" তদ্বিষয়ে কোন সংশয় নাই। কেন না, কিরূপে অগ্নিচূর্ণ প্রস্তুত করিতে হয়, কিরূপে বা গুলি প্রস্তুত করিতে হয়, মহর্ষি তাহাও বলিয়াছেন। সে সকল দেখিলে নালাস্ত্রকে বন্দুক এবং অগ্নিচূর্ণকে "বারুদ" না বলিয়া থাকা যায় না। যথা—

"সুবর্চিলবণাৎ পঞ্চপলানি গন্ধকাৎ পলম্।
অন্তর্ধূমবিপক্বার্কস্নুহ্যাদ্যঙ্গারতঃ পলম্॥
শুদ্ধাৎ সংগৃহ্য সঞ্চূর্ণ্য সম্মীল্য প্রপুটেদ্রসৈঃ।
স্নুহ্যর্কাণাং রসোনস্য শোষয়েদাতপেন চ॥
পিষ্ট্বা শর্করবচ্চৈতদগ্নিচূর্ণং ভবেৎ খলু॥"

প্রকারান্তরম্।

"সুবর্চ্চিলবণাৎ ভাগা ষড়্ বা চত্বার এব বা।
নালাস্ত্রার্থাগ্নিচূর্ণেতু গন্ধাঙ্গারৌ তু পূর্ব্ববৎ॥"

প্রকারান্তরম্।

"অঙ্গারস্যৈব গন্ধস্য সুবর্চ্চিলবণস্য চ।
শিলায়া হরিতালস্য তথা সীসমলস্য চ॥
হিঙ্গুলস্য তথা কান্তরজসঃ কর্পূরস্য চ।
জতোর্নীল্যাশ্চ সরল-নির্য্যাসস্য তথৈব চ॥
সমন্যূনাধিকৈরংশৈ-রগ্নিচূর্ণান্যনেকশঃ।
কল্পয়ন্তি চ তদ্বিদ্যাশ্চন্দ্রিকাভাদিমন্তি চ॥"

ইহার অর্থ এই যে, সুবর্চ্চিলবণ অর্থাৎ সোয়ারা ৫ পল, গন্ধক ১ পল, অন্তর্ধূমবিপক্ব স্নুহী অঙ্গার অথবা আর্কঙ্গার * ১ পল সংশোধন পূর্ব্বক পৃথক্ পৃথক্ চূর্ণ করিবেক। পশ্চাৎ একত্রিত করিয়া তাহা এরূপ ভাবে পেষণ করিবেক, যেন পরস্পর মিশ্রিত হইয়া যায়। অনন্তর সেই চূর্ণে, সিজ বৃক্ষের আটা বা রস ও রসুনের রস দিয়া পেষণ করিবেক। অনন্তর তাহাকে রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া পুনর্ব্বার পেষণ করিবেক। পেষণ করিলেই শর্করা অর্থাৎ বালুকার ন্যায় অগ্নিচূর্ণ প্রস্তুত হইবেক।

## দ্বিতীয় প্রকার।

গন্ধক ও পূর্ব্বোক্ত প্রকারের অঙ্গার সমভাগে লইয়া তাহাতে ৬ বা ৪ ভাগ সুবর্চ্চি লবণ অর্থাৎ সোয়ারা মিশ্রিত করিয়া পূর্ব্বোক্ত প্রণালী অনুসারে নালাস্ত্রের নিমিত্ত অগ্নিচূর্ণ প্রস্তুত করিবেক।

---

* সিজ বৃক্ষের নাম স্নুহী। আকন্দের নাম অর্ক। সিজ-বৃক্ষের কাষ্ঠ কিংবা আকন্দ কাষ্ঠ অথবা তদ্রূপ হালকা অন্য কোন কাষ্ঠ অগ্নিতে দগ্ধ করিয়া ধূম বাহির হইয়া না যায় এরূপ-ভাবে তাহাকে নির্ব্বাপিত করিবে। কোন দ্রব্যের দ্বারা ঢাকিয়া দিলেই অঙ্গারগুলি অন্তর্ধূমবিপক্ব হইবে।

## তৃতীয় প্রকার।

তৃতীয় বিধিতে বলা হইয়াছে যে, অঙ্গার, গন্ধক, সোরারা, মনছাল, হরিতাল, সীসকের মল, হিঙ্গুল, উত্তম লোহার মল, কর্পূর, জতু বা গালা, নীলী, ধুনা, এই সকল দ্রব্যের কোন কোন দ্রব্য সমভাগে, কোন কোন দ্রব্য অল্প ভাগে এবং কোন কোন দ্রব্য অধিক ভাগে গ্রহণ পূর্ব্বক অনেক প্রকার অগ্নিচূর্ণ অর্থাৎ বারুদ প্রস্তুত করা যাইতে পারে। যাহারা অগ্নিচূর্ণ প্রস্তুত করণে পণ্ডিত, তাহারা উল্লিখিত দ্রব্যের ভাগবিশেষ অবলম্বন করিয়া নানা প্রকার আভাযুক্ত বা নানাবর্ণের অগ্নিচূর্ণ প্রস্তুত করিয়া থাকেন। *

এখন বিবেচনা করিয়া দেখুন যে, অগ্নিচূর্ণ আর বারুদ, একই বস্তু কি না। গোলা ও গুলিকা প্রস্তুত করণের সম্বন্ধে যেরূপ উপদেশ আছে তাহাও বলিতেছি।

"গোলোলোহময়ো গর্ভধুটিকঃ কেবলোঽপি বা।
সীসস্য লঘুনালার্থে হ্যন্যধাতুভবোঽপি বা॥
লৌহসারময়ং বাপি নালাস্ত্রং ত্বন্যধাতুজম্।
নিত্যসম্মার্জন স্বচ্ছ————————॥"

ইহার অর্থ এই যে, বৃহৎ নালিকের জন্য লৌহের গোল প্রস্তুত করিবেক। তাহা সগর্ভ অথবা কেবল অর্থাৎ নিরেট্ উভয়বিধই করিবেক। সগর্ভ গোলের গর্ভে ক্ষুদ্রগুলিকা প্রভৃতি পূর্ণ করা যাইতে পারে। আর লঘু নালিকের জন্য সীসকের কি অন্য কোন ধাতুর দ্বারা নালছিদ্রের উপযুক্ত গুলিকা প্রস্তুত করিবেক। নালাস্ত্র গুলি লৌহসার দ্বারা কি অন্য কোন কঠিন ধাতুর দ্বারা নির্ম্মাণ করা আবশ্যক। † দানবগুরু শুক্রাচার্য্যের নালিকাস্ত্র যখন ব্যাসের মহাভারতে

---

* এই বিধি অনুসারে রঙ দার আলোক ও বারুদ প্রস্তুত হয়। অঙ্গারের ভাগ না দিলেই তাহা উত্তম আলোক প্রস্তুত হইবে।

† এই সকল দেখিয়াও হয়ত অনেকের মনে ইহার পুরাণত্বে বিশ্বাস হইবে না। সে জন্য নিম্নে আরও একটি প্রমাণ প্রদত্ত হইল।

বৃদ্ধশার্ঙ্গধরকৃত বীরচিন্তামণিগ্রন্থে এই নালিক অস্ত্রের আকার প্রকার বর্ণিত আছে। যথা—

"নালিকা লঘবোবাণা নলযন্ত্রেণ নোদিতাঃ।
অত্যুচ্চদূরপাতেষু দুর্গযুদ্ধেষু তে মতাঃ॥"

লঘুনালিক বাণ অর্থাৎ ক্ষুদ্রনালিকাস্ত্র সকল নলাকার যন্ত্রের দ্বারা বিনিক্ষিপ্ত হয়। এ অস্ত্র উচ্চস্থ ও দূরস্থ লক্ষ্যের ও দুর্গযুদ্ধের উপযুক্ত।

মহাভারতের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ইহা ভিন্ন ভিন্ন নামে লিখিত আছে। বনপর্ব্বের ত্রিপুরধ্বংসপ্রকরণে "নালিক" এই বিস্পষ্ট নাম আছে। যথা—

আছে, তখন ইহা কখনই আধুনিক নহে। মহাভারতের অন্য স্থানে এই নালিকাস্ত্র "অয়ঃকণপ" ও "কণপ" নামে উল্লিখিত হইতে দৃষ্ট হয়; যথা—

"অয়ঃকণপ-চক্রাশ্ম-ভুষণ্ড্যুদ্যতবাহবঃ।
কৃষ্ণপার্থৌ জিঘাংসন্তঃ ক্রোধসম্মূর্চ্ছিতৌজসঃ॥"

আদি পর্ব ২২৫, ২৫।

টীকাকার নীলকণ্ঠভট্ট এই "অয়ঃকণপ" শব্দকে নালিক শব্দের পর্য্যায় বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। তল্লিখিত ব্যুৎপত্তি এই রূপ—

"অয়ঃকণান্ লৌহগুলিকা পিবন্তীতি তৎতথাবিধলৌহময়ং যন্ত্রং যেন আগ্নেয়ৌষধবলেন গর্ভসন্তৃতা লৌহগুলিকাঃ ক্ষিপ্যন্তে।"

এতদ্ভিন্ন রামায়ণেও এই নালিকাস্ত্রের প্রয়োগ দেখা যায়। যথা—

"নালীকৈস্তাড়য়ামাস।"

[ উত্তরকাণ্ড, রাবণের দিগ্বিজয়। ]

এ সকল আলোচনা করিলে, বন্দুকের পূর্ব্বাস্তিত্ব পক্ষে বুদ্ধির গতি উপস্থিত হয় কি না তাহা বিবেচনা করিয়া দেখুন। বীরচিন্তামণি, বৈশম্পায়নোক্ত ধনুর্ব্বেদ, মহাভারত, রামায়ণ, শুক্রনীতি প্রভৃতি প্রাচীন প্রাচীন গ্রন্থে যখন নালিকাস্ত্রের বর্ণনা আছে, তখন আর ইহাকে কি বলিয়া আধুনিক বলিতে পারি? এ সম্বন্ধে আমরা এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি যে, পুরাকালে ইহা সকলে জানিত না। দেবতারা ও প্রধান প্রধান আচার্য্যেরা উক্ত অস্ত্রের দ্বারা যুদ্ধ করায় কোন বিশেষরূপ পুরুষত্ব নাই বলিয়া এবং কূট যুদ্ধের উপকরণ বলিয়া উহাকে অত্যন্ত ঘৃণা করিতেন। ব্যাসশিষ্য বৈশম্পায়ন ঋষিকে স্বকৃত ধনুর্ব্বেদের ৫ অধ্যায়ে ইহার ব্যবহার সম্বন্ধে ঘৃণা প্রকাশ করিতে দেখা যায়। যথা—

"যন্ত্রাণি লৌহসীসানাং গুলিকাক্ষেপকাণি চ।
তথা চোপলযন্ত্রাণি কৃত্রিমাণ্যপরাণি চ॥
কূটযুদ্ধসহায়ানি ভবিষ্যন্তি কলৌ নৃপ।
অধর্ম্মবুদ্ধ্যা চৈতানি ভবিষ্যন্ত্যুত্তরোত্তরম্॥"

হে মহারাজ জনমেজয়! কলিকালের পৌরুষহীন অধার্ম্মিক রাজাদিগের

---

"ততোনালীকনারাচৈর্ভল্লৈঃ শক্ত্যৃষ্টিতোমরৈঃ।
প্রত্যঘ্নন্ দানবেন্দ্রা মাং ক্রুদ্ধাস্তীব্রপরাক্রমাঃ॥"

অর্জ্জুন বলিলেন হে রাজন! পরে সেই হিরণ্যপুরবাসী প্রভূতপরাক্রম ক্রুদ্ধ দানবেরা আমাকে নালীক, নারাচ, ভল্ল, শক্তি, ঋষ্টি ও তোমর প্রভৃতি অস্ত্রের দ্বারা আহত করিতে লাগিল।

সময় মনুক্ত গুলিকাক্ষেপক যন্ত্র, প্রস্তরক্ষেপক যন্ত্র, এবং অপরাপর কৃত্রিম যন্ত্র সকল কূট যুদ্ধের উপকরণ হইবে। যতই অধর্ম্মের বৃদ্ধি হইবে, ততই লোক কূট-যুদ্ধ ও তদুপযুক্ত প্রহরণের আশ্রয় লইবেক।

পূর্ব্বকালের বীরেরা কূটযুদ্ধ করিতেন না বলিয়া এ অস্ত্র তাঁহাদের নিকট পরিত্যক্তপ্রায় ছিল, কিন্তু বৃহৎ বৃহৎ দুর্গের মস্তকে ও রথের ভিত্তিতে বৃহন্নালিক সকল রক্ষিত থাকিত, এরূপ বর্ণনা দৃষ্ট হয়। রামায়ণোক্ত রাবণের দুর্গবর্ণন, মহাভারতোক্ত ইন্দ্রপ্রস্থ ও দ্বারকার দুর্গবর্ণন দেখিলে পাঠকমাত্রেরই সংশয়চ্ছেদ হইবার সম্ভাবনা। বৃহন্নালিক অর্থাৎ আধুনিক কামানের ন্যায় আগ্নেয়যন্ত্র যে পূর্ব্বে ছিল, তাহা বনপর্ব্বোক্ত মাতলি-আগমন প্রস্তাব পাঠ করিলেই সপ্রমাণ হইবেক। এই বৃহন্নালিক অস্ত্রটি তথায় "তুলাগুড়া" নামে লিখিত আছে। যথা—

"তথৈবাশনয়শ্চৈব চক্রযুক্তাস্তুলাগুড়াঃ।
বায়ুস্ফোটাঃ সনির্ঘাতা মহামেঘস্বনাস্তথা॥"

অর্জ্জুন যুধিষ্ঠিরের নিকট আপনার স্বর্গ গমন বৃত্তান্ত বর্ণন করিতেছেন। মহারাজ! অতঃপর মাতলি সেই অদ্ভুত জৈত্র-রথ গ্রহণ পূর্ব্বক মৎসকাশে সমাগত হইলেন। সেই রথে অসি, শক্তি, গদা, প্রাস, অশনি অর্থাৎ বজ্র, বায়ুস্ফোট যন্ত্র, * নির্ঘাত অর্থাৎ জ্বলদুল্কাপিণ্ডযুক্ত এবং মহামেঘের ন্যায় শব্দকারী চক্রযুক্ত "তুলাগুড়া" প্রভৃতি অস্ত্রশস্ত্র সজ্জিত ছিল।

ব্যাখ্যাকার নীলকণ্ঠ ভট্ট এই "তুলাগুড়া" শব্দের যেরূপ অর্থ করিয়াছেন তাহাতে তুলাগুড়াকে কামান ভিন্ন আর কিছুই বলা যায় না। যথা—

"তুলাগুড়াঃ ভাণ্ডগোলকাঃ। ভাণ্ডানি আগ্নেয়দ্রব্যবলেন গোলনিক্ষেপপাত্রাণি "তুলান্" "বন্দুখ" ইত্যাদি ম্লেচ্ছভাষাপ্রসিদ্ধানি। বায়ুস্ফোটাঃ বেগবশাৎ বায়ুং জনয়ন্ত্যঃ। সনির্ঘাতাঃ অশনিধ্বনিযুক্তাঃ মহামেঘস্বনাশ্চ।"

ভাবিয়া দেখুন যে, পূর্ব্বকালের তুলা নামক পরিমাণ-দণ্ডের ⸺ এতদ্রূপ আকার বিশিষ্ট গোলকনিক্ষেপ একটি পাত্র, তাহা আবার আগ্নেয়দ্রব্যবলে নিক্ষিপ্ত হয়, বায়ু উৎপাদন করে, বজ্রধ্বনির ন্যায় বা মেঘগর্জ্জনের ন্যায় শব্দ হয়, তাহা আবার চক্রযুক্ত অর্থাৎ চাকাওয়ালা;—এরূপ বর্ণন শুনিলে তাহাকে কামান ভিন্ন আর কি অনুমান করা যাইতে পারে? যাহাই হউক, উল্লিখিত শুক্রনীতি গ্রন্থখানি কত পুরাতন, সে সম্বন্ধে দুই একটি কথা বলা আবশ্যক হইতেছে।

* বায়ুস্ফোট শব্দ যদি তুলাগুড়ার বিশেষণ না হয়, তাহা হইলে উহা এক স্বতন্ত্র যন্ত্র হইবেক। অর্থাৎ কৌশলে বায়ুপূর্ণ করিয়া তদ্দ্বারা গুলিকা নিক্ষেপ করিবার যন্ত্র, এরূপ অর্থ হইবে।

শুক্রনীতি সম্বন্ধে যেরূপ প্রমাণ পাওয়া যায়, তাহাতে উক্ত গ্রন্থখানি মহাভারত অপেক্ষাও পুরাতন। কেন না মহাভারতের শত শত স্থানে "শুক্রের নীতি" "শুক্রের বাক্য" "শুক্রের উক্তি" এইরূপ বলিয়া পশ্চাৎ যে সকল শ্লোক লিখিত হইয়াছে, সে সমস্তই আমরা এই গ্রন্থে দেখিতে পাই। ইচ্ছা হইলে পাঠকগণ মিলাইয়া দেখিতে পারেন। দিক্‌প্রদর্শনের নিমিত্ত আমরা তাহার ২।৪টী প্রতীক মাত্র উদ্ধৃত করিলাম।

"অশিষ্টনিগ্রহোনিত্যং নিত্যং শিষ্টস্য পালনম্।
এবং শুক্রোঽব্রবীদ্ধীমানাপৎসু ভরতর্ষভ॥"
"উশনাশ্চৈব দ্বে গাথে প্রহ্লাদায়াব্রবীৎ পুরা।"
"অপিচোশনসা গীতঃ শ্রূয়তেঽয়ং পুরাতনঃ।"
"শাস্ত্রং চোশনসা প্রোক্তমিদং শৃণু ময়েরিতম্।"
"ইত্যেতাহ্যশনঃপ্রোক্তাঃ।"
"কাব্যাং নীতিং ন শৃণোষি।"

[ সভা, বন ও উদ্যোগ পর্ব্বোক্ত বিদুর বাক্য সকল দেখ ]

শুক্র ও বৃহস্পতি এই দুই মহর্ষিই নীতিশাস্ত্রের আদি গুরু। শুক্রকৃত ও বৃহস্পতিকৃত নীতিশাস্ত্রের অনেক বচন মহাভারতে ও অন্যান্য পুরাণে সংগৃহীত হইয়াছে। উপরোক্ত প্রতীকগুলির দ্বারা শুক্রাচার্য্যের নীতিশাস্ত্র থাকা সপ্রমাণ হইতেছে। ঐ সকল প্রতীক উচ্চারণের পরেই যে সকল নীতিকথা তত্তৎস্থানে লিখিত হইয়াছে, সে সকল কথা শুক্রনীতিতে অবিকলরূপে লিখিত আছে। সুতরাং গ্রন্থখানিকে মহাভারত অপেক্ষা নবতর বিবেচনা করা যায় না। এ বিষয়ে আমরা এতদধিক বাক্যব্যয় করিতে চাহি না। এক্ষণে প্রকৃত প্রস্তাবের অনুসরণ করা যাউক।

লগুড়।—ইহার পাদপ্রদেশ সরু, মস্তক স্থূল, স্কন্ধ মোটা, অগ্রভাগটি লৌহের দ্বারা আবদ্ধ। অধিক লম্বা নহে, পরন্তু উপযুক্ত রূপ মোটা। ইহার সর্ব্বাঙ্গ লোহার দণ্ড ও অত্যন্ত দৃঢ়। ইহা লম্বে দুই হস্ত পরিমিত হইয়া থাকে। যথা—

"লগুড়ঃ সূক্ষ্মপাদঃ স্যাৎ পৃথুংসঃ স্থূলশীর্ষকঃ
লৌহবদ্ধাগ্রভাগশ্চ হ্রস্বদেহঃ সুপীবরঃ॥
দণ্ডাকারোদৃঢ়াঙ্গশ্চ তথা হস্তদ্বয়োন্নতঃ।"

এই লগুড়াস্ত্রের ক্রিয়া চারি প্রকার। যথা—

"উত্থানং পাতনঞ্চৈব পেষণং পোথনং তথা ॥
চতস্রোগতয়স্তস্য পঞ্চমী নেহ বিদ্যতে।
দৃঢ়কায়ঃ পত্তিবর্গো তেন যুদ্ধ্যেত শত্রুভিঃ ॥"

উত্থান, পাতন, যাহাতে পড়িবে তাহার পেষণ ও পোথন। লগুড়ের এই চতুর্ব্বিধ ক্রিয়া ভিন্ন পঞ্চমী ক্রিয়া নাই। দৃঢ়শরীর পদাতি সৈন্যেরাই ইহার দ্বারা যুদ্ধ করিয়া থাকে।

পাশ———বৈশম্পায়নোক্ত ধনুর্ব্বেদে পাশাস্ত্র সম্বন্ধে যেরূপ বর্ণনা দৃষ্ট হয়, আগ্নেয় ধনুর্ব্বেদে তাহার সম্পূর্ণ প্রভেদ আছে। উক্তবর্ণনাদ্বয়দ্বারা অনুমান হয়, যে, পাশাস্ত্র দুই প্রকার ছিল। মহাভারতাদি গ্রন্থেও বরুণ পাশ ও পাশ, এই দুই পৃথক্ পাশের উল্লেখ আছে। বৈশম্পায়নোক্ত ধনুর্ব্বেদের পাশ এইরূপ——

"পাশঃ সুসূক্ষ্মাবয়বোলৌহধাতুস্ত্রিকোণবান্।
প্রাদেশপরিধিঃ সীসগুলিকাভরণাঞ্চিতঃ ॥"

পাশ অতি সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম লৌহের দ্বারা নির্ম্মিত, ত্রিকোণযুক্ত, প্রাদেশপরিমিত পরিধিযুক্ত ও সীসক-গুলিকার দ্বারা সুশোভিত।

এতৎ সম্বন্ধে আগ্নেয় ধনুর্ব্বেদের মত এইরূপ—

"দশহস্তোভবেৎ পাশো বৃত্তঃ করমুখস্তথা।
গুণকার্পাসমুঞ্জানাং মর্কস্নায়বচর্ম্মণাম্ ॥
অন্যেষাং সুদৃঢ়ানাঞ্চ সুকৃতং পরিবেষ্টিতম্।
তথা ত্রিংশৎসমং পাশং বুধঃ কুর্য্যাৎ সুবর্ত্তিতম্ ॥"

বৃত্ত অর্থাৎ গোল ও লম্বায় ১০ হাত, এরূপ পাশ গুণ রজ্জু, কার্পাস রজ্জু, মুঞ্জ নামক তৃণের রজ্জু, পশুবিশেষের স্নায়ু, আকন্দবৃক্ষের সূত্র ও চর্ম্মবিশেষের দ্বারা প্রস্তুত হইয়া থাকে। এতদ্ভিন্ন অন্যান্য দৃঢ় অথচ সূত্র প্রস্তুত হয়, এরূপ পদার্থের দ্বারাও হইতে পারে। সূক্ষ্ম ৩০ তন্তু একত্রিত ও সুবর্ত্তিত করিয়া, অর্থাৎ উত্তমরূপে পাক দিয়া প্রস্তুত করিতে হয়। এই পাশাস্ত্রের ক্রিয়া এইরূপ—

কর্ত্তব্যং শিক্ষকৈস্তস্য স্থানং কক্ষাসু বৈ সদা।
বামহস্তেন সংগৃহ্য দক্ষিণেনোদ্ধরেত্ততঃ ॥
কুণ্ডলস্যাকৃতিং কৃত্বা ভ্রাম্যৈকং মস্তকোপরি।
ক্ষিপেৎ... ... ... ... ...

বল্গিতে চ প্লুতে চৈব তথা প্রব্রজিতেষু চ।
সমযোগবিধিং জ্ঞাত্বা প্রযুঞ্জীত সুশিক্ষিতঃ॥
বিজিত্য তু যথান্যায়ং ততোবন্ধং সমাচরেৎ।
কট্যাং বদ্ধা ততঃ খড়্গং বামপার্শ্বাবলম্বিনম্।
দৃঢ়ং বিগৃহ্য বামেন নিষ্কর্ষেদ্দক্ষিণেন চ॥"

অর্থাৎ ইহা কক্ষপ্রদেশে রাখা হয়, প্রয়োগের সময় কুণ্ডলাকৃতি করিয়া মস্তকের উপর একবার ঘুরাইয়া প্রক্ষেপ করিতে হয়। এই অস্ত্রপ্রয়োগের তিন প্রকার গতি আছে। তাহাদের নাম বল্গণ, প্লবন ও প্রব্রজন। ইহার দ্বারা ইচ্ছানুরূপ বন্ধন পূর্ব্বক স্বসকাশে আকর্ষণ করিয়া পশ্চাৎ কৃপাণ দ্বারা বধ করিতে হয়।

এতদ্ভিন্ন ২৫০ অধ্যায়ে অন্যরূপ ক্রিয়া লিখিত আছে। যথা—

"পরাবৃত্তমপাবৃত্তং গৃহীতং লঘুসংজ্ঞিতম্।
ঊর্দ্ধক্ষিপ্তমধঃক্ষিপ্তং সন্ধারিতবিধারিতম্॥
শ্যেনপাতং গজপাতং গ্রাহগ্রাহ্যং তথৈব চ।
এবমেকাদশবিধা জ্ঞেয়াঃ পাশবিধারণাঃ॥"

বৈশম্পায়নোক্ত পাশ, যাহা প্রথমে উল্লেখিত হইয়াছে, তাহার কার্য্য এইরূপ—

"প্রসারণং বেষ্টনঞ্চ কর্ত্তনঞ্চেতি তে ত্রয়ঃ।
যোগাঃ পাশাশ্রিতাঃ লোকে পাশাঃ ক্ষুদ্রসমাশ্রিতাঃ॥"

অগ্রে প্রসারণ, পশ্চাৎ তদ্দ্বারা শত্রুকে বেষ্টন, অনন্তর অস্ত্রান্তর দ্বারা কর্ত্তন। পাশের এই তিন প্রকার প্রয়োগ আছে এবং ইহা ক্ষুদ্রযোদ্ধার আশ্রিত।

"ঋজ্বায়তং বিশালঞ্চ তির্য্যগ্‌ভ্রামিতমেব চ।
পঞ্চকর্ম্ম বিনির্দ্দিষ্টং ব্যস্তে পাশে মহাত্মভিঃ॥"

অন্য এক প্রকার পাশ আছে, মহাত্মগণ তাহার পাঁচ প্রকার কার্য্য নিশ্চয় করিয়াছেন। সে পাঁচ প্রকার প্রায় প্রথমোক্তের তুল্য।

চক্র—এই অস্ত্র কুণ্ডলাকার অর্থাৎ গোল। প্রান্তভাগ উত্তম কোণযুক্ত বা ধারাল। নীল-জলের ন্যায় বর্ণ এবং মণ্ডল। পরিমাণে দুই প্রাদেশ অর্থাৎ এক হস্ত। যথা—

"চক্রন্তু কুণ্ডলাকারমন্তে স্বস্রিসমন্বিতম্।
নীলীসলিলবর্ণং তৎ প্রাদেশদ্বয়মণ্ডলম্।"

ইহার কার্য্য পঞ্চবিধ যথা—

"গ্রন্থনং ভ্রামণং চৈব ক্ষেপণং পরিবর্ত্তনম্।
দলনঞ্চেতি পঞ্চৈব গতয়শ্চক্রসংশ্রিতাঃ॥"

গ্রন্থন, ভ্রামণ অর্থাৎ ঘুরাণ, ক্ষেপণ, কর্ত্তন ও দলিত করণ। চক্রের এই পঞ্চবিধ কার্য্য আছে।

আগ্নেয়-ধনুর্ব্বেদে এতৎ সম্বন্ধে এইরূপ লিখিত আছে। যথা—

"ছেদনং ভেদনং পাতোভ্রামণং শমনস্তথা।
বিকর্ত্তনং কর্ত্তনঞ্চ চক্রকর্ম্মেদমেব চ॥"

চক্রের কার্য্য ছেদন, ভেদকরণ, নিপাতন, ভ্রামণ, শমন বা শায়ন অর্থাৎ শায়িত করা, বিকর্ত্তন ও কর্ত্তন।

দণ্ডকণ্টক—ইহার গঠন সম্বন্ধে এইরূপ বর্ণনা আছে। যথা—

"দণ্ডকণ্টকনামাতু লৌহকণ্টকদেহবান্।
অগ্রে পৃথুঃ সূক্ষ্মপুচ্ছ-শ্চাঙ্গারসন্নিভাকৃতিঃ॥
বাহূন্নতঃ সুৎসরুশ্চ দণ্ডাকারোগ্রলোচনঃ।
পাতনং গ্রন্থনং চেতি দ্বে গতী দণ্ডকণ্টকে॥"

অর্থাৎ ইহার কায়া বা শরীর দণ্ডাকার, তাহার সর্ব্বাঙ্গে লৌহের কাঁটা, আগা মোটা ও গোড়া সরু। বাহুপরিমাণ লম্বা, ধরিবার মুষ্টি অতি সুন্দর, এবং বর্ণ অঙ্গারতুল্য কৃষ্ণবর্ণ। ইহার নিক্ষেপ ও গ্রন্থন অর্থাৎ গাঁথিয়া ফেলা, এই দুই কার্য্য আছে।

ভুসুণ্ডী—এই অস্ত্রের আকার প্রকার ও কার্য্য এইরূপ—

"ভুসুণ্ডী তু বৃহগ্রন্থি র্বৃহদ্দেহঃ সুসৎসরুঃ॥
বাহুত্রয়সমুৎসেধঃ কৃষ্ণসর্পোগ্রবর্ণবান্।
পাতনং ঘূর্ণনঞ্চেতি দ্বে গতী তৎসমাশ্রিতে॥"

অর্থাৎ ইহা বাহুত্রয় পরিমাণ লম্বা, বড় বড় গ্রন্থি অর্থাৎ গাঁট আছে, স্থূলকায়, মুষ্টিদেশ উত্তম এবং ইহার বর্ণ কৃষ্ণসর্পের ন্যায় উগ্রদর্শন। পাতন ও ঘূর্ণন এই গতিদ্বয় ইহার অনুগত।

এ পর্য্যন্ত যে কয়েকটি অস্ত্রের কথা বলা হইল, এ সমস্তই মুক্তাস্ত্র অর্থাৎ এ সমস্তই ফেলিয়া বা ছুড়িয়া মারিতে হয়। যাহা অমুক্ত অর্থাৎ যাহা ফেলিয়া বা ছুড়িয়া মারিতে হয় না,—সেই সকল অমুক্ত অস্ত্রের বর্ণনা এক্ষণে শ্রবণ করুন অমুক্ত অস্ত্রের মধ্যে বজ্রই সর্ব্বপ্রধান। বজ্র কি? তাহা উত্তমরূপ বুঝা যায় না,

সুতরাং বুঝানও যায় না। তথাপি তদ্বোধক বাক্য গুলি অন্য প্রবন্ধে বলা হইবে। এক্ষণে "ইলী" প্রভৃতি কএকটী অমুক্ত অস্ত্রের বর্ণনা করা যাউক।

ইলী—ইহা উচ্চে দুই হাত, ইহার অগ্রে ভুগ্ন অর্থাৎ কোল কুঁজা, লৌহ ফলক আছে, তাহার বিস্তার ৫ অঙ্গুলি, বর্ণ শ্যাম, মুষ্টিদেশ করত্র-বর্জিত। (তরবারি প্রভৃতির মুষ্টিতে যে হস্তবেষ্টনার্থ এক প্রকার বেষ্টন বা প্যাঁচ থাকে, তাহার নাম করত্র) ইহার কার্য্য সম্পাত, সমুদীর্ণ, নিগ্রহ ও প্রগ্রহ। যথা—

"ইলী-হস্তদ্বয়োৎসেধা করত্ররহিতৎসরুঃ।
শ্যামা ভুগ্নাগ্রফলকা পঞ্চাঙ্গুলিসুবিস্তৃতা॥
সম্পাতং সমুদীর্ণঞ্চ নিগ্রহপ্রগ্রহৌ তথা।
ইলীমেতানি চত্বারি বল্গিতানি শ্রিতানি বৈ॥"

পরশু—বৈশম্পায়নীয় ধনুর্ব্বেদে ইহার যেরূপ বর্ণনা দৃষ্ট হয়, তদনুসারে ইহাকে এক প্রকার টাঙ্গী বলিলেও বলা যায়। যথা—

"পরশুঃ সূক্ষ্মযষ্টিঃ স্যাৎ বিশালাস্যঃ পুরোমুখঃ।
সরুপাদঃ সশিখরোবাহুমাত্রোন্নতাকৃতিঃ।
পাতনং ছেদনং চেতি গুণৌ পরশুমাশ্রিতৌ॥"

অর্থাৎ একটি যষ্টির মস্তকে অর্দ্ধচন্দ্রাকার লৌহফলক, তাহার আস্য বিস্তৃত, সম্মুখে মুখ, মুখ চক্‌চকে, কিন্তু অঙ্গ মলিন। মূলদেশে ৎসরু অর্থাৎ মুট্‌ আছে, এবং মস্তকে শিখা আছে। ইহার পরিমাণ বাহু অর্থাৎ বাহুপরিমিত লম্বা। পরশুর কার্য্য পাতন ও ছেদন। কিন্তু আগ্নেয়-ধনুর্ব্বেদে ইহার আরও কএকটি কার্য্যের উল্লেখ আছে। যথা—

"করালমবঘাতঞ্চ দংশোপপ্লুতমেব চ।
ক্ষিপ্তহস্তং স্থিরং শূন্যং পরশোস্তু বিনির্দ্দিশেৎ॥"

গোশীর্ষ—ইহার আকার সম্বন্ধে এইরূপ লিখিত আছে।

"গোশীর্ষং গোশিরঃপ্রখ্যং প্রসারিতপদদ্বয়ম্।
অধস্তাদ্দারুযন্ত্রাঢ্যং ঊর্দ্ধায়ঃফলকাঞ্চিতম্॥
নীললোহিতবর্ণং তৎ ত্রিরশ্রি চ সুসৎসরু।
ষোড়শাঙ্গুল্যুন্নতঞ্চ তীক্ষ্ণাগ্রং পৃথুমধ্যকম্॥
সৎকৃত্য মনবে দত্তং মহেন্দ্রেণ সমুদ্রিকম্।
প্রভুত্বস্য সূচকে লোকে রাজ্ঞাং গোশীর্ষমুদ্রিকে॥"

অর্থ এই যে, দেখিতে গোমস্তকতুল্য গোশীর্ষ নামক অস্ত্রের দুইটি পদ আছে।

তাহার নীচে কাষ্ঠনির্ম্মিত যন্ত্র সংলগ্ন থাকে এবং তাহার ঊর্দ্ধকায় লৌহফলকে আবদ্ধ থাকে। মধ্যাঙ্গ ত্রিরশ্রি অর্থাৎ তে-শিরে, এবং তাহার ধারণের মুট্ অতি সুন্দর। তাহার বর্ণ কৃষ্ণরক্ত। ইহার উচ্চতা ১৬ অঙ্গুল অর্থাৎ কিঞ্চিন্ন্যূন এক হস্ত। ইহার মধ্যভাগ স্থূল, কিন্তু অগ্রভাগ অতি তীক্ষ্ণ। পূর্ব্বে মহেন্দ্র এই অস্ত্র এবং এতদ্বিধ মুদ্রিকা নামক অস্ত্র মনুকে শিখাইয়াছিলেন। পরে তাহা এই মানবলোকে আসিয়াছে। যে রাজার এই অস্ত্রদ্বয় থাকে, ইহলোকে তাহার প্রভুত্ব বিস্তার হয়। ইহার ক্রিয়া এইরূপ—

"মুষ্টিগ্রহঃ পরিক্ষেপঃ পরিধিঃ পরিকুন্তনম্।
চত্বার্য্যেতানি গোশীর্ষে বল্‌গিতানি প্রচক্ষতে॥"

মুষ্টিগ্রহ অর্থাৎ মুট্ ধরা, পরে পরিক্ষেপ, পরিধি ও পরিকুন্তন বা পরিকৃন্তন। কুন্তন পক্ষে বিদ্ধকরণ, ও কৃন্তন পক্ষে ছেদন করা, এইরূপ অর্থ হয়।

অসিধেনু বা খড়্গপুত্রিকা—ইহার আকার প্রকার ও ক্রিয়া এইরূপ—

"অসিধেনুঃ সমাখ্যাতা হস্তৌন্নত্যপ্রমাণতঃ।
অতলত্রৎসরুযুতা শ্যামা কোটিত্রয়াশ্রিতা॥
অঙ্গুলিদ্বয়বিস্তীর্ণা হ্যাসন্নরিপুঘাতিনী।
মেখলাগ্রথিনো সা তু প্রোচ্যতে খড়্‌গপুত্রিকা॥
মুষ্ট্যগ্রগ্রহণং চৈব পাটনং কুন্তনং তথা।
বল্‌গিতত্রয়বত্যেষা সদা ধার্য্যা নৃপোত্তমৈঃ॥"

অর্থাৎ অসিধেনু নামক অস্ত্রটি হস্তপ্রমাণ লম্বা, তলত্ররহিত কিন্তু ৎসরু অর্থাৎ মুট্ আছে। বর্ণ শ্যাম। ত্রিধার ও বিস্তীর্ণতায় দুই অঙ্গুল। ইহার দ্বারা আসন্ন অর্থাৎ নিকটাগত শত্রু বিনষ্ট করা যায়। এই অসিধেনু যদি মেখলায় গ্রথিত (মেখলা = চেইন্) থাকে, তাহা হইলে তাহাকে খড়্গপুত্র বলা যায়। এই দুই অস্ত্রের ক্রিয়া ত্রিবিধ। মুষ্টিগ্রহণ, বিদারণ ও বিদ্ধকরণ। প্রধান প্রধান রাজারা ইহা ধারণ করিয়া থাকেন।

লম্বিত্র—এই অস্ত্রটির আকার প্রকার ও ক্রিয়া এইরূপ—

"লম্বিত্রং ভুগ্নকায়ং স্যাৎ পৃষ্ঠে গুরু পুরঃশিতম্।
শ্যামং পঞ্চাঙ্গুলিব্যাসং সার্দ্ধহস্তসমুন্নতম্॥
ৎসরুণা গুরুণা নদ্ধং মহিষাদি-নিকর্ত্তনম্।
বাহুদ্বয়োত্ক্ষেপোৎক্ষেপৌ লম্বিত্রে বল্‌গিতে মতে॥"

লম্বিত্রের কায়াটি ভুগ্ন অর্থাৎ বক্র (কোলকুঁজো)। পৃষ্ঠভাগ স্থূল ও গুরুভার-

যুক্ত। সম্মুখ ভাগ তীক্ষ্ণ অর্থাৎ ধারাল। ইহার ব্যাস ৫ অঙ্গুল, এবং বর্ণ কাল ইহার মুট অতি বৃহৎ এবং ইহার দ্বারা মহিষ প্রভৃতি কর্ত্তিত করা যায়। দুই হাতে উঠান ও প্রহার, এই দুই ক্রিয়া ভিন্ন ইহার তৃতীয় ক্রিয়া নাই।

আন্তর—ইহার পদদেশ গ্রন্থিল, মস্তক দীর্ঘ, কর অর্থাৎ পাতা বিস্তীর্ণ, হস্ত, উদর ও মস্তক বক্র, বর্ণ কৃষ্ণ, পরিমাণ দুই হস্ত। ঘুরাণ, আকর্ষণ ও ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করণ, এই কএক প্রকার ক্রিয়া ইহাতে সাধিত হয়। ইহার দ্বারা যুদ্ধে শত্রু বিনাশ করিবেক এবং অশ্বারোহী ও পদাতি সৈন্যেরাই ইহা ধারণ করিবেক। যথা—

"আন্তরোগ্রন্থিপাদঃ স্যাৎ দীর্ঘমৌলির্বৃহৎকরঃ।
ভুগ্নহস্তোদরশিরঃ শ্যামবর্ণোদ্বিহস্তকঃ॥
ভ্রামণং কর্ষণংচৈব ত্রোটনং তৎ ত্রিবল্গিতম্।
জ্ঞাত্বা শত্রূন্ রণে হন্যাৎ ধার্য্যঃ সাদিপদাতিভিঃ॥"

কুন্ত—এই অস্ত্রের সর্ব্বাঙ্গ লৌহময়, শৃঙ্গ অর্থাৎ অগ্রভাগ অত্যন্ত তীক্ষ্ণ, ষড়শ্রি অর্থাৎ ছয় পোয়ালে। ৫ হাত লম্বা এবং পদদেশ বৃত্ত অর্থাৎ গোল এবং দেখিতে ভীষণ। উড্ডীন, অবডীন, নিডীন, ভূমিলীন, তির্য্যক্‌লীন, ও নিখাত অর্থাৎ খনন,—এই ছয় প্রকার ক্রিয়া ইহার আশ্রিত। উড্ডীন নিডীন প্রভৃতি সঞ্চরণ বিশেষের নাম। এই অস্ত্রের দ্বারা যুদ্ধ করিতে হইলে বিবিধ পক্ষিজাতির ন্যায় গতি অবলম্বন করিতে হয়। যথা—

"কুন্তস্ত্বয়োময়াঙ্গঃ স্যাৎ তীক্ষ্ণশৃঙ্গঃ ষড়শ্রিমান্।
পঞ্চহস্তসমুৎসেধো বৃত্তপাদোভয়ঙ্করঃ॥
উড্ডীনমবডীনঞ্চ নিডীনং ভূমিলীনকম্।
তির্য্যক্‌লীন নিখাতঞ্চ ষণ্মার্গাঃ কুন্তমাশ্রিতাঃ॥"

অসুরাচার্য্য শুক্রও স্বকৃত নীতিগ্রন্থে ইহার আকার প্রকারের বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু তাহা ইহা হইতে স্বতন্ত্র। শুক্রপ্রোক্ত কুন্ত আর বর্শা বা বড়শা সমান যথা—

"দশহস্তমিতঃ কুন্তঃ ফালাগ্রঃ শঙ্কুবুধ্নকঃ॥"

লম্বে ৭ হাত এক গাছ বাঁশ—তাহার মস্তকে লোহার তীক্ষ্ণ ফলা,—মূলে সূক্ষ্ম ও তীক্ষ্ণ লৌহ শলাকা, ফলের নীচে ও মূলে রেশম স্তবকে সুশোভিত। এতদ্রূপ কুন্ত অস্ত্রের ৪ প্রকার ক্রিয়া আছে। আকর্ষণ, বিকর্ষণ, ধূনন অর্থাৎ ইতস্ততঃ পরিচালন, পশ্চাৎ বিদ্ধকরণ যথা—

"প্রাসস্তু সপ্তহস্তঃ স্যাদোন্নত্যেন তু বৈণবঃ।
লৌহশীর্ষস্তীক্ষ্ণপাদঃ কৌশেয়স্তবকাঞ্চিতঃ
আকর্ষশ্চ বিকর্ষশ্চ ধূননং বেধনং তথা।
চতস্র এতা গতয়োরুক্তপ্রাসং সমাশ্রিতাঃ॥"

শুক্রাচার্য্যের গ্রন্থেও প্রাস অস্ত্রের বর্ণনা আছে। তাহার সহিত ইহার প্রায় ঐক্য আছে। যথা—

"প্রাসাস্ত্রস্তু চতুর্হস্তোদণ্ডবুধ্নঃ ক্ষুরাননঃ॥"

অর্থাৎ প্রাস অস্ত্র লম্বে ৪ হাত, তাহার দাণ্ডি বেণুদণ্ডনির্ম্মিত এবং মুখ ক্ষুরধার।

পিণাক—ইহা শূলাস্ত্রের নামান্তর মাত্র। যাহাকে আমরা ত্রিশূল বলি, তাহাই পিণাক। যথা—

"পিণাকস্তু ত্রিশীর্ষঃ স্যাৎ সিতাগ্রঃ ক্রূরলোচনঃ।
কাংস্যকায়োলোহশীর্ষশ্চতুর্হস্তপ্রমাণবান্॥
ধূননং প্রোতনঞ্চেতি ত্রিশূলং দ্বেশ্রিতে গতী॥"

অর্থাৎ ইহার কায়া কাংসদণ্ডে নির্ম্মিত, মস্তকে ত্রিশীর্ষ লৌহফলক, তাহার প্রান্ত বা অগ্রভাগ সুশাণিত এবং তাহার চক্ষু অতি ক্রূর। ভল্লুকের লোমের স্তবকাদির দ্বারা তাহার সর্ব্বাঙ্গ সুশোভিত। ইতস্ততঃ সঞ্চালন ও প্রোতন অর্থাৎ ফুঁড়িয়া ফেলা তাহার কার্য্য। উক্ত দুইটী মাত্র ক্রিয়া ত্রিশূলের আশ্রিত। আগ্নেয়ধনুর্ব্বেদে ইহার অন্য কএকটী ক্রিয়ার উল্লেখ দৃষ্ট হয়। যথা—

"আস্ফোটঃ ক্ষেড়নস্তেদঃ প্রাসান্দোলিতকৌ তথা।
শূলকর্ম্মাণি জানীহি ষষ্ঠমাখাতসংজ্ঞিতম্॥"

গদা—গদা নামক শস্ত্রের আকার ও ক্রিয়া এইরূপ।

"অষ্টাশ্রা পৃথুবুধ্না তু গদা হৃদয়সম্মিতা॥"

অর্থাৎ মুষ্টিস্থান স্থূল অবয়ব অষ্টাশ্র অর্থাৎ আট পোয়ালে এবং হৃদয় পরিমাণ লম্বা। এতদ্ভিন্ন বৈশম্পায়নোক্ত ধনুর্ব্বেদে অন্য এক প্রকার ঘোরদর্শন গদার বর্ণনা আছে। যথা—

"গদা শৈক্যায়সময়ী শতারপৃথুশীর্ষকা।
শঙ্কুপ্রাবরণা ঘোরা চতুর্হস্তসমুন্নতা॥
রথাক্ষমাত্রকায়া চ কিরীটাঞ্চিতমস্তকা।
সুবর্ণমেখলাগুপ্তা গজপর্ব্বতভেদিনী॥

মণ্ডলানি বিচিত্রাণি গতপ্রত্যাগতানি চ।
অত্র যন্ত্রাণি চিত্রানি স্থানানি বিবিধানি চ॥
পরিমোক্ষং প্রহারাণাং বর্জ্জনং পরিধাবনম্।
অভিদ্রবণমাক্ষেপমবস্থানং সবিগ্রহম্॥
পরাবৃত্তং সন্নিবৃত্তমবপ্লুতমুপপ্লুতম্।
দক্ষিণং মণ্ডলঞ্চৈব সব্যং মণ্ডলমেব চ॥
আবিদ্ধঞ্চ প্রবিদ্ধঞ্চ স্ফোটনং জ্বালনন্তথা।
উপন্যস্তমপন্যস্তং গদামার্গাশ্চ বিংশতিঃ॥”

এই লৌহময়ী গদা শিকার দ্বারা বাহিত হয়। ইহার শীর্ষদেশ স্থূল ও গাত্র শতার অর্থাৎ শতপোয়াল-বিশিষ্ট। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লৌহ কণ্টকে ইহার সর্ব্বাঙ্গ আচিত, লম্বে ৪ হাত এবং স্থূলতায় রথচক্রের নাভির তুল্য। দেখিতে ভয়ঙ্কর, মস্তকে কিরীট অর্থাৎ পাগড়ীর ন্যায় বেড় থাকে, এবং ইহা সুবর্ণ শৃঙ্খলে রক্ষিত বা গ্রথিত। ইহা গজ ও পর্ব্বত চূর্ণ বিচূর্ণ করিতে সক্ষম। ইহার দ্বারা যুদ্ধ করিতে হইলে বিবিধ গতি শিক্ষা করিতে হয়। সে সকল গতির অর্থাৎ নিজের সঞ্চরণ ও গদার পরিচালন বিংশতি সংখ্যক। যথা—বিচিত্রমণ্ডল, গতিপ্রত্যাগতি, পরিমোক্ষ, বর্জন, পরিধাবন, অভিদ্রবণ, আক্ষেপ, নিগ্রহযুক্ত অবস্থান, পরাবর্ত্তন, সন্নিবর্ত্তন, অবপ্লুতি, উপপ্লুতি, দক্ষিণমণ্ডল, বামমণ্ডল, আবিদ্ধ, প্রবিদ্ধ, স্ফোটন, জ্বালন, উপন্যাস ও অপন্যাস। মহাভারতোক্ত ভীমের গদা আর এই বৈশম্পায়নোক্ত গদা তুল্য বা এক বলিয়া অনুমিত হয়। এতদ্ভিন্ন আগ্নেয় ধনুর্ব্বেদে যে গদার উল্লেখ আছে, তাহাও এইরূপ। এরূপ গদার সদ্ব্যবহার অত্যন্ত বলসাধ্য।

“মুদ্গরঃ সূক্ষ্মপাদঃ স্যাৎ হীনশীর্ষস্ত্রিহস্তবান্।
মধুবর্ণঃ পৃথুস্কন্ধশ্চাষ্টভারগুরুশ্চ সঃ॥
সৎসরুর্ব্বর্ত্তুলোনীলঃ পরিধ্যা করসম্মিতঃ।
ভ্রামণং পাতনঞ্চেতি দ্বিবিধং মুদ্গরে শ্রিতম্॥”

মুদ্গরের মূলদেশ কৃশ, স্কন্ধদেশ স্থূল, মস্তকে শীর্ষক থাকে না। লম্বে ৩ হাত গুরুত্বে অষ্টভার। * ৎসরু অর্থাৎ মুটযুক্ত, আকার বর্ত্তুল বা গোল। ইহার

* ২০ তোলা ও ৮০০ তোলায় এক “ভার”, পরন্তু এস্থলে ৮০০০ তোলা অর্থই গ্রাহ্য এবং তাহার ৮ গুণে ২০ মোণ। ২০ মোণ লোহার গদা লইয়া যুদ্ধ করিত, এ কথা মনে করিতেও ভয় হয়।

পরিধি এক হস্ত। ইহার ঘূর্ণন ও নিপাতন এই দুইটী মাত্র ক্রিয়া আছে। পরন্তু আগ্নেয় ধনুর্ব্বেদে ইহার ৪ প্রকার ক্রিয়ার উল্লেখ আছে। যথা—

"তাড়নং ছেদনং বিপ্র! তথা ঘূর্ণনমেবচ।
মুদ্গরস্য তু কর্ম্মাণি তথা প্লবনঘাতনম্॥"

হে ব্রাহ্মণ! তাড়ন, ছিন্নভিন্নকরণ চূর্ণিতকরণ ও প্লবনাঘাত,—মুদ্গরের এই চতুর্ব্বিধ কার্য্য জানিবে।

সীর—

"সীরোদ্বিবক্রোবিশিখোলৌহপাদমুখঃ কৃষন্।
পুম্প্রমাণঃ স্নিগ্ধবর্ণ স্ত্বাকর্ষ বিনিপাতবান্॥"

সীর বা লাঙ্গল অস্ত্রটী দ্বিবক্র অর্থাৎ দুই স্থানেই বাঁকা ও শিখাশূন্য। মূলদেশ ও মুখ লৌহবদ্ধ। সার্দ্ধত্রিহস্তপরিমিত দীর্ঘ এবং স্নিগ্ধ। আকর্ষণ ও নিপাতন এই ক্রিয়াদ্বয় ইহাতে প্রযুক্ত হইয়া থাকে।

মুসল—

"মুসলস্ত্বক্ষিশীর্ষাভ্যাং করৈঃ পাদৈর্ব্বিবর্জ্জিতঃ।
মূলে চাস্তেহতিসম্বদ্ধঃ পাতনং পোথনং দ্বয়ম্॥"

মুসলের চক্ষু, মস্তক, হস্ত ও পদ কিছুই নাই। অর্থাৎ, সর্ব্বাঙ্গ সমান এবং ইহার নিপাতন ও পোথন এই দুইটী মাত্র ক্রিয়া আছে।

পট্টিশ—ইহা একপ্রকার তরবারি বিশেষ। আগ্নেয় ধনুর্ব্বেদ, বৈশম্পায়নীয় ধনুর্ব্বেদ ও শুক্রনীতি, এই তিন পুস্তকেই সমান বর্ণনা দৃষ্ট হয়। যথা—

"পট্টিশঃ পুম্প্রমাণঃ স্যাৎ দ্বিধারস্তীক্ষ্ণশৃঙ্গকঃ।
হস্তত্রাণসমাযুক্তমুষ্টিঃ খড়্গসহোদরঃ॥

(বৈশম্পায়ন।)

অর্থ এই যে, পট্টিশ নামক অস্ত্রটী খড়্গের সহোদর অর্থাৎ প্রায় খড়্গাকার। ইহা পুরুষ-প্রমাণ লম্বা, দুই দিকেই সমান ধার, অগ্রভাগ অতি তীক্ষ্ণ, ইহার মুষ্টি অর্থাৎ মুট্ হস্তত্রাণ যুক্ত। শুক্রনীতির বর্ণনাও এই রূপ। যথা—

"পট্টিশসোঽসি সমো হস্তবুধ্নশ্চোভয়তোমুখঃ।"

(শুক্রনীতি)

ইহার ক্রিয়া খড়্গক্রিয়ার ন্যায় অনেকবিধ।

মৌষ্টিক—এই মৌষ্টিক অস্ত্রটী কেবল বৈশম্পায়নোক্ত ধনুর্ব্বেদে দৃষ্ট হয়। যথা—

"মৌষ্টিকং সুৎসরুজ্ঞেয়ং প্রাদেশোন্নতিভূষণম্ ।
সিতাগ্রমুন্নতগ্রীবং পৃথুদরসিতং তথা ॥"

মৌষ্টিক অস্ত্রের ৎসরু অর্থাৎ মুষ্টিস্থান অতি উৎকৃষ্ট। ইহার উচ্চতা প্রাদেশ অর্থাৎ অর্দ্ধহস্ত। অগ্রভাগ তীক্ষ্ণ বা শাণিত এবং গ্রীবাদেশ কিছু উচ্চ। উদর প্রদেশ স্থূল ও সুশাণিত। এই মৌষ্টিকাস্ত্রের কার্য্য খড়্গাকার্য্যের ন্যায় বিচিত্র ও বহুবিধ।

পরিঘ—

"পরিঘোবর্ত্তুলাকারস্তালমাত্রঃ সুতারবঃ।
বলৈকসাধ্যসম্পাতস্তস্মিন্ জ্ঞেয়ো বিচক্ষণৈঃ ॥"

পরিঘ অস্ত্রটী বর্ত্তুল অর্থাৎ সুগোল। লম্বে পুরুষপ্রমাণ অর্থাৎ সার্দ্ধ ত্রিহস্ত। ইহা কেবল বলপূর্ব্বক নিক্ষেপ করিতে হয়।

ময়ূখী—এ অস্ত্রের অন্য নাম কি? তাহা জানি না। ফল, বৈশম্পায়নোক্ত ধনুর্ব্বেদ ভিন্ন অন্য কোন গ্রন্থে এ নাম দৃষ্ট হয় না। উল্লিখিত গ্রন্থে ইহার যেরূপ বর্ণনা আছে, পাঠকবর্গ তাহা দৃষ্ট করুন।

"ময়ূখী কৃতযষ্টিঃ স্যাৎ মুষ্টিযুক্তা নরোন্নতা।
কিঙ্কিনীসবৃতা চিত্রা ফলিকাসহকারিণী ॥
আঘাতঞ্চ প্রতীঘাতং বিঘাতং পরিমোচনম্।
অভিদ্রবণমিত্যেতে ময়ূখী পঞ্চ সংশ্রিতাঃ ॥"

পুরুষপ্রমাণ এক দীর্ঘ যষ্টি, তদগ্রে ফলা ও তদ্গাত্রে কিঙ্কিনীজাল এবং ইহার মুষ্টি আছে। আঘাত, প্রতিঘাত, এবং বিঘাত, পরিমোচন ও অভিদ্রবণ, এই পাঁচ কার্য্য ইহার আশ্রিত।

শতঘ্নী—এই শতঘ্নী সম্বন্ধে অনেকে অনেক প্রকার কল্পনা করিয়া থাকেন। কেহ বলেন, আধুনিক কামান আর পূর্ব্বকালের শতঘ্নী একই বস্তু। কেহ বলেন, পূর্ব্বকালে এক প্রকার প্রস্তর-নিক্ষেপক কাষ্ঠযন্ত্র ছিল, তাহাই তৎকালের শতঘ্নী। বস্তুতঃ এই দুই মতের কোন মতেরই পোষক প্রমাণ পাওয়া যায় না। পরন্তু "শতঘ্নী" এই নামের ব্যুৎপত্তি প্রতি দৃষ্টি করিলে উক্ত উভয় মতই যথার্থবাদী বলিয়া গণ্য হইতে পারে। নীলকণ্ঠ ভট্ট মহাভারতের টীকায় উক্ত উভয় মতই গ্রহণ করিয়াছেন, কিন্তু রামায়ণের টীকাকার রামানুজ স্বামী ইহাকে কণ্টকময়ী বৃহৎ মুদ্গর বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। বৈশম্পানোক্ত ধনুর্ব্বেদের ৫ম অধ্যায়ে আমরা রামানুজের মতের পোষক প্রমাণ দেখিতেছি; যথা—

"শতঘ্নী কণ্টকযুতা কালায়সময় দৃঢ়া।
মুদ্গরাভা চতুর্হস্তা বর্ত্তুলাৎসরুণা যুতা॥
গদাবল্গিতবত্যেষা ময়েতি কথিতা তব॥"
( ময়েন কথিতা ভুবি, এরূপ পাঠও আছে )

কণ্টকাচিত, লৌহসার নির্ম্মিত, মুদ্গরকল্প, সুদৃঢ় ও বর্ত্তুল শতঘ্নী নামক আয়ুধের প্রমাণ ৪ হাত এবং তাহার ৎসরু অর্থাৎ মুট আছে। গদাযুদ্ধের বল্গন অর্থাৎ প্রয়োগ কালীন আস্ফালন যেরূপ, ইহারও বল্গন সেই রূপ।

বৈশম্পায়নের এই বচন শতঘ্নীকে মুদ্গরবিশেষ বলিয়া প্রতিপন্ন করিলেও তন্নামক আগ্নেয়-অস্ত্রবিশেষ যে ছিল না, এরূপ সিদ্ধান্ত করা যায় না। কেন না ইহার দ্বারা এককালে শত পুরুষের হনন সিদ্ধি হয় না এবং অগ্নিপ্রদীপ্তও হয় না। সুতরাং শতঘ্নী নামক অন্য কোনরূপ আগ্নেয়াস্ত্র ছিল বলিয়াই অনুমিত হয়। মহাভারতের অন্য একটী বচন আছে, তদ্দৃষ্টে এ অনুমান নিঃশঙ্কিত হইতে পারে। যথা—

"মুদ্গরৈঃ কূটপাশৈশ্চ শূলোলুখলপর্ব্বতৈঃ।
শতঘ্নীভিশ্চ দীপ্তাভির্দণ্ডৈরপি সুদারুণৈঃ॥"

এবচনে মুদ্গর হইতে ভিন্ন এক প্রকার প্রদীপ্ত শতঘ্নী পাওয়া যাইতেছে। এতদ্ভিন্ন মহাভারতের মধ্যে এরূপ শত শত বাক্য আছে, যাহার অর্থ ও তাৎপর্য্য পর্য্যালোচনা করিলে মুদ্গরকল্প শতঘ্নী হইতে ভিন্ন অন্য একরূপ আগ্নেয়-শতঘ্নী ছিল বলিয়া নির্ণয় হইতে পারে। সেই জন্যই টীকাকার নীলকণ্ঠ ভট্ট ইহাকেও সেই সেই স্থানের শতঘ্নীকে আগ্নেয়দ্রব্যবলপ্রযোজ্য "কামান" বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ফল, ( শতঘ্নী-শব্দের দ্বারা কামানের পূর্ব্বাস্তিত্ব সিদ্ধ না হউক, পূর্ব্বে যে সকল প্রমাণ প্রদত্ত হইয়াছে, তদ্দ্বারা কামানের পূর্ব্বাস্তিত্ব প্রতিপন্ন হইয়াছে, সন্দেহ নাই।

"স্থূণ—স্থূণস্তু রক্তদেহঃ স্যাৎ সমীপদৃঢ়পূর্ব্বকঃ।
পুম্প্রমাণ ঋজুস্তস্মিন্ ভ্রামণং পাতনং দ্বয়ম্॥"

রক্তবর্ণ, ঘনগ্রন্থিল, পুরুষপ্রমাণ লম্বা ও ঋজু অর্থাৎ সোজা লৌহবাণের নাম স্থূণ। ইহার ভ্রামণ ও নিপাতন এই দুইটি মাত্র ক্রিয়া আছে।

বৈশম্পায়ন মুনির ধনুর্ব্বেদে এতদ্ভিন্ন আরও কতকগুলি দেবাস্ত্র অর্থাৎ মন্ত্রযুক্ত অস্ত্রের উল্লেখ আছে। সে সকলের স্বরূপ কি? তাহা বর্ণিত হয় নাই, সুতরাং কেবল মাত্র নামের উল্লেখ করায় তদ্দ্বারা কোন রূপ জ্ঞান

লাভের বা আকৃতি কল্পনার সম্ভাবনা নাই; কাযেকাযেই সে সকল উদ্ধৃত হইল না।

মধুসূদন সরস্বতী, স্বকৃতপ্রস্থান ভেদ গ্রন্থে বিশ্বামিত্রকৃত ধনুর্ব্বেদের অর্থ সংগ্রহস্থলে বলিয়াছেন যে, মন্ত্রমুক্ত অস্ত্র সমূহের আকার, মন্ত্র ও তাহার সিদ্ধি বা সাধনা-প্রকার উক্ত-বেদের ৩য় অধ্যায়ে উপদিষ্ট আছে। কিন্তু সে গ্রন্থ আমরা পাই নাই। সুতরাং মন্ত্রযুক্ত অস্ত্রসম্বন্ধে আমরা কোন কথাই বলিতে পারিলাম না। বৈশম্পায়নপ্রোক্ত ধনুর্ব্বেদের সর্ব্বশেষে লিখিত আছে যে, যে সকল অস্ত্রের কথা বলা হইল, এ সকল যুগে যুগে বিকৃত হইয়া যায়। তাহার কারণ এই যে, কালের পরিবর্ত্তনে মনুষ্যের দেহের, শক্তির ও বুদ্ধির পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে। দেহের, শক্তির ও বুদ্ধির বিকার বশতঃ লৌহ গুলিকা কিম্বা সীসক গুলিকার নিক্ষেপক লৌহাদিনির্ম্মিত যন্ত্র সকল এবং উপল যন্ত্র অর্থাৎ প্রস্তরনিক্ষেপক যন্ত্র সকল এবং অন্যান্য বিবিধ প্রাণিসংহারক যন্ত্রসকলের দ্বারা কলিকালের লোকের কূটযুদ্ধ করিবেক। যথা—

"এতানি বিকৃতিং যান্তি যুগপর্য্যায়তোনৃপ।
দেহদার্ঢ্যানুসারেণ তথা বুদ্ধ্যনুসারতঃ॥
যন্ত্রাণি লৌহসীসানাং গুলিকাক্ষেপকাণি চ।
তথা চোপলযন্ত্রাণি কৃত্রিমাণ্যপরাণ্যপি॥
কূটযুদ্ধসহায়ানি ভবিষ্যন্তি কলৌ নৃপ।
তপ্ততৈলং সর্জ্জরসো গুড়লালোগ্রবালুকা॥
ময়ুমাশীবিষঘটাঃ শীলকানি গৃহচ্ছিলা।
ক্রকচা ধূমগুলিকা শুদ্ধাঙ্গারাদিকং তথা॥
অধর্ম্মবৃদ্ধ্যা চৈতানি ভবিষ্যন্ত্যুত্তরোত্তরম্।
সাধনানি মহীপাল কূটযুদ্ধাভিকাঙ্ক্ষিণাম্॥
হূণাঃ পুলিন্দাঃ শবরাঃ বর্ব্বরাঃ পহ্লবাঃ শকাঃ।
মালবাঃ কোঙ্কনাঃ হ্যান্ধ্রাশ্চোলাঃ পাণ্ড্যাঃ সকেরলাঃ॥
ম্লেচ্ছা গোযোনয়শ্চান্যে চণ্ডালাঃ শ্বপচাঃ খশাঃ।
মাবেল্লকা ললিথাশ্চ কিরাতাঃ কুক্কুরাস্তথা॥
পাপা হ্যেতে কথং ধর্ম্মং বেৎস্যন্তি চ বিযোনয়ঃ।
মাৎসর্য্যদোষনিরতা ভবিষ্যন্ত্যধমে যুগে॥"

মহাভারত ও রামায়ণাদি গ্রন্থে, এতদ্ভিন্ন নানা অস্ত্রনাম আছে। সে সকলের

তাৎপর্য্য এক্ষণে বুঝা যায় না। ফল, প্রত্যেক অস্ত্রের ২।৩ বা ততোধিক নাম আছে, ইহা জানা আবশ্যক। নচেৎ নানা স্থানে নানা নাম দেখিয়া তাহাদের প্রত্যেককে স্বতন্ত্র অস্ত্র বলিয়া ভ্রম হইবে।

---

# ধনুর্ব্বেদ।

ধনুর্বিদ্যা-বোধক শাস্ত্রের নাম ধনুর্ব্বেদ, এক্ষণে ইহা সর্ব্বভক্ষক কালের করাল জঠরে ভস্মীভূত হইয়াছে। আমরা মনে করি, ভীল্ কোল্ সাঁওতালেরা যেমন তীর ধনুক লইয়া এলো-থেলো যুদ্ধ করে—আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরাও তেমনি পূর্ব্বে তীর ধনুক লইয়া এলো থেলো যুদ্ধ করিতেন—তাহাতে কোন বিদ্যা-সংযোগ ছিল না—পরন্তু নিপুণতার সহিত পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে সপ্রমাণ হইবে "যে, উহাতে বিলক্ষণ বিদ্যা-সংযোগ ছিল।" এই বিদ্যা অতি আদিমকালে রথনাগাশ্বপত্তীণাং যোধাং শ্চাশ্রিত্য কীর্ত্তিতম্ রথারোহী, হস্ত্যারোহী, অশ্বারোহী ও পদাতি যোদ্ধাদিগকে অবলম্বন করিয়া রচিত হইয়াছিল। তৎকালে রাজা, রাজপুত্র এবং অন্যান্য বীরপুরুষেরা বহুকাল-সাধ্য ব্রহ্মচর্য্য-ব্রতে অবস্থিত থাকিয়া গুরুর নিকট এই বিদ্যার উপদেশ গ্রহণ করিতেন। স্থানে স্থানে এই বিদ্যার রীতিমত মঠ ছিল। নানাস্থানসমাগত ছাত্রেরা তথায় থাকিয়া রীতিমত অধ্যয়নও করিত। মধ্যে মধ্যে পরীক্ষাও গৃহীত হইত। শিক্ষা সমাপ্ত হইলে গুরু রাজাদিগের ব্যয়ে "রঙ্গবাট" নির্ম্মাণ করাইয়া শুভ দিনে রাজা, রাজপুত্র ও মান্য গণ্য পণ্ডিতদিগকে আহ্বান করিতেন। সভা দর্শকবৃন্দে পরিপূর্ণ হইলে কুমারগণ ও অন্যান্য ছাত্রগণ তাঁহাদের সমক্ষে যথাসাধ্য শিক্ষিত বিদ্যার অভিনয় প্রদর্শন করিতেন। মহাভারতস্থ কুরু-গুরু দ্রোণাচার্য্য ও কুরু-বালকগণের ইতিবৃত্ত পাঠ করিলেই ইহা সপ্রমাণ হইবে। পূর্ব্বে ক্ষত্রিয়গণ যে বিদ্যার বলে মাত্র ধনুকের সাহায্যে শত শত সহস্র সহস্র বীর মানবের সহিত যুদ্ধ করিতে সমর্থ হইতেন—সে বিদ্যা কি তুচ্ছ? না মিথ্যা? সে ধনুক কি সাঁওতালদিগের ধনুক? না তাহাতে অন্য কিছু রহস্য আছে? ভাবিতে গেলে মস্তিষ্ক বিকল হয়, বুদ্ধিমোহ উপস্থিত হয়, মস্তক অন্ধকারে পূর্ণ হইয়া যায়। এখন আর সে ব্যাস নাই, সে বৈশম্পায়ন নাই, সে রাম নাই, সে পরশুরাম নাই, সে বিশ্বামিত্র নাই, দ্রোণ নাই, অশ্বত্থামা নাই, কৃপ নাই, অর্জ্জুনও নাই, কেহই নাই। তবে আর আমাদিগকে কে উহা বুঝাইয়া দিবে? ব্রহ্মার

ধনুর্ব্বেদ নাই। শিবের ধনুর্ব্বেদ নাই, বিশ্বামিত্রের ধনুর্ব্বেদও নাই। তবে আর কোন্ পুস্তকের দ্বারা আমরা উহার মর্ম্মগ্রহ বা রহস্য শিক্ষা অন্বেষণ করিব? কাযেকাযেই সে সকল এখন আমাদিগের নিকট উপকথা বা রূপক কাব্য বলিয়া নির্ণীত হইতেছে। যদি বলেন, তবে এ চাপল্য কেন? প্রবন্ধ শীর্ষে "ধনুর্ব্বেদ" মুকুটার্পণ করাই বা কেন? ইহাতে আমার বক্তব্য এই যে, মনের আবেগ। বহুকাল হইতে আমার চিত্তে যে আবেগ উপস্থিত হইয়াছিল তাহা কথঞ্চিৎ উপশম করাই এ চাপল্যের বা ধনুর্ব্বেদ-শীর্ষক প্রবন্ধ প্রকাশের উদ্দেশ্য।

আমি বাল্যকালাবধি ধনুর্ব্বেদের অনুসন্ধান ও তৎপুস্তক লাভার্থ বহুব্যয় স্বীকার করিয়া অবশেষে যে কিছু অত্যল্প গ্রন্থ ও তন্নিহিত জ্ঞাতব্য সংগ্রহ, করিয়াছি, অদ্য সহৃদয় পাঠকগণকে সে গুলি উপহার দিয়া সেই চিরসঞ্চিত সংকল্পের উদ্‌যাপন করিব।

ধনুর্ব্বেদ নামক স্বতন্ত্র গ্রন্থ এক্ষণে পাওয়া যায় কি না সন্দেহ। পরন্তু ধনুর্ব্বেদের সংগ্রহকারক আচার্য্যগণ বলেন যে, প্রথমে ব্রহ্মা ও মহাদেব এই বেদ প্রচার করেন, সুতরাং ব্রহ্মার কৃত ধনুর্ব্বেদ ও শঙ্করকৃত ধনুর্ব্বেদ পূর্ব্বে ছিল বলিয়া অনুমিত হয়। তৎপরে বিশ্বামিত্র মুনি ও ব্যাস তাহার সংক্ষিপ্ত সার সংগ্রহ করিয়া দুইখানি ধনুর্ব্বেদ রচনা করিয়াছিলেন। তৎপরে আর কেহ নিরবচ্ছিন্ন ধনুর্ব্বেদ বলেন নাই। যাঁহারা যাঁহারা বলিয়াছেন, তাঁহারা প্রসঙ্গ ক্রমে অত্যল্প কথাই বলিয়াছেন। সেই প্রাসঙ্গিক সংগ্রহ গুলিই এক্ষণে পাওয়া যায়, আমি যাহা সংগ্রহ করিয়াছি, তাহার নাম এই—

মহর্ষি উশনা কৃত নীতিসার, বৈশম্পায়নোক্ত ধনুর্ব্বেদ, আগ্নেয় ধনুর্ব্বেদ, বৃদ্ধশার্ঙ্গধর, বীরচিন্তামণি, লঘুবীরচিন্তামণি, কামন্দক, নীতিময়ূখ ও যুদ্ধ জয়ার্ণব। এতদ্ভিন্ন মহাভারত ও রামায়ণের সঙ্কলনও আছে।

মধুসূদন সরস্বতী কৃত প্রস্থানভেদ পাঠে জানা যায় যে, বিশ্বামিত্রকৃত মূল ধনুর্ব্বেদ তিনি দেখিয়াছিলেন। কেননা উক্ত গ্রন্থে যত অধ্যায় আছে তাহা তিনি বলিয়াছেন এবং প্রত্যেক অধ্যায়ে যে সকল বিষয়ের উপদেশ আছে, তাহাও তিনি স্বকৃত প্রস্থানভেদে বর্ণন করিয়াছেন। *

---

* মধুসূদন কৃত প্রস্থান ভেদে যাহা লিখিত আছে, তাহা এই—

"যজুর্ব্বেদস্যোপবেদো ধনুর্ব্বেদঃ পাদচতুষ্টয়াত্মকো বিশ্বামিত্র প্রণীতঃ। তত্র প্রথমোদীক্ষা-পাদঃ। দ্বিতীয়ঃ সংগ্রহপাদঃ। তৃতীয়ঃ সিদ্ধিপাদঃ। চতুর্থঃ প্রয়োগপাদঃ। তত্র প্রথমপাদে ধনুর্লক্ষণং অধিকারিনিরূপণঞ্চ কৃতম্। তত্র ধনুঃশব্দশ্চাপে রূঢ়োঽপি চতুর্ব্বিধায়ুধবাচো বর্ত্ততে।

গ্রন্থ না দেখিলে তিনি কোন ক্রমেই এতাদৃশ সংকলন করিতে সমর্থ হইতেন না। মধুসূদনের আয়ু এক্ষণে অনধিক ৬০০ বৎসর। অতএব ৬০০ বৎসর সময়ে যদি বিশ্বামিত্রের ধনুর্ব্বেদ থাকা সত্য হয়, তবে তাহা এখনও কোথাও না কোথাও আছে বলিয়া অনুমান করা যাইতে পারে। পরন্তু আমরা বহু চেষ্টাতেও উহার অস্তিত্ব সন্ধানে সমর্থ হই নাই। কাযে কাযেই উল্লিখিত গ্রন্থ নিচয় একত্রিত করিয়া ধনুর্ব্বেদের অধিকার যতদূর দেখান যাইতে পারে তাহা এতৎ প্রবন্ধে প্রদর্শিত হইবে।

মহর্ষি বৈশম্পায়নের মতে খড়্গাস্ত্রই সর্ব্বাদিম। ধনুক ও তৎক্ষেপ্য বাণাদি তাহার পরে, বেণপুত্র পৃথু রাজার সময়ে আবিষ্কৃত হয়। চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মা আদি রাজা পৃথুকে ধনুর্ব্বেদ প্রদান করিলে তিনিই তাহা লোক মধ্যে প্রচারিত করিয়াছিলেন। যথা—

"অসিঃ পূর্ব্বং ময়া সৃষ্টো দুষ্টনিগ্রহকারণাৎ।
ভবাদৃশসমীপস্থো লোকান্ শিক্ষন্ চরত্যসৌ॥
ধনুরাদ্যায়ুধব্যক্তৌ ত্বমেবাদিঃ স্মৃতো ময়া।
তস্মাৎ শস্ত্রাণি চাস্ত্রাণি দদানি তব পুত্রক॥"

ব্রহ্মা পৃথু সমীপে আবির্ভূত হইয়া বলিলেন, পূর্ব্বে আমি দুষ্টদমনের নিমিত্ত অসির সৃষ্টি করিয়াছিলাম। সেই অসি তোমার ন্যায় ব্যক্তির নিকট থাকিয়া দুষ্ট লোকদিগকে শিক্ষা দান করিতেছে। এক্ষণে আমি মনে করিয়াছি, তোমাকে আমি ধনুক প্রভৃতি আয়ুধ প্রচারের আদি কারণ করিব। হে পুত্র! সেই হেতু তোমাকে আমি অস্ত্র ও শস্ত্র সকল প্রদান করিব।

## রাজশাস্ত্রের আদি বক্তা।

"ব্রহ্মা মহেশ্বরঃ স্কন্দশ্চেন্দ্রঃ প্রাচেতসো মনুঃ।
বৃহস্পতিশ্চ শুক্রশ্চ ভারদ্বাজো মহাতপাঃ॥

---

তচ্চ চতুর্ব্বিধম্। মুক্তমমুক্তং মুক্তামুক্তং যন্ত্রমুক্তঞ্চ। তত্র মুক্তং চক্রাদি। অমুক্তং খড়্গাদি। মুক্তামুক্তং শল্যাদ্যবান্তরভেদাদি। যন্ত্রমুক্তং শরাদি। তত্র মুক্তমস্ত্রমিত্যুচ্যতে। অমুক্তং শস্ত্রমিত্যুচ্যতে। তদপি ব্রাহ্ম বৈষ্ণব পাশুপত প্রাজাপত্যাগ্নেয়াদি ভেদাদনেকবিধম্। এবং সাধিদৈবতেষু সমন্ত্রেষু চতুর্ব্বিধায়ুধেষু যেষামধিকারঃ ক্ষত্রিয়কুমারাণাং তদনুযায়িনাঞ্চ তে সর্ব্বে চতুর্ব্বিধাঃ। পদাতি রথ গজ তুরগারূঢ়াঃ। এবং দীক্ষাভিষেকশাকুন মঙ্গলকরণাদিকঞ্চ সর্ব্বমপি প্রথমে পাদে নিরূপিতম্ সর্ব্বেষামস্ত্রশস্ত্রবিশেষাণাং আচার্য্যস্ত লক্ষণপূর্ব্বকং সংগ্রহণং সংগ্রহপাদে দ্বিতীয়ে দর্শিতম্। গুরুসম্প্রদায়সিদ্ধানাং শস্ত্রবিশেষাণাং পুনঃ পুনরভ্যাসো মন্ত্রদেবতা সিদ্ধিকরণাদিক তৃতীয়ে পাদে। এবং দেবতার্চ্চনাভ্যাসাদিভিঃ সিদ্ধানাং অস্ত্রশস্ত্রবিশেষাণাং প্রয়োগশ্চতুর্থপাদে নিরূপিতঃ॥"

বেদব্যাসশ্চ ভগবান্ তথা গৌরশিরা মুনিঃ।
এতে হি রাজশাস্ত্রাণাং প্রণেতারঃ পরন্তপাঃ॥
এবমন্যেঽপি মুনয়ো বহবঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ॥"

আদিদেব ব্রহ্মা, মহেশ্বর, দেবসেনাপতি কার্ত্তিকেয়, দেবরাজ ইন্দ্র, প্রচেতা, মনু, বৃহস্পতি, শুক্র, ভরদ্বাজ ঋষি, বেদব্যাস, গৌরশিরা,—এবং অন্যান্য মুনিগণও রাজশাস্ত্রের উপদেষ্টা বলিয়া খ্যাত আছেন। ধনুর্ব্বেদও সেই সকল রাজশাস্ত্রের অন্তর্গত। তাহাতে ধনুক কি? এবং তৎসম্বন্ধে কি কি বিধি আছে, তাহা যথাক্রমে প্রদর্শিত হইতেছে।

## ধনুর লক্ষণ।

যদ্দ্বারা বাণ কি প্রস্তর খণ্ডাদি নিক্ষিপ্ত হয় তাহার নাম ধনু। ইহার অন্য নাম চাপ, ধন্ব, শরাসন, কোদণ্ড, কার্ম্মুক, ইষ্বাস, গুণী, শরাবাপ, ত্রিণতা, তৃণতা ও অস্ত্র। এ গুলি সাধারণতঃ শরানক্ষেপক যন্ত্রের নাম। এতদ্ভিন্ন বিশেষ বিশেষ নামও আছে। সে সকল নাম ও তাহাদের লক্ষণ বর্ণিত হইতেছে।

"প্রথমং যৌগিকং চাপং যুদ্ধচাপং দ্বিতীয়কম্।
নিজবাহুবলোন্মানাৎ কিঞ্চিদূনং শুভং ধনুঃ॥
বরং প্রাণোধিকো ধন্বো ন তু প্রাণাধিকং ধনুঃ।
ধনুষা পীড্যমানস্তু ধন্বৌ লক্ষ্যং ন পশ্যতি॥"

(বৃ, শা, ধ।

প্রথমে শিক্ষা ধনু; পশ্চাৎ যুদ্ধ ধনু গ্রহণ করিবেক। যে ধনুক নিজের বাহুবলের পরিমাণ অপেক্ষা কিঞ্চিৎ ন্যূনবল সেই ধনুই উত্তম। অর্থাৎ যাহা সহজে ব্যবহার করা যায় তাহাই ভাল। ধনুকের বল অপেক্ষা ধনুর্দ্ধারীর বল অল্প হইলে ধনুর্দ্ধারী তদ্দ্বারা কাতর বা ক্লিষ্ট হইয়া পড়েন; সুতরাং তাঁহার লক্ষ্য ভঙ্গ হইয়া যায়।

"অতো নিজবলোন্মানং চাপং স্যাৎ শুভকারকম্॥"

(বৃ, শা, ধ।

সেই জন্যই আপন বলের অনুরূপ ধনুই শুভদায়ক হয়। বস্তুতঃ ধনুক আকর্ষণ করিতে যদি কষ্ট উপস্থিত হয়, তবে তদ্দ্বারা যুদ্ধ করা দুঃসাধ্য হইয়া পড়ে। আবার ধনুকের বল নিতান্ত অল্প হইলেও বাণের বেগ অল্প হইবে এবং বাণের বেগ অল্প হইলে তদ্দ্বারা ছেদভেদও যথাযোগ্য হইবে না।

যুদ্ধধনু দ্বিবিধ। দৈব ও মানব। দৈব ধনু অপেক্ষা মানব-ধনু কিঞ্চিৎ ন্যূন পরিমাণ। দৈব-ধনু সম্বন্ধে যে কিছু কথা আছে, সে সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া মানবধনুর পরিমাণাদি বর্ণনা করা যাইতেছে।

## ধনুর প্রমাণ।

"চতুর্ব্বিংশাঙ্গুলোহস্তশ্চতুর্হস্তং ধনুঃস্মৃতম্।
তত্তবেন্মানবং চাপং সর্ব্বলক্ষণসংযুতম্॥" ঐ।

২৪ অঙ্গুল পরিমাণে ১ হস্ত পরিমাণ হয়। তাহার চারি হাত লম্বা মানব ধনুর উত্তম পরিমাণ। তাহা লক্ষণান্বিত হইলেই গ্রাহ্য। ৮টী যব সারি সারি সাজাইলে যে পরিমাণ হয়, সেই পরিমাণকে অঙ্গুল পরিমাণ বলে। এবং ২৪ আঙ্গুলিতে এক হস্ত।

"চতুর্হস্তং ধনুঃ শ্রেষ্ঠং ত্রয়ঃ সার্দ্ধস্তমধ্যমম্।
কনিষ্ঠস্তু ত্রয়ঃ প্রোক্তং নিত্যমেব পদাতিনঃ॥"

[ আগ্নেয় ধনুর্ব্বেদ।

৪ হাত পরিমাণ ধনুই উত্তম। ৩॥ হাত ধনু মধ্যম। এবং তিন হাত ধনু অধম। এই ক্ষুদ্র ধনু পদাতি সৈন্যর নিত্য ব্যবহার্য্য।

## ধনুকের জাতি বা প্রকার ভেদ।

"ধনুস্তু দ্বিবিধং প্রোক্তং শার্ঙ্গ বাংশং তথৈব চ।"

[ যু, কল্প।

যুদ্ধধনু দ্বিবিধ। এক শার্ঙ্গ অর্থাৎ শৃঙ্গবিকার-জাত, দ্বিতীয় বাংশ অর্থাৎ বাঁশের দ্বারা নির্ম্মিত। এই দ্বিবিধ ধনুর আকার একরূপ নহে। (১)

"শার্ঙ্গিকং ত্রিণতং প্রোক্তং বৈণবং সর্ব্বনামিতম্।"

( ধনুর্ব্বেদ।

শার্ঙ্গিক অর্থাৎ শৃঙ্গজাত ধনু ত্রিণত অর্থাৎ ৩ স্থান নত বা বাঁকান এবং বৈণক বা বংশজাত ধনু সর্ব্বনামিত অর্থাৎ সর্ব্বস্থানে ক্রম-নম্র বা বাঁকান।

---

(১)। মহিষাদির শৃঙ্গ গলাইয়া পশ্চাৎ তাহা জমাট করিয়া তদ্দারা যে ধনুক নির্ম্মিত হইত, শাস্ত্রে তাহা শার্ঙ্গ ধনু নামে খ্যাত। এক্ষণে যাহা কাঁচকড়া নামে খ্যাত সেই বস্তুর দ্বারাই পূর্ব্বে শার্ঙ্গ ধনু প্রস্তুত হইত। ইহাও অত্যন্ত আশ্চর্য্যের বিষয় নহে যে, এদেশীয় পুরাতন লোকেরা শৃঙ্গ দ্বারা ইচ্ছামত ব্যবহার্য্য বস্তু নির্ম্মাণ করিতে জানিত।

পুরাণাদি শাস্ত্রে বিষ্ণুর শার্ঙ্গধনু ছিল বলিয়া বর্ণিত আছে। পরন্তু সে শার্ঙ্গ ধনুঃ মনুষ্যের দুষ্প্রাপ্য ও দুর্ধার্য্য। মানবদিগের শার্ঙ্গধনু তদপেক্ষা অনেক নিকৃষ্ট। যথা—

"শার্ঙ্গং পুনর্ধনুর্দিব্যং তদ্বিষ্ণোঃ পরমায়ুধম্।
বিতস্তি সপ্তমং মাণ' নির্ম্মিতং বিশ্বকর্ম্মণা॥
ন স্বর্গে নচ প তালে ন ভূমৌ কস্যচিৎকরে।
তদ্ধনুর্ব্বশমায়াতি ত্যক্ত্বৈকং পুরুষোত্তমম্॥
পৌরুষেয়স্তু যচ্ছার্ঙ্গং বহুবৎসরশোভিতম্।
বিতস্তিভিঃ সার্দ্ধষড়ভি-র্নিমিত্তং ধনুচোঽধমম্॥
প্রায়ো যোজ্যং ধনুঃ শার্ঙ্গং গজযোধাশ্বসাদিনাম্।
রথিনাঞ্চ পদাতীনাং বাংশং চাপং প্রকীর্ত্তিতম্॥"
(বৃ, শার্ঙ্গ।

ইহার অর্থ এই যে, দৈব শার্ঙ্গধনু বিষ্ণুব পরমাস্ত্র। তাহাব প্রমাণ ৭ বিতস্তি। কনিষ্ঠাঙ্গুলিবর্জ্জিত হস্তকে বিতস্তি বলে। ইহার লৌকিক ভাষা মুটুম্হাত। ইহা বিশ্বকর্ম্মার নির্ম্মিত। ইহা বিষ্ণু ব্যতীত স্বর্গ, পাতাল ও পৃথিবী, এই ত্রিলোক মধ্যে কোন ব্যক্তিরই বশীভূত হয় না। যাহা মনুষ্যের নিমিত্ত, তাহার পরিমাণ ৬॥ বিতস্তি। এই ধনু প্রায় গজারোহী ও অশ্বারোহীর ব্যবহার্য্য। রথী ও পদাতি সৈন্যের জন্য বাংশ ধনুই শ্রেষ্ঠ বলিয়া কথিত আছে।

## বাংশ ধনুর বিবরণ।

প্রথমতঃ বাংশ ধনুর গ্রন্থি অর্থাৎ গাঁইটগুলি পরীক্ষা করা আবশ্যক।

"ত্রিপর্ব্বং পঞ্চপর্ব্বং বা সপ্তপর্ব্বং প্রকীর্ত্তিতম্।
নবপর্ব্বঞ্চ কোদণ্ডং চতুর্দ্ধা শুভকারণম্॥
চতুষ্পর্ব্বংঞ্চ ষট্পর্ব্বং অষ্টপর্ব্বং বিবর্জ্জয়েৎ॥"
[বৃ, শার্ঙ্গ।

ধনুকের বাঁশটাতে ৩, ৫, ৭, ও ৯টী গাঁইট থাকিলে ভাল হয়। ৪, ৬ ও ৮ পর্ব্ব অর্থাৎ গাঁইট থাকিলে তাহা পরিত্যজ্য।

"অতিজীর্ণমপক্কঞ্চ জ্ঞাতিঘৃষ্টং তথৈব চ।
দগ্ধং ছিদ্রং ন কর্ত্তব্যং বাহ্যাভ্যন্তরহস্তকম্॥

গুণহীনং গুণাক্রান্তং বাহ্যদোষসমন্বিতম্।
গলগ্রন্থির্ন কর্ত্তব্যা তলমধ্যে তথৈব চ॥”
(বৃ, শা।

অতিজীর্ণ, অপক্ক জ্ঞাতিঘৃষ্ট বাঁশের ধনুক ভাল নহে। বাহিরেই হউক, আর অভ্যন্তরেই হউক, আর হস্ত স্থানেই হউক, তাহা দগ্ধ কি ছিদ্রিত থাকিবে না। ধনুক'কে গুণহীন বা গুণাক্রান্ত করিবেক না। বাহ্যদোষ বা কাণ্ডদোষ না থাকে, গলগ্রন্থি ও তলগ্রন্থি রাখাও কর্ত্তব্য নহে।

“অপক্কং ভঙ্গমায়াতি অতিজীর্ণন্তু কর্কশম্।
জ্ঞাতিঘৃষ্টস্তু সোদ্বেগং কলহো বান্ধবৈঃ সহ॥
দগ্ধেন দহ্যতে বেশ্ম ছিদ্রং যুদ্ধবিনাশনম্।
বাহ্যে লক্ষ্যং ন লভ্যেত তথৈবাভ্যন্তরেঽপি চ॥
হীন তু সন্ধিতে বাণে সংগ্রামে ভঙ্গকারকম্।
আক্রান্তে তু পুনঃ কাপি ন লক্ষ্যং প্রাপ্যতে দৃঢ়ম্॥”
“গলগ্রন্থি তলগ্রন্থিঃধনহানিকরং ধনুঃ।
এভির্দোষৈর্ব্বিনির্মুক্তং সর্ব্বকার্য্যকরং স্মৃতম্॥”
(বৃ, শার্ঙ্গ।

অপক্ক বাঁশের ধনুক ভাঙ্গিয়া যায়। অতিপক্ক বাঁশের ধনুক কর্কশ হয় অর্থাৎ তাহার উপযুক্ত স্থিতিস্থাপক গুণ থাকে না। জ্ঞাতিঘৃষ্ট অর্থাৎ যাহা অন্য বাঁশের দ্বারা ঘৃষ্ট হইয়া গিয়াছে, সেরূপ বাঁশের ধনুক উদ্বেগ ও কলহজনক। দগ্ধ ধনুক ধারণে গৃহদাহ হইবার সম্ভাবনা। ছিদ্রিত বা রন্ধ্রযুক্ত বাঁশের ধনুকে যুদ্ধহানি হয়। অর্থাৎ তদ্দ্বারা তুমুল যুদ্ধ করা যায় না। (নীরেট্ বাঁশের ধনুকই ভাল।) বাহ্যহস্ত ও অভ্যন্তরহস্ত ধনুকে লক্ষ্যের ব্যাঘাত হয়। হীন হইলে বাণ সন্ধান কালে ভঙ্গ হইবার সম্ভাবনা। গুণাক্রান্ত হইলে লক্ষ্যলাভ হয় না। ধনুকের গলদেশে কি তলস্থানে গাঁইট থাকিলে ধনহানি হয়। অতএব, যাহাতে এই সকল দোষ নাই—সেই ধনুকই উত্তম ও কার্য্যসাধক হয়। বস্তুতঃ—

“কোমলং বর্ণদৃঢ়তা তয়োর্গুণ উদাহৃতঃ।”

উত্তম রঙদার অর্থাৎ সুপক্ক, কোমল অথচ দৃঢ় অর্থাৎ উপযুক্ত স্থিতিস্থাপক-শক্তি-বিশিষ্ট হইলেই তাহা শার্ঙ্গ ও বৈণব ধনুর সদ্‌গুণ বলিয়া উক্ত হয়।

## উপলক্ষেপক ধনু অর্থাৎ গুলতী বাঁশ।

"উপলক্ষেপকং চাপং বৈণবং তদ্দ্বিরজ্জকম্।
ত্রিহস্তোৎসেধসহিতং দ্ব্যঙ্গুলীবিস্তৃতং তু তৎ॥"

উপলক্ষেপক ধনুক অর্থাৎ যদ্দ্বারা ক্ষুদ্র পাষাণ বর্ষণ করিতে হয়, সে ধনুক ৩ হাত লম্বা এবং দ্বিরজ্জু অর্থাৎ ২ অঙ্গুল কি তাহার কিঞ্চিৎ অধিক বিস্তৃত হয় এরূপ নিয়মে রজ্জুদ্বয় যোজিত করিতে হয়। যে ধনু লইয়া এক্ষণকার ব্যাধেরা বাঁটুল চালায় তাহা এক্ষণে গুল্‌তী বাঁশ নামে প্রসিদ্ধ। এইরূপ ধনুকের দ্বারা তৎকালে ক্ষুদ্র পাষাণ বর্ষণ করা হইত। পূর্ব্বকালের লোক সকল কিরূপ বলশালী ছিল—তাহাও এই ধনুর্লক্ষণের দ্বারা এক প্রকার জ্ঞাত হওয়া যায়। নিরেট্ আস্ত বাঁশের ধনুক আকর্ষণ করা সামান্য বলের কার্য্য নহে। এক্ষণকার সাঁওতালেরাও অখণ্ড অর্থাৎ আস্ত বাঁশের ধনুক নোয়াইতে পারে না। তাহারা এক্ষণে বাঁশ্ চিরিয়া আন্দাজ তাহার ৩ ভাগের ১ ভাগ দ্বারা ধনুঃ প্রস্তুত করে। তাদৃশ খণ্ডিত বাঁশের ধনুকের সাহায্যে তাহারা তীর দ্বারা ছোট ছোট বৃক্ষকেও ভেদ করিতে সমর্থ হয়। এক্ষণকার খণ্ডিত বাঁশের ধনুকের বলের সহিত পূর্ব্বকালের অখণ্ডিত নিরেট বাঁশের ধনুকের বলের তুলনা করিয়া দেখিলে পূর্ব্বকালের লোক সকল কিরূপ অসাধারণ বলবীর্য্যশালী ছিল এবং তাদৃশ ধনুকের বেগ এক্ষণকার সামান্য বন্দুকের বেগ অপেক্ষা কত অধিক ছিল—তাহা সহজেই অনুমিত হইতে পারে।

## গুণরজ্জু বা ধনুর ছিলা।

"গুণানাং লক্ষণং বক্ষ্যে যাদৃশং কারয়েদ্গুণম্।
পট্টসূত্রৈঃ গুণঃ কার্য্যঃ কনিষ্ঠামানসম্মিতঃ॥
ধনুঃপ্রমাণো নিঃসন্ধিঃ শুদ্ধৈস্ত্রিগুণতন্তুভিঃ।
বর্ত্তিতঃ স্যাদ্গুণঃ শ্লক্ষ্ণঃ সর্ব্বকর্ম্মসহোযুধি॥"

(বৃ, শা।

* পাটের সূতার দ্বারা কনিষ্ঠাঙ্গুলিপরিমিত স্থূল (মোটা) ও ধনুঃপ্রমাণ লম্বা অর্থাৎ ধনুকের সমান লম্বা গুণ বা ছিলা প্রস্তুত করিবেক। উহা নিঃসন্ধি

---

* পট্ট শব্দের অর্থ রেশম। কেহ বলেন, গুল্‌পোকার গুটীর সূতা। কেহ বলেন, শণনামক পাট গাছের ছালের সূতা। কেহ বলেন, তিসির ছালের সূতা, যাহার অপর ভাষা টৌন।

অর্থাৎ উহাতে যোড় থাকিবে না। শুদ্ধ অর্থাৎ বর্ত্তিত, মার্জ্জিত ও নিঃসজ্জিত হইবে। তিনটী তন্তু একত্রে বর্ত্তিত করিয়া ( তেতার করিয়া ) সরু মোটা না হয়, অথচ মসৃণ ও কনিষ্ঠাঙ্গুলিসম্মিত স্থূল হয়, এইরূপ গুণ বা ছিলা প্রস্তুত করিবেক। এই ছিলা যুদ্ধকালে সর্ব্বপ্রকার ক্রিয়া সহ্য করিতে সমর্থ।

## অন্যপ্রকার।

অভাবে পট্টসূত্রস্য হারিণো স্নায়ুরিষ্যতে।
গুণার্থমপিবা গ্রাহ্যা স্নায়বো মহিষোগবাম্॥
তৎকালহতগো * * * চর্ম্মণা ছাগলেন বা।
নির্লোমতন্তুসূত্রেণ কুর্য্যাদ্বা গুণমুত্তমম্॥"

পট্টসূত্রের অভাবে পশুর স্নায়ু ও চর্ম্মের দ্বারাও উত্তম গুণ প্রস্তুত হইতে পারে। গুণের নিমিত্ত হরিণের স্নায়ু, মহিষের স্নায়ু ও বৃষের স্নায়ু গ্রাহ্য। সদ্যোহত গাভির ও ছাগের চর্ম্ম লোমশূন্য করিয়া তাহার সূত্র বা তন্তু ( তাঁইত ) প্রস্তুত করণ পূর্ব্বক তদ্দ্বারা উল্লিখিত প্রকারের গুণ প্রস্তুত করিবেক। এই স্নায়ব ও চার্ম্ম গুণ অতি উৎকৃষ্ট।

## প্রকারান্তর।

"পক্কবংশত্বচঃ কার্য্যোগুণস্তথা বরোদৃঢ়ঃ।
পট্টসূত্রেণ সন্নদ্ধঃ সর্ব্বকর্ম্মসহোযুধি॥"

( বৃ, শা।

পাকা বাঁশের ত্বক্ ( চাঁচাড়ী) লইয়া তদ্দ্বারা উল্লিখিত প্রণালীর গুণ প্রস্তুত করাও যায়। পরন্তু তাহার সর্ব্বাঙ্গ পট্ট সূত্রের দ্বারা সন্নদ্ধ করিতে হয়। এই বাঁশের ছালের ছিলা অতি দৃঢ় সর্ব্বপ্রকার আকর্ষণ বিকর্ষণাদি ক্রিয়া সহ্য করিতে সমর্থ, সুতরাং উৎকৃষ্ট।

## প্রকারান্তর।

"প্রাপ্তে ভাদ্রপদে মাসে ত্বগর্কস্য প্রশস্যতে।
তস্যাস্তজ্জদ্গুণঃ কার্য্যঃ পবিত্রঃ স্যাবরোদৃঢ়ঃ॥
বৃত্তার্কসূত্রতন্তূনাং হস্তাষ্টাদশঃ স্মৃতাঃ।
তদ্বৃত্তং ত্রিগুণং কার্য্যং প্রমাণোহয়ং গুণঃস্মৃতঃ।
এবং মূর্ব্বাত্বচাংৎজাতোগুণঃ স্যাদ্গুণবদ্দৃঢঃ॥"

( বৃ, শা।

ভাদ্র মাসে আকন্দ বৃক্ষের ত্বক সুপক্ব হয়। সেই সময়ে তাহার ছাল লইয়া তন্মধ্য হইতে সূক্ষ্ম সূত্র সকল বাহির করিবে। সেই সূত্রের দ্বারা পূর্ব্বোক্ত নিয়মে গুণ বা ছিলা প্রস্তুত করিবে। ইহাও স্থায়ী ও দৃঢ়। মূর্ব্বা অর্থাৎ সূচমুখ নামক ক্ষুপের পত্রে যে সূত্র পাওয়া যায়, তদ্দ্বারাও উক্তরূপ গুণ প্রস্তুত করা যায়। ইহার নাম জ্যা। ইহাও মন্দ নহে।

## শর বিধি।

ধনুক, ধনুকের জ্যা বা ছিলার বিধান বলা হইল। এক্ষণে শরবিধান শ্রবণ কর।

> "অতঃপরং প্রবক্ষ্যামি শরাণাং লক্ষণং শুভম্।
> স্থূলঞ্চ নাতি সূক্ষ্মঞ্চ ন পক্কং ন কুভূমিজম্॥
> হীনগ্রন্থিং সুপকঞ্চ পাণ্ডুরং সময়াহৃতম্।
> হীনগ্রন্থি বিদীর্ণঞ্চ বর্জ্জয়েত্তাদৃশং শরম্॥"

(বৃ, শা।

অতঃপর তীরনির্ম্মাণের শর অর্থাৎ স্বনামপ্রসিদ্ধ তৃণ বিশেষের উত্তম লক্ষণ সকল বলিতেছি। অধিক স্থূল না হয়, অধিক সূক্ষ্ম বা সরু না হয়, অপক্ক না হয়, সুপক্ক হয়, অথচ কুৎসিত মৃত্তিকায় উৎপন্ন না হয়, গ্রন্থি না থাকে, পাকিয়া পাণ্ডুর বর্ণ হয়, এরূপ শর, (ইহা খড়ী কাটীর ন্যায় এক প্রকার বৃহৎ তৃণ) উপযুক্ত সময়ে আহরণ করিবে। (যে সময়ে উহা সুপক্ক হয় ও বর্ষা না থাকে, সেই সময়েই শর উত্তোলনের সময়।) হীন-গ্রন্থি ও ফাটা এরূপ শর আহরণ করিবে না।

> "কঠিনং বর্ত্তুলং কাণ্ডং গৃহ্নীয়াৎ সুপ্রদেশজম্।"

কঠিন বর্ত্তুল অর্থাৎ সুগোল, এবং উত্তম স্থানে উৎপন্ন (জলবহুল, তৃণবহুল ও ছায়াবহুল প্রদেশে যে শর জন্মে—তাহা এত দৃঢ় হয় না এবং কীটাকুলিত হয়। রৌদ্রবহুল ও অল্পবালুক উর্ব্বরক্ষেত্রে যে শর জন্মে—তাহাই সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হয়।) এইরূপ কাণ্ড অর্থাৎ শর, তীর নির্ম্মাণার্থ গ্রহণ করিবেক।

> "দ্বৌ হস্তৌ মুষ্টিনা হীনৌ দৈর্ঘ্যে স্থৌল্যে কনিষ্ঠিকা।
> বিধেয়া শরমাণেষু যাত্রেষাকর্ষয়েত্ততঃ॥"

(বৃ, শা।

উল্লিখিত প্রকারের উত্তম শর আহরণ করিয়া, ২ হাত কিম্বা এক মুষ্টি ন্যূন

২ হাত লম্বা ও স্থূলতায় কনিষ্ঠাঙ্গুলি পরিমাণ এরূপ শর গ্রহণ করিবেক। যদি কোথাও বক্রতা থাকে, তবে তন্নাশার্থ যন্ত্রে আকর্ষণ করিবেক। অর্থাৎ শরগুলি ২ হাতের অধিক লম্বা, কনিষ্ঠাঙ্গুলি অপেক্ষা মোটা হইবে না, এবং সরল অর্থাৎ ঠিক সোজা হওয়া আবশ্যক। দুই হাতের অধিক লম্বা না হইবার কারণ এই যে, মুষ্টিবদ্ধ বামহস্ত প্রসারিত করিলে মুষ্টির অগ্রভাগ হইতে দক্ষিণ কর্ণের মূলদেশ পর্য্যন্তের পরিমাণ বা মাপ দুই হস্তের অধিক নহে, বরং কিঞ্চিৎ অল্প। সুতরাং মুষ্টিহীন ২ হাত বাণ ধনুকে সংযোজিত করিলেই আকর্ণ আকর্ষণ সহজে সম্পাদিত হয়। অধিক লম্বা হইলে আকর্ষণের দোষ জন্মে এবং তন্নিবন্ধন তাহার গতিভঙ্গ-তাও জন্মে। অপিচ, বাণ ছাড়িয়া দিলে বায়ু তাহার গতির বক্রতা জন্মাইতে না পারে, এজন্য তাহার মূলে পাখীর পালক সংযুক্ত করিয়া দিতে হয়। তাহার নিয়ম ও প্রণালী এইরূপ।

"কাকহংসশশাদীনাং মৎস্যাদক্রৌঞ্চকেকিনাম্।
গৃধ্রানাং কুররাণাঞ্চ পক্ষা এতে সুশোভনাঃ॥
একৈকস্য শরস্যৈব চতুঃপক্ষানি যোজয়েৎ।
ষড়ঙ্গুলি প্রমাণেন পক্ষচ্ছেদঞ্চ কারয়েৎ॥
দশাঙ্গুলিমিতিং পক্ষং শার্ঙ্গচাপস্য মার্গনে।
যোজ্যা দৃঢ়াশ্চতুঃসংস্থাঃ সন্নদ্ধাঃ স্নায়ুতন্তুভিঃ॥"

(বৃ, শা।

পক্ষযোজনা ব্যতীত বাণের ঠিক্ সরল গতি হয় না। পক্ষ সংযোগ করায় বাতাস কাটিয়া যায়, সুতরাং বাণও ঠিক সোজা যায়, কোনো দিক্ বাঁকিয়া যায় না। শর যদি বাঁকিয়া না যায়, ঠিক সোজা যায়, তাহা হইলে ঠিক লক্ষ্যে গিয়া পড়িতে পারে, নচেৎ লক্ষ্যচ্যুত হইয়া যায়। এই সূক্ষ্ম বিজ্ঞানটী নিতান্ত সহজ-বোধ্য নহে। ফল, বাণের সরল গতির নিমিত্ত যে তদগ্রে বা তন্মূলে পক্ষ যোজনা করিতে হয়, তৎসম্বন্ধে এইরূপ বিধি নির্দ্দিষ্ট আছে।

কাক, হংস, শশ. মাছ্রাঙ্গা, বক, ময়ুর, গৃধ্র ও কুরর,—এই সকল পক্ষীর পক্ষই উত্তম। প্রত্যেক শরে ৪টী করিয়া পালক (সমান্তর করিয়া) সংযোজিত করিবে। পালকগুলি ঠিক্ ৬ অঙ্গুল প্রমাণে লইবে। যে সকল বাণ শার্ঙ্গ ধনুকের নিমিত্ত প্রস্তুত করিবে, কেবল সেই সকল বাণে ১০ অঙ্গুল পরিমাণ পক্ষ যোজনা করা আবশ্যক। বৈণব ধনুর নিমিত্ত ৬ অঙ্গুল প্রমাণ এবং শার্ঙ্গ ধনুর নিমিত্ত ১০ অঙ্গুল প্রমাণ গৃধ্রাদি পক্ষীর পক্ষ লইয়া (ঠিক সমান আকার ও ওজনে) তাহার ৪টী

করিয়া পক্ষ ( সমান্তরাল নিয়মে ) প্রত্যেক শরে স্নায়ু তন্তর দ্বারা দৃঢ় আবদ্ধ করিবেক।

ধনু নির্ম্মাণ ও শর কল্পনার কথা বলা হইল। ইহার শেষ ভাগে বলা হইয়াছে যে, বাণের নিমিত্ত সুপক্ক শর আহরণ করা কর্ত্তব্য। মুষ্টি ন্যূন দুই হস্ত পরিমাণ লম্ব কনিষ্ঠাঙ্গুলি তুল্য স্থূল ও পর্ব্ব বা গাঁইট গুলি সন্নত থাকা আবশ্যক। পক্ষি-পক্ষ সংযোজিত তাদৃশ শরের অগ্রভাগে ফলা পরাইতে হয়। নচেৎ তাহা যুদ্ধো-পযোগী হয় না। যে শরের অগ্রভাগ স্থূল অর্থাৎ আগার দিকটা মোটা—ধনুর্বিৎ পণ্ডিতেরা তাদৃশ শরকে "স্ত্রী" জাতীয় বলিয়া বর্ণনা করেন। আর পুচ্ছদেশ যদি স্থূল হয়—তবে তাদৃশ শর "পুরুষ" জাতি বলিয়া উক্ত হয় এবং যাহার অগ্র পশ্চাৎ সকল ভাগই সমান—তাহা "নপুংসক" জাতি বলিয়া গণ্য। নারীজাতীয় শর অধিকতর দূরগামী হয়। পুরুষ জাতীয় শর দূর বস্তু ভেদের যোগ্য এবং নপুংসক জাতীয় শর লক্ষ্য সাধনার্থ প্রযোজ্য। এই সকল বিধান কেবল বৃদ্ধ শার্ঙ্গধর গ্রন্থে দৃষ্ট হয়। যথা—

> "শরাংশ্চ ত্রিবিধা জ্ঞেয়া স্ত্রীপুমাংশ্চ নপুংসকাঃ।
> অগ্রে স্থূলা ভবেন্নারী পশ্চাৎ স্থূলো ভবেৎ পুমান্॥
> সমং নপুংসকং জ্ঞেয়ং তল্লক্ষ্যার্থং নিযোজয়েৎ।
> দূরপাতং যুবত্যাঞ্চ পুরুষো ভেদয়েদ্দৃঢ়ম্॥"

ইহার বঙ্গানুবাদ উপরে প্রদত্ত হইয়াছে, দেখুন।

## ফল-কল্পনা।

পূর্ব্বোক্ত প্রকারের সুলক্ষণ সম্পন্ন শরের অগ্রভাগে যে ফল পরাইতে হয়—তাহার বিধান এইরূপ :—

> "ফলন্তু শুদ্ধলোহস্য সুধারং তীক্ষ্ণমক্ষতম্।
> যোজয়েৎ বজ্রলেপেন শরে পক্ষানুমানতঃ॥"
>
> ( বৃ, শা।

"অসি" নামক প্রবন্ধে নানাবিধ লৌহের বর্ণন করিব। শুদ্ধ, বজ্র ও কান্ত প্রভৃতি নাম ও তত্তাবতের লক্ষণ বা পরীক্ষা প্রকারও বর্ণন করিব। সেই সকল লৌহের মধ্যে শুদ্ধ এবং বজ্র এই দুই প্রকার লৌহ অস্ত্র নির্ম্মাণের উপযুক্ত। এজন্য শুদ্ধ লৌহের দ্বারা বিবিধাকার ফলা প্রস্তুত করিবেক। সে সকল ফলা সুধার, তীক্ষ্ণ ও অক্ষত হওয়া আবশ্যক। ফলা প্রস্তুত হইলে তদ্গাত্রে "বজ্রলেপ"

প্রদান করা উচিত। ফলাগুলি পক্ষ প্রমাণের অনুরূপ প্রমাণ বিশিষ্ট করিতে হয়। পশ্চাৎ তাহা প্রোক্তলক্ষণাক্রান্ত শরে সংযোজিত করিতে হয়। শরের ফলা নানা প্রকার। ভিন্ন ভিন্ন আকারের ফলের ভিন্ন ভিন্ন নাম ও প্রয়োজন আছে। যথা—

"আরামুখং ক্ষুরপ্রঞ্চ গোপুচ্ছং চার্দ্ধচন্দ্রকম্।
সূচীমুখঞ্চ ভল্লঞ্চ বৎসদন্তং দ্বিভল্লকম্॥
কর্ণিকং কাকতুণ্ডঞ্চ তথান্যান্যান্যনেকশঃ।
ফলানি দেশ দেশেষু ভবন্তি বহুরূপতঃ॥"

আরামুখ, ক্ষুরপ্র, গোপুচ্ছ, অর্দ্ধ চন্দ্র, সূচীমুখ, ভল্ল, বৎসদন্ত, দ্বিভল্ল, কর্ণিক ও কাকতুণ্ড ইত্যাদি অনেক আকারের এবং ভিন্ন ভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন আকারের ফলা প্রস্তুত হয়। *

## প্রয়োজন।

ফলের আকার গত বৈলক্ষণ্যের বিশেষ প্রয়োজন আছে। নিষ্প্রয়োজনে বা সুদৃশ্যতার জন্য আকারের ভিন্নতা সাধিত হয় না। যে যে আকারের বাণ দ্বারা যে যে কার্য্য সাধিত হয়, তাহার ২।৪টি নিদর্শন দেখান যাইতেছে।

"আরামুখেন কবচং অর্দ্ধচন্দ্রেন মস্তকম্।
আরামুখেন বৈ চর্ম্ম ক্ষুরপ্রেণ চ কার্ম্মুকম্॥
ভল্লেন হৃদয়ং বেধ্য দ্বিভল্লেন গুণঃ শরা।
লৌহঞ্চ কাকতুণ্ডেন বেধ্যং ত্র্যঙ্গুলসম্মিতম্॥
অন্যৎ গোপুচ্ছকৈ জ্ঞেয়ং ... ... ...।
মুখে চ লৌহকণ্ঠেন বিধ্যমঙ্গুলসম্মিতম্॥"
(বৃ, শা।

আরামুখ নামক শরের দ্বারা কবচ অর্থাৎ বর্ম্ম বা সাঁজোয়া ভেদ করা যায়। অর্দ্ধচন্দ্র বাণের দ্বারা প্রতিযোদ্ধার মস্তক ছেদন সাধিত হয়। আরামুখ অথবা সূচীমুখ বাণের দ্বারা চর্ম্ম বা ঢাল বিদ্ধ করা যায়। কার্ম্মুক অর্থাৎ ধনুক ছেদন করিবার জন্য ক্ষুরপ্র নামক বাণ প্রস্তুত করিতে হয়। হৃদয় বিদ্ধ করিবার জন্য ভল্ল অস্ত্রই প্রযোজ্য। ধনুকের গুণ ও আগম্যমান শর কাটিবার জন্য দ্বিভল্ল নামক

* আরা—চর্ম্ম ভেদক সূক্ষ্মাগ্র শলাকার যন্ত্র। "টেকো" ইতি ভাষা।

বাণই উত্তম। কাকতুণ্ডাকার ফলার দ্বারা তিন অঙ্গুল পরিমিত লৌহ বিদ্ধ করা যায়। গোপুচ্ছাকার শরের দ্বারা অগণ্য অনেক কার্য্য সাধিত হয় এবং লৌহকণ্টকমুখ শরের দ্বারা অঙ্গুলত্রয় পরিমিত ছিদ্র উৎপাদন করা যায়।

## ফলপায়ন অর্থাৎ ফলায় পান দিবার বিধি।

ছেদ ভেদাদি বহুবিধ কার্য্যের উপযুক্ত বহুবিধ আকারের ফলা প্রস্তুত করিয়া তাহাতে অস্ত্রবিদ্যার মতানুসারী পান্ দিতে হয়। পানের গুণের অস্ত্রেই ধার উত্তম হয়, আবার পানের দোষেই তাহার ধার মন্দ হয়, ইহা বোধ হয় সকলেই জ্ঞাত আছেন। পরন্তু কিরূপ পান দিলে অস্ত্রের ধার ভাল হয়, দৃঢ়ভেদী হয়, তাহা হয়তো এক্ষণকার শস্ত্রকারগণের অবিদিত আছে। ফল, অবিদিত থাকা উচিত নহে। যাহাই হউক, বৃদ্ধ শার্ঙ্গধর প্রোক্ত পায়ন বিধিটী বঙ্গভাষায় আনীত করা উচিত বোধ হইতেছে। তরবারি ও অন্যান্য অস্ত্রের পায়ন বিধান গুলি আমরা "অসি" নামক প্রবন্ধে লিখিব, এক্ষণে তীরের ফলার পায়নবিধিটী এতৎপ্রবন্ধে ব্যক্ত করিব। তৎসম্বন্ধে এইরূপ বিধান আছে ;—

"ফলস্য পায়নং বক্ষ্যে বনৌষধিবিলেপনৈঃ।
যেন দুর্ভেদ্যবর্ম্মাণি ভেদয়েৎ তরুপর্ণবৎ॥"

(বৃ, শা।

উৎকৃষ্ট ঔষধি (উদ্ভিজ্জ) লিপ্ত করিয়া যে ফলপায়ন বিধান আছে,—যে বিধানে পান দিলে দুর্ভেদ্য লৌহবর্ম্মকেও বৃক্ষপত্রের ন্যায় ভেদ করা যায়,—সেই বিধানটীই বলিতেছি।

"পিপ্পলী সৈন্ধবং কুষ্ঠং গোমূত্রেণ তু পেষয়েৎ।
অতিশীতমনাবিদ্ধং পীতং নষ্টং তথৌষধম্॥
অনেন লেপয়েচ্ছস্ত্রং লিপ্তং চাগ্নৌ প্রতাপয়েৎ।
ততো নির্ব্বাপিতং তৈলে লৌহং তত্র বিশিষ্যতে॥
পঞ্চভির্লবণৈঃ পিষ্টৈং মধুসিক্তঃ সসর্ষপৈঃ।
এভিঃ প্রলেপয়েচ্ছস্ত্রং লিপ্তং চাগ্নৌ প্রতাপয়েৎ॥
শিখিগ্রোবানুবর্ণাভং তপ্তপোতং তথৌষধম্।
ততস্তু বিমলং তোয়ং প্যায়য়েচ্ছস্ত্রমুত্তমম্॥"

পিপুল, সৈন্ধব লবণ, কুড় (বণিক দ্রব্য), এই তিন-দ্রব্য গোমূত্রের সহিত

পিষ্ট করিবে। এরূপ পিষ্ট করিবে যে ঔষধগুলির অবয়ব যেন নষ্ট হইয়া যায়। তাদৃক্ পিষ্ট হইলে শীত গুণবিশিষ্ট, অনাবিদ্ধ ও পীতবর্ণ হইবে। অনন্তর তাহার দ্বারা শরের ফলা কি অন্য কোন শস্ত্র প্রলিপ্ত করিবে। অনন্তর তাহা অগ্নিতে প্রতপ্ত করিবে অর্থাৎ উত্তমরূপে দগ্ধ করিবে। পশ্চাৎ অগ্নিকুণ্ড হইতে উঠাইয়া শস্ত্রের দৃশ্য অগ্নি যখন নির্ব্বাপিত হইবে, অথচ উত্তাপ সম্পূর্ণ থাকিবে, তখন তাঁহা তৈলে নিক্ষিপ্ত করিবে। এইরূপ প্রক্রিয়ার দ্বারা শস্ত্রের লৌহে স্বাভাবিক শক্তি অপেক্ষা বিশেষ শক্তি উৎপন্ন হইবে।

## দ্বিতীয় প্রকার।

পঞ্চ লবণ, * সর্ষপ ও মধু এই সকল দ্রব্য উত্তমরূপ পিষ্ট করিয়া শস্ত্রকার তাহাতে প্রলেপ দিবেন, পরে সেই প্রলিপ্ত শস্ত্রকে অগ্নি দগ্ধ করিবেন। যখন তাহাতে ময়ূর পুচ্ছের রঙ্ দেখা যাইবে, তখন জানিবেন যে, শস্ত্র সেই ঔষধ পান করিয়াছে। ইহার পরেই তাহাকে নির্ম্মল জল পান করাইবেন অর্থাৎ স্বচ্ছসলিলে নিক্ষিপ্ত করিবেন। এতদ্ভিন্ন বৃহৎসংহিতা নামক গ্রন্থে আরও কএক প্রকার শস্ত্র-পায়নের বিধান আছে তাহাও এস্থলে সন্নিবিষ্ট করা গেল।

"বড়বোষ্ট্রকরেণুদুগ্ধপানং
যদি পানেন সমীহতেঽর্থসিদ্ধিম্।
ঝষপিত্তমৃগাশ্চ বস্তদুগ্ধৈঃ
করিহস্তচ্ছিদয়ে সতাল গর্ভৈঃ॥
আর্কং পয়ো হুড়ু বিষাণমসীসমেতং
পারাবতাখু শকৃতা চ যুতং প্রলেপঃ।
শস্ত্রস্য তৈলমথিতস্য ততোঽস্য পানং
পশ্চাচ্ছিতস্য ন শিলাসু ভবেদ্বিঘাতঃ॥
ক্ষারে কদল্যা মথিতেন যুক্তে
দিনোষিতে পায়িতমায়সং যৎ।

---

* "সৌবর্চলং সৈন্ধবঞ্চ বিড়মৌদ্ভিদমেব চ॥
সামুদ্রেন সহৈতানি পঞ্চ স্যুর্লবণানি চ॥"
(বৈদ্যক।

সৌবর্চল—সচর লবণ। সৈন্ধব—স্বনামপ্রসিদ্ধ লবণ। উদ্ভিদ্—ক্ষারী লবণ অর্থাৎ বৃক্ষাদি দগ্ধ করিয়া যাহা প্রস্তুত হয়। সামুদ্র—সামর লবণ।

সম্যক্ শিতং চাশ্মনি নৈতি ভঙ্গং
ন চান্যলোহেষ্বপি তস্য কৌণ্ঠ্যম্॥”

বড়বা—ঘোটকী। উষ্ট্র—উট্। করেণু—হস্তিনী। এই সকল পশুর দুগ্ধ পান করাইলে তীরের ফলায় অতি উৎকৃষ্ট ধার হয়। মাছের পিত্ত, মৃগীর দুগ্ধ, কুকুরের দুগ্ধ ও ছাগী দুগ্ধ পান করাইলে হস্তিশুণ্ড ছেদন করিবার উপযুক্ত ধার হয়।

অর্কক্ষার অর্থাৎ আকন্দের আটা, হুডু শৃঙ্গের অঙ্গার, পায়রার ও ইন্দুরের বিষ্ঠা, এই সকল দ্রব্য একত্রিত করিয়া (পেষণ পূর্ব্বক) তদ্দ্বারা অস্ত্রের সর্ব্বাঙ্গ লিপ্ত করিবেক। পশ্চাৎ তাহাতে তৈলসেক পূর্ব্বক দগ্ধ করিবেক এবং পূর্ব্বোক্ত বিধানে পান দিবেক। অনন্তর তাহাকে শাণিত করিবেক। এইরূপ করিলে সে অস্ত্র প্রস্তরে ভাঙ্গিবে না। প্রত্যুত প্রস্তরই তদ্দ্বারা বিদীর্ণ হইবেক।

লৌহ নির্ম্মিত অস্ত্র কদলী ক্ষারে প্রলিপ্ত করিয়া এক দিন পরে পান দিয়া উত্তম শাণিত করিলে তাহা কিছুতেই ভাঙ্গিবে না এবং অন্য লৌহেও তাহার ধার বা তীক্ষ্ণতা নষ্ট হইবে না।

## নারাচ ও নালীক।

শর বিধান বলা হইল। পরন্তু নারাচ ও নালীক, এই দুই বাণ উহার অন্তর্গত নহে। সুতরাং এই দুই বাণের কথা স্বতন্ত্র বলা আবশ্যক।

“সর্ব্বলৌহাস্তু যে বাণা নারাচাস্তে প্রকীর্ত্তিতাঃ।
পঞ্চভিঃ পৃথুলৈঃ পক্ষৈঃ যুক্তাঃ সিধ্যন্তি কস্যচিৎ॥”

(বৃ, শা।

যে সকল বাণ সর্ব্বলৌহ অর্থাৎ যাহার সর্ব্বাঙ্গ লৌহময়, সেই সকল বাণের নাম “নারাচ”। শরের বাণে যেমন ৪টা পক্ষ আবদ্ধ থাকে, এই নারাচ বাণে তেমনি ৫টা পক্ষ আবদ্ধ থাকিবে। পক্ষগুলি শরবাণ অপেক্ষা মোটা ও বড়। এই নারাচ বাণ সকলে আয়ত্ত করিতে পারে না।

## নালীকাস্ত্র।

“লঘবো নালিকা বাণা নলযন্ত্রেণ নোদিতাঃ।
অত্যুচ্চদূরপাতেষু দুর্গযুদ্ধেষু তে মতাঃ॥”

(বৃ, শা।

লঘু নালীক নামক বাণ সকল নলাকার যন্ত্রের দ্বারা প্রক্ষিপ্ত হয়। এই নালিক বাণ উচ্চ, দুর, ও দুর্গে থাকিয়া যুদ্ধ করিবার কালেই প্রশস্ত। এই নালিক যে আধুনিক বন্দুক অস্ত্রের অনুরূপ তাহা আমরা "আর্য্যজাতির যুদ্ধাস্ত্র" নামক প্রবন্ধে সপ্রমাণ করিয়াছি।

বিবিধ ধনুক ও বিবিধ শরনির্ম্মাণের পদ্ধতি বর্ণিত হইল, এক্ষণে তদুভয়ের ব্যবহার প্রণালী বলা আবশ্যক। প্রথমতঃ স্থান, পরে মুষ্টি, পশ্চাৎ আকর্ষণের কথা বলিব।

## স্থান।

স্থান শব্দের অর্থ অবস্থান। কখন দাঁড়াইয়া, কখন বক্র হইয়া, কখন বা নত হইয়া, যুদ্ধ করা আবশ্যক হয়। এজন্য আবশ্যক অনুসারে দাঁড়াইবার, বসিবার, বক্র হইবার,ও নত হইবার বিশেষ বিশেষ নিয়ম, কৌশল, "কাএদা" আছে। সেই সকল কায়দার নাম "স্থান"। এই স্থান নামক কাএদা গুলি আয়ত্ত ও অভ্যস্ত করিতে হয়, নচেৎ যুদ্ধ করা যায় না। "কাএদায়" না থাকিলে, শরীর বিচলিত হইয়া গিয়া, লক্ষ্যভেদ প্রভৃতির ব্যাঘাত জন্মায় ও শীঘ্রই শ্রান্ত হইতে হয়। এজন্য ধনুর্যোদ্ধার পক্ষে অগ্রে স্থানগুলি অভ্যাস করা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। সেই স্থান যুদ্ধ শার্ঙ্গধরের মতে আট প্রকার। যথা—

আলীঢ়, প্রত্যালীঢ়, বিশাখ বা বিশাল, সমপদ বা সমপাদ, বিষমপাদ, দর্দ্দুর-ক্রম, গরুড়ক্রম ও পদ্মাসনক্রম। ইহার অন্য নাম স্থানক। স্থানকের লক্ষণগুলি যথাক্রমে বর্ণন করা যাইতেছে।

আলীঢ়——

"অগ্রতো বামপাদঞ্চ দক্ষিণঞ্চানুকুঞ্চিতম্।
আলীঢ়ন্তু প্রকর্ত্তব্যং হস্তদ্বয়সুবিস্তরম্॥"

বাঁ পা সম্মুখে রাখিয়া দক্ষিণ বা পিছুদিকে কুঞ্চিত করিয়া আলীঢ় নামক স্থানে অবস্থান করা কর্ত্তব্য। পরন্তু তাহা যেন পদদ্বয় পরিমাণ অপেক্ষা অধিক বিস্তৃত না হয়।

প্রত্যালীঢ়——

"প্রত্যালীঢ়ং প্রকর্ত্তব্যং সব্যঞ্চৈবানুকুঞ্চিতম্।
দক্ষিণন্তু পুরস্তদ্বৎ দূরপাতে বিশিষ্যতে॥"

আলীঢ়কে বুৎক্রম করিলে তাহা প্রত্যালীঢ় হইবে। এই প্রত্যালীঢ়ে করিতে

হয় কি ? না বাঁ পা পিছুদিকে কুঞ্চিত ও দক্ষিণ পা সম্মুখে হস্তদ্বয় পরিমাণ বিস্তারে স্থাপন। এই প্রত্যালীঢ় স্থানটী দূরে শরনিক্ষেপ করিবার বিশেষ উপযোগী। বস্তুতঃ একভাবে অধিক্ষণ থাকিলে শরীর শ্রান্ত হয় বলিয়া ভিন্ন ভিন্ন আকারে স্থিতি করিতে হয়। সেই জন্যই যুদ্ধতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ বিবিধ স্থান ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন। যিনি যত অধিক স্থান অভ্যস্ত করেন—তিনি তত অধিক কাল বিনা শ্রান্তিতে যুদ্ধ করিতে পারেন।

বিশাখ—

পাদৌ সুবিস্তরৌ কার্য্যৌ সমৌ হস্তপ্রমাণতঃ।
বিশাখস্থানকং জ্ঞেয়ং কূটলক্ষ্যস্য বেধনে॥"

দুই পা সমায়ত ও হস্তপ্রমাণ অন্তরিত করিয়া দাঁড়াইলে তাহা বিশাখ নামক স্থান বলিয়া জানিবে। কূট লক্ষ্য বিদ্ধ করিবার সময় এইরূপ স্থানই উৎকৃষ্ট।

সমপদ—

"সমপদে সমৌ পাদৌ নিষ্কম্পৌ চ সুসংগতৌ॥"

উত্তমরূপ মিল থাকে অথচ না কাঁপে এইরূপ ভাবে দাঁড়াইলে সমপদ বা সমপাদ নামে খ্যাত হয়।

বিষমপদ—

"অসমঞ্চ পুরো বামং হস্তমাত্রেণ তং বিদুঃ॥

বামপদ যদি হস্তমাত্র পরিমিত অন্তরে নিশ্চলরূপে বিন্যস্ত রাখা যায় তাহা হইলে তাহা অসম পদ বা বিষমপদ আখ্যা প্রাপ্ত হয়।

দর্দুরক্রম—

"আকুঞ্চিতোরূ দ্বৌ যত্র জানুভ্যাং ধরণীং গতৌ।
দর্দ্দুরক্রমমিত্যাহুঃ স্থানকং দৃঢ়ভেদনে॥"

যে অবস্থানে দুই উরু আকুঞ্চিত ও জানুদ্বয় ভূতলে ন্যস্ত করিতে হয়, ধনুর্ব্বেদবিৎ পণ্ডিতগণ তাহাকে দর্দুরক্রম বলিয়া ব্যাখ্যা করেন। দৃঢ়লক্ষ্য ভেদ কালে এইরূপ অবস্থান বিশেষ উপযোগ প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

গরুড়ক্রম—

"সব্যং জানুগতং ভূমৌ দক্ষিণঞ্চ সুকুঞ্চিতম্।
অগ্রতো যত্র দাতব্যং তং বিদ্যাৎ গরুড়ক্রমম্॥"

বামজানু ভূপাতিত করিয়া, দক্ষিণজানু কুঞ্চিত করতঃ সম্মুখে রাখিলে, তাহাতে যে অবস্থান নিষ্পন্ন হইবে তাহাকে গরুড়ক্রম বলিয়া জানিবে।

পদ্মাসনক্রম—

"পদ্মাসনং প্রসিদ্ধং স্যাৎ উপবিশ্য যথাক্রমম্।
ধন্বিনাং তত্তু বিজ্ঞেয়ং স্থানকং শুভলক্ষণম্॥"

পদ্মাসন কি? তাহা সকল ব্যক্তিই জানেন। ধনুর্ধারী যদি সেই সুপ্রসিদ্ধ আসনের নিয়মে উপবিষ্ট হন, তাহা হইলে তাহা পদ্মাসন ক্রম বলিয়া জানিবে।

আগ্নেয় ধনুর্ব্বেদে এই স্থান সম্বন্ধে অন্য রূপ বিধি দৃষ্ট হয়। এস্থলে সে গুলিও প্রদর্শিত হইল, পাঠকগণ দৃষ্ট করুন।

সমপদ—

"অঙ্গুষ্ঠগুল্ফপার্ষ্ণ্যঙ্ঘ্র্যঃ শ্লিষ্টাঃ স্যুঃ সহিতা যদি।
দৃষ্টং সমপদং স্থানমেতল্লক্ষণতস্তথা॥"

অঙ্গুষ্ঠ, গুল্ফ অর্থাৎ পায়ের গোড়, পার্ষ্ণি ও পদ যদি একত্রিত ও প্রশ্লিষ্ট হয় তবে তাহা "সমপদ" নামক স্থান।

বৈশাখ—

'বৃদ্ধাঙ্গুলিস্থিতৌ পাদৌ স্তব্ধজানুবলাবুভৌ।
ত্রিবিতস্ত্যন্তরা স্থানমেতদ্বৈশাখমুচ্যতে॥"

জানুদ্বয় স্তব্ধ এবং পাদদ্বয় বৃদ্ধাঙ্গুলির উপর নির্ভর করিয়া তিন বিতস্তি অন্তরে স্থাপন করিয়া বসিলে কি দাঁড়াইলে তাহাকে বৈশাখ নামক স্থান বলা যায়।

মণ্ডল—

"হংসপঙক্ত্যাকৃতিসমৌ দৃশ্যেতে যত্র জানুনী।
চতুর্বিতস্তিবিচ্ছিন্নে তদেতন্মণ্ডলং স্মৃতম্॥"

মধ্যে যদি চারি বিতস্তি বিচ্ছেদ থাকে এবং জানুদ্বয় যদি হংসশ্রেণীর ন্যায় দৃষ্ট হয়, তাহা হইলে, তাদৃশ স্থিতিকে মণ্ডল সংজ্ঞায় অভিহিত করা যায়।

আলীঢ়—

"হলাকৃতিময়ং যচ্চ স্তব্ধজানূরুদক্ষিণম্।
বিতস্ত্যঃ পঞ্চ বিস্তারে তদালীঢ়ং প্রকীর্ত্তিতম্॥"

দক্ষিণ জানু ও উরু স্তব্ধ করণ পূর্ব্বক লাঙ্গলাকৃতি রূপে স্থিত হইলে তাহা আলীঢ় নামে কথিত হয়।

প্রত্যালীঢ়—

"এতদেব বিপর্য্যস্তং প্রত্যালীঢ়ং প্রকীর্ত্তিতম্॥"

এই আলীঢ় যদি বিপরীতক্রমে কৃত হয় তবে তাহার নাম প্রত্যালীঢ় হইয়া থাকে।

দণ্ড—

"তির্য্যগ্‌ভূতো ভবেদ্বামো দক্ষিণোঽপি ভবেদৃজুঃ।
গুল্‌ফৌ পার্ষ্ণিগ্রহৌ চৈব স্থিতৌ পঞ্চাঙ্গুলান্তরৌ।
স্থানং দণ্ডং ভবেদেতৎ দ্বাদশাঙ্গুলমায়তম্॥"

বামপদ বক্রীকৃত এবং দক্ষিণ পদ ঋজু অর্থাৎ সোজা করিবে। গুল্‌ফ দ্বয় ৫ অঙ্গুলি অন্তরে স্থাপিত করিবে। এইরূপ করিলে তাহাকে দণ্ড নামক স্থান বলিবে।

বিকট—

"অথবা দক্ষিণং জানু কুব্জং ভবতি নিশ্চলম্॥
দণ্ডায়তো ভবেদেষ চরণঃ সহ জানুনা॥
এবং বিকটমুদ্দিষ্টং দ্বিহস্তান্তরমায়তম্॥"

দক্ষিণ জানু কুব্জ (কুঁজো) ও নিশ্চল করতঃ বামজানু ও বামপদ যষ্টির ন্যায় আয়ত করিবে। এইরূপ করিলে তাহা বিকট নামক স্থান হইবে।

সম্পুট—

"জানুনী দ্বিগুণে স্যাতা-মুত্তানৌ চরণাবুভৌ।
অনেন বিধিযোগেন সম্পুটং পরিকীর্ত্তিতম্॥"

জানুদ্বয় দ্বিগুণ অর্থাৎ ভুগ্ন করিবে এবং চরণদ্বয় উত্তান করিবে। করিলে তাহা সম্পুট নামক স্থান হইবে।

স্বস্তিক—

"কিঞ্চিদ্ বিবর্ত্তিতৌ পাদৌ সমদণ্ডায়তৌ স্থিরৌ।"
"দৃষ্টমেব যথান্যায়ং ষোড়শাঙ্গুলমায়তম্।
স্বস্তিকেনাত্র কুর্ব্বীত প্রণামং প্রথমং দ্বিজ॥"

পদদ্বয় কিঞ্চিৎ বিবর্ত্তিত করিয়া সমান ও দণ্ডাকারে স্থাপন পূর্ব্বক তাহা নিশ্চল রাখিবে। তাহা হইলে তাদৃশ স্থিতি স্বস্তিক বলিয়া গণ্য হইবে। স্বস্তিকাখ্যস্থানকে স্থিত হইয়া প্রথমতঃ প্রণাম করিতে হয়।* এতদ্ভিন্ন বৈশম্পায়নীয় ধনুর্ব্বেদে অন্য পাঁচ প্রকার স্থানকের উল্লেখ আছে। যথা—

---

* আগ্নের ধনুর্ব্বেদের শ্লোকগুলি উত্তমরূপ বোধগম্য করিতে না পারায় যথাশ্রুত বঙ্গানুবাদ প্রদত্ত হইল, উত্তমরূপে বুঝাইতে পারিলাম না।

"প্রত্যালীঢ়ক-মালীঢ়ং তথা সমপদং স্মৃতম্।
বিশালং মণ্ডলং চেতি পঞ্চ ধানুষ্কবৃত্তয়ঃ॥"

প্রত্যালীঢ়, আলীঢ়, সমপদ, বিশাল বা বিশাখ ও মণ্ডল,— এই পাঁচ প্রকার ধনুর্যোদ্ধার বৃত্তি অর্থাৎ যুদ্ধাবস্থানের নিয়ম বিশেষ। পরন্তু উক্ত পাঁচ প্রকার স্থানের লক্ষণ গুলি সমস্তই বর্ণিত হইয়াছে।

## মুষ্টি।

মুষ্টি শব্দের অর্থ "মূট" অর্থাৎ ধরিবার নিয়ম বা "কাএদা"। ধনুর্যুদ্ধে যেমন দাঁড়াইবার কাএদা আছে, তেমনি, ধনুক ও বাণ ধরিবারও কাএদা আছে। তন্মধ্যে গুণে অর্থাৎ ধনুকের ছিলায় বাণ স্থাপন করিয়া, তাহা যেরূপ কাএদায় ধরিতে হইবে, সে সমস্তই ধনুর্ব্বেদে বর্ণিত আছে। দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুলির দ্বারা ধনুকের ছিলা ও বাণের পুঙ্খ একযোগে ধৃত করিবার নিয়মের নাম "গুণমুষ্টি" এবং বাম হস্তে ধনুকের মধ্যভাগ ধারণ করিবার নাম "ধনুর্মুষ্টি"। এই মুষ্টির লক্ষণ ও নাম এইরূপঃ—

"পতাকা বজ্রমুষ্টিশ্চ সিংহকর্ণস্তথৈবচ।
মৎসরী কাকতুণ্ডী চ যোজনীয়া যথাক্রমম্॥"

(বৃ, শা।)

গুণ মুষ্টি পাঁচ প্রকার। পতাকা মুষ্টি, বজ্র মুষ্টি, সিংহকর্ণ মুষ্টি, মৎসরী মুষ্টি ও কাকতুণ্ডী মুষ্টি। এই সকল মুষ্টি যথাযোগ্য কার্য্যে যোজনা করিবেক।

## পতাকা মুষ্টি।

"দীর্ঘা তু তর্জ্জনী যত্র আশ্রিতাঙ্গুষ্ঠমূলকম্।
পতাকা সা চ বিজ্ঞেয়া নলিকা দূরমোক্ষণে॥"

যে স্থলে তর্জনীকে বৃদ্ধাঙ্গুলির মূল দেশ অবলম্বন পূর্ব্বক দীর্ঘ বা আয়ত রাখিতে হয়, সে স্থলে তাদৃশ মুষ্টির নাম "পতাকা"। এই পতাকা মুষ্টি নালিকাস্ত্র প্রয়োগ কালে ও দূরনিক্ষেপ কালে বিশেষ উপযোগী।

## বজ্র মুষ্টি।

"তর্জ্জনী মধ্যমা মধ্যমঙ্গুষ্ঠো বিশতে যদি।
বজ্রমুষ্টিস্তু সা জ্ঞেয়া স্থূলনারাচমোক্ষণে॥"

তর্জ্জনী ও মধ্যমা এই অঙ্গুলিদ্বয়ের অন্তরালে বৃদ্ধাঙ্গুলি প্রবিষ্ট করতঃ মুষ্টি বন্ধন করিলে তাহা "বজ্র মুষ্টি" বলিয়া অভিহিত হইবে। এই মুষ্টি স্থূল বাণ ও নারাচ বাণ পরিত্যাগ কালে বিধেয়।

## সিংহ কর্ণ।

"উত্তানাঙ্গুষ্ঠমূলেন সর্ব্বাঙ্গুল্যঃ প্রপীড়িতাঃ।
কুঞ্চিতাঃ সিংহকর্ণঃ স্যাৎ ধনুঃ সম্পীড়নে স্মৃতঃ॥"

বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠকে সিংহ কর্ণের ন্যায় উত্থাপিত করিয়া তাহার মূলদেশ দ্বারা সমুদয় অঙ্গুলি কুঞ্চিত ও সম্পীড়িত অর্থাৎ চাপিয়া ধরিবেক। এতাদৃশ মুষ্টির নাম সিংহ কর্ণ এবং ইহা ধনুক ধারণ কালে প্রশস্ত। কেহ কেহ বলেন ইহা গুণাকর্ষণেই প্রযোজ্য।

## মৎসরী।

"অঙ্গুষ্ঠনখমূলে তু তর্জ্জন্যাং সুসংস্থিতম্।
মৎসরী সা চ বিজ্ঞেয়া চিত্রলক্ষ্যস্য বেধনে॥"

বৃদ্ধাঙ্গুলির নখের মূলস্থানে তর্জ্জনীর অগ্রভাগ সুদৃঢ়রূপে সংস্থাপন পূর্ব্বক মুষ্টি প্রস্তুত করিলে তাহা "মৎসরী" নাম প্রাপ্ত হয়। এই মুষ্টি চিত্র লক্ষ্য বেধ কালে বিধেয়। (চিত্র লক্ষ্য কি? তাহা পশ্চাৎ ব্যক্ত হইবে।)

## কাকতুণ্ডী।

"অঙ্গুষ্ঠাগ্রে তু তর্জ্জন্যা মুখমেব নিবেশিতম্।
কাকতুণ্ডী চ সা জ্ঞেয়া সূক্ষ্মলক্ষ্যেষু যোজিতা॥"

বৃদ্ধাঙ্গুলির অগ্রভাগে তর্জ্জনীর মুখ যদি দৃঢ় সন্নিবিষ্ট হয়, তাহা হইলে তাহা কাকতুণ্ডী নামক মুষ্টি হয়। এই মুষ্টি গুণ ধারণ কালে ও সূক্ষ্ম লক্ষ্য বেধকালে প্রযোজ্য।

## ধনুর্মুষ্টি।

গুণ ধারণ মুষ্টির ন্যায় ধনুর্ধারণের মুষ্টির নিয়ম অর্থাৎ বিশেষ কাএদা আছে। ধনুর্ধারণের মুষ্টিগুলি বাম হস্তের দ্বারা বিধেয় এবং তাহা তিন প্রকার। তাহার নামান্তর ধনুর্মুষ্টি ও সন্ধান। যথা—

সন্ধানং ত্রিবিধং প্রোক্তং অধঃ ঊর্দ্ধং সমং সদা॥
যোজয়েৎ ত্রিপ্রকারং হি কার্য্যেষ্বপি যথাক্রমম্॥
অধশ্চ দূর পাতিত্বে সমং লক্ষ্যে সুনিশ্চলে।
দৃঢ়াস্ফোটে প্রকুর্ব্বীত ঊর্দ্ধং সন্ধানযোগতঃ॥”

(বৃ, শা।

যোগ্যতা অনুসারে মুষ্টি সন্ধান তিন প্রকার। অধঃসন্ধান, ঊর্দ্ধসন্ধান ও সমসন্ধান। এই তিন প্রকার সন্ধান যথাযোগ্য কার্য্যে যোজনা করিবে। দূর-পাতন কালে অধঃসন্ধান নিশ্চললক্ষ্য স্থলে সমসন্ধান এবং দৃঢ়াস্ফোটকালে ঊর্দ্ধ-সন্ধান প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য।

## ব্যয় বা শরাকর্ষণপ্রণালী।

শরের পুঙ্খ দেশটি ধনুকের ছিলায় বসাইয়া দিয়া তাহার কায়াটী ধনুকের মধ্যগাত্রে ধৃতস্থানের পার্শ্বে শায়িত রাখিয়া আকর্ষণ করিবেক। যতই আকর্ষণ করিবে, ধনুক ততই নম্র হইয়া আসিবে। প্রসারিত বাম হস্তের মুষ্টি স্থির বা অবিচলিত অর্থাৎ যেমন তেমনই থাকিবে। পরন্তু দক্ষিণ হস্তের দ্বারা ধৃত শর-পুঙ্খ ও জ্যা ক্রমে আকর্ষিত হইয়া কর্ণ পর্য্যন্ত আসিবে। আকৃষ্ট গুণ কর্ণ পর্য্যন্ত আসিলেই শরের দীর্ঘতার শেষ হয় এবং ধনুকেরও বক্রতা পূর্ণ হইয়া অর্দ্ধ চন্দ্রাকার ধারণ করে। এতদ্রূপ ধনুরাকর্ষণের নাম “ব্যয়”। এই ব্যয় নামক আকর্ষণ ক্রিয়াটি সমধিক বলসাধ্য। ধনুর্দ্ধারী বীর এই ক্রিয়ায় দক্ষ হইলেই বাণ যুদ্ধে পারগতা লাভ করিতে পারেন। পরন্তু এই ব্যয় অথবা আকর্ষণ ক্রিয়ার বিশেষ বিশেষ নিয়ম বা কাএদা আছে। সেই সকল বিশেষ বিশেষ নিয়মের বা কাএদার নাম ‘কৈশিক’ ‘সাত্বিক’ ‘বৎসকর্ণ’ ‘ভরত’ ও ‘স্কন্ধ’। এই পঞ্চবিধ ব্যয় বা ধনুরাকর্ষণ পঞ্চবিধ যুদ্ধের উপযোগী। যথা—

কৈশিকঃ কেশমূলে বৈ শরঃ শৃঙ্গে চ সাত্বিকঃ।*
শ্রবণে বৎসকর্ণশ্চ গ্রীবায়াং ভরতো ভবেৎ॥
অংশকে স্কন্ধনামা চ ব্যয়াঃ পঞ্চ প্রকীর্ত্তিতাঃ।
কৈশিকশ্চিত্রযুদ্ধেষু অধোলক্ষ্যেষু সাত্বিকঃ॥
তির্য্যক্‌লক্ষ্যে বৎসকর্ণো ভরতো দৃঢ়ভেদনে।
দৃঢ়ভেদে চ দূরে চ স্কন্ধনামানমিষ্যতে॥”

(বৃ, শা।

অর্থাৎ কেশমূল পর্য্যন্ত শরাকর্ষণ করিলে তাহার নাম 'কৈশিক'। শৃঙ্গ পর্য্যন্ত শরাকর্ষণ "সাত্বিক"। শ্রবণে অর্থাৎ কর্ণস্থান পর্য্যন্ত আকর্ষণ করিলে, তাহা "বৎসকর্ণ"। গ্রীবার দিকে আকর্ষণ করিলে তাহা "ভরত"। অংশ অর্থাৎ স্কন্ধসংলগ্ন আকর্ষণের নাম "স্কন্ধ"। ধনুর্ব্বিদ্‌গণ এই পাঁচ প্রকার ব্যয় অর্থাৎ আকর্ষণ প্রণালী বলিয়া গিয়াছেন। আরও বলিয়াছেন, যে চিত্রযুদ্ধকালে কৈশিক ব্যয় আবশ্যক। লক্ষ্য যদি অধঃস্থ হয়, তবে সাত্বিক ব্যয় গ্রাহ্য। তির্য্যক্ লক্ষ্যস্থলে বৎসকর্ণ এবং দৃঢ়-বেধন-কালে "ভরত"। দৃঢ় ভেদন ও দূর পাতন স্থলে "স্কন্ধ" নামক ব্যয় অবলম্বন করিবে।

উল্লিখিত প্রকারে আকর্ষণ পূর্ব্বক তাহা লক্ষ্যের উপর পরিত্যাগ করিতে হইবেক। সুতরাং বাণ পরিত্যাগ সম্বন্ধেও কএক প্রকার বিধান লিখিত হইয়াছে। বামহস্তে যে ধনুক ধরিতে হইবে এবং দক্ষিণ হস্তের দ্বারা যে বাণের পুঙ্খ অর্থাৎ গোড়াটী ধরিতে হইবে, সে সম্বন্ধেও কএক প্রকার উপদেশ আছে। যথা—

"ধনুর্ব্বেদবিধানেন নাম্য বামকরেণ তৎ।
দক্ষিণেন জ্যয়া যোজ্য পৃষ্ঠে মধ্যচ গৃহ্যতৎ॥
বামাঙ্গুষ্ঠং তদুদরে পৃষ্ঠে তু চতুরঙ্গুলীঃ।
পুঙ্খমধ্যে জ্যয়া যোজ্যং স্বাঙ্গুলোবিবরেণ তু॥
আকর্ণন্তু সমাকৃষ্য দৃষ্টিং লক্ষ্যে নিবেশ্য চ।
লক্ষ্যাদন্যাশুংস্ত কৃতপুঙ্খঃ প্রয়োগবিৎ॥
যদা মুঞ্চেৎ শরং বিধ্যেৎ কৃতহস্ত মুদোচ্যতে।
এবং বাণাঃ প্রয়োক্তব্যা হ্যাত্মা রক্ষ্যা প্রযত্নতঃ॥"

(বৈ, ধনু।

ধনুর্ব্বেদোক্ত বিধি অনুসারে, বাম হস্তের দ্বারা ধনুক নত করিয়া অর্থাৎ চাপিয়া ধরিয়া, দক্ষিণ হস্তের দ্বারা তাহাতে জ্যা অর্থাৎ গুণ যোজনা করিবেক। অনন্তর ধনুকের পৃষ্ঠদিক অবলম্বন করিয়া মধ্যস্থলটী ধারণ করিবেক। ধনুকের পৃষ্ঠদেশে ৪টা অঙ্গুল ও তাহার উদরে অর্থাৎ কোলের দিগে বৃদ্ধাঙ্গুল দৃঢ় বা নিশ্চলরূপে থাকিবেক। বাম হস্তের দ্বারা এতদ্রূপ মুষ্টিবন্ধনে ধনুর্ধারণ পূর্ব্বক দক্ষিণ হস্তে শর গ্রহণ করতঃ তাহার পুঙ্খ দেশটী জ্যায় অর্থাৎ ছিলায় বসাইবেক, এবং তাহা এরূপ ভাবে ধরিবেক যে, যেন তাহা অঙ্গুলির অন্তরালে থাকে অর্থাৎ বাণের পুঙ্খ ও ধনুকের ছিলা যেন অঙ্গুলীর মধ্যে থাকিয়া দৃঢ়নিষ্পীড়িত হয়।

পশ্চাৎ তাহা কর্ণপর্য্যন্ত আকর্ষণ করিয়া লক্ষ্যের উপর মন ও দৃষ্টি রাখিয়া, সেই বাণ প্রয়োগ করিবে এবং যত্ন পূর্ব্বক আত্মরক্ষা করিবে। যখন দেখিবে যে দৃষ্টি ও মন লক্ষ্য ভিন্ন অন্য কিছুতে যায় না, তখনই জানিবে, ধন্বী কৃতহস্ত হইয়াছেন।

ধনুক, শর, শরের ফলা, জ্যা, মুষ্টি ধনুকের ছিলা বা বাণ-প্রয়োগ-প্রণালী প্রভৃতি বিবিধ শিক্ষিতব্য বা জ্ঞাতব্য বিষয়ের বর্ণনা করা হইয়াছে, এক্ষণে ধরিবার পদ্ধতি, লক্ষ্য ও শ্রমক্রিয়া প্রভৃতি কতিপয় ধানুষ্কবেদ্য বস্তুর বর্ণনা করিব।

## লক্ষ্য বা বেধ্য।

শর দ্বারা যাহা বিদ্ধ করিতে হইবে তাহাই লক্ষ্য। যাহাকে বিদ্ধ করিবার ইচ্ছা করিবে তাহাও লক্ষ্য। যুদ্ধকালে নানা প্রকার লক্ষ্য বিদ্ধ করিতে হয়। কোন বস্তু চক্রবৎ ঘুরিতেছে; তাহাকে বিদ্ধ করিতে হইবে! কেহ বায়ুবেগে দৌড়িতেছে—তাহাকেও বিদ্ধ করিতে হইবে। কোন বস্তু অত্যন্ত কঠিন—তাহারও ভেদসাধন করিতে হইবে। কোন পদার্থ অতি বৃহৎ তাহাকেও ছিন্ন ভিন্ন করিতে হইবে। কেহ লুক্কায়িত হইয়া যুদ্ধ করিতেছে অর্থাৎ বাণ পরিত্যাগ করিতেছে অথচ দেখা যাইতেছে না—এইরূপ ব্যক্তিকেও বিদ্ধ করিতে হইবে। এ সকল দুঃসাধ্য কার্য্যে সহজে সিদ্ধ হওয়া যায় না, অনেক যত্নে ও অনেক পরিশ্রমে উক্তবিধ কার্য্যে দক্ষতা লাভ করা যায়। ভবিষ্যৎ যুদ্ধে উক্তবিধ বিবিধ লক্ষ্য সমুদ্রে অবগাহন করিতে হইবে জানিয়া অগ্রে তাদৃশ সমুদ্র হইতে উত্তীর্ণ হইবার জন্য সন্তরণ শিক্ষা করা আবশ্যক। ধনুর্ব্বেদবিৎ পণ্ডিতগণই তাহার উপযুক্ত শিক্ষক। তাঁহাদের নিকট, তাঁদের কৃত গ্রন্থের নিকট লক্ষ লক্ষ লক্ষ্য-সমুদ্র-সন্তরণের প্রণালী শিক্ষা করিবে। ধনুর্ব্বেদবিৎ আচার্য্যগণের গ্রন্থে দেখা যায় যে, শিক্ষাকালে চারি প্রকার মাত্র লক্ষ্য অবলম্বন করিয়া তাহাদের বেধ শিক্ষা করিতে হয়। সেই লক্ষ্যে নৈপুণ্য লাভ করিলে সমুদায় লক্ষ্যই আয়ত্ত হইতে পারে। যথা—

"অবিচাল্যঞ্চ সূক্ষ্মঞ্চ সুকুমারমথো গুরু।
চাতুর্ব্বিধ্যঞ্চ লক্ষ্যস্য ধনুর্ব্বেদবিদো বিদুঃ॥
ভূভৃত্তেদশ্চাবিচাল্যং সূক্ষ্মং গুঞ্জাদিভেদনম্।
কুক্কুটাণ্ডোদকুম্ভানাং ভেদনং সুকুমারকম্।
রক্ষোগজাদিদেহানাং পাতনঞ্চ গুরুরুচ্যতে।
এবঞ্চ লক্ষ্যবিবৃতির্ব্বিজ্ঞেয়া নীতিমত্তরৈঃ॥" (বৈ, ধনু।

১ অবিচাল্য অর্থাৎ স্থির; যেমন পাষাণ প্রভৃতি। ২ সূক্ষ্ম; যেমন গুঞ্জা অর্থাৎ কুঁচ ও সর্ষপ প্রভৃতি। ৩ সুকুমার অর্থাৎ কোমল; যেমন ডিম্ব ও জলপূর্ণ কলস প্রভৃতি। ৪ গুরু অর্থাৎ বৃহৎ; যেমন রাক্ষসশরীর হস্তিশরীর প্রভৃতি।

প্রথমে স্থির ও স্থূল লক্ষ্য অভ্যাস করিতে হয়। ক্রমে যত অভ্যাস দৃঢ় হইবে, ততই সূক্ষ্ম ও কোমল লক্ষ্যে যাইয়া তাহাতে নিপুণ হইবার চেষ্টা করিতে হয়। দূরে একটী ডিম্ব রাখিয়া তাহাকে কর্ত্তিত করা আরও কঠিন কার্য্য। দূরে একটী জলপূর্ণ ঘট রাখিয়া তাহাকে ছিদ্র করা তদপেক্ষাও দুরূহ জানিবে। আগ্নেয় ধনুর্ব্বেদেও প্রধান কল্পে চারি প্রকার লক্ষ্যের কথা আছে। যথা—

"লক্ষ্যং স যোজয়েত্তত্ত্ পত্রিপত্রগতং দৃঢ়ম্।
ভ্রান্তং প্রচলিতঞ্চৈব স্থিরং যচ্চ ভবেদিতি॥"

ধনুর্বিদ্যার্থিগণ দূরে চতুরস্র মণ্ডল করিয়া তাহাতে পক্ষচিহ্নিত দৃঢ়, ভ্রান্ত, প্রচলিত ও স্থির, এরূপ বেধ্য স্থাপন করিবেন। এস্থলে ভ্রান্ত শব্দের অর্থ ঘূর্ণমান, আর প্রচলিত শব্দের অর্থ সরল গতিবিশিষ্ট। বৃদ্ধ শার্ঙ্গধর শিবোক্ত ধনুর্ব্বেদের উল্লেখ করিয়া প্রধানকল্পে চারি প্রকার বেধ্যের বা লক্ষ্যের উল্লেখ করিয়াছেন, পরন্তু প্রোক্ত লক্ষ্য হইতে বিভিন্নবিধ, যথা—

"লক্ষ্যং চতুর্বিধং জ্ঞেয়ং স্থিরঞ্চৈব চলন্তথা।
চলাচলং দ্বয়চলং বেধনীয়ং ক্রমেণ তু॥"

শিক্ষাকালের লক্ষ্য বা বেধ্য চারি প্রকার জানিবে। স্থির, সচল, চলাচল ও দ্বয়চল। এই চারিপ্রকার লক্ষ্য যথাক্রমে আয়ত্ত করিতে হয়। প্রথমে স্থির লক্ষ্য, স্থির লক্ষ্য আয়ত্ত হইলে পশ্চাৎ চল লক্ষ্য, তাহাতে সুপ্রসিদ্ধ হইলে চলাচল লক্ষ্য এবং সর্ব্বশেষে দ্বয়চল লক্ষ্য শিক্ষা করিবে।

"আত্মানং সুস্থিরং কৃত্বা লক্ষ্যঞ্চৈব স্থিরং বুধঃ।
বেধায় ত্রিপ্রকারস্তু স্থিরবেধঃ স উচ্যতে॥"

সম্মুখে কোন এক স্থির অর্থাৎ নিশ্চল বস্তু স্থাপন করিবে, আপনিও স্থির অর্থাৎ নিশ্চল হইয়া দাঁড়াইবে। অনন্তর ক্রমে তাহা তিন প্রকারে বিদ্ধ করিবে। (তিন প্রকার কি কি? তাহা পশ্চাৎ বলিব।) যখন সেই অচল তাদৃশ লক্ষ্য অভ্যস্ত হইয়াছে, তখনই জানিবে যে, তুমি স্থিরবেধী হইয়াছ।

"চলং যো বেধযদ্বেধ্যং আত্মনা স্থিরসংহিতঃ।
চললক্ষ্যস্তু তৎ প্রোক্তং আচার্য্যেণ সুধীমতা॥"

স্থিরবেধিতা সিদ্ধ হইলে পশ্চাৎ অদূরে ও ক্রমে দূরে কোন এক সচল লক্ষ্য

( সরলগতি যুক্ত, কিম্বা ভ্রমিযুক্ত ) স্থাপন করিবে। পরন্তু নিজে তাহার সম্মুখে স্থির ভাবে দাঁড়াইবে। স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া আচার্য্যের উপদেশক্রমে সেই চল লক্ষ্য বিদ্ধ করিবে। এই চল লক্ষ্য যখন আয়ত্ত হইবে, তখন তুমি চলবেধী বলিয়া গণ্য হইবে।

"ধন্বী তু চলতে যত্র স্থিরলক্ষ্যে সমন্ততঃ।
চলাচলং ভবেত্তত্র অপ্রমেয়মচিন্তিতম্।

ধনুধারণ পূর্ব্বক কোন এক স্থির লক্ষ্যের চতুর্দ্দিকে পাদচারেই হউক আর অশ্বারোহণেই হউক ভ্রমণ করিবে। ভ্রমণ করিতে করিতে সেই স্থির লক্ষ্যটী বিদ্ধ করিবে। এইরূপ লক্ষ্যের নাম "চলাচল" এবং ইহা অচিন্তনীয় ব্যাপার। চল লক্ষ্য বেধ উত্তম আয়ত্ত না হইলে এই চলাচল লক্ষ্য আয়ত্ত করা যায় না।

"উভাবেব চলৌ যত্র লক্ষ্যঞ্চাপি ধনুর্ধরঃ।
তদ্বিজ্ঞেয়ং দ্বয়চলং শ্রমেণ বহু সাধ্যতে॥"

যখন দেখিবে যে, চলাচল লক্ষ্য অভ্যস্ত হইয়াছে; তখন এই দ্বয়চল লক্ষ্যে শ্রম করিবে। দ্বয়চল লক্ষ্য কি? তাহা শুন। বেধ্য বস্তুটী প্রবল বেগে ঘুরিতেছে, ধন্বীও প্রবল বেগে ঘুরিতেছেন, এমত অবস্থায় ধন্বী সেই চলমান লক্ষ্য বলদ্বারা বিদ্ধ করিবেন। ইহার নাম দ্বয়চল। এই দ্বয়চল লক্ষ্য বহুপরিশ্রমে ও বহুকাল অভ্যাসের পর আয়ত্ত হয়।

শ্রমের বা অভ্যাসের অসাধ্য কিছুই নাই। অভ্যাসযোগে না [illegible] কার্য্যই নাই। ধনুর্ব্বেদবিৎ আচার্য্য শার্ঙ্গধর বলিয়াছেন যে,—

"শ্রমেণাস্খলিতং লক্ষ্যং দূরঞ্চ বহুভেদনম্।
শ্রমেণাস্খলিতাকৃষ্টিঃ শীঘ্রসন্ধানমাপ্যতে॥
শ্রমেণ চিত্রযোধিত্বং প্রাপ্যতে শ্রমতো জয়ঃ।
তস্মাৎ গুরুসমক্ষং হি শ্রমঃ কার্য্যো বিজানতা॥"

শ্রম বা অভ্যাস করিলেই লক্ষ্য অস্খলিত হয়, দূর লক্ষ্য বিদ্ধ করা যায় এবং বহু লক্ষ্যও যুগপৎ বিদ্ধ করা যায়। অভ্যস্ত হইলেই জ্যা আকর্ষণ স্খলিত হয় না এবং তাহাতে শীঘ্র শীঘ্র বাণ যোজনা ও বাণ পরিত্যাগ করা যায়। শ্রম বা অভ্যাস দ্বারাই মনুষ্য চিত্রযোধি হয় এবং শ্রমের দ্বারাই মনুষ্য সংগ্রামে জয় লাভ করে। এজন্য, সকল বিষয়ই উত্তমরূপ জ্ঞাত হইয়া গুরুর সমক্ষে শ্রম বা শিক্ষিতব্য বিষয়ের অভ্যাস করিবে। চিত্রযুদ্ধ কিরূপ? তাহা পশ্চাৎ বলা হইবে। পরন্তু তিন প্রকার লক্ষ্যাভ্যাস কি কি? অগ্রে তাহাই বলা আবশ্যক।

প্রথমতঃ বাম হস্ত দ্বারা, পরে দক্ষিণ হস্ত দ্বারা, অনন্তর উভয় হস্তদ্বারা বাণ আকর্ষণ, যোজন ও পরিত্যাগ করা শিখিতে হয়। অথবা প্রথমতঃ দক্ষিণ হস্ত, পশ্চাৎ বামহস্ত, অনন্তর উভয় হস্ত বশীভূত করা কর্ত্তব্য। যাহার বামহস্ত দক্ষিণ হস্তের তুল্যবল ও তুল্যাভ্যাসযুক্ত হয়, সে ব্যক্তি "সব্যসাচী" আখ্যা প্রাপ্ত হয়। পরন্তু সব্যসাচী হওয়া সকলের ভাগ্যে ঘটে না। ভারতযুদ্ধের সময় একমাত্র অর্জ্জুনই সব্যসাচী ছিলেন, অন্যে নহে। সব্যসাচী না হইতে পারিলেও হইবার চেষ্টা করা আবশ্যক। আচার্য্য শার্ঙ্গধরও এইরূপ বলিয়াছেন। যথা ;—

"প্রথমং বামহস্তেন যঃ শ্রমং কুরুতে নরঃ।
তস্য চাপক্রিয়া সিদ্ধিরবিবাদেন জায়তে॥
বামহস্তে তু সংসিদ্ধে পশ্চাদ্দক্ষিণমারভেৎ।
উভাভ্যাঞ্চ শ্রমং কুর্য্যাৎ নারাচৈশ্চ শরৈস্তথা॥"
বামেনৈব শ্রমং কুর্য্যাৎ সুসিদ্ধে দক্ষিণে করে।
বিশেষেণাসমেনৈব তথা ব্যয়ে চ কৈশিকে।
সব্যেনাপি করেণৈব সচিতুং ক্ষমতে যতঃ।
সব্যসাচীতি বিজ্ঞেয়ো ধনুর্ব্বেদবিশারদৈঃ॥"

যে ব্যক্তি প্রথমে বামহস্তে শরনিক্ষেপ করিতে অভ্যাস করে, শীঘ্রই তাহার ধনুর্যুদ্ধ সিদ্ধ বা আয়ত্ত হয়। বামহস্ত উত্তমরূপ আয়ত্ত হইলে পর দক্ষিণ হস্তে শর নিক্ষেপ করা আরব্ধ করিবে। অনন্তর উভয় হস্তের দ্বারা নারাচ ও শর নিক্ষেপ বিষয়ে শ্রম করিবে। দক্ষিণ হস্ত উত্তমরূপ বশীভূত হইলে, পুনর্ব্বার বামহস্তের দ্বারা পরিশ্রম করিবে। বিশেষতঃ কৈশিক নামক আকর্ষণ ক্রিয়াটী সম বিষম উভয় প্রকারেই অভ্যস্ত করিবে। যিনি বামহস্তকে দক্ষিণহস্তের সমান করিতে পারেন, দক্ষিণহস্তের ন্যায় বামহস্তেও নারাচাদি বাণ নিক্ষেপ করিতে পারেন, ধনুর্ব্বিদ্যানিপুণ যোদ্ধৃগণ তাঁহাকে সব্যসাচী বলিয়া জানেন।

## লক্ষ্যস্থাপন বিধি।

শিক্ষাকালে যেরূপ বিধানে লক্ষ্য বা বেধ্য স্থাপন পূর্ব্বক তাহার বেধশিক্ষা করা উচিত—তাহাও এস্থলে বক্তব্য। তৎসম্বন্ধে এইরূপ বিধান দৃষ্ট হয়।

"উদিতে ভাস্করে লক্ষ্যং পশ্চিমায়াং নিবেশয়েৎ।
অপরাহ্ণে তু কর্ত্তব্যং লক্ষ্যং পূর্ব্বদিগাশ্রিতম্॥

উত্তরেণ সদাকার্য্য-মবশ্যমবরোধকম্।
সংগ্রামেণ বিনা লক্ষ্যং ন কার্য্যং দক্ষিণামুখম্॥"

(বৃ, শা।

যে দিন প্রাতঃকালে শরাভ্যাস করিবে—সে দিন পশ্চিম দিকে লক্ষ্য স্থাপন করিবে এবং যে দিন অপরাহ্নে শরাভ্যাস করিবে,—সে দিন পূর্ব্ব দিকে লক্ষ্য স্থাপন করিবে, পরন্তু উত্তরদিকটী উভয় সাধারণ; অর্থাৎ কি প্রাতঃকাল কি বিকাল উভয়কালেই উত্তরদিকে লক্ষ্যস্থাপন করা যায়। অপিচ, সংগ্রামকাল ব্যতীত অন্য সময়ে দক্ষিণ-দিক্‌স্থিত লক্ষ্যে শর নিপাতন অবৈধ।

আপনার স্থিতি-স্থান হইতে কতদূরে লক্ষ্য স্থাপন করা উচিত তাহাও বিবেচ্য। তৎসম্বন্ধে শার্ঙ্গধর যাহা বলিয়াছেন, তাহা এই—

"ষষ্টিধন্বন্তরে লক্ষ্যং জ্যেষ্ঠং লক্ষ্যং প্রকীর্ত্তিতম্।
চত্বারিংশন্মধ্যমঞ্চ বিংশতিশ্চ কনিষ্ঠকম্॥"

৪ হাত পরিমাণকে ধনু বলে,* সুতরাং ৬০ ধনুতে ২৪০ হাত। এই ২৪০ হাত দূরে স্থাপন করিয়া বিদ্ধ করাই শ্রেষ্ঠ। ৪০ ধনু অর্থাৎ ১৬০ হাত দূরে রাখিয়া বিদ্ধ করা মধ্যম। আর ২০ ধনু অর্থাৎ ৮০ হাত দূরে রাখিয়া বিদ্ধ করা অধম। শরবেধ্য লক্ষ্য সম্বন্ধেই এই দূরত্ব নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে কিন্তু নারাচবেধ্য লক্ষ্য সম্বন্ধে কিছু প্রভেদ আছে। যথা—

"শরাণাং কথিতং হ্যেতৎ নারাচানামথোচ্যতে।
চত্বারিংশত্তথা ত্রিংশৎ ষোড়শৈব ভবেত্ততঃ॥"

শর সম্বন্ধে উক্ত দূরত্ব বলা হইল, এক্ষণে নারাচ সম্বন্ধীয় দূরত্বের কথা বলা যাইতেছে। যে বাণ সর্ব্বলৌহ—তাহা নারাচ নামে খ্যাত। সেই নারচ সমধিক ভার বলিয়া তাহার শরের ন্যায় দূরগতি হইবার সম্ভাবনা নাই। সুতরাং তাহার গতি-পরিমাণ অনুসারেই তদ্বেধ্য লক্ষ্যের দূরগত উত্তমাধম মধ্যম ভাব ব্যবস্থিত হয়। নারাচ দ্বারা লক্ষ্য ভেদ শিক্ষা কালে ৪০ ধনু অর্থাৎ ১৬০ হাত অন্তরে লক্ষ্য স্থাপন করাই উত্তম, ৩০ ধনু বা ১২০ হাত দূরে স্থাপন করা মধ্যম এবং ১৬ ধনু বা ৬৪ হাত দূরে স্থাপন করা অধম।

২৪০ হাত দূরে লক্ষ্য রাখিয়া তাহা বিদ্ধ করিতে শিখিবে এই বিধির দ্বারা

---

* "চতুর্ব্বিংশাঙ্গুলো হস্ত-স্তচ্চতুষ্কং ধনুঃ স্মৃতম্।" ইতি জ্যোতিষম্।

পূর্ব্বকালের লোকের শারীর বল ও তাঁহাদের বাণের বেগ কত অধিক ছিল একথা পাঠক মাত্রেরই ভাবিয়া দেখা উচিত। সেই সকল বীরপুরুষের হস্তনিক্ষিপ্ত তীর ২৪০ হস্ত দূরে গিয়াও সবেগ থাকিত—এ বড় সাধারণ কথা নহে। অন্য এক স্থানে লিখিত আছে "নাল্পমাত্রগতিস্তু সঃ।" তীর ৪০০ শত হাত পর্য্যন্ত যায়। যে ৪০০ হাত যায়—সে যে ২৪০ হাত স্থানে অবস্থিত লক্ষ্য বিদ্ধ করিয়া পর পারে যাইবে—তাহা আর বিচিত্র কি? এক্ষণে সামান্য বন্দুকের গুলি বোধ হয় ৪০০ হাত যায় না, কিন্তু তাঁহাদের বাহুবল প্রেরিত বাণ ৪০০ হাত যাইত, ইহা মনে করিলেও হৃৎকম্প উপস্থিত হয়। কতক্ষণ পর্য্যন্ত লক্ষ্যবেধে পরিশ্রম করিতে হইবে তাহাও বিধিবদ্ধ হইয়াছে। যথা—

"চতুঃশতৈশ্চ ক্লান্তানাং যো হি লক্ষ্যং বিসর্জ্জয়েৎ।
সূর্য্যোদয়ে চাংশুময়ে স জ্যেষ্ঠো ধন্বিনাং ভবেৎ।
ত্রিশতৈর্ম্মধ্যমো বাণৈ র্দ্বিশতাভ্যাং কনিষ্ঠকঃ।"

পূর্ব্বাহ্নে ও অপরাহ্নে যে ৪০০ শত বার বিদ্ধ করিয়া লক্ষ্য পরিত্যাগ করে, অর্থাৎ শ্রমক্রিয়া হইতে বিরত হয়, সে উত্তম ধনুর্ধারী হয়। ৩০০ বাণ ত্যাগের পর ক্লান্ত হইলে সে মধ্যম এবং ২০০ বাণ ত্যাগ করিয়া নিবৃত্ত হইলে সে অধম। ফল, "তাবদেব শ্রমঃ কুর্য্যাৎ যাবন্নায়াসসম্ভবঃ"। ততক্ষণ পর্য্যন্ত শ্রম করিবে—যতক্ষণ শরীরে ও মনে ক্লান্তি না জন্মে।

## লক্ষ্যের পরিমাণ।

শিক্ষাকালে যে পরিমাণ উচ্চে লক্ষ্য বিন্যস্ত করিতে হইবে—তাহার এবং তাহার অবান্তর বিধান এইরূপ—

"লক্ষ্যঞ্চ পুরুষোন্মানং কুর্য্যাচ্চন্দ্রকসংযুতম্"

(বৃ, শা।

পুরুষ-প্রমাণ অর্থাৎ ৩॥০ হাত উচ্চ কাষ্ঠ-নির্ম্মিত অথবা লৌহনির্ম্মিত দণ্ডের মস্তকে চন্দ্রক অর্থাৎ চন্দ্রবৎ গোলাকার কাষ্ঠফলক যোজিত করিবে, তদগ্রে কিংবা তন্মধ্যে বেধ্য বস্তুটী স্থাপন পূর্ব্বক দূর হইতে তাহা বিদ্ধ করিতে শিখিবে। অথবা সেই চন্দ্রকযুক্ত পুরুষোন্মান লক্ষ্যের ঊর্দ্ধ, নাভি ও পাদদেশ বিদ্ধ করিতে থাকিবে।

'ঊর্দ্ধবেধো ভবেচ্ছ্রেষ্ঠো নাভিবেধো চ মধ্যমঃ।
যঃ পাদবেধো লক্ষস্য স কনিষ্ঠঃ স্মৃতো বুধৈঃ॥"

(বৃ, শা।

তন্মধ্যে উর্দ্ধবেধী শ্রেষ্ঠ, নাভিবেধী মধ্যম এবং যিনি লক্ষ্যের পাদবেধী তিনি কনিষ্ঠ ইহা জানিতে হইবে।

## চিত্রবেধিতা।

যুদ্ধকালে কখন কিরূপ লক্ষ্য বিদ্ধ করা হইবে তাহা পূর্ব্বে জানা যায় না। এ নিমিত্ত শিক্ষা কালে নানাপ্রকার চিত্রলক্ষ্য প্রস্তুত করিয়া তাহাতে চিত্রবেধিতা শিক্ষা করিতে হয়। পরন্তু চিত্রবেধিতায় সিদ্ধ হওয়া সমধিক কষ্টসাধ্য ও নানা-প্রকার উপায়সাধ্য। সেই সকল বহু উপায়ের মধ্যে শার্ঙ্গধরপ্রোক্ত ও অগ্নি-পুরাণধৃত কতিপয় উপায়ের উল্লেখ করা হইল। যথা—

"বাণভঙ্গং কৃতাবর্ত্তং কষ্টচ্ছেদনমেব চ।
বিন্দুকং গোলকযুগং যোবেত্তি স যুগী ভবেৎ॥"

বাণ ভঙ্গ, কৃতাবর্ত্ত, কষ্টভেদন, বিন্দুক ও গোলকযুগ,—ইহা যে জানে সে যুগী হয়। বাণ ভঙ্গ কি? তাহা শুনুন।

"লক্ষ্যস্থানে ধৃতং কাণ্ডং সম্মুখং ছেদয়েত্ততঃ।
কিঞ্চিন্মুষ্টিং বিধায় স্বাং তির্য্যক্ দ্বিফলকেষুণা॥
সম্মুখং বা সমায়াতি তির্য্যক্‌বাণেন সঞ্চরেৎ।
শরং শরেণ যশ্ছিন্দ্যাৎ বাণছেদো স জায়তে॥"

ধনুকে যেরূপ ভাবে বাণ যোজিত হয়, সেইরূপ করিয়া পূর্ব্বোক্ত চন্দ্রকযুক্ত লক্ষ্যদণ্ডের মস্তকে বাণ স্থাপন করিবে। বাণের ফলাটী যেন সম্মুখ হইয়া থাকে। অনন্তর আপনার মুষ্টি অত্যল্প পার্শ্ব বক্র করিয়া দ্বিফলক বাণ দ্বারা তাহা ছেদন করিবে। ধনুর্মুষ্টি ও গুণমুষ্টি যদি ঠিক সোজা থাকে, কিঞ্চিৎ বক্র না হয়, তাহা হইলে উল্লিখিত বাণ ছিন্ন হইবে না। হয় মুখোমুখি ঠেকিয়া বাণটী ব্যর্থ হইবে, না হয় ঠেকিবা মাত্র বাঁকিয়া যাইবে।

## অন্য প্রকার।

লক্ষ্য দণ্ডের মধ্য হইতে দ্বিতীয় ব্যক্তি বাণ পরিত্যাগ করিলে বাণ যখন সম্মুখে আসিতে থাকিবে তখন আপনি তির্য্যক্ হইয়া ও আপনার বাণটী তির্য্যক্ করিয়া তদ্দ্বারা তাহা ছিন্ন করিবে।

প্রকারান্তর।—এক ব্যক্তি সম্মুখবর্ত্তী হইয়া বাণ ত্যাগ করিবে—অন্য ব্যক্তি তাহা বাণ দ্বারা কাটিয়া ফেলিবে। যিনি ক্রমে এই তিন প্রকার ক্রিয়া অভ্যস্ত

করিতে পারেন, তিনি বাণচ্ছেদী হন। কৃতাবর্ত্ত নামক চিত্রলক্ষ্য অনেক প্রকার বটে ; কিন্তু তন্মধ্যে বরাটিকাবর্ত্ত নামক প্রক্রিয়াটীর লক্ষণ বলা যাইতেছে।

"কাষ্ঠং সকেশং সংযম্য তত্র বদ্ধা বরাটিকাম্।
হস্তেন ভ্রাম্যমাণাঞ্চ যো হন্তি স ধনুর্দ্ধরঃ॥"

এক খণ্ড কাষ্ঠের অগ্রভাগে কেশবন্ধন পূর্ব্বক তদগ্রে একটী বরাটী অর্থাৎ একটা কড়ী বাঁধিয়া তাহাকে ঘূর্ণিত করিতে থাকিবে। যিনি সেই ঘূর্ণমান কড়িটী বিদ্ধ করিতে পারেন তিনিও উত্তম ধনুর্ধর।

## অন্যপ্রকার।

"লক্ষ্যস্থানে ন্যসেৎ কাষ্ঠং সান্দ্রং গোপুচ্ছসন্নিভম্।
যশ্ছিন্দ্যাৎ তৎ ক্ষুরপ্রেণ কাষ্ঠচ্ছেদী স জায়তে॥"

লক্ষ্যবিন্যাস স্থানে এক খণ্ড গোপুচ্ছাকৃতি আর্দ্রকাষ্ঠ রাখিবেক। অনন্তর তাহা দূর হইতে ক্ষুরপ্র নামক বাণের দ্বারা ছেদন করিতে শিখিবেক। উক্তবিধ কাষ্ঠ ছেদন করিতে করিতে ক্রমে কাষ্ঠচ্ছেদী হওয়া যায়। যুদ্ধকালে রথাদির ধ্বজদণ্ডাদি ছেদন করা আবশ্যক হয়, তজ্জন্য এতদ্রূপ অভ্যাস করা শ্রেয়স্কর জানিবে।

## অন্যপ্রকার চিত্রবেধিত্ব।

"লক্ষ্যে বিন্দুং ন্যসেৎ শুভ্রং শুভ্রবন্ধুকপুষ্পবৎ।
হন্তি তং বিন্দুকং যস্তু চিত্রবেধী স জায়তে॥"

লক্ষ্যস্থানে বা লক্ষ্যের গাত্রে শ্বেত বাঁধুলী ফুলের ন্যায় একটী শ্বেতবর্ণ কাষ্ঠ নির্ম্মিত বিন্দু প্রোথিত করিবেক। অনন্তর সেই বিন্দুটী বিদ্ধ করিতে শিখিবেক। যে ব্যক্তি তাদৃশ বিন্দু বেধ করিতে পারে—সেই ব্যক্তিই চিত্রবেধী হয়।

## অন্য প্রকার।

কাষ্ঠগোলযুগং ক্ষিপ্রং দূরমূর্দ্ধং পুরঃ স্থিতৈঃ।
অসম্প্রাপ্তং শর' স্পৃশ্যেৎ তৎ গোপুচ্ছমুখেন হি॥
যো হন্তি শরযুগ্মেন শীঘ্রসন্ধানযোগতঃ।
সঃ স্যাৎ ধনুর্ভৃতাং শ্রেষ্ঠঃ পূজিতঃ সর্ব্বপার্থিবৈঃ॥

দূরে ও সম্মুখে থাকিয়া এক জন কাষ্ঠনির্ম্মিত দুইটী গোলা প্রক্ষিপ্ত করিবেক। ধনুর্দ্ধর সেই দুই গোলা নিকটে না আসিতে আসিতে গোপুচ্ছাকৃতি বাণ দ্বারা স্পর্শ

করিবেন অথবা শীঘ্র সন্ধানপূর্ব্বক পৃথক দুই বাণে পৃথক পৃথক দুইটী গোলককে বিদ্ধ করিবেন। এতদ্রূপ গোলকাভ্যাস করিতে পারিলে ধনুর্দ্ধারীদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হওয়া যায়। এই ধনুর্দ্ধর সকল রাজার পূজ্য।

"রথস্থেন গজস্থেন হয়স্থেন চ পত্তিনা।
ধাবতা বৈ শ্রমঃ কার্য্যো লক্ষ্যং হন্তুং সুনিশ্চিতম্॥"

উক্ত প্রকারের শ্রমক্রিয়া অর্থাৎ বাণাভ্যাসাদি কেবল দণ্ডায়মান হইয়া শিখিবে না। কখন রথস্থ হইয়া, কখন গজারোহী হইয়া, কখন অশ্বারোহী হইয়া, কখন বা পদাতি হইয়া অভ্যাস করিবেন। কখন স্থির বা অচল থাকিয়া, কখন বা ধাবমান হইয়া, লিখিত প্রকারের বাণাভ্যাস বা শ্রম ক্রিয়া করিবেন। তাহার কারণ এই যে, যুদ্ধকালে সকল প্রকারই আবশ্যক হইতে পারে; সুতরাং সর্ব্ব বিষয়ে নিপুণ হওয়াই ভাল।

## শব্দবেধিতা।

রাজা দশরথ শব্দভেদী বাণের দ্বারা গজভ্রমে অন্ধ মুনির পুত্র সিন্ধু নামক শিশুকে বিনাশ করিয়াছিলেন। রাবণপুত্র মেঘনাদ মেঘের অন্তরালে থাকিয়া বাণ বর্ষণ আরম্ভ করিলে, লক্ষ্মণ তাহাকে শব্দভেদী বাণের দ্বারা তাড়না করিয়াছিলেন। রামায়ণ পাঠকালে আমরা যখন এই সকল কথা পাইতাম, তখন মনে করিতাম যে শব্দভেদী বাণ না জানি কত দুর্জ্ঞেয় ও কত আশ্চর্য্য। অথবা উহা অমানব কার্য্য; কিন্তু আজ আমরা ধনুর্ব্বেদ অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়া দেখিলাম, উহা অমানব কার্য্য নহে। উহা কেবল অভ্যাসের প্রভাবেই সম্পাদিত হয়। তবে কিনা ইহা অন্যান্য শিক্ষা অপেক্ষা কিছু অধিক কঠিন। বৃদ্ধ শার্ঙ্গধর-কৃত ধনুর্ব্বেদ-সংগ্রহ মধ্যে ইহার একটী সুগম উপদেশ আছে। শব্দভেদী বাণ কোন স্বতন্ত্র পদার্থ নহে। সকল বাণই শব্দভেদী হইতে পারে। শিক্ষার কৌশল ও অভ্যাসের প্রভাব একত্র হইলেই প্রত্যেক বাণকে শব্দভেদী করা যায়। শব্দবেধের শিক্ষা কি রূপ? তাহা মনোযোগ পূর্ব্বক শ্রবণ করুন।

"লক্ষ্যস্থানে ন্যসেৎ কাংসপাত্রং হস্তদ্বয়ান্তরে।
তাড়য়েচ্ছর্করাভিস্তৎ শব্দঃ সঞ্জায়তে ততঃ॥
যত্রৈবোৎপদ্যতে শব্দঃ সম্যক্ তত্র বিচিন্তয়েৎ।
কর্ণেন্দ্রিয়মনোযোগাৎ লক্ষ্যং নিশ্চয়তাং নয়েৎ॥

পুনঃ শর্করয়া তচ্চ তাড়য়েচ্ছব্দহেতবে।
পুনর্নিশ্চয়তা নেয়া শব্দস্থানানুসারতঃ॥"
"ততঃ কিঞ্চিৎ কৃতং নিত্যং দূরে নিত্যং বিধানতঃ
লক্ষ্যং সমভ্যসেৎ যাতে শব্দবেধনহেতবে॥
ততো বাণেন হন্যাৎ তৎ অবধানেন তীক্ষ্ণধীঃ।
এতচ্চ দুষ্করং কর্ম্মাভ্যাসাৎ কস্যাপি সিধ্যতি॥"

যে স্থানে লক্ষ্য স্থাপিত আছে, তাহার দুই হাত দূরে একটী কাংস্যপাত্র স্থাপন কর। দ্বিতীয় ব্যক্তি তথায় থাকিয়া সেই কাংস্যপাত্রের গাত্রে শর্করা অর্থাৎ কাঁকরের আঘাত করুক। আঘাত করিবা মাত্র শব্দ উৎপন্ন হইবেক। যে স্থানে শব্দ উৎপন্ন হইল তুমি কেবল সেই শব্দোৎপত্তির স্থানটীতে মনোনিবেশ করিবে। অতঃপর তুমি সেই স্থাপিত লক্ষ্যকে না দেখিয়া কেবলমাত্র কর্ণেন্দ্রিয়ের সহিত মনের ঐক্য বিধান করত লক্ষ্যকে অর্থাৎ বেধ্য বস্তুকে নিশ্চয় করিবে। দ্বিতীয় ব্যক্তি পুনর্ব্বার সেই কাংস্য পাত্রে শর্করাঘাত করুক। পুনর্ব্বার শব্দ হউক। তুমিও স্থাপিত লক্ষ্য না দেখিয়া সেই উত্থিত শব্দের স্থান অনুসারে লক্ষ্য নিশ্চয় কর। ক্রমে যখন দুই হাত অন্তরের লক্ষ্য স্থির ও দৃঢ়াভ্যস্ত হইয়া আসিবে, তখন তাহাকে তদপেক্ষা কিঞ্চিৎ অধিক দূরে স্থাপিত কর। ধনুর্ব্বেদ শাস্ত্রের বিধি অনুসারে এইরূপে নিত্য নিত্য অভ্যাস কর এবং নিত্য নিত্য শব্দকারক কাংস্য পাত্রকে দূরে দূরে স্থাপিত কর। শব্দবেধ শিক্ষার নিমিত্ত নিত্য নিত্য উক্ত প্রকারের ঘাত শিক্ষা কর। ক্রমে সেই শব্দানুমেয় লক্ষ্যের প্রতি বাণ প্রয়োগ করিতে থাক। তাহা হইলে ক্রমেই তোমার শব্দবেধিতা আয়ত্ত হইবে। তখন তুমি অদৃষ্ট লক্ষ্যকে অনায়াসে শব্দের দ্বারা অনুমান করিয়া বিদ্ধ করিতে পারিবে। পরন্তু এই কার্য্যটী সহজে আয়ত্ত হইবার নহে। এই দুঃসাধ্য শিক্ষাটী সকলের ভাগ্যে আয়ত্ত হয় না, কোন কোন ভাগ্যবানের আয়ত্ত হয়।

মহাভারতপাঠে জানা যায়, কুরুবালকেরা মহামতি দ্রোণের নিকট অস্ত্র শিক্ষা করিতেন। তাঁহার শিষ্যবৃন্দের মধ্যে অর্জ্জুন সমধিক বুদ্ধিশালী, কৃতাস্ত্র, ক্ষিপ্রকারী ও পরিশ্রমী ছিলেন। তজ্জন্য গুরু তাঁহার প্রতি অতীব সন্তুষ্ট ছিলেন বটে; কিন্তু অশ্বত্থামাকে তিনি পুত্রস্নেহবিধায় অর্জ্জুন অপেক্ষাও ভাল বাসিতেন। সেই জন্যই তিনি কখন কখন অশ্বত্থামাকে গোপনে ও কৌশলে কোন অস্ত্র অন্যের অজ্ঞাতে প্রদান করিতেন। অর্জ্জুনকে সমধিক প্রতিভাশালী দেখিয়া তাঁহার মনে মনে শঙ্কা হইত যে, অর্জ্জুন সূচ্যগ্রে আমার গোপনশিক্ষা জানিতে

পারিলেই বুঝিয়া লইবে। একদিন তিনি পাচক ব্রাহ্মণকে আহ্বান করিয়া বলিয়া দিলেন, "দেখ, অর্জ্জুনকে তুমি কখনও অনালোক স্থানে অন্ন প্রদান করিও না।" পাচক আজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া সর্ব্বদা সাবধানে অন্ন পরিবেশন করে। একদিন অর্জ্জুন আহার করিতেছেন, এমন সময় প্রবল বায়ু উত্থিত হইয়া, তত্রস্থ দীপ নির্ব্বাপিত করিল। অর্জ্জুন দীপ প্রজ্বালনের অথবা দীপান্তর আনয়নের প্রতীক্ষা না করিয়াই আহার করিতে লাগিলেন। অন্ধকারে আহার করিতেছেন, আর ভাবিতেছেন, একি? আমার হস্ত যে ঠিক্ মুখেই যাইতেছে? এবং প্রত্যেক ব্যঞ্জনাদি দ্রব্যের দিকেও যাইতেছ? ইহার কারণ বোধ হয় অভ্যাস। অভ্যাস হইলে, বোধ হয় তখন আর দেখিবার আবশ্যক হয় না। অদৃষ্ট লক্ষ্যকেও বিদ্ধ করা যায়। ইহা ভাবিয়া তিনি সমধিক আনন্দিত হইলেন এবং তদবধি প্রতিদিন রাত্রে উঠিয়া নিশীথ কালের অন্ধকারে লক্ষ্যাভ্যাস করিতে লাগিলেন এবং ক্রমে তিনি অন্ধকারে লক্ষ্য ভেদ করিতে শিখিয়াছিলেন। অর্জ্জুনের অন্ধকারে লক্ষ্য ভেদ শিক্ষা আর শব্দভেদ শিক্ষা প্রায় তুল্য কার্য্যকারী জানিবে এবং অভ্যাসের দ্বারা না হয় এমন কার্য্যই নাই, ইহাও জানিতে হইবে।

---

# অসি।

এই অস্ত্রটী সর্ব্বদেশ-সাধারণ এবং ইহার প্রচার ও ব্যবহার অদ্যাপি সমভাবে বর্ত্তমান আছে। প্রাচীন জনশ্রুতি ও ধনুর্ব্বেদের লিপি পর্য্যালোচনা করিলে বোধ হয় যে, পূর্ব্বকালে যেরূপ তীক্ষ্ণধার অসি উৎপন্ন হইত—এখন আর সেরূপ শক্তিসম্পন্ন তীক্ষ্ণ অসি কোন শিল্পীই প্রস্তুত করিতে পারেন না। শুনা গিয়াছে এবং ধনুর্ব্বেদেও লিখিত আছে যে, অসির আঘাতে প্রস্তর-স্তম্ভও কর্ত্তিত হয়। পাথরে আঘাত করিলেও ধার থাকে, ভাঙ্গিয়া যায় না, এরূপ অসি আর এখন নাই। কেন নাই? তাহা জানি না। এক্ষণকার অসি যেরূপ হয় হউক, পরন্তু পূর্ব্বকালে কত প্রকার অসি ছিল, কিরূপ লোহায় কোন্ প্রদেশে প্রস্তুত হইত, কিরূপ পায়ন অর্থাৎ পা'ন দিয়া তাহার ধার বাঁধা হইত এবং কিরূপ কৌশলেই বা তাহা ব্যবহৃত হইত; অদ্য আমরা এই সকল বৃত্তান্ত বিবিধ সংস্কৃত গ্রন্থ হইতে সঙ্কলিত করিয়া পাঠকগণের অক্ষিসমক্ষে অর্পণ করিব। যদিও এইরূপ প্রস্তাবে কিছু শিক্ষিতব্য থাকে না—তথাপি ইহার দ্বারা কুতূহল বৃদ্ধি ও পূর্ব্বপুরুষদিগের মহিমা অনুভূত হইতে পারে; তৎপক্ষে কোন সন্দেহ নাই।

এই অস্ত্র অতি পুরাতন। অতি পূর্ব্বকালে ইহার আটটী মাত্র নাম ছিল। যথা—অসি, বিশসন, খড়্গ, তীক্ষ্ণবর্ম্মা, দুরাসদ, শ্রীগর্ভ, বিজয় ও ধর্ম্মপাল বা ধর্ম্মমাল। অনন্তর ইহার আরও কয়েকটী নাম বৃদ্ধি হইয়াছিল। যথা—নিস্ত্রিংশ, চন্দ্রহাস, রিষ্টী, কৌক্ষেয়ক, মণ্ডলাগ্র, করপাল, করবাল, তরবার ও তরবারি। ছোট বড় ও গঠনের তারতম্য অনুসারে ইহার আরও দুই চারিটী নাম আছে। সে সকল ক্রমে ব্যক্ত হইবে।

ধনুর্ব্বেদ শাস্ত্রে অসি সম্বন্ধে বিবিধ পরীক্ষা লিখিত আছে। তাহা হইতে প্রথমে আমরা লৌহ পরীক্ষাটী বিবৃত করিব। 'অগ্রে লৌহ পরীক্ষা, পশ্চাৎ তাহার দোষ গুণের পরীক্ষা করাই উচিত।

অসির উপযুক্ত লৌহ প্রথমতঃ দ্বিবিধ। নিরঙ্গ ও সাঙ্গ। প্রথমোক্ত নিরঙ্গ লৌহ আবার অনেকবিধ। সেই সকল ভিন্ন ভিন্ন লক্ষণাক্রান্ত লৌহকে কাঞ্চী-প্রভৃতি নাম দ্বারা ব্যক্ত করা হয়। সেই সকল লৌহই অসি নির্ম্মাণের উপযুক্ত এবং বিবিধ ব্যাধির বিনাশক। যথা—

"লৌহানাং লক্ষণং বক্ষ্যে যথোক্তং মুনিপুঙ্গবৈঃ।
নিরঙ্গসাঙ্গভেদেন তে লৌহা বিবিধা মতাঃ॥
নিরঙ্গাঃ কাঞ্চিগাণ্ড্যাদিভেদাৎ বহুবিধা মতাঃ।
অসিকর্ম্মসু তে শস্তা নানাব্যাধিবিনাশনাঃ॥"

বীরচিন্তামণি।

খড়্গ ও অন্যান্য অস্ত্র শস্ত্র প্রায়শঃই সাঙ্গ লৌহের দ্বারা নির্ম্মিত হয়, এজন্য সেই সাঙ্গ লৌহের ভিন্ন ভিন্ন নাম ও চিহ্ন সকল ব্যক্ত করাই কর্ত্তব্য। বীর-চিন্তামণি ও শার্ঙ্গধর পদ্ধতি নামক গ্রন্থে এতদনুরূপ একটা বচন আছে, তাহা এই—

"বক্ষ্যন্তে প্রায়শো যস্মাৎ সাঙ্গাঃ খড়্গাদি কর্ম্মসু।
নামভেদেন চিহ্নানি লৌহানামভিদধ্মহে॥"

খড়্গাদি অস্ত্রশস্ত্রের উপাদান প্রধান প্রধান সাঙ্গ লৌহের নাম দশটী। যথা—রোহিণী, নীলপিণ্ড, ময়ূরগ্রৈবক, ময়ূরবজ্র, তিত্তিরাঙ্গ, সুবর্ণবজ্র, শৈবল-মালান, মৌষলবজ্র, কঙ্গোলবজ্র বা স্বর্ণক ও গ্রন্থিবজ্র। এতদ্ভিন্ন আরও কয়েক প্রকার লৌহ আছে, তাহা সামান্য বলিয়া উপেক্ষিত হইয়াছে। এ সকলের লক্ষণ বা চিহ্ন উক্ত গ্রন্থে অতি বিস্পষ্টরূপে লিখিত হইয়াছে। যথা—

## রোহিণী।

"ক্ষুদ্রাঙ্গং সুদৃঢ়ং যস্য নীলমীষৎ প্রতীয়তে।
রোহিণীং তাং বিজানীয়াৎ তৎক্ষতে বহুবেদনা॥"

যাহার অবয়ব ক্ষুদ্র (ক্ষুদ্র কাঁকরের ন্যায় আকার বিশিষ্ট) অথচ অত্যন্ত কঠিন, এরূপ লৌহে যদি অল্প নীলবর্ণ দৃষ্ট হয়, তবে তাহাকে রোহিণী বলিয়া জানিবে। এই রোহিণী লৌহের দ্বারা ক্ষত হইলে ক্ষত স্থানে অত্যন্ত বেদনা জন্মে।

## নীলপিণ্ড।

"নীলপিণ্ডসমাঙ্গঞ্চ নীলপিণ্ডং বিদুর্বুধাঃ॥"

যাহা নীলপিণ্ড অর্থাৎ নীল বড়ীর ন্যায় তাহা নীলপিণ্ড বলিয়া জানিবে।

## ময়ূরগ্রৈবক।

"ময়ূরকণ্ঠসংস্থানমঙ্গং যস্য প্রতীয়তে।
ময়ূরগ্রৈবকং লৌহং তং বিদুর্মুনিপুঙ্গবাঃ॥"

যাহার অবয়ব ময়ূরের কণ্ঠ তুল্য—তাদৃশ লৌহকে মুনিগণ ময়ূরগ্রৈবক বলিয়া জানেন।

## ময়ূরবজ্রক।

"নাগকেশরপুষ্পাভমঙ্গং যস্য প্রতীয়তে।
ময়ূরবজ্রকং প্রাহুর্লৌহশাস্ত্রবিদো জনাঃ॥"

যাহার অঙ্গে নাগকেশর ফুলের আভা দৃষ্ট হয়—লৌহতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা তাহাকে ময়ূরবজ্র নামে উল্লেখ করিয়া থাকেন।

## তিত্তিরাঙ্গ।

"তস্মিং স্তিত্তিরপক্ষাভমঙ্গং লৌহে প্রতীয়তে।
দুর্লভং তন্মহামূল্যং তিত্তিরাঙ্গং সুপাকজম্॥"

যে লৌহের অঙ্গ তিত্তিরপক্ষীর পক্ষের ন্যায় দৃষ্ট হয়—সেই লৌহই তিত্তিরাঙ্গ নামে বিখ্যাত। এই তিত্তিরাঙ্গ লৌহ অতি দুর্লভ ও অতি মূল্যবান্ এবং ইহা অতি সুপাকজাত অর্থাৎ সুধাতু লৌহ। এই সুধাতু লৌহের দ্বারা যে কোন অস্ত্র নির্ম্মিত হয়, সমস্তই উত্তম ও গুণবান্ হয়।

## সুবর্ণ বজ্রক।

সুবর্ণ সদৃশাকারা অঙ্গভূমিঃ প্রতীয়তে।
সুবর্ণবজ্রকং বিদ্যাৎ বহুমূল্যং মহাগুণম্॥''

যাহার অঙ্গে সুবর্ণাকার চিহ্ন প্রতীত হয়—সে লৌহকে সুবর্ণবজ্র বলিয়া জানিবে। এই সুবর্ণবজ্র নামক লৌহও বহুমূল্য ও গুণবান্।

## শৈবালমালান।

"অবিচ্ছিন্নং সুসূক্ষ্মাঙ্গং দূর্ব্বাভাঙ্গমপাকজম্।
যস্মিন্ শৈবলমালানমাহুস্তং মুনিপুঙ্গবাঃ॥

মুনিগণ বলিয়াছেন যে, যে লৌহে অবিচ্ছিন্ন সুসূক্ষ্ম (আঁস্) থাকে এবং তাহার আভা যদি দূর্ব্বাদলের ন্যায় হয়, তবে তাহাকে শৈবালমালান আখ্যা প্রদান করিবেক।

## মৌষলবজ্র।

শুক্লং পার্শ্বদ্বয়ং যস্য মধ্যে স্বর্ণময়াঙ্গকম্।
ধূম্রবৎ সোমসংস্থানং মৌষলং বজ্রকং বিদুঃ॥"

যাহার পার্শ্বদ্বয়ে শ্বেতাভা স্ফুরিত হয়, মধ্যে স্বর্ণরেখা দৃষ্ট হয়, সংহত করিলে সংঘাত স্থান ধূম্রবর্ণ হয়, তাদৃশ লৌহকে মৌষলবজ্রক বলিয়া জানিবে।

## কঙ্গোলবজ্র বা স্বর্ণক।

"মৃণালনীলপ্রতিমং বিবরৈরগ্রসংস্থিতৈঃ।
কঙ্কোলবজ্রকং প্রাহুঃ স্বর্ণকং লৌহচিন্তকাঃ॥"

লৌহতত্ত্ব অনুসন্ধায়ীরা বলিয়া থাকেন যে, যাহাকে ভাঙ্গিলে তদগ্রভাগে মৃণালের ন্যায় সূক্ষ্ম ছিদ্র সকল দেখা যায়—তাহাকে কঙ্গোলবজ্রক অথবা স্বর্ণক বলিয়া জানিবে।

## গ্রন্থিবজ্র।

"অঙ্গং প্রতীয়তে যত্র বহুগ্রন্থিসমন্বিতম।
দুর্ল্লভং তন্মহামৌল্যং গ্রন্থিবজ্রকমুচ্যতে॥"

যাহার সর্ব্বাঙ্গ গ্রন্থিল আর্থাৎ যাহার অনেক স্থানে গাঁইট আছে বলিয়া প্রতীতি হয়, তাহার নাম গ্রন্থিবজ্র। এই গ্রন্থিবজ্র লৌহও দুর্ল্লভ ও মহামূল্য।

এতদ্ভিন্ন নিরঙ্গ লৌহও অনেক প্রকার আছে। তাহাদের নাম ও চিহ্ন সকল লৌহার্ণব গ্রন্থে বিবৃত আছে। রোহিণী, পাণ্ড্য ও রুক্ম, এই তিন প্রকার মাত্র নিরঙ্গ লৌহ অস্ত্রের উপযুক্ত। রুক্ম বা কান্ত লৌহ নিরঙ্গমধ্যপাতী। আজ কাল ইংলিশ লৌহে এ দেশ পরিপূর্ণ হইয়াছে; তজ্জন্য আর কেহ কষ্টলভ্য ও বহুমূল্য দেশী লৌহ আহরণ করেন না। এমন কি, এ দেশীয় লোকেরা প্রায় দেশী লৌহের স্বরূপ, চিহ্ন, গুণাগুণ সমস্তই ভুলিয়া গিয়াছেন। ভারতবর্ষে লৌহের আকর আছে কি না, তাহাও কেহ জ্ঞাত নহেন বা অনুসন্ধান করেন না। করিবারও প্রয়োজন নাই। কারণ, এখন কেবল অলাবুচ্ছেদনের উপযুক্ত বঁটি নির্ম্মাণের জন্য কিঞ্চিন্মাত্র লৌহের প্রয়োজন হয়—পরন্তু তাহা অল্প মূল্যের মৃৎকল্প ইংলিশ লৌহের দ্বারাই সুসম্পন্ন হইতে পারে। পূর্ব্বে এ দেশে ইংলিশ লৌহের আগমন ছিলনা এবং মেষ, মহিষ, হয়, হস্তী, কাষ্ঠযষ্টি, লৌহযষ্টি, ও অস্থি প্রভৃতি বৃহৎ ও সারবান্ বস্তু-ছেদনের উপযুক্ত অস্ত্রশস্ত্রের প্রয়োজন ছিল। সুতরাং তদুপযুক্ত লৌহেরও প্রয়োজন হইত। প্রয়োজন বুঝিয়া কুশলী পরীক্ষক পুরুষেরাও দেশে দেশে এবং ভারতের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে গিয়া লৌহের অনুসন্ধান, সংগ্রহ ও পরীক্ষা করিতেন। এখন আর কিছুই করিতে হয় না, চারিটি পয়সা ফেলিয়া দিলেই দিব্যি এক খানি প্রস্তুত বঁটী পাওয়া যায়। ফল, এ সকল প্রসঙ্গাগত কথায় প্রয়োজন নাই, এক্ষণে প্রকৃত কথায় মনোনিবেশ করুন।

উল্লিখিত লক্ষণাক্রান্ত কোন এক লৌহের দ্বারা অসি নির্ম্মাণ করিবেক। অসি নির্ম্মাতার যদি নৈপুণ্য না থাকে, তবে উত্তম লৌহ পাইলেও তিনি উত্তম অসি প্রস্তুত করিতে সমর্থ হইবেন না। কোন্ লৌহাস্ত্র কিরূপ প্রকারে ও কতবার পোড় দিয়া পিটিতে হয়, তাহা জানা আবশ্যক; পরন্তু পায়ন অর্থাৎ পা'নের গুণেই তাহার ধার তীক্ষ্ণ ও দৃঢ় হয়। এজন্য শিল্পীকে অগ্রে অস্ত্রের পায়ন কার্য্যে বিশেষ অভিজ্ঞ হইতে হয়। পায়ন কার্য্যটী যদি উত্তম বা সুচারুরূপে সম্পন্ন হয়, তবেই অস্ত্রের উত্তমতা জন্মে, নচেৎ সমস্তই বিফল হয়। পায়ন কার্য্যের পাকটী লিপির দ্বারা শিক্ষা করা যায় না। তাহা প্রত্যক্ষ দর্শন ও স্বহস্তে তৎকার্য্য সাধন—এই দুই প্রক্রিয়ার দ্বারাই শিখা যায়, অন্য কোন প্রকারে শিক্ষা করা যায় না। তথাপি, পণ্ডিতেরা পায়নের দ্রব্য ও প্রক্রিয়া গুলি যথাসাধ্য লিখিতে ক্রটী করেন নাই। বৃহৎসংহিতাপ্রোক্ত অসির পায়ন বিধিটী এস্থলে পাঠকবর্গের সুগোচরার্থে উদ্ধৃত করিলাম।

## পায়ন অর্থাৎ পা'ন্ দিবার বিধি।

অসি প্রস্তুত হইলে তাহা পরিষ্কৃত করিয়া ধারের মুখে লবণ কি অন্য কোন ক্ষার, মৃত্তিকাদ্রবে মিশ্রিতকরণপূর্ব্বক প্রলেপ দিয়া, সেই প্রলিপ্ত ধারটী অগ্নিতে দগ্ধ করিয়া পশ্চাৎ তাহাকে জল, কি অন্যান্য দ্রবদ্রব্য পান করানকে পায়ন বলে। দগ্ধ করিয়া জলে কি অন্য কোন তরল দ্রব্যে নিক্ষেপ করিলেই তাহা পান করান হয়। অসিকে যে যে দ্রব্য পান করাইলে উত্তম হয়, মহর্ষি উশনা অর্থাৎ অসুরগুরু শুক্রাচার্য্য তাহা বলিয়া গিয়াছেন। যথা—

"ইদমৌশনসঞ্চ শস্ত্রপানং
রুধিরেণ শ্রিয়মিচ্ছতঃ প্রদীপ্তাম।
হবিষা গুণবৎ সুতাভিলিপ্সোঃ
সলিলেনাক্ষয়মিচ্ছতশ্চ বিত্তম্॥
বড়বোষ্ট্রকরেণুদুগ্ধপানং
যদি পাপেন সমোহতেঽর্থসিদ্ধিম্।
ঋষপিত্তমৃগাশ্ববস্তদুগ্ধৈঃ
করিহস্তচ্ছিদয়ে সতালগর্ভৈঃ॥
আর্কং পয়োহুড়ুবিষাণমসীসমেতং
পারাবতাখু শকৃতা চ যুতং প্রলেপঃ।
শস্ত্রস্য তৈলমথিতস্য ততোহস্য পানং
পশ্চাচ্ছিতস্য ন শিলাসু ভবেদ্বিঘাতঃ॥
ক্ষারে কদল্যা মথিতেন যুক্তে
দিনোষিতে পায়িতমায়সং যৎ।
সম্যক্ সিতং চাশ্মনি নৈতি ভঙ্গং
ন চান্যলৌহেষ্বপি তস্য কৌণ্ঠ্যম্॥"

অর্থ এই যে, যিনি শ্রীবৃদ্ধি ইচ্ছা করেন, তিনি শস্ত্রকে রুধির পান করাইবেন। অর্থাৎ শস্ত্রের ধারা দগ্ধ করিয়া রুধিরে নিক্ষেপ করিবেন। (১) আর যিনি গুণবান্ পুত্র লাভ করিতে ইচ্ছুক তিনি শস্ত্রকে ঘৃত পান দিবেন, (২) এবং যিনি অক্ষয় ধন কামনা করেন, তিনি অসিকে জলপান করাইবেন (৩)। এইরূপ প্রয়োজন সিদ্ধির নিমিত্ত অসিকে ঘোটকীর দুগ্ধ, উষ্ট্রের দুগ্ধ, হস্তিনীর দুগ্ধও পান করাইবেন। (৪।৫।৬) আর যদি হস্তীর শুণ্ড কাটিবার ইচ্ছা থাকে, তবে তিনি

অস্ত্রকে মৎস্যের পিত্ত, মৃগীর দুগ্ধ, কুক্কুরের দুগ্ধ ও ছাগীর দুগ্ধ পান করাইবেন। (৭।৮।৯।১০) (জনশ্রুতি আছে যে, মহারাণা প্রতাপসিংহের নাকি এতদ্রূপ তরবারি ছিল)। আকন্দের আটা, হুড়্ বিষাণ (?), কয়লা, পারাবত ও ইন্দুরের বিষ্ঠা একত্র ও মর্দ্দিত করিয়া তৈল মথিত শস্ত্রের ধারে প্রলেপ দিবেক। অনন্তর তাহাকে পূর্ব্বোক্ত কোন দ্রব্য পান করাইবেক। পরে তাহাকে সুশাণিত করিবেক। এইরূপ করিলে সে অস্ত্র প্রস্তরেও কুণ্ঠিত হইবে না। অর্থাৎ পাথরে চোট মারিলেও তন্মধ্যে প্রবিষ্ট হইবেক; ভঙ্গিয়া যাইবে না। (১১) অপিচ অস্ত্র কদলীক্ষারে ম্রক্ষিত করিয়া এক দিন এক রাত্রি রাখিবেক। পশ্চাৎ তাহাতে পা'ন্ দিয়া উত্তমরূপে শাণিত করিবেক। এইরূপ করিলেও সে অস্ত্র প্রস্তরে ভাঙ্গিবে না এবং অন্য লোহেও কুণ্ঠিত হইবে না। (১২)

এইরূপ আরও কয়েক প্রকার পায়ন বিধি আছে, পরন্তু সে সকল তীরের ফলার জন্য বিহিত। বিষ কিংবা বিষবৎ দ্রব্য পান করাইলে অস্ত্র অতি ভীষণ ক্ষমতা ধারণ করে। বিষপায়িত অস্ত্রের দ্বারা অত্যল্প রক্তপাত ঘটনা হইলেই তাহা প্রাণসংহারক হইয়া উঠে।

অস্ত্রে পা'ন্ দিবার সময় ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের গন্ধ বহির্গত হয়। সেই সকল গন্ধের দ্বারা অস্ত্রের ভবিষ্যৎ শুভাশুভ জানা যায় বলিয়া বর্ণিত আছে। এবং পা'নের সময় অস্ত্রকে যে দগ্ধ করিতে হয়, তৎকালের যে বর্ণ বা রঙ হয়, তাহা দেখিয়াও ভবিষ্যৎ শুভাশুভ অনুমিত হয়। যথা—

"করবীরোৎপল গজমদ
ঘৃতকুঙ্কুমকুন্দচম্পকসগন্ধঃ।
শুভদোঽনিষ্টো গোমূত্র
পঙ্কমেদঃ সদৃশগন্ধঃ॥
কুর্ম্মবসাসৃক্ ক্ষারোপমশ্চ
ভয়দুঃখদো ভবতি গন্ধঃ।
বৈদূর্য্যকণকবিদ্যুৎপ্রভো
জয়ারোগ্যবৃদ্ধিকরঃ॥"

করবীর, উৎপল, হস্তিমদ, ঘৃত, কুঙ্কুম, কুঁদফুল ও চাঁপাফুলের ন্যায় গন্ধ নির্গত হইলে জানিবে যে, সে অস্ত্র শুভদায়ক হইবে। আর যদি গোমূত্র কিংবা পঙ্ক, মেদ, কুর্ম্ম, বসা, রক্ত, কিংবা ক্ষীর তুল্য কোন গন্ধ বহির্গত হয়, তবে জানিবে যে, সে অস্ত্র অশুভদায়ক। দাহকালে যদি বৈদূর্য্য, কনক কি বিদ্যুতের ন্যায়

প্রভা বহির্গত হয়, তাহা হইলে সে অস্ত্র জয় ও আরোগ্য বৃদ্ধি করিবে। নচেৎ অশুভ বৃদ্ধি করিবে। এ সকল কথা সত্য কি মিথ্যা তাহা নির্ণয় করিবার সাধ্য নাই, পরন্তু প্রাচীনদিগের মতামত বর্ণন করিবার জন্যই এ সকল সঙ্কলন করিলাম। অপি চ অসি সম্বন্ধে আরও কয়েকটী লক্ষণানুযায়ী নাম আছে, তাহাও এস্থলে উদ্ধৃত করা গেল।

### ১ ধবল গিরি।

রূপ্যায়তসমা ভূমিরঙ্গং শ্বেতং প্রতায়তে।
তং ধবলগিরিং পাণ্ড্যং পাণ্ডিজ্ঞাঃ প্রবদন্তি হি॥"

পাণ্ড্য লৌহজ্ঞ পণ্ডিতেরা বলিয়াছেন যে, যাহার ক্ষেত্র রূপার ন্যায় ও অবয়ব শুভ্র, তাহা পাণ্ড্য লৌহ সমুদ্ভব এবং তাহার নাম ধবলগিরি।

### ২ কাল গিরি।

"তন্বী পত্রাবলী কালাঃ সৌবর্ণাঙ্গাসিপত্রিকা।
প্রাহুঃ কালগিরিং পাণ্ডিলৌহশাস্ত্রবিশারদাঃ॥"

যাহার অঙ্গে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম সুবর্ণাকার অথবা কৃষ্ণাভযুক্ত পত্রভঙ্গাকার চিহ্ন দেখা যায়, তাহার নাম কালগিরি; ইহা লৌহ শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতেরা বলিয়া গিয়াছেন।

### ৩ কজ্জল গাত্র।

"ধারা শুভ্রা ভবেৎ যস্য মধ্যং কজ্জলসন্নিভম্।
কৃষ্ণরঙ্গশ্চিতং গাত্রং বিদ্যাৎ কজ্জলগাত্রকম্॥"

যাহার ধার শুভ্রবর্ণ, মধ্যে কজ্জলবর্ণ, সর্ব্বাঙ্গে কাল দাগ, তাহাকে কজ্জল গাত্র বলিয়া জানিবে।

### ৪ কুটীরক।

"সূক্ষ্মং রজতপত্রাভমঙ্গং কৃষ্ণাসিপত্রিকা।
কুটীরকঃ সমাখ্যাতাস্তৎক্ষতে শ্বয়থুর্ভবেৎ॥"

যাহার অঙ্গে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম রজতপত্রের চিহ্ন থাকে অথচ কৃষ্ণবর্ণ; এতাদৃশ অসিপত্রিকা কুটীরক নামে খ্যাত। এই কুটীরক অসির দ্বারা ক্ষত হইলে শরীরে শ্বয়থু অর্থাৎ শোথ জন্মে।

### ৫ কেতকী বজ্র।

"কেতকী পত্রসদৃশমঙ্গং যস্য প্রতীয়তে।
বিদ্যাৎ কেতকবজ্রং তৎ —————— ॥"

যদঙ্গে কেতকী পত্রাকার চিহ্ন থাকে—সে অসির নাম কেতক বজ্র।

## ৬ কান্তিলৌহ বা নিরঙ্গ।

"নিরঙ্গং রৌপ্যপত্রাভমীষন্নীলনিভঞ্চ যৎ।
দুর্লভং তন্মহামূল্যং কান্তিলৌহং প্রচক্ষতে॥"

যাহা কান্ত লৌহের দ্বারা নির্ম্মিত ও যদঙ্গে রৌপ্য পত্রাকার চিহ্ন দৃষ্ট হয় এবং বর্ণ অল্প নীল—এরূপ অসি দুর্লভ ও মহামূল্য।

## ৭ দমন বক্তু।

"অঙ্গং দমনপত্রাভমঙ্গে যস্মিন্ প্রতীয়তে।
বিদ্যাদ্দমনবক্তুস্তু তীক্ষ্ণধারং মহাগুণম্॥

যাহার অঙ্গে দমন পত্র অর্থাৎ দোনা নামক বৃক্ষের কিম্বা কুন্দ বৃক্ষের পত্রাকার চিহ্ন জন্মে—তাহার নাম দমন বক্তু। এই দমন বক্তু অসি প্রায়ই তীক্ষ্ণধার ও মহাগুণশালী হয়।

## ৮ কাল খড়্গ।

"কৃষ্ণভূমিসুবর্ণাভমীষৎ বজ্রাঙ্গসঙ্গতম্।
ডাহুনীবজ্রকং বিদ্যাৎ কালসংজ্ঞমথাপরে॥'

যাহার ক্ষেত্র কাল, পরন্তু তাহার আভা যদি সুবর্ণ বর্ণ হয়, আর যদি তাহাতে অল্প বজ্র চিহ্ন থাকে, তবে তাহাকে "ডাহুনী বজ্র" বলিয়া জানিবে। কেহ বলেন, এতদ্রূপ লক্ষণাক্রান্ত খড়্গের নাম "কালখড়্গ"।

## ৯ নকুলাঙ্গ।

"ঊর্দ্ধগং কপিলাভাসমঙ্গং যস্মিন্ প্রতীয়তে।
নকুলাঙ্গস্তু তং বিদ্যাৎ স্পর্শে যস্যাহিনাশনম্॥"

যাহার অঙ্গে ঊর্দ্ধগামী কপিল দ্যুতি দৃষ্ট হয়—তাহার নাম নকুলাঙ্গ। এই নকুলাঙ্গ অসির স্পর্শে সর্পও প্রাণত্যাগ করে।

## ১০ ক্ষুদ্র বজ্র।

"আসীকা মালিকা যস্য ক্ষুদ্রাঙ্গং কুণ্ডলীকৃতম্।
ক্ষুদ্রবজ্রকনামানং প্রাহ নাগার্জুনো মুনিঃ॥"

যাহার শরীরে কুণ্ডলীকৃত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অসীকামালা দৃষ্ট হয়—নাগার্জুন মুনি তাহাকে ক্ষুদ্র বজ্র নামে প্রখ্যাত করেন।

## ১১ মহৎ।

"অন্তর্গাঢ়ং চিহ্নহীনং বিশালং
মধ্যে স্থূলং স্থূলধারাতিতীক্ষ্ম্।
রক্ষোবক্ষঃ চ্ছেদনার্থং মহান্তম্
কৃত্বা খড়্গাং দেবরাজোঽহতি হৃষ্টঃ॥"

যাহার অন্তর্ভাগ অতি গাঢ় অর্থাৎ কঠিন, গাত্র সর্ব্বপ্রকার চিহ্ন বর্জ্জিত, মধ্যদেশ স্থূল, ধারও স্থূল কিন্তু অত্যন্ত তীক্ষ্ণ,—দেবরাজ ইন্দ্র রাক্ষসগণের নিমিত্ত এতদ্রূপ মহান্ খড়্গ নির্ম্মাণ করিয়া হৃষ্ট হইয়াছিলেন।

## ১২ বামনাক্ষ।

"বামনাক্ষং মহান্তস্তু যেন তন্তুর্ন জায়তে।
ছেদে গাঢ়ং চিহ্নহীনং প্রাহুঃ খড়্গাং বিচক্ষণাঃ॥"

পণ্ডিতগণ বলিয়া থাকেন যে, অত্যন্ত গাঢ় অথচ যে মহান্ খড়্গ ছেদকালে ছেদ্য বস্তুতে তন্তু সৃষ্টি করে না, ( থেঁৎড়ে যায় না ) এবং যাহার অঙ্গে কোন চিহ্ন থাকে না, তাদৃশ খড়্গের নাম বামনাক্ষ।

## ১৩ মহিষাখ্য।

"এরণ্ডবীজ প্রতিমমঙ্গং যস্মিন্ প্রতীয়তে।
মহিষাখ্যঃ স বৈ খড়্গো নীলমেঘসমচ্ছবিঃ॥"

যে খড়্গের গাত্রে এরণ্ডবীজের ন্যায় চিহ্ন লক্ষিত হয় এবং যাহার দীপ্তি নীল মেঘের ন্যায়, এতাদৃশ খড়্গের নাম মহিষাখ্য।

## ১৪ অঙ্গপত্র।

"ঘৃষ্টে যস্মিন্ ভবেত্ খড়্গে শরীরং প্রতিবিম্বিতম্।
অঙ্গপত্রাভিধং খড়্গাং প্রাহুঃ খড়্গবিচক্ষণাঃ॥"

খড়্গকে মার্জ্জন করিলে যদি তাহা দর্পণের ন্যায় শরীর প্রতিবিম্ব ধারণ করে—তবে তাহাকে খড়্গতত্ত্ব নিপুণ পণ্ডিতেরা অঙ্গপত্র নামে উল্লেখ করেন।

## ১৫ গজবজ্র।

"যস্যাঙ্গে স্থূলরেখা ঘনমসৃণরুচিঃ সর্বতো ব্যাপ্য তিষ্টেৎ
ধারা তীক্ষ্ণাতিসূক্ষ্মা প্রবিশতি রুধিরস্পর্শমাত্রেণ খড়্গঃ।

যস্তাস্তঃ পীয়মানং শময়তি নিখিলং ব্যাধিমাধিং সমগ্রাং
বৈরিশ্রেণাং* * প্রবদতি গিরিশো বজ্রমেতৎ গজাদি॥"

যাহার অঙ্গে স্থূলরেখা, অঙ্গরুচি অতি ঘন ও মসৃণ ধার অতি তীক্ষ্ণ ও সূক্ষ্ম রক্ত স্পর্শ মাত্রে যাহা অভ্যন্তর প্রবিষ্ট হয়, যাহার অঙ্গধৌতজল পান করিলে আধিব্যাধি বিনষ্ট হয়, দেবাদিদেব গিরিশ তাহাকে গজবজ্র নামে অভিহিত করেন।

## বিভিন্নদেশীয় অসির গুণাগুণ।

অসি সকল দেশে সমান হয় না। ভিন্ন ভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন লক্ষণাক্রান্ত অসি উৎপন্ন হয়। পূর্ব্বে ভারতবর্ষের যে যে দেশে যে যে প্রকারের অসি নির্ম্মিত হইত, তত্তাবতের তালিকা এই—

"লৌহং প্রধানং খড়্গার্থং প্রশস্তং তদ্বিশেষতঃ।
খটী খট্টের ঋষিক বঙ্গ শূর্পারকেষু চ॥
বিদেহেষু তথাঙ্গেষু মধ্যমগ্রামবেদিষু।
সহগ্রামেষু চীনেষু তথা কালঞ্জরেষু চ॥"

অনেক প্রকার লৌহ আছে, পরন্তু তন্মধ্যে যাহা প্রধান অর্থাৎ উৎকৃষ্ট, তাহাই খড়্গের নিমিত্ত প্রশস্ত। খড়্গ নির্ম্মাণের লৌহ ঔষধার্থ লৌহ হইতে স্বতন্ত্র এবং তাহার উৎকৃষ্টতাপকৃষ্টতা বিচারও পৃথক। বিশেষতঃ খটী, খট্টের, ঋষিক, বঙ্গ, শূর্পারক, বিদেহ, অঙ্গ, মধ্যমগ্রাম, বেদী, সহগ্রাম, চীন, কালঞ্জর, এই সকল স্থানে যাহা উৎপন্ন হয়, তাহা অত্যন্ত প্রশস্ত।

খট্টা খট্টের জাতা যে দর্শনীয়াস্তু তে মতাঃ।"

খটী ও খট্টের দেশজাত অসি সকল অত্যন্ত সুদৃশ্য জানিবে।

"কায়চ্ছিদস্ত্বর্ষিকা যে মর্ম্মজ্ঞা গুরুবস্তথা।"

ঋষিক দেশ প্রভব অসি শরীরচ্ছেদ করিতে সমর্থ এবং গুরুভারযুক্ত। ঋষিক দেশ হিমালয়ের উত্তরভাগে ছিল।

"তীক্ষ্ণাচ্ছেদসহা বঙ্গা দৃঢ়াঃ শূর্পার কোদ্ভবাঃ।"

বঙ্গদেশ জাত অসি তীক্ষ্ণ ও ছেদ ভেদে পটু এবং শূর্পারক দেশীয় অসি সমধিক কঠিন। (লৌহিত্য নদীর পশ্চিমে অঙ্গ দেশের পূর্ব্বে বঙ্গদেশ প্রতিষ্ঠিত ছিল। এক্ষণে উহার ব্যতিক্রম হইয়াছে। বর্ত্তমান দ্বারকার উত্তর পশ্চিম ভাগে শূর্পারক দেশ অবস্থিত ছিল)।

অসহাশ্চৈব বিজ্ঞেয়াপ্রভাবন্তো বিদেহজাঃ।"

"অঙ্গদেশোদ্ভবাস্তীক্ষ্ণাঃ———— ॥"

বিদেহদেশ জাত অসি প্রভাবশালী ও অসহ্য তেজস্বী। বর্ত্তমান ত্রিহুত দেশকে বিদেহ বলিত। অঙ্গদেশ জাত অসি তীক্ষ্ণ ও দৃঢ়। বর্ত্তমান ভাগলপুর জেলা ও চম্পারণ প্রভৃতি স্থান পূর্ব্বে অঙ্গ নামে প্রসিদ্ধ ছিল।

"লঘবশ্চ তথা তীক্ষ্ণা মধ্যমগ্রামসম্ভবাঃ।"

মধ্যমগ্রাম সম্ভূত অসি লঘুভার ও তীক্ষ্ণ। (এই মধ্যমগ্রাম এক্ষণে কোথায় তাহা নির্নীত হয় না)।

"অসারা লঘবস্তীক্ষ্ণা বেদিদেশসমুদ্ভবাঃ॥"

বেদীদেশ প্রভব খড়্গ হালকা, তীক্ষ্ণ, কিন্তু সারহীন। (পঞ্জাব ও কনোজ্ প্রভৃতি দেশের অংশ বিশেষকে বেদীদেশ বলিত।)

"সহগ্রামোদ্ভবাঃ খড়্গাঃ সুতীক্ষ্ণা লঘবস্তথা॥"

সহগ্রামজাত খড়্গ অত্যন্ত তীক্ষ্ণ, লঘু অর্থাৎ হাল্কা। সহগ্রাম এক্ষণে অপরিচিত অবস্থায় আছে।

"নির্ব্রণা নির্ম্মলাস্তীক্ষ্ণাশ্চীনদেশসমুদ্ভবাঃ।"

চীনদেশীয় খড়্গ অত্যন্ত নির্ম্মল ও তীক্ষ্ণ। চীনদেশ আজিও সমভাবে পরিচিত আছে।

"কালঞ্জরাঃ কালসহাস্তীক্ষ্ণাস্তে লক্ষণান্বিতাঃ॥"

কালঞ্জর পর্ব্বতের সন্নিহিত দেশে যে সকল খড়্গ উৎপন্ন হয়, তাহা দীর্ঘকাল স্থায়ী, তীক্ষ্ণ ও সুলক্ষণযুক্ত। কালঞ্জর পর্ব্বত প্রয়াগের অনেক দূর দক্ষিণ পশ্চিমে অবস্থিত আছে।

## পরিমাণ।

৪ অঙ্গুলি পরিসর ও ৫০ অঙ্গুলি লম্বা অসি শ্রেষ্ঠ এবং ইহার অর্দ্ধ পরিমাণ হইলে তাহা মধ্যম। ২৫ অঙ্গুলের ন্যূন হইলে তাহাকে অসি না বলিয়া অসিপুত্র বলা যায়। এইরূপ বিস্তারে ২ অঙ্গুলের ন্যূন হইলেও তাহা অসি নামে গণ্য হইবে না। বৃহৎ শার্ঙ্গধর, আগ্নেয় ধনুর্ব্বেদ ও বৈশম্পায়নোক্ত ধনুর্ব্বেদ,—সকলেই এই নিয়ম ব্যক্ত করিয়াছেন। যথা—

"শতার্দ্ধমঙ্গুলীনান্তু খড়্গাংশ্রেষ্ঠং প্রকীর্ত্তিতম্।
তদর্দ্ধং মধ্যমং জ্ঞেয়ং ততো হীনং ন কারয়েৎ॥"
"পঞ্চাশদঙ্গুলোৎসেধচতুরঙ্গুলবিস্তৃতঃ॥"

কেহ কেহ বলেন যে, ৩০ অঙ্গুলের অধিক দীর্ঘ অসি নিংস্ত্রিংশ নামে খ্যাত ও তাহাই উত্তম। বৃহৎ সংহিতা গ্রন্থেও এইরূপ লিখিত আছে। যথা—

"অঙ্গুলশতার্দ্ধমুত্তম ঊণঃ স্যাৎ পঞ্চবিশতিং খড়্গাং।"

## গঠন।

পদ্ম পুষ্পের পাব্ড়ির অগ্রভাগ যেরূপ, অসির অগ্রদেশ যদি সেইরূপ গঠনের হয়, তবে সে অসি উত্তম এবং করবীর পত্রের তুল্যাকার হইলে, তাহা তদপেক্ষা উত্তম। যাহার অগ্রভাগ মণ্ডলাকার অর্থাৎ সুগোল কিম্বা কিঞ্চিৎ বক্র—সে অসি তত প্রশস্ত নহে। যথা—

"খড়্গাঃ পদ্মপলাশাভোমণ্ডলাগ্রঞ্চ শস্যতে।
করবীরপলাশাগ্রসদৃশশ্চ বিশেষতঃ।"

মণ্ডলাগ্র অসি এক্ষণে "বগী" নামে খ্যাত। কোন কোন অস্ত্রবিৎ যোদ্ধা ইহাকেও প্রশংসা করিয়া থাকেন। বৃহৎ সংহিতা গ্রন্থেও ইহার এবং অন্যান্য প্রকার খড়্গের প্রশংসা আছে। যথা—

"গোজিহ্বাসংস্থানো নীলোৎপল বংশপত্রসদৃশশ্চ।
করবীরপত্র শূলাগ্রাঃ প্রশস্তাঃ স্যুঃ॥"

গোজিহ্বা, সুঁদী নাইল্ ফুলের পাবড়ি, বাঁশের পাতা, করবীর ফুলের পাতা ও শূলের অগ্রভাগের তুল্যাকার খড়্গ ও মণ্ডলাগ্র প্রশস্ত অর্থাৎ উত্তম।

## ধ্বনি।

আঘাত করিলে যদি কাক-স্বরের ন্যায় কর্কশ ধ্বনি বা শব্দ উত্থিত হয় কিম্বা অং—ইত্যাকার শব্দ হয়, তবে সে তরবারি রাজাদিগের পরিত্যাজ্য। পরন্তু যাহার শব্দ মধুর, কিঙ্কিণী ধ্বনি সদৃশ অর্থাৎ কন্‌কনে এবং দীর্ঘ অর্থাৎ বহুক্ষণস্থায়ী, —সেই খড়্গাই শ্রেষ্ঠ খড়্গ, এবং রাজারা তদ্রূপ খড়্গাই ধারণ করিবেন। যথা—

"আহতে যত্র খড়্গো স্যাত্ ধ্বনিঃ কাকস্বরোপমঃ।
যত্র অংকার ধ্বনির্বাস্যাত্ স বর্জ্যো নরপুঙ্গবৈঃ॥"

"দীর্ঘঃ সুমধুরঃ শব্দো যস্য খড়্গস্য ভার্গব।
কিঙ্কিনীসদৃশস্তস্য ধারণং শ্রেষ্ঠমুচ্যতে॥"

এতদ্ভিন্ন বিষ্ণু ধর্ম্মোত্তর, অগ্নিপুরাণ ও কল্পদ্রুমধৃত যুক্তি কল্পতরু গ্রন্থে খড়্গ সম্বন্ধে কতগুলি সুচিহ্ন কুচিহ্নের কথা আছে, তাহা পশ্চাৎ বলা যাইবে। তৎপশ্চাৎ খড়্গ যুদ্ধের সঞ্চরণ মার্গ অর্থাৎ গতি সকল বলা যাইবে। এক্ষণে বৃহৎ সংহিতার লিখিত বর্ণাদি দোষ এবং শার্ঙ্গধরের লিখিত খড়্গের কোষ ও তাহার পূজা প্রভৃতি কয়েক প্রকার অবান্তর বিষয় বলা যাইতেছে।

"অঙ্গুলমাসাড্য জ্ঞেয়ো ব্রণঃ শুভো বিষমপর্বস্থঃ।"
"শ্রীবৃক্ষোবর্দ্ধমানাতপত্রশিবলিঙ্গ কুণ্ডলাব্জানাম্।
সদৃশাঃ ব্রণাঃ প্রশস্তা ধ্বজায়ুধস্বস্তিকানাঞ্চ॥"
"কৃকলাস কাক ক্রব্যাদকবন্ধ বৃশ্চিকাকৃতয়ঃ।
খড়্গে ব্রণা ন শুভদা বংশানুগাঃ প্রভূতাশ্চ॥"
"স্ফুটিতহ্রস্বঃ কুণ্ঠী বংশচ্ছিন্নোনদৃঙ্মনোনুগতঃ।
অস্বন ইতি চানিষ্টঃ প্রোক্তো বিপর্য্যস্ত ইষ্টফলঃ॥"
ক্বণিতং মরণায়োক্তং পরাজয়ায় প্রবর্ত্তনং কোশাত্।
জয়মুদগীর্ণে যুদ্ধং জ্বলিতে বিজয়ো ভবতি খড়্গে॥"
"নাকারণং বিবৃণয়াত্ ন ঘট্টয়েচ্চ।
পশ্যেন্ন তত্র বদনং ন বদেচ্চ মূল্যম্॥"
"দেশং ন চাস্য কথয়েৎ ন প্রতিমানয়েচ্চ।
নৈব স্পৃশেৎ নৃপতিরপ্রযতোহসিযষ্টিম্॥"
"নিষ্পন্নো নাচ্ছিন্নো নিষ্কষৈঃ কার্য্যঃ প্রমাণযুক্তঃ সঃ।
মূলে ম্রীয়তে স্বামী জননী তস্যাগ্রতশ্ছিন্নে॥"
"কাকোলুক সবর্ণাভা বিষমাঙ্গুলিসংস্থিতাঃ।
বংশানুগাঃ প্রশস্তাশ্চ ন শস্তাস্তে কদাচন।"
"খড়্গাং প্রশস্তং মণিহেমযুক্তং
কোষে সদা চন্দনচূর্ণযুক্তম্।
সংস্থাপয়েৎ ভূমিপতিঃ প্রযত্নাৎ
রক্ষেৎ তথা চ স্বশরীরবচ্চ॥".

"শ্রীবিষ্ণু ধর্ম্মোত্তরভাষিতানি
চিহ্নানি খড়্গস্য শুভাশুভানি।
বিজ্ঞায় ভূমিপতয়ঃ সদৈব সর্ব্বে
সন্ধারয়েহমুং স্বমুদে কৃপাণম্॥"

অর্থাৎ পঞ্চবিংশতি অঙ্গুল হইতে শতার্দ্ধ অঙ্গুল পর্য্যন্ত খড়্গ নির্ম্মাণ করিলে, যদি তাহাতে ব্রণ অর্থাৎ চিহ্ন বিশেষ উৎপন্ন হয়, তবে তাহার শুভাশুভ লক্ষণ অঙ্গুলি পরিমাণ দ্বারা নির্ণয় করিবেক। বিষমাঙ্গুলি স্থানে চিহ্নপাত হইলে, তাহা অশুভ বলিয়া স্থির করিবেক। চিহ্ন অনেক প্রকার হইতে পারে, পরন্তু তন্মধ্যে শ্রীবৃক্ষ, বর্দ্ধমান, পর্ব্বত, ছত্র, শিবলিঙ্গ, কুন্তল, পদ্ম, ধ্বজ কোন প্রকার অস্ত্র ও স্বস্তিক অর্থাৎ ত্রিকোণ তুল্য চিহ্নই শুভদায়ক। আর কৃকলাস (গিড়্গিটে) কাক, কঙ্কপক্ষী, মাংসাশী জন্তু ও মস্তকশূন্য জীব ভয়দায়ক হয়। স্ফুটিত (ভাঙ্গা) অথবা সছিদ্র, হ্রস্ব, কুণ্ঠ এবং দেখিতে কুদৃশ্য ও মনের বিরক্তিজনক ও শব্দবর্জিত,— এরূপ খড়্গ অনিষ্টকারী হয়। খড়্গে যদি অকস্মাৎ শব্দ জন্মে, তবে জানিবে যে তাহা মরণের উপদেশ করিতেছে। খড়্গ যদি আপনা আপনি কোষ হইতে বহিরাগত হয়, তবে জানিবে যে নিশ্চিত পরাজয় হইবে। খড়্গ যদি বিনা কারণে উদগীর্ণ হয়, তবে জানিবে যে শীঘ্রই যুদ্ধ উপস্থিত হইবে এবং খড়্গ যদি আপনা আপনি অত্যন্ত প্রজ্জ্বলিত হয়, তবে জানিবে যে যুদ্ধে জয় হইবে।

বিনা কারণে অসিকে উলঙ্গ করিবে না। বিনা কারণে অসিকে ঘর্ষণ করিবে না। খড়্গগাত্রে আত্মপ্রতিবিম্ব অবলোকন করিবে না। উত্তম ও বিশ্বস্ত ব্যক্তি কর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত না হইলে বিনা প্রয়োজনে অসির মূল্য ব্যক্ত করিবে না। কোন্ দেশের অসি তাহাও বলিবেক না। কোনও সময়েই অসিকে অসম্মান করিবেক না। রাজা অশুচি হইয়া অসি যষ্টি স্পর্শ করিবেন না। নির্ম্মাণের পর বিষমাঙ্গুলি হইল দেখিয়া সমাঙ্গুলি করিবার জন্য তাহাকে ছিন্ন করিবেন না। নির্ম্মাণের পর সমাঙ্গুলি করিতে হইলে শাণযন্ত্রের দ্বারা ইচ্ছামত প্রমাণযুক্ত করিবে। যদি মূল-ভাগ ছিন্ন করা হয়, তবে সে অসি ধারণ করিলে মৃত্যু হইবে। যদি অগ্রভাগ ছিন্ন করা হয়, তবে সে অসি ধারণ করিলে জননীর মৃত্যু দেখিতে হইবে। কাক, উলুক, কি বসার ন্যায় আভাযুক্ত, বিষমাঙ্গুলি পরিমাণ (বিযোড় অর্থাৎ ৪৯, ৪৭ ইত্যাদি) ও বংশানুগ অসি কোন কার্য্যেই শুভদায়ক হয় না। উত্তম অসিকে মণি ও সুবর্ণ ভূষিত ও চন্দনচূর্ণযুক্ত করিয়া সদা সর্ব্বদা কোষ মধ্যে রক্ষা করি-

বেক। যেরূপ নিজের শরীর যত্নপূর্ব্বক রক্ষা করিতে হয়, রাজা সেইরূপ যত্নে অসির রক্ষণাবেক্ষণ করিবেন। শার্ঙ্গধর পদ্ধতি ও যুক্তিকল্পতরু প্রভৃতি গ্রন্থে খড়্গ-সম্বন্ধে এইরূপ অনেক কথাবার্ত্তা আছে। এই সকল কথা তত্ত্বাবতের সার-সংগ্রহমাত্র।

অবান্তর কথা এই স্থানেই শেষ করা গেল। অন্য স্থানে ইহার অবশিষ্ট কার্য্য অর্থাৎ যুদ্ধকালে ইহা কিরূপে ব্যবহৃত হয়, সেগুলি বর্ণন করা যাইবেক।

অসি, খড়্গ ও তরবারি;—এ সকল পর্য্যায় শব্দ। এইজন্যই আমরা "অসি" শীর্ষক প্রবন্ধে কখন খড়্গ, কখন বা তরবারি শব্দের উল্লেখ করিতেছি। ইতি পূর্ব্বে এতৎসম্বন্ধে আমরা যে প্রথম প্রস্তাব লিখিয়াছি, তাহাতে সকল বক্তব্য পর্য্যাপ্ত হয় নাই। এজন্য আমরা এতৎসম্বন্ধে দ্বিতীয় প্রস্তাব লিখিতে বাধ্য হইলাম। প্রথম প্রস্তাবে শুক্রনীতি, আগ্নেয় ধনুর্ব্বেদ, বীরচিন্তামণি, বৃহৎসংহিতা ও বৃহৎ শার্ঙ্গধর প্রভৃতির প্রমাণ ও তাহার বঙ্গানুবাদ প্রদত্ত হইয়াছে। পরন্তু কল্পদ্রুম অভিধানে যে যুক্তিকল্পতরু ও খড়্গপরীক্ষা নামক গ্রন্থের সংগ্রহ আছে, তাহার অত্যল্প বাক্যও উদ্ধৃত করি নাই। সেই ত্রুটী পরিহার করিবার জন্যই এই দ্বিতীয় প্রস্তাবের আরম্ভ। প্রথমে ইহার কল্পদ্রুমধৃত খড়্গপরীক্ষার একটী বঙ্গানুবাদ এবং ইহার শেষভাগে খড়্গক্রিয়া অর্থাৎ খড়্গযুদ্ধের সঞ্চরণপ্রণালী বর্ণন করিলাম। কল্পদ্রুম গ্রন্থে যে সকল সংস্কৃত শ্লোক আছে, সে গুলিকে সুপ্রাপ্য বলিয়া পরিত্যাগ করিলাম। তদ্দ্বারা যে জ্ঞানলাভ হয়, তাহাই বঙ্গভাষায় গ্রথিত করিলাম।

খড়্গের পরীক্ষা আট প্রকারে নিষ্পন্ন হয়। সেই জন্যই খড়্গবিজ্ঞান অষ্টাঙ্গ বলিয়া বিখ্যাত। খড়্গের প্রথম বিজ্ঞেয় অঙ্গ, দ্বিতীয় রূপ, ৩য় জাতি, ৪র্থ নেত্র, ৫ম অরিষ্ট, ৬ষ্ঠ ভূমি, ৭ম ধ্বনি এবং তাহার ৮ম পরিমাণ।

খড়্গের অঙ্গ কি? তাহা শুনুন। খড়্গ গঠিত হইলে তাহার শরীরে যে নানা প্রকার চিহ্ন বা দাগ (রেখাকার কি ব্রণাকার প্রভৃতি) উৎপন্ন হয়, সেই সকল চিহ্নই খড়্গশাস্ত্র মতে তাহার অঙ্গ। ঐ অঙ্গ সর্ব্বসমেত (১০০) এক শত প্রকার হইতে পারে, অধিক নহে।

খড়্গের রূপ কি? জাতি কি? নেত্র কি? অরিষ্ট কি? ভূমি কি? ধ্বনি কি? এবং পরিমাণই বা কি রূপ? এ সমস্তই যথাক্রমে বর্ণন করা যাউক। রূপ —খড়্গে যে নীল রঙ্, কি কাল রঙ্, কি অন্য কোন রঙ্ দৃষ্ট হয়, সেই দৃশ্যই তাহার রূপ।

জাতি—অঙ্গ নামক চিহ্ন থাকায় তদ্দ্বারা যে এক প্রকার নেত্র-প্রীতিকর প্রতীতি জন্মে, তাহাই খড়্গগত জাতির লক্ষণ।

নেত্র—মাহাত্ম্যসূচক চিহ্নের নাম নেত্র।

অরিষ্ট—অপকৃষ্টতা বা অশুদ্ধতা বোধক চিহ্নের নাম অরিষ্ট।

ভূমি—অঙ্গাদির লক্ষণধারণের নাম ভূমি ( ক্ষেত্র )।

ধ্বনি—নখাঘাত কি কাষ্ঠিকাঘাত করিলে যে শব্দ হয়—সেই শব্দই তাহার ধ্বনি।

মান—তুলনা বা দীর্ঘতা বিশেষের নাম মান।

খড়্গ সম্বন্ধীয় এই আট প্রকার জ্ঞানের নাম খড়্গ বিজ্ঞান। ইহার মধ্যে প্রথমোক্ত অর্থাৎ অঙ্গ, রূপ, জাতি, নেত্র ও অরিষ্ট, এই পাঁচ লক্ষণ কৃত্রিম হইতে পারে; পরন্তু শেষোক্ত অর্থাৎ ধ্বনি ও মান এই দুইটী লক্ষণ স্বাভাবিক ভিন্ন কৃত্রিম হইবার সম্ভাবনা নাই। অতএব, বিচক্ষণ খড়্গতত্ত্ববিৎ পণ্ডিত উহা অতি বিচক্ষণতার সহিত পরীক্ষা করিবেন।

খড়্গশাস্ত্রে ইহাও লিখিত আছে যে, খড়্গের অঙ্গ শত প্রকার, রূপ চারি প্রকার। রূপ চারি প্রকারের ন্যায়, জাতিও চতুর্ব্বিধ, নেত্র ত্রিংশৎ, অরিষ্টও সেই পরিমাণ, ভূমি দুই প্রকার, ধ্বনি আট প্রকার, এবং মানও প্রধানতঃ দুই প্রকার।

শত প্রকার অঙ্গ বা চিহ্ন যাহা লৌহার্ণব গ্রন্থে বর্ণিত আছে, তাহা এই—

রৌপ্যরেখা, স্বর্ণরেখা, গজশুণ্ডাকার চিহ্ন, দমন অর্থাৎ দোনা নামক বৃক্ষের পত্রসদৃশ চিহ্ন, শুভ্র স্থূল রেখা, কৃষ্ণবর্ণ রেখা, সূক্ষ্ম অরুণ রেখা, মূল হইতে অগ্র-পর্য্যন্ত তিনটী সূক্ষ্ম ও শুভ্র রেখা, পদ্মদলাকার রেখা, গদাচিহ্ন, পিপ্‌পলী তুল্য চিহ্ন, গ্রন্থি অর্থাৎ গাঁট্‌চিহ্ন, শালপানপত্রাকার ও তিতির পক্ষীর পক্ষতুল্য চিহ্ন, মালা চিহ্ন, জীরক চিহ্ন, ভ্রমর চিহ্ন, ঊর্দ্ধগামী কপিলবর্ণ শিখা চিহ্ন, মরিচ চিহ্ন, ফণিফণাকার চিহ্ন, অশ্বক্ষুর চিহ্ন, ময়ূরপিচ্ছাকার চিহ্ন, সর্ব্বশরীর কৃষ্ণবর্ণ ও ধার শুভ্রবর্ণ, মধুবুদ্‌বুদাকার চিহ্ন, কুণ্ডলীকৃত ও কোণযুক্ত ক্ষুদ্র চিহ্ন, মক্ষিকাচিহ্ন, তুষা-কার চিহ্ন, যবাকার চিহ্ন, ধান্যাকার চিহ্ন, তীসিনামক বীজের ন্যায় চিহ্ন, সর্ষপ-বীজচিহ্ন, সিংহাকার চিহ্ন, তণ্ডুলচিহ্ন, শিরা চিহ্ন, শিবলিঙ্গাকার চিহ্ন, ব্যাঘ্র নখা-কার চিহ্ন, গোক্ষুর চিহ্ন, মকর পুচ্ছাকার চিহ্ন, নেত্রাকার চিহ্ন, কেশ চিহ্ন, স্থূল-প্রকৃতি ও নিশ্চিহ্ন, তীক্ষ্ণধার ও নিশ্চিহ্ন, কাকপদাকার চিহ্ন, কপাল চিহ্ন, পত্রা-বলী চিহ্ন, অথবা পক্ষি-পক্ষ চিহ্ন, তুবরী নামক শস্যের আকার বিশিষ্ট চিহ্ন, বিম্বী-ফলাকার চিহ্ন, প্রিয়ঙ্গু সদৃশ চিহ্ন, সর্ষপপুষ্পাকার চিহ্ন, নীলিরস তরঙ্গের ন্যায় চিহ্ন,

রক্তবর্ণ ত্রিরেখা চিহ্ন,যব পত্রাকার চিহ্ন,লশুন ত্বক্ তুল্য চিহ্ন,নিশ্চিহ্ন ও নির্ম্মল প্রকৃতি, মঞ্জিষ্ঠালতাকার চিহ্ন বা রেখা, শমীপত্রাকার রেখা,রোহিত মৎস্যের শল্কাকার রেখা, শফরীশল্কাকার রেখা, মারিষ পত্রাকার রেখা, ভৃঙ্গরাজ পুষ্পবৎ চিহ্ন, খুরবৎ ধার ও নিশ্চিহ্ন, ধারস্থান কখন তীক্ষ্ণ, কখন বা মৃদু এবং ভূমি সকল, কখন বা নির্ম্মল, জলতরঙ্গের ন্যায় দৃশ্যমানতা, ধারমোটা ও অবয়ব নিশ্চিহ্ন, গুঞ্জফলাকার চিহ্ন, সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম বাণ চিহ্ন, দূর্ব্বাদলবর্ণ ও ধার তীক্ষ্ণ, বিল্লপত্রাকার দাগ, মসূর পত্রাকার দাগ, শোণপুষ্প তুল্য রেখা বিশিষ্ট, শঠী পত্রাকার দাগ, বিড়াল লোমাকার চিহ্ন, কেতকী পত্রাকার দাগ মূর্ব্বা (সূচী মুখ নামক ক্ষুদ্র বৃক্ষ) তন্তুর ন্যায় দাগ, অর্থাৎ আঁশ আঁশ চিহ্ন অত্যন্ততীক্ষ্ণ ও অল্প লৌহের ছেদক, কলায় পুষ্পাকার চিহ্ন, চম্পক কুসুমাকার চিহ্ন, বলানামক লতার পত্রাকার চিহ্ন, বটের নামনার ন্যায় দাগ, বাঁশের ন্যায় নীলবর্ণ, শ্বেত ও কৃষ্ণবর্ণ, পত্রশিরাকার রেখা, জ্যেষ্ঠীসদৃশ চিহ্ন, জালাকারচিহ্ন, পিপীলিকাকার চিহ্ন, নলপত্রাকার চিহ্ন, ঘর্ষণ করিলে কণা বাহির হয় এরূপ গুণবিশিষ্টতা, কুষ্মাণ্ড বজীবৎ দাগ, লোমবৎ চিহ্ন, সিজ বৃক্ষের কণ্টকাকার চিহ্ন, বদরী পত্রাকার চিহ্ন, বকুল পুষ্পাকার চিহ্ন, কাঁজির ন্যায় দৃশ্য অর্থাৎ নানা প্রকার মিশ্র চিহ্নযুক্ত, নিশ্চিহ্ন ও মহিষের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ, স্বাভাবিক নির্ম্মল, নৈর্ম্মল্যের উপর ঊর্দ্ধ রেখা ও বক্র রেখা।

এই সকল লক্ষ্মণ যদি স্বাভাবিক. অর্থাৎ খড়্গের গঠনের সঙ্গে সঙ্গে উৎপন্ন হয়, তবেই তাহা গ্রাহ্য নচেৎ কৃত্রিম করিলে অগ্রাহ্য। উল্লিখিত শত চিহ্নের মধ্যে কতকগুলি উৎকৃষ্টতা বোধক এবং কতকগুলি নিকৃষ্টতা জ্ঞাপক। যে সকল চিহ্নের দ্বারা খড়্গের উত্তমতা জানা- যায়, সেগুলি বিশদ করিয়া বলা যাইতেছে।

রৌপ্যাঙ্গ ও স্বর্ণ রেখাঙ্গ,—এই দুই খড়্গ উত্তম। গজশুণ্ডাঙ্গ খড়্গ উত্তম, পরন্তু ইহার দ্বিতীয় লক্ষণ এই যে, রক্তস্পর্শ মাত্র ইহা শরীরে প্রবিষ্ট হয় এবং ইহা ধৌত করিলে যে জল নিঃসৃত হয়, তাহা পান করিলে অনেক ব্যাধি শান্তি হয়। রক্তবীজ চিহ্নযুক্ত খড়্গও উত্তম। দমন পত্রাঙ্গ খড়্গও উত্তম, পরন্তু ইহার অন্য এক পরীক্ষা এই যে, ইহাতে জল রাখিয়া দিলে একদিন পরে সে জলে দমন পত্রের গন্ধ উৎপন্ন হইবে। স্থূলাঙ্গ খড়্গও উত্তম, পরন্তু ইহার দ্বারা ক্ষত হইলে সর্ব্ব শরীরে শোথ জন্মে। অরুণাঙ্গ খড়্গও ভাল, পরন্তু ইহার দ্বিতীয় লক্ষণ এই যে, সূর্য্য-কিরণ স্পর্শে ইহা হইতে এক প্রকার তেজ নিঃসৃত হয় এবং ইহার সহিত পদ্মকোরক একত্রিত রাখিলে তাহা রাত্রিকালেও ফুটিয়া থাকে। তিলাঙ্গ

খড়্গাও উত্তম, পরন্তু তাহার অন্য এই এক লক্ষণ আছে যে, তদ্দ্বারা ক্ষত হইলে, ক্ষত স্থান হইতে তিলতৈলবৎ বসা নির্গত হয়। অগ্নিশিখাঙ্গ খড়্গের পরীক্ষা এই যে, তদুপরি শীতল জল রাখিলে তাহা তৎক্ষণাৎ উষ্ণ হইয়া যাইবে। মালাঙ্গ চিহ্নযুক্ত উত্তম খড়্গের অন্য এক পরীক্ষা এই যে, তৎপ্রক্ষালিত জল সুগন্ধ। ইহার তৃতীয় লক্ষণ এই যে, ইহার উপর তপ্ত জল রাখিবামাত্র শীতল হইয়া যায়। এই খড়্গ আবার পিত্তরোগের ঔষধ বিশেষ। জীরকাঙ্গ খড়্গের দ্বারা ক্ষত হইবামাত্র জ্বর হইয়া থাকে এবং ভ্রমরাঙ্গ খড়্গের দ্বারা ক্ষত হইলে তৎক্ষণাৎ তাহার বিসূচিকা রোগ জন্মে। লাঙ্গলাঙ্গ খড়্গাও উত্তম, পরন্তু তৎস্পর্শে সর্প মরিয়া যায়। মরিচাঙ্গ খড়্গের দ্বারা ক্ষত হইলে শরীরের রক্ত সমুদায় কটু অর্থাৎ ঝাল আস্বাদ হইয়া যায়, এবং ইহার ক্ষালন জলের দ্বারা পীনস্ রোগ নষ্ট হয়। সর্পফণাঙ্গ খড়্গের দ্বারা ক্ষত হইলে শরীরে বিষ-বিকার উপস্থিত হয়, এবং ইহার স্পর্শমাত্র ভেকেরা প্রাণত্যাগ করে। অশ্ব খুরাঙ্গ খড়্গাও উত্তম, পরন্তু তাহার স্পর্শে অশ্বগণের বেগগতি জন্মে এবং তাহা দ্বারা অনেকবিধ রোগ নষ্ট হয়। সর্ষপ পুষ্প চিহ্নযুক্ত খড়্গাও উত্তম। ইহা এত কোমল যে, ইহাকে কুণ্ডলীকৃত করা যায় এবং ছাড়িয়া দিলে আবার যে সেই হয়, অর্থাৎ ইহাতে স্থিতিস্থাপক গুণ অতি প্রবলরূপে থাকে। ময়ূর পিচ্ছাঙ্গ খড়্গাও উত্তম। কোনও সর্প ইহার স্পর্শ সহ্য করিতে পারে না এবং ইহার দ্বারা ক্ষত হইলে নিরন্তর বমি হয়। ক্ষৌদ্রাঙ্গ খড়্গাও উত্তম। ইহার অন্য এক লক্ষণ এই যে, সর্ব্বদাই ইহাতে-মধুমক্ষিকা বসিতে চাহে। মক্ষিকাঙ্গ খড়্গের গাত্রে তৈলনিক্ষিপ্ত করিলে তাহা তৎক্ষণাৎ শুষ্ক হইয়া যায়। সিংহাঙ্গ খড়্গের দ্বারা ক্ষত হইবামাত্র মনুষ্য উন্মত্ত হইয়া পড়ে। তণ্ডুলাঙ্গ খড়্গ অতি উত্তম। ইহার পরীক্ষা এই যে, ইহাতে জল পর্য্যুষিত হইলে তাহা তণ্ডুলোদকের ন্যায় দৃশ্য হইয়া যায়। মকর পুচ্ছচিহ্নযুক্ত খড়্গের এই এক অদ্ভুত শক্তি আছে যে, তৎস্পর্শে মৎস্য মাত্রেই মৃত হয়। নেত্রাঙ্গ খড়্গের এই এক আশ্চর্য্য গুণ থাকে যে, তৎধৌত জলের দ্বারা রাত্র্যান্ধতা নষ্ট হয়। বিম্ব ফলাঙ্গ খড়্গের পরীক্ষা এই যে, তাহাতে জল রাখিলে তাহা তিক্তাস্বাদ হইয়া যায়। সেই জলের দ্বারা পিত্তশ্লেষ্মা বিকার নষ্ট হয়। লশুনাঙ্গ খড়্গ ধৌত জলের দ্বারা আমবাত রোগ নষ্ট হয়। প্রোষ্ঠীশল্ক চিহ্নযুক্ত খড়্গের এই এক মহৎ গুণ আছে যে, উহা জলে ভাসে। এই খড়্গ অতি দুর্লভ। চম্পক পুষ্পাঙ্গ খড়্গের জলও তিক্তাস্বাদ হয়। লোম চিহ্নযুক্ত খড়্গের দ্বারা ক্ষত হইলে সর্ব্বশরীরে ব্রণ হয়। সিজ্ পত্রাকার গাত্র ও সিজকণ্টকাকার চিহ্ন এরূপ খড়্গের দ্বারা ক্ষত হইলে দাহ,

তৃষ্ণা ও মূর্চ্ছা হয়, এবং ইহার অন্য এক আশ্চর্য্য ক্ষমতা এই যে, যদি ইহাকে সর্প ফণার উপর স্থাপন করা যায়, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ সেই সর্পফণা বিদীর্ণ হইয়া যায়। এই খড়্গের ধৌত জলের দ্বারা কুষ্ঠরোগ উপশান্ত হয়। বকুলাঙ্গ খড়্গের এই এক অসাধারণ লক্ষণ আছে যে, শাণঘর্ষণের সময় উহা হইতে বকুল পুষ্পের গন্ধ নির্গত হয়।

এখনকার খড়্গে আর এ সকল লক্ষণ প্রায় দৃষ্ট হয় না। তাহার কারণ আর কিছু না, কেবল লৌহতত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিতের অভাব। লক্ষণাক্রান্ত লৌহ এখন কেহ চিনেন না, সুতরাং লক্ষণাক্রান্ত খড়্গও জন্মে না। পূর্ব্বকালের লোকেরা এ সকল বিষয়ে নিপুণ ছিলেন, সন্দেহ নাই। সুতরাং পুরাতন কালের এ সকল কথা নিতান্ত অলীক বা গল্প কথা নহে। সে যাহা হউক, শত প্রকার চিহ্নের মধ্যে কোন্ কোন্ চিহ্ন তৎকালে পরিত্যাজ্য বলিয়া নির্ণীত হইয়াছিল, সেগুলিও বলা যাউক।

যবচিহ্ন, গোক্ষুর চিহ্ন, শিরা চিহ্ন, উপল চিহ্ন, কাকপদ চিহ্ন, কপাল চিহ্ন, তুবরী ফলচিহ্ন, ভৃঙ্গরাজপুষ্পচিহ্ন, খুর চিহ্ন, জলতরঙ্গ চিহ্ন, মার্জার রোম চিহ্ন, বটারোহ (বটবৃক্ষের নামনা বা শিকড়) চিহ্ন, জ্যেষ্ঠী (গিড়্গিটে) চিহ্ন, জাল-চিহ্ন (শাণ দিলে যদি রক্তবর্ণ শিখা বহির্গত হয়, তবে এ চিহ্নও ভাল বলিয়া গণ্য), নিশ্চিহ্ন, স্থূলধার ও আঘাত সহ, কর্কন্দু অর্থাৎ বদরী পত্রের পৃষ্ঠের ন্যায় চিহ্ন; খড়্গশাস্ত্রে এই সকল চিহ্নচিহ্নিত খড়্গ পরিত্যাজ্য বলিয়া উক্ত হইয়াছে। পূর্ব্বে যে চারি প্রকার রূপের কথা বলা হইয়াছে, এক্ষণে সে সমুদায়ের প্রভেদ বর্ণনা করা যাউক।

## রূপ।

নীলরূপ—যাহার ভূমি অর্থাৎ খেৎ নীলরস, কলায় পুষ্পের কান্তি, গৃঞ্জন অর্থাৎ গাজোর পুষ্পবৎ আভাযুক্ত, নীলম্ বা নীলকাচের ন্যায় আভাযুক্ত, অথবা মরকত মণির ন্যায় কান্তি,—তাহার সেই সেই কান্তির নাম নীলরূপ।

কৃষ্ণরূপ—খড়্গের ক্ষেত্রে যদি কাল মেঘ, মসীরস অর্থাৎ সেহাই, কালসর্পের অঙ্গ, অন্ধকার, কেশকলাপ, কিম্বা ভ্রমরাকার বর্ণ দৃশ্য হয়, তবে তাহা খড়্গের কৃষ্ণরূপ।

পিঙ্গলরূপ—খড়্গের ভূমিতে বা গাত্রে যদি নব বর্ষার ভেকের রঙ্ অথবা গোমেদ মণির রঙ প্রতিভাত হয়, তবে তাহা তাহার পিঙ্গলরূপ।

ধূম্ররূপ—খড়্গে যদি অনতিগাঢ় ধূমপটলের কিম্বা শিরীষ পুষ্পের বর্ণ প্রতিভাত হয়—তবে তাদৃশ বর্ণ তাহার ধূম্ররূপ।

নাগার্জুন বলিয়াছেন যে, উল্লিখিত চারি প্রকার রূপ ভিন্ন মিশ্ররূপও হইয়া থাকে।

## জাতি।

পূর্ব্বে যে অসির জাতি বিভাগের কথা বলা হইয়াছে, সে সকল কথা এক্ষণে সবিস্তারে বর্ণন করা যাউক।

বিপ্রজাতি—খড়্গতত্ত্ববিৎ নাগার্জুন বলিয়াছেন যে বিশুদ্ধ চিহ্নযুক্ত, বিশুদ্ধ বর্ণযুক্ত, উত্তম নেত্রযুক্ত, উত্তম ধ্বনিযুক্ত, কোমলস্পর্শ, উত্তম গঠন, ও উত্তম-ধারযুক্ত খড়্গ ব্রাহ্মণ জাতি বলিয়া গণ্য। ইহার দ্বারা অত্যল্প ক্ষত হইলেই সর্ব্বাঙ্গে ঘোর যন্ত্রণা ও শোথ উপস্থিত হয়। মূর্চ্ছা, পিপাসা, দাহ ও জ্বরাভিভূত হইয়া শীঘ্রই প্রাণ বিযুক্ত করে। ইহার অন্য এক অদ্ভুত লক্ষণ এই যে, হরিতকী, আমলকী, ও বহেড়া, এই তিন দ্রব্য কুট্টিত করিয়া তাহা ধীরে ধীরে উল্লিখিত খড়্গের উপর এক দিবারাত্র রাখিয়া দিলে তাহার কষায় রসে উহা মলিন হইবে না, বরং অধিক পরিষ্কার হইবে। ইহার আরও এক পরীক্ষা আছে। যথা—নবোদিত সূর্য্য কিরণে শুষ্ক তৃণপুঞ্জের উপর এই ব্রাহ্মণজাতীয় অসিকে যদি কিয়ংক্ষণ স্থাপন করা যায়, তাহা হইলে তৃণগুলি দগ্ধ হইয়া যাইবে। এই খড়্গ সুলভ নহে। ইহা স্বর্গীয়। পৃথিবীর মধ্যে স্বর্গতুল্য কুশদ্বীপ ও হিমালয় প্রদেশে ইহা কখন কখন পাওয়া যায়।

ক্ষত্রজাতি—ধূম্রবর্ণ, সারযুক্ত তীক্ষ্ণধার, কর্কশধ্বনিযুক্ত, আঘাত সহ্যকারী,—এরূপ খড়্গ ক্ষত্রজাতি বলিয়া গণ্য। ইহার দ্বারা ক্ষত হইলে দাহ, তৃষ্ণা; মলমূত্র বিষ্টম্ভ, জ্বর, মূর্চ্ছা ও মৃত্যুও হইয়া থাকে। ইহা শাণযন্ত্রে ধরিলে বহু বহ্নিকণা নিঃসৃত হয় এবং বিনা সংস্কারে দীর্ঘকাল নির্ম্মল থাকে।

বৈশ্যজাতি—যাহা নীল ও কৃষ্ণবর্ণ যুক্ত, সংস্কার করিলে অত্যন্ত নির্ম্মল হয়, এবং শাণ না দিলে খরতা জন্মে না, এরূপ খড়্গ বৈশ্যজাতি বলিয়া গণ্য।

শূদ্রজাতি—মেঘের ন্যায় বর্ণ, ধার মোটা, ধ্বনি মৃদু, সংস্কার করিলেও মালিন্য যায় না, শাণ দিলেও খরতা জন্মে না, ক্ষত হইলে অত্যন্ত বেদনাদায়ক হয় না, এতদ্রূপ অসি শূদ্রজাতীয় এবং ইহা দূরে পরিত্যাজ্য।

খড়্গে যদি জাতিদ্বয়ের লক্ষণ দৃষ্ট হয়, তবে তাহাকে জারজ বা দ্বিজাতি খড়্গ

বলিয়া জানিবে। তিন জাতির লক্ষণ থাকিলে ত্রিজাতি এবং উল্লিখিত চারি জাতির লক্ষণ দৃষ্ট হইলে তাহাকে জাতি-সঙ্কর বলিয়া গণ্য করিবে ॥

## নেত্র।

ইতিপূর্ব্বে আমরা অসির নেত্র আছে এবং তাহা ত্রিংশৎ প্রকার বলিয়া উল্লেখ করিয়াছি। এক্ষণে সেই ত্রিংশৎ নেত্র কি ? তাহা পরিষ্কার করিয়া বলিব।

নেত্র শব্দের অর্থ অন্য কিছু নহে, ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের চিহ্ন। ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের লৌহ একত্রিত করিয়া অসির গঠন নিষ্পন্ন হয়। তাহাতে অসির কায়ায় ভিন্ন ভিন্ন চিহ্ন বা দাগ জন্মে। সেই সকল চিহ্ন বিশেষের নাম নেত্র। খড়্গতত্ত্ব-বিশারদ পণ্ডিতেরা বলিয়াছেন যে, নেত্রচিহ্ন ত্রিশ প্রকারের অধিক হয় না। কিরূপ চিহ্ন হইলে তাহা নেত্র বলিয়া গণ্য, তাহা ক্রমশঃ উদাহৃত হইতেছে।

চক্র—অসি অঙ্গে চক্রাকার চিহ্ন থাকিলে তাহা চক্রনেত্র। ইহা শুভ।

পদ্ম—পদ্মাকার কিম্বা পদ্মদলাকার চিহ্নের নাম পদ্মনেত্র। ইহাও ভাল।

গদা—ঊর্দ্ধগামী স্থূল গদাকার রেখার নাম গদা নেত্র।

শঙ্খ—খড়্গ মধ্যে শঙ্খাকার চিহ্ন থাকিলে তাহা শঙ্খনেত্র।

ডমরু—ডমরু তুল্য চিহ্ন ও তন্নামক নেত্র।

ধনুঃ—ধনুরাকার চিহ্ন ধনুনেত্র।

অঙ্কুশ—অঙ্কুশ ( ডাঙ্গশ ) সদৃশ চিহ্ন অঙ্কুশ নেত্র।

ছত্র—ছত্রাকার চিহ্ন ছত্রনেত্র।

পতাকা—পতাকাকার চিহ্ন পতাকা-নেত্র।

বীণা—বীণাকৃতি চিহ্ন বীণা-নেত্র।

মৎস্য—মৎস্য কিম্বা মৎস্যপুচ্ছ চিহ্ন মৎস্য-নেত্র।

শিব—শিবলিঙ্গাকার চিহ্ন শিব-নেত্র।

ধ্বজ- ধ্বজাকার চিহ্ন ধ্বজ-নেত্র।

এইরূপ অর্দ্ধচন্দ্র, কলস, শূল, ব্যাঘ্র-নেত্র, সিংহ, সিংহাসন, গজ, হংস, ময়ুর, জিহ্বা, দণ্ড, খড়্গ, মনুষ্য-পুত্রিকা, চামর, শিখা, পুষ্পমালা, ও সর্প নামক নেত্রের লক্ষণ জ্ঞাত হইবে। কোন খড়্গের এক নেত্র, কোন খড়্গের দ্বিনেত্র ও কোন খড়্গ বহুনেত্রও হইতে পারে, ইহাও জানিবে।

অরিষ্ট ।—এই অরিষ্টও চিহ্ন বিশেষ। যে চিহ্ন থাকায় অসি অমঙ্গলপ্রদ হয় সেই সকল চিহ্নের নাম অরিষ্ট। এই অরিষ্ট চিহ্ন ৩০ প্রকার। নেত্র চিহ্নের

সহিত অরিষ্ট চিহ্নের প্রভেদ জ্ঞান নিতান্ত সহজ নহে। এজন্য অরিষ্ট চিহ্নের লক্ষণগুলি বিশেষ সতর্কতার সহিত পরীক্ষা করা কর্ত্তব্য। পরন্তু খড়্গশাস্ত্রবিশারদ পণ্ডিতেরা বলেন যে, নেত্র চিহ্নের স্থান-নিয়ম আছে, কিন্তু এই অরিষ্ট চিহ্নের কোন স্থান নির্দ্দিষ্ট নাই। খড়্গের যে কোন স্থানে অরিষ্ট চিহ্ন দৃষ্ট হইলে তাহা পরিত্যাগ করা বিধেয়। অরিষ্ট চিহ্নের লক্ষণগুলি এই—

ছিদ্রারিষ্ট—ছিদ্রতুল্য চিহ্ন।

কাকপদ—কাকপদাকার চিহ্ন।

রেখা—ঊর্দ্ধ বা তির্য্যক ভাবে রেখা চিহ্ন।

ভিন্ন—ভাঙ্গা বলিয়া ভ্রম জন্মে এরূপ চিহ্ন।

ভেকশির—ব্যাঙের মস্তকাকার চিহ্ন॥

মূষিক—মূষিকার চিহ্ন।

বিড়াল-নেত্র—বিড়ালের চক্ষুর ন্যায় চিহ্ন।

শর্করা—দেখিতে কিম্বা স্পর্শ করিলে কাঁকরদার বলিয়া ভ্রম হয়, এরূপ চিহ্ন।

নীলী—নীল রসের দাগ লাগার ন্যায় চিহ্ন।

মশক—মশকাকার চিহ্ন-নিচয়।

ভৃঙ্গমা—অনেক বিন্দু চিহ্ন বা ভ্রমরপদ চিহ্ন।

সূচী - ঊর্দ্ধ বা তির্য্যক্ ভাবের সূচিবৎ রেখা চিহ্ন।

বিন্দু—উপরি উপরি বা অধঃ অধঃ বিন্দু ত্রয় বা বিষম বিন্দু সমূহের পঙ্‌ক্তি চিহ্ন।

কালিকা—অধঃ অধঃ ত্রিবিন্দু পঙক্তির চিহ্ন।

দারী—বহুস্থানে ঐ বিন্দু চিহ্ন।

কপোত—কপোত পক্ষীর পক্ষাকার চিহ্ন।

কাক—কাকাকৃতি চিহ্ন।

খর্পরাকার—খর্পরাকার চিহ্ন বা দাগ ( খর্পর—নরকপালাকার পাত্র )।

শকল—খণ্ডলৌহ সংলগ্ন আছে বলিয়া ভ্রম হয়, এরূপ চিহ্ন।

ক্রোড়—শূকরাকার চিহ্ন।

কুশপত্রক—কুশ গুচ্ছাকার চিহ্ন।

জাল—মধ্যস্থল কিম্বা অন্য কোন স্থান নিম্ন বলিয়া জ্ঞান হয়, এরূপ চিহ্ন।

করাল—অগ্রভাগ দীর্ঘ অথচ পল্লবিত, এরূপ রেখা চিহ্ন।

কঙ্কপত্র—কঙ্ক পত্রাকার চিহ্ন (কঙ্ক—পক্ষী বিশেষ। )

খর্জ্জুর—খর্জ্জুর-বৃক্ষাকার চিহ্ন।

শৃঙ্গ—গোশৃঙ্গাকার চিহ্ন।

পুচ্ছ—গোপুচ্ছাকার চিহ্ন।

খনিত্র—খনিত্র ( খন্তা তুল্য চিহ্ন )।

লাঙ্গল—লাঙ্গলাকার চিহ্ন।

বড়িশ—বড়িশাকার চিহ্ন ( বড়িশ—মৎস্য বেধন=বড়শী )।

এই সমস্ত অরিষ্ট চিহ্ন উত্তমরূপে বিবেচনা করিয়া দেখিবেক। নচেৎ অরিষ্ট লক্ষণাক্রান্ত অসি হইতে ভর্ত্তার বিবিধ বিপদ উত্থিত হইয়া থাকে।

## ভূমি।

অসির ভূমি আছে এবং তাহা দ্বিবিধ, ইহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, পরন্তু তাহার কোন লক্ষণ বলা হয় নাই। সুতরাং ভূমি জ্ঞানের নিমিত্ত এক্ষণে তদুভয়ের লক্ষণ নির্দ্দেশ করা যাইতেছে।

ভূমি শব্দের এক অর্থ ক্ষেত্র অর্থাৎ কায়া। এস্থলে সে অর্থ বলিবার কোন অভিপ্রায় নাই। উহার দ্বিতীয় অর্থ জন্মস্থান এস্থলে সেই অর্থই প্রতিপাদ্য। পরন্তু কেবল খড়্গের জন্মস্থান নহে, লৌহের জন্মস্থানও বক্তব্য। উৎপত্তি স্থানের গুণে খড়্গের যে উত্তমাধম গুণ জন্মে, তাহাই এই ভূমি পরীক্ষায় বক্তব্য।

খড়্গের ভূমি দ্বিবিধ। দিব্য ও ভৌম। স্বর্গ নামক স্থানে যে সকল লৌহ ও খড়্গ জন্মে সে সমস্তই দিব্য এবং ভারতভূমিতে যে সকল লৌহ ও খড়্গ জন্মে সে সকল ভৌম। এই দ্বিবিধ খড়্গের সামান্য লক্ষণ এই যে, পুরাকালে দেবগণ ও দানবগণ হইতে প্রথমতঃ খড়্গের জন্ম হয়। তদনুরূপ খড়্গ কোন কোন পুণ্য-স্থানে প্রতিষ্ঠিত আছে। তন্মধ্যে যে সকল খড়্গ স্থূলধার, অত্যন্ত হালকা, নির্ম্মল চিহ্ন যুক্ত, সুন্দর নেত্রযুক্ত, অরিষ্টহীন, সুরূপ, সংস্কার না করিলেও নির্ম্মল থাকে, দুর্ভেদ্য, ভাঙ্গিলে আর যোড়া দেওয়া যায় না, ধ্বনি উত্তম, যাহার দ্বারা ক্ষত হইলে দাহ ও অস্র পাক জন্মে—সেই সকল খড়্গ দিব্য বলিয়া জানিবে। এই দিব্য খড়্গ প্রাপ্ত হইলে জয় ও শ্রীবৃদ্ধি হয়।

ভৌম খড়্গের লক্ষণ পরিজ্ঞানার্থ অগ্রে লৌহ জ্ঞানের আবশ্যক আছে। সে সম্বন্ধে এইরূপ কিংবদন্তি আছে যে, পুরাকালে মহাদেব যখন বিষ ভক্ষণ করিয়াছিলেন তখন সেই ভক্ষ্যমান বিষ, বিন্দু বিন্দু ক্রমে দেশে দেশে উৎক্ষিপ্ত হইয়াছিল। সেই সকল বিষ হইতে সেই সেই দেশে কালায়স অর্থাৎ কৃষ্ণ লৌহ বা ইস্‌পাত জন্মিয়াছিল। আর তৎপূর্ব্বে যে অমৃত উৎপন্ন হয়, তাহা দেবতা কর্ত্তৃক পীত হইয়াছিল,

সেই পীয়মান অমৃতের বিন্দু যে যে স্থানে পতিত হইয়াছিল সেই সেই স্থানে শুদ্ধ লোহের জন্ম হইয়াছিল। বিষ-জন্মা লৌহ সকল অত্যন্ত কৃষ্ণবর্ণ ও কর্কশ। এ লৌহ শরীরে প্রবেশ করিলে মূর্চ্ছা, দাহ, জ্বর, মলমূত্রবিষ্টম্ভ, শোথ, হিক্কা ও বমি উপস্থিত হয়। আর যাহা অমৃতজন্মা—তাহার বর্ণ কর্বুর ও স্পর্শ মৃদু। এ লৌহের দ্বারা শরীর দৃঢ়, পালিত্য নাশ, মালিন্য নাশ, জরা ও ব্যাধি বিনাশ হয়। এই শুদ্ধ লৌহ বারাণসী, মগধ, সিংহল, নেপাল, অঙ্গদেশ, সুরাষ্ট্র এবং অন্য কোন কোন পুণ্যস্থানে উৎপন্ন হয়। বারাণসী জাত শুদ্ধ লৌহের দ্বারা যে সকল অসি প্রস্তুত হয়, সে সকল অসি স্নিগ্ধ, তীক্ষ্ণধার, সুচিহ্নশালী, লঘু অর্থাৎ হালকা, সুসংশ্লিষ্ট ও অভেদ্য। মাগধ অসি সকল কর্কশ, স্থূলধার, গূঢ়চিহ্নযুক্ত, গুরু অর্থাৎ ভারযুক্ত, ও দুঃসন্ধেয়। নেপাল দেশজাত অসি নিশ্চিহ্ন, নিশ্চল, মলিন, লঘু ও স্থূলধার। কলিঙ্গ দেশীয় অসি গুরু ও অত্যন্ত কর্কশ। সিংহল দ্বীপ জাত অসি ৪ চারি প্রকার হইয়া থাকে। তন্মধ্যে কোন অসি সুচিহ্নযুক্ত, ভারি, কর্কশ ও স্নিগ্ধধার। কোন অসি লঘু, স্নিগ্ধ ও স্থূলধার। কোন কোন অসি মিশ্রলক্ষণাক্রান্ত। ঔড্র কলিঙ্গ, ভদ্র, পাণ্ডি, অয়স্কান্ত ও বজ্র প্রভৃতি বহুপ্রকার শুদ্ধ লৌহ আছে। তন্মধ্যে এক মাত্র বজ্র লৌহই অস্ত্রের উপযুক্ত, অবশিষ্ট লৌহ সকল ঔষধের উপযোগী।

## ধ্বনি।

ধ্বনি অর্থাৎ শব্দের দ্বারা খড়্গের উত্তমাধম পরীক্ষা হইয়া থাকে। সেই ধ্বনি অষ্ট প্রকার, ইহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, কিন্তু কি কি প্রকার? তাহা পরিষ্কার করিয়া বলা হয় নাই, এজন্য এস্থলে তাহাও বলা আবশ্যক হইতেছে।

খড়্গের ধ্বনি প্রথমতঃ দ্বিবিধ। ঘোর ও ভার। এই দুয়ের অন্তর্গত প্রথমতঃ ৪।

খড়্গে নখাঘাত করিলে যদি হংসকণ্ঠধ্বনির ন্যায় ধ্বনি বহির্গত হয়, তাহা হইলে তাহাকে হংসধ্বনি বলা যায়। হংসধ্বনি-যুক্ত খড়্গ উত্তম বলিয়া গণ্য। ১ খড়্গে নখাঘাত করিলে যদি কাংস্য-ধ্বনির ন্যায় ধ্বনি বহির্গত হয়, তবে তাহাকে কাংস্যধ্বনি বলা যায়। ২

অসিতে আঘাত করিলে যদি মেঘগম্ভীর-ধ্বনি উত্থিত হয়, তবে তাহাকে অভ্র-ধ্বনি বলিব। ইহাও ভাল। ৩

খড়্গে আঘাত করিলে যদি ঢক্কাধ্বনির ন্যায় ভারধ্বনি বহির্গত হয়, তাহাকে ঢক্কাধ্বনি বলিব। ইহাও ভাল। ৪

অসিতে নখাঘাত করিলে যদি কাকস্বরের ন্যায় বিস্বর বহির্গত হয়, তবে তাহাকে কাক ধ্বনি বলা যায়। ইহা অত্যন্ত অধম। ৫

নখাঘাত করিলে যদি তরবারি হইতে বীণাধ্বনির অনুরূপধ্বনি জন্মে, তাহা হইলে তাহা তন্ত্রীধ্বনি বলিয়া গণ্য। ইহাও ভাল নহে। ৬

নখাঘাত প্রাপ্ত অসির অঙ্গ হইতে যদি গর্দ্দভের ন্যায় ভ্যাদ্‌ভেদে শব্দ বহির্গত হয়, তবে তাহার নাম খরধ্বনি। ইহা অত্যন্ত মন্দ। ৭

আঘাত প্রাপ্ত হইবামাত্র খড়্গ হইতে যদি প্রস্তরাঘাত তুল্য ধ্বনি জন্মে, তবে তাহাকে প্রস্তরধ্বনি বলা যাইবে। ইহাও অত্যন্ত অধম। ৮

সূক্ষ্মানুসূক্ষ্মরূপে ধ্বনির তারতম্য বুঝিতে অক্ষম হইলে এই সামান্য লক্ষণের অনুসরণ করিবে। কি? না গভীর ও তারধ্বনি ভাল, এবং উত্তান ও মন্ত্রধ্বনি মন্দ। ধ্বনি যদি উত্তম হয়, তবে অন্য কোন সুচিহ্ন না থাকিলেও তাহা গ্রাহ্য ও উত্তম বলিয়া গণ্য। যেমন অন্ধ ও কুরূপ মনুষ্য সুস্বর ও সুগায়ক হইলে সে উত্তম বলিয়া মান্য গণ্য হয়, এবং সর্ব্বসুলক্ষণ মনুষ্যও কুস্বর ও কুগায়ক হইলে নিন্দা প্রাপ্ত হয়, খড়্গ সম্বন্ধেও সেইরূপ জানিবে। খড়্গের ধ্বনি-বিজ্ঞান সম্বন্ধে এইরূপ লিখিত আছে যে, অসিতে নখ, কঠিন ও ক্ষুদ্র দণ্ড, লৌহ শলাকা, লোষ্ট্র ও কাঁকরের আঘাত করিবে। আঘাতটী যেন আল্‌গোচে করা হয়, এবং খড়্গকেও যেন আল্‌গোচে রাখা হয়। অতঃপর তাহা হইতে যে ধ্বনি উত্থিত হইবে—সেই ধ্বনির সহিত পূর্ব্বোক্ত পদার্থের ধ্বনির তুলনা করিবে। তুলনা করা অভ্যস্ত হইলে তখন অনায়াসেই ধ্বনির তারতম্য বা প্রভেদ জ্ঞাত হইতে পারিবে।

## মান।

অসির মান অর্থাৎ কায়ার দীর্ঘতা, খর্ব্বতা ও ওজনের অল্পাধিক্য প্রভৃতি উত্তমাধম গুণের জ্ঞাপক। এজন্য দ্বিবিধ পরিমাণের প্রতিও দৃষ্টি করা আবশ্যক।

পরিমাণ প্রথমতঃ দ্বিবিধ। উত্তম ও অধম। যাহা বিশাল ও লঘু তাহা উত্তম-মান এবং যাহা খর্ব্ব ও গুরু তাহা অধম-মান। ইহাও আবার ত্রিবিধ। আদি, মধ্য ও অন্ত্য। যাহার দীর্ঘতা ২০ মুষ্টি, বিস্তৃতি ৬ অঙ্গুলি এবং ওজনে ৮ পল, তাহা মধ্যম। যাহা ১২। ৮ কি ৯ মুষ্টি আয়ত, উক্ত মানের এক চতুর্থ ভাগ বিস্তৃতি এবং ওজনে তত পল, সে খড়্গ ভাল নহে।

এসম্বন্ধে খড়্গতত্ত্ববিৎ নাগার্জুন যাহা বলিয়াছেন, তাহাই খড়্গের উত্তমাধম পরিমাণ জ্ঞানের উৎকৃষ্ট উপায়। যথা—

"যাবত্যো মুষ্টয়ো দৈর্ঘ্যে তদর্দ্ধাঙ্গুলয়ো যদা।
প্রসরে তচ্চতুর্থাংশমিতি চৈব মানমুত্তমম্॥
যাবত্যো মুষ্টয়ো দৈর্ঘ্যে প্রসরে তৃত্রিভাগিকঃ।
পলৈস্তদর্দ্ধে স্তুলিতঃ স খড়্গো মধ্য উচ্যতে॥
যাবত্যো মুষ্টয়ো দৈর্ঘ্যে তুর্য্যাংশঃ প্রসরৈস্তু তৎ।
অধমঃ কীর্ত্তিতঃ খড়্গাস্তৎসমোবাধিকঃ পলৈঃ॥"

যত মুষ্টি দীর্ঘ, তত অঙ্গুলির চতুর্থ ভাগ বিস্তৃতি ও ওজন,—ইহাই খড়্গের উত্তম পরিমাণ। যথা (২০ মুষ্টি দীর্ঘ, ২॥০ অঙ্গুল বিস্তৃতি ও ২॥০ পল ওজন)।

যত মুষ্টি দীর্ঘ, তত অর্দ্ধ অঙ্গুলির তিন ভাগের এক ভাগ বিস্তৃতি এবং তাহার অর্দ্ধ পল ওজন,—ইহাই মধ্যম পরিমাণ। যথা ২০ মুষ্টি দীর্ঘ, ৩ অঙ্গুলি বিস্তৃতি এবং ৫ পল ওজন।

যত মুষ্টি দীর্ঘ, তত অঙ্গুলির ৪ ভাগের একভাগ বিস্তৃতি এবং তাহার অর্দ্ধ (সমান) বা অধিক পল ওজন। ইহা অধম পরিমাণ। ভোজদেব খড়্গের পরিমাণাদি সম্বন্ধে অন্যবিধ লক্ষণ ব্যক্ত করিয়াছেন যথা—

"দীর্ঘতা লঘুতা চৈব খরো বিস্তীর্ণতা তথা।
দুর্ভেদ্যতা সুমুখতা খড়্গানাং গুণসংগ্রহঃ॥
খর্ব্বতা গুরুতা চৈব মন্দতা তনুতা তথা।
সুভেদ্যতা দুর্ঘটতা খড়্গানাং দোষসংগ্রহঃ॥"

দীর্ঘ, লঘু অর্থাৎ হাল্কা, তীক্ষ্ণ, বিস্তৃত, দুর্ভেদ্য, সুগঠন,—এই গুলিই খড়্গের গুণ; এবং খর্ব্ব অথচ ভারি, নরম-ধার, সরু, ভঙ্গপ্রবণ ও গঠন ভাল নহে,—এই গুলিই খড়্গের দোষ। এই সকল গুণ দোষ বিচার পূর্ব্বক রাজা গুণযুক্ত অসিই ধারণ করিবেন।

অসিই রাজাদিগের যুদ্ধ কালের প্রধান সহায়। এজন্য রাজাদিগের বা যোদ্ধাদিগের অসির ধারণ ও সঞ্চালন ক্রিয়া শিক্ষা ও অভ্যস্ত করিতে হয়। যুদ্ধ শাস্ত্রের লিখিত ৩২ প্রকার করণ অর্থাৎ সঞ্চালন ক্রিয়া ও ভ্রমণ মার্গ সকল জ্ঞাত হইয়া তাহা উত্তমরূপ অভ্যস্ত করিতে হয়। বাম হস্তে চর্ম্ম (ঢাল) উদ্যত করিয়া দক্ষিণ হস্তে তরবারি ধারণ পূর্ব্বক বিবিধ প্রকার সঞ্চরণ মার্গে অবস্থান

করতঃ ছেদ, ভেদ, ছিদ্রকরণ, (স্ফুটান) বিদীর্ণ করণ ও প্রোথিতকরণ প্রভৃতির দ্বারা শত্রু-বল নষ্ট করিতে হয়। ৩২ প্রকার করণের অর্থাৎ গতির ও সঞ্চালন ক্রিয়ার নাম এই ;—

'ভ্রান্তমুদ্‌ভ্রান্তমাবিদ্ধমাপ্লুতং বিপ্লুতং স্থতম্।
সংযান্তং সমুদীর্ণঞ্চ নিগ্রহপ্রগ্রহৌ তথা ॥
পাদাবকর্ষ-সন্ধানে শিরো ভুজপরিভ্রমৌ।
পাশ পাদ বিবন্ধাশ্চ ভূম্যুদ্‌ভ্রমণকে তথা ॥
গতপ্রত্যাগতাক্ষেপাঃ পাতনোত্থানকে প্লুতম্।
লাঘবং সৌষ্ঠবং শোভা স্থিরত্বং দৃঢ়মুষ্টিতা।
তির্য্যগূর্দ্ধপ্রচরণে দ্বাত্রিংশৎ করণান্যথ ॥'

[ বৈশম্পায়নোক্ত ধনুর্ব্বেদ।

১ ভ্রান্ত, ২ উদ্ভ্রান্ত, ৩ আবিদ্ধ, ৪ আপ্লুত, ৫ বিপ্লুত, ৬ স্থত, ৭ সংযান্ত, ৮ সমুদীর্ণ, ৯ নিগ্রহ, ১০ প্রগ্রহ, ১১ পাদাবকর্ষণ, ১২ সন্ধান, ১৩ মস্তকভ্রামণ, ১৪ ভুজভ্রামণ, ১৫ পাশ, ১৬ পাদ, ১৭ বিবন্ধ, ১৮ ভূমি, ১৯ উদ্‌ভ্রমণ, ২০ গতি, ২১ প্রত্যাগতি, ২২ আক্ষেপ, ২৩ পাতন, ২৪ উত্থানক, ২৫ প্লুতি, ২৬ লঘুতা, ২৭ সৌষ্ঠব, ২৮ শোভা, ২৯ স্থৈর্য্য, ৩০ দৃঢ়মুষ্টিতা, ৩১ তির্য্যক্‌প্রচার, ৩২ ঊর্দ্ধপ্রচার।

কিরূপ কিরূপ ক্রিয়ার উপর এই সকল নাম সংযোজিত হইয়াছে সে সকল বর্ণনার দ্বারা বুঝা ও বুঝান যায় না। খড়্গ যুদ্ধের ক্রিয়া গুলি চক্ষে না দেখিলে কেবল নামের দ্বারা উক্ত ক্রিয়া বোধগম্য হইবার সম্ভাবনা নাই। আগ্নেয় ধনুর্ব্বেদেও ৩২ প্রকার খড়্গ-ক্রিয়ার উল্লেখ আছে। যথা—

ভ্রান্তমুদ্‌ভ্রান্তমাবিদ্ধমাপ্লুতং বিপ্লুতং স্থতম্
সম্পাতং সমুদীর্ণঞ্চ শ্যেনপাতমথাকুলম্ ॥
উদ্ধূতমবধূতঞ্চ সব্যং দক্ষিণমেব চ।
অনালক্ষিতি বিস্ফোটৌ করালেন্দ্রমহারবৌ ॥
বিকরালনিপাতৌ চ বিভীষণভয়ানকৌ।
সমগ্রার্দ্ধতৃতীয়াংশপাদপাদার্দ্ধ চারিজা ॥
প্রত্যালীঢ়মথালীঢ়ং বারাহং লুলিতং তথা।
ইতি দ্বাত্রিংশতো জ্ঞেয়া খড়্গচর্ম্মবিধৌ রণে ॥

পূর্ব্বোক্ত নামের মধ্যে কোন কোন নাম ইহাতেও দৃষ্ট হয়। পরন্তু যে সকল নামের ক্রিয়া ও পূর্ব্বোক্ত নামের ক্রিয়া এক রূপ কি ভিন্ন রূপ তাহা নির্ণয় করিতে পারিলাম না। ফল, খড়্গ সঞ্চালন ক্রিয়া গুলি প্রত্যক্ষ দর্শন না করিলে প্রকৃত-রূপে বোধগম্য করান যায় না।

আগ্নেয় ধনুর্ব্বেদের অন্য স্থানে লিখিত আছে যে, কৃপাণের দ্বারা হরনন, ছেদন, ঘাত, বলোদ্ধরণ, আয়তীকরণ,—এই পাঁচ প্রকার কার্য্য হয়। উক্ত ধনুর্ব্বেদে আরও লিখিত আছে যে, অসি রাখিবার স্থান কটিদেশ।

"কট্যাং বদ্ধা ততঃ খড়্গং বামপার্শ্বাবলম্বিনম্।
দৃঢ়ং বিগৃহ্য বামেন নিষ্কর্ষদ্দক্ষিণেন তৎ॥"

খড়্গাকে বাম পার্শ্বাবলম্বী করিয়া কটিদেশে বন্ধন করিবেক। যুদ্ধের সময় তাহার কোষ বাম হস্তে দৃঢ় ধারণ করিয়া দক্ষিণ হস্তের দ্বারা তন্মধ্য হইতে অসিকে নিষ্কাসিত করিবেক। এতদ্ভিন্ন পট্টিশ ও অসিপুত্রিকা প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন খড়্গের কার্য্য "আর্য্যজাতির যুদ্ধাস্ত্র" নামক প্রবন্ধে প্রকাশিত হইয়াছে।

---

# দেবযান।

মৃত্যুর পর, বা স্থূল দেহ পরিত্যাগের পর, আত্মা কিরূপে কোথায় যায়? এতৎপ্রসঙ্গে ভারত-বন্ধু সিনেট সাহেব Esorteric Buddhism পুস্তক মধ্যে "দেবচান" শব্দের উল্লেখ করিয়াছেন। এই দেবচান শব্দের প্রকৃত অভিধেয় কি? তাহা আমাদিগের ক্ষুদ্র বুদ্ধির গম্য নহে এবং তাহা কোন্ ভাষা হইতে গৃহীত তাহাও জানি না। বৌদ্ধ শাস্ত্র আলোচনায়, দেবচান শব্দ পাই নাই; তবে তিব্বৎ দেশীয় বৌদ্ধ শাস্ত্রে ঐ শব্দ থাকিলেও থাকিতে পারে। যদি আর্য্য-শাস্ত্র হইতে ঐ শব্দ গৃহীত, তবে তাহার প্রকৃত নাম, "দেবযান"। সংস্কৃত ভাষায় দেবযান কি? তাহা বর্ণন করিতেছি।

সংস্কৃত ভাষায় যে দেবযান শব্দ আছে, তাহার প্রকৃত অর্থ কি? তাহা সংক্ষেপে বলিলে মনস্তুষ্টি না হইবারই সম্ভব, সুতরাং আমাকে বাধ্য হইয়া এতৎ বিষয়ক একটী ক্ষুদ্র প্রবন্ধ লিখিতে হইতেছে।

সংস্কৃত ভাষায় কোন্ গ্রন্থে দেবযান শব্দ আছে? এই প্রশ্নের প্রত্যুত্তরে আমরা

বলি যে, সমস্ত অধ্যাত্ম শাস্ত্রেই ঐ শব্দ বিরাজ করিতেছে। বৈদিক আরণ্যক, উপনিষদ ও মহাভারতাদি গ্রন্থের প্রত্যেক রহস্যবিজ্ঞান অংশে ঐ শব্দের উল্লেখ দেখা যায়। যথা—

"বেত্থ দেবযানস্য বা পথঃ প্রতিপদং
পিতৃযানস্য বা যৎ কৃত্বা দেবযানং ব
পন্থানং প্রতিপদ্যন্তে পিতৃযানং বা।

[ আরণ্যকোপনিষদ্।

বেত্থ পথোর্দেবযানস্য পিতৃযানস্য বা ব্যাবর্ত্তনা ইতি।

[ ছান্দোগ্যোপনিষদ্।

ভারতবর্ষে যখন অধ্যাত্ম বিজ্ঞানের অত্যধিক উন্নতি হইয়াছিল, যে সময়ে শ্বেতকেতু, যাজ্ঞবল্ক্য, ব্যাস এবং অন্যান্য জন্মসিদ্ধ যোগিগণ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, দেবযান কি? তাহা সেই সময়ের মহাত্মারাই জানিতেন। তাঁহাদের আর্ষ-বিজ্ঞানের নিকট কিছুই দুর্জ্ঞেয় ছিল না। মরণের উত্তরকাল, জীবের ভবিষ্যৎগতি, আত্মার নির্ম্মোক্ষ, সমস্তই তাঁহারা তৃতীয় চক্ষুর দ্বারা ( ইহার নামান্তর যোগজ প্রজ্ঞা বা দিব্যচক্ষু ) দেখিতে পাইতেন। তাঁহারা বলিয়াছেন যে মরণের পর, বা স্থূলদেহ পরিত্যাগের পর, যাহারা উৎকৃষ্ট জীব তাহাদের ঊর্দ্ধগতি হয় এবং যাহারা নিকৃষ্ট প্রাণী তাহারা এই পৃথিবীতেই থাকে, তাহাদের আর ঊর্দ্ধগতি হয় না, প্রত্যুত ক্রমেই তাহাদের অধোগতি হইতে থাকে। ধর্ম্মকর্ম্মপরায়ণ শুদ্ধাত্মগণের ঊর্দ্ধ লোকে যাইবার দুইটী পথ আছে। তাহার একটী পথের নাম দেবযান এবং অন্যতর পথের নাম পিতৃযান। যাঁহারা অত্যন্ত শুদ্ধাত্মা, তাঁহারাই সেই উৎকৃষ্টতম দেবযান পথে গমন করেন; এবং যাঁহারা অপেক্ষাকৃত কিঞ্চিৎ মলিন, তাঁহারা পিতৃযানে আরূঢ় হন। দেবযান পথে গতি হইলে আর এ পৃথিবীতে ফিরিয়া আসিতে হয় না, অর্থাৎ মুক্তি হইয়া যায়; কিন্তু পিতৃযান পথে গতি হইলে, ক্রমে নানাবিধ স্বর্গলোক ভোগ করিয়া অবশেষে পুনর্ব্বার এই পৃথিবীতে আসিয়া জরা ও মরণাদি ভোগ করিতে হয়। যাহারা অত্যন্ত পাপী, অত্যন্ত মলিন, তাহারা এবং যাহারা ক্ষুদ্র প্রাণী তাহারা, উক্ত উভয় পথের কোন পথেই যাইতে সমর্থ হয় না। কেননা তাহাদের ঊর্দ্ধ-গতি-শক্তি নাই, সুতরাং তাহারা এই স্থানেই জন্মিয়া মরণের পর পুনরায় এই স্থানেই বৃক্ষাঙ্কুরের ন্যায় উৎপন্ন হইয়া ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। অন্য কোন লোকে তাহাদের গতি হয় না। সেই জন্যই ঋষিরা এই পৃথিবীকে দেবযান ও পিতৃযান ভিন্ন স্বতন্ত্র একস্থান অর্থাৎ তৃতীয় স্থান বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন।

বেদে ( আরণ্যকে ও উপনিষদে ) এতৎসম্বন্ধে একটী ক্ষুদ্র আখ্যায়িকা আছে, তাহা বলিতেছি।

অরুণ নামক ঋষির পৌত্র, শ্বেতকেতু নামক জনৈক ঋষিকুমার, পিতার নিকট অধ্যয়ন সমাপ্ত করিয়া আপনার বিদ্যাখ্যাতি বিস্তারার্থ, পঞ্চাল দেশীয় রাজসভায় গমন করিলেন। সভাসদ্‌গণকে বিদ্যাবাদে পরাভূত করিয়া অবশেষে রাজাকে পরাজয় করিবার উদ্দেশে তাঁহার সমীপগামী হইলেন। রাজার নাম প্রবাহণ এবং তাঁহার পিতার নাম জীবল। রাজা প্রবাহণ ইতিপূর্ব্বে ঋষিকুমারের বিদ্যাগর্ব্বের কথা শুনিয়াছিলেন, এক্ষণে তিনি আগমন মাত্রেই কুমারকে "ওহে বালক!" এতদ্রূপে সাবজ্ঞ সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "তুমি তোমার পিতার নিকট শিক্ষিত হইয়াছ?" শ্বেতকেতু বলিলেন, "হাঁ আমি শিক্ষিত হইয়াছি। যদি তোমার কোন জিজ্ঞাস্য থাকে ত, তাহা বলিতে পার।" প্রত্যুত্তর শুনিয়া, রাজা বলিলেন,—

"বেত্থ যথেমাঃ প্রজাঃ প্রযাত্যোবিপ্রতিপদ্যন্তা ইতি?"

এই সকল প্রজা মরণের পর যেরূপে যেখানে গমন করে, তাহা তুমি জান?

"নেতি হোবাচ।"

শ্বেতকেতু কহিলেন, না, "তাহা জানি না।"

"বেত্থ উ যথেমং পুনরাপদ্যন্তা ইতি?"

আচ্ছা, যেরূপে এই লোকে পুনরাগত হয়, তাহা জান?

"নেতি হৈ বোবাচ।"

"বেত্থ উ যথা লোক এবং বহুভিঃ

পুনঃ পুনঃ প্রযদ্ভির্নসম্পূর্য্যতা ইতি?"

বার বার বহুজীব জন্মিতেছে, মরিতেছে; তথাপি সে লোক ও এ লোক পরিপূর্ণ হয় না কেন তাহা জান?

"নেতি হো বাচ।"

"বেত্থ উ যতিথ্যাং আহুত্যাং হুতায়াং

আপঃ পুরুষঃ বাচো ভূত্বা সমুত্থায়ো ভবন্তীতি?"

আপ অর্থাৎ হোমীয় দ্রব্য সকল কতবার আহুত হইয়া অবশেষে পুরুষাকারে পরিণত হয়, তাহা তুমি জান?

"নেতি হৈ বোবাচ।" আমি তাহাও জানি না।

"বেত্থ উ দেবযানস্য বা পথঃ প্রতিপদং

পিতৃযানস্য বা যৎকৃত্বা দেবযানং বা পন্থানং
প্রতিপদ্যন্তে পিতৃযানং বা ?"*

জীব যে-কর্ম্ম করিলে দেবযানপথে বা পিতৃযানপথে গমন করে, তাহা জান ? "নাহ মত একঞ্চ না বৈদিতি হোবাচ।" এই পাঁচ প্রশ্নের একটীও জানিনা।

"অথনু কিং অনুশিষ্টোঽবোচথাঃ
যোহি ইমান্ নবিদ্যাৎ কথং স
অনুশিষ্টোঽহমিত্যব্রবীৎ ?"

তবে তুমি কি হেতু বলিলে আমি শিক্ষিত হইয়াছি ? যে ব্যক্তি এই সকল কথা জানে না, সে কি প্রকারে বলিতে পারে যে, আমি শিক্ষিত হইয়াছি ?

অতঃপর এতদ্রূপ সতিরস্কার বাক্যে লজ্জিত ও দুঃখিত হইয়া শ্বেতকেতু পুনর্ব্বার পিতার নিকট গমন করিলেন এবং তাঁহাকে বলিলেন, "আপনি আমাকে কিছুই উপদেশ করেন নাই ; অথচ বলিয়াছিলেন, 'আমি তোমাকে সমস্ত জ্ঞাতব্য উপদেশ করিলাম।' আমাকে যে উত্তমরূপ শিক্ষা দেন নাই, তাহার প্রমাণ এই যে, সেই দুর্বৃত্ত রাজা আমাকে পাঁচটী প্রশ্ন করিল আমি তাহার একটিরও সিদ্ধান্ত করিতে পারিলাম না।" অনন্তর তাঁহার পিতা বলিলেন "বৎস, এই পাঁচ প্রশ্নের সিদ্ধান্ত আমিও জ্ঞাত নহি। জ্ঞাত থাকিলে অবশ্যই আমি তাহা তোমাকে বলিতাম।" এই বলিয়া, তিনি সেই প্রবাহণ রাজার নিকট গমন করিলেন। রাজা প্রবাহণ মান্যতম ঋষিকে সমাগত দেখিয়া যথোচিত পূজা করিলেন, অনন্তর বলিলেন, "মহর্ষে ! আপনি মনুষ্য ব্যবহার্য্য প্রচুর ধন প্রার্থনা করুন।" ঋষি বলিলেন "রাজন্ ! তোমার মানুষধন তোমারি থাকুক, আমার তাহাতে প্রয়োজন নাই। তুমি যে আমার পুত্রের নিকট প্রশ্ন করিয়াছ, তাহার প্রত্যুত্তর কি, কেবল তাহাই আমি জানিতে ইচ্ছা করি অতএব তাহাই তুমি আমাকে উপদেশ কর।" রাজা এই কথা শুনিয়া মনে করিলেন, ব্রাহ্মণকে প্রত্যাখ্যান করা যায় না, সুতরাং বলিতেই হইবে। কিন্তু ইহা ন্যায়পূর্ব্বক বলা উচিত। ইহা ভাবিয়া তিনি বলিলেন, "তবে এখানে থাকিয়া কিছুকাল ব্রহ্মচর্য্য করুন,

---

* ছান্দোগ্য শ্রুতিতে এই প্রশ্নটি অন্য প্রকারে উক্ত হইয়াছে। যথা—"বেথ পথো দেবযানস্য পিতৃযানস্যবা ব্যবর্ত্তনা ইতি।" অর্থাৎ দেবযান পথ ও পিতৃযান পথ যে স্থানে গিয়া বিচ্ছিন্ন হইয়াছে, তাহা তুমি জ্ঞাত আছ ? একসময়ে দুই ব্যক্তি ইহলোক ত্যাগ করিল, পরন্তু গমনকালে তাহার একজন দেবযান পথে ও অন্যজন পিতৃযান পথে যায় কেন তাহা জান ? কোথা হইতেই বা তাহারা পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয় তাহা জান ?

তৎপরে বলিব। একাল পর্য্যন্ত এই বিদ্যা কেবল ক্ষত্রিয় জাতির মধ্যেই ছিল, ব্রাহ্মণেরা ইহা জানিতেন না। আজ হইতে ইহা ব্রাহ্মণেরা জানিবেন, ইহা বিবেচনা করিয়া আমার প্রতি আপনি অবশ্যই উক্ত বাক্যের নিমিত্ত ক্ষমা করিবেন।”

অনন্তর রাজা যথোচিত কালে ঋষিকে আহ্বান পূর্ব্বক প্রত্যেক প্রশ্নের সিদ্ধান্ত উপদেশ আরম্ভ করিলেন। সেই সকল উপদেশ মধ্য হইতে আমরা কেবল “দেবযান” পথটী সংগ্রহ করিলাম। অন্য গুলি সেই স্থলেই থাকিল।

রাজা প্রবাহণের মতে, দেবযান আর দেবলোক-প্রাপক পথ তুল্য কথা। সেই রূপ পিতৃযান আর পিতৃলোক-প্রাপক সমান। দুই পথের মধ্যে দেবযান পথটী বিবৃত করা গেল।

যে চামী অরণ্যে শ্রদ্ধাং সত্যমু-
পাসতে তে অর্চিরভিসম্ভবন্তি।
অর্চিষোঽহঃ। অহ্ন আপূর্য্যমাণ-
পক্ষম্। আপূর্য্যমাণপক্ষাৎ মাসান্।
ষন্মাসাং উদক্ আদিত্য এতি তান্
মাসান্। তেভ্যো মাসেভ্যো দেব-
লোকং। দেবলোকাদাদিত্যম্।
আদিত্যাৎ বৈদ্যুতম্। তান্ বৈদ্যু-
নান্ পুরুষোঽমানস * এত্য ব্রহ্ম
লোকান্ গময়তি। তেষু ব্রহ্ম
লোকেষু পরাঃ পরাবতো ভবন্তি।
তেষাং ন পুনরাবৃত্তিঃ। এষ দেবযানঃ পন্থাঃ।”

এই শ্রুতির সংক্ষেপার্থ এই যে, যাঁহারা এই শরীরে জ্ঞান উপার্জ্জন করিয়াছেন, যাঁহার পরিব্রাজক অথবা বানপ্রস্থ ধর্ম্মাবলম্বী হইয়া ভক্তি ও শ্রদ্ধা সহকারে মরণান্ত পর্য্যন্ত সত্যের অর্থাৎ ব্রহ্মের উপাসনায় রত হন, তাঁহারাই স্থূল দেহ পরিত্যাগের পর, প্রথমতঃ অর্চি নামক দেবতার অভিমুখে উপস্থিত হন। অর্চি-দেবতা উত্তর মার্গ অর্থাৎ প্রেতাত্মার উত্তরদিক্ গমনের পথ বিশেষ। অনন্তর তিনি তথা হইতে অহর্দ্দেবতার নিকট গমন করেন। পরে অহর্দ্দেবতা তাঁহাকে

---

* ছান্দোগ্য শ্রুতিতে মানসঃ পুরুষঃ এতৎ পরিবর্ত্তে আমনবঃ পুরুষঃ এতদ্রূপ পাঠ আছে।

শুক্ল পক্ষাভিমানিনী দেবতার নিকট সমর্পণ করেন। ক্রমে শুক্লপক্ষ দেবতা তাঁহাকে বহন করতঃ সূর্য্যের উত্তরায়ণ গতির অধিষ্ঠাত্রী দেবতাগণের নিকট সমর্পণ করেন। উত্তরায়ণ মাসের সংখ্যানুসারে তাহাদের অধিষ্ঠাত্রী দেবতার সংখ্যা হয়। অনন্তর তিনি সেই ষণ্মাস দেবতা কর্ত্তৃক অতিবাহিত হইয়া দেবলোক প্রাপ্ত হন। দেব লোক হইতে আদিত্য লোক এবং তথা হইতে তিনি বিদ্যুৎ লোকে গমন করেন। বিদ্যুৎ লোকে গমন করিলে পর, ব্রহ্মলোকবাসী অমানব পুরুষেরা আগমন করতঃ তাঁহাকে সেই অক্ষয় অব্যয় ব্রহ্মলোকে লইয়া যায়। * অনন্তর তিনি সেই স্থানে থাকিয়া ক্রমে সমধিক উৎকর্ষ লাভ করিতে থাকেন এবং অনেক কল্পান্ত কাল বাস করেন।

ইহলোক হইতে ব্রহ্মলোক গমনের যেরূপ ক্রম প্রদর্শিত হইল, মৃতাত্মার উন্নতির বা উর্দ্ধ গমনের সেই ক্রম-পারিপাট্যের নাম দেবযান। ইহার অন্য নামও আছে। "অর্চি মার্গ", "উত্তর মার্গ", "উত্তরগতি", "উত্তরপথ", "দেবমার্গ", ইত্যাদি।

যাঁহারা কেবল যাগ, যজ্ঞ, দান ও পূজা করেন, যাঁহারা অধ্যাত্ম তত্ত্বে অনভিজ্ঞ, যাঁহারা পাপক্ষয়ার্থ কোন তপশ্চর্য্যা করেন না, এ পথটি তাঁহাদের জন্য নহে। কোন কালেই তাঁহারা এ পথে যাইতে পারেন না। তাঁহাদের জন্য দক্ষিণ মার্গ অর্থাৎ পিতৃযান পথ নির্দ্দিষ্ট আছে।

দেবযান পথে বা উত্তরমার্গে আরূঢ় হইলে, তাঁহারা আর এ পৃথিবীতে প্রত্যাবর্ত্তন করেন না। ইহ সংসারে আর তাঁহাদের জন্মগ্রহণ করিতে হয় না। কিন্তু যাঁহারা দক্ষিণ মার্গে অর্থাৎ পিতৃযান পথে আরোহণ করেন, তাঁহারা ক্রমে চন্দ্রলোক প্রভৃতি দেবলোক ভোগ করিয়া পুনর্ব্বার এই পৃথিবীতে আসিয়া জন্মগ্রহণ করেন। আর যাঁহারা কোন প্রকার সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন না,

---

* ঋষিরা বলেন যে, ব্রহ্মলোকে দুই শ্রেণীর অমানব পুরুষ বাস করেন। যাঁহারা জ্ঞান বলে, বিদ্যাবলে, তপস্যাবলে মাহাত্ম্য লাভ করিয়া তথায় গমন করেন, তাঁহারা ভিন্ন অন্য এক শ্রেণীর অমানব পুরুষ আছেন। তাঁহারা ব্রহ্মার মানস সৃষ্ট এবং নিত্যোদিত-মাহাত্ম্য অর্থাৎ ইহাঁরা প্রাপ্তমহাত্ম্য নহেন। তাদৃশ মাহাত্ম্য তাঁহাদিগের স্বতঃ সিদ্ধ।

ছান্দোগ্য ব্রাহ্মণের মতে যাঁহারা প্রাপ্তমাহাত্মা ; কপিলের মতে তাঁহারা সিদ্ধ-আত্মা। থিয়োসফিষ্ট ভ্রাতৃগণ বোধ হয় ইঁহাদিগকেই Adept Brothers বলিয়া উল্লেখ করিয়া থাকেন। বিদ্যুৎ লোকে, অভাবপক্ষে আদিত্য লোকে না যাইতে পারিলে ব্রহ্মলোকবাসী অমানব পুরুষের সহিত সাক্ষাৎ হইবার সম্ভাবনা নাই। তন্নিম্নবর্ত্তী লোকে থাকিলে অল্পই সিদ্ধাত্মগণের সহিত ইহলোকের যোগী পুরুষের সাক্ষাৎ হওয়ার সম্ভাবনা আছে।

আপনার আধ্যাত্মিক বল বা ক্ষমতা বৃদ্ধি করেন না, তাঁহারা উল্লিখিত দুই পথের কোন পথই দেখিতে পান না। তাঁহারা উক্ত পথদ্বয়-ভ্রষ্ট হইয়া অনন্ত কালের জন্য এই স্থানেই—এই পৃথিবীতেই "ক্ষুদ্রাণ্যসকৃদাবর্ত্তীনি ভূতানি ভবন্তি" ক্ষুদ্রতম প্রাণী হইয়া বার বার জন্মেন ও বার বার মরেন। "য এতৌ পন্থানৌ ন বিদুঃ তে কীটাঃ পতঙ্গাঃ যদিদং দন্দশূকম্" উক্ত উভয় পথ ভ্রষ্ট জীবেরাই এই পৃথিবীতে কখন কীট, কখন পতঙ্গ, কখন বা দংশ ও মশকাদি রূপে জন্মিতেছে। ইহাদের পুনরুদ্ধার দুর্লভ। উদ্ধার হওয়া দূরে থাকুক, বরং ক্রমে "অনন্দা নাম তে লোকা অন্ধেন তমসা বৃতাঃ" তাহারা এমন নিম্ন লোকে যাইতে থাকে যে, সে সকল লোকে কিছু মাত্র আলোক, কিছু মাত্র জ্ঞান, কিছু মাত্র আনন্দ নাই,—নিরন্তরই সে সকল লোক অন্ধতমসে আবৃত আছে। সেই সকল পাপী আত্মারা তামিস্র, অন্ধতামিস্র, রৌরব, মহারৌরব, কাল সূত্র, সঞ্জীবন, অবীচি ও মহাবীচি প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন নরক লোকে যাইতে থাকে, কিছুতেই তাহাদের নিস্তার নাই। অতএব আমাদিগের, কেবল আমাদিগের নহে, প্রত্যেক মনুষ্যেরই সদা সর্ব্বদা সৎকর্ম্মে রত থাকা উচিত। এই দুর্লভ মানব জন্ম পাইয়া যদি আমরা আত্মোৎকর্ষ সাধন করিতে না পারি, উপাসনাদির দ্বারা আত্মার উৎকৃষ্ট শক্তি আহরণ করিতে না পারি, তাহা হইলে আমাদিগের নিশ্চয়ই সেই অনন্দলোকে যাইতে হইবে। এই দুর্লভ্য জন্ম পাইয়া যদি জন্মোচিত কার্য্যে পরাঙ্মুখ থাকি, কেবল পাশব পরিতৃপ্তির জন্য ব্যাপৃত থাকি, তাহা হইলে আর আমাদিগের জরা ও মরণাদি যন্ত্রণাময় সংসার হইতে উত্তীর্ণ হইবার সম্ভাবনা থাকিবেক না।

---

এই প্রবন্ধ বহরমপুর থিওসফিকেল সভার বার্ষিক অধিবেশনে পঠিত হইয়াছিল।

# রাজসূয় যজ্ঞ।

রাজসূয় যজ্ঞে সাধারণের অধিকার নাই। ইহা গুণবান্ ও ধনবান্ ক্ষত্রিয় রাজা ভিন্ন অন্যের অসাধ্য। কি প্রকার গুণসম্পন্ন রাজা এ যজ্ঞের অধিকারী হইতে পারেন, তাহা মহাভারতের সভাপর্ব্বে সবিস্তরে বর্ণিত আছে।

শতপথব্রাহ্মণে এই যজ্ঞের বিশেষ ব্যবস্থা আছে। তন্মতে ইহার প্রধান অঙ্গ ইষ্টি, পশু, সোম ও দর্ব্বী হোম। অগ্রে পবিত্র নামক সোম-যাগ, পরে অভি-ষেচনীয় যাগ, তৎপরে দশপয়যাগ ও কেশবপনীয়, তদনন্তর ব্যুষ্টি, তৎপরে দ্বিরাত্র এবং অবশেষে ক্ষত্রধৃতি নামক যাগ।

এই সাতটী যজ্ঞের সমষ্টিই রাজসূয়। "যো রাজসূয়েন যজতে দেবসৃষ্টোবা এস যজ্ঞঃ ক্রতুঃ—" ইত্যাদি ক্রমে চতুর্থ, পঞ্চম ও ষষ্ঠ কাণ্ডে বিবৃত আছে। এতদনুসারে কাত্যায়ন শ্রৌতসূত্রে রাজসূয়ের বিশেষ ব্যবস্থা বিধিবদ্ধ হইয়াছে। যথা—

"রাজ্ঞোরাজসূয়ঃ, (১) অর্থাৎ রাজসূয় যজ্ঞে রাজারই অধিকার। "অনিষ্টি-নোবাজপেয়েন"। (২) তাৎপর্য্য এই যে, যিনি বাজপেয় নামক যজ্ঞ করেন নাই তিনি এই যজ্ঞের অধিকারী। "ইষ্টিসোমপশবো ভিন্নতন্ত্রাঃ কালভেদাৎ"। (৩) আনুমতি প্রভৃতি ইষ্টি নামক যাগ, পবিত্র নামক সোমযাগ, পশুযাগ, এই যজ্ঞে ভিন্ন ভিন্ন কালে বিহিত আছে। ইত্যাদি।

আপস্তম্বসূত্রে ইহার বিস্পষ্ট বিধি আছে। "রাজা স্বর্গকামোরাজসূয়েন যজেত" অর্থাৎ স্বর্গকামী রাজা রাজসূয় নামক যজ্ঞ করিবেন।

অথর্ব্ববেদের বৈতানসূত্র সপ্তম অধ্যায়ের প্রারম্ভে ১৩টী সূত্র দ্বারা ইহার সংক্ষিপ্ত ক্রম নির্ণীত আছে। যথা—

"অথ রাজসূয়ঃ" (১) "তৈষ্যাঃ পুরস্তাৎ পবিত্রঃ" (২) পৌষী পূর্ণিমার পূর্ব্বে পবিত্র নামক সোমযাগ। "মাসান্তরেষু দশসংসৃপঃ" (৩) মাসান্তরে দশসংসৃপ নামক কার্য্য।—"মাঘ্যাং অভিষেচনীয়ঃ" (৪) মাঘী পূর্ণিমায় অভিষেচনীয় যাগ। "মরুত্বতীয়াদ্বার্হস্পত্যোষ্টিঃ" (৫) মরুত্বতীয় নামক কার্য্যের পর বৃহস্পতিসব নামক যাগ। "হবির্ধানযোঃপুরস্তাদ্বৈয়াঘ্রং চর্ম্ম" (৬) হবির্ধান নামক মণ্ডপের সম্মুখে ব্যাঘ্রচর্ম্ম স্থাপন। ইত্যাদি—

ফলতঃ এই যজ্ঞে বেদবিহিত হোম ও বলিদানাদি দ্বারা দেবগণের পূজা, দ্যূত ক্রীড়া, দিগ্বিজয়, শুনঃশেফীয় উপাখ্যান শ্রবণ, * পঞ্চবিধ সোম যাগ, † প্রভৃতি অনেক গুলি ক্রিয়ার অনুষ্ঠান হইত। সুতরাং ইহা বহুদিন সাধ্য।

"পবিত্র" নামক সোমযাগটী ইহার প্রথম অঙ্গ। ইহা বিধানানুসারে সমাপ্ত হইলে "চাতুর্মাস্য" যাগ করিতে হয়। পরে "দেবিকা" নামধেয় ইষ্টির অনুষ্ঠান, তৎপরে "অরত্নিহোম" নামক হোম করিতে হয়। ( এই সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র যাগ স্বতন্ত্র প্রস্তাবে বিবৃত করা যাইবে )। তৎপশ্চাৎ "অভিষেচনীয়" নামক সোম-যাগ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে ‡ এই দিবসে সমুদ্র, নদ, নদী, পুণ্য সরোবর, পুণ্য হ্রদ, এবং বিবিধ তীর্থ হইতে জল আনীত হইয়া, তদ্দ্বারা চারি প্রকার কাষ্ঠময় পাত্র মন্ত্রপাঠ পূর্ব্বক প্রপূরিত করা হয়। পাত্রচতুষ্টয়ের মধ্যে একটি পলাশ কাষ্ঠের, একটি উড়ুম্বর কাষ্ঠের, একটি অশ্বত্থ কাষ্ঠের এবং একটি বট কাষ্ঠের দ্বারা গঠিত। এই তীর্থ-জল-পরিপূরিত চারিটা কাষ্ঠ-নির্ম্মিত কলস চাতুর্বর্ণ্য সভার চারি দিকে স্থাপিত করা হয়। §

সভার মধ্যস্থানে খদির কাষ্ঠের অথবা উড়ুম্বর কাষ্ঠের মঞ্চ, তাহা ব্যাঘ্রচর্ম্মের দ্বারা আচ্ছাদিত এবং তদুপরি সুবর্ণ-নির্ম্মিত ফলক বা পীঠ ন্যস্ত করিয়া তাহার উপরে সহস্র-ছিদ্র-যুক্ত এক সুবর্ণ কলস ( অভিষেকের নিমিত্ত ) স্থাপন করা হইত।

অনন্তর "ব্রহ্মা" নামক পুরোহিত যজমানকে আগ্নীধ্র মণ্ডপের বাহিরে আনিয়া

---

* এই উপাখ্যান ঋগ্বেদে আছে। তাহা পুনরায় ব্যাসদেব মহাভারতে বিস্তার রূপে বর্ণন করিয়াছেন।

† পবিত্র, চাতুর্ম্মাস্য, দেবিকা, অরত্নি হোম এবং অভিষেচনীয়।

‡ এই দিবসে অর্ঘ দ্বারা সমাগত রাজগণের সৎকার করা হয়। ইহা "ততোঽভিষেচনীয়েঽহ্নি ব্রাহ্মণা রাজভিঃ সহ। তঞ্চবেদীং প্রবিবিশুঃ সৎকারার্হা মহর্ষয়ঃ।" ইত্যাদি ক্রমে সভাপর্ব্বীয় অর্ঘ্যাহরণ পর্ব্বে উক্ত হইয়াছে। এই উপলক্ষেই শিশুপাল বধ হইয়াছিল।

§ রাজসূয় সভায় চারি বর্ণেরই আগমন হইত। মহাভারতের বর্ণনা দৃষ্টে বোধ হয়, এই যজ্ঞে বর্দ্ধিষ্ণু অন্ত্যজ বর্ণেরাও সভা প্রবেশ করিত। যথা—"আমন্ত্রয়ধ্বং রাষ্ট্রেষু ব্রাহ্মণান্ ভূমিপানথ। বিশশ্চ মান্যান্ শূদ্রাংশ্চ সর্ব্বানানয়তেতি চ।" পুরুষশ্রেষ্ঠ যুধিষ্ঠির মহাত্মা সহদেবকে অনুমতি করিলেন, তুমি "রাজ্যস্থ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং মানার্হ শূদ্র সকলকে আমন্ত্রণ কর এবং আনয়ন কর" ইহা বলিয়া দিলেন এবং দেশে দেশে দূত প্রেরণ করিলেন।

কতকগুলি মন্ত্র পাঠ করাইতেন। সে সকল মন্ত্র কৃষ্ণ যজুর্ব্বেদের ১ কাণ্ডীয় ৮ প্রপাঠকের ১২ অনুবাকে উক্ত আছে। তাহার একটী মন্ত্র এই—

মাতৃত মাস্বন্তঃ ক্ষত্রস্যোলমসি ক্ষত্রস্য
যোনিরস্যাবিন্নো অগ্নির্গৃহপতি রাবিন্ন ইন্দ্রো
বৃদ্ধশ্রবা আবিন্নঃ পূষা বিশ্ববেদা আবিন্নৌ
মিত্রাবরুণাবৃতাবৃধাবাবিন্নে। ইত্যাদি

ইহার তাৎপর্য্যার্থ এই যে, অগ্নি যেমন যজ্ঞের দ্বারাই গৃহপতিত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, ইন্দ্র যেমন যজ্ঞের দ্বারা পূর্ণকীর্ত্তি হইয়াছেন, পুষাদেব যেমন সর্ব্বশিল্পজ্ঞানী, মিত্রাবরুণ নামক দেবতাদ্বয় যেমন সত্যসন্ধ, পৃথিবী যেমন ধারণ-শক্তি-সম্পন্না এবং অদিতি যেমন সর্ব্বদেবস্বরূপিণী অর্থাৎ সর্ব্বদেব-মাতা হইয়াছেন, সেইরূপ অমুক রাজার পুত্র, অমুক রাজার পৌত্র, অমুক নামা এই যজমান, এই যজ্ঞের দ্বারা এই রাজ্যের সমস্ত প্রজার উপর মহাধিপত্য ও মহারাজ্য প্রাপ্ত হইলেন এবং এই রাজ্যের মধ্যে মহাকুলত্ব লাভ করিলেন।

স্বর সহকারে মন্ত্র পাঠ সমাপ্ত হইলে পর, রাজা তাঁহার অভিপ্রেতার্থ প্রকাশ করত বলিতে থাকেন যে, "যজ্ঞফলদাতুঃ পরমেশ্বরস্য প্রসাদফলমিতি ভবদ্ভ্যঃ সূচয়ামি নত্বহং গর্ব্বোক্তিং ভণামীতি বিদন্তু ভবন্তঃ" অর্থাৎ আমি গর্ব্বোক্তি করিতেছি না; ইহা যজ্ঞফলদাতা পরমেশ্বরের অনুগ্রহের ফল, আমি ইহাই আপনাদিগকে জ্ঞাত করিতেছি।

যাগপ্রবৃত্ত রাজা এইরূপ বলিলে, ব্রহ্মা নামক ঋত্বিক্ সভাস্থ ক্ষত্রিয় প্রভৃতি ব্যক্তিসমূহকে সম্বোধন করিয়া বলিতে থাকেন,—"ভো ভারতাঃ অয়ং বঃ সর্ব্বেষাং রাজা সোমোঽস্মাকং ব্রাহ্মণানাং রাজা।" হে ভারতবাসিগণ! ইনি আপনাদের সকলেরই রাজা, সোম (লতা) আমাদের সকল ব্রাহ্মণের রাজা। *

* ইহাতে একটি গূঢ় অভিপ্রায় ব্যক্ত হইতেছে। রাজা রাজসূয় যজ্ঞ দ্বারা সকল প্রজার উপর আধিপত্য লাভ করিলেন কিন্তু ব্রাহ্মণেরা তাঁহার অধীনত্ব স্বীকার করিলেন না এবং তাহাই তাঁহারা কৌশল দ্বারা সভাস্থলে ব্যক্ত করিলেন।

অনন্তর রাজা দিগ্বিজয়ার্থ গমনের ইচ্ছা প্রকাশ করেন। * সমস্ত ঋত্বিক্ একত্রিত হইয়া যজমানের সর্ব্বত্র রক্ষা এবং জয়াশীর্ব্বাদ-সূচক বৈদিক কার্য্যের অনুষ্ঠান করেন। অগ্রে অগ্নি প্রভৃতি দেবতার উদ্দেশে হোম, পরে তাঁহাদের নিকট প্রার্থনা, তৎপরে আশীর্ব্বাদ ও দেবতা-প্রসন্নতা-বোধক কতিপয় বেদমন্ত্র জপ করেন।

এই কার্য্যের পর যজমান পত্নী-সমভিব্যাহারে পূর্ব্বোল্লিখিত স্নানপীঠে উপবিষ্ট হন। পরে "অধ্বর্য্যু" প্রভৃতি ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় প্রভৃতি সভাসদ্‌বর্গ একত্রিত হইয়া পূর্ব্বোক্ত জলপূর্ণ পাত্র গ্রহণ পূর্ব্বক এক সহস্রছিদ্র অভিষেক-পাত্র দ্বারা তাঁহাকে অভিষেক করিতে থাকেন। এই অভিষেকের কতকগুলি বৈদিক মন্ত্র আছে, অনাবশ্যক বিধায় তাহা এস্থানে উদ্ধৃত করা হইল না।

অভিষেক সমাপ্ত হইলে রাজা বিভব অনুসারে বস্ত্র, মাল্য ও আভরণে ভূষিত হইয়া, যদি শত্রু থাকে তবে তাহাকে জয় করিতে ইচ্ছুক হন এবং যে দিকে তাঁহার শত্রু বাস করে, সেই দিক লক্ষ্য করিয়া সসৈন্যে গমন করেন। যুদ্ধ ঘটিলে তাঁহাকে জয় করিয়া মহাসমারোহে নিজ রাজধানীতে আনয়ন করেন। (শত্রু না থাকিলে এই প্রয়াণ কার্য্যটীর অনুষ্ঠান হয় না।)

অনন্তর সভার চতুর্দ্দিকে পঙক্তি ক্রমে মঞ্চ সকল বিন্যস্ত করা হয়। মধ্যস্থলে এক উন্নত স্বর্ণ পীঠ স্থাপন করা হয়। রাজা সেই সৌবর্ণ মঞ্চে উপবিষ্ট হন। ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় প্রভৃতি উন্নত বিভিন্ন বর্ণেরা যথাযোগ্য নিম্নতন প্রদেশে উপবেশন করেন এবং তাঁহার বিজয় প্রশস্তি বা যশোগান করিতে থাকেন। এই সময়ে দ্যূতক্রীড়া করিবার বিধান আছে। ইহার পণ "অন্ন"।

এবম্প্রকারের রাজসূয় যজ্ঞটী যেমন পবিত্র নামক সোম যাগ দ্বারা আরম্ভ হয়, সেইরূপ সৌত্রামণী নামক অপর একটী যাগ দ্বারা সমাপ্ত করা হয়। এই সৌত্রামণী যাগের বিধি ব্যবস্থা কল্পসূত্রে আছে। সাধারণ সোমযাগ অপেক্ষা ইহাতে বিশেষ এই যে অশ্বিনীকুমার, সরস্বতী, সুত্রামা এবং ইন্দ্র ইহার প্রধান দেবতা। কাষ্ঠনির্ম্মিত তিনটী "সোম-পাত্র" এবং মৃত্তিকানির্ম্মিত তিনটী "সুরা-পাত্র"।

পিতৃউদ্দেশে যাগ এবং যাগের পর সুরাপান বিহিত আছে। "সৌত্রামণ্যাং

* দিক সকল যদি পূর্ব্ব হইতে বিজিত থাকে, তবে এখন কেবল ইচ্ছা মাত্র প্রকাশ করা হয় অবিজিত থাকিলেই তাহার অনুষ্ঠান হইয়া থাকে; যুধিষ্ঠির পূর্ব্বেই দিগ্বিজয় করিয়াছিলেন।

সুরাং পিবেৎ” এই শ্রুতিবাক্য সফল করিবার নিমিত্ত সুরা পান করা হইত, আমোদ উপভোগের নিমিত্ত নহে।

পূর্ব্বকালের রাজারা এরূপ রাজসূয় যজ্ঞ করিয়া আত্মাকে কৃতকৃতার্থ জ্ঞান এবং সম্রাট-উপাধি ধারণ করিতেন। মহাভারতে যুধিষ্ঠিরের রাজসূয়ও এবংবিধানে সমাপ্ত হইয়াছিল। ইহার অভ্যন্তরে “অর্ঘ্যাহরণ” “সমাগত সৎকার” “রাজার্হণা” প্রভৃতি যে সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অঙ্গ প্রত্যঙ্গ আছে, বাহুল্য ভয়ে গ্রথিত করা হইল না।

---

# অশ্বমেধ।

রাজসূয় অপেক্ষা অশ্বমেধ যজ্ঞটী সমধিক প্রাচীন বলিয়া অনুমিত হয়। কারণ ঋগ্বেদসংহিতা, যাহা ভট্টমোক্ষমূলার দ্বারা মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে রাজসূয়ের কোন প্রসঙ্গ নাই, কিন্তু অশ্বমেধের প্রসঙ্গ আছে। *

বস্তুতঃ আদিতম কালে এ সকল যজ্ঞের প্রচার ছিল না, শ্রৌত কালেই এ সকল আবিষ্কৃত হইয়াছিল। এই জন্যই পৌরাণিক কালের ঋষিরা বলিয়া গিয়াছেন “তপঃ পরং কৃতযুগে ত্রেতায়াং যজ্ঞমুচ্যতে।”

রাজসূয়ের ন্যায় অশ্বমেধেও রাজা ভিন্ন অন্যের অধিকার নাই। শুক্ল যজুর্ব্বেদের শতপথব্রাহ্মণের উত্তরভাগগত পাঁচটী অধ্যায়ে ইহার বিশেষ বৃত্তান্ত আছে। ১৩ প্র, ১, ৩, ৮ = ১ ব্রাহ্মণে “প্রজাপতিরশ্বমেধমসৃজত।” প্রজাপতি অশ্বমেধ যজ্ঞের সৃষ্টি করিয়াছেন। “প্রজাপতিরকাময়ত অশ্বমেধেন যজেয়মিতি” প্রজাপতি ইচ্ছা করিলেন, আমি অশ্বমেধ যজ্ঞ করিব। “রাজা বা এষ যজ্ঞানাং যদশ্বমেধঃ।” এই যে অশ্বমেধ, ইহা সকল যজ্ঞের রাজা। ইত্যাদি মন্ত্রে, ক্রমে অশ্বমেধ যজ্ঞের উৎপত্তি, ইতিহাস, ইতিকর্ত্তব্যতা, এবং তাহার ফল প্রভৃতি সমুদায় বৃত্তান্ত বর্ণিত হইয়াছে। এতদনুসারেই অথর্ব্ববেদীয় বৈতান সূত্র রচিত হইয়াছে।

---

* “অশ্বমেধস্য দানাঃ সোমা ইব আশিরঃ”

ইন্দ্রাগ্নী শতদাব্যাশ্বমেধে সুবীর্যং”

শতপথব্রাহ্মণ যেরূপ ক্রমে বলিয়াছেন, বৈতানসূত্রেও সেই রূপ ক্রমে লিখিত আছে। যথা—সপ্তমাধ্যায়ে "অথাশ্বমেধঃ। ১৪। ফাল্‌গুন্যা ব্রহ্মৌদনমৃত্বিগ্‌ভ্যশ্চতুর্থেভ্যো দদাতি। ১৫। হুতায়াং প্রাতরাহুতৌ ব্রহ্মণে বরম্‌। ১৬। আগ্নেয়ীষ্টিঃ পৌষ্ণী চ। ১৭। বাতরংহা ভবত্যশ্বম্‌। নিযুজ্যমানমনুমন্ত্রয়তে। ১৮। ইত্যাদি।

কাত্যায়নীয় শ্রৌত সূত্রের বিংশতিতম অধ্যায়েও এই যজ্ঞের বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। উপাধ্যায় কর্কাচার্য্য তাহার উত্তমবৃত্তি রচনা করিয়া গিয়াছেন। "রাজযজ্ঞোঽশ্বমেধঃ সর্ব্বকামস্য।" এইটিই তাহার প্রথম সূত্র। অত্র কর্কাচার্য্যঃ—রাজশব্দোঽভিষেকবতি ক্ষত্রিয়ে বর্ত্তত ইত্যুক্তং প্রদেশান্তরে। তথাচ ক্ষত্রিয়যজ্ঞং যদশ্বমেধঃ (১৩, ৪, ১, ২)। তস্মাদ্রাষ্ট্রপতিরশ্বমেধেন যজেতেতি (১, ৬, ৩)। রাজ্ঞো যজ্ঞঃ রাজযজ্ঞঃ ন ব্রাহ্মণবৈশ্যয়োরিতি। অশ্বমেধ ইতি ত্রিরাত্রস্য যজ্ঞক্রতো-র্নামধেয়ম্‌। স সর্ব্বকামস্য ভবতি।" ইত্যাদি।

অর্থাৎ রাজশব্দের অর্থ অভিষিক্ত ক্ষত্রিয়। অশ্বমেধ তাহাদেরই যজ্ঞ, ব্রাহ্মণ ও বৈশ্যের নহে। "অশ্বমেধ" এই শব্দটি যজ্ঞ বিশেষের নাম, অশ্ব থাকাতে নামের সার্থক্যও আছে। ইত্যাদি।

যাহা এই যজ্ঞের প্রধান অংশ তাহাই এস্থলে শতপথ ব্রাহ্মণ, তৈত্তিরীয় যজুঃ-সংহিতা, বৈতান সূত্র, কাত্যায়ন সূত্র ও জৈমিনীয়াশ্বমেধ, এই সকল গ্রন্থ হইতে উদ্ধার করিলাম। উল্লিখিত গ্রন্থনিচয় হইতে উহার ক্রম-পরিপাটী ও প্রধান প্রধান দ্রব্য ও দেবতার বিষয় সংক্ষেপে পরিচয় প্রদান করিতেছি।

এই যজ্ঞের প্রধান পশু অশ্ব। তদ্ভিন্ন ছাগ প্রভৃতি অন্যান্য পশুও এই যজ্ঞে আবশ্যক হইয়া থাকে। যজ্ঞমণ্ডপের দ্বারদেশে একবিংশতি যূপ উচ্ছ্রিত করা হয়। *

এই সকল যূপের মধ্যবর্ত্তী যূপস্তম্ভে যজ্ঞীয় অশ্ব বন্ধন করা হয়। অন্যান্য পশু অন্যান্য যূপে আবদ্ধ করা হয়। অনন্তর কএকটি বেদমন্ত্রের দ্বারা সেই যজ্ঞীয় অশ্বের সংস্কার সমাধা করিয়া যথেচ্ছা সঞ্চরণের নিমিত্ত তাহাকে মহারাজের আজ্ঞা-ক্রমে মুক্ত করা হয়। রক্ষার নিমিত্ত অস্ত্রশস্ত্রধারী বীর রাজকুমারগণ তাহার

---

* কৃষ্ণযজুঃ সংহিতায় ১ কাণ্ডের ৪ প্রপাঠকে ৪৫ অনুবাকের ভাষ্যে লিখিত আছে "একো যূপো বৈকাদশিনো বা অন্যেষাং যজ্ঞানাং যূপা ভবন্তি। একবিংশিন্যশ্চাশ্বমেধস্য" ইত্যাদি। অর্থাৎ অন্যান্য যজ্ঞে এক অথবা একাদশ যূপ আবশ্যক হয়, অশ্বমেধে একবিংশতি যূপ লাগে।

অনুগমন করেন। যাঁহারা অশ্বরক্ষক হন, মহারাজ তাঁহাদিগের প্রতি এইরূপ অনুজ্ঞা করেন যে, তোমরা এই অশ্বকে বাড়বানল, দাবানল, জল, ও বিবিধ সঙ্কট স্থান হইতে সাবধানে রক্ষা করিবে। এ যখন পররাজ্যে সঞ্চরণ করিবে, তখন যদি কোন রাজা ইহাকে নিরুদ্ধ করে, তবে তোমরা তাহাকে পরাজয় করিয়া অশ্বের উদ্ধার করিবে। যে যে ইহার বিরোধী হইবে, তোমরা তৎক্ষণাৎ তাহাদের প্রতিবিধান করিবে। যজ্ঞাশ্ব রক্ষাকরার ফল আছে, যাও, তোমাদের কুশল হউক।"

অনন্তর রাজকুমারেরা সকল দিকেই অশ্বকে সঞ্চারিত করিয়া পুনর্ব্বার যজ্ঞস্থানে আনয়ন করেন। এই কার্য্যে অনূ্যন ছয় মাস, অনধিক এক বৎসর কাল অতিবাহিত হয়। এক বৎসরের মধ্যে ফিরিয়া আসাই বিধি, বিঘ্নক্রমে অধিক কাল হইলে প্রায়শ্চিত্ত করিয়া যজ্ঞ সমাপ্ত করিতে হয়। যিনি রাজাধিরাজ মহারাজ ক্ষত্রিয়চূড়ামণি, তিনিই এই যজ্ঞে প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন। সুতরাং তাঁহার প্রতাপবলে ইহা সুসম্পন্ন হইয়া থাকে। অশ্ব ফিরিয়া আসিলে সংজ্ঞপন ধর্ম্মে তাহাকে বধ এবং হোমকার্য্য সমাপ্ত করা হয়।

জৈমিনীয়াশ্বমেধ গ্রন্থে এতৎ সম্বন্ধে যেরূপ বিধি ব্যবস্থা আছে, তাহাও এস্থলে প্রদান করিতেছি।

যুধিষ্ঠির উবাচ।

ব্রাহ্মণাঃ কতিসংখ্যাকাঃ দক্ষিণা কীদৃশী ক্রতোঃ।
হয়শ্চ কীদৃশো ভাব্যস্তন্মে ব্যাখ্যাতুমর্হসি ॥ ২৮ ॥

ব্যাস উবাচ।

দ্বিজা বিংশতিসাহস্রা মখাদৌ সম্প্রকীর্ত্তিতাঃ।
কুলীনাঃ সম্মতাঃ প্রাজ্ঞা বেদশাস্ত্রার্থপারগাঃ।
একৈকস্মৈ দ্বিজায়াত্র দক্ষিণাং প্রবদামি তে ॥ ৩৯ ॥
একোগজো রথশ্চৈকো হয়শ্চৈকঃ সকাঞ্চনঃ।
প্রত্যেকং গোসহস্রঞ্চ রত্নপ্রস্থং সকাঞ্চনম্ ॥ ৪০ ॥
ভারশ্চ কাঞ্চনস্যৈকঃ প্রদেয়া দক্ষিণা মখে।
যস্মিন্ দিনে হয়ো রাজন্ মুচ্যতে প্রথমা হি সা ॥ ৪১ ॥
দক্ষিণা কথিতা রম্যা তুরগং কথয়ামি তে।
গোক্ষীরসমবর্ণঞ্চ কুন্দেন্দুহিমসন্নিভম্ ॥ ৪২ ॥

পীতপুচ্ছং শ্যামকর্ণং সর্ব্বতোগতিমুত্তমম্।
শ্যামঞ্চাপি মহীপাল যজ্ঞেঽস্মিন্ তুরগং বিদুঃ॥ ৪৩॥
চৈত্রমাসস্য রাকায়াং মোচ্যোঽয়ং তুরগো নৃপ।
বর্ষমাত্রং রক্ষণীয়ঃ সর্ব্বযোধৈর্মহাবলৈঃ॥ ৪৪॥
পুত্রো বা বান্ধবঃ শূরো রক্ষণার্থং নিযুজ্যতে।
স্বয়ং যঃ কুরুতে যজ্ঞমসিপত্রব্রতং চরেৎ॥ ৪৫॥
নিয়তঃ স চ রাজেন্দ্র নাত্র কার্য্যা বিচারণা।
ইষ্টভোগান্ বর্ষমাত্রং সেবন্ নারীবিবর্জিতান্॥ ৪৬॥
একত্র শয়নং কার্য্যং পত্ন্যা সহ নরাধিপ।
যাবদাগমনং তস্য পুনরেব প্রজাপতে॥ ৪৭॥
তাবৎ প্রযত্নবান্ কর্ত্তা নিবসেৎ ধৈর্য্যসংযুতঃ।
হয়ঃ পুরীষং মূত্রং বা কুরুতে যত্র যত্র চ॥ ৪৮॥
গোসহস্রং প্রদেয়ং হি কর্ত্তব্যং হবনং দ্বিজৈঃ।
পূজনীয়াশ্চ তে বিপ্রা দক্ষিণাভির্ন সংশয়ঃ॥ ৪৯॥
ললাটে তুরগস্যাপি পত্রং সংলিখ্য কাঞ্চনম্।
বদ্ধ্বা স্বনামসংযুক্তং স্বপ্রতাপসমন্বিতম্॥ ৫০॥
কথনীয়মিদং বাক্যং ময়ায়ং তুরগোত্তমঃ।
বিমুক্তোঽসি নৃপঃ কশ্চিৎ প্রতিগৃহ্লাতু চেৎ বলী॥ ৫১॥
যস্তু তং প্রতিগৃহ্লাতি স জেতব্যো বলাৎ স্বয়ম্।
অনেন বিধিনা বীর ক্রতুরেষ প্রজায়তে॥ ৫২॥
অসিপত্রব্রতযুতো বহুপুণ্যফলপ্রদঃ।
এবমেব পুরা শক্রশ্চক্রে হয়ক্রতোঃ শতম্॥ ৫৩॥

(ইতি প্রথমঃ অধ্যায়ঃ॥)

যুধিষ্ঠির ব্যাসদেবকে জিজ্ঞাসা করিলেন, এই (অশ্বমেধ) যজ্ঞে কতগুলি ব্রাহ্মণ, কিরূপ দক্ষিণা এবং কি প্রকার অশ্ব আবশ্যক হয়, তাহা বিশেষ করিয়া কীর্ত্তন করুন। ৩৮।

ব্যাস কহিলেন, এই যজ্ঞে বিংশত্যধিক সহস্র ব্রাহ্মণের কথা কীর্ত্তিত হইয়াছে। তাহারা সৎকুলসম্ভূত, সকলের মান্য, প্রাজ্ঞ, এবং বেদশাস্ত্রে পারগ। এই যজ্ঞে প্রত্যেকের উদ্দেশে যেরূপ দক্ষিণা বিহিত আছে, তাহা বলিতেছি। ৩৯।

এক হস্তী, এক রথ, এক কাঞ্চনভূষিত অশ্ব, সহস্র গো, (অথবা মূল্য) প্রস্থ-

পরিমিত কাঞ্চনান্বিত রত্ন, এবং কেবল সুবর্ণও দক্ষিণা প্রদান করিতে হয়। মহারাজ! যে দিনে অশ্ব ত্যাগ করা হয়, সেই দিনের দক্ষিণা প্রথম দক্ষিণা। ৪১।

হে মহীপাল! এই যজ্ঞের দক্ষিণার কথা বলা হইল, এক্ষণে মনোজ্ঞ অশ্বের কথা বলিতেছি। দুগ্ধ, কুন্দফুল, কিংবা চন্দ্ররশ্মির সদৃশ বর্ণবিশিষ্ট, পীতপুচ্ছ, শ্যামবর্ণ, সর্ব্বপ্রকার ও উত্তম গতিশক্তিসম্পন্ন অশ্ব আবশ্যক হয়। শ্যামবর্ণ অশ্ব হইলেও হানি নাই। ৪৩।

রাজন্! চৈত্রী পূর্ণিমা তিথিতে অশ্ব মোচন করিতে হয়। এক বৎসর পর্য্যন্ত যুদ্ধবিশারদ মহাবল ক্ষত্রিয় সমূহ দ্বারা তাহার রক্ষা করিতে হয়। ৪৪।

পুত্র কি অন্য কোন শূর বান্ধবকে অশ্ব রক্ষার্থে নিযুক্ত করিয়া যজ্ঞকর্ত্তা স্বয়ং "অসিপত্র" ব্রতের অনুষ্ঠান করিবেন। হে রাজেন্দ্র! সংযত থাকিয়া এই কার্য্য করিবেক, কোন প্রকার বিচারণা করিবেক না। এই এক বৎসর নারী-ভোগ ব্যতীত অন্যান্য অভীপ্সিত বস্তু ভোগ করিতে পারিবেক। ৪৬।

অশ্বের প্রত্যাগমন পর্য্যন্ত ভোগ বিমুখ হইয়া নারীর সহিত এক শয্যায় শয়ন করিতে হইবেক। ইহা বড় সহজ ব্রত নহে। (ইহা খড়্গাধারে শয়নের তুল্য বলিয়া অসিপত্র নামে খ্যাত)। ৪৭।

অশ্বের প্রত্যাগমন পর্য্যন্ত অতিশয়িত যত্ন ও ধৈর্য্য অবলম্বন করিয়া বাস করিবেক। যে যে স্থানে অশ্ব পুরীষ অথবা মূত্র পরিত্যাগ করিবেক, সেই সেই স্থানে গোদান ও হোম করা কর্ত্তব্য। যাহারা হোম করিবেক, দক্ষিণা দান দ্বারা তাহাদিগকে পূজা করা কর্ত্তব্য। এ বিষয়ে সংশয় নাই। ৪৮—৪৯। অশ্বের ললাট প্রদেশে আপনার নাম ও প্রতাপ-চিহ্ন-যুক্ত কাঞ্চন-পত্র বাঁধিয়া দিবেক। এবং এই বাক্য উচ্চারণ করিবেক যে, "আমি এই উৎকৃষ্ট অশ্ব বিমুক্ত করিলাম, যদি কেহ বলবান রাজা থাকেন, তবে তিনি যেন ইহাকে বলপূর্ব্বক গ্রহণ করেন।" ৫০—৫১। কিন্তু যে ব্যক্তি ইহা গ্রহণ করিবেক, তাহাকে বলপূর্ব্বক জয় করিতে হইবেক। হে বীর! এইরূপ বিধানেই এই যজ্ঞ সম্পন্ন হইয়া থাকে। "অসিপত্র" ব্রতযুক্ত এই অশ্বমেধ যজ্ঞে অনন্ত ফল হইয়া থাকে। পূর্ব্বকালে ইন্দ্র এইরূপ বিধানে শত অশ্বমেধ করিয়াছিলেন। ৫৩।

উল্লিখিত বিধানে অশ্বমেধ যজ্ঞ সমাধা করিয়া যজমান মহাসমারোহে স্নান করিয়া থাকেন। এই স্নানের নাম "অবভৃথ"। সমস্ত মহাযজ্ঞেই এই স্নান বিহিত আছে। মহর্ষি মনু বলিয়াছেন,—

"শিষ্টা বা ভূমিদেবানাং নরদেব-সমাগমে।
স্বমেনোঽবভৃথে স্নাত্বা হয়মেধে বিশুধ্যতি।"

ঋত্বিক ও যজমান একত্র মিলিত হইয়া যখন অশ্বমেধ যজ্ঞের অবভৃথ স্নান করেন, তখন, অন্য পাপীও তৎসঙ্গে স্নান করিলে (আপনার পাপ খ্যাপন পূর্ব্বক) বিশুদ্ধ হইতে পারেন।

প্রাচীন কালের অশ্বমেধ যজ্ঞ এইরূপ; পরন্তু এতদ্ভিন্ন ইহার অন্যান্য অনেকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অঙ্গ আছে। বাহুল্য ভয়ে সে সকল এ স্থলে গ্রথিত করিলাম না।

---

# পুরুষমেধ-যজ্ঞ।

ইহা একটী ভয়ানক লোমহর্ষণ ব্যাপার। প্রাচীন কালে ইহা অনুষ্ঠিত হইত কি না, তাহা জানি না; কিন্তু শুক্ল যজুর্ব্বেদে * এ বিষয়ের প্রথম উল্লেখ দেখা যায়। অনেকে অনুমান করেন নরবলি তান্ত্রিক কাল হইতেই প্রচলিত; কিন্তু তাহা নহে; উহা বৈদিক কালের পুরুষমেধের রূপান্তর মাত্র। কারণ, মাধ্যন্দিনী শাখার শতপথ ব্রাহ্মণে এই যজ্ঞের বিস্পষ্ট উপদেশ আছে।

যথা—"অথ যস্মাৎ পুরুষমেধো নাম।
ইমে বৈলোকাঃ পুরুষমেব পুরুষো যোঽয়ং
পবতে সোঽস্যাং পুরিশেতে তস্মাৎ পুরুষ-
স্তস্থ যদেষু লোকেষন্নং তদস্যান্নং মেধঃ—"ইত্যাদি—

(উত্তরভাগের ষষ্ঠাধ্যায় দেখ)। অর্থ এই যে, যে কারণে যজ্ঞের "পুরুষমেধ" নাম, তাহা ব্যাখ্যাত হইতেছে। এই লোক পূর্ণ করিতেছেন বলিয়া "পুরুষ"। এই যিনি বাহিরে পবিত্র করিতেছেন (অর্থাৎ বায়ু) তিনিই এই পুরি অর্থাৎ শরীরে বাস করিতেছেন। এই হেতু ইহার নাম পুরুষ। এইরূপে ক্রমে "পুরুষ" শব্দের নিরুক্তি, "মেধ" শব্দের নিরুক্তি, যজ্ঞের উপর 'পুরুষমেধ" নামের প্রবৃত্তি, এবং এতাদৃশ যজ্ঞে কি কি কার্য্য করিতে হইবে সমস্তই এই অধ্যায়ে কথিত হইয়াছে। মহর্ষি কাত্যায়ন তাঁহার শ্রৌত সূত্রে এই যজ্ঞের কার্য্যবিভাগ সমস্ত উত্তম রূপে নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। যথা—"পুরুষমেধস্ত্রয়োবিংশতিদীক্ষা তিষ্ঠা কামস্য" (১)

---

* আমরা ইহার প্রমাণ আর্য্যসম্প্রদায়ের আচার ব্যবহার প্রস্তাবে উদ্ধৃত করিয়া দিয়াছি।

"ব্রাহ্মণ-রাজন্যয়োঃ" (২) "অগ্নিষ্টোমাবন্তরেণাতিরাত্র উকথ্যযজ্ঞঃ"। (৩) "তাব-স্তোহগ্নিষোমীয়াঃ (৪)। (ইত্যাদি একবিংশ অধ্যায় দেখ।)

উল্লিখিত কাত্যায়ন-সূত্র-নিচয়ের দ্বারা পুরুষমেধের এইরূপ সংক্ষেপার্থ সংকলন করা যায়। "সকল প্রাণীর শ্রেষ্ঠ হইব" এইরূপ কামনা-বিশিষ্ট পুরুষেরা পুরুষমেধের অনুষ্ঠান করিয়া থাকে। ব্রাহ্মণ এবং ক্ষত্রিয় এই উভয় জাতিই এই যজ্ঞের অধিকারী। বৈশ্য ও শূদ্রেরা করিতে পারিবেন না। ইহা এক প্রকার পঞ্চরাত্র যজ্ঞ। ইহার আদ্যন্তে "অগ্নিষ্টোম" যজ্ঞ এবং মধ্যে "অতি-রাত্র" যজ্ঞ। এই যজ্ঞের পশু ব্রাহ্মণ অথবা ক্ষত্রিয় হওয়া আবশ্যক। যাজক ব্রাহ্মণ হইলে ব্রাহ্মণ পশু, ক্ষত্রিয় হইলে ক্ষত্রিয় পশু *। এই যজ্ঞের দক্ষিণা অশ্বমেধের সমান ; কিন্তু ব্রাহ্মণ যাজক হইলে তাঁহাকে সর্ব্বস্ব দক্ষিণা দিতে হয়। পশ্চাৎ অরণ্য প্রবেশ অর্থাৎ সন্ন্যাস-ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে হয়।

অথর্ব্ববেদের বৈতান সূত্রেও এই রূপ ব্যবস্থা দৃষ্ট হয়। যথা—

"পুরুষমেধোহশ্বমেধবৎ" (১০)"যজমানস্য বিজিতং সর্ব্বং সমৈত্বিতি জনপদমুচ্চৈঃ শ্রাবয়তি" ( ১৩ ) পুরুষমেধ অশ্বমেধের ধর্ম্ম ক্রমেই অনুষ্ঠিত হইবেক। যাজকের সমস্তই জয় করা হইয়াছে, পুরোহিত ইহা জনপদবাসীকে শ্রবণ করাইবেন।

যাজক যদি ব্রাহ্মণ হন, তবে ব্রাহ্মণ পশু, এবং ক্ষত্রিয় হইলে ক্ষত্রিয় পশু, এবং অলাভ হইলে শত্রু জয় করিয়া তাহাকেই পশু করিয়া এই যজ্ঞ করিবেক। (১৬) তাহাকে স্নান করাইয়া, অলঙ্কার পরাইয়া, উৎসর্গ করিবেক, এবং "সহস্র-বাহু পুরুষঃ" ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ দ্বারা আমন্ত্রণ করিবেক, (১৯) ইত্যাদি ইত্যাদি (সপ্তম অধ্যায় দেখ)।

'হরিণীভিঃ শামিত্রে হ্রিয়মাণম্" "হরিণীভি" ইত্যাদি ঋক্ মন্ত্র পাঠ করিতে করিতে বধস্থানে লইয়া যাইবেক। "স্যোনাস্মৈ ভব পৃথিবী" ইত্যাদিক্রমে ঋক্ মন্ত্র দ্বারা নিপাতন এবং "সহস্রবাহুয়ায় সারস্বতৈঃ" ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা সংজ্ঞপ্ত অর্থাৎ বধ করিবেক।

এই যজ্ঞের অপর নাম 'প্রাজাপত্য ইষ্টি"। এই ভয়ানক যজ্ঞকাণ্ড বৈদিক কালেই লোপ হইয়াছিল।

---

* কাত্যায়ন সূত্রের বৃত্তিকার কর্কাচার্য্য একটী শ্রুতি প্রমাণ দিয়া বলিয়াছেন, যে, পুরুষ পশু বধ করিতে হয় না, পর্য্যগ্নিকৃত করিয়া উৎসর্গ মাত্র করিতে হয়। যথা…"কপিঞ্জলাদিবদুৎ-সৃজন্তি ব্রাহ্মণাদীন" (শ্রুতি) "গ্নিকৃতানুৎসৃজন্তীর্থঃ।" (বৃত্তি) অর্থাৎ কপিঞ্জল পক্ষী প্রভৃতির ন্যায় ইহাকে কেবল মাত্র পর্য্যগ্নিকৃত (অগ্নিপ্রদর্শন) করিয়া উৎসর্গ (ত্যাগ) করিবেক।

# রাজাভিষেক পদ্ধতি।

রামায়ণ, মহাভারত ও অন্যান্য পুরাণে প্রাচীন হিন্দুরাজাদিগের রাজাভিষেক সম্বন্ধে নানা কথা শুনা যায় এবং তাহা কিরূপে অনুষ্ঠিত হইত তাহা জানিবার জন্য অনেকেরই ইচ্ছা সমুদ্ভূত হইতে দেখা যায়। বস্তুতঃ তৎকালের হিন্দুরাজাদিগের রাজাভিষেক পদ্ধতি জানা না থাকাতে অনেকেই সেই সেই প্রস্তাব পাঠে অতৃপ্ত হইয়া থাকেন, ইহা দেখিয়া আজ আমরা তাঁহাদের সুগোচরার্থ এই প্রবন্ধ লিখিতে বাধ্য হইলাম।

বর্ত্তমান হিন্দুরাজগণ এই কার্য্য কিরূপে সম্পন্ন করিয়া থাকেন, তাহা আমরা সুন্দররূপে জ্ঞাত নহি। যাহাই হউক, বর্ত্তমান রাজগণের অভিষেক-প্রণালী আমাদের বর্ণনীয় বস্তু নহে। প্রাচীন কালের আর্য্য নরপতিগণ যেরূপে অভিষিক্ত হইতেন, তাহাই এ প্রবন্ধে বর্ণিত হইবেক।

## অভিষিকের বিধি।

হিন্দুরাজগণের মধ্যে কোন্ সময়ে অভিষেক বিধি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, তাহা অনুসন্ধান করিলে জানা যায় যে, উক্ত বিধি যজুর্ব্বেদের সময়েই সর্ব্ববাদিসম্মত ও সর্ব্বাঙ্গ সম্পন্নরূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। যজুর্ব্বেদে রাজসূয় যজ্ঞের অধিকারী নির্ণয় প্রসঙ্গে "স এষ মূর্দ্ধাবষিক্তো রাজা রাজসূয়েন যজেত" এইরূপ লিখিত হইয়াছে। অনন্তর যজুর্ব্বেদোক্ত বিধির অনুসরণ করিয়া অথর্ব্ববেদ তাহার প্রকৃত অনুষ্ঠান পদ্ধতি করিয়াছেন, ইহাও দৃষ্ট হয়। অতএব, রাজাভিষেক প্রথা বা ব্যাপারটী এদেশের বহু পুরাতন। অথর্ব্ববেদে যে অনুষ্ঠানসূত্র লিখিত হইয়াছে, বিষ্ণুধর্ম্মোত্তর, দেবীপুরাণ ও অগ্নি পুরাণ প্রভৃতি তাহাই বিশদ ও বিস্তৃত করিয়া স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র পদ্ধতি প্রণয়ন করিয়া গিয়াছেন।

## অভিষেকের উপর ব্রাহ্মণগণের কর্ত্তৃত্ব।

মহাত্মা মনুর সময়ে, রাজ্যাভিষেকের সহিত ধর্ম্মের সংস্পৃষ্টতা ও ব্রাহ্মণদিগের কর্ত্তৃত্ব ছিল। যথা—

"ব্রাহ্মং প্রাপ্তেন সংস্কারং ক্ষত্রিয়েণ যথাবিধি।
সর্ব্বস্যাস্য যথান্যায়ং কর্ত্তব্যং পরিরক্ষণম্।"
ব্রাহ্মং সংস্কারং—ব্রাহ্মণৈঃ কৃতং অভিষেকম্।

অর্থাৎ ব্রাহ্মণেরা যে ক্ষত্রিয়কে বিধিবিধানক্রমে অভিষেক (রাজ্যাধিকার দান) করেন, সেই অভিষিক্ত ক্ষত্রিয়ই ন্যায়ানুসারে এই সমস্ত প্রজার রক্ষণাবেক্ষণ করিতে পারিবেন, অন্যে নহে। প্রজাপালন করাই অভিষিক্ত ক্ষত্রিয়ের প্রধান ধর্ম্ম। এই মনুর বচন দ্বারা জানা গেল যে, পূর্ব্বে ব্রাহ্মণেরাই এদেশের হর্ত্তা কর্ত্তা বিধাতা ছিলেন, তাঁহারাই ক্ষত্রিয়দিগকে রাজ্যাধিকার দান করিতেন।

## অভিষেকের কাল।

চৈত্রমাস, মলমাস, ও বর্ষা ঋতুতে অভিষিক্ত হইবেক না। শনি ও মঙ্গল বার ভিন্ন বারে, চতুর্থী, চতুর্দ্দশী ও নবমী ভিন্ন তিথিতে এবং শ্রবণা, অশ্বিনী, পুষ্যা ও জ্যেষ্ঠা নামক নক্ষত্রে রাজ্যাভিষেক প্রশস্ত। শুক্রাস্তাদি জন্য কালাশুদ্ধিতেও ইহার নিষেধ আছে। এই কালনিয়ামক ব্যবস্থা সম্বন্ধে বিষ্ণুধর্ম্মোত্তর বলেন যে, "মৃতে রাজ্ঞি ন কালস্য নিয়মোঽত্র বিধীয়তে। যদি পূর্ব্বরাজার মৃত্যু হওয়ার পর অন্য রাজাকে অভিষেক করা আবশ্যক হয়, তবে সেই অভিষেক্তব্য রাজা আপাততঃ সামান্য স্নান (তিল সর্ষপাদির দ্বারা) ও জয় ঘোষণা করিয়া অন্য এক সিংহাসনে উপবিষ্ট হইয়া রাজকার্য্য করিবেন, পশ্চাৎ উপযুক্ত শুভ দিনে যথাশাস্ত্র অভিষিক্ত হইবেন। আর মূল রাজা যদি জীবিত থাকিয়া কোন উপযুক্ত কারণ বশতঃ অন্য কোন ব্যক্তিকে রাজা করিতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে আর অভিষেক্তব্য ব্যক্তিকে পূর্ব্বোক্ত বিধির অনুষ্ঠান করিতে হইবে না। তিনি একেবারে অভিষেক ও রাজাসন গ্রহণ করিতে পারিবেন।

## অভিষেকের দ্রব্যাদি।

মন্ত্রী, পুরোহিত দৈবজ্ঞ ও কতিপয় প্রজা। যজ্ঞীয় বেদী। সুবর্ণ কলশ। চারি বেদের পুরোহিত ব্রাহ্মণ। পার্ব্বত্য মৃত্তিকা, বল্মীক মৃত্তিকা, গজদন্ত মৃত্তিকা, সরোবরের ও হ্রদের মৃত্তিকা, দেবালয় মৃত্তিকা, ইন্দ্রালয় মৃত্তিকা, রাজপ্রাঙ্গণ মৃত্তিকা, সমুদ্রসঙ্গম বা নদীসঙ্গম মৃত্তিকা, নদীকূল মৃত্তিকা বেশ্যাদ্বার মৃত্তিকা, গজবন্ধন স্থান মৃত্তিকা, অশ্ববন্ধন স্থান মৃত্তিকা, গোষ্ঠমৃত্তিকা, রথ চক্র মৃত্তিকা, পঞ্চগব্য, ভদ্রাসন (ভদ্রাসন কি? তাহা পশ্চাৎ বলা যাইবেক,) সুবর্ণ কলশ, রৌপ্য কলশ, তাম্র কলশ, মৃত্তিকা কলশ, (এই সকল কলশ যথাক্রমে ঘৃত, দুগ্ধ, দধি ও জল পরি-

পূরিত থাকিবেক। ) মধু, কুশা, সহস্র ছিদ্র যুক্ত কলশ, সর্ব্বপ্রকার সুগন্ধ, সর্ব্বপ্রকার বীজ, পুষ্প, মাল্য, ফল, নবরত্ন, নদীজল, সরোবরজল, কূপজল, চতুর্দিকস্থ চতুঃসমুদ্রের জল, অভাবে গঙ্গাজল, তদভাবে ব্রাহ্মণেরা যে জল বলিবেন সেই জল, কিংবা যমুনার জল, নির্ঝর জল, ছত্রধারী, চামরধারী, বেত্রধারী, নানা প্রকার বাদ্য, সর্ব্বৌষধি ও মহৌষধি, ক্ষীরী বৃক্ষের শাখা, দর্পণ, ঘৃতকুম্ভ, উষ্ণীষ, শুভ্র বস্ত্র, নানা প্রকার অলঙ্কার ও অস্ত্র, বিষ্ণু ও ব্রহ্মপূজার দ্রব্য, অষ্ট পট্ট, ( অষ্ট পট্ট কি ? তাহা বলা যাইবেক ) বৃষাদি সপ্ত প্রকার পশু, অশ্ব, হস্তী, রথ, দানার্থ গাভী, তিল, স্বর্ণ, রৌপ্য, দুগ্ধ, দধি, ঘৃত, মোদক ও মহাদান (অশ্ব, হস্তী প্রভৃতি ) মঙ্গলদ্রব্য, বাণ, ধনু, খড়্গ এবং হোমের দ্রব্য।

## অভিষেকের পদ্ধতি। *

অভিষেচ্য অর্থাৎ ভবিষ্যৎ রাজা এই সকল দ্রব্য আয়োজন করিয়া শুভদিনে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চতুর্ব্বিধ প্রজার দ্বারা অভিষিক্ত হইবেন। অভিষেকের দিন অবধারিত হইলে তাহার পূর্ব্বে কোন এক দিবসে পুরোহিতের দ্বারা "ঐন্দ্রী শান্তি" নামে এক প্রকার শান্তি কার্য্য আছে, তাহার অনুষ্ঠান করিতে হয়। কিরূপে ঐন্দ্রী শান্তি করিতে হয়, এস্থলে তাহাও ব্যক্ত করা আবশ্যক বিধায় লিখিত হইল। †

---

* অথর্ব্ব বেদের গোপথ ব্রাহ্মণে যে সংক্ষিপ্ত রাজাভিষেক পদ্ধতি উক্ত হইয়াছে তাহা এইরূপ—

"অথ রাজ্ঞোঽভিষেকবিধিং ব্যাখ্যাস্যামো বিল্বপ্রভৃতীন্ সম্ভারসম্ভারান্ সম্ভৃত্য ষোড়শকলশান্ ষোড়শবিল্বানি বল্মীকস্য চ মৃত্তিকাং সর্বান্নং সর্বরসান্ সর্ববীজানি।

তত্র চত্বারঃ সৌবর্ণাশ্চত্বারো রাজতা শ্চত্বারস্তাম্রাশ্চত্বারো মৃন্ময়া স্তান্ হ্রদে সরসি বা উর্দ্ধস্রুতো নাম্নৈ নাম ইত্যুদকেন পূরয়িত্বা বেদীপৃষ্ঠে সংস্থাপ্য কুম্ভে বিল্বমেকৈকং দদ্যাৎ। সর্বান্নং সর্বরসান্ সর্ববীজানি চ প্রক্ষিপ্য উভয়ৈরপরাজিতৈরায়ুষ্যৈঃ স্বস্ত্যয়নৈঃ সৌবর্ণেষু সম্পাতান্ সংস্রাবৈ্যঃ সংসিক্তোযৈশ্চ রাজতেষু ভৈষজ্যৈবৈ রংহে। মুচৈস্তাম্রেষু সংবেশ সংবর্গ্যাভ্যাং তাতীয়ৈঃ প্রাণসূক্তেন চ মৃন্ময়েষু। ততস্তান্ কলশান্ গৃহীত্বা স্তোত্রিয়ৈঃ পবিত্রিয়ৈ রভিষ্টুতৈঃ রাজানমভিষিঞ্চেৎ। ভূমিমিন্দ্রিয়ঞ্চ বর্দ্ধয় ক্ষত্রিয়ং মে ইতি সিংহাসনমারূঢ়মভিমন্ত্রয়েৎ। এবমভিষিক্তস্তু রসান্ প্রাশ্নীয়াৎ ঋত্বিগ্ভ্যশ্চ দদ্যাৎ গোসহস্রং সদস্যেভ্যঃ কর্ত্রে গ্রামবরং বিপুলং যশঃ প্রাপ্নোতি ভুঙ্‌ক্তে ধরাং জিতশত্রুঃ সদা ভবেৎ।"

এই অথর্ব্ব বেদোক্ত পদ্ধতিটী পৌরাণিক পদ্ধতির মধ্যে নিবিষ্ট আছে ; সুতরাং ইহার স্বতন্ত্র বঙ্গানুবাদ করিতে হইবেক না। পৌরাণিক পদ্ধতির অনুবাদ দেখিলেই ইহার অর্থ প্রতীত হইবেক।

† এই ঐন্দ্রী শান্তির বিধি ও অনুষ্ঠান পদ্ধতি বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরোক্ত রাজাভিষেক সূত্রে প্রকাশ

পুরোহিত অভিষেকের পূর্ব্বে কোন এক শুভ দিনে মাস পক্ষ তিথ্যাদির উল্লেখ পূর্ব্বক "করিষ্যমাণ রাজ্যাভিষেকাঙ্গ ঐন্দ্রী শান্তিমহং করিষ্যামি" এইরূপ সংকল্প করিয়া গণপতি পূজা ও হোতা আচার্য্য ব্রহ্মা সদস্য এই চতুর্ব্বিধ ঋত্বিককে বরণ করিলেন। পরে, "অব্যদশ্চ ব্যসশ্চ বিনম্বিস্যামী মায়য়া। তাভ্যামুদ্ধৃত্য বেদমথ কর্ম্মাণি কৃন্মহে।" এই মন্ত্র পাঠ করিতে করিতে দাত্র গ্রহণ করিবেক। পরে কতকগুলি কুশা লইয়া "ঔষধাত দাতু পর্ব্বম্" এই বলিয়া সে গুলির মূল-দেশ ত্যাগ করিয়া কিঞ্চিৎ উপরিভাগে ছেদন করিবেক। অনন্তর "গ্রীষ্মস্তে ভূমে বর্ষাণি—" ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করত ভূমিকে নমস্কার করিয়া সেই স্থানে বেদী নির্ম্মাণ করিবেক। এই বেদীর মধ্যে কুণ্ড বা স্থণ্ডিল রচনা করিবেক। এই বেদীর উপরে অপর এক মহা বেদী প্রস্তুত করিবেক (কিরূপে বেদী নির্ম্মাণ করিতে হয়, তাহা অনাবশ্যক বোধে লিখিত হইল না।) এই মহা বেদীর মধ্যে "গ্রোধাস্তে ভূমে বর্ষাণি" ইত্যাদি মন্ত্র পাঠসহকারে একটী গর্ত্ত খনন করিবেক। সেই গর্ত্তটী পুনর্ব্বার মৃত্তিকান্তর দ্বারা "যত্তে উনং তত্তে আয়ুঃ—"ইত্যাদি মন্ত্রপাঠ করত প্রপূরিত করিবেক। অনন্তর এই মহাবেদীর উপরে 'ত্বমস্যা বপনী জনানাং -' ইত্যাদি মন্ত্রপাঠ করিয়া বালুকা বিস্তৃত করিবেক। ইহাতেও কুণ্ড বা স্থণ্ডিল রচনা করিবেক। এবং প্রথম বেদীর মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক রেখা রচনাও করিবেক। (ইহার প্রত্যেক ক্রিয়াই মন্ত্রপাঠ পূর্ব্বক করিতে হয়। সে সকল মন্ত্রও অনুষ্ঠান-প্রকার বর্ণন করিতে গেলে প্রস্তাব কর্কশ হইবে। নিষ্প্রয়োজনে প্রস্তাব বাহুল্য ও কর্কশ করা অন্যায় বোধে সে সকল নিঃশেষরূপে উল্লিখিত হইল না এবং মন্ত্রের প্রথমাংশ মাত্র লিখিত হইল।) রেখারচনা ও তাহার সংস্কার কার্য্য সমাপ্ত হইলে তাহাতে শরৎপক্ক ধান্য ও যব ছড়াইয়া দিবেক। অনন্তর "বেষেন ভূমিঃ পৃথিবী বৃতা—"ইত্যাদি মন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক জল প্রক্ষেপ করিবেক এবং "যস্যামন্নং ব্রীহিযবং যস্যাইমাঃ পঞ্চ কৃষ্টয়ঃ। ভূমেই পর্জ্জন্য পত্ন্যৈ নমোঽস্তু বর্ষমেদসে।" এই বলিয়া পৃথিবীকে নমস্কার করিবেক। অনন্তর "ত্বামগ্নে ভৃগবো নিষত্তাং—" ইত্যাদিমন্ত্রপাঠ সহকারে অগ্নি আনয়ন করিবেক। কষ্ঠ মন্থন জাত অগ্নি উত্তম; অসদ্ভাব হইলে অনিষিদ্ধ অগ্নিই গ্রহণ করিবেক। সেই অগ্নি কাংস্যাদি পাত্রে রাখিয়া তাহাতে মন্ত্রপাঠ পূর্ব্বক ব্রীহি ও যব

---

আছে। সেই দীর্ঘতম সূত্রটী আমরা প্রস্তাব শেষ উদ্ধৃত করিব। অনেক সংস্কৃত কথা একত্র থাকিলে সংস্কৃতানভিজ্ঞ লোকের প্রস্তাব পাঠে অসুখ জন্মে বলিয়াই আমরা সংস্কৃতাংশ অল্প পরিমাণে উদ্ধৃত করিলাম।

প্রক্ষেপ করিবেক। অনন্তর সেই অগ্নি মন্ত্র পাঠ সহকারে বেদীতে স্থাপন করিবেক। অগ্নি যথাবিধি প্রজ্বলিত হইলে তাহাতে "মমাগ্নেৰ্ব্বর্চঃ—"ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা তিনটী সমিধ প্রক্ষেপ করিবেক। ভবিষ্যৎ রাজা এই সময়ে সেই প্রজ্বলিত যজ্ঞাগ্নিতে "ব্রতপতে ত্বা—" ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিয়া একটী সমিধ হোম করিবেন। পরে প্রজ্বলিত বহ্নি ঈশান কোণে একটী সুবর্ণনির্ম্মিত কিংবা রজত-নির্ম্মিত অথবা তাম্রনির্ম্মিত জলপূর্ণ কলস স্থাপন করিয়া তাহা গন্ধ, পুষ্প, সর্ব্বৌ-ষধি, দূর্ব্বা, পঞ্চ পল্লব, পঞ্চ ত্বক, পঞ্চ গব্য, পঞ্চামৃত, সপ্ত প্রকার মৃত্তিকা, ফল, পঞ্চরত্ন, এক খণ্ড সুবর্ণ ও যুগ্ম বস্ত্রের দ্বারা অন্বিত করিবেন। এই সজ্জিত কলসটী যবপুঞ্জের কিংবা তণ্ডুলপুঞ্জের উপরে স্থাপন করিতে হইবেক। ইহার সম্মুখে অগ্নির পূর্ব্বভাগে গোচর্ম্মপরিমিত স্থান গোময় দ্বারা লিপ্ত করিয়া তাহাতে এক অচ্ছিন্ন বস্ত্র পাতিত করিয়া তদুপরি পঞ্চ বর্ণ গুণ্ডিকার দ্বারা এক অষ্টদল পদ্ম রচনা করিয়া তন্মধ্য ভাগে সুবর্ণনির্ম্মিত ইন্দ্র প্রতিমা স্থাপন পূর্ব্বক তাঁহাকে রাজার ন্যায় উপচার সকল মন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক অর্পণ করিবেক। এস্থলে উপচার শব্দের অর্থ পাদোদক, আসন, স্নানজল, মধুপর্ক, কুণ্ডল ও অন্যান্য অলঙ্কার, ছত্র, চামর, ধ্বজ ও পতাকা প্রভৃতি। (এই সকল উপচার বা দানীয় দ্রব্যের দানের এক একটী স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র মন্ত্র আছে, তাহা উল্লেখ করিবার কোন বিশিষ্ট ফল দেখা যায় না। ক্রম জানিবার জন্য লোকের কিঞ্চিৎ কুতূহল দেখা যায় বলিয়াই অভিষেকের ক্রমমাত্র দেখান হইতেছে)। পূজা সমাপ্ত হইলে পর যজমান সমিধ গ্রহণ পূর্ব্বক পঞ্চাহুতি প্রদান করিয়া ব্রহ্ম স্থাপন করিবেন। ব্রহ্ম স্থাপনের প্রণালী এইরূপ—

প্রথমে "ঋষীণাং প্রস্তরোঽসি—" ইত্যাদি মন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক এক খানি আসন প্রদান, পরে "অস্মিন কর্ম্মণি ত্বং ভূপতে ভুবনপতে—" ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিয়া তদুপরি পূর্ব্ববৃত ব্রহ্মাকে উপবেশন করাইবেন। অনন্তর ব্রহ্মা "অহং ভূপতিরহং ভুবনপতিঃ—" ইত্যাদি মন্ত্র জপ করিবেন।

ইহার পর হোতা (যিনি হোম কার্য্যে ব্রতী হইয়াছেন তিনি) এক মুষ্টি কুশা লইয়া, তাহা অগ্নিকুণ্ডের চতুর্দ্দিকে পাতিত করিবেন। ব্রহ্মাও সেই আস্তরণ কালে "দেবস্য ত্বা—" ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিবেন। এইরূপে কুশাস্তরণ, তাহার সংস্কার, জল প্রসেক ও পর্য্যগ্নিকরণ প্রভৃতি কার্য্য সকল শেষ হইলে, যজ্ঞীয় পাত্র সকল মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক জল ও অগ্নির দ্বারা সংস্কৃত করিয়া লইবেন। পরে আহুতি দান আরম্ভ করিবেন। আহুতি দানের নাম হোম, তাহা এস্থলে অনেক প্রকার।

প্রথম সপ্তাহুতি। এই সপ্তাহুতির ৭টী ঋক মন্ত্র আছে। পরে উত্তর পূর্ব্বার্দ্ধ তৎপশ্চাৎ দক্ষিণ পূর্ব্বার্দ্ধ হোম। তাহার পর অভ্যাতান নামক হোম। ইহাতে ১৭টী আহুতি সুতরাং ১৭টী মন্ত্র। ইহার পর উত্তরাঙ্গ হোম। ইহাতে ৫টী আহুতি ও পাঁচটী মন্ত্র। পরে সমৃদ্ধি হোম। সমৃদ্ধি হোমের পর সন্নতি হোম। সন্নতি হোমে ৪ আহুতি ও ৪ মন্ত্র। পরে স্বিষ্টিকৃৎ হোম। ইহাতে ১ আহুতি ও একটী মন্ত্র। তৎপরে একাদশ মন্ত্রের দ্বারা প্রায়শ্চিত্ত হোম। অনন্তর স্মৃতি হোম। স্মৃতি হোমে পাঁচ আহুতি। পরে সংস্থিতি হোমে ৭ আহুতি। পরে স্বাহুতিকে সমান হোম বলে। ( এই সকল আহুতি দানের পৃথক্ পৃথক্ মন্ত্র আছে—তাহা কস্মিন কালেও কাহারও আবশ্যক হইবার সম্ভাবনা নাই বলিয়া লিখিত হইল না )।

আহুতি দান সমাপ্ত হইলে, হোতা সেই সকল পূর্ব্বাস্তৃত কুশা সকল উঠাইয়া তাহা অগ্নিকুণ্ডে ( মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক ) নিক্ষেপ করিবেন। ইহার নাম বর্হিহোম। পরে অবশিষ্ট ঘৃতাদি দ্রব্যও বহ্নিতে মন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক নিক্ষেপ করিবেন। ইহার নাম সংস্রব হোম। পরে স্রাব অর্থাৎ আহুতি দানের পাত্র ইন্দ্র প্রতিমা সন্নিধানে স্থাপন করিয়া পুনর্ব্বার ইন্দ্রের পূজা করিবেন। পূজান্তে ইন্দ্রের ও তাঁহার পরিবার বর্গের উদ্দেশে মাষভক্তবলি নিবেদন করিয়া এই বলিয়া প্রার্থনা করিবেন,— "ভো ইন্দ্র! দিশং রক্ষ বলিং ভক্ষ যজমানস্য আয়ুষ্কর্ত্তা ক্ষেমকর্ত্তা শান্তিকর্ত্তা ভব।" ইহার পর দশটী মন্ত্রের দ্বারা দশ দিকে দশ দিক্ পতির উদ্দেশে বলি নিবেদন করিবেক। পরে ক্ষেত্র পালের উদ্দেশে মহাবলি প্রদান করিবেক। তাহার মন্ত্র এইরূপ—"ক্ষেত্রিয়া তথা ক্ষেত্রস্য পতিমা ক্ষেত্রপালায় ভূতপ্রেতপিশাচরাক্ষস-শাকিনীডাকিনীবেতালাদিপরিবারযুতায় নমঃ" মন্ত্রোচ্চারণ দ্বারা বলি প্রদত্ত হইবামাত্র তাহা শূদ্র কি দুর্ব্রাহ্মণের দ্বারা চতুষ্পথে কি তৎসদৃশ অন্য কোন স্থানে স্থাপিত করিবেক। অবশেষে শুচি হইয়া ঐন্দ্রী শান্তির পূর্ণতা সিদ্ধির জন্য পূর্ণাহুতি দান করিবেক। পূর্ণাহুতির দ্রব্য—অজ্য, বস্ত্রবেষ্টিত ও চন্দনম্রক্ষিত নারিকেল ফল। পূর্ণহোমের পর পুনর্ব্বার সমিধ হোম পরে মুখমার্জনাদি কতিপয় ও সূর্য্যদর্শনাদি কতিপয় ক্রিয়া মন্ত্রপূর্ব্বক অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। পরে অগ্নি বিসর্জ্জন, ব্রহ্ম উত্থাপন, উচ্ছিষ্ট মার্জ্জন, নমস্কার ও দক্ষিণা দান করিবেক।

এইরূপে শান্তিকার্য্য সমাপ্ত হইলে রাজা পত্নীসমভিব্যাহারে উপবিষ্ট হইবেন, এবং কুটুম্বমণ্ডল তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া বসিবেন। তৎপ্রকারে উপবিষ্ট রাজাকে পুরোহিতগণ শান্তিকলসস্থ জলের দ্বারা অভিষেক, পরে আশীর্ব্বাদ করিবেন।

অভিষেকের মন্ত্র অনেক, সুতরাং তাহা না লিখিয়া, কয়েকটী সংক্ষেপ প্রতীক মাত্রের উল্লেখ করিতেছি। "পবিত্রং শতধারং" "প্রযতেত পাপো লক্ষ্মীঃ" ইত্যাদি ৪টী মন্ত্র এবং হিরণ্যবর্ণাঃ" ইত্যাদি ১৮টী মন্ত্র।

এই অভিষেকের পর রাজা সর্ব্বৌষধি-লিপ্তাঙ্গে পবিত্র জলে স্নান করিবেন, শুভ্র বস্ত্র ও শুভ্র মাল্যাদি পরিধানপূর্ব্বক সপত্নীক হইয়া আচার্য্য ও পুরোহিত-দিগকে নমস্কার করিবেন এবং তাঁহাদিগকে বিবিধ দান দ্বারা পূজা করিবেন। দশ গাভী ও ততোধিক বৃষ, লাঙ্গল, অশ্ব, গ্রাম বা ভূমি, এই সকল দক্ষিণা দেয় বলিয়া বিহিত আছে। অবশেষে ১১ একাদশ সবৎসা ধেনু কোন সুব্রাহ্মণকে দান করিবার উপদেশ আছে। হস্তী, অশ্ব ও বিবিধ রত্ন দানের বিধিও দৃষ্ট হয়। এই রূপে ঐন্দ্রী শান্তি সমাপ্ত করিয়া প্রকৃত দিনে রাজাভিষেকের অনুষ্ঠান করি-বেন। সেই কার্য্য কিরূপে অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে, এক্ষণে তাহাই লিখিত হইতে চলিল।

* পুরোহিত ও অভিষেচ্য রাজা পূর্ব্ব দিনে উপবাসী থাকিয়া অভিষেক দিনের প্রাতে স্নান ও সন্ধ্যা বন্দনাদি নিত্য ক্রিয়া করণান্তে অভিষেক মণ্ডপে উপস্থিত হইবেন। শুভ্র বস্ত্র ও শুভ্র মাল্যাদি-বিভূষিত ও কুশহস্ত রাজা পূর্ব্বাভিমুখে আসনোপরি উপবিষ্ট হইয়া দেবতাদিগকে নমস্কারান্তে পূজা সমাপ্ত করিয়া মাস পক্ষ ও তিথ্যাদির উল্লেখ পূর্ব্বক "সকলরাষ্ট্রবশ্যতাকামঃ অহং সাম্বৎসর-পুরো-হিতাভ্যামাভ্যাভিষেচয়িষ্যে" এইরূপ সংকল্প করিয়া গণেশ পূজা, স্বস্তিবাচন, মাতৃকা পূজাদি আভ্যুদয়িকান্ত কার্য্য সমাধা করিলে, সাম্বৎসর অর্থাৎ দৈবজ্ঞ বা গণক পুরোহিত, তিন জন ঋগ্বেদী ও যজুর্ব্বেদী ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য অমাত্য, এক জন সামবেদী ব্রাহ্মণ অমাত্য, কি যে কোন বেদবেত্তা ব্রাহ্মণাদি বর্ণ ত্রয় ও অমাত্যকে বরণ করিবেন। সেই ব্রতীদিগকে মধুপর্ক, কুণ্ডলাদি অলঙ্কার, বস্ত্রাদি পরিচ্ছদ প্রদান পূর্ব্বক ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র এই চারি বর্ণের প্রধান প্রধান ব্যক্তিদিগের সমীপে দান মানাদির দ্বারা সংকার করিয়া নিকটে বসাইবেন। পরে পুরোহিত শুভ্রবস্ত্রাবৃত ও শুভ্রমাল্যাদি ভূষিত মস্তকে উষ্ণীষ বন্ধন পূর্ব্বক হোম স্থানে উপস্থিত হইয়া হোমের আয়োজনাদি করিবেন। হোমকুণ্ডের উত্তরে কদলীবৃক্ষের তোরণ ও স্তম্ভদ্বারবিভূষিত স্নানশালার মধ্যে কি যবপুঞ্জের উপর ৯টা কলস স্থাপন

---

* এই প্রারম্ভের পূর্ব্বে দৈবজ্ঞ ও পুরোহিত, অভিষেক্তব্য রাজার "রাষ্ট্রে অয়ং রাজা" এই বলিয়া জয় ঘোষণা সভামধ্যে ও সর্ব্বত্র করিবেন। ইহার প্রমাণ বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে "ঘোষয়িত্বা জয়ং চাস্য সাম্বৎসর পুরোহিতৌ।" ইত্যাদিক্রমে উক্ত হইয়াছে।

করিয়া তাহা তীর্থজলাদির দ্বারা প্রপূরিত করিবেন। সেই সকল কলশে সর্ব্বৌষধি, সর্ব্বগন্ধ, সর্ব্বরত্ন, সর্ব্বপ্রকার বীজ, ফল, ক্ষীরী বৃক্ষের শাখা ও ক্ষীরিণী লতার পল্লব নিক্ষেপ করিবেন। অনন্তর তাহা শুভ্র বস্ত্র ও শ্বেত মাল্যের দ্বারা বেষ্টিত করিবেন। সেই নব কলসের সমীপে একটি পঞ্চগব্যযুক্ত জলপরিপূর্ণ মৃত্তিকা কলস, একটি ঘৃতপূর্ণ সুবর্ণ কলস, একটি দুগ্ধ পূর্ণ রৌপ্য কলস, একটি দধি পূর্ণ তাম্র কলস এবং মধুপূর্ণ মৃত্তিকা কলস স্থাপন করিবেন। তৎপার্শ্বে কুশোদকপূর্ণ মৃত্তিকা কলস, শতছিদ্রযুক্ত সুবর্ণ কলস, নদীজলপূর্ণ সরোবর জলপূর্ণ, কূপজলপূর্ণ ও চতুঃসমুদ্রোদকপূর্ণ কলস সকল স্থাপন করিবেন। এই সকল কলসের পরিমাণ উচ্চ ১৬ অঙ্গুল এবং ৫২ অঙ্গুল সূত্রের দ্বারা বেষ্টিত হয়, এইরূপ স্থূল হওয়া আবশ্যক।

এই সকল দ্রব্যসম্ভার আয়োজিত হইলে পুরোহিত আথর্ব্বণ গৃহ্যোক্ত প্রণালী অবলম্বন করিয়া বহ্নিস্থাপন করিবেন। পরে পূর্ব্বোক্ত ঐন্দ্রী শান্তি প্রকরণোক্ত সপ্তদশ আহুতি প্রদান করিবেন। অনন্তর শর্ম্মগণ, বর্ম্মগণ, স্বস্ত্যয়নায়ুষ্য, অভয়া, অপরাজিতা, এতন্নামধেয় মন্ত্র সমূহের দ্বারা ঘৃতাহুতি প্রদান করিবেন। (এই পঞ্চগণ মন্ত্রগুলি আথর্ব্বণ গৃহ্য পরিশিষ্টে উক্ত আছে, নিষ্প্রয়োজন বিধায় সে সকল মন্ত্র উদ্ধৃত করিলাম না)। হোমকুণ্ডের নিকট যে কলস স্থাপিত হইয়াছিল, প্রত্যেক আহুতির উৎসৃষ্ট ভাগ সেই সকল কলসে নিক্ষেপ করিতে হইবে। পুরোহিত এবম্প্রকারে হোম করিবেন, রাজা তাঁহার দক্ষিণভাগে দৈবজ্ঞ, সদস্য ও মন্ত্রী প্রভৃতির সহিত উপবিষ্ট হইয়া সেই হুয়মান অগ্নির সুলক্ষণ দুর্লক্ষণ দেখিতে থাকিবেন। অগ্নির আবার সুলক্ষণ দুর্লক্ষণ কি? যদি জানিতে ইচ্ছা হয়, এজন্য তাহার দুই একটী কথা বলিতেছি, তদ্দ্বারা প্রাচীন হিন্দুদিগের বিশ্বাসের গতি কিরূপ ছিল তাহা বুঝিতে পারিবেন।

"প্রসন্নার্চির্মহাজ্বালঃ স্ফুলিঙ্গরহিতোহি সঃ।
স্বাহাবসানে জ্বলনঃ স্বয়ং দেবমুখং হবিঃ।
যদা ভুঙক্তে মহাভাগ! তদারাজ্ঞোহিতং বদেত্। ইত্যাদি।

হুয়মান অগ্নির যদি কোন দুর্লক্ষণ দৃষ্ট হয়, তবে তৎসূচক অনিষ্টনাশের জন্য অন্য এক স্বতন্ত্র শান্তির অনুষ্ঠান করিতে হইবেক।

প্রধান হোম সমাপ্ত হইলে ঐন্দ্রী শান্তিতে যে সকল হোমের উপদেশ আছে, সেই সকল হোমেরও অনুষ্ঠান করিবেন। হোম সমাপ্ত হইলে পর রাজা স্নানাদির দ্বারা শুদ্ধ হইয়া পুর্ব্বকল্পিত স্নানশালায় গমন করিবেন, পুরোহিত ও

দৈবজ্ঞ তখন তাঁহাকে নিম্নলিখিত প্রকারে অভিষেক করিবেন। পুরোহিত প্রথমে সেই রাজার মস্তকে "সহস্র শীর্ষা—" ইত্যাদি মন্ত্রের দ্বারা পর্ব্বত মৃত্তিকা প্রদান, পরে কর্ণপ্রদেশে বল্মীকমৃত্তিকা, ক্রমে গ্রীবা, হৃদয়, হস্তদ্বয়, বাহুদ্বয়, পৃষ্ঠ, উদর, পার্শ্ব, কটি, উরুদ্বয়, জানুদ্বয়, জংঘাদ্বয়, পদদ্বয় এবং অবশেষে সর্ব্বাঙ্গে সেই সকল পূর্ব্বাহৃত মৃত্তিকা মন্ত্রপূত করিয়া লেপন করাইবেন।

এইরূপে মৃত্তিকাস্নান সমাপ্ত হইলে সেই পূর্ব্ব-স্থাপিত কলসস্থ পঞ্চগব্য-মিশ্রিত জলের দ্বারা স্নান করাইবেন। (ইহার মন্ত্র ৬টী কিন্তু তাহা পরিত্যাগ করা গেল)। অনন্তর রাজা সে আসন পরিত্যাগ করিয়া পূর্ব্বনির্ম্মিত ভদ্রাসনে উপবিষ্ট হইবেন। এই ভদ্রাসন সুবর্ণ কিংবা রৌপ্য অথবা তাম্র কিংবা ক্ষীরী কাষ্ঠের দ্বারা নির্ম্মিত হয়। মাণ্ডলিক হইলে ভদ্রাসনটীর উচ্চতা একহস্ত এবং বিস্তারেও এক হস্ত। রাজা হইলে তাহা সপাদ হস্ত এবং মহারাজ হইলে তাহা সার্দ্ধ হস্ত পরিমাণে নির্ম্মিত হইয়া থাকে। *

অভিষেচ্য রাজা ভদ্রাসনে বসিলে, পুরোহিত, পূর্ব্বদিকে দাঁড়াইয়া পূর্ব্ব স্থাপিত সেই ঘৃত কুম্ভের দ্বারা তাঁহার দক্ষিণ ভাগে দাঁড়াইয়া অভিষেক করিবেন। পরে ক্ষত্রিয়া জাতীয় অমাত্য সেই পূর্ব্বসংস্থাপিত দুগ্ধপূর্ণ রৌপ্য কলসের দ্বারা তাঁহার অভিষেক করিবেন। অনন্তর বৈশ্যামাত্য পশ্চিম দিকে দাঁড়াইয়া সেই দধিপূর্ণ তাম্রকলসের দ্বারা স্নান করাই-বেন। পরে সামবেদী অমাত্য উত্তর দিকে অবস্থিতি করিয়া সেই মধুপূর্ণ মৃত্তিকা কলসের দ্বারা অভিষেক করিবেন এবং তিনিই সেই কুশোদকপূর্ণ মৃৎকুম্ভের দ্বারা তাঁহাকে স্নান করাইবেন। ইহাঁদের জন্যও স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র মন্ত্রের উল্লেখ আছে, এক্ষণে তাহার কোন প্রয়োজন নাই বলিয়া উদ্ধৃত করিলাম না।

অতঃপর পুরোহিত সদস্যদিগকে "অগ্নিরক্ষার্থ যূয়ং অগ্নিং পরিরক্ষধ্বম্" এইরূপে নিযুক্ত করিয়া হোমকালে যাহাতে আহুতির উচ্ছিষ্ট নিক্ষেপ করা হইয়াছে, সেই সুবর্ণকলস লইয়া রাজসূয় যজ্ঞোক্ত অভিষেক মন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক অভিষেক করিবেন। রাজসূয় যজ্ঞের সময় যে সকল মন্ত্র ঋক ও যজুর্ব্বেদোক্ত

---

* ভদ্রাসন নির্ম্মাণের বিধি দেবীপুরাণে বিশদরূপে লিখিত আছে।

হৈমঞ্চ রাজতং তাম্রং ক্ষীরিবৃক্ষময়ঞ্চ বা।
ভদ্রাসনঞ্চ কর্ত্তব্যং সার্দ্ধহস্তসমুচ্ছ্রিতম্॥
সপাদহস্তমানঞ্চ রাজ্ঞো মাণ্ডলিকান্তরাৎ।" ইত্যাদি।

এতদ্ভিন্ন বরাহসংহিতাগ্রন্থেও ইহার নিয়মাবলী প্রদর্শিত হইয়াছে।

মন্ত্র উচ্চারিত হয় তাহা অনেকগুলি; সুতরাং তাহার সকল না লিখিয়া দুই একটা মন্ত্র এস্থলে প্রদর্শনার্থ লিখিত হইল।

"সোমস্য ত্বা দ্যুম্নেনাভিষিঞ্চামি অগ্নের্ভ্রাজসা সূর্য্যস্য বর্চসা ইন্দ্রস্যেন্দ্রিয়েণ ক্ষত্রাণাং ক্ষত্রপতি রেধ্যতি হি দ্যুম্না হিংসীঃ। ইমং দেবা অসপত্নং সুবধ্বং মহতে ক্ষত্রায় মহতে জ্যৈষ্ঠায় মহতে জানরাজায় ইন্দ্রস্যেন্দ্রিয়ায় ইমং অমুষ্যপুত্রং অমুষ্যৈ পুত্রমস্যৈ বিশ এষ বহোমীরাজা সোমোঽস্মাকং ব্রাহ্মণানাং রাজা।" ইত্যাদি।

অনন্তর পুরোহিত অগ্নিকুণ্ডের নিকটে গমন করিবেন। অন্য কোন বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ তখন সেই ভদ্রাসনোপবিষ্ট রাজাকে শতছিদ্র কুম্ভে জলনিক্ষেপ পূর্ব্বক তদ্দ্বারা তাঁহাকে স্নান করাইবেন। পরে মন্ত্রপূত করিয়া সর্ব্বৌষধি, গন্ধোদক, বীজ, পুষ্প, ফল, রত্ন ও কুশ সংসৃষ্ট জলের দ্বারা অভিষেক করিবেন। কোন কোন পুরোহিতেরা বলেন, যে, এই সময়ে কুশ, দূর্ব্বা ও পল্লবের দ্বারা সেই অভিষিক্ত রাজদেহ মার্জনা করা কর্ত্তব্য। অনন্তর কেবল এক ঋগ্বেদী ব্রাহ্মণ গোরোচনাযুক্ত গন্ধের দ্বারা রাজার মস্তক ও কণ্ঠ বিলিপ্ত করিবেন। এই সময়ে নিমন্ত্রিত প্রধান প্রধান ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র ও শঙ্কর জাতীয় প্রজাগণ গঙ্গা যমুনা প্রভৃতি নদীর জল, সরোবর জল, কূপজল, চতুঃসমুদ্রের জল ও নির্ঝর জল (যিনি যাহা প্রাপ্ত হন তিনি তদ্দ্বারা) কলসে লইয়া অভিষেক করিবেন। ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যেরা মন্ত্র উচ্চারণ করিবেন, শূদ্র ও সঙ্কর জাতীয় ব্যক্তিরা মন্ত্র পাঠ করিবেন না। এই সময়েই প্রধান অমাত্যেরা তাঁহার সমীপে রাজছত্র চামর ও বেত্রহস্ত হইয়া দাঁড়াইবেন। বাদ্যকরেরা বাদ্যধ্বনি করিবেন। বৈদি-কেরা বেদগান ও স্তুতিপাঠকেরা স্তুতিপাঠ করিবেন। যাঁহারা উপায়ন আনিয়া-ছেন তাঁহারা এই সময়ে তাহা অর্পণ করিবেন। এই উৎসব সমাধা হইলে পর দৈবজ্ঞ সমস্ত কুম্ভের অবশিষ্ট জল এক সুবর্ণ কুম্ভে রক্ষা করিয়া কুশমুষ্টির দ্বারা তাহা উৎক্ষিপ্ত করিয়া রাজার শিরঃপ্রদেশে অভিনিক্ষেপ করিবেন এবং "সুরাস্তামভিষিঞ্চন্তু" ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিবেন। এই শেষ অভিষেক মন্ত্রের সংখ্যা ১৮০। সেই ১৮০টি মন্ত্র লিখিয়া প্রস্তাব বৃদ্ধি করিবার আবশ্যক নাই।

দৈবজ্ঞের অভিষেক শেষ হইলে রাজা সুগন্ধি তৈল ও সুগন্ধ উদ্বর্ত্তন ম্রক্ষণ করিয়া সুপরিষ্কার জলে স্নান করিয়া মস্তকে শ্বেত উষ্ণীষ, অঙ্গে শুভ্র পরিচ্ছদ ও হস্তে ধনুর্ব্বাণ কি কোন উত্তমাস্ত্র ধারণ পূর্ব্বক আদর্শে ও ঘৃত পাত্রে আত্মপ্রতি-বিম্ব দর্শন করিবেন। ঘৃতপাত্র সুবর্ণ দক্ষিণার সহিত ব্রাহ্মণকে দান করিয়া চন্দন,

কুঙ্কুম, দধি, দূর্ব্বা ও অন্যান্য মঙ্গল দ্রব্য স্পর্শ করিয়া বিষ্ণুপূজা করিবেন। পরে ব্রাহ্মণ, পুরোহিত ও দৈবজ্ঞকে বস্ত্রালঙ্কার দ্বারা পূজা করিবেন।

এই অবকাশে দৈবজ্ঞ, রাজার ললাটোপরি পট্ট ও মুকুট পরাইবেন। * অনন্তর পট্ট ও মুকুটধারী রাজাকে শুভ লগ্নে মঞ্চোপরি অথবা রাজাসনোপরি উপবিষ্ট:করাইবেন। সেই রাজাসন বা মঞ্চটা উপর্য্যুপরি চর্ম্ম ও বস্ত্রের দ্বারা আচ্ছাদিত থাকিবেক অর্থাৎ মঞ্চের উপর প্রথমে বৃষচর্ম্ম পাতিবেক, তদুপরি মার্জ্জার চর্ম্ম, তদুপরি তরক্ষু চর্ম্ম, তদুপরি সিংহচর্ম্ম, তাহার উপর ব্যাঘ্র চর্ম্ম, তাহার উপর বহুমূল্য বস্ত্র পাতিত করিবেক। রাজা এতদ্রূপ মঞ্চে উপবিষ্ট হইলে দ্বারপাল যথাক্রমে অমাত্য, পুরবাসী, বণিক ও প্রজাদিগকে রাজদর্শন করাইবেক। তাঁহারা রিক্ত হস্তে রাজদর্শন করিবেন না, সকলেই কিছু না কিছু উপঢৌকন দান করিবেন। অনন্তর রাজা, পূর্ব্বোক্ত দৈবজ্ঞ, পুরোহিত, বৈদিক ব্রাহ্মণ ও অন্যান্য বেদবেত্তা ও জ্যোতির্ব্বেত্তাদিগকেও গ্রাম, বস্ত্র, হস্তী, অশ্ব, সুবর্ণ, গো, অজ, মেষ ও গৃহদান দ্বারা সম্মানিত করিবেন এবং মোদকাদি বিবিধ দ্রব্য ভোজন করাইবেন। অন্যান্য ব্রাহ্মণদিগকেও ভোজন করাইয়া, তাঁহাদিগকে গাভী, বস্ত্র, তিল, রৌপ্য-মুদ্রা, বিবিধ অন্ন, ফল, সুবর্ণ, পুষ্প ও ভূমিদান করিবেন। পরে মাঙ্গল্য দ্রব্য স্পর্শ পূর্ব্বক ধনুর্ব্বাণহস্তে সেই যজ্ঞাগ্নি প্রদক্ষিণ করিবেন। গুরু প্রভৃতি নমস্য-

---

* পট্ট কি? তাহা বলা যাইতেছে। দেবীপুরাণে সামান্যতঃ পট্ট লক্ষণ উক্ত হইয়াছে, কিন্তু বিশ্বকর্ম্মা তাহার নির্ম্মাণ পদ্ধতি অতি বিশদরূপে লিখিয়া গিয়াছেন। তাহার সারার্থ এই, ৮, ১৫, ২২, ২৯ কিংবা ২৬ অঙ্গুলি পরিমাণ দীর্ঘ, দীর্ঘের অর্দ্ধ পরিমাণ মধ্য ভাগের বিস্তার এবং দুই প্রান্তভাগের বিস্তার তাহার অর্দ্ধ পরিমাণ একটী সুবর্ণ পত্র :—ইহা বৃত্তাকার অথবা চতুরস্র অর্থাৎ চৌকোস রূপে নির্ম্মিত। ইহার মধ্যে বা গর্ভভাগে ৩টী কৃত্রিম পদ্ম; তৎসংস্রবে বা তৎপার্শ্বে শ্রীবৎস শিব, কি গণেশ, বৃষেভ বা বরাহেভ অর্থাৎ বৃষদেহ ও হস্তিমুখ কিংবা বরাহদেহ ও গজমুখ ও স্বস্তিকাদি চিহ্ন সকল অতি সূক্ষ্ম ও পরিষ্কার রূপে শিল্পীর দ্বারা খোদিত করিবেক। এই পট্টের ৫ টী শিখর, যুবরাজের হইলে ৩ টী শিখর, রাজমহিষীর জন্য হইলে শিখরাকারে গঠন করিবেক। বিশ্বকর্ম্মা বলেন, পট্ট কিংবা ভূষণে ব্যাঘ্র সর্প হস্তী সিংহ অশ্ব উষ্ট্র মহিষ বৃষ চিহ্ন খোদিত করিবেক না। এবং কৃমিকীট পতঙ্গাদি চিহ্নও খোদিত করিবেক না। পট্ট অষ্টাপদ অর্থাৎ বিশুদ্ধ কাঞ্চনের দ্বারা নির্ম্মিত হয় বলিয়া অষ্টাপদ পট্ট এবং পদ্ম, শ্রীবৎস, মৎস্য স্বস্তিক বিনায়ক প্রভৃতি পৃথক পৃথক আট প্রকার চিহ্নান্বিত পৃথক আট প্রকারের গঠন হয় বলিয়া অষ্টপদ নাম দেওয়া হইয়া থাকে। অথবা আট প্রকারের চিহ্ন থাকে বলিয়া অষ্টপট্ট নাম। প্রথমোক্ত মতের সহিত ইহার বৈলক্ষণ্য এই যে, প্রথম মতে আট প্রকারের যে প্রকার ইচ্ছা সেই প্রকার পট্ট গ্রহণ করিবেক। কেহ বলেন তাহা নহে, একাধারেই উক্ত আট প্রকার চিহ্ন খোদিত করিবেক। এই পট্টের প্রতিনিধি পট্টিকা অর্থাৎ ক্ষুদ্র পট্ট। এই পট্টিকা হইতেই টীকা ও রাজটীকা নাম উঠিয়াছে। সংস্কৃত বচন গুলি অনাবশ্যক বোধে লিখিত হইল না।

দিগকে নমস্কার করিয়া এক মহাবৃষ ও সবৎসা গাভী সম্মুখে রাখিয়া তাহার পৃষ্ঠদেশ স্পর্শ করিবেন। এই সময়ে পুরোহিত এক সর্ব্বসুলক্ষণযুক্ত উত্তম অশ্ব ও এক মহা হস্তী আনয়ন করিয়া মন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক সর্ব্বৌষধি কলস্থ জলের দ্বারা সেই দুইটাকেও অভিষেক করিবেন। মন্ত্র গুলি অশ্বশান্তি ও ছাগশান্তি পদ্ধতি হইতে গ্রহণ করিবেক। মন্ত্র গুলি শুনিতে মন্দ নহে, পরন্তু তাহা প্রস্তাব বাহুল্য ভয়ে পরিত্যক্ত হইল। পুরোহিত অশ্ব ও হস্তীকে অভিমন্ত্রিত করিলে রাজা অশ্বের পৃষ্ঠদেশ স্পর্শ করিয়া অবশেষে সেই অভিমন্ত্রিত হস্তীতে আরোহণ করিবেন। (ইহারই নাম রাজহস্তী) প্রধান অমাত্য ও দৈবজ্ঞ ও পুরোহিতেরা অন্য হস্তীতে আরূঢ় হইবেন। সকলে একত্রিত হইয়া রাজপথে অবতীর্ণ হইবেন। এবং কিয়ৎকাল নগর ভ্রমণ করিয়া দেবালয় সকলে গমন পূর্ব্বক তথায় তাঁহাদিগকে পূজা ও দেবত্র দান করিবেন। পরে সকলে একত্রিত হইয়া পুরপ্রবেশ করিবেন। ভ্রমণকালে ও পুরপ্রবেশ কালে তাঁহাদের অগ্রে বাদ্য ও চতুরঙ্গ সেনা অবস্থিত থাকিবেক। শিল্প প্রদর্শন ও অন্যান্য নাগরিক আনন্দোৎসবও অনুষ্ঠিত থাকিবেক। নবাভিষিক্ত রাজা ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র ও অন্যান্য নিমন্ত্রিত অভ্যাগত ব্যক্তিদিগকে ভোজন করাইয়া, দান, ও যথোচিত সৎকার করিবেন। দীন, দরিদ্র, অনাথ ও অন্ধ পঙ্গু খঞ্জ কুব্জ ও বামনাদি দুর্গতদিগকে যথাশক্তি দান করিবেন। দান মান সৎকারাদির দ্বারা সকলকে বিদায় করিয়া অবশেষে সুহৃদ্গণের সহিত হৃষ্টচিত্তে ভোজন করিবেন। রাত্রিকাল রাজমহিষীর সহিত একান্তে অতিবাহিত করিবেন। পূর্ব্বরাজার সময়ে যদি কোন ব্যক্তি কারারুদ্ধ থাকে, তবে তাহাকে কারাবাস হইতে মুক্ত করিবেন। ইহাও একটী তৎকালের কর্ত্তব্য। কেহ বলেন যে, এই কার্য্য অভিষেক আরম্ভের পূর্ব্বেই করিতে হয়।

এতদূরে রাজাভিষেক-পদ্ধতি সমাপ্ত হইল। মনে যদি এরূপ সংশয় উপস্থিত হয় যে, এই পদ্ধতিটী যথাশাস্ত্র ও যথাক্রমে লিখিত হইল কি না, তাহা আমরা জানিনা। অতএব তাদৃশ সংশয়িত ব্যক্তির সংশয়াপনোদনের নিমিত্ত আমরা ইহার প্রমাণসূত্রটী উদ্ধৃত করিতে বাধ্য হইলাম।

"ইতি সম্ভৃতসম্ভারো রাজ্ঞঃ সাম্বৎসরঃ শুভঃ।
কালেঽভিষেচনং কুর্য্যাৎ তং কালং কথয়ামি তে॥
মৃতে রাজ্ঞি ন কালস্য নিয়মোঽত্র বিধীয়তে।
তত্রাস্য স্নপনং কার্য্যং বিধিবত্তিলসর্ষপৈঃ॥

ঘোষয়িত্বা জয়ং চাস্য সাম্বৎসরপুরোহিতৌ।
অন্যাসনোপবিষ্টস্তু দর্শয়েতাং জনং শনৈঃ ॥
স সান্ত্বয়িত্বা তু জনং মুক্ত্বা বন্ধনগং ততঃ।
দত্ত্বাঽভয়ঞ্চাসনস্থঃ কালাকাঙ্ক্ষী ততো ভবেৎ ॥
নাভিষেচ্যো নৃপশ্চৈত্রে নাধিমাসে চ ভার্গব।
ন প্রসুপ্তে তথা বিষ্ণৌ বিশেষাৎ প্রাবৃষি দ্বিজ ॥
ন চ ভৌমদিনে রাম চতুর্থ্যাঞ্চ তথৈব চ।
নবম্যাং নাভিষেক্তব্যশ্চতুর্দ্দশ্যাঞ্চ ভার্গব ॥
ধ্রুবাণি বৈষ্ণবং শাক্রং দস্রপুষ্যৌ তথৈব চ।
নক্ষত্রাণি প্রশস্যন্তে ভূমিপালাভিষেচনে ॥
কার্য্যা পৌরন্দরী শান্তিঃ প্রাগেবাস্য পুরোধসা।
প্রাপ্তেঽভিষেকদিবসে সোপবাসঃ পুরোহিতঃ ॥
সিতমাল্যোপবীতশ্চ সর্ব্বাভরণভূষিতঃ।
বেদিমুল্লিখ্য মন্ত্রেণ হুত্বা তু বিধিবত্ততঃ ॥
শর্ম্মবর্ম্মগণঞ্চৈব তথা স্বস্ত্যয়নং গণম্।
আয়ুষ্যমভয়ঞ্চৈব তথৈব চাপরাজিতম্ ॥
সংপাতবন্তং কলশং তথা কুর্য্যাচ্চ কাঞ্চনম্।
বহ্নের্দক্ষিণপার্শ্বস্থঃ শ্বেতচন্দনভূষিতঃ ॥
শ্বেতানুলেপনঃ স্রগ্বী সর্ব্বাভরণভূষিতঃ।
আসনস্থঃ সুখং পশ্যেৎ নিমিত্তানি হুতাশনে ॥
পশ্যেয়ুরন্যে চ তথা নৃসিংহাঃ দৈবজ্ঞবাক্যং নিপুণঞ্চ ভূয়ঃ।
সাম্বৎসরস্যাথ সদস্যমুখ্যাঃ সদস্যমুখ্যাঃ স পুরোহিতশ্চ ॥
প্রদক্ষিণাবর্ত্তশিখস্তদা জাম্বূনদপ্রভঃ।
রথৌঘমেঘনির্ঘোষো বিধূমশ্চ হুতাশনঃ ॥
অনুলোমঃ সুগন্ধশ্চ———সন্নিভঃ।
বর্দ্ধমানাকৃতিশ্চৈব নন্দ্যাবর্ত্তনিভস্তথা ॥
প্রসন্নার্চ্চির্মহাজ্বালঃ স্ফুলিঙ্গরহিতো হি সঃ।
স্বাহাবসানে জ্বলনঃ স্বয়ং দেবমুখো হবিঃ ॥
যদা ভুঙ্‌ক্তে মহাভাগ তদা রাজ্ঞো হিতং বদেৎ।
হবিষশ্চ যদা বহ্নৌ ন স্যাচ্ছিমিশিমায়িতম্ ॥

ন ব্রজেয়ুশ্চ মধ্যেন মার্জ্জারমৃগপক্ষিণঃ।
পিপীলিকাশ্চ ধর্ম্মজ্ঞ তদা কুর্য্যাজ্জয়ং নৃপে॥
অঙ্গহারাদিলাভে তু বহ্নৌ রাজ্ঞো জয়ং বদেৎ।
তথৈব চ জয়ং ব্রূয়াৎ প্রস্তরস্থাপ্যদাহিনি॥
স্নানং সমারভেদ্রাজ্ঞো হোমকার্য্যাদনন্তরম্।
......স্বেচ্ছয়া স্নাতঃ পুন র্ঋগ্‌ভিঃ সমারভেৎ॥
পর্ব্বতাগ্রমৃদা তাবৎ মূর্দ্ধানং শোধয়েন্নৃপঃ।
বল্মীকাগ্রমৃদা কর্ণৌ বদনং কেশবালয়াৎ॥
ইন্দ্রালয়মৃদা গ্রীবাং হৃদয়ন্তু নৃপাজিরাৎ।
করিদন্তোদ্ধৃতমৃদা দক্ষিণন্তু তথা ভুজম্॥
সরোমৃদা তথা পৃষ্ঠং উদরং সঙ্গমান্মৃদা।
নদীকূলদ্বয়মৃদা পার্শ্বো সংশোধয়েত্ততঃ।
বেশ্যাদ্বারমৃদা রাজ্ঞঃ কটিশৌচং বিধীয়তে।
গজস্থানাৎ তথৈবোরু গোস্থানাজ্জানুনী তথা॥
অশ্বস্থানাত্তথা জঙ্ঘে রাজ্ঞঃ সংশোধয়েদ্বুধঃ।
রথচক্রোদ্ধৃতমৃদা তথৈব চরণদ্বয়ম্॥
মৃৎপূতঃ স্নপনীয়ঃ স্যাৎ পঞ্চগব্যজলেন তু।
ততো ভদ্রাসনগতং মুখ্যামাত্যচতুষ্টয়ম্।
বলপ্রধানং ভূপালমভিষিঞ্চেৎ যথাবিধি॥
পূর্ব্বতোহেমকুম্ভেন ঘৃতপূর্ণেন বা ততঃ।
দক্ষিণে ক্ষীরপূর্ণেন রৌপ্যকুম্ভেন ক্ষত্রিয়ঃ॥
দধ্নাচ তাম্রকুম্ভেন বৈশ্যঃ পশ্চিমতো দ্বিজঃ।
মাহেয়েন জলেনোদক্ শূদ্রামাত্যোভিষেচয়েৎ॥
ততোহভিষেকং নৃপতের্বহ্বৃচ প্রচয়োদ্বিজঃ।
কৌবের্য্যাং মধুনা রাম! ছন্দোগোহথ কুশোদকৈঃ॥
সম্পাতবন্তং কলশং তথাহুত্য পুরোহিতঃ।
বিধায় বহ্নিরক্ষান্তু সদস্যেষু যথাবিধি॥
রাজস্থয়াভিষেকেতু যে মন্ত্রাঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ।
তৈস্তু দদ্যান্মহাভাগ! ব্রাহ্মণানাং স্বরেণ তু॥
ততঃ পুরোহিতো গচ্ছেৎ বেদিমূলং তদৈব তু।

বিভূষিতন্তু রাজানং সংস্থিতং ভদ্র আসনে ॥
শতচ্ছিদ্রেণ পাত্রেণ সৌবর্ণেন যথাবিধি।
অভিষিঞ্চেত ধর্ম্মজ্ঞঃ সম্যক্ বেদবিশারদঃ ॥
যা ওষধী রোষধিভিঃ মৃতাভিঃ সুসমাহিতঃ।
রথে তিষ্ঠেতি গন্ধৈশ্চ আব্রহ্মান্ ব্রাহ্মণেতি চ ॥
বীজৈঃ পুষ্পৈ স্তথা সোমং রাম! পুষ্পবতীতি চ।
তেনৈব চৈব মন্ত্রেণ ফলৈস্তমভিষেচয়েৎ ॥
[ ইত্যাদি।

---

# ভারতীয়-যুদ্ধরহস্য।

ধনুর্ব্বেদের প্রস্তাবে শ্রমবিধি বর্ণিত হইয়াছে। সেই সকল শ্রমক্রিয়া শিক্ষালাভের পরেও অবিস্মরণের জন্য মধ্যে মধ্যে অনুষ্ঠান করিতে হয়। যাহা অবিস্মরণের নিমিত্ত অনুষ্ঠান করিতে হয়, তৎসম্বন্ধে কিছু বিশেষ ব্যবস্থা আছে। সেই ব্যবস্থাটী শার্ঙ্গধর প্রোক্ত ধনুর্ব্বেদ-রহস্তের মধ্যে উত্তমরূপে বর্ণিত হইয়াছে। যথা—

"এবং শ্রমবিধিং কুর্য্যাৎ যাবৎ সিদ্ধিঃ প্রজায়তে।
শ্রমে সিদ্ধে চ বর্ষাসু নৈব গ্রাহ্যং ধনুঃ করে ॥
পর্ব্বাভ্যাসস্ত শাস্ত্রাণা মবিস্মরণহেতবে।
মাসদ্বয়ং শ্রমং কুর্য্যাৎ প্রতিবর্ষং শরদৃতৌ।
জাতে চাশ্বযুজে মাসে নবমীদেবতাদিনে।
পূজয়েদীশ্বরীং চণ্ডীং গুরুং শস্ত্রাণি বাজিনঃ ॥"

যতদিন না অস্ত্রশিক্ষা সমাপ্ত হয়, যতদিন না অস্ত্র সকল সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ত হয়, তত দিন পূর্ব্বোক্ত প্রকারে শ্রমবিধির অনুষ্ঠান করিবেক। শ্রম ক্রিয়ায় সুসিদ্ধ হইলেও অর্থাৎ উত্তমরূপ শিক্ষালাভ হইলেও অভ্যস্তাস্ত্রের অবিস্মরণের নিমিত্ত বৎসরের মধ্যে দুই মাস করিয়া শিক্ষিতাস্ত্রের পরিচালন ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিবেক। প্রত্যেক বৎসরের শরৎকালে অর্থাৎ আশ্বিন কার্ত্তিক এই দুই মাসে পূর্ব্বাভ্যস্ত শস্ত্রাদির শিক্ষানুরূপ পরিচালনাদি করা কর্ত্তব্য। অন্য ঋতুতে কদাচিৎ অনুষ্ঠান করিলেও করিতে পারিবে; পরন্তু বর্ষাকালে কদাচ ধনুর্ধারণ করিবে না।

আশ্বিন মাসের নবমী দিনে ঈশ্বরী চণ্ডী দেবীর ও গুরুর পূজা করা কর্ত্তব্য এবং অস্ত্র শস্ত্রাদি ও অশ্বাদির পরিচর্য্যা করাও কর্ত্তব্য ।

## সৈন্য বিভাগ ।

সেনাগণনার ও সেনাবিভাগের প্রণালীটী নীতিপ্রকাশিকা নামক গ্রন্থে উত্তমরূপে বর্ণিত হইয়াছে। তাহাতে লিখিত আছে যে, সেনা গণনার প্রথম প্রতীক পত্তি। তৎপরে সেনামুখ, গুল্ম, গণ, বাহিনী, পৃতনা, চমূ, অনীকিনী, তৎপরে অক্ষৌহিনী। এই সকল পরিভাষায় অর্থাৎ সাঙ্কেতিক নামের অর্থ যথাক্রমে বর্ণিত আছে ; তাহা এক একটী করিয়া প্রদর্শিত হইতেছে।

### পত্তি ।

পত্তি সৈন্যের ও তাহাদের পরিবারের অর্থাৎ রক্ষক সৈন্যদিগের বিভাগ এইরূপ—

"একো রথো গজশ্চৈকো নরাঃ পঞ্চ হয়াস্ত্রয়ঃ।
যস্যাং সা পত্তিরেতেষাং সহায়ান্ প্রব্রুবেঽধুনা।
(বৈ, নীতি।)

১ রথ, ১ হস্তী, ৫ পদাতি, ৩ অশ্বারোহী, এই গুলি একত্রিত বা একযোগে থাকিলে পত্তি নামে কথিত হয়। ইহাদের সাহায্যকারী সৈন্যের কথা পশ্চাৎ বলা যাইতেছে।

### সেনামুখ ।

"সেনামুখেতু গুণিতাস্ত্রয়শ্চৈব রথা গজাঃ।
ত্রিংশাত্রিলক্ষপদগাস্ত্রিসহস্রং হি বাজিনঃ॥"
(বৈ, নীতি।)

৩০ রথা, ৩০ হস্ত্যারোহী, ৩০০০০০ পদাতি ও ৩০০০ অশ্বারোহী সৈন্যের সমবেতকে সেনামুখ বলিয়া গণ্য করা যায়।

### গুল্ম ।

"গুল্মে নবরথাঃ প্রোক্তা নাগানাং নবতীং বিদুঃ।
অশ্বানাং নবসাহস্রং নবলক্ষাঃ পদাতয়ঃ॥

গুল্ম সৈন্যে ৯ রথী, ৯০ হস্ত্যারোহী, ৯০০০ অশ্বারোহী, ৯০০০০০ পদাতি সৈন্য থাকিবেক।

## গণ।

"গণাখ্যেতু শতাঙ্গানাং নরাণাং সপ্তবিংশতিঃ।
স্তম্বেরমাণাং দ্বিশতং সন্ততিং প্রাহুরার্য্যকাঃ॥
সপ্তবিংশতি সাহস্রা গান্ধর্ব্বাঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ।
সপ্তবিংশতিলক্ষাস্তু স্মৃতাশ্চাত্র পদাতয়ঃ॥"

২৭ রথী, ২০০ হস্তী, ২৭০০ অশ্ব, ২৭০০০০ পদাতি সৈন্যের নাম গণ।

## বাহিনী।

"বাহিন্যাং স্যন্দনাঃ প্রোক্তা হ্যেকাশীত্যা নিয়োজিতাঃ।
দশোত্তরাষ্টশতকাঃ পদ্মিনশ্চাত্র কীর্ত্তিতাঃ॥
একাশীতি সহস্রাস্তু তুরঙ্গাঃ সম্প্রকীর্ত্তিতাঃ।
একাশীতিকলক্ষা বৈ বিখ্যাতাঃ পাদচারিণঃ॥

(বৈ, নীতি)

৮১ রথ, ৮১০ হস্তী, ২১০০ অশ্ব, ২১০০০০ পদাতি সৈন্যে এক বাহিনী সৈন্য হয়, ইহা যুদ্ধ শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে।

## পৃতনা।

ত্রয়শ্চ চত্বারিংশচ্চ দ্বিশতং পৃতনা রথাঃ।
চতুঃশতঞ্চ ত্রিংশচ্চ দ্বে সহস্রে চ দন্তিনাম্॥
তুরাঙ্গাণাং সহস্রাণি ত্রিচত্বারিংশদেবতু।
দ্বে লক্ষে চৈব রাজেন্দ্র দ্বে কোটী চ নৃণাং ভবেৎ॥

(বৈ, নীতি)

পৃতনা সৈন্যে ২৪৩ রথ, ২৪০০ হস্তী, ৪০০০০ অশ্ব এবং ২০০০০০ পদাতি থাকিবেক।

## চমূ।

"চম্বাখ্যে সপ্তমব্যূহে গণনাং বচ্মি বিস্তরাৎ।
চম্বাং সপ্ত শতং চৈকন্যূনত্রিংশদ্রথাঃ স্মৃতাঃ॥
সপ্তৈব চ সহস্রাণি দ্বে শতে নবতিস্তথা।
গজানাং সপ্ত লক্ষাণি চৈকোনত্রিংশদেবতু॥
সহস্রাণি হয়ানাঞ্চ পদাতীনামথো শৃণু।
সপ্ত কোট্যশ্চ চৈকোনত্রিংশল্লক্ষাণি ভূপতে॥" (ঐ)

চমূ নামক সপ্তম বিভাগের ৭২৯ রথ, ৭২৯০ হস্তী, ৭২৯০০০ কিংবা ২৯০০ অশ্ব এবং ৭০০০০০০ কিংবা ২৯০০০০ পদাতি সম্মিলিত থাকে। অতঃপর অনীকিনী সৈন্যের বর্ণনা অভিহিত হইয়াছে।

## অনীকিনী।

"অনীকিন্যাং দ্বে সহস্রে সপ্তাশীত্যধিকং শতম্।
রথানামথ নাগানাং গণনাং বচ্মি তেঽনঘ॥
একবিংশতি সহস্রাণি তথাচাষ্টশতং নৃপ॥
সপ্ততিশ্চেত্যথাশ্বানাং সংখ্যাং শৃণু সমাহিতঃ॥
একবিংশতি লক্ষাণি সপ্তাশীতিসহস্রকম্।
একবিংশতি কোট্যশ্চ পদাতীনাং নরাধিপ॥
সপ্তাশীতিশ্চ লক্ষাণাং বিদ্ধি বুদ্ধিমতাং বর॥"

অনীকিনী নামক বিভাগে ২১৮৭ রথ, ২১৮৭০ হস্তী, ২১৮৭০০০ অশ্ব এবং একবিংশতি কোটী ও সাতাশী লক্ষ পদাতি থাকে।

## অক্ষৌহিণী।

"এতদ্দশ গুণা যা স্যাৎ তাং ত্বমক্ষৌহিণীং শৃণু।"

উক্ত অনীকিনীর দশ গুণ সৈন্য থাকিলে তাহাকে অক্ষৌহিণী বলিয়া জানিবে। বৃদ্ধ শার্ঙ্গধর কৃত ধনুর্ব্বেদসংগ্রহে অক্ষৌহিণীর পরিমাণ যাহা উক্ত হইয়াছে, এস্থলে তাহাও বলা যাইতেছে। শার্ঙ্গধর বলেন যে,—

"শূন্যদ্বয়ং স্বরবস্বিন্দুনেত্রৈরক্ষৌহিণী মতা।"

শূন্যদ্বয় ( ০০ ), স্বর, ( ৭ ), বসু ( ৮ ), ইন্দু ( ১ ) নেত্র ( ২ ), এই গুলি অঙ্ক বামগতি ক্রমে স্থাপনা করিলে যে সংখ্যা লাভ হয়, তৎপরিমিত সৈন্যের নাম অক্ষৌহিণী। অর্থাৎ ২১৭৮০০ সংখ্যক সৈন্যের নাম অক্ষৌহিণী। ইহার বিস্তৃত ব্যাখ্যা এইরূপ :—

"অক্ষৌহিণ্যাং প্রদিষ্টানাং রথানাং ধর্ম্মচারিণাং।
সংখ্যা গণিততত্ত্বজ্ঞৈঃ সহস্রাণ্যেকবিংশতিঃ॥
উপর্য্যষ্টৌশতান্যহুস্তথা ভূপাশ্চ সপ্ততিঃ।
গজানাস্তু পরীমাণমেতদেব বিনির্দ্দিশেৎ॥
জ্ঞেয়ং লক্ষ্যং পদাতীনাং সহস্রাণি তথা নব।
শতানি ত্রীণি পঞ্চাশচ্ছূরাণাং শস্ত্রধারিণাম্॥

পঞ্চষষ্টিসহস্রাণি তথাশ্বানাং শতানি চ।
দশোত্তরাণি যৎপ্রাহুঃ সংখ্যাতত্ত্ববিদো জনাঃ ॥"

অক্ষৌহিণী সৈন্যের মধ্যে ২১৮০০ রথ, ৭০ রাজা (সামন্ত), উক্ত সংখ্যক হস্তী, ১০৯৩৫০ শস্ত্রধারী পদাতি এবং ৬৫১১০ অশ্ব বিদ্যমান থাকে।

মহাভারতেও অক্ষৌহিণী সংখ্যার নির্ণয় আছে।

## চিহ্নকরণ।

ভিন্ন ভিন্ন ব্যূহিত সৈন্যের ভিন্ন ভিন্ন সাঙ্কেতিক চিহ্ন প্রদান করিবে; যথা—

"পত্ত্যাদ্যঙ্গে ধ্বজপটাঃ পৃথক্ কার্য্যা বিশেষতঃ।
স্বসৈন্যস্য চ শত্রোশ্চ বৈলক্ষণ্যস্য সিদ্ধয়ে॥"

পূর্ব্বোক্ত পত্তি প্রভৃতি সৈন্যদলের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের ধ্বজপট অর্থাৎ পতাকা স্থাপন করিবেক। যুদ্ধকালে ও ব্যূহ-রচনার সময় সৈন্যদলের ভিন্ন ভিন্ন কার্য্য করিবার বিধি থাকায় আপন সৈন্যের ও পরকীয় সৈন্যের বৈলক্ষণ্য-বোধক পতাকাদি চিহ্ন প্রদান করিবেক।

## সেনাপতি।

"সর্ব্বসেনাধিপঃ কার্য্যঃ কুলপুত্রো জিতেন্দ্রিয়ঃ।
দৃষ্টাপদানো দক্ষশ্চ রূপবান্ রাজবল্লভঃ॥
লালাটিকশ্চেঙ্গিতজ্ঞঃ সেনানয়বিশারদঃ।
ধৃষ্টঃ সারয়িতা চৈব স্বযোধানাং রণাজিরে॥"

যত প্রকার সৈন্য থাকুক, রাজা এক জন সদ্গুণান্বিত ব্যক্তিকে তত্তাবতের আধিপত্যে অভিষেক করিবেন। যিনি সৎকুলোদ্ভব, জিতেন্দ্রিয় (অর্থাৎ লোভ-ক্ষোভাদি-রহিত), যুদ্ধবিদ্যায় ও যুদ্ধকার্য্যে পারদর্শী ও সুনিপুণ, সুন্দরাকৃতি, রাজ-প্রিয়, ভাগ্যবান্, ইঙ্গিত যোদ্ধা, সৈন্যনীতিতে অভিজ্ঞ, দুর্দ্ধর্ষ, যুদ্ধক্ষেত্রে সৈন্যদিগকে সান্ত্বনা করিতে সমর্থ, ঈদৃশ সৎপুরুষকেই রাজা সর্ব্বসৈনাপত্য প্রদান করিবেন।

"অক্ষৌহিণীনাং পতয়ঃ পৃথক্ কার্য্যাস্তথাবিধাঃ।
সেনাপতিবশে তেঽপি তিষ্ঠেয়ুস্তেন পালিতাঃ॥
পত্তেঃ সেনামুখস্যাপি গুল্মস্য চ গণস্য চ।
বাহিন্যাঃ পৃতনায়াশ্চ চম্বাশ্চাপ্যধিপাঃ পৃথক্॥

অনীকিন্যাশ্চ কার্য্যা বৈ বোধশিক্ষাসু নিশ্চিতাঃ।
দ্বয়োস্ত্রয়াণাং পতয়ঃ কার্য্যাঃ কার্য্যানুসারতঃ॥

যিনি সকল সেনার অধিপতি—তাঁহার নাম সেনাপতি। তদ্ভিন্ন অক্ষৌহিনী-পতি, পত্তিপতি, সেনামুখনেতা, গুল্মনায়ক, গণনায়ক, অনীকিনীপতি, চমূপতি, ইহাঁরা স্ব স্ব সৈন্যের অধীশ্বর এবং ইহাঁরা সকলে সেনাপতি কর্ত্তৃক পরিরক্ষিত ও পরিচালিত হইয়া তদীয় আজ্ঞাধীন থাকিবেন। রাজা সেনাপতির ন্যায় উপ-যুক্ত ও দক্ষ ব্যক্তিকে পত্তিসৈন্যের, সেনামুখসৈন্যের, গুল্মসৈন্যের, গণসৈন্যের, বাহিনীসৈন্যের, পৃতনাসৈন্যের, চমূসৈন্যের ও অনীকিনীসৈন্যের পৃথক পৃথক অধিপতি নিযুক্ত করিবেন। যাঁহারা শিক্ষা দিতে পারেন, তাদৃশ ব্যক্তিই সপ্তবিধ সেনাপতি পদের উপযুক্ত পাত্র। কার্য্যবিশেষে দুই দুই ও তিন তিন সেনার উপর এক কিংবা ততোধিক অধিপতি নিযুক্ত করা কর্ত্তব্য।

"যাদৃক্ সৈনাধিপত্যে তু পূর্ব্বং যোঽধিকৃতো ভবেৎ।
স জ্যেষ্ঠভাবে নিয়তস্তৎপশ্চাদ্যস্তু তদ্বশে॥"

পূর্ব্বে যিনি যেরূপ সৈন্যের আধিপত্য গ্রহণ করিয়াছেন, সেই সৈন্যের প্রতিই তাহার স্বাতন্ত্র্য; পরন্তু তিনি জ্যেষ্ঠ বিদ্যমানে (তাহা অপেক্ষা উচ্চপদস্থ সেনাপতি বর্ত্তমানে) সেই জ্যেষ্ঠেরই বশবর্ত্তী থাকিবেন। জ্যেষ্ঠের অভাবে তন্নিম্ন সেনাপতিই জ্যেষ্ঠত্ব লাভ করিতে পারিবেন।

"পত্ত্যাদ্যঙ্গপতীনষ্টৌ অক্ষৌহিণ্যধিপানুগান্।
কৃত্বা জ্যেষ্ঠানুসারেণ নিয়ম্যাঃ সর্ব্বসৈনিকাঃ॥"

পত্তি প্রভৃতি আটজন অঙ্গপতি অর্থাৎ স্বল্প সেনাপতি আপন আপন জ্যেষ্ঠের অনুগত থাকিবেন। জ্যেষ্ঠানুসারী থাকিয়া স্ব স্ব সৈন্যদিগকে রক্ষণাবেক্ষণাদি করিবেন। যিনি সর্ব্বসেনাপতি, তিনি সমুদায় সেনাপতিকেই আপনার অনুগামী করিয়া সৈন্যদিগকে সুনিয়মে অনুশাসন করিবেন।

"অধিপাঃ প্রতি সেনায়া স্ত্রয়ঃ কার্য্যাঃ সুশিক্ষিতাঃ।
উত্তমাধমমধ্যাস্থা জ্যেষ্ঠাজ্ঞা-বশবর্ত্তিনঃ॥"

পত্তি প্রভৃতি প্রত্যেক সৈন্যবিভাগে তিন জন করিয়া অধিপতি নিযুক্ত করা কর্ত্তব্য। তাহার মধ্যে কেহ উত্তম, কেহ মধ্যম, কেহ বা অধম (প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থানীয়)। ইহারা সকলেই আপন আপন জ্যেষ্ঠের (প্রধানের) আজ্ঞাধীন থাকিবেন।

## সাঙ্গত *।

সেনাপতিগণ আপন আপন সৈন্য মধ্যে বিভাগক্রমে ( অর্থাৎ ভিন্ন ভিন্ন ক্রমে) প্রতিদিন এক একটী করিয়া সাঙ্গত প্রচার বা সঙ্কেত নির্দ্ধারণ করিবেন। সেই সঙ্কেত কেবল সেনাপতিরাই জ্ঞাত থাকিবেন, কোন সেনা কি অন্য কোন পুরুষ যেন তাহা জানিতে না পারে।

## সৈন্যপালের একটী প্রধান কর্ত্তব্য।

"দিবসে দিবসে সেনাং পরিবর্ত্ত্য প্রয়োজয়েৎ।
একত্র সুস্থিতং সৈন্যং শঙ্কাং চাস্যাপি সাধয়েৎ ॥"

সেনাপতিগণ আপন আপন সেনাদিগকে এক স্থানে রাখিবেন না এবং প্রতি-দিন তাহাদের পরিবর্ত্তন করিয়া কার্য্যে নিযুক্ত করিবেন। কেন না সৈন্যগণ এক স্থানে ও অপরিবর্ত্তিত থাকিলে শঙ্কার কারণ হইয়া উঠে।

## বেতন ও পুরস্কার।

মহর্ষি বৈশম্পায়ন স্বকৃত নীতি প্রকাশিকা গ্রন্থের ধনুর্ব্বেদ বিভাগে যোদ্ধৃগণের বেতনবিধি ও পুরস্কার দানের নিয়ম উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। তাহা দেখিলে এদেশে তৎকালে কিরূপ ধনোন্নতি ছিল, তাহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে। পূর্ব্বকালের রাজারা যোদ্ধাদিগকে কিরূপ বেতন দিতেন, ইহা জানিবার জন্য সময়ে সময়ে অনেকেরই কৌতূহল হইয়া থাকে। এই দুই কারণেই আমরা এই প্রস্তাবে বেতন ও পুরস্কার ঘটিত বচনগুলি উদ্ধৃত করিলাম।

"যুবরাজায় বর্ব্বাণাং পঞ্চসাহস্রিকী ভৃতিঃ।
সর্ব্বসনা-প্রণেত্রে চ চতুঃসাহস্রিকী চ সা।
ভৃতিশ্চাতিরথে দেয়া বর্ব্বাণাং ত্রিসহস্রকম্।
মহারথায় সাহস্রদ্বয়ং রাজ্ঞাধিমাসিকম্ ॥
বেতনং রথিকায়াহর্থসাহস্রং গজযোধিনে।
দদ্যাদর্দ্ধরথায়াথ বেতনং শতপঞ্চকম্ ॥
একস্মৈ রথিকায়াথ তাদৃশে গজসাদিনে।
নিষ্কানাং ত্রিশতং দদ্যাৎ যতস্তৌ তৎ কুটুম্বিনৌ ॥

* ইউরোপীয় সৈন্যগণের মধ্যে এই সঙ্কেত বাক্যের নাম Parole.

সর্ব্বাশ্বাধিপতীরাজ্ঞস্ত্রিসাহস্রং স বা ইতি।
পাদাতাধিপতিশ্চাপি দ্বিসাহস্রস্য ভাজনম্॥
পদাতানাং সহস্রস্য নেত্রে পঞ্চ শতং স্মৃতম্।
তথা চাশ্বসহস্রেশে সহস্রং বেতনং ভবেৎ॥
পদাতয়ে সুবর্ণানাং পঞ্চকং বেতনং ভবেৎ।
শতপত্যধিপে সপ্ত বর্ব্বাণাং হয়চারিণে॥
গজযন্ত্রে সারথেশ্চ ধ্বজিনে চক্রপায় চ।
পদাতিত্রিশতেশায় পথিকোষ্ট্রচরায় চ॥
বার্ত্তিকাধিপতেশ্চাপি বেত্রিণাং পতয়ে তথা।
সূতমাগধবন্দীনাং পতয়ে বীবধাধিপে॥
সেনায়া ভৃতিদাত্রে চ ভটানাং গণনাপরে।
মাসি মাসিতু বর্ব্বাণাং দশ পঞ্চ চ বেতনম্॥
তত্তৎ কার্য্যানুসারেণ কুলপর্য্যায়তস্তথা।
ভটানাস্তু ভৃতিঃ কল্প্যা তত্তৎ কালানুসারতঃ॥”

রাজা যুবরাজকে মাসিক পাঁচ হাজার বর্ব্ব * এবং প্রধান সেনাপতিকে মাসিক চারি হাজার বর্ব্ব বেতন প্রদান করিবেন।

যিনি অতিরথ † রাজার নিকট তিন হাজার বর্ব্ব মাসিক বৃত্তি পাইবেন এবং যিনি মহারথ তাঁহাকে অন্যূন দুই সহস্র বর্ব্ব মাসিক বৃত্তি প্রদান করা কর্ত্তব্য।

যিনি গজ-যোধী ও রথী; রাজা তাঁহাকে এক সহস্র বর্ব্ব এবং যিনি অদ্ধ-রথী রাজা তাঁহাকে পাচ শত বর্ব্ব বেতন দিয়া বাধ্য রাখিবেন।

যিনি কেবলমাত্র রথী, পরন্তু সুনিপুণ নহেন; তাঁহাকে এবং যিনি গজযোধী পরন্তু তদ্বিষয়ে অল্পজ্ঞ, এরূপ ব্যক্তিকে মাসিক তিন শত নিষ্ক প্রদান করা কর্ত্তব্য।

যিনি সমুদায় অশ্বারোহী সৈন্যের অধিপতি, তিনি মাসিক তিন হাজার নিষ্ক পাইবার যোগ্য এবং যিনি সমস্ত পদাতি সৈন্যের অধিনায়ক তিনি দুই হাজার নিষ্ক পাইবার যোগ্য।

যিনি এক হাজার পদাতি সৈন্যের নিয়ন্তা; তাঁহার মাসিক বেতন পাঁচ শত

---

* ইহা এক প্রকার প্রাচীন সুবর্ণ মুদ্রা।

† সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রথ-যোদ্ধাকে অতিরথ বলে। ইহার পরিভাষাটী পৃথক স্থানে বর্ণন করা যাইবে।

নিষ্কের অধিক নহে। যিনি সহস্র অশ্বারোহী সৈন্যের অধিনায়ক তাঁহাকে সহস্র নিষ্ক বেতন প্রদান করা কর্ত্তব্য।

শিক্ষিত ও কৃতযুদ্ধ পদাতি সৈন্যের বেতন পাঁচ সুবর্ণ * এবং শত পদাতির অধিপতির বেতন ৭ বর্ব্ব হওয়া উচিত।

অশ্বনায়ক, হস্তিশিক্ষক, সারথি, চিহ্ননিয়ামক, চক্ররক্ষক, তিন শত পদাতি সৈন্যের অধিপতি, পথপ্রদর্শক ও পথাভিজ্ঞ, উষ্ট্রচর, বার্ত্তাজীবী বা চরের অধিপতি, বেত্রধারীদিগের নিয়ন্তা, সূত, মাগধ ও স্তুতিপাঠকদিগের অধ্যক্ষ, বীবধ, গজের নায়ক, সেনাগণের বেতনদাতা, সৈন্য গণনাকারক (যিনি সৈন্যগণের তালিকা রাখেন),—এই সকল ব্যক্তিকে প্রতি মাসে দশ ও পাচ অর্থাৎ পঞ্চদশ বর্ব্ব পর্য্যন্ত বেতন প্রদান করা উচিত।

যাহা বলা হইল তাহা একটা সাধারণ উল্লেখ মাত্র। বস্তুতঃ কার্য্য, কুল, পদমর্য্যাদা ও অবস্থা অনুসারেই পূর্ব্বোক্ত ব্যক্তিগণের এবং অন্যান্য সৈন্যগণের বেতন কল্পনা করা কর্ত্তব্য বলিয়া অভিহিত হইয়াছে।

এক্ষণকার ন্যায় পূর্ব্বকালেও বৃত্তিদান বা "পেন্‌সন" দিবার রীতি ছিল। প্রত্যেক রাজশাস্ত্রে বিশেষতঃ নীতিপ্রকাশিকা নামক গ্রন্থে উহার বিশেষ ব্যবস্থা দৃষ্ট হয়। যথা—

> "যুদ্ধে স্বার্থং মৃতা যেচ শত্রুভিস্তৎস্ববন্ধুষু।
> সেবয়া জীবিতা যে চ দেয়ং তেষাং হি জীবনম্॥
> মৃতানাং জীবতাঞ্চাপি পূর্ব্বং সেবাপরাত্মনাম্।
> তদীয়ানান্তু তেষাং বা পূর্ব্বমস্যার্দ্ধজীবনম্॥
> সংগ্রামেঽভিমুখাঃ কৃত্বা যুবানো ন মৃতা ভটাঃ।
> রাজসেবাস্বশক্তা যে তেষাং পূর্ব্বার্দ্ধজীবনম্॥
> শত্রূণামুপঘাতার্থং তস্য মর্ম্মাণি যোঽর্পয়েৎ।
> স্বস্মৈ তস্যাপি কর্ম্মণ্যা দ্বিগুণা পরিকীর্ত্তিতা॥
> শত্রুসেনাবিভেত্তারং দুর্গারোহণতৎপরম্।
> স্বরাজ্যবৃদ্ধিকর্ত্তারং যোজয়েৎ দ্রবিণোৎকরৈঃ॥"

যে ব্যক্তি রাজার স্বার্থ সংসাধন করিতে গিয়া শত্রু কর্ত্তৃক যুদ্ধে মৃত হইবে,

---

* ইহাও এক প্রকার মুদ্রা। ৮০ রতি ওজনের মুদ্রিত কাঞ্চন খণ্ডকে পূর্ব্বে সুবর্ণ বলিত। নিষ্কও পূর্ব্বকালের স্বর্ণ মুদ্রা।

রাজা তাঁহার বন্ধুকে অর্থাৎ স্ত্রী, পিতা মাতা অথবা পুত্রকে তদীয় প্রাপ্য জীবিকা প্রদান করিবেন। (যে ব্যক্তি যাহা মাসিক বৃত্তি পাইত সেই মাসিক বৃত্তিই প্রদেয়।) যে ব্যক্তি দীর্ঘকাল রাজসেবা করিয়া জীর্ণ হইয়াছে, কার্য্যক্ষম হইলেও রাজা তাহাকে সম্পূর্ণ বৃত্তি প্রদান করিবেন।

যে ব্যক্তি পূর্ব্বে বিশেষরূপে সেবাতৎপর ছিল, (অবাধে ও প্রাণপণে কার্য্য করিয়া আসিয়াছে), সে ব্যক্তি কার্য্য ত্যাগ করিয়া জীবিত থাকুক, অথবা মৃত হউক, তাহাকে অথবা তাহার স্ত্রী পুত্রকে অর্দ্ধ-জীবিকা অর্থাৎ সে যাহা পাইত তাহার অর্দ্ধ-পরিমাণ বৃত্তি দেওয়া অবশ্য কর্ত্তব্য।

যে যোদ্ধা সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়া শত্রু কর্ত্তৃক বিনষ্ট হয়, যে যুবা বিনষ্ট না হইয়া আহতপ্রযুক্ত কার্য্যকরণে অক্ষম ও জীবিত থাকে, সে ব্যক্তিকেও পূর্ব্ব বেতনের অর্দ্ধ পরিমাণ বেতন দেওয়া কর্ত্তব্য।

যে ব্যক্তি রাজার শত্রু বিনাশে উদ্যত হইয়া শত্রুর মর্ম্ম বিঘাতে অর্থাৎ যে ব্যক্তি শত্রু বিনাশে কৃতকার্য্য হয়, হইয়া পুনশ্চ রাজসেবায় নিযুক্ত থাকে, সে ব্যক্তি দ্বিগুণ বেতন পাইবার উপযুক্ত।

যে ব্যক্তি শত্রুসৈন্য ভেদ করিতে সমর্থ, দুর্গপ্রবেশে তৎপর, রাজ্যবৃদ্ধিকারী রাজা তাহাকে ভূরি পরিমাণ অর্থের দ্বারা পরিতুষ্ট রাখিবেন।

## পুরস্কার।

"প্রত্যগ্রে কর্ম্মাণ কৃতে শ্লাঘমানঃ কৃতাদরঃ।
যোধেভ্যঃ পূর্ণপাত্রং হি দদ্যাদ্রাজা বিশেষতঃ॥"

[ বৈ, নীতি।

আজ্ঞানুরূপ কার্য্য সম্পাদন করিয়া আসিলে, রাজা তাহাকে সমাদর করিবেন, সর্ব্বসমক্ষে প্রশংসা করিবেন, তাহাকে এবং তাহার আজ্ঞাপালক যোধবর্গকে বিশেষরূপ পূর্ণ পাত্র (পরিমিত ধন ও দ্রব্য) প্রদান করিবেন।

এই সাধারণ বিধির অন্তর্গত বিশেষ বিধি অর্থাৎ কিরূপ কার্য্যের পুরস্কারার্থ কিরূপ পূর্ণপাত্র (পুরস্কারীয় ধন বা দ্রব্য) প্রদান করা কর্ত্তব্য তাহা নিম্নলিখিত শ্লোকে প্রকাশিত আছে।

"দদ্যাৎ প্রহৃষ্টো নিযুতং বর্ম্মাণাং রাজঘাতিনে।
তদর্দ্ধং তৎসুতবধে সেনাপতিবধে তথা॥

অক্ষৌহিণীপতিবধে তদৰ্দ্ধং পরিচক্ষতে।
মন্ত্র্যমাত্যবধে চৈব তদৰ্দ্ধন্তু প্রদাপয়েৎ॥
অনীকিনী চমূশ্চৈব পৃতনাবাহিনীগণঃ।
গুল্মং সেনামুখং পত্তিরেতেষাং পতিঘাতিনে॥
ক্রমাদৰ্দ্ধাংশহ্রাসেন তদৰ্দ্ধানি প্রদাপয়েৎ।
বেতনাদধিকং চৈতৎ প্রাপ্য কুর্য্যুশ্চ তেঽধিকম্॥
অক্ষৌহিণ্যাঃ পতিং হত্বা দ্বিতীয়ং বা তৃতীয়কম্।
চম্বোরধিপতিঞ্চৈব পৃতনানাং পতিং তথা॥
অনীকিনীপহা যাবৎ তাবৎ প্রাপ্নোতি রাজতঃ।
ইত্থমগ্রেঽপি যোক্তব্যং সম্মানমধিপাপহে॥
পলায়িতং সায়ুধন্তু ধৃত্বা স্বভটদায়িনে।
বৰ্ব্বাণাং পঞ্চ বৈ দদ্যাৎ তস্মৈ সৎকৃত্য ভূমিপঃ॥
পলায়িতং সভৃতিকং বিশস্ত্রং দেহশোভিনম্।
ধৃত্বা নিবেদিনে দদ্যাৎ বৰ্ব্বাণাঞ্চ ত্রিকং নৃপঃ॥
গজঞ্চ গজসাদিঞ্চ মহারথিকমস্তকম্।
ছিত্বা নিবেদয়েদ্রাজ্ঞো দ্বিসাহস্রং স বা ইতি॥
হয়ারূঢ়বরং হত্বা পাদাতাধিপতিং তথা।
বৰ্ব্বাণাঞ্চ সহস্রস্ত যোগ্যো ভবতি রাজতঃ॥
শত্রুসৈন্যাৎ কুঞ্জরং বা রথং বা যঃ সমাহরেৎ।
পঞ্চাশদ্বৰ্ব্বসম্মানং স প্রাপ্নোতীহ রাজতঃ॥
প্রতিপ্রয়াণং ভৃত্যানাং ভক্তং দেয়ং স্থিতৌ ন হি।
মার্গায়াসং বিদিত্বৈষাং বেতনাদধিকং ত্বিদম্॥
অন্যেষু বা সাহসেষু বেতনাদধিকং নৃপঃ।
লোকসংগ্রহণার্থঞ্চ দদ্যাদ্বৈ পারিতোষিকম্॥
ভটেভ্যশ্চৈব বস্ত্রাণি রজকানাঞ্চ বেতনম্।
তদ্বেতনেন কল্পানি নৌষধানি চ রোগিণাম্।
পররাষ্ট্রার্জ্জিতং দ্রব্যমৰ্দ্ধং রাজা বিভজ্য তু।
যোধেভ্যোঽৰ্দ্ধং প্রদেয়ং স্যাদৰ্দ্ধঞ্চ স্বয়মাহরেৎ॥
হয়ং বা শকটং বাপি হরেৎ সোপস্কৃতং ভটঃ।
তদৰ্দ্ধতূর্য্যমংশন্তু স লভেৎ রাজসৎকৃতঃ॥

শিথিলানি চ শস্ত্রাণি লুণ্ঠিতং শত্রুভির্যুধি।
স্বযোধানাং নৃপো দদ্যাৎ বেতনং পরিহাপ্য চ॥

যে যোদ্ধা শত্রু রাজাকে বধ * করে, রাজা তাহাকে হৃষ্ট হইয়া নিযুত সংখ্যক বর্ব্ব প্রদান করিবেন। যুবরাজ বধ করিলে তাহার অর্দ্ধ এবং প্রধান সেনাপতি বধ করিলেও অর্দ্ধ পুরস্কার দান করা কর্ত্তব্য। নীতিবিশারদ পণ্ডিতগণ বলিয়া থাকেন যে, অক্ষৌহিণীপতি বধ করিলে তাহার অর্দ্ধ, মন্ত্রী ও প্রধানামাত্য বধকারীদিগকে তদর্দ্ধ পুরস্কার দেওয়া কর্ত্তব্য।

অনীকিনী, চমু, পৃতনা, বাহিনী, গণ, গুল্ম, সেনামুখ ও পত্তি,—এই সকলের অধিপদিগকে বধ করিতে পারিলে যথাক্রমে অর্দ্ধার্দ্ধ পারিতোষিক পাইবার যোগ্য হইবে। ইহা তাহাদিগের অতিরিক্ত লাভ, বেতনের সহিত ইহার কোন সম্পর্ক নাই। এবম্প্রকার বেতনাধিক দান করিলে তাহারা অবশ্যই সাহস প্রকাশ করিবে, এতৎ কারণে রাজা উক্ত প্রকার পারিতোষিক দান করিবেন।

অক্ষৌহিণী প্রভৃতি সৈন্যগণের তিনটী করিয়া অধিপ থাকে, ইহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। সেই পৃথক্ পৃথক্ সৈন্যদলের প্রধান অধিনায়কদিগকে বধ বন্ধনাদি করিলে পুরস্কার পাইবে, ইহাও পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। এক্ষণে ইহাও বলা যাইতেছে যে, সেই সকল সৈন্যদলের দ্বিতীয় ও তৃতীয় অধিপতিদিগকে বধ কিংবা বন্ধনাদি করিতে পারিলে তাহারাও আপন রাজার নিকট যথাযোগ্য পুরস্কার পাইবে। এই রূপ যে কোন অধিপতিকে বধ বন্ধনাদি করিতে পারিলেই পুরস্কার যোগ্য হইবে, ইহা রাজশাস্ত্রসম্মত ব্যবস্থা জানিবে।

কোন্ সৈন্য অস্ত্র সমেত পলায়ন করিতেছে, এমত অবস্থায় যদি কেহ তাহাকে অস্ত্র সমেত ধৃত করিয়া তাহার দলাধিপতির নিকট প্রদান করে, তবে রাজা সেই ধৃতকারী ব্যক্তিকে পাঁচ বর্ব্ব পারিতোষিক প্রদান করিবেন এবং বিশেষ সম্মান করিবেন।

কোন সৈন্য অস্ত্র পরিত্যাগ পূর্ব্বক কেবলমাত্র দেহ লইয়া পলায়ন করিলে যদি কেহ তাহাকে ধৃত করিয়া তদ্দলাধিপতির নিকট প্রদান করে, তবে, রাজা তাহাকে তিন বর্ব্ব পারিতোষিক ৺ দান করিবেন।

---

* বধ এই শব্দটী পারিভাষিক। "বধশ্চাষ্টবিধঃ স্মৃতঃ।" বন্ধন, তাড়ন, অবমাননা প্রভৃতি আট প্রকার কার্য্যের উপর বধ এই পরিভাষা স্থাপিত আছে। সুতরাং বধ শব্দ দেখিয়া সহসা প্রাণ বিনাশ অর্থ মনে হইবে বটে, পরন্তু এস্থলে সে অর্থ গ্রহণ না করিয়া বন্ধনাদি আট প্রকার অর্থই গ্রহণ করিতে হইবে।

যে ব্যক্তি সৈন্য ভঙ্গকারী শক্রপক্ষীয় বৃহৎ গজ, গজযোধী ও মহারথীর মস্তক চ্ছেদন করিয়া রাজার নিকট অর্পণ করে, সে ব্যক্তি রাজার নিকট দুই সহস্র স্বর্ণ মুদ্রা পুরস্কার পাইবার যোগ্য।

শক্রপক্ষীয় প্রধান অশ্বারোহী বিনাশ করিয়া এবং পদাতি সৈন্যের অধিপতি বধ করিয়া রাজার নিকট সহস্র বর্ব্ব পুরস্কার পাইবার যোগ্য হয়।

যে ব্যক্তি শক্র সৈন্যের মধ্য হইতে যুদ্ধকুশল হস্তী কি কোন প্রধান রথ কাড়িয়া আনে, সে ব্যক্তিও রাজার নিকট পঞ্চাশ বর্ব্ব পুরস্কার পায়।

যত বার যুদ্ধযাত্রা হইবে, তাহার প্রত্যেক যুদ্ধযাত্রাতেই রাজা সৈন্য ও ভৃত্যদিগকে ভক্ত অর্থাৎ আহারাচ্ছাদন স্বকীয় কোষ হইতে প্রদান করিবেন; কিন্তু স্থিতিকালে অর্থাৎ যখন কোন কার্য্য নাই, তখন তাহাদিগকে ভক্ত প্রদান করিবেন না, কেবল মাত্র বেতনই দিবেন (তাহারা তখন আপন আপন বেতনের দ্বারা আহার নির্ব্বাহ করিবে)। পথের ও গতিবিধি ক্লেশ বিবেচনা করিয়া বেতনাধিক ভক্ত অর্থাৎ নিজ কোষ হইতে আহারীয় ব্যয় প্রদান করিবেন। এইরূপ অন্যান্য সাহসিক কার্য্যেও বেতনাতিরিক্ত পৃথক প্রদান করা কর্ত্তব্য এবং লোকসংগ্রহের নিমিত্ত রাজার পারিতোষিক দান করা কর্ত্তব্য।

স্থিতিকালে যোদ্ধৃগণের বস্ত্র পরিচ্ছদ ও রজকদিগের বেতন রাজার অধীনে থাকিবে, পরন্তু তাহার ব্যয় তাহাদের নিজ নিজ প্রাপ্য বেতন হইতে কর্ত্তিত হইবে। কোন সৈন্য যদি পীড়িত হয়, তবে তাহাদের চিকিৎসাও রাজার অধীনে থাকিবে, পরন্তু ঔষধের ব্যয় তাহার বেতন হইতে প্রদত্ত হইবে।

পররাজ্য জয় হইলে, রাজা লুণ্ঠন দ্রব্য ও লুণ্ঠনলব্ধ ধন সকল দুই ভাগ করিবেন। তাহার একভাগ যোদ্ধাদিগকে এবং একভাগ ধনাগারে স্থাপন করিবেন।

কোন সৈন্য যদি সসজ্জ অশ্ব কিংবা অলঙ্কৃত রথ আহরণ করে, তবে সে তাহার চতুর্থাংশ এবং রাজার নিকট সম্মান প্রাপ্ত হইবে।

যদি কোন সৈন্য আপনার অস্ত্র কিংবা শস্ত্র হারাইয়া ফেলে, অথবা তাহা শক্র সৈন্যের দ্বারা লুণ্ঠিত হয় (অর্থাৎ শক্র পক্ষীয়েরা যদি কাহারও অস্ত্র কাড়িয়া লয়) তবে রাজা তাহাকে পুনর্ব্বার অস্ত্র প্রদান করিবেন; কিন্তু তাহার মূল্য তাহার বেতন হইতে পরিগৃহীত হইবে।

## ব্যূহ।

ধনুর্ব্বেদ ও যুদ্ধ-প্রসঙ্গে ব্যূহরচনার প্রণালী বর্ণন করা আবশ্যক হইতেছে।

তজ্জন্য আগ্নেয় ধনুর্ব্বেদ, শুক্রনীতি, মহাভারত, নীতিময়ূখ ও কামন্দকীয় নীতি-সার প্রভৃতি মহান্ নিবন্ধ হইতে এই ব্যূহ প্রস্তাব সঙ্কলিত হইল।

যুদ্ধকালে ও অভিনির্য্যাণকালে যে হয়, হস্তী, রথ, ও পদাতিসৈন্যদিগকে বিশেষ বিশেষ প্রণালীক্রমে বিন্যস্ত করা হয় ( সাজান হয় ), সেই বিন্যাস-পরিপাটীর নাম ব্যূহ। এই ব্যূহ অসংখ্য প্রকার হইলেও প্রধান কল্পে ছয় প্রকার। নীতিময়ূখগ্রন্থকার প্রধানকল্পের ছয়টী ব্যূহ উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন যে, "যদ্যপ্যন্যে চ গরুড়াদয়ো ব্যূহভেদেনোক্তাস্তথাপ্যেতেষামন্তর্ভাবাৎ ষোঢ়ৈব ব্যূহভেদা জ্ঞেয়া।" যদিও গরুড় প্রভৃতি অন্যান্য বহুবিধ ব্যূহ গ্রন্থান্তরে কথিত হইয়াছে, তথাপি সে সকল ব্যূহ এই ছয় প্রকারের মধ্যেই অন্তর্ভূত হয়, সুতরাং ছয় প্রকার ব্যূহই প্রধান, অন্যান্য ব্যূহ ঐ ছয়প্রকারের শাখা প্রশাখা মাত্র। উক্ত গ্রন্থকার প্রধান ছয় প্রকার ব্যূহের নাম ও বিনিয়োগ ব্যবস্থা বর্ণন করিয়াছেন। যথা—

"ব্যূহস্তু মকর-শ্যেন-সূচী-শকট-বজ্র-সর্ব্বতোভদ্রভেদাৎ ষোঢ়া। তেষাং বিনিয়োগ উক্তো মহাভারতে॥"

ব্যূহ ছয় প্রকার। মকর ( ১ ), শ্যেন ( ২ ), সূচী ( ৩ ), শকট ( ৪ ), বজ্র ( ৫ ), ও সর্ব্বতোভদ্র ( ৬ )। এই ছয় প্রকার ব্যূহের বিনিয়োগ অর্থাৎ কিরূপ স্থলে বা কিরূপ অবস্থায় কোন ব্যূহ করিতে হয়, তাহার ব্যবস্থা মহাভারতে কথিত হইয়াছে। যথা—

"যাযাদ্ব্যূহেন মহতা মকরেণ পুরোভয়ে।
শ্যেনেনোভয়পক্ষেণ সূচ্যা বা ঘোরচক্রয়া॥
পশ্চাদ্ভয়ে তু শকটং পার্শ্বয়োর্ব্বজ্রসঙ্গিতম্।
সর্ব্বতঃ সর্ব্বতোভদ্রং ভয়ে ব্যূহং প্রকল্পয়েৎ॥"

যে স্থানে সম্মুখে ভয়, সে স্থানে মকরব্যূহ রচনা করিয়া গমন করিবেক; অথবা শ্যেনব্যূহ কিংবা সূচীব্যূহ অবলম্বন করিবেক। পশ্চাদ্ভাগে ভয়কারণ উপলব্ধ হইলে শকটব্যূহ এবং পার্শ্বদ্বয়ে বজ্রব্যূহ আশ্রয় করা কর্ত্তব্য। আর যদি ভয়ের দিঙ্ নির্ণয় না থাকে, সকল দিকেই ভয়সম্ভাবনা থাকে, তাহা হইলে সর্ব্বতোভদ্র-ব্যূহ রচনা করিবেক।

অগ্নিপুরাণোক্ত রণদীক্ষা প্রকরণে কতকগুলি ব্যূহের উল্লেখ আছে। যথা—

"গরুড়োমকরব্যূহশ্চক্রঃ শ্যেনস্তথৈব চ।
অর্দ্ধচন্দ্রশ্চ বজ্রশ্চ শকটব্যূহ এব চ॥
মণ্ডলঃ সর্ব্বতোভদ্রো সূচীব্যূহস্তথৈব চ॥"

গরুড়, মকর, চক্র, শ্যেন, অর্দ্ধচন্দ্র, বজ্র, শকট, মণ্ডল, সর্ব্বতোভদ্র ও সূচী,—অগ্নিপুরাণের মতে এই দশ প্রকার ব্যূহ প্রধান বলিয়া গণ্য। অগ্নিপুরাণ আরও বলিয়াছেন যে,—

"ব্যূহাঃ প্রাণ্যঙ্গরূপাশ্চ দ্রব্যরূপাশ্চ নেকধা॥"

যুদ্ধকালে প্রাণীর অঙ্গের সাদৃশ্য লইয়া এবং ভিন্ন ভিন্ন দ্রব্যের গঠন প্রকার অবলম্বন করিয়া অনেক প্রকার ব্যূহ রচিত হইয়া থাকে। বস্তুতঃ ব্যূহের সংখ্যা কল্পনা করা বা সৈন্যরচনাকে সীমাবদ্ধ করা অসঙ্গত ভিন্ন সুসঙ্গত নহে। তবে দিগ্দর্শনের নিমিত্ত, সৈন্যরচনার মর্য্যাদা বুঝাইবার নিমিত্ত, নীতিবক্তৃগণ উক্ত প্রকার সীমাবদ্ধ কথা বলিয়া গিয়াছেন। অগ্নিপুরাণের রণদীক্ষা প্রকরণোক্ত নিম্নোদ্ধৃত শ্লোকটীর তাৎপর্য্য পর্য্যালোচনা করিলে উহাই প্রতীত হইবে। যথা—

"দেশে স্বদৃশ্যঃ শত্রূণাং কুর্য্যাৎ প্রকৃতিকল্পনাম্।
সংহতান্ যোধয়েদল্পান্ কামং বিস্তারয়েদ্বহূন্॥"

উপযুক্ত যুদ্ধস্থান অবলম্বন করিয়া, শত্রুগণের অজ্ঞাতসারে, আপনার সৈন্য-রচনা করিবেক। অল্পসৈন্য সমবেত হইয়া বহুর সহিত, ইচ্ছা হইলে সংহত অল্পের সহিত, আবশ্যকমতে বহুসৈন্যকেও বিস্তৃত করিয়া যুদ্ধ করিবেক।

ব্যূহরচনার সম্বন্ধে নীতিসার ও নীতিময়ূখ গ্রন্থে লিখিত আছে যে, ব্যূহের সর্ব্বাগ্রভাগে নায়ক অর্থাৎ সেনাপতি অবস্থান করিবেন। অন্যান্য বীরপুরুষ তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া যুদ্ধ করিবেন। পরন্তু তাঁহারা সকলেই সেনাপতির রক্ষণা-বেক্ষণ কার্য্যে নিযুক্ত থাকিবেন। স্ত্রীলোক, কোষ অর্থাৎ ধনাগার, রাজা আর ফল্গুসৈন্য অর্থাৎ খাদ্যদ্রব্যাদি ও তদ্রক্ষক,—ইহাদিগকে ব্যূহের মধ্যস্থলে সংরক্ষণ করা কর্ত্তব্য। যথা—

"নায়কঃ পুরতো যায়াৎ প্রবীরপুরুষাবৃতঃ।
মধ্যে কলত্রং কোষশ্চ স্বামী ফল্গু চ যদ্বলম্॥"

হস্তী সৈন্য, অশ্বারোহী, রথারোহী ও পদাতি সৈন্য,—এই চতুর্ব্বিধ সৈন্যই ব্যূহে বিন্যস্ত হয়। পরন্তু যে কোন প্রকার ব্যূহ রচিত হউক, সমুদায় ব্যূহেই উক্ত সৈন্য স্থাপনের এক সাধারণ বিধি আছে। যথা—

"পার্শ্বয়োরুভয়োরশ্বা বাজিনাং পার্শ্বয়ো রথাঃ।
রথানাং পার্শ্বয়োর্নাগা নাগানাঞ্চাটবী বলম্॥"

ব্যূহের উভয় পার্শ্বে অশ্বারোহী থাকিবেক। অশ্বারোহীর পার্শ্বে রথারোহী থাকিবেক। রথের পার্শ্বে হস্ত্যারোহী, এবং হস্তীর পার্শ্বে পদাতি সৈন্য থাকিবেক।

নীতিময়ূখকার বলেন, প্রত্যেক ব্যূহে দুই দুই সেনাপতি থাকে। একজন অগ্রণী এবং অন্যজন পশ্চান্নায়ক। ইহাদের একজন অর্থাৎ যিনি অগ্রণী, তিনি সম্মুখ, অন্যজন অর্থাৎ যিনি পশ্চান্নায়ক তিনি পশ্চাদ্ভাগ রক্ষা করিয়া থাকেন। যথা—

"পশ্চাৎ সেনাপতিঃ সর্ব্বং পুরস্কৃত্য কৃতো বলম্।
যায়াৎ সন্নদ্ধসৈন্যোঘৈঃ খিন্নাংশ্চাশ্বাসয়ন্ জনান্॥"

রণদক্ষ সেনাপতি চতুরঙ্গ বল অগ্রগামী করিয়া যুদ্ধোপকরণযুক্ত সৈন্যসমূহের পশ্চাদ্ভাগে গমন ও অবস্থান করিবেন এবং খেদপ্রাপ্ত, পলায়মান ও ভঙ্গোদ্যত সৈন্যদিগকে আশ্বাস প্রদান করিবেন।

এই শ্লোকের ব্যাখ্যাস্থলে দুই দুই সেনাপতি থাকার কথা বিস্পষ্টরূপে উক্ত হইয়াছে। যথা—

"পূর্ব্বং সেনাপতেরগ্রে যানমুক্তম্। অধুনা তু পশ্চাদ্যানম্। অতো জ্ঞায়তে অগ্রে যাতা পশ্চাদ্যাতাচেতি সেনাদ্বয়মস্তীতি।"

অগ্নিপুরাণীয় রণদীক্ষা অধ্যায়ে উপদেশ আছে যে, রাজা এককালে সমস্ত সৈন্য ব্যূহে নিয়োজিত করিবেন না। পাঁচ ভাগ করিয়া তাহার দুইভাগ পক্ষে, দুই ভাগ অনুপক্ষে এবং অবশিষ্ট এক ভাগ লুক্কায়িত রাখিবেন। আবশ্যক বিবেচনা করিয়া, কার্য্যসঙ্কট বিবেচনা করিয়া, হয় একভাগ, না হয় দুইভাগ দ্বারা যুদ্ধ করিবেন। অন্য তিন ভাগ তাহাদের রক্ষার্থে স্থাপন করিবেন। যিনি রাজা, তিনি যদি স্বয়ং সৈনাপত্যে অবস্থিত না থাকেন, তবে তিনি কদাচ যুদ্ধক্ষেত্রে থাকিবেন না; অন্যূন একক্রোশ দূরে রক্ষিবর্গে পরিবৃত হইয়া পলায়মান যোদ্ধাদিগকে আশ্বাসদানার্থ থাকিবেন। যুদ্ধকালে যদি প্রধান সেনাপতি রণে ভঙ্গ দেয়, তবে আর কাহারও রণে থাকা উচিত নহে। সকলেরই আত্মরক্ষার্থে পলায়মান হওয়া উচিত। কি প্রকার নিয়মে ব্যূহমধ্যে সঞ্চরণ করিতে হয়. অগ্নি পুরাণ অপেক্ষা শুক্রনীতিগ্রন্থে তাহার বিশেষ ব্যবস্থা দৃষ্ট হয়। অগ্নিপুরাণীয় ব্যবস্থাটী এই :—

"ন সংহতান্ ন বিরলান্ যোধান্ ব্যূহে প্রকল্পয়েৎ।
আয়ুধানাঞ্চ সংঘর্ষো যথা ন স্যাৎ পরস্পরম্॥

ভেত্তুকামঃ পরানীকং সংহতৈরেব ভেদয়েৎ ॥
ভেদরক্ষা পরেণাপি কর্ত্তব্যা সংহতৈস্তথা ॥
বূহং ভেদাবহং কুর্য্যাৎ পরব্যূহেষু চেচ্ছয়া।
গজস্য পাদরক্ষার্থাশ্চত্বারস্তু তথা দ্বিজ।
রথস্য চাশ্বাশ্চত্বারঃ সমাস্তস্য চ চর্ম্মিণঃ॥
ধন্বিনশ্চর্ম্মিভিস্তুল্যাঃ পুরস্তাচ্চর্ম্মিণো রণে।
পৃষ্ঠতোধন্বিনঃ পশ্চাদ্ধন্বিনাং তুরগা রথাঃ ॥
রথানাং কুঞ্জরাঃ পশ্চাদ্জ্ঞাতব্যাঃ পৃথিবীক্ষিতা।
পদাতকুঞ্জরাশ্বানাং ধর্ম্মকার্য্যং প্রযত্নতঃ ॥
শূরাঃ প্রমুখ্যতো···স্কন্ধমাত্রপ্রদর্শনম্।
কর্ত্তব্যং ভীরুসঙ্ঘেন শত্রুবিদ্রাবকারকম্ ॥
দারয়ন্তি পুরস্তাত্তু ন দেয়া ভীরবঃ পুরঃ।
প্রোৎসাহয়ন্ত্যেব রণে ভীরূন্ শূরাঃ পুরঃস্থিতাঃ॥
প্রাংশুশ্চ শুভনাসশ্চ যে চাজিহ্মেক্ষণা নরাঃ।
সংহতভ্রূযুগাশ্চৈব ক্রোধনা কলহপ্রিয়াঃ ॥
নিত্যহৃষ্টাঃ প্রহৃষ্টাশ্চ শূরা জ্ঞেয়াশ্চ কামিনঃ।
সংহতানাং হতানাঞ্চ রণাপনয়নক্রিয়া ॥
প্রাতযুদ্ধং গজানাঞ্চ তোয়দানাদিকঞ্চ যৎ।
আয়ুধানয়নং চৈব পত্তিকর্ম্ম বিধীয়তে ॥
রিপূণাং ভেত্তুকামানাং স্বসৈন্যস্য তু রক্ষণম্।
ভেদনং সংহতানাঞ্চ চর্ম্মিণাং কর্ম্ম কীৰ্ত্তিতম্॥
বিমুখীকরণং যুদ্ধে ধন্বিনাঞ্চ তথোচ্যতে।
দূরাপসরণং যানং সুনৃতস্য তথোচ্যতে ॥
ভেদনং সংহতানাঞ্চ ভেদানামপি সংহতিঃ।
প্রাকারতোরণাট্টালক্রমভঙ্গশ্চ সদ্‌গজৈঃ ॥
পত্তিভির্ব্বিষমা জ্ঞেয়া রথাশ্বস্য তথা সমা
সকর্দ্দমা চ নাগানাং যুদ্ধভূমিরুদাহৃতা ॥
এবং বিরচিতব্যূহঃ কৃতপৃষ্ঠদিবাকরঃ।
তথানুলোমশুক্রার্কিদিক্‌পালো মৃদুমারুতঃ।
যোধানুৎসাহয়েৎ সর্ব্বান্ নাম গোত্রাদিনা ততঃ ॥"

এই সকল শ্লোকের তাৎপর্য্যার্থ এই যে, ব্যূহমধ্যে যোদ্ধাদিগকে সংহত (অত্যন্ত একত্রিত ) করিবেক না। বিরল অর্থাৎ অত্যন্ত ফাঁক থাকিতেও দিবেক না। অস্ত্রসঞ্চালনের ব্যাঘাত না হয়, অস্ত্রে অস্ত্রে ঠেকাঠেকি না হয়, এরূপ ভাবে যোদ্ধা-দিগকে পরিচালন করিবেক।

যখন পরসৈন্যের বা পরকৃতব্যূহের ভেদ করিবার ইচ্ছা হইবে, বা আবশ্যক হইবে, তখন সংহত হইয়া অর্থাৎ বহুসৈন্য একত্রিত হইয়া ও স্রোতের ন্যায় হইয়া ভেদ করিতে হইবে এবং পরসৈন্য যখন আপন সৈন্যদিগকে অর্থাৎ আপনার ব্যূহকে ভাঙ্গিবার উপক্রম করিবে, তখনও তাহা সংহত হইয়া রক্ষা করিতে হইবে।

এরূপ নিয়মে ব্যূহ করিবে যে, ইচ্ছা করিলে, তাহা ভিন্ন ভিন্ন ( একটী ভাঙ্গিয়া বহু ব্যূহ ) করা যাইতে পারে। অথবা পরব্যূহ ভেদ করা যাইতে পারে। অপিচ হস্তিসৈন্যের চারিটী করিয়া পাদরক্ষক নিযুক্ত থাকিবেক, রথের জন্য চারিটী অশ্বসৈন্য নিযুক্ত রাখিবেক, তাহাদের জন্য চারিটী করিয়া চর্ম্মধারী, :তাহাদের রক্ষণার্থ তাহাদেরই সমান ধনুর্ধারী নিযুক্ত থাকিবেক। রণমুখে অর্থাৎ রণাগ্রে চর্ম্মী অর্থাৎ ঢালধারী সৈন্যেরা ( সম্মুখে ) অবস্থান করিবেন।

তাহাদের পশ্চাদ্ভাগে ধনুর্ধারী সৈন্য থাকিবেক। ইহাদের পৃষ্ঠে অশ্বারোহী এবং অশ্বারোহীর পৃষ্ঠে রথারোহী থাকিবেক। এবং রথারোহীর পশ্চাদ্ভাগে হস্তিসৈন্য স্থাপন করিবেক।

পদাতিসৈন্য, হস্তিসৈন্য ও অশ্বসৈন্য, ইহারা বিশেষ যত্নের সহিত আপন আপন কর্ত্তব্য করিবেন। যাহারা শূর অর্থাৎ উৎসাহী ও নির্ভীক, তাহাদিগকেই সকলের সম্মুখভাগে দেওয়া কর্ত্তব্য। অনেক ভীরু একত্রিত হইলে ব্যূহ ভাঙ্গিয়া যায়, এ নিমিত্ত ভীরুদিগকে সম্মুখে দিবেক না এবং একত্রিত হইতেও দিবেক না।

যাহারা শূর, তাহারা সম্মুখে থাকিবে। কেন না তাহারা ভীরুদিগকে, নির্ভীক ও উৎসাহিত করিতে পারে। এ নিমিত্ত শূরদিগকেই সম্মুখে স্থাপন করিতে হয় :

শূরদিগের বাহ্যিক আকার লক্ষণও এই যে, যাহারা প্রাংশু অর্থাৎ দীর্ঘকায়, যাহাদের দৃষ্টি বক্র, যাহাদের ভ্রূযুগল সংহত, যাহারা ক্রোধন স্বভাব ও কলহপ্রিয়, যাহারা সর্ব্বদাই হৃষ্ট থাকে এবং বিপদকালেও যাহারা ক্ষুব্ধ হয় না, এমন সকল ব্যক্তিই শূর।

হত হইলে, আহত হইলে, তাহাদিগকে রণস্থল হইতে অপনয়ন করা হস্তি-

দিগকে পানাদি করান, অস্ত্রাদি আনিয়া দেওয়া, ইত্যাদি কার্য্যসমূহ পদাতিদিগের কর্ত্তব্য বলিয়া বিহিত হইয়া থাকে।

চর্ম্মধারীরা শত্রুসৈন্যভেদ, সৈন্যের রক্ষা, সংহতদিগকে বিরল করা, ইত্যাদি ইত্যাদি কার্য্য করিবেন এবং ধনুর্ধারীরা শত্রুদিগকে বিমুখ করিবেন অর্থাৎ অগ্রসর হইতে দিবেন না এবং রথীরা শত্রুদিগের ত্রাস উৎপাদনে নিযুক্ত থাকিবেন।

গজের দ্বারা সংহতের ভেদ, ভেদের সংঘাত একত্রীকরণ এবং প্রাচীর, তোরণ ও অট্টাল প্রভৃতির ভঙ্গসাধন করা কর্ত্তব্য।

বিষম অর্থাৎ বন্ধুর ভূমিতে পদাতিসৈন্যের দ্বারা সমতল স্থানে রথিসৈন্যের দ্বারা, জলকর্দ্দমাদিযুক্ত স্থানে গজসৈন্যের দ্বারা যথাযোগ্য যুদ্ধ করা কর্ত্তব্য বলিয়া উক্ত হইয়াছে।

এবম্প্রকারে, ব্যূহরচনাপূর্ব্বক সূর্য্যদেবকে পশ্চাদ্ভাগে রাখিয়া এবং অনুকূল বায়ু ও অনুকূল গ্রহ অবলোকন করিয়া যুদ্ধারম্ভ করিবেক এবং নাম ও গোত্র উল্লেখ পূর্ব্বক নানাপ্রকার উত্তেজক বাক্যে স্বসৈন্যদিগকে উত্তেজিত করিবেক।

ব্যূহস্থসেনা ও সেনাপতিগণ কিপ্রকারে সঞ্চরণ করিবেন, কিরূপেই বা যুদ্ধ করিবেন; তত্তাবৎ বৃত্তান্ত শুক্রনীতির সপ্তম প্রকরণ দেখিলে জানা যায়। পাঠকগণের সুখবোধার্থ এস্থলে তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি; দেখিবেন, প্রাচীন সৈনিক পুরুষেরা কিরূপে যুদ্ধকার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন।

"ব্যূহরচনসঙ্কেতান্ বাদ্যভাষাসমীরিতান্।
স্বসৈনিকৈর্ব্বিনা কোঽপি ন জানীয়াত্তথাবিধান্॥
নিয়োজয়েচ্চ মতিমান্ ব্যূহান্ নানাবিধান্ সদা।
অশ্বানাঞ্চ গজানাঞ্চ পদাতীনাং পৃথক্ পৃথক্॥
উচ্চৈঃ সংশ্রাবয়েদ্ব্যূহসঙ্কেতান্ সৈনিকান্ নৃপঃ।
বামদক্ষিণসংস্থো বা মধ্যস্থো বাথ সংস্থিতঃ॥
শ্রুত্বা তান্ সৈনিকঃ কার্য্যমনুশিষ্টং যথা তথা।
সম্মীলনং প্রসরণং পরিভ্রমণমেব চ॥
আকুঞ্চনং তথা যানং প্রয়াণমপযানকম্।
পর্য্যায়েন চ সাম্মুখ্যং সমুত্থানঞ্চ লুণ্ঠনম্॥
সংস্থানঞ্চাষ্টদলবৎ চক্রবদ্গোলতুল্যকম্।
সূচীমুখং শকটবদর্দ্ধচন্দ্রং সমস্তথা॥

পৃথক্‌ভবনমল্লাল্লৈঃ পর্য্যায়ৈঃ পঙ্‌ক্তিবেশনম্।
শস্ত্রাস্ত্রয়োর্ধারণঞ্চ সন্ধানং লক্ষ্যভেদনম্॥
মোক্ষণঞ্চ তথাস্ত্রাণাং শস্ত্রাণাং প্রতিঘাতনম্।
দ্রাক্ সন্ধানং পুনঃ পাতো গ্রহোমোক্ষঃ পুনঃ পুনঃ।
স্বগূহনং প্রতীঘাতঃ শস্ত্রাস্ত্রপদবিক্রমৈঃ॥
দ্বাভ্যাং ত্রিভিশ্চতুর্ভির্বা পঙক্তিতোগমনং ততঃ।
তথা প্রাগ্‌ভবনং চাপসরণং তূপসর্জনম্॥
অপসৃত্যাস্ত্রসিদ্ধ্যর্থমুপসৃত্য বিমোক্ষণম্।
প্রাগ্‌ভূত্বা মোচয়েদস্ত্রং ব্যূহস্থঃ সৈনিকঃ সদা॥
আসীনঃ স্যাদ্বিমুক্তাস্ত্রঃ প্রাগ্বা চাপসরেৎ পুনঃ।
প্রাগাসীনং তূপসৃতো দৃষ্টৈদ্বাস্ত্রং বিমোচয়েৎ॥"

ব্যূহরচনার জন্য বাদ্য অথবা ভাষার সঙ্কেত কল্পনা করিবেক। (অমুক প্রকার বাদ্য বাদিত হইলে অমুক ব্যূহ হইবেক অথবা অমুকশব্দ উচ্চারিত হইলে অমুক ব্যূহ করিতে হইবেক ইত্যাদি)। সেই সাঙ্কেতিক বাদ্য অথবা সাঙ্কেতিক ভাষা কেবল স্বীয় সৈন্যেরাই জ্ঞাত থাকিবেক; তাহা অন্য কেহ জানিতে না পারে—এরূপ নিয়ম করিবেক।

বুদ্ধিমান্ রাজা অথবা সেনানায়ক বহুবিধ ব্যূহরচনা করিবেন। (উপযুক্ততা-অনুসারে) অশ্বসৈন্যের, হস্তিসৈন্যের ও পদাতিসৈন্যের পৃথক পৃথক্ বা ভিন্ন ভিন্ন ব্যূহ নির্ম্মাণ করিবেন।

রাজা কিংবা রাজপ্রতিনিধি ব্যূহ-সঙ্কেত সকল উচ্চরবে শুনাইবেন। ব্যূহের বামভাগে, অথবা দক্ষিণভাগে, এবং (সময় বিশেষে) মধ্যস্থলে থাকিয়া এরূপ উচ্চরবে সাঙ্কেতিক শব্দ করিবেন, যেন ব্যূহস্থ সমস্ত সৈনিকেই শুনিতে পায়।

সৈনিকগণ সেই সেই সঙ্কেত ধ্বনি বা সাঙ্কেতিক ভাষা শুনিয়া শিক্ষাকালে যেরূপ উপদেশ পাইয়াছিলেন, ঠিক্ সেইরূপ কার্য্য করিবেন। সম্মিলন, প্রসরণ, প্রভ্রমণ, আকুঞ্চন, যান, প্রয়াণ, অপযান, পর্য্যায়ক্রমে সাম্মুখ্য, সমুত্থান, লুণ্ঠন, অষ্টদলাকারে অবস্থান, অথবা চক্রাকারে বেষ্টন, সূচীতুল্য, শকটাকার, অর্দ্ধচন্দ্রাকার, পৃথক্ ভবন, (পঙক্তি ছাড়া হওয়া), অল্পে অল্পে ও পর্য্যায়ক্রমে পঙক্তি-প্রবেশ, ভিন্ন ভিন্ন প্রকারে অস্ত্রশস্ত্রাদির ধারণ, সন্ধান, লক্ষ্যভেদ, অস্ত্রক্ষেপ, শস্ত্র-নিপাত, শীঘ্র সন্ধান, শীঘ্র অস্ত্রাদিগ্রহণ, শীঘ্র অস্ত্রনিপাত, শীঘ্র অস্ত্রক্ষেপ, শীঘ্র আত্মরক্ষা অথবা আপনাকে লুক্কায়িত করা, অস্ত্রের দ্বারা শস্ত্রের দ্বারা, অথবা

পাদসঞ্চার দ্বারা আত্মরক্ষা ও পরকায় সৈন্যের বা প্রহরীর প্রতিঘাত করা, দুই দুই জনে, তিন তিন জনে, কিংবা চারি চারি জনে একত্রিত হইয়া পঙক্তিক্রমে গমন করা, পিছু হাঁটা, সম্মুখভাবে পলায়ন করা, পশ্চাদ্ভাগে সৈনিকগণের সঙ্কেত অনু-সারে পলায়ন করা, অথবা শত্রুর দিকে ধাবিত হওয়া, ইত্যাদি বহুবিধ কার্য্য পূর্ব্বশিক্ষা অনুসারেই করিবেন, অন্যথাচরণ করিবেন না।

ব্যূহস্থিত সৈনিক অস্ত্রসিদ্ধির নিমিত্ত ( অব্যর্থতার নিমিত্ত ) উপসরণ অর্থাৎ অগ্রে ( সম্মুখে ) ধাবিত হইবেন ; পশ্চাৎ কিঞ্চিৎ পিছু হাঁটিয়া অস্ত্র পরিত্যাগ করিবেন।

বিক্ষিপ্তপ্রায় সৈনিক বসিয়া পড়িবেন, অথবা পাছু হাঁটিয়া আসিবেন। বিপক্ষকে যখন উপবিষ্ট দেখিবেন, তখনই অমনি তৎসমীপবর্ত্তী হইয়া অস্ত্র পরি-ত্যাগ করিবেন।

শুক্রনীতি গ্রন্থে এইরূপ আশ্চর্য্য যুদ্ধকার্য্যসকল বর্ণিত হইয়াছে। অবশেষে কার্য্যসঙ্কট অনুসারে ক্রিয়া পরিবর্ত্তন করিবার উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে। সে সকল ক্রিয়াকৌশল পর্য্যালোচনা করিলে জ্ঞান হয় যে, ইহা অপেক্ষা গুরুতর ও কঠিন কার্য্য আর নাই। এই কার্য্যে যে কত মনোবল ও কত তৎপরতা লাগে, তাহা নির্ণয় করা যায় না। পূর্ব্বে যে ক্রৌঞ্চ ও মকর প্রভৃতি ব্যূহের উল্লেখ করা হইয়াছে, শুক্রনীতি গ্রন্থে সে সকলের সঞ্চালন সম্বন্ধে কয়েকটী উপদেশ আছে। যথা—

"একৈকশো দ্বিশোবাপি সঙ্ঘশো বোধিতো যথা।
ক্রৌঞ্চানাং খে গতির্যাদৃক্ পঙক্তিতঃ সম্প্রজায়তে।
তাদৃক্ সঞ্চারয়েৎ ক্রৌঞ্চব্যূহং দেশবলং যথা॥
সূক্ষ্মগ্রীবং মধ্যপুচ্ছং স্থূলপক্ষন্তু পঙ্‌ক্তিতঃ।
বৃহৎ পক্ষং মধ্যগল পুচ্ছং শ্যেনং মুখেন তু॥
চতুষ্পান্মকরো দীর্ঘঃ স্থূলবক্ত্রো দ্বিরোষ্ঠকঃ।
সূচী সূক্ষ্মমুখোদীর্ঘঃ সমদণ্ডান্তরন্ধ্রযুক্॥
চক্রব্যূহশ্চৈকমার্গো হ্যষ্টধা কুণ্ডলীকৃতঃ।
চতুর্দ্দিক্ষ্বষ্টপরিধিঃ সর্ব্বতোভদ্রসংজ্ঞকঃ॥
অমার্গশ্চাষ্টবলয়োগোলকঃ সর্ব্বতোমুখঃ।
শকটঃ শকটাকারো ব্যালো ব্যালাকৃতিঃ সদা॥

সৈন্যমল্পং বৃহদ্বাপি দৃষ্ট্বা মার্গং রণস্থলম্।
ব্যূহৈর্ব্যূহেন ব্যূহাভ্যাং সাঙ্কর্য্যেণাপি কল্পয়েৎ॥”

রাজা অথবা সেনাপতি যেমন সঙ্কেত প্রকাশ করিবেন, সৈনিকগণ তদনুসারে হয় একে একে, না হয় দুই দুই জনে কিংবা বহুজনে শিক্ষানুরূপ সঞ্চরণে প্রবৃত্ত হইবেন। বলাকাসমূহ যেমন আকাশে পঙ্‌ক্তিক্রমে গমন বা ভ্রমণ করে, দেশ (যুদ্ধস্থান) ও সৈন্যবল বিবেচনা করিয়া, সেইরূপ ক্রমে ক্রৌঞ্চব্যূহ সঞ্চালন করিবেক। ক্রৌঞ্চ অর্থাৎ বক। ইহা তৎপঙ্‌ক্তি সঞ্চরণের ন্যায় সঞ্চারিত হয় বলিয়া এই ব্যূহের নাম ক্রৌঞ্চ)।

পঙ্‌ক্তিক্রমে গ্রীবাদেশ সূক্ষ্ম, পুচ্ছদেশ মধ্যম, পক্ষদ্বয় স্থূল অর্থাৎ বিস্তীর্ণ করা আবশ্যক। শ্যেনব্যূহের পক্ষ বিস্তৃত, গলদেশ ও পুচ্ছ মধ্যম, মুখ শ্যেন-পক্ষীর তুল্য।

মকরব্যূহ চতুষ্পদাকার, বক্ত্রদেশ স্থূল ও দীর্ঘ, ওষ্ঠ দ্বিগুণ। সূচীব্যূহের মুখ সূক্ষ্ম, দীর্ঘ ও সমদন্তাকার, এবং রন্ধ্রযুক্ত।

চক্রব্যূহের মার্গ অর্থাৎ প্রবেশযোগ্য পথ একটী, ৮টি কুণ্ডলাকৃতি পঙ্‌ক্তির দ্বারা বেষ্টিত। সর্ব্বতোভদ্র ব্যূহের চতুর্দ্দিকে ৮ পরিধি, এতাবন্মাত্র বিশেষ আছে। ইহার প্রবেশযোগ্য দ্বার নাই, বলয়াকৃতি ৮পঙ্‌ক্তির দ্বারা নির্ম্মিত ও গোল। সকল দিকেই ইহার মুখ থাকে।

শকটব্যূহ শকটাকার, ব্যালব্যূহ সর্পাকার, এইরূপ অন্যান্য ব্যূহও অন্যান্য জন্তুর আকারবিশিষ্ট।

সৈন্য অল্প কি অধিক, তাহা পর্য্যবেক্ষণ করিয়া, রণভূমি কিরূপ তাহা নির্ণয় করিয়া, সঞ্চরণের পথ কিরূপ তাহা দেখিয়া, হয় একটী, না হয় দুইটী অথবা ৩।৪টী ব্যূহ রচনা করিয়া যুদ্ধ করিবেক এবং রণভূমি, সৈন্যভ্রমণের পথ,—ইত্যাদি পর্য্যবেক্ষণ করিয়া হয় কোন নির্দ্দিষ্টব্যূহ রচনা করিবেক, অথবা সঙ্কর বা মিশ্র ব্যূহ নির্ম্মাণ করিবেক।

ব্যূহসম্বন্ধে ইহার অতিরিক্ত কথা মহাভারতের টীকায় সংগৃহীত আছে। বিস্তার ভয়ে সে সকল উল্লেখ করিলাম না। ফল, যাহা বলা হইল, তদ্দ্বারা ভারতবর্ষীয় প্রাচীন যুদ্ধপ্রণালীর এক প্রকার সামান্য ছবি প্রদর্শিত হইল। অতঃপর আমরা ধর্ম্মযুদ্ধ ও কূটযুদ্ধের কতিপয় নিয়ম বর্ণনা করিয়া প্রবন্ধ শেষ করিব; সম্প্রতি দুর্গ সম্বন্ধে দু একটী কথা বলা যাউক।

## দুর্গ।

রাজাদিগের বহু শত্রু, পররাজ্যের সহিত তাঁহাদের সর্ব্বদাই যুদ্ধ বিগ্রহ হইবার সম্ভব, এনিমিত্ত তাঁহাদের এক একটী অন্যের দুর্গম্য স্থান প্রস্তুত রাখা আবশ্যক। সেই সকল দুর্গম্য ও দুর্ভেদ্য স্থানের নাম "দুর্গ"। ইহা তাঁহাদের একটী প্রধান সম্পদ, এনিমিত্ত শাস্ত্রকারেরা রাজাদিগের ষষ্ঠ সম্পদের মধ্যে দুর্গকে প্রধান সম্পদ বলিয়া গণনা করিয়াছেন।

মনু, যাজ্ঞবল্ক্য, কামন্দক, ভোজ এবং অন্যান্য সমস্ত রাজ-শাস্ত্র-উপদেষ্টৃগণ দুর্গ সম্পত্তির উল্লেখ করিয়া তাহার নির্ম্মাণ পদ্ধতি ও প্রকারভেদ বর্ণনা করিয়াছেন। বিশ্বকর্ম্মসংহিতা ও রাজবল্লভ প্রভৃতি সমুদায় বাস্তুশাস্ত্রে ইহার নির্ম্মাণ-বিধি ও স্থান পরীক্ষা প্রভৃতি লিখিত আছে। রাজ্য, রাজধানী ও দুর্গস্থাপন বিষয়ে কামন্দকোক্ত স্থান পরীক্ষা এতৎপ্রস্তাবের প্রথমে সংগ্রহ করা হইল।

### ১ম, স্থান-পরীক্ষা।

"ভূগুণৈর্বর্দ্ধতে রাষ্ট্রং তদ্‌বৃদ্ধির্নৃপবৃদ্ধয়ে।
তস্মাৎ গুণবতীং ভূমিং ভূত্যৈ ভূপস্তু কারয়েৎ॥"
"শস্যাকরবতী পুণ্যা খনিদ্রব্যসমন্বিতা।
গোহিতা ভূরিসলিলা পুণ্যৈর্জনপদৈর্বৃতা॥"
"রম্যা সৎকুঞ্জরবনা বারিস্থলপথান্বিতা।
অদেবমাতৃকা চেতি শস্যতে ভূর্বিভূতয়ে॥"

(কামন্দক।

স্থানের গুণে রাজার সম্পত্তি বর্দ্ধিত হয় এবং রাজ্যসম্পত্তির বৃদ্ধিতেই রাজার উন্নতি হয়; এজন্য রাজা আপনার ঐশ্বর্য্য বর্দ্ধনের নিমিত্ত প্রথমতঃ গুণবতী ভূমি গ্রহণ করিবেন। কিরূপ ভূমি গুণবতী? তাহা বলা যাইতেছে।

যে স্থান শস্যশালিনী, যে স্থানে আকর আছে, যে স্থান অতি পুণ্য অর্থাৎ পবিত্র (স্বাস্থ্যকর ও সুদৃশ্য), যে স্থানে খনি আছে, যে স্থানে ব্যবহার্য্য দ্রব্য সুলভ, যে স্থান গো ও অশ্ব প্রভৃতি বহু পশু রাখিবার উপযুক্ত, যে স্থানে জলকষ্ট নাই, যাহার চতুর্দ্দিকে উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট জনপদ আছে যে স্থান সুন্দর অর্থাৎ রমণীয়, যে স্থানে বা যাহার নিকটস্থ বনে হস্তী পাওয়া যায়, ও যাহার নিকটে বন আছে, যে প্রদেশে জলপথ ও স্থলপথ উভয়ই বিদ্যমান, যে দেশ দেবমাতৃক নহে, অর্থাৎ

যে দেশের শস্য উৎপাদন করিতে কেবল বৃষ্টির জলের উপর নির্ভর করিতে হয় না, এরূপ দেশে উক্তবিধ স্থানই রাজাদিগের পক্ষে প্রশস্ত।

## ২য়, নিষিদ্ধদেশ ও স্থান।

"সশর্করা সপাষাণা সাটবী নিত্যতস্করা।
রুক্ষা সকণ্টকবনা সব্যালা চেতি ভূরভূঃ॥"

যে স্থানে অত্যন্ত কাঁকর, অত্যন্ত প্রস্তর, নিবিড় বন, সর্ব্বদাই দস্যুভয়,—সে স্থান উত্তম নহে। যে স্থান রুক্ষ অর্থাৎ ৮ গুণ জলসেক করিলেও উত্তম শস্য হয় না, যে স্থানে কণ্টক বন নিবারিত হয় না, যে প্রদেশে অধিক সবিষ সর্প জন্মে, সে স্থানও বাসের ও দুর্গের অযোগ্য।

কামন্দকি আরও বলিয়াছেন যে,—

"সাজীব্যো ভূগুণৈর্যুক্তঃ সানূপঃ পর্ব্বতাশ্রয়ঃ।
শূদ্রকারুবণিক্‌প্রায়ো মহারম্ভঃ কৃষীবলঃ॥
সানুরাগো রিপুদ্বেষো করপীড়াসহঃ পৃথুঃ।
নানাদেশ্যৈঃ সমাকীর্ণো ধার্ম্মিকৈঃ পশুমান ধনী॥
তং বর্দ্ধয়েৎ প্রযত্নেন তস্মাৎ সর্ব্বং প্রবর্ত্ততে॥"

যে দেশে কন্দ (শূরণ ও আলু প্রভৃতি) মূল ও ফল প্রভৃতি বহু পরিমাণে উৎপন্ন হয়, যে দেশ পূর্ব্বোক্ত গুণযুক্ত, যে দেশ আনূপ অর্থাৎ যে দেশে প্রচুর জল আছে, যে সকল দেশ পর্ব্বত আশ্রয় করিয়া প্রতিষ্ঠিত, যে দেশে দাস, দাসী, শিল্পী ও বাণিজ্যকারী লোক অধিক, যে দেশের কৃষকেরা অত্যন্ত পরিশ্রমী ও মহা উদ্যোগী, যে দেশের লোকসকল স্বভাবতঃই প্রভুর প্রতি অনুরাগী ও শত্রুর প্রতি বিদ্বেষ্টা, যে দেশের লোকেরা কষ্টসহ ও করভার বহনে কষ্টবোধ করে না, যে দেশের লোকেরা বলবান্, যে দেশ নানাদেশীয় লোকে সমাকীর্ণ, যে দেশের লোকেরা স্বভাবতঃই ধার্ম্মিক, পশুপোষণকারী ও ধনশালী, রাজা এরূপ দেশ যত্ন পূর্ব্বক রক্ষা করিবেন। যে হেতু তাদৃশ দেশ হইতেই রাজার সমস্ত অভিলাষ সিদ্ধ হয়।

## ৩য়, রাজপুরী ও দুর্গবাস।

"পৃথুসীমমহাখাতমুচ্চ প্রাকারগোপুরম্।
"সমাবসেৎ পুরং শৈলং সরিন্মরুবনাশ্রয়ম্॥"

চতুঃপার্শ্বে মহাখাত ( গড়কাটা ), তৎপ্রান্ত অত্যুচ্চ প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত,

বিস্তীর্ণ দ্বার,—রাজা এরূপ পুরে বাস করিবেন। নিকটে কোন পর্ব্বত, কি নদী, বন অথবা ভূমি থাকিলে ভাল হয়। মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য ঋষি বলিয়াছেন যে,—

"রম্যং পশব্যমাজীবং জাঙ্গলং দেশমাবশেৎ।
তত্র দুর্গাণি কুর্ব্বীত জনকোষাত্মগুপ্তয়ে॥"

রমণীয়, পশু পোষণের উপযুক্ত, বিবিধ ভক্ষ্য দ্রব্যের উৎপত্তি ভূমি, জল ও পর্ব্বতশালী,—রাজা এরূপ দেশে বাস করিবেন; এবং তাদৃশ স্থানে স্বজন বর্গ, ধনাগার ও আত্মরক্ষার্থ দুর্গ নির্ম্মাণ করিবেন।

মহর্ষি মনু দুর্গবাসের উপকারিতা বর্ণন করিয়া গিয়াছেন। যথা—

"একঃ শতং যোধয়তি প্রাকারস্থো ধনুর্ধরঃ।
শতং দশ সহস্রাণি তস্মাদ্দুর্গং সমাশ্রয়েৎ॥"

যে হেতু এক যোদ্ধা দুর্গ প্রাকারে অবস্থিত থাকিয়া শত যোদ্ধার সহিত যুদ্ধ করিতে সমর্থ হয়, এবং শত যোদ্ধা, দশ সহস্র যোদ্ধাকে পরাভব করিতে পারে, এই হেতু রাজারা দুর্গ আশ্রয় করত বাস করিবেন।

## ৪র্থ, দুর্গের সংখ্যা ও প্রকারভেদ।

দুর্গ অনেক প্রকার। তন্মধ্যে মনুর মতে ৭, কামন্দকির মতে ৯ নববিধ দুর্গই প্রধান। মহর্ষি মনু প্রাধান্য ক্রমে ৭ প্রকার দুর্গের উল্লেখ করিয়াছেন, পরন্তু কামন্দক ও মহর্ষি ব্যাস তদপেক্ষা দুইটী অধিক দুর্গের ব্যবস্থা করিয়াছেন। মনু-মতানুযায়ী সপ্ত দুর্গ এই—

"ধন্বদুর্গং মহীদুর্গ মব্দুর্গং বার্ক্ষমেব চ।
নৃদুর্গং গিরিদুর্গঞ্চ সমাশ্রিত্যাবসেৎ পুরম্॥"

যাহার নিকটবর্ত্তী দিক সমূহে জলবর্জিত স্থান অর্থাৎ মরুভূমি বিদ্যমান আছে, তাদৃশ দুর্গের নাম ধন্ব দুর্গ। মহীদুর্গ অর্থাৎ মৃত্তিকার দ্বারা সম্পাদিত দুর্গ। অব্দুর্গ অর্থাৎ জলদুর্গ। যাহার নিকটবর্ত্তী দিক সমূহে মহাজল বিদ্যমান আছে, তাহারই নাম জল দুর্গ। বৃক্ষের দ্বারা রচিত দুগ বিশেষের নাম বার্ক্ষ দুর্গ; যাহার চতুর্দ্দিক নিবিড় দুশ্ছেদ্য বৃক্ষে পরিব্যাপ্ত তাহাই বার্ক্ষ দুর্গ। নৃদুর্গ অর্থাৎ যাহার আশ্রয়ে বহুতর বীরমনুষ্য বাস করে। গিরিদুর্গ অর্থাৎ দুরারোহ পর্ব্বত যাহার চতুর্দ্দিকে আছে। মনু এই ছয় প্রকার দুর্গের উল্লেখ করিয়াছেন; পরন্তু কামন্দকী এতদপেক্ষা ঐরিণ নামক আর একটী অতিরিক্ত দুর্গের কথা বলিয়াছেন। যথা—

ঔদকং পার্ব্বতং বার্ক্ষং ঐরিণং ধন্বমানবম্।
প্রশস্তং শাস্ত্রমতিভিঃ দুর্গং দুর্গোপচিন্তকৈঃ॥

ঔদক অর্থাৎ জলদুর্গ। পার্ব্বত অর্থাৎ গিরিদুর্গ। বার্ক্ষ অর্থাৎ বৃক্ষরচিত দুর্গ। ঐরিণ অর্থাৎ উষরস্থানরূপ দুর্গ। ধন্ব অর্থাৎ জলবর্জ্জিত দুর্গ। মানব অর্থাৎ বীর মনুষ্য বেষ্টিত দুর্গ। মহাভারতেও ছয় প্রকার দুর্গের উল্লেখ আছে, তন্মধ্যে মহীদুর্গ ও মৃদ্দুর্গ এই দুইটীর ভিন্নতা প্রতিপাদিত হইয়াছে। যথা—

"ধন্বদুর্গং মহীদুর্গং গিরিদুর্গং তথৈবচ।
মনুষ্যদুর্গং মৃদ্দুর্গ মম্বুদুর্গঞ্চ তানি ষট্॥"

এই শ্লোকে মহীদুর্গ ও মৃদ্দুর্গ এই দুইটী পৃথক্ উল্লেখ থাকায় বুঝিতে হইবে যে, যাহা স্বাভাবিক মৃত্তিকারচিত স্থান, তাহাই মহীদুর্গ এবং যাহা মৃত্তিকার দ্বারা ইষ্টকের দ্বারা কি প্রস্তরের দ্বারা নির্ম্মিত দুর্গম স্থান, তাহাই মৃদ্দুর্গ। নীতিময়ূখ গ্রন্থে লিখিত আছে যে, "মৃদ্দুর্গমিতি মার্ত্তিকং পাষাণমৈষ্টকং বা" মৃদ্দুর্গ ৩ প্রকার,—মৃত্তিকানির্ম্মিত, পাষাণ রচিত ও ইষ্টকগ্রথিত। লিখিত বচনগুলির দ্বারা সর্ব্ব সমেত নববিধ (৯ প্রকার) দুর্গের ব্যবস্থা পাওয়া যাইতেছে। তদ্‌যথা—

| | | |
|---|---|---|
| ধন্বদুর্গ ... ১<br>মহীদুর্গ ... ২<br>জলদুর্গ ... ১<br>বৃক্ষদুর্গ ... ১<br>৫ | | ইহা অকৃত্রিম মৃত্তিকারচিত ও কৃত্রিম মৃদ্ভিত্তি নির্ম্মিত এতদ্রূপে দ্বিবিধ। মৃদ্ভিত্তি দুর্গের আবার প্রস্তর নির্ম্মিত ও ইষ্টক নির্ম্মিত এই দুই প্রকার প্রভেদ আছে। |
| নৃদুর্গ ... ১<br>গিরিদুর্গ... ১<br>৭ | | ইহা বীরগণের দ্বারা বেষ্টিত থাকা এবং সৈন্য রচনার দ্বারা বেষ্টিত থাকা, এই দুই প্রকার। |
| বন্ধুদুর্গ ... ১<br>ঐরিণদুর্গ... ১<br>৯ | | শূর ও আত্মীয়গণের গৃহের দ্বারা বেষ্টিত থাকা ও প্রান্তর বেষ্টিত থাকা। |

এই নববিধ দুর্গের মধ্যে মহীদুর্গের দ্বিতীয়টী অর্থাৎ মৃদ্দুর্গটী আবার ৩প্রকার। স্তূপীকৃতমৃত্তিকারাশিবেষ্টিত, প্রস্তর প্রাকার বেষ্টিত, এবং ইষ্টকপ্রাকারবেষ্টিত। অপর, নৃদুর্গ অর্থাৎ মনুষ্যদুর্গও দ্বিবিধ। বন্ধু দুর্গ ও ইতর মনুষ্য দুর্গ। নীতিময়ূখে এই মনুষ্যদুর্গের নিম্নলিখিত লক্ষণ ও ব্যবস্থা লিখিত হইয়াছে।

"বন্ধুদুর্গং নাম সোদরাদিবন্ধূনাং রাজগৃহস্য ঃপরিতঃ স্থানানি। এবং বন্ধু দুর্গসম্ভবে ইতরমনুষ্যদুর্গং ন কুর্ব্বীত।"

ভ্রাতৃ প্রভৃতি বীর ও অন্তরঙ্গ স্বজনগণের দ্বারা বেষ্টিত রাজপুরীর নাম বন্ধুদুর্গ বন্ধুবান্ধব না থাকিলে বীর পুরুষের দ্বারা পরিবেষ্টিত রাজ পুরীকে সামান্যতঃ মনুষ্য দুর্গ বলিয়া উল্লেখ করা যায়। পরন্তু যে স্থলে বন্ধুদুর্গের সম্ভাবনা থাকে—সে স্থলে ইতর মনুষ্যদুর্গ করা কর্ত্তব্য নহে।

অসুরাচার্য্য উশনা স্বকৃত নীতিসার গ্রন্থে উল্লিখিত দুর্গ সমূহের পৃথক্ নাম ও লক্ষণ বর্ণনা করিয়াছেন। যথা—

"ষষ্ঠং দুর্গপ্রকরণং প্রবক্ষ্যামি সমাসতঃ।
খাতকণ্টকপাষাণৈর্দুষ্পথং দুর্গমৈরিণম্॥
পরিতস্ত মহাখাতং পারিখং দুর্গমেব তৎ।
ইষ্টকোপলমৃদ্ভিত্তিপ্রাকারং পারিধং স্মৃতম্॥
মহাকণ্টকবৃক্ষৌঘৈর্ব্যাপ্তং তদ্বনদুর্গমম্।
জলাভাবস্থ পরিতো ধন্বদুর্গং প্রকীর্ত্তিতম্॥
জলদুর্গং স্মৃতং তজ্‌জ্ঞৈ রাসমন্তাৎ মহাজলম্।
সবারিপৃষ্ঠোচ্চগৃহং বিবিক্তে গিরিদুর্গমম্॥
অভেদ্যং ব্যূহবিদ্‌ভির্য্যৎ ব্যাপ্তং তৎ সৈন্যদুর্গমম।
সহায়দুর্গং তজ্‌জ্ঞেয়ং শূরানুকুলবান্ধবম্॥"

আমি তোমাদিগকে দুর্গনামক ষষ্ঠ প্রকরণ সংক্ষেপে বলি, শ্রবণ কর। খাত, কণ্টক ও পাষাণাদির দ্বারা দুর্গম স্থানের নাম ঐরিণ দুর্গ। যাহার চতুর্দ্দিকে মহাখাত, তাদৃশ দুর্গের নাম পারিখ দুর্গ। ইষ্টক, প্রস্তর ও মৃত্তিকার দ্বারা প্রাচীর দিলে তাহার নাম পারিঘ দুর্গ। মহাকণ্টকযুক্ত বৃক্ষের দ্বারা (বেউড় বাঁশ প্রভৃতির দ্বারা) চতুর্দ্দিক ব্যাপ্ত থাকিলে তাহা বনদুর্গ বা বৃক্ষদুর্গ। দুর্গের চতুর্দ্দিকে অধিক দূর পর্য্যন্ত জলবর্জিত স্থান থাকিলে তাহা ধন্বদুর্গ হইবে। চতুর্দ্দিকে মহাজল (বৃহৎ নদী কি সমুদ্র), তন্মধ্যে দুর্গ, এরূপ হইলে তাহা জলদুর্গ। মনুষ্যাবাস বর্জিত সজল প্রদেশে অথবা পর্ব্বতপৃষ্ঠোপরি অত্যুচ্চ গৃহ সমূহকে গিরিদুর্গ বলা যায়। ব্যূহ-(সৈন্যবিন্যাস) বেত্তা বীর সমূহে পরিব্যাপ্ত থাকিলে তাহাকে সৈন্যদুর্গ বলা যায়। বীর বন্ধু বান্ধব অনুকূল থাকিলে তাহা সহায় দুর্গ আখ্যা প্রাপ্ত হয়।

এই সকল দুর্গের মধ্যে গিরিদুর্গ ও সহায়দুর্গই শ্রেষ্ঠ। দুর্গের শ্রেষ্ঠতা সম্বন্ধে মনু ও কামন্দক বলিয়াছেন যে,—

সর্ব্বেণ তু প্রযত্নেন গিরিদুর্গং সমাশ্রয়েৎ।
এতেষাং বাহুগুণ্যেন গিরিদুর্গং বিশিষ্যতে॥"*

এই সকল দুর্গের মধ্যে গিরি দুর্গই বহুগুণে উৎকৃষ্ট; অতএব রাজা প্রযত্নের সহিত গিরিদুর্গ অবলম্বন করিয়া বাস করিবেন। এ বিষয়ে শুক্রাচার্য্য বলিয়াছেন যে,—

"পারিখাদৈরিণং শ্রেষ্ঠং পারিঘস্তু ততো বনম্।
ততোধন্বজলং তস্মাদ্গিরিদুর্গং ততঃ স্মৃতম্।
সহায়সৈন্যদুর্গে দ্বেসর্ব্বদুর্গপ্রসাধকে।
তাভ্যাং বিনাঽন্যদুর্গাণি নিস্ফলানি মহীভুজাম্॥
শ্রেষ্ঠস্তু সর্ব্বদুর্গেভ্যঃ সেনাদুর্গং স্মৃতং বুধৈঃ।
তৎসাধকানি চান্যানি তদ্রক্ষন্নৃপতিঃ সদা॥
সেনাদুর্গস্তু যস্য স্যাৎ তস্য বশ্যা তু ভূরিয়ম্।
বিনা তু সৈন্যদুর্গেণ দুর্গমন্যত্তু বন্ধনম্॥
আপৎকালেঽন্যদুর্গাণামাশ্রয়শ্চোত্তমোমতঃ।"

পারিখ দুর্গ অপেক্ষা ঐরিণ দুর্গ শ্রেষ্ঠ। তাহা অপেক্ষা পারিঘ দুর্গ উত্তম। পারিঘ অপেক্ষা বনদুর্গ অর্থাৎ বৃক্ষদুর্গ ভাল। বৃক্ষদুর্গ হইতে ধন্বদুর্গ এবং ধন্ব অপেক্ষা জলদুর্গ উৎকৃষ্ট। জলদুর্গ অপেক্ষা গিরিদুর্গ উত্তম বলিয়া কথিত হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন সহায়দুর্গ ও সৈন্যদুর্গ এই দুই দুর্গ সকল দুর্গের সাধক; এবং ঐ সকল দুর্গের মধ্যে সৈন্যদুর্গই শ্রেষ্ঠ। অন্যান্য যে কোন দুর্গ সমস্তই সৈন্যদুর্গের দ্বারা সাধিত হয়। একারণ রাজা যত্নপূর্ব্বক, সদাসর্ব্বদা সৈন্যদুর্গ রক্ষণাবেক্ষণ করিবেন। যে রাজার সৈন্যদুর্গ উৎকৃষ্ট থাকে; এই পৃথিবী তাঁহারই বশীভূতা হন। সৈন্যদুর্গ না থাকিলে, অন্যান্য সমস্ত দুর্গই বন্ধন স্বরূপ হইয়া থাকে। অন্যান্য দুর্গ কেবল বিপদ্‌কালের আশ্রয়, এজন্য তাহাও উত্তম বলিয়া গণ্য। দুর্গ সম্বন্ধে মনু অন্য এক কথা বলিয়াছেন। যথা—

"তস্মাদায়ুধসম্পন্নং ধনধান্যাস্ত্রবাহনৈঃ।
ব্রাহ্মণৈঃ শিল্পিভির্যন্ত্রৈর্যবসেনোদকেন্ধনৈঃ॥"

দুর্গ সকল অস্ত্র সম্পন্ন থাকা আবশ্যক। ধনধান্য (আহারীয় দ্রব্য) ও অশ্বাদি বাহন তাহাতে রক্ষা করিবেক। ব্রাহ্মণ (শাস্ত্রবেত্তা ও বুদ্ধিজীবী মন্ত্রি সমূহ), শিল্পী, বিবিধ যন্ত্র, যব অর্থাৎ অশ্ব প্রভৃতি পশুর ভক্ষ্য, সেনা জল (পুষ্করিণী প্রভৃতি), ও কাষ্ঠ থাকা অত্যাবশ্যক।

মহাভারতেও প্রায় এইরূপ ব্যবস্থা দৃষ্ট হয়। যথা—

"শূরান্নজলসম্পন্ন ব্রহ্মঘোষানুনাদিতম্।
বশ্যামাত্যবলো রাজা তৎপুরং স্বয়মাবিশেৎ॥"

শূর অর্থাৎ বীরপুরুষে পরিপূর্ণ, বেদশব্দে নিনাদিত, বশীভূত অমাত্য ও সৈন্য সমূহে পরিপূর্ণ, এতাদৃশ পুরে রাজা অমাত্য সহ বাস করিবেন।

এ পর্য্যন্ত যতগুলি দুর্গের উল্লেখ করা হইল, তৎসমস্তের মধ্যে মৃদ্দুর্গই প্রায় প্রচলিত ও বিশেষ কৃত্রিম। আজি পর্য্যন্ত মৃত্তিকা ভিত্তির দ্বারা প্রস্তর ভিত্তির দ্বারা ও ইষ্টক ভিত্তির দ্বারা দুর্গ প্রস্তুত হইয়া থাকে। এক্ষণকার সেই সকল দুর্গ কিরূপ কৌশল-সম্পন্ন তাহা আমরা উত্তমরূপ জানি না। পরন্তু পুরাতন কালের দুর্গনির্ম্মাণবিধি পর্য্যালোচনা করিলে আধুনিক দুর্গগুলির ব্যবস্থা-কৌশল অল্পপরিমাণে বোধগম্য করা যায়। রাজবল্লভ নামক বাস্তুশাস্ত্রের দ্বিতীয় অধ্যায়ে দুর্গ নির্ম্মাণ সম্বন্ধে বিশেষ ব্যবস্থা আছে। পাঠকগণের কুতূহল চরিতার্থ জন্য তাহার কতক অংশ আমরা প্রবন্ধাকারে অন্য এক গ্রন্থাবয়বে প্রকাশ করিব।

---

# যুদ্ধ-ধর্ম্ম।

প্রাচীন ভারতের সকল কার্য্যেই ধর্ম্ম-সংযোগ ছিল। আহার করিবে তাহাতেও ধর্ম্ম, ব্যবহার করিবে তাহাতেও ধর্ম্ম, বিহার করিবে তাহাতেও ধর্ম্ম, যুদ্ধ করিবে তাহাতেও ধর্ম্ম। কোন কার্য্যই অধর্ম্মপূর্ব্বক করা বিধেয় নহে; সকল কার্য্যই ধর্ম্মপূর্ব্বক করা কর্ত্তব্য, এইরূপ দৃঢ়তর বিশ্বাস পূর্ব্বাচার্য্যদিগের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত ছিল। যুদ্ধ যে এত নৃশংসের কার্য্য, পূর্ব্বকালে তাহাও ধর্ম্মের দ্বারা আবদ্ধ ছিল। মানুষ মারিব, কিন্তু ধর্ম্ম বা নিয়মপূর্ব্বক মারিব,—এরূপ ইচ্ছা, এরূপ নিয়ম, এরূপ অভিসন্ধি, এরূপ সতর্কতা,—ভাবিয়া দেখিলে উহা বীরসমাজের ভূষণ বলিয়া প্রতীতি হয়।

কুরুক্ষেত্রে সর্ব্বান্তকর যুদ্ধ উপস্থিত হইল,—কুরুপাণ্ডবসৈন্য পূর্ণ উৎসাহে পরস্পর পরস্পরের বধার্থ উদ্যোগ করিল,—যুদ্ধারম্ভের পূর্ব্বে ধর্ম্মনিয়ম প্রচার করাও হইল। উভয়পক্ষ হইতেই ধ্বনিত হইল যে, আমরা অধর্ম্ম বা অন্যায় পূর্ব্বক যুদ্ধ করিব না; আরব্ধ-যুদ্ধ সমাপ্ত হইলে, পুনর্ব্বার আমাদের প্রীতি সংস্থাপিত

হইবে; দিন দিন দৈনিক যুদ্ধের অবসানে রাত্রিকালে আমাদের শক্রতা বিদূরিত থাকিবে; তুল্যযোগ অতিক্রম, অন্যায়াচরণ ও কেহ কাহাকে প্রতারণা করিব না। বাগ্‌যুদ্ধকালে বাগ্‌যুদ্ধই হইবে, অস্ত্রযুদ্ধকালে অস্ত্রযুদ্ধই হইবে। পলায়িত ব্যক্তিকে ও ব্যূহ-চ্যুত ব্যক্তিকে প্রহার করা হইবে না। রথা রথীর সহিত, গজারোহী গজারূঢ়ের সহিত, অশ্বারোহী অশ্বারূঢ়ের সহিত, পদাতি পদাতির সহিত যোগ্যতা, উৎসাহ, বল ও অভিলাষানুসারে যুদ্ধ করিবে; তাহাতে কেহ প্রতিকূল কি প্রতিবন্ধক হইবে না। অগ্রে সতর্ক করিয়া পশ্চাৎ প্রহার করা হইবে। বিশ্বস্ত ও ভয়বিহ্বল ব্যক্তিকে প্রহার করা হইবে না। নিরস্ত্র হইলে, বর্ম্মরহিত হইলে, কদাচ তাহাকে প্রহার করা হইবে না। সারথি, ভারবাহী, শস্ত্রনেতা দাস ও বাদ্যকর প্রভৃতিকে বধ করা হইবে না। ভারত যুদ্ধে ইত্যাদিপ্রকার অদ্ভুত যুদ্ধধর্ম্মের নিয়ম প্রতিষ্ঠাপিত হইয়াছিল।

যুদ্ধে কি প্রকার কার্য্য করিলে ধর্ম্মরক্ষা হয়, তাহা মনুসংহিতা, নীতিময়ূখ, কামন্দকীয় নীতিসার, বৃদ্ধ শার্ঙ্গধর, নীতিপ্রকাশিকা ও শুক্রনীতি প্রভৃতি গ্রন্থে সবিস্তর বর্ণিত আছে। যথা—

> ন চ হন্যাৎ স্থলারূঢ়ং ন ক্লীবং ন কৃতাঞ্জলিম্।
> ন মুক্তকেশমাসীনং ন তবাস্মীতি বাদিনম্॥
> ন সুপ্তং ন বিসন্নাহং ন নগ্নং ন নিরায়ুধম্।
> নাযুধ্যমানং পশ্যন্তং ন পরেণ সমাগতম্॥
> ন ভীতং ন পরাবৃত্তং সতাং ধর্ম্মমনুস্মরন্॥"
>
> (নীতিময়ূখধৃত মনুবচন।)

যে ব্যক্তি যান হইতে অবতরণ করিয়াছে, স্থলারূঢ় হইয়াছে, তাহাকে আঘাত বিধেয় নহে। ক্লীবকে আঘাত করা কর্ত্তব্য নহে। যে অঞ্জলি বদ্ধ করিয়া দাঁড়ায়, তাহাকে প্রহার করা কর্ত্তব্য নহে। মুক্তকেশ ব্যক্তিকে, উপবিষ্ট ব্যক্তিকে এবং যে ব্যক্তি "আমি তোমার শরণাগত হইলাম," বলে, তাহাকে বধ করিতে নাই। নিদ্রিত ব্যক্তিকে, যুদ্ধযোগ্য পরিচ্ছদ রহিত ব্যক্তিকে, নগ্ন ব্যক্তিকে ও নিরস্ত্র ব্যক্তিকে আঘাত করিবে না। যে যুদ্ধ করিতেছে না, যে যুদ্ধ দেখিতে আসিয়াছে, যে অপরের সহিত সংগ্রাম করিতেছে, যে ভয়বিহ্বল হইয়াছে, যে পলাইবার উদ্যোগ করিয়াছে, যে পশ্চাম্মুখ হইয়াছে, সাধুদিগের ধর্ম্ম মনে করিয়া এই সকল ব্যক্তিকেও আঘাত করা কর্ত্তব্য নহে।

"বৃদ্ধো বালো ন হন্তব্যো নৈব স্ত্রী নৈব যো দ্বিজঃ
তৃণপূর্ণমুখশ্চৈব তবাস্মীতি চ যো বদেৎ ॥"

বৃদ্ধ, বালক, স্ত্রী, ব্রাহ্মণ এবং যে তৃণ মুখে করিয়া "আমি তোমার" এইরূপ কথা বলে, তাহাকে কোন ক্রমেই বিনাশ করা কর্ত্তব্য নহে।

মহর্ষি বৈশম্পায়নও স্বকৃত নীতিপ্রকাশিকা গ্রন্থে উক্ত প্রকার উপদেশ করিয়াছেন। যথা—

"ন কূটৈরায়ুধৈর্হন্যাৎ যুধ্যমানো রণে রিপূন্।
দিগ্ধৈরত্যুল্বণৈরস্ত্রৈর্যন্ত্রৈশ্চৈব পৃথগ্বিধৈঃ ॥
ন হন্যাদ্বৃক্ষমারূঢ়ং ন ক্লীবং ন কৃতাঞ্জলিম্।
ন মুক্তকেশং নাসীনং ন তবাস্মীতি বাদিনম্ ॥
ন প্রসুপ্তং ন প্রণতং ন নগ্নং ন নিরায়ুধম্ ॥
নাযুদ্ধমানং পশ্যন্তং ন পরেণ সমাগতম্।
আয়ুধব্যসনং প্রাপ্তং নার্ত্তং নাতিপরিক্ষতম্ ॥
ন হীনং ন পরাবৃত্তং ন চ বল্মীকমাশ্রিতম্।
ন মুখে তৃণিনং হন্যাৎ ন স্ত্রিয়োবেশধারিণম্ ॥
এতাদৃশান্ ভটৈর্ব্বাপি ঘাতয়ন্ কিল্বিষী ভবেৎ ॥"

নীতি প্রকাশিকার এই সকল বচন অতি সরল শব্দে গ্রথিত আছে। বিশেষতঃ এ গুলির অর্থ প্রায় পূর্ব্বোক্ত বচনাবলীর দ্বারায় গতার্থ হইয়াছে। ফল, প্রথমোক্ত কূটাস্ত্রের প্রকৃত ব্যাখ্যা করিতে হইলে শতঘ্নী প্রভৃতি আগ্নেয় অস্ত্রগুলিকেই প্রধান রূপে গণ্য করিতে হয়। এক্ষণকার কামান্-যুদ্ধ অত্যন্ত কূট। কামানের ন্যায় কূটাস্ত্র আর কিছুই নাই ও ছিল না।

আমরা পূর্ব্বেই প্রতিপন্ন করিয়াছি যে, পূর্ব্বকালে কামানের ন্যায় অথবা অন্য এক আকারের কামান ছিল; কিন্তু তদ্দ্বারা তাঁহারা যুদ্ধ করিতেন না। কামানের দ্বারা যুদ্ধ করায় অধর্ম্ম হয় এবং উহাতে কিছুমাত্র পৌরুষ নাই, এইরূপ বোধ থাকাতেই তৎকালের ক্ষত্রবীরেরা কামান কি কোনরূপ যন্ত্রাগ্নির দ্বারা মনুষ্য বধ করিতে উৎসাহী হইতেন না। মহাভারতে উক্ত হইয়াছে যে,—

"তাবল্লুণ্ঠেৎ পীড়য়েচ্চ শত্রোঃ প্রকৃতয়ঃ স্বয়ম্।
বশে জাতঃ পুনস্তাসু পিতৃবদ্বৃত্তিমাচরেৎ ॥"

শত্রু যতকাল না বশীভূত হয়, ততকাল তাহার অনুগত প্রজা ও অমাত্যদিগকে পীড়িত করিবেক এবং তাহার ধনও লুণ্ঠন করিবেক; পরন্তু সে যখন

বশীভূত হইবেক, তখন আর তাহার প্রতি কোন প্রকার অত্যাচার করিবেক না, প্রত্যুত তাহাকে পিতৃবৎ অর্থাৎ পিতাকে যেমন বৃত্তি প্রদান করিতে হয়, সেইরূপ তাহাকেও বৃত্তি প্রদান করিবেক।

ধর্ম্মযুদ্ধ সম্বন্ধে মনুর উক্তি এইরূপ। যথা ঃ—

"সমোত্তমাধমৈরাজা ত্বাহূতঃ পালয়ন্ প্রজাঃ।
ন নিবর্ত্তেত সংগ্রামাৎ ক্ষত্রধর্ম্মমনুস্মরন॥"
"আহবেষু মিথোন্যোন্যং জিঘাংসন্তো মহীক্ষিতঃ।
যুধ্যমানাঃ পরং শক্ত্যা স্বর্গং যান্ত্যপরাঙ্‌মুখাঃ॥"

প্রজা পালনকারী রাজা সমান, মধ্যম ও উত্তমব্যক্তি কর্ত্তৃক সংগ্রামে আহূত হইলে, ক্ষত্রধর্ম্ম স্মরণ করতঃ যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত হইবেন না। পরস্পর পরস্পরের বধেচ্ছু রাজগণ সমাধিক শক্তি অবলম্বন পূর্ব্বক যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইয়া যাঁহারা পরাঙ্মুখ না হন, তাঁহারা স্বর্গে গমন করিয়া থাকেন।

## উৎসাহ বাক্য।

যুদ্ধকালে রাজা ও সেনানায়ক উৎসাহবর্দ্ধক বাক্যের দ্বারা যোধগণকে উত্তেজিত করিবেন। ওজোবাক্য বা উৎসাহ বাক্য কিরূপ তাহা মহাভারতাদি গ্রন্থে অধিক পরিমাণে আছে। নীতিপ্রকাশিকা প্রভৃতি রাজনীতি গ্রন্থেও আছে। মহাভারতাদি গ্রন্থ প্রায় সকল পাঠকেরই জানা আছে, এজন্য আমরা নীতিগ্রন্থের উদাহৃত কতিপয় ওজো-বাক্য আহরণ করিয়া প্রস্তাব সমাপ্ত করিলাম। যথা—

"দ্বৈপায়নেন মুনিনা মনুনা চ ধর্ম্মা
যুদ্ধেষু যে নিগদিতা বিদিতাস্ত তে বঃ।
স্বাম্যর্থ-গো-দ্বিজহিতে ত্যজতাং শরীরং
লোকা ভবন্তি সুলভা বিপুলং যশশ্চ॥"
"তপস্বিভির্যা সুচিরেণ লভ্যতে
প্রযত্নতঃ সত্রিভিরিজ্যয়া চ যা।
ব্রজান্ত তা মাশুগতিং মনস্বিনো
রণাশ্বমেধে পশুতামুপাগতাঃ॥" ॥ ১ ॥
"স্বর্গস্য মার্গা বহবঃ প্রদিষ্টাঃ
তে কৃচ্ছ্রসাধ্যা কুটিলাঃ সবিঘ্নাঃ।

নিমেষমাত্রেণ মহাফলোঽয়ং
  সুখশ্চ পন্থাঃ সমরে ব্যসুত্বম্ ॥” ২ ॥
“সংরক্ষ্যমাণামপি নাশমুপৈত্যবশ্যং
  এতচ্ছরীরমপহায় সুহৃৎসুতার্থান্।
তৎ কিং বরং প্রলপতাং সদৃশাং সমক্ষং
  কিং নিঘ্নতঃ পরবলং ভ্রূকুটীমুখস্য ॥” ৩ ॥
“হা তাত মাতেতি চ বেদনার্ত্তঃ
  কিরন্ সকৃন্মূত্রকফানুলিপ্তঃ।
বরং মৃতঃ কিং ভবনে কিমাজৌ
  সন্দষ্টদন্তচ্ছদভীমবক্ত্রঃ ॥” ৪ ॥
“যস্য তপো ন জনাঃ কথয়ন্তি
  নোমরণং সমরে বিজয়ং বা।
ন শ্রুতং দানমহাধনতা বা
  তস্য ভবঃ কৃমিকীটসমানঃ ॥” ৫ ॥
“লোকঃ শুভস্তিষ্ঠতু তাবদন্যঃ
  পরাঙ্মুখানাং সমরেষু পুংসাম্।
পত্ন্যোঽপি তেষাং ন হ্রিয়া মুখানি
  পুরঃ সখীনামবলোকয়ন্তি ॥” ॥ ৬ ॥
“শত্রুসৈন্যমবদার্য্য বর্ত্ততাং
  যৎ সুখন্তু কথয়ামি তাদৃশম্।
শৃণ্বতাং স্বযশোসোপপল্লবান্
  দ্বিগ্বধূ বদনবর্ণপূরকান্ ॥” ৭ ॥
“নিপততি শিরসি দ্বিপস্য সিংহঃ
  ক্ষতমুশতাধিকমাংসরাশিমূর্ত্তিঃ।
পিবতি চ তদসৃঙ্মদেষ্টগন্ধং
  বদনগতাংশ্চ শনৈঃ প্রমৃজ্য মুক্তান্ ॥” ৮ ॥
“চিত্রং কিমস্মিন্ বদ সাহসং বা
  যৎ স্বামিনোঽর্থে গণয়ন্তি নাসূন্।
যুদ্ধাৎ প্রনষ্টো বিদিতোঽরিমধ্যে
  যদ্বালিশস্তিষ্ঠতি সাহসং তৎ ॥” ৯ ॥

"যদি সমরমপাস্য নাস্তি মৃত্যো
র্ভয়মিতি যুক্তমতোঽন্যতঃ প্রযাতুম্।
অথমরণমবশ্যমেব জন্তোঃ
কিমিতি মুধা মলিনং যশঃ কুরুধ্বম্॥" ১০॥

১। যোদ্ধাগণ! তোমারা ব্যাসের ও মনুর কথিত যুদ্ধধর্ম্ম জ্ঞাত আছ। প্রভুর জন্য, গোজাতির রক্ষণাবেক্ষণ জন্য ও ব্রাহ্মণের জন্য যাহারা যুদ্ধে শরীর পরিত্যাগ করে, তাহাদের স্বর্গলোক সুলভ ও বিপুল যশোলাভ হয়।

২। তপস্বিগণ যাহা দীর্ঘকাল তপস্যার পর প্রাপ্ত হন, যাজ্ঞিকেরা যাহা যত্ন-সাধ্য যজ্ঞের দ্বারা লাভ করেন, প্রশস্তচেতা বীরগণ যুদ্ধরূপ অশ্বমেধের পশু হইয়া তাহা ক্ষণকাল মধ্যে লাভ করিয়া থাকেন।

৩। ঋষিগণ স্বর্গগমনের বহুবিধ পথ উপদেশ করিয়াছেন, পরন্তু সে সকল পথ অতিশয় কষ্টগম্য, কুটিল ও বিঘ্ন পরিপূর্ণ; কিন্তু যুদ্ধে প্রাণপরিত্যাগরূপ পথটি ঋজু ও মহাফলদায়ক। আরও সুগমতা এই যে, এই পথের পথিক এক নিমেষের মধ্যেই স্বর্গ গমন করেন।

৪। এই ভৌতিক শরীর যত্নপূর্ব্বক রক্ষা করিলেও ইহা রক্ষিত হইবে না। অবশ্যই ইহার পতন বা বিনাশ হইবে। অবশ্যই ইহা বন্ধু, বান্ধব, স্ত্রী, পুত্র ও ধন,—এই সমস্তই পরিত্যাগ করিয়া ভূমিসাৎ হইবে। এমত স্থলে বল দেখি, রোরুদ্যমান বন্ধুগণের চক্ষের উপর ইহার পতন ভাল? কি শত্রুবলবিনাশকারী ভ্রূকুটীবদ্ধমুখ বীরপুরুষের সমক্ষে ইহার বিনাশ হওয়া ভাল?

৫। হা পিতঃ! হা মাতঃ! ইত্যাদি বিলাপ ও আর্ত্তনাদ শুনিতে মূত্র, বিষ্ঠা ও শ্লেষ্মাক্ত কলেবর হইয়া গৃহে মরা ভাল? কি যুদ্ধে অধরদংশনপূর্ব্বক শত্রুগণের ভয়প্রদ হইয়া মরণ লাভ করা ভাল? (ইহাও বিচার করিয়া দেখ)।

৬। মানুষে যাহার তপস্যা, যুদ্ধজয়, কিংবা যুদ্ধ মরণ ঘোষণা না করে, অথবা যাহার বিদ্যা (বেদাধ্যয়ন প্রভৃতি), দান ও মহাধনের যশঃ কীর্ত্তন না করে, তাহার জন্ম কৃমির ও কীটের তুল্য।

৭। যে পুরুষ সমরে পরাঙ্মুখ হয়, তাহার শুভলোক লাভ দূরে থাকুক, তাহার পত্নীগণও তাহার নিকট লজ্জায় মুখ দেখাইতে কুণ্ঠিত হইয়া পুরবাসিনী সখীগণের মুখপানে চাহিয়া থাকে।

৮। যাহারা শত্রুসৈন্য বিদারণ পূর্ব্বক অবস্থান করে, যাহারা আপনার দিগন্ত-ব্যাপী সুযশঃ শ্রবণ করে, তাহাদের যে কি সুখ তাহা আমি পশ্চাৎ বর্ণন করিব।

৯। সিংহ আপনার অপেক্ষা শতগুণ অধিক মাংসরাশিমূর্ত্তি হস্তীর উপর নিপতিত হয় এবং তাহার মদ-গন্ধ রক্তও পান করে।

১০। বীরপুরুষেরা যে প্রভুর জন্য সাহসিক কার্য্য করে, এবং প্রাণকে তুচ্ছ জ্ঞান করে, তাহা আশ্চর্য্য নহে। মূর্খেরা যে যুদ্ধক্ষেত্র হইতে পলায়ন পূর্ব্বক শত্রু কর্ত্তৃক বিজিত হইয়াও জীবিত থাকে, তাহাই আশ্চর্য্য এবং তাহাই তাহাদের আশ্চর্য্য সাহস।

১১। যুদ্ধ না করিলে যদি লোকের মৃত্যুভয় নিবারিত হইত, তাহা হইলে যুদ্ধ ক্ষেত্র হইতে পলায়ন করায় ক্ষতি ছিল না, কিন্তু যখন যুদ্ধ না করিলেও মরণ হইবে, তখন আর যুদ্ধ পরিত্যাগ করিয়া কুযশঃ উপার্জ্জন করিবার প্রয়োজন কি?

ইন্দ্র অম্বরীষ রাজাকে বলিতেছেন ;—

"ভর্ত্তুরর্থন্তু যঃ শূরো বিক্রমেদ্বাহিনীমুখে।
ভয়ান্ন বিনিবর্ত্তেত তস্য লোকা যথা মম॥" ১॥
"যশ্চ নাপেক্ষ্যতে কঞ্চিৎ সহায়ং বিজয়ে স্থিতঃ।
জীবগ্রাহং প্রগৃহ্লাতি তস্য লোকা যথা মম॥" ২॥
"আহবে নিহতঃ শূলৈর্ন শোচেত কদাচন।
অশোচ্যো হি হতঃ শূরঃ স্বর্গলোকে মহীয়তে॥" ৩॥
"ন হি শৌর্য্যাৎ পরং কিঞ্চিৎ ত্রিষু লোকেষু বিদ্যতে।
শূরঃ সর্ব্বং প্রাপয়তি সর্ব্বং শূরে প্রতিষ্ঠিতম্॥"
চরাণামচরা অন্নং অদংষ্ট্রা দংষ্ট্রিণামপি।
অপাণয়ঃ পাণিমতো হ্যন্নং শরস্য কাতরাঃ॥" ৪॥
"সমানপৃষ্ঠোদরপাণিপাদাঃ
পশ্চাৎ পূরং তীরয়োঽনুব্রজন্তি।
অতো ভয়ার্ত্তাঃ প্রণিপত্য ভূয়ঃ
কৃতাঞ্জলীরুপতিষ্ঠন্তি শূরান্॥" ৫॥

১। যে বীর স্বামীর জন্য শত্রুসৈন্যে বিক্রম প্রকাশ করে, ভয়প্রযুক্ত বিনিবৃত্ত হয় না, তাহার লোক আমার সমান অর্থাৎ সে ব্যক্তিও ইন্দ্র লোকের প্রভু হয়।

২। যে বীর বিজয়ে অবস্থান করতঃ সহায়মুখ প্রতীক্ষা না করে এবং শত্রুর জীবন গ্রহণ করে, সে ব্যক্তিও মমলোক প্রাপ্ত হয়।

৩। যুদ্ধে শূলাহত হইয়াও যে ব্যক্তি শোক করে না, কাতরও হয় না, শোক-

শূন্য হইয়া অর্থাৎ অকাতরে যে ব্যক্তি মৃত হয়, সে বীর নিশ্চয়ই আমার নিকট আসিয়া পূজা প্রাপ্ত হয়।

৪। চর-জীবেরা অচর জীবের অন্ন অর্থাৎ ভোজ্য হয়। অদন্ত জীবেরা দন্তর জীবের ভোগ্য হয়। হস্তবর্জিত জীব হস্তযুক্ত জীবের অন্ন হয়, আর কাতর ব্যক্তিরাই শূর পুরুষের অন্ন অর্থাৎ ভোগ্য হইয়া থাকে।

৫। ভীরু ব্যক্তিরা পৃষ্ঠ, উদর, হস্ত ও পদ থাকিতেও শূর পুরুষের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করে (ভয়ে তাহার অনুগত হয়.)। ভয়ে কাতর হইয়া তাহারা বার বার প্রণাম করতঃ কৃতাঞ্জলিপুটে দণ্ডায়মান থাকিয়া শূরের উপাসনায় নিযুক্ত থাকে। (কি আশ্চর্য্য! ইহাদেরও হস্ত ও পদাদি আছে অথচ তাহারা হস্তপদাদির কার্য্য বিষয়ে অক্ষম)।

এইরূপ অনেক উত্তেজক বাক্য আছে, তৎসমুদায় একত্রিত করিতে গেলে একখানি বিস্তীর্ণ গ্রন্থ হইয়া পড়ে। সুতরাং আমরা এই স্থানেই প্রস্তাব শেষ করিলাম।

---
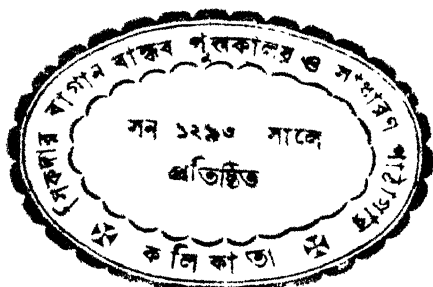
# রত্ন-রহস্য।
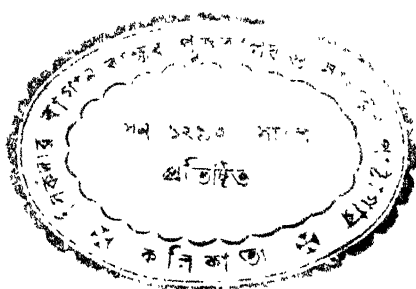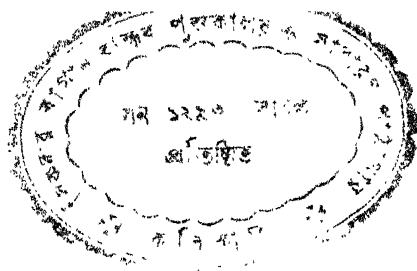
# রত্ন-রহস্য

নানাশাস্ত্র হইতে

শ্রীরামদাস সেন কর্ত্তৃক সঙ্কলিত।

---

"দ্বিপ-হয়-বনিতাদীনাং স্বগুণবিশেষেণ রত্নশব্দোঽস্তি।
ইহ তূপলরত্নানামধিকারোবজ্রপূর্ব্বাণাম্ ॥"

বরাহমিহির।

---

"The estimation in which these flowers of the mineral Kingdom have been held from the very earliest ages, alike by the most refined and the most barbarous nations, is extraordinary, so that gems really seem to possess some occult charm which causes them to be coveted"—HARRY EMANUEL, F. R. G. S.

TO

# A. MACKENZIE, ESQ., C. S.,

THIS LITTLE VOLUME

ON

## PRECIOUS STONES,

AS DESCRIBED

In Ancient Sanskrit Literature,

IS DEDICATED

IN TOKEN

OF

HIGH REGARDS

BY

THE AUTHOR.

# বিজ্ঞাপন।

এই রত্নরহস্যের মুক্তাসম্বন্ধীয় প্রথম প্রস্তাব অন্যান্য রত্ন সম্বন্ধীয় প্রবন্ধের সহিত সংযোজিত হইয়া ১২৮৬ সালের অগ্রহায়ণ মাসের বঙ্গদর্শনে ও আর্য্যদর্শনে যথাক্রমে প্রকাশিত হইয়াছিল। সেইগুলি এক্ষণে সংশোধিত ও পরিবর্দ্ধিত করিয়া রত্নরহস্য নামে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইল।

বৃহৎসংহিতা, মণিপরীক্ষা, শুক্রনীতি, মানসোল্লাস, অমরবিবেক, হেমচন্দ্রকোষ, মুক্তাবলী, রাজনির্ঘণ্ট, অগ্নিপুরাণ, গরুড়পুরাণ, ও রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুরের কল্পদ্রুম, এই সকল মহান্ নিবন্ধ হইতে ইহার প্রমাণাবলী সংগৃহীত হইয়াছে এবং ইহার শেষে মণিপরীক্ষা পুস্তকখানি ক্ষুদ্র টিপ্পনীসহ মুদ্রিত ও সংযোজিত করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

সম্প্রতি খ্যাতনামা সঙ্গীতাচার্য্য শ্রীযুক্ত রাজা সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর (ডাক্তার অপ্ মিউজিক) মহোদয় "মণিমালা" নামক একখানি রত্নসম্বন্ধীয় বিস্তীর্ণ পুস্তক মুদ্রিত করিয়া বিদেশীয় জনসমাজে প্রচারিত করিয়াছেন। উহা এদেশে অতীব বিরলপ্রচার, সুতরাং তাহা আমি দেখিতে পাই নাই; এজন্য উক্ত গ্রন্থ যে কি প্রণালীতে বিরচিত—তাহা আমি জ্ঞাত নহি।

এই গ্রন্থে সমস্ত মহারত্ন, স্বল্পরত্ন, উপরত্ন, রত্নালঙ্কার ও স্বর্ণাদি ধাতুসম্বন্ধে স্থূল স্থূল অবশ্যজ্ঞাতব্য বিষয়গুলি বর্ণিত হইয়াছে; এক্ষণে এতৎপাঠে পাঠকগণের যৎকিঞ্চিৎ তৃপ্তি জন্মিলে আমি সমস্ত শ্রম সফল মনে করিব।

অবশেষে সকৃতজ্ঞ-হৃদয়ে বিজ্ঞাপন করিতেছি যে, আমার অধ্যাপক মাননীয়তম শ্রীযুক্ত পণ্ডিত কালীবর বেদান্তবাগীশ মহাশয় আমাকে যথাযোগ্য সাহায্য দান করিয়া বাধিত করিয়াছেন ইতি।

বহরমপুর। } শ্রীরামদাস সেন।
সন ১২৯০ সাল। }

যন্মুক্তামনয়োঽম্বুধেরুদরতঃ ক্ষিপ্তা মহাবীচিভিঃ
পর্য্যন্তেষু লুঠন্তি নির্ম্মলরুচঃ স্পষ্টাট্টহাসা ইব।
তত্তস্যৈব পরীক্ষয়া জলনিধের্দ্বীপান্তরালম্বিনো
রত্নানাম্ভ পরিগ্রহব্যসনিনঃ সন্ত্যেব সাংযাত্রিকাঃ ॥ ১ ॥
সমুদ্রেণাস্তহস্তটভুবি তরঙ্গৈরকরুণৈঃ
সমুৎক্ষিপ্তোঽসীতি ত্বমিহ পরিতাপং ত্যজ মণে।
অবশ্যং ক্বাপি তদ্‌গুণপরিচয়াকৃষ্টহৃদয়ো-
নরেন্দ্রস্ত্বাং কুর্য্যান্নিজমুকুটকোটিপ্রণয়িনম্ ॥ ২ ॥
পৌরস্ত্যৈর্দাক্ষিণাত্যৈঃ স্ফুরদুরুমতিভির্মিত্রপাশ্চত্যসংঘৈ-
রৌদীচ্যৈর্যৎপরীক্ষ্য ক্ষিতিপতিমুকুটেঽন্যাসি মাণিক্যমেকম্।
যদ্যেতস্মিন্ কথঞ্চিৎ কথয়তি কৃপণঃ কোঽপি মালিন্যমন্যো
প্রেক্ষাবন্তস্তদা তং নিরবধিজড়তামন্দিরং সংগিরন্তে ॥ ৩ ॥
সিন্ধুস্তরঙ্গানুপকল্প্য ফেনৈ রত্নানি পঙ্কৈর্ম্মলিনীকরোতি।
তথাপি তান্যেব মহীপতীনাং কিরীটকোটীষু পদং লভন্তে ॥ ৪ ॥

[ বৃহচ্ছার্ঙ্গধরপদ্ধতিঃ

---
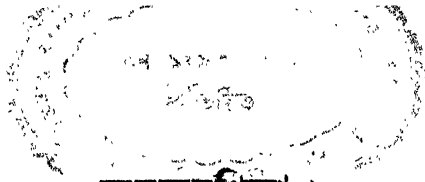
# অবতরণিকা।

এক খণ্ড ক্ষুদ্র হীরকের প্রভূত মূল্য কেন? ভাবিয়া দেখিলে তৎসম্বন্ধে সমৃদ্ধিশালিতার স্বভাব বা সভ্যতাভিমানের মহিমা ভিন্ন অন্য কোন কারণ দৃষ্ট হয় না। মানবমণ্ডলীর আদিম অবস্থা পর্য্যালোচনার দ্বারা জানা যায় যে, আদিম মনুষ্যেরা প্রথমে যত্র তত্র বাস, অকৃষ্টপচ্য শস্য, স্বচ্ছন্দজাত ফল মূল ও আরণ্য পশুর মাংস ভক্ষণ করিত, এবং বৃক্ষের ত্বক ও পশুর চর্ম্ম পরিয়াই পরিতৃপ্ত থাকিত।—পশ্চাৎ, কালসহকারে তদ্বংশধরেরা ক্রমে সুসভ্য ও সমৃদ্ধ হইয়া মণি-মুক্তাদির প্রতি সমাদর স্থাপনপূর্ব্বক আত্মার সুখাভিমান চরিতার্থ করিত। এক-জন নীতিজ্ঞ পণ্ডিত বলিয়াছেন যে, একদা এক ভীলকন্যা একটী রক্তম্রক্ষিত গজমুক্তা পাইয়া প্রথমে বদরীজ্ঞানে আহ্লাদিত হইয়াছিল—পরে যখন দেখিল, প্রাপ্ত বস্তু বদরী নহে,—তখন সে বিষণ্ণ হইয়া তাহা দূরে নিক্ষেপ করিল। * অনভিজ্ঞ ও অসভ্য ভীল কন্যার নিকট যেমন গজমুক্তার অনাদর দৃষ্ট হয়—তেমনি আদিম মনুষ্যের নিকটেও মণিরত্নের অনাদর ছিল, ইহা সহজেই অনুভূত হইতে পারে। সমৃদ্ধিশালিতা ও আহার্য্যশোভাপ্রিয়তা যে সভ্যতার অনুগামী, তৎপক্ষে কোনও সংশয় নাই। মনুষ্য যতই সভ্যাভিমানে পূর্ণ হয়, যতই সমৃদ্ধ হয়, ততই তাহাদের রুচি আহার্য্যশোভায় আসক্ত হয়; সুতরাং তখন তাহারা মণি-মাণিক্যের উপর রত্নতা স্থাপনপূর্ব্বক আত্মাভিমান বা সমৃদ্ধাভিমান চরিতার্থ করিতে থাকে। অতএব, মণিমাণিক্যের সমাদর সমৃদ্ধশালিতার একটি প্রধান জ্ঞাপক। মণিরত্নের সমাদর যদি সমৃদ্ধশালিতা ও সভ্যতার জ্ঞাপক হইল, তবে আমরা তদ্দ্বারা বিনা ক্লেশে একটী অভিনব অব্যভিচারী অনুমানের উল্লেখ করিতে পারি। তাহা কি? না পুরাকালের সভ্যতা ও সমৃদ্ধিশালিতা। যে দেশের লোকেরা সর্ব্বাগ্রে মণিরত্নের আদর করিতে শিখিয়াছিল, সেই দেশই সর্ব্বাগ্রে

---

* "সিংহক্ষুণ্ণকরীন্দ্রকুম্ভপতিতং রক্তাক্তমুক্তাফলং
কান্তারে বদরীভ্রমাৎ দ্রুতমগাৎ ভিল্লীরপত্নী মুদা।
পাণিভ্যামবগৃহ্য শুক্লকঠিনং তদ্বীক্ষ্য দূরে জহৌ"

* * * * *

সভ্য ও সমৃদ্ধ হইয়াছিল, ইহা অখণ্ডনীয় অনুমান। এই অনুমান বোধ হয় কোন কালেই অন্যথা হইবে না।

ভারতবর্ষই আদিম সভ্যস্থান, ইহা প্রতিপন্ন করিবার জন্য অনেকে অনেক প্রকার প্রমাণের উল্লেখ করিয়া থাকেন; পরন্তু আমাদের বিবেচনায়, অন্য কোন প্রমাণের প্রয়াস না পাইয়া একমাত্র রত্নশাস্ত্র দেখাইয়া দিলেই তৎসম্বন্ধে যথেষ্ট প্রমাণ দেওয়া হয়। কেননা রত্নের আদর, রত্নের প্রশংসা, রত্নের গুণদোষ-নির্ব্বাচন ও রত্নের পরীক্ষা, এই ভারতবর্ষ হইতেই অন্যান্য দেশের লোকেরা শিক্ষা করিয়াছে; ইহা সম্পূর্ণরূপে সপ্রমাণিত করা যাইতে পারে। কোন্ দেশের কোন্ ভাষায় পঞ্চসহস্রাধিক বর্ষের রত্নশাস্ত্র আছে? যদি থাকে ত সে দেশ এই ভারতবর্ষ এবং সে ভাষা এই ভারতবর্ষের সংস্কৃত।

ঋগ্বেদ অপেক্ষা প্রাচীন গ্রন্থ আছে কি না, সন্দেহ। তাদৃশ ঋগ্বেদকেও আমরা রূপক বিধায় ও দৃষ্টান্তক্রমে রত্নের সমাদর করিতেছি। * সুতরাং ঋগ্বেদের সময়েও যে ভারতে সভ্যতার ও সমৃদ্ধিশালিতার সঞ্চার হইয়াছিল, তৎপক্ষে কোন সংশয় জন্মিতে পারে না।

যোগশাস্ত্রের মধ্যে একটি সূত্র দৃষ্ট হয়। যথা—

"অপরিগ্রহস্থৈর্য্যে সর্বরত্নোপস্থানম্।"

এই সূত্রটী বহু পুরাতন। ইহার দ্বারাও সপ্রমাণ করা যায় যে, এদেশের যোগ-চর্চ্চার সময়েও রত্নশাস্ত্রের প্রচার ছিল।

মহাভারত এদেশের অতি পুরাতন বস্তু। সেই মহাভারতে ব্যাসদেব বৃহস্পতি ও অসুর-গুরু শুক্রকে প্রধান ও পুরাতন নীতিশাস্ত্রকার বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন †। সেই ব্যাস-মান্য পুরাতন শুক্রনীতি অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে,

---

* "অগ্নিমীড়ে পুরোহিতম্ যজ্ঞস্য দেবমৃত্বিজম্।
হোতারং রত্নধাতমম্।" [ ঋগ্বেদ।

"অন্নপাশেন মণিনা প্রাণ সূত্রেণ পৃশ্নিনা।" [ ঋক্

"মণিনা রত্নভূতেন আত্মনা ইতি তদ্ভাষ্যম্।"

† "এবং শুক্রোঽব্রবীদ্ধীমানাপৎসু ভরতর্ষভ!"

"উশনাশ্চৈব গাথে দ্বে প্রহ্লাদায়াব্রবীৎ পুরা।"

"অপিচোশনসা গীতঃ শ্রূয়তেঽয়ং পুরাতনঃ।"

"গাথাশ্চোশনসা গীতা ইমাঃ শৃণু ময়েরিতা।"

এবং তাহার একাংশে রত্নশাস্ত্রের বিষয়গুলি অতি পরিষ্কাররূপে বর্ণিত আছে। এক্ষণে ভাবিয়া দেখ যে, রত্নশাস্ত্রটী এদেশের কত পুরাতন।

"অগস্তিমতম্" নামক অন্য একখানি রত্নশাস্ত্র আছে, তাহা অগস্ত্যমুনি-কৃত বলিয়া প্রসিদ্ধ। মহামহোপাধ্যায় মল্লিনাথ এই গ্রন্থের প্রমাণ উদ্ধার করিয়াছেন। সুতরাং উক্ত গ্রন্থখানিও বহু পুরাতন।

অগ্নিপুরাণ, গরুড়পুরাণ ও বিষ্ণুধর্ম্মোত্তর প্রভৃতি আর্য্যগ্রন্থেও রত্নের গুণদোষ-নির্ব্বাচন ও পরীক্ষা-প্রণালী অভিহিত হইয়াছে। এই সকল গ্রন্থ আধুনিক নহে। হেমাদ্রি প্রভৃতি প্রাচীন নিবন্ধকারেরাও উক্ত গ্রন্থের প্রমাণ সংগ্রহ করিয়া গিয়াছেন।

বৃহৎসংহিতা নামক এক জ্যোতির্গ্রন্থ আছে, তাহার মধ্যে রত্নপরীক্ষা উক্ত হইয়াছে। এই গ্রন্থখানি ১৪০০ শত বৎসরের পুরাতন।

ভোজকৃত যুক্তিকল্পতরু গ্রন্থখানিও প্রাচীন ও প্রামাণিক। এতদ্‌গ্রন্থে অশেষ বিশেষ প্রকারে রত্নতত্ত্ব নিরূপিত হইয়াছে। রামায়ণ এবং মহাভারতেও সর্ব্ব-প্রকার রত্নের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। এই সকল পর্য্যালোচনার দ্বারা স্থির হয় যে, মণি-শাস্ত্র এদেশের বহু প্রাচীন এবং অন্যূন পঞ্চ সহস্র বৎসর পূর্ব্বে এদেশে সভ্যতা ও সমৃদ্ধিশালিতা ছিল। সমধিক উন্নতির সময় ব্যতীত যখন শাস্ত্রপ্রচার সম্ভব হয় না, তখন ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে, মণিশাস্ত্র প্রচারের অনেক পূর্ব্বে এদেশ অন্ততঃ কিয়ৎপরিমাণে উন্নত ছিল।

রত্নতত্ত্বানুসন্ধায়ী ঋষিরা যখন প্রস্তর পরীক্ষায় মনোনিবেশ করিয়াছিলেন, তখন এদেশ সমধিক উন্নত। তৎকালে তাঁহারা দক্ষিণে সিংহল, পশ্চিমে তুরস্ক, উত্তরে হিমালয়-পার্শ্ব প্রভৃতি সর্ব্বত্র ভ্রমণ করিতেন। তাঁহাদের বহুদর্শনের পর স্থির হইয়াছিল যে, সর্ব্বসমেত চতুরশীতি প্রকার প্রস্তর জাতি আছে। তন্মধ্যে কতকগুলি প্রাণ্যঙ্গজ, কতকগুলি উদ্ভিজ্জজাত এবং অবশিষ্টগুলি ভূমিজ। স্থানবিশেষের মৃত্তিকায়, বেণু (বাঁশ) প্রভৃতি উদ্ভিদ্ পদার্থে, এবং শঙ্খ শুক্তি প্রভৃতি প্রাণীর অঙ্গে প্রস্তর জন্মিয়া থাকে। এই সকল প্রস্তরের মধ্যে যাহা উৎকৃষ্ট তাহাই রত্ন। অবশিষ্ট নগণ্য বা সামান্য পাথর মাত্র। *

---

"ইত্যেতা হ্যুশনোগীতা গাথা ধার্য্যা বিপশ্চিতা।"
"কাব্যাং নীতিং মা শৃণোষ্যল্পবুদ্ধে।" [ মহাভারত।

* "ভেকাদিষ্বপি জায়ন্তে মণয়ঃ স্ফুটবর্চ্চসঃ।"
"রত্নং মণিদ্ব‌য়োরশ্মজাতৌ মুক্তাদিকেঽপি।

কোন শাস্ত্রকার স্বর্ণ ও রৌপ্য প্রভৃতি উৎকৃষ্ট ধাতুকেও রত্ন বলিয়া গণ্য করেন। সেই জন্যই আমরা পঞ্চরত্ন ও নবরত্ন প্রভৃতির মধ্যে স্বর্ণরৌপ্যের প্রবেশ দেখিতে পাই। *

বিষ্ণুধর্ম্মোত্তর ও অগ্নিপুরাণের মতে ধারণের উপযুক্ত উৎকৃষ্ট প্রস্তর—যাহা রত্ন আখ্যা লাভের যোগ্য—তাহার সংখ্যা ৩৬ এবং সে সকলের নাম এই,—বজ্র (১), মরকত (২), পদ্মরাগ (৩), মুক্তা (৪), ইন্দ্রনীল (৫), মহানীল (৬), বৈদূর্য্য (৭), গন্ধসংজ্ঞক (৮), চন্দ্রকান্ত (৯), সূর্য্যকান্ত (১০), পুলক (১১), কর্কেতন (১২), পুষ্পরাগ (১৩), জ্যোতীরস (১৪), স্ফটিক (১৫), রাজবর্ত্ত বা রাজাপট্ট (১৬), রাজময় (১৭), সৌগন্ধিক (১৮), গঞ্জ (১৯), শঙ্খ (২০), ব্রহ্মময় (২১), গোমেদক (২২), রুধিরাখ্য (২৩), ভল্লাতক (২৪), ধূলীমরকত (২৫), তুত্থক (২৬), সীস (২৭), পীলু (২৮), প্রবাল (২৯), গিরিবজ্র (৩০), ভুজঙ্গমণি (৩১), বজ্রমণি (৩২), তিত্তিভ (৩৩), পিত্ত বা পিন্ত (৩৪), ভ্রামর (৩৫), উৎপল (৩৬)। বিষ্ণুধর্ম্মোত্তর-গ্রন্থকার এই ৩৬ প্রকার প্রস্তরের উল্লেখ করিয়া ইহার প্রত্যেককেই "বজ্র" সংজ্ঞা দিয়াছেন, কিন্তু অগ্নিপুরাণ ইহাদিগকে মাত্র রত্নসংজ্ঞাই দিয়াছেন, অন্য কোন আখ্যা দেন নাই। †

এই সকল প্রস্তরজাতির ভাষা নাম কি? তাহা আমরা সমস্ত জ্ঞাত নহি।

---

* "কনকং কুলিশং নীলং পদ্মরাগঞ্চ মৌক্তিকম্।"
এতানি পঞ্চরত্নানি রত্নশাস্ত্রবিদো জগুঃ।"
"সুবর্ণং রজতং মুক্তা রাজাবর্ত্তং প্রবালকম।
পঞ্চরত্নকমাখ্যাতং শেষং বস্তু প্রচক্ষতে॥"
মুক্তাফলং হিরণ্যঞ্চ বৈদূর্য্যং পদ্মরাগকম্।
পুষ্পরাগঞ্চ গোমেদং নীলং গারুত্মতং তথা।
প্রবালযুক্তান্যুক্তানি মহারত্নানি বৈ নব॥"

† "বজ্রং মরকতঞ্চৈব পদ্মরাগঞ্চ মৌক্তিকম্।
ইন্দ্রনীলং মহানীলং বৈদূর্য্যং গন্ধসংজ্ঞকম্।
চন্দ্রকান্তং সূর্য্যকান্তং স্ফটিকং পুলকং তথা।
কর্কেতং পুষ্পরাগঞ্চ তথা জ্যোতীরসং দ্বিজ।
স্ফটিকং রাজবর্ত্তঞ্চ তথা রাজময়ং শুভম্।
সৌগন্ধিকং তথা গঞ্জং শঙ্খং ব্রহ্মময়ং তথা।

আধুনিক মণিকারেরা অর্থাৎ জহুরীরাও সমস্ত প্রস্তরের ভাষা নাম জ্ঞাত নহেন। তাঁহারা যাহা জানেন তাহা নিম্নে লিখিত হইল। *

উপরে ৩৬ প্রকার প্রস্তরের নাম লিখিত হইয়াছে, তন্মধ্য হইতে বৃহৎ-সংহিতাকার বজ্র, ইন্দ্রনীল, মরকত, কর্কেতন, পদ্মরাগ, রুধিরাখ্য, বৈদূর্য্য, পুলক বিমলক, রাজমণি ( রাজাবর্ত্ত প্রভৃতি ) স্ফটিক, চন্দ্রকান্ত, সৌগন্ধিক, শঙ্খ, মহা-নীল, পুষ্পরাগ, ব্রহ্মমণি বা বজ্রমণি জ্যোতীরস, সস্যক বা গন্ধসস্যক, মুক্তা ও প্রবাল,—এই কয়েকটী রত্নের নামোল্লেখ করিয়া তাহাদের প্রভেদ বর্ণনা করিয়াছেন। †

ভিন্ন ভিন্ন রত্নশাস্ত্রবক্তা এই সকলের মধ্য হইতে কেহ পাঁচটী, কেহ নয়টী, কেহ দশটী, কেহবা ১১টী একত্রিত করিয়া পঞ্চরত্ন, নবরত্ন, দশরত্ন ও একাদশরত্ন নাম দিয়াছেন এবং কেহ কোনটী মহারত্ন, কেহ বা সেটীকে উপরত্ন বলিয়া গণ্য করিয়াছেন। শুক্রনীতিকার বজ্র, মুক্তা, প্রবাল, গোমেদ, ইন্দ্রনীল, বৈদূর্য্য,

---

গোমেদং রুধিরাখ্যঞ্চ তথা ভল্লাতকং দ্বিজ।
ধূলীমরকতঞ্চৈব তুথকং সীসমেবচ।
পীলুং প্রবালকঞ্চৈব গিরিবজ্রঞ্চ ভার্গব।
ভুজঙ্গমমণিশ্চৈব তথা বজ্রমণিঃ শুভঃ।
তিত্তিভঞ্চ তথা পিত্তং ভ্রামরঞ্চ তথোৎপলং।
বজ্রাণ্যেতানি সর্ব্বাণি ধার্য্যাণ্যেব মহীভূতা॥"

বিষ্ণুধর্ম্মোত্তর।

অগ্নিপুরাণোক্ত রত্নগণনার সহিত এই বচনগুলির ঐক্য আছে।

* হীরা কমান্, হীরা ওলন্দাজী, হীরা পরব, ১। চুনী কড়া, চুনী নরম, চুনী শামখেৎ, চুনী মাণিক ২। পান্না পুরাতন খান, পান্না নয়াখান ৩। পোকরাজ ৪। তুরমণি ৫। নীলা ৬। লেশনীয়া ৭। শোনেলা ৮। গোমেদক, ৯। ওপেল ১০। শংশেড়াণ ১১। শংগেশন্ ১২। হেকীক ১৩। নীরেংষ্টোন ১৪। জবরজৎ ১৫। সোলেমানী ১৬। গোরি ১৭। পীটোনীয়া ১৮। দানে চিনি ১৯। ধনেলা ২০। পীরজা ২১। গোদন্তা ২২। ত্রমনী ২৩। কয়কেতক্ ২৪। লাজবরৎ ২৫। মুশা ২৬।

† "বজ্রেন্দ্রনীল মরকত কর্কেতন পদ্মরাগ রুধিরাখ্যাঃ।
বৈদূর্য্য পুলক বিমলক রাজমণি স্ফটিক শশিকান্তাঃ॥
সৌগন্ধিক গোমেদক শঙ্খ মহানীল পুষ্পরাগাখ্যাঃ।
ব্রহ্মমণি জ্যোতীরস গন্ধসস্যক মুক্তা প্রবালানি॥

পুষ্পরাগ, পাচি অর্থাৎ মরকত ও মাণিক্য,—এই কয়েকটীকে মহারত্ন বলিয়াছেন। *

মহর্ষি অগস্ত্য পুষ্পরাগ, বৈদূর্য্য, গোমেদ, স্ফটিক ও প্রবালকে উপরত্ন বলিয়াছেন। †

এরূপ মতভেদের কারণ কি ? এবং কিরূপ গুণাগুণ লইয়াই বা তাঁহারা রত্নের মহত্ত্ব মধ্যমত্ব ও স্বল্পত্ব নির্ণয় করিতেন, তাহা আমরা জ্ঞাত নহি। তৎসম্বন্ধে আমাদের অনুভব এই যে, যিনি যাহাকে সুন্দর বা ভাল বলিয়া জানিতেন, তিনি তাহাকে মহত্ত্ব পদ প্রদান করিতেন।

পৌরাণিক মতে এদেশে দুইখানি মহারত্ন ছিল। তাহার একখানির নাম "কৌস্তুভ," অপর খানির নাম "স্যমন্তক" এই দুই মহারত্নের বিষয় পশ্চাৎ অর্থাৎ প্রশ্নপরিশিষ্টে বর্ণিত হইবে। কেহ কেহ অনুমান করেন যে, বর্ত্তমান "কহিনুর" নামক হীরক পূর্ব্বকালের "স্যমন্তক"। এ অনুমান কতদূর সত্য তাহা বলিতে পারি না। প্রাচীন প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থে দেখা যায়, ঐ দুই মহামণি সমুদ্রে পাওয়া গিয়াছিল। প্রথমখানি অতি আদিম কালের সমুদ্রমন্থন হইতে উত্থিত হইয়া ভগবান্ বিষ্ণুর উরোভূষণ হইয়াছিল ; দ্বিতীয়খানি যুধিষ্ঠিরের সমসাময়িক রাজা সত্রাজিৎ সমুদ্রতটে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

অনেকেই মনে করিয়া থাকেন যে, পূর্ব্বকালের মণিকারেরা হীরার পরিকর্ম্ম বা কর্ত্তনক্রিয়া ( কট্ ) জ্ঞাত ছিলেন না। পরন্তু মণিশাস্ত্রের আলোচনার দ্বারা তাঁহাদের উল্লিখিত ভ্রম দূরীভূত হইতে পারে। প্রত্যেক মণিশাস্ত্রেই রত্নের পরিকর্ম্ম করিবার কথা আছে। মহর্ষি অগস্ত্য, রত্নের "ছেদন" ও "উল্লেখন" করণের কথা স্পষ্টাক্ষরে ব্যক্ত করিয়াছেন ‡। সে সকল দেখিলে কোন্ অজ্ঞান না রত্নশিল্পের প্রাচীনতা স্বীকার করিবে ?

---

* বজ্রং মুক্তাপ্রবালঞ্চ গোমেদশ্চেন্দ্রনীলকঃ।
বৈদূর্য্যঃ পুষ্পরাগশ্চ পাচির্ম্মাণিক্যমেবচ।
মহারত্নানি চৈতানি নব প্রোক্তানি সূরিভিঃ ॥

† "পুষ্পরাগঞ্চ বৈদূর্য্যং গোমেদঃস্ফটিকপ্রভম্।
পঞ্চোপরত্নমেতেষাং প্রবালং—।"

‡ "রত্নানাং পরিকর্ম্মার্থং মূল্যং তস্য ভবেল্লঘু।
ছেদনোল্লেখনৈশ্চৈব স্থাপনে শোভকৃৎ যথা ॥"

অগস্তিমতম্।

মুক্তার বেধ ও রত্নের পরিকর্ম্ম বা পাকা পাথর কাটা সামান্য শিল্পের বিষয় নহে। ইচ্ছা করিলেই উহা সম্পন্ন করা যায় না। কোন্ মহাপুরুষ যে সর্ব্বাগ্রে মুক্তার বেধ ও পাকা পাথর কাটিবার কৌশল উদ্ভাবন করিয়াছিলেন, তাহা আর এক্ষণে জানিবার উপায় নাই। ফল, উক্ত কৌশল যে অন্যূন দ্বিসহস্র বৎসর পূর্ব্বের লোকেরা জ্ঞাত ছিল, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। বৃহৎসংহিতা গ্রন্থে "টঙ্ক" নামক পাষাণ-বিদারণ-যন্ত্রের বর্ণনা আছে। সেই টঙ্ক-যন্ত্র অদ্যাপি প্রকারান্তরে ব্যবহৃত হইতেছে।

ভরতখণ্ডীয় আর্য্য মহাপুরুষেরা যে এক সময়ে সুসমৃদ্ধ, সুসভ্য ও শিল্পনিপুণ ছিলেন, তাহা এই রত্নশাস্ত্রের দ্বারা সপ্রমাণ হয়। যে শাস্ত্রের দ্বারা ভারত-ভূমির পূর্ব্বমহিমা বা প্রাচীন গৌরব প্রকাশ পায়, সে শাস্ত্রের আলোচনা না করা ভারতবাসীদিগের পক্ষে বিড়ম্বনার বিষয় সন্দেহ নাই। ইহা ভাবিয়াই আমি বহুব্যয় ও বহুপরিশ্রম স্বীকার করিয়া এই ক্ষুদ্র পুস্তকখানি প্রচারিত করিলাম।

---
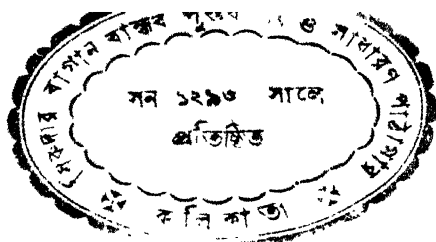
# রত্ন-রহস্য।

## মুক্তা।

এদেশে যখন একমাত্র দেবভাষা সংস্কৃতের প্রাবল্য ছিল, তখন হইতে "রত্ন" শব্দটি চলিয়া আসিতেছে।

সংস্কৃতশাস্ত্র আলোচনার দ্বারা জ্ঞাত হওয়া যায় যে, পূর্ব্বাচার্য্যেরা দুইপ্রকার অর্থে "রত্ন" শব্দের সঙ্কেত বন্ধন করিয়া গিয়াছেন এক, সামান্যতঃ উৎকৃষ্ট বস্তুর উপর, দ্বিতীয়, উৎকৃষ্ট প্রস্তরের উপর। উক্ত দ্বিবিধ বস্তুর উপরেই রত্নের প্রয়োগ দেখা যায়।

"জাতৌ জাতৌ যদুৎকৃষ্টং তদ্ধি রত্নং প্রচক্ষতে।"

প্রত্যেক জাতীয় বস্তুর মধ্যে যেটী উৎকৃষ্ট সেইটিই রত্ন। যথা—স্ত্রীরত্ন, পুরুষরত্ন, অশ্বরত্ন, বিদ্যারত্ন ইত্যাদি। "রত্নস্তু মণিভেদেস্যাৎ" মণিবিশেষের সহিতও রত্নশব্দের সঙ্কেত বাঁধা আছে। রত্নশব্দের এই দ্বিতীয় অর্থের বিবরণ ব্যক্ত করাই আমাদের উদ্দেশ্য এবং সেই জন্যই আমরা উপরে "রত্নরহস্য" মুকুট স্থাপন করিলাম। এক সময়ে ভারতবর্ষবাসিদিগের মনে যে কি পর্য্যন্ত প্রস্তরপরীক্ষাবিষয়ক অনুসন্ধিৎসা প্রবল হইয়াছিল, এই প্রস্তাব পাঠ করিলে পাঠকবর্গ তাহা উত্তমরূপ অবগত হইতে পারিবেন।

অগ্নিপুরাণোক্ত রত্নপরীক্ষা প্রকরণে অনেক প্রকার রত্নের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। যথা—বজ্র, মরকত, পদ্মরাগ, মৌক্তিক বা মুক্তা, ইন্দ্রনীল, মহানীল বৈদূর্য্য, গন্ধশস্য, চন্দ্রকান্ত, সূর্য্যকান্ত, স্ফটিক, পুলক, কর্কেতন, পুষ্পরাগ জ্যোতীরস, রাজপট্ট, রাজময়, সৌগন্ধিক, গঞ্জ, শঙ্খ, গোমেদ, রুধিরাখ্য, ভল্লাতক, ধূলী, তুত্থক, সীস, পীলু, প্রবাল, গিরিবজ্র, ভুজঙ্গমণি, বজ্রমণি, টিট্টিভ, পিণ্ড, ভ্রামর উৎপল। ( অগ্নিপুরাণ, ২৪৫ অধ্যায় দেখ।') ফল, রত্নপদবাচ্য যত প্রকার মণি আছে তন্মধ্যে নয়টি প্রধান। এই জন্য আমরা "নবরত্ন" নামটি সর্ব্বদা শুনিতে পাই। তদ্যথা—

"মুক্তা মাণিক্য বৈদূর্য্য গোমেদান্ বজ্রবিদ্রুমৌ।
পুষ্পরাগং মরকতং নীলঞ্চেতি যথাক্রমাৎ॥"

তন্ত্রসার।

পাঠকগণ! বৈদূর্য্য কি? গোমেদ কি? বলিয়া ব্যস্ত হইবেন না, ক্রমে সমস্তই বলিব; অগ্রে মুক্তার বিবরণগুলি শুনুন।

মুক্তা বহুমূল্য রত্ন। ভারতবাসিগণের ন্যায় ইয়োরোপীয়গণও প্রাচীনকাল হইতে ইহার বিশেষ আদর করিয়া আসিতেছেন। পূর্ব্বকালে রোমকগণ ইহা বহুব্যয়ে ক্রয় করিতেন। একজন রোমক গ্রন্থকার তাঁহার সময় একছড়া মুক্তাহার অষ্ট লক্ষ টাকায় বিক্রয়ের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। পমপী মিথ্রোটিডস্‌কে পরাজয় করিয়া তাঁহার রত্নাগারে স্তূপাকার মুক্তা, মুক্তাবিজড়িত বিবিধ অলঙ্কার ও একখানি রাজপ্রতিমূর্ত্তি দর্শন করিয়াছিলেন। মিথ্রোটিডসের এই প্রতিমূর্ত্তি অতি বহুমূল্য মুক্তায় খচিত ছিল। সেনেকা কহেন, রোমক অঙ্গনারা অতি বহুমূল্য নির্দ্দোষ মুক্তার কর্ণাভরণ প্রস্তুত করিয়া ব্যবহার করিতেন। পূর্ব্বতন পারস্য, মিসর, এবং বাবিলন্ দেশীয় লোকেরা মুক্তার অত্যন্ত সমাদর করিত। প্রসিদ্ধরূপবতী ক্লিওপেট্রা একটি অতি বহুমূল্য মুক্তা চূর্ণ করিয়া মদ্যের সহিত পান করিয়াছিলেন, এবং ততোধিক বহুমূল্যের একটি মুক্তা দ্বিখণ্ড করিয়া রোমের প্রসিদ্ধ ভিনসের মূর্ত্তির কর্ণাভরণ করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। আধুনিক সময়ে রাজ্ঞী এলিজেবেথের রাজ্যকালে তৎসমক্ষে স্যর টমাস গ্রেসাম একটী ১৫০০০০ টাকা মূল্যের মুক্তা চূর্ণ করিয়া মদ্যের সহিত পানকরতঃ স্পেনদেশীয় রাজদূতকে চমৎকৃত করিয়াছিলেন। মুক্তা এইরূপে সকল সময়ে ও সকল রাজ্যেই সমাদৃত হইয়া আসিতেছে।

আধুনিক বহুমূল্য মুক্তার মধ্যে পারস্যাধিপতি সাহার ৬ছয় লক্ষ টাকা মূল্যের একটী ও মস্কটের ইমামের তিন লক্ষ টাকার অধিক মূল্যের একটি মুক্তা আছে।

ভারতের জ্যোতিষশাস্ত্রে মুক্তার সমধিক প্রশংসা দৃষ্ট হয়। আচার্য্যেরা ইহার ধারণে মহাফল, গৃহে থাকিলে মহাফল, অধিষ্ঠাত্রী দেবতা চন্দ্র; এইরূপে গৌরব বৃদ্ধি করিয়া গিয়াছেন। বৈদ্যকশাস্ত্রকারেরাও ইহার গৌরব করিতে ত্রুটি করেন নাই। ইহার গুণ, ঔষধে উপযোগ ও উপকারিতা বিষয়ে রাজনির্ঘণ্ট ও ভাবপ্রকাশ প্রভৃতি বৈদ্যক গ্রন্থে অনেক কথা আছে।

মুক্তার ছায়া বা বর্ণ, বিশেষ বিশেষ আকর বা উৎপত্তিস্থান, ও বিশেষ বিশেষ পরীক্ষা প্রভৃতি অনেক রহস্য কথা গরুড়পুরাণে আছে। তদ্ভিন্ন অগ্নিপুরাণ,

শুক্রনীতি, বৃহৎসংহিতা প্রভৃতি প্রাচীন ও প্রাচীনতর গ্রন্থেও ইহার ভূরি প্রমাণ-প্রয়োগ দৃষ্ট হয়। বিশেষতঃ ভোজরাজকৃত "যুক্তিকল্পতরু" গ্রন্থে কিছু অধিক পরিমাণে দৃষ্ট হয়। ৺স্যার রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুর এই যুক্তিকল্পতরু গ্রন্থ হইতে মুক্তাবিষয়ক অনেক প্রমাণ সংগ্রহ করিয়া কল্পদ্রুম অভিধানে সন্নিবেশিত করিয়াছেন। পাঠকবর্গের গোচরার্থ পুস্তকগুলির অগ্রে পরিচয় দিলাম, এক্ষণে মুক্তার আকর বা উৎপত্তিস্থান গুলি বলিব।

"মাতঙ্গোরগমীনপোত্রিশিরসস্ত্বক্সারশঙ্খাম্বুভৃৎ।
শুক্তীনামুদরাচ্চ মৌক্তিকমণিঃ স্পষ্টং ভবত্যষ্টধা॥"

যুক্তিকল্পতরু।

(১) মাতঙ্গ—হস্তী। (২) উরগ—সর্প। (৩) মীন—মৎস্য। (৪) পোত্রী—শূকর। (৫) ত্বক্সার—বাঁশ। (৬) শঙ্খ—শাঁখ। (৭) অম্বুভৃৎ—মেঘ। (৮) শুক্তি—ঝিনুক।

ভাবপ্রকাশ গ্রন্থে এইরূপ লিখিত আছে—

"শঙ্খোগজশ্চ ক্রোড়শ্চ ফণী মৎস্যশ্চ দর্দ্দুরঃ।
বেণুরেতে সমাখ্যাতা তজ্‌জ্ঞৈর্মৌক্তিকযোনয়ঃ॥"

ভাবপ্রকাশ।

(১) শঙ্খ—শাঁখ। (২) গজ—হস্তী। (৩) ক্রোড়—ঝিনুক। (৪) ফণী—সর্প। (৫) মৎস্য—মাছ। (৬) দর্দ্দুর—ভেক। (৭) বেণু—বাঁশ।

মল্লিনাথ অন্য একটি বচনের উল্লেখ করিয়াছেন। যথা—

"দ্বিপেন্দ্র জীমূত বরাহ শঙ্খ মৎস্যাহি শুক্ত্যুদ্ভববেণুজানি।
মুক্তাফলানি প্রথিতানি লোকে তেষান্তু শুক্ত্যুদ্ভবমেব ভূরি॥"

(১) দ্বিপেন্দ্র—জাত্যহস্তী। (২) জীমূত—মেঘ। (৩) বরাহ—শূকর। (৪) শঙ্খ—শাঁখ। (৫) মৎস্য—মাছ। (৬) অহি—সর্প। (৭) শুক্তি—ঝিনুক। (৮) বেণু—বাঁশ। এই সকল স্থান হইতে মুক্তা জন্মে এইরূপ প্রসিদ্ধ আছে বটে; পরন্তু শুক্ত্যুদ্ভব মুক্তাই বহু উৎপন্ন হয়।

স্যার্ রাজা রাধাকান্ত দেব অন্য আর একটী বচন উল্লেখ করিয়াছেন। যথা—

"গজাহিকোলমৎস্যানাং শীর্ষে মুক্তাফলোদ্ভবঃ।
ত্বকসারশুক্তিশঙ্খানাং গর্ভে মুক্তাফলোদ্ভবঃ॥"

হস্তী, সর্প, শূকর ও মৎস্যের মস্তকে মুক্তামণি জন্মে এবং বাঁশ, ঝিণুক ও শাঁখের উদরে জন্মে। এই সকল বচনের মধ্যে মল্লিনাথের ধৃত বচনটীতেই

আমাদের শ্রদ্ধা হয়। কেননা, ঐ বচনের একাংশে প্রকাশ করা হইয়াছে যে, "শুক্তিজাত মুক্তাই আমরা অধিক পাই। (অন্যান্য আকরের মুক্তা সকল ক্বচিৎ কদাচিৎ অথবা লোকপ্রবাদ মাত্র।) এই কথাই সত্য, প্রাচীনতম, এবং অতি প্রামাণিক।

বৃহৎসংহিতা-গ্রন্থেও এইরূপ মত দৃষ্ট হয়। যথা—

"দ্বিপভুজগ শুক্তিশঙ্খাভ্রবেণুতিমিশূকরপ্রসূতানি।
মুক্তাফলানি তেষাং বহু সাধু চ শুক্তিজং ভবতি॥"

দ্বিপ—হস্তী। ভুজগ—সর্প। শুক্তি—ঝিনুক। শঙ্খ—শাঁখ। অভ্র—মেঘ। বেণু—বাঁশ। তিমি—মৎস্যবিশেষ। শূকর—শুয়ার। এই সকল হইতে মুক্তাফল উৎপন্ন হয় বটে, কিন্তু তন্মধ্যে শুক্তিজ মুক্তাই বহু ও উত্তম।

শুক্রনীতি গ্রন্থেও ঠিক এইরূপ একটী বচন আছে। যথা—

"মৎস্যাহিশঙ্খবারাহবেণুজীমূতশুক্তিতঃ।
জায়তে মৌক্তিকং তেষু ভূরি শুক্ত্যুদ্ভবং স্মৃতম্॥"

ইহার বঙ্গানুবাদ দিবার আবশ্যকতা নাই। পূর্ব্বের সহিত ইহার অর্থের ঐক্য আছে, কেবল মাতঙ্গের কথাটী নাই।

---

## মাতঙ্গমুক্তা বা গজমুক্তা।

"মৌক্তিকং ন গজে গজে।" (চাণক্য) সকল গজে মুক্তামণি পাওয়া যায় না। অর্থাৎ সকল হস্তীর মস্তকাভ্যন্তরে পাথরী জন্মে না। কিরূপ হস্তীর মস্তকে জন্মে তাহা বলিতেছি।—

"মতঙ্গজা যে তু বিশুদ্ধবংশ্যাস্তে মৌক্তিকানাং প্রভবাঃ প্রদিষ্টাঃ।
উৎপদ্যতে মৌক্তিকং তেষু বৃত্তং আপীতবর্ণং প্রভয়া বিহীনম্॥"

যুক্তিকল্পতরু।

যে সকল মাতঙ্গ বিশুদ্ধ বংশোৎপন্ন তাহাদেরই মস্তকে মুক্তা-মণি উৎপন্ন হইয়া থাকে। সেই সকল জাত্যহস্তীর মধ্যে কোন কোন হস্তীতে যে মুক্তা জন্মে, তাহা সুগোল, ঈষৎ পীতবর্ণ, এবং ছায়াবিহীন। মুক্তার ছায়া কি? তাহা পরে বলা যাইবে।

বৃহৎ-সংহিতা গ্রন্থেও গজমুক্তার জন্মসম্বন্ধে এইরূপ অভিমতি দেখা যায়। যথা—

"ঐরাবতকুলজানাং পুষ্যশ্রবণেন্দু সূর্য্যদিবসেষু।
যে চোত্তরায়ণভবা গ্রহণেঽর্কেন্দোশ্চ ভদ্রেভাঃ॥
তেষাং কিল জায়ন্তে মুক্তাঃ কুম্ভেষু সরদকোষেষু।
বহবো বৃহৎপ্রমাণা বহুসংস্থানাঃ প্রভাযুক্তাঃ॥
নৈষামর্ঘঃ কার্য্যো ন চ বেধোঽতীব তে প্রভাযুক্তাঃ।
সুতবিজয়ারোগ্যকরা মহাপবিত্রা ধৃতা রাজ্ঞাম্॥"

ঐরাবত বংশোৎপন্ন হস্তীদিগের মধ্যে যাহারা পুষ্যা নক্ষত্রে কি শ্রবণা নক্ষত্রে এবং রবি ও সোমবারে জন্মগ্রহণ করে, কিংবা যাহারা উত্তরায়ণে জন্মে, অথবা যাহারা চন্দ্র সূর্য্যের গ্রহণকালে জন্মে, তাহাদের কুম্ভের অভ্যন্তরে ও দন্তকোষে মুক্তা জন্মে—এরূপ প্রসিদ্ধি আছে। এই মুক্তা অতি বৃহৎ, নানাপ্রকার গঠনের এবং সে সমস্তই প্রভান্বিত। সে সকল মুক্তার মূল্য নির্দ্ধারণ ও বেধ বা ছিদ্রকার্য্য করিবে না। রাজাকর্ত্তৃক ধৃত হইলে তাহা সন্তান, যুদ্ধে জয় ও আরোগ্যপ্রদ হয়। এই মুক্তা অতি পবিত্র।

"বক্ষ্যে গজপরীক্ষায়াং গজজাতিশ্চতুর্ব্বিধা।
মৌক্তিকং তেষু জাতং হি চতুর্ব্বিধমুদীর্য্যতে॥"

যুক্তিকল্পতরু।

হস্তিজাতির মধ্যে বিবিধ শ্রেণীর হস্তী আছে। তন্মধ্যে জাত্যহস্তী চারি প্রকার শ্রেণীযুক্ত। সে সকল বৃত্তান্ত গজপরীক্ষা প্রকরণে বলিব। চারি শ্রেণীর জাত্য গজেই মুক্তা জন্মিয়া থাকে, সুতরাং তদুৎপন্ন মুক্তাও চারি জাতি বা চারি শ্রেণী। সেই চারি শ্রেণীর মুক্তার চারি প্রকার আখ্যা দেওয়া হইয়া থাকে। যথা—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র। এই চারি জাতি মুক্তার লক্ষণ এইরূপ—

"ব্রাহ্মণং পীতশুক্লন্তু ক্ষত্রিয়ং পীতরক্তকম্।
পীত শ্যামন্তু বৈশ্যং স্যাৎ শূদ্রং স্যাৎ পীতনীলকম্॥"

যুক্তিকল্পতরু।

ব্রাহ্মণজাতীয় মুক্তা পীত-শুক্লবর্ণ, ক্ষত্রিয় মুক্তার বর্ণ পীতরক্ত, বৈশ্যজাতীয় মুক্তার বর্ণ পীত-শ্যাম এবং শূদ্রজাতীয় গজমুক্তার বর্ণ পীত-নীল। এতদ্ভিন্ন কাম্বোজদেশীয় মাতঙ্গমণি বা গজমুক্তার কিছু বিশেষ লক্ষণ আছে। যথা—

"কাম্বোজকুম্ভসম্ভূতং ধাত্রীফলনিভং গুরু।
অতিপিঞ্জরসচ্ছায়ং মৌক্তিকং মন্দদীধিতি॥"

যুক্তিকল্পতরু।

কাম্বোজদেশীয় হস্তিকুম্ভে যে মুক্তা জন্মে, তাহার আকার ঠিক্ গোল নহে। তাহার গঠন আমলকী ফলসদৃশ, ওজনে ভারী, পিঞ্জরবর্ণ, ছায়া বা কান্তি অতি অল্প, অর্থাৎ কিঞ্চিৎ পরিমাণে ছায়া আছে এবং অল্পকিরণও আছে।

অগ্নিপুরাণ বলেন যে, "নাগদন্তভবাশ্চাগ্র্যাঃ" হস্তীর দন্তকোষসমুৎপন্ন মুক্তা অতি শ্রেষ্ঠ বস্তু।

---

## সর্পমণি বা ফণিমুক্তা।

সকল সর্পের মস্তকে মণি উৎপন্ন হয় না। কিরূপ সর্পের মস্তকে মণি হয়, তাহা বলা যাইতেছে।

"ভুজঙ্গমাস্তে বিষবেগতৃপ্তাঃ
শ্রীবাসুকের্ব্বংশভবাঃ পৃথিব্যাম্।
ক্বচিৎ কদাচিৎ খলু পুণ্যদেশে
তিষ্ঠন্তি তে পশ্যতি তান্ মনুষ্যঃ॥"

যে সকল সর্পের মস্তকে প্রস্তর হয়, তাহারা আপনার বিষবেগে পরিতৃপ্ত থাকে। ইহারা বাসুকি-নাগের বংশে উৎপন্ন। পৃথিবীর কোন কোন পুণ্য স্থানে কখন কখন সেইরূপ সর্প মনুষ্যেরা দেখিতে পায়।

"তক্ষকবাসুকিকুলজাঃ কামগমা যে চ পন্নগাঃ।
তেষাং স্নিগ্ধা নীলদ্যুতয়ো ভবন্তি মুক্তাঃ ফণস্যান্তে॥"

বৃহৎসংহিতা।

যে সকল সর্প বাসুকি কি তক্ষকের বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছে এবং ইচ্ছানুরূপ গমনাগমন করিতে সক্ষম, তাহাদের ফণার প্রান্তপ্রদেশে স্নিগ্ধনীলবর্ণের মুক্তা জন্মে।

লক্ষণ।

"ফণিজং বর্ত্তুলং রম্যং নীলচ্ছায়ং মহাদ্যুতি।
পুণ্যহীনা ন পশ্যন্তি বাসুকেঃ কুলসম্ভবম্॥"

ফণিজাত মুক্তা দেখিতে অতি সুন্দর, বর্ত্তুল অর্থাৎ গোল, নীলাভ এবং অত্যন্ত দীপ্তিমান্। অপুণ্যবান্ ব্যক্তি বাসুকিবংশীয় সর্প দেখিতে পায় না; সুতরাং তদ্বংশধর-ফণি-জাত-মুক্তা তাহাদের নিকট দুর্লভ।

দ্বিতীয় লক্ষণ।

"শৃগালকোলামলকোলগুঞ্জাফলপ্রমাণাস্ত চতুর্ব্বিধাস্তে।
স্যুব্রহ্মক্ষবাহুজবৈশ্যশূদ্রসর্পেষু জাতাঃ প্রবরাস্ত সর্ব্বে॥"

শৃগালকোল—শ্যাকুল। প্রমাণে শ্যাকুল যত বড়—তত বড় হয়। আমলকী—প্রমাণও হয়। গুঞ্জা অর্থাৎ কুঁচপরিমিতও হয়। কুলফলের মতনও হয়। এই চারি প্রকার মুক্তা ব্রাহ্মণাদি চারিজাতি সর্পে জন্মে। সে চারিপ্রকার মুক্তাই প্রশস্ত বা শ্রেষ্ঠ।

ফলশ্রুতি।

"প্রাপ্যাপি রত্নানি ধনং শ্রিয়ং বা
রাজশ্রিয়ং বা মহতীং দুরাপাম্।
তেজোঽন্বিতাঃ পুণ্যকৃতো ভবন্তি
মুক্তাফলস্যাস্য বিধারণেন॥"

ধন, রত্ন ও মহতী দুষ্প্রাপ্য রাজশ্রী প্রাপ্ত হইয়া যদি এতদ্রূপ ফণিমুক্তা ধারণ করে, তাহা হইলে ধারণকর্ত্তার পুণ্যকর্ম্মে প্রবৃত্তি হয় এবং তেজোবৃদ্ধি হয়।

তৃতীয় লক্ষণ।

"ভৌজঙ্গমং নীলবিশুদ্ধবর্ণং,
সর্ব্বং ভবেৎ প্রোজ্জ্বলবর্ণশোভম্॥"

ভুজঙ্গমমণি বা ফণিমুক্তা সমস্তই নীলবর্ণ, বিশুদ্ধ কান্তি এবং তাহার বর্ণ ও শোভা অতি উজ্জ্বল।

বৃহৎসংহিতা বলেন যে, যদি কেহ কোন প্রকার কৃত্রিম নীলমুক্তা আনিয়া বলে যে, ইহা ফণিমুক্তা,—তাহা হইলে পরীক্ষা করা আবশ্যক। ফণিমুক্তা সম্বন্ধে এইরূপ পরীক্ষা নির্দ্দিষ্ট আছে। যথা।

"শস্তেঽবনীপ্রদেশে রজতময়ে ভাজনে স্থিতে চ যদি।
বর্ষতি দেবোঽকস্মাৎ তজ্জ্ঞেয়ং নাগসম্ভূতম্॥"

অনাবৃত পবিত্র স্থানে রজতময় পাত্রে স্থাপন করিয়া রাখিলে যদি বৃষ্টি উপস্থিত হয়—তাহা হইলে তাহা সর্পমণি, নচেৎ অন্য কোন কৃত্রিম অপকৃষ্ট মণি।

"ভ্রমরশিখিকণ্ঠবর্ণো দীপশিখা-সপ্রভো ভুজঙ্গানাম্।
ভবতি মণিঃ কিল মূর্দ্ধনি যোঽনর্ঘেয়ঃ স বিজ্ঞেয়ঃ॥

যস্তং বিভর্ত্তি মনুজাধিপতি ন´ তস্য
দোষা ভবন্তি বিষরোগকৃতাঃ কদাচিৎ।
রাষ্ট্রে চ নিত্যমভিবর্ষতি তস্য দেবঃ
শত্রুংশ্চ নাশয়তি তস্য মণেঃ প্রভাবাৎ॥"

বৃহৎসংহিতা।

ভুজঙ্গের মস্তকে যে ভ্রমরবর্ণ ও ময়ূরকণ্ঠবর্ণ দীপশিখারসদৃশ প্রভাযুক্ত মণি জন্মে, তাহা অমূল্য। যে রাজা সেই ভুজঙ্গমণি ধারণ করেন, কোন কালেও তাঁহার বিষভয় হয় না, এবং দেবতারা তাঁহার রাজ্যে যথাসময়ে বারি বর্ষণ করেন। সেই মণির প্রভাবে তিনি শত্রুবিনাশেও সমর্থ হন।

---

## মীনজ-মুক্তা।

মৎস্যবিশেষের মুখ প্রদেশে এক প্রকার পাথর জন্মে, তাহাকেই শাস্ত্রকারেরা মীনজমুক্তা বলিয়া থাকেন। ইহার সবিশেষ বৃত্তান্ত ক্রমে বর্ণন করা যাইতেছে।

"পাঠীনপৃষ্ঠস্য সমানবর্ণাং
মীনাৎ সুবৃত্তং লঘু নাতিসূক্ষ্মম্।
উৎপদ্যতে বারিচরাননেষু
মীনাশ্চ তে মধ্যচরাঃ পয়োধেঃ॥"

পাঠীন অর্থাৎ রোহিত বা বাটা মৎস্য। মীন হইতে যে মুক্তা পাওয়া যায় তাহা পাঠীন মৎস্যের পৃষ্ঠের বর্ণের ন্যায়। সুগোল, লঘু (ওজনে হাল্‌কা) এবং তাহা নিতান্ত সূক্ষ্ম নহে। মীনমুক্তা যে সকল বারিচর অর্থাৎ মৎস্যদিগের মুখে জন্মিয়া থাকে সে সকল মৎস্য সমুদ্রের মধ্যপ্রদেশে বাস করে।

বৃহৎসংহিতাগ্রন্থের মতে তিমি মৎস্যে মুক্তা জন্মে। যথা—

"তিমিজং মৎস্যাক্ষিনিভং বৃহৎ পবিত্রং বহুগুণঞ্চ।"

তিমিমৎস্যজাত মুক্তা আকারে বৃহৎ, দেখিতে মৎস্যচক্ষুর ন্যায়, পবিত্র ও বহু গুণযুক্ত।

লক্ষণ।

"গুঞ্জাফলসমস্থৌল্যং মৌক্তিকং তিমিজং লঘু।
পাটলাপুষ্পসঙ্কাশং অল্পকান্তি সুবর্ত্তুলম্॥"

মীনজমুক্তার লক্ষণ এই যে, তিমিমৎস্যজাত মুক্তাসকল স্থূলতায় গুঞ্জা অর্থাৎ কুঁচের ন্যায়, লঘু অর্থাৎ হাল্‌কা, পাটলা পুষ্পের ন্যায় কান্তিমান্, কিন্তু তাহার দ্যুতি বা ছায়া অল্প। ইহার বর্ত্তুলতা অতি সুন্দর।

মীনমুক্তার সামান্য লক্ষণ এই বটে; কিন্তু মৎস্যদিগের প্রকৃতিভেদ থাকায় তদুৎপন্ন মুক্তাফলে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ প্রভেদ হইয়া থাকে। যথা—

"বাতপিত্তকফদ্বন্দ্বসন্নিপাতপ্রভেদতঃ।
সপ্তপ্রকৃতয়ো মীনাঃ সপ্তধা তেন মৌক্তিকম্॥"

গরুড়-পুরাণ।

বায়ু, পিত্ত, কফ, এতত্রয়ের দুই দুই ও তিন তিন ক্রমে মৎস্য সকল সপ্ত প্রকার প্রকৃতি সম্পন্ন হইয়া থাকে। সুতরাং তদুৎপন্ন মুক্তাও সপ্ত প্রকার প্রভেদযুক্ত হয়, ইহা নির্ণীত হইয়াছে। সেই প্রভেদ এইরূপ—

"লঘিষ্ঠমরুণং বাতাৎ আপীতং মৃদু পিত্ততঃ।
শুক্লং গুরু কফোদ্রেকাৎ বাতপিত্তান্মৃদুলঘু।
বাতশ্লেষ্মভবং স্থূলং পিত্তশ্লেষ্মজমচ্ছকম্।
সর্ব্বলিঙ্গপ্রয়োগেণ সান্নিপাতিকমুচ্যতে।
একজাঃ শুভদাঃ প্রোক্তাস্তথা বৈ সান্নিপাতিকাঃ॥"

বাতাধিক্য বশতঃ লঘু ও অরুণাভ হয়। পিত্ত প্রাধান্য হেতু মৃদু ও ঈষৎ পীতবর্ণ হয়। কফের বাহুল্যে গুরু ও শ্বেতাভ হইয়া থাকে। বাতপিত্ত উভয়ের প্রাবল্যে মৃদু অর্থাৎ কোমল ভাবাক্রান্ত এবং লঘু হয়। বাত, শ্লেষ্ম, উভয়ের প্রাবল্যে কিছু স্থূলাকার হয় এবং পিত্তশ্লেষ্মজাত হইলে স্বচ্ছতার আধিক্য হয়। এক একটী ও দুই দুইটী প্রকৃতিতে যে সকল লক্ষণ নির্দ্দেশ করা হইল, ইহার সকল চিহ্ন যদি কিছু না কিছু পরিমাণে দৃষ্ট হয়, তবে তাহা সান্নিপাতিকজ বলিয়া গণ্য করিতে হইবে। এই সকলের মধ্যে সান্নিপাতিকজ এবং একজ মুক্তাই প্রশস্ত ও শুভদায়ক।

---

## বরাহমুক্তা বা শূকরমতি।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, শূকরও একটী মুক্তার আকর। সর্পের ফণায়, মৎস্যের মস্তকে, হস্তীর দন্তকোষে যেমন পাথর জন্মে তেমনি শূকরের দন্তকোষেও

পাথর জন্মে। সেই পাথর মুক্তার ন্যায় আকারবিশিষ্ট হয় বলিয়া মুক্তানামে অভিহিত হয়। বৃহৎসংহিতায় লিখিত আছে যে,—

"দংষ্ট্রামূলে শশিকান্তিসমপ্রভং বহুগুণঞ্চ বারাহম্।"

বরাহবিশেষের দন্তমূলে যে মুক্তা জন্মে তাহার কান্তি চন্দ্রকিরণের ন্যায় শুভ্র এবং তাহার গুণও অনেক।

"বরাহভুজগাভ্রজান্যবেধ্যানি" এই বরাহমুক্তাকে বিদ্ধ করিবেক না এবং "অমিতগুণত্বাচ্চৈষামর্ঘঃ শাস্ত্রে ন নির্দ্দিষ্টঃ" অপরিমিত গুণ বিধায় শাস্ত্রে ইহাদের মূল্যের নির্দ্দেশ নাই।

গরুড়পুরাণ বলেন যে—

"বরাহদংষ্ট্রাপ্রভবং বরিষ্ঠং
তস্যৈব দংষ্ট্রাঙ্কুরতুল্যবর্ণম্।
ক্বচিৎ কথঞ্চিৎ স ভুবঃ প্রদেশে
প্রজায়তে শূকরবৰ্দ্ধিশিষ্টঃ॥"
"ব্রহ্মাদিজাতিভেদেন বরাহোঽপি চতুর্ব্বিধঃ।
তেষু জাতা ভবেন্মুক্তা সমাসেন চতুর্ব্বিধা॥"
ব্রাহ্মণঃ শুক্লবর্ণস্তু শূদ্রমন্তে চ লক্ষ্যতে।
ক্ষত্রিয়োরক্তবর্ণস্তু স্পর্শে কর্কশ এব চ॥"
"বৈশ্যঃ স্যাৎ শুক্লপাতস্তু কোমলঃ কোলসন্নিভঃ।
শূদ্রঃ স্যাৎ শুক্লনীলস্তু কর্কশঃ শ্যাম এব চ॥"
"কোলজং কোলসদৃশং তদ্দংষ্ট্রাসদৃশচ্ছবি।
অলভ্যং মনুজৈ রম্যং মৌক্তিকং পুণ্যবর্জিতৈঃ॥"

কল্পদ্রুম।

সংক্ষেপার্থ এই যে, বরাহদন্তোৎপন্ন মুক্তা অতি প্রশস্ত। ইহার বর্ণও নবোদ্গত বরাহদন্তের ন্যায়। ইহা সকল সময়ে সকল স্থানে সকল শূকরে পাওয়া যায় না, কখন কখন কোন কোন শূকরে ইহা উৎপন্ন হইয়া থাকে।

ব্রাহ্মণাদি চারি বর্ণের ন্যায় বরাহেরও চারিবর্ণ আছে। সুতরাং তদুৎপন্ন মুক্তারও ব্রাহ্মণাদির ন্যায় চারি বর্ণ আছে।

শুক্লবর্ণ বরাহ সকল ব্রাহ্মণজাতীয়, রক্তবর্ণ বরাহ ক্ষত্রিয়জাতীয়, ইহাদের

স্পর্শ অতি কর্কশ। শুক্লপীতবর্ণ বরাহ বৈশ্যজাতীয় এই মুক্তার গঠন কুলফলের ন্যায়। শুক্লকৃষ্ণ বর্ণ হইলে তাহা শূদ্রজাতীয়। এ মুক্তার বর্ণ নীল ও স্পর্শ কর্কশ।

কুলফলের ন্যায় গঠন ও নবোদ্গত বরাহদন্ততুল্য বর্ণবিশিষ্ট সুন্দর বরাহ-মুক্তা অতি দুর্লভ। অপুণ্যবান মনুষ্যেরা ইহা পায় না।

---

## বেণুজ-মুক্তা।

বেণু অর্থাৎ বাঁশ। ইহার অন্য নাম ত্বক্‌সার। এই ত্বক্‌সার বা বাঁশে এক-প্রকার পাথর জন্মে। বাঁশে যে পাথর জন্মে তাহা সপ্রমাণ করিবার জন্য অধিক প্রয়াস পাইতে হয় না। শাল ও সেগুন কাষ্ঠে যে প্রস্তর জন্মে তাহা অনেকেই প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। শাল সেগুনে যেমন পাথর জন্মে তেমনি বাঁশেও পাথর জন্মে। সেই বেণুজ-প্রস্তরই মুক্তা নাম পাইয়াছে।

লক্ষণ।

"বর্ষোপলানাং সমবর্ণশোভং
ত্বক্‌সারপর্ব্বপ্রভবং প্রদিষ্টম্।
তে বেণবো দিব্যজনোপভোগ্যে
স্থানে প্ররোহন্তি ন সার্ব্বজন্যে॥

কল্পদ্রুম।

ত্বক্‌সার অর্থাৎ বংশের পর্ব্বে অর্থাৎ গ্রন্থিপ্রদেশে যে মুক্তাফল জন্মে, তাহা বর্ষোপলের ( শিলের ) ন্যায় বর্ণ ও শোভাবিশিষ্ট হয়। মুক্তাকর বাঁশ সকল স্থানে জন্মে না। কেহ কেহ বলেন যে, স্বর্গীয় পুরুষদিগের উপভোগযোগ্য স্থানসমূহে জন্মিয়া থাকে। কেহ কেহ "বংশলোচন"-কেই বেণুজ-মুক্তা বলেন, বস্তুতঃ তাহা সত্য নহে। কেননা, বৃহৎসংহিতাগ্রন্থে স্পষ্ট উল্লেখ আছে যে, বেণুজ-মুক্তা মুক্তার ন্যায়। যথা—

"কর্পূরস্ফটিকনিভং চিপিটং
বিষমং বেণুজং জ্ঞেয়ম্।"

বেণুজ-মুক্তা কর্পূর স্ফটিকের ন্যায় প্রভাযুক্ত, পরন্তু কিছু চ্যাপ্‌টা। বিষম অর্থাৎ সুগোল নহে। ঠিক্ এইরূপ অর্থের অন্য একটী বচন কল্পদ্রুমে উদ্ধৃত হইয়াছে। যথা—

"বংশজং শশিসঙ্কাশং কক্কোলফলমার্দ্রকম্
প্রাপ্যতে বহুভিঃ পুণ্যৈস্তদ্রক্ষ্যং বেদমন্ত্রতঃ॥"
"পঞ্চভূতসমুদ্রেকাৎ বংশে পঞ্চবিধে ভবেৎ।
মুক্তা পঞ্চবিধা তাসাং যথালক্ষণমুচ্যতে॥"
"পার্থিবী গুরুবৎ সা চ তৈজসী তেজসা লঘুঃ।
বায়বী চ মৃদুঃ স্থূলা গাগণী কোমলা লঘুঃ॥
"আপ্যাঃ স্নিগ্ধা ভৃশং শুক্লাঃ পঞ্চৈতাঃ প্রবরা মতাঃ।
আসাং ধারণমাত্রেণ ব্যাধিঃ কোপি ন জায়তে॥"
গজাহিকোলমৎস্যানাং শীর্ষে মুক্তাফলোদ্ভবঃ।
ত্বক্‌সারশুক্তিশঙ্খানাং গর্ভে মুক্তাফলোদয়ঃ॥"
"ধারাধরেষু জায়েত মৌক্তিকং জলবিন্দুভিঃ।
জীমূতে শুচিরূপঞ্চ গজে পাটলভাস্বরম্॥"
"মৎস্যে শ্বেতঞ্চ নিস্তেজঃ ফণীন্দ্রে নীলভাস্বরম্।
হরিচ্ছেৎতং তথা বংশে পীতশ্বেতঞ্চ শূকরে॥"
"শঙ্খশুক্ত্যুদ্ভবং শ্বেতং মুক্তারত্নমনুত্তমম্।"

বংশজমুক্তা চন্দ্রের ন্যায় অথবা কর্পূরের ন্যায় শুভ্রবর্ণ, কক্কোল ফলের ন্যায় গঠন ও স্নিগ্ধ। বহু পুণ্য না থাকিলে বংশজমুক্তা লাভ হয় না। প্রাপ্ত হইলে তাহাকে মন্ত্রপূত করিয়া রাখিতে হয়।

পঞ্চভূতের ন্যূনাধিক্য অনুসারে বাঁশ সকল পাঁচ প্রকার। সুতরাং তজ্জাত মুক্তা সকলও পাঁচপ্রকার। তাহাদের কাহার কিরূপ লক্ষণ তাহাও বলিতেছি।

পৃথিবী ভূত-প্রাবল্যের বেণুজমুক্তা ওজনে ভারি হয়; তেজঃপ্রাবল্যে হাল্‌কা হয়; বায়ুর প্রাবল্যে মৃদু ও স্থূল হয় এবং আকাশের আধিক্যে কোমল ও লঘু হয় (ইহাই বোধ হয় বংশলোচন; জমাট বাঁধিলে মুক্তা বা প্রস্তর নচেৎ বংশলোচন)।

জল-ভূতের আধিক্যে অত্যন্ত শুভ্র ও স্নিগ্ধগুণবিশিষ্ট হয়। এই সকল মুক্তা ধারণ করিলে কোন ব্যাধিই উৎপন্ন হয় না।

হস্তী, সর্প, শূকর ও মৎস্যের মস্তকে, আর ত্বক্‌সার, শুক্তি (ঝিনুক) ও শঙ্খের উদরে মুক্তা জন্মে।

ধারাধর অর্থাৎ মেঘবিশেষে জলবিন্দু দ্বারা মুক্তা জন্মে। জীমূতে অর্থাৎ

মেঘবিশেষে যে মুক্তা জন্মে তাহা অত্যন্ত শুচি অর্থাৎ শুভ্রবর্ণ। গজমুক্তা কিছু পাটলবর্ণ কিন্তু ভাস্বর। মৎস্যজমুক্তা শ্বেতবর্ণ কিন্তু তাহার কিরণ অল্প। ফণিজ-মুক্তা নীলবর্ণ অথচ ভাস্বর। বংশোৎপন্ন মুক্তা হরিৎ ও শ্বেতের মিশ্রণে যে বর্ণ হয় সেই বর্ণবিশিষ্ট হয়।

---

## শঙ্খজ-মুক্তা।

শঙ্খজ-মুক্তা কিরূপ? তাহাও বলা যাইতেছে।

"শঙ্খোদ্ভবং শশিনিভং বৃত্তং ভ্রাজিষ্ণুরুচিরম্।"

বৃহৎসংহিতা।

শঙ্খোৎপন্ন মুক্তা চন্দ্রকিরণের বা কর্পূরের ন্যায় শুভ্রবর্ণ, সুগোল, দীপ্তিযুক্ত ও মনোহর।

"যে কম্ববঃ শার্ঙ্গমুখাবমর্ষপীতস্য শঙ্খপ্রবরস্য গোত্রে।
স্যান্মৌক্তিকানামিহ তেষু জন্ম তল্লক্ষণং সম্প্রতি কীর্ত্তয়ামঃ॥"

"স্বযোনিমধ্যচ্ছবিতুল্যবর্ণং শঙ্খাৎ বৃহৎকোলফলপ্রমাণম্।"

শঙ্খগর্ভে যে মুক্তা জন্মে তাহার বর্ণ শঙ্খের অভ্যন্তরভাগের বর্ণের ন্যায় এবং উহার প্রমাণ বৃহৎবদরীফলতুল্য; অর্থাৎ বড় বড় কুলফলের ন্যায়।

"বর্ষোপলসমং দীপ্ত্যা পাঞ্চজন্যকুলোদ্ভবম্।
কপোতাণ্ডপ্রমাণং তৎ অতিকান্তি মনোহরম্॥"

যে সকল শঙ্খ পাঞ্চজন্য নামক শঙ্খের বংশে জন্মিয়াছে তাহাদের গর্ভে যে মুক্তা জন্মে, তাহা কপোতপক্ষীর ডিম্বের ন্যায় বড় এবং তাহা বর্ষোপল অর্থাৎ করকার ন্যায় দীপ্তিবিশিষ্ট।

"অশ্বিন্যাদিকনক্ষত্রে যে জাতাঃ কম্ববঃ শুভাঃ।
মৌক্তিকং তেষু জাতংহি সপ্তবিংশতিভেদভাক্॥"

"শুক্লাশুক্লাঃ পীতরক্তাঃ নীলা লোহিতপিঞ্জরাঃ।
আকর্ব্বুরা পাটলাশ্চ নব বর্ণা প্রকীর্ত্তিতাঃ॥"

"মহন্মধ্যলঘুন্মানৈঃ সপ্তবিংশতিধা ভবেৎ।
ক্রমতস্তেষু বিজ্ঞেয়ং নক্ষত্রেষু মনীষিভিঃ॥"

"যা মৌক্তিকানামিহ জাতয়োঽষ্টৌ প্রকীর্ত্তিতা রত্নবিনিশ্চয়জ্ঞৈঃ।
কম্বূদ্ভবং তেষ্যঽধমং প্রদিষ্টং উৎপদ্যতে যচ্চ গজেন্দ্রকুম্ভাৎ॥"

শঙ্খজমুক্তাসম্বন্ধে এইরূপ আরও কএকটি বচন গ্রন্থান্তরে আছে। বাহুল্যভয়ে সেগুলি পরিত্যাগ করা গেল। উপরের লিখিত বচন কএকটীর সংক্ষেপ অর্থ এই যে, অশ্বিনী প্রভৃতি ২৭ নক্ষত্রে মুক্তাকর শঙ্খ সকল জন্মগ্রহণ করে, এবং প্রত্যেক নক্ষত্রে মুক্তাকর শঙ্খ সকল জন্মগ্রহণ করে, এবং প্রত্যেক নক্ষত্রোৎপন্ন শঙ্খ হইতে নক্ষত্রের সংখ্যানুসারে মুক্তা সকলেরও ২৭ প্রকার ভেদ হইয়া থাকে।

শুক্ল ও অশুক্ল, পীত ও রক্ত, নীল ও লোহিত, পিঙ্গর, কর্ব্বূর ও পাটল, এই ৯ বর্ণ এবং মহৎ, মধ্য, লঘু প্রভৃতি পরিমাণের দ্বারা ২৭ প্রকার হইয়া থাকে।

রত্নতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা আকর অনুসারে মুক্তার ৮ প্রকার জাতি ব্যবস্থা দেখাইয়া তন্মধ্যে এই শঙ্খোদ্ভব মুক্তাকে সর্ব্বাপেক্ষা অধম বলিয়াছেন।

মুক্তারত্নের কথা সমস্তই বলা হইল। এই মুক্তারত্ন অন্যান্য রত্নাপেক্ষা অচির-স্থায়ী অর্থাৎ ইহা অল্পকালে জীর্ণ ও বিবর্ণ হয়; কিন্তু হীরকাদি রত্ন কস্মিন্‌কালেও জীর্ণ বা নষ্ট হয় না। ইহা পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াই পূর্ব্বকালের পণ্ডিতেরা বলিয়া গিয়াছেন যে,—

"ন জরাং যান্তি রত্নানি বিদ্রুমং মৌক্তিকং বিনা।"

শুক্রনীতি।

---

## জীমূত-মুক্তা।

জীমূত—মেঘ। তজ্জাত মুক্তার নাম জীমূতমুক্তা। এই আশ্চর্য্য কথার মর্ম্ম কি? তাহা আমরা বুঝি না। মেঘে বা আকাশে যে কিরূপে প্রস্তর বা মণি জন্মে তাহা আমরা জ্ঞাত নহি। ইহা সত্য কি কবিকল্পনামাত্র, তাহাও আমরা নির্ণয় করিতে পারি না। কেননা সকল রত্নশাস্ত্রেই মেঘজমুক্তার উল্লেখ দৃষ্ট হয়, এবং সকলেই একবাক্যে বলেন যে, মেঘেও মুক্তামণি জন্মে। যথা—

"মৎস্যাহিশঙ্খবারাহবেণুজীমূতশুক্তিতঃ।
জায়তে মৌক্তিকং তেষু ভূরি শুক্ত্যুদ্ভবং স্মৃতম্॥"

শুক্রাচার্য্য।

"দ্বিপভুজঙ্গশুক্তিশঙ্খাভ্রবেণুতিমিশূকরপ্রসূতানি।
মুক্তাফলানি তেষাং বহু সাধু চ শুক্তিজং ভবতি॥"

বরাহমিহির।

"হস্তিমস্তকদন্তৌ তু দংষ্ট্রা চ শ্ববরাহয়োঃ।
মেঘোভুজঙ্গমোবেণুর্মৎস্যোমৌক্তিকয়োনয়ঃ॥"

বাচস্পতি।

ইনি আবার আর একটা অধিক স্থান বলিলেন, "দংষ্ট্রা চ শ্ববরাহয়োঃ।" বরাহের দন্তমূল এবং কুক্কুরের দন্তমূল। কুক্কুরের দন্তে মুক্তা-প্রস্তরের জন্মকথা আর কোথাও লিখিত নাই।

এতদ্ভিন্ন গরুড়পুরাণ, অগ্নিপুরাণ ও যুক্তিকল্পতরু প্রভৃতি গ্রন্থের অনেকগুলি উদাহরণ পূর্ব্বে ও পরে প্রদত্ত হইয়াছে। যাহাই হউক, মেঘজ মুক্তা সত্য হউক বা না হউক, শাস্ত্রানুসারে ইহার যৎকিঞ্চিৎ বিবরণ লিপিবদ্ধ করা গেল। বৃহৎ-সংহিতা বলেন যে,—

"বর্ষোপলবজ্জাতং বায়ুস্কন্ধাচ্চ সপ্তমাদ্‌ভ্রষ্টম্।
হ্রিয়তে কিল খাদ্দিব্যৈস্তড়িৎপ্রভং মেঘসম্ভূতম্॥"

মেঘে যেমন বর্ষোপল অর্থাৎ করকা (শিল) জন্মে সেইরূপ মুক্তা-প্রস্তরও জন্মে। বর্ষোপল যেমন মেঘ হইতে পতিত হয়, সেইরূপ সপ্তম বায়ু স্কন্ধ হইতে (অন্তরীক্ষগত বায়ু স্থান বিশেষ হইতে) সেই করকাকার মুক্তাও ভ্রষ্ট হয়। কিন্তু তাহা পৃথিবীতে আইসে না, আকাশ হইতেই অমানব পুরুষেরা তাহা হরণ করিয়া লয়। সেই মেঘপ্রভবমুক্তা করকার ন্যায় ও তাহার প্রভা বিদ্যুতের ন্যায়। গ্রন্থান্তরে দেখা যায় যে,—

"ধারাধরেষু জায়েত মৌক্তিকং জলবিন্দুভিঃ।
দুর্ল্লভং তন্মনুষ্যানাং দেবৈস্তৎ হ্রিয়তেঽম্বরাৎ॥"

জলবিন্দুর পরিপাকবিশেষদ্বারা মেঘেও মুক্তাফল জন্মে। কিন্তু তাহা মনুষ্যের দুর্লভ। ভ্রষ্ট হইবামাত্র তাহা দেবতারা হরণ করেন।

"কুক্কুটাণ্ডসমং বৃত্তং মৌক্তিকং নিবিড়ং গুরু।
ঘনজং ভানুসঙ্কাশং দেবভোগ্যমমানুষম্॥"

মেঘজাত মৌক্তিক কুক্কুটাণ্ডের ন্যায় গোল, নিবিড়, ওজনে ভারি এবং সূর্য্য-

কিরণের ন্যায় দীপ্তিশীল। ইহা দেবতাদিগের ভোগ্য ; মনুষ্যেরা ইহা পায় না। গরুড়পুরাণেও এইরূপ কথা আছে। যথা—

"নাভ্যেতি মেঘপ্রভবং ধরিত্রীং বিয়দ্গতং তৎ বিবুধা হরন্তি।
অর্চিঃপ্রভানাবৃতদিগ্বিভাগ-মাদিত্যবদ্দুঃখবিভাব্যবিম্বম্॥"
"তেজস্তিরস্কৃত্য হুতাশনেন্দু-নক্ষত্রতারাগ্রহসম্ভবশ্চ।
দিবা যথা দীপ্তিকরং তথৈব তমোঽবগাঢ়াম্বপি তন্নিশাসু॥"
"বিচিত্ররত্নদ্যুতিচারুতোয়-চতুঃসমুদ্রাভবনাভিরামা।
মূল্যং ন বা স্যাদিতি নিশ্চয়োমে কৃৎস্না মহী তস্য সুবর্ণপূর্ণা॥"
"হীনোঽপি যস্তল্লভতে কথঞ্চিৎ বিপাকযোগাৎ মহতঃ শুভস্য।
সপত্নহীনঃ পৃথিবীং সমগ্রাং ভুনক্তি তত্তিষ্ঠতি যাবদেব॥"
"ন কেবলং তচ্ছুভকৃন্নৃপস্য ভাগ্যৈঃ প্রজানামপি জন্ম তস্য।
তদ্যোজনানাং পরিতঃ শতস্য সর্ব্বাননর্থান্ বিমুখীকরোতি॥"
"জলজ্যোতির্মরুজ্জানাং মেঘানাং ত্রিবিধং ভবেৎ।
জলাধিকেঽধিকং স্বচ্ছং কোমলং গুরু কান্তিমৎ॥"
"জ্যোতিষং কান্তিমদ্বৃত্তং দুর্নিরীক্ষ্যং রবিপ্রভম্।
কান্তিমৎ কোমলং বৃত্তং মারুতং বিমলং লঘু॥"

ইহার সংক্ষেপার্থ এই যে,—মেঘপ্রভব মুক্তারত্ন পৃথিবীতে আইসে না, আকাশ হইতেই দেবতারা তাহা হরণ করেন। তেজ ও প্রভার দ্বারা সমস্ত দিক্ উদ্ভাসিত করে এবং তাহা আদিত্যের ন্যায় দুর্নিরীক্ষ্য।

হুতাশন, চন্দ্র, নক্ষত্র, গ্রহ ও তারাগণের তেজকে তিরস্কার করিয়া প্রকাশ পায় এবং দিবা ও গাঢ়ান্ধকার রাত্র, উভয়কালেই সমান দীপ্তিকর।

ইহার মূল্য কত? তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না। আমি বিবেচনা করি যে, এই চতুঃসমুদ্রা ভবনাদিযুক্তা সুবর্ণপূর্ণা সমগ্রা পৃথিবীও তাহার মূল্য হয় কি না সন্দেহ।

নীচ ব্যক্তিও যদি উহা কদাচিৎ সুমহৎ পুণ্যপুঞ্জবলে প্রাপ্ত হয় তবে সে ব্যক্তি নিঃশত্রু হইয়া এই সমগ্রা পৃথিবী ভোগ করিতে পারে।

উহা কেবল রাজাদিগের শুভকারী এরূপ নহে। ইহা তাঁহার প্রজাদিগেরও সৌভাগ্যের কারণ। উহা চতুর্দ্দিকে শত যোজন পরিমিত স্থানের অনিষ্ট নিবারণ করে।

মেঘ সকল জল, জ্যোতি ও বায়ু, এই তিনের সমষ্টিজাত। সুতরাং তজ্জাত-মুক্তাও তিন প্রকার। জলাধিক-মেঘজাত হইলে তাহা অত্যন্ত স্বচ্ছ, কোমল ও অতিশয় কান্তিযুক্ত হয়। জ্যোতির ভাগ অধিক থাকে এরূপ মেঘ হইতে যাহা জন্মে তাহা সুগোল, সুকান্তি, ও সূর্য্যকিরণের ন্যায় কিরণশালী হয় সুতরাং তাহা দুর্নিরীক্ষ্য।

বায়ুর ভাগ অধিক আছে, এরূপ মেঘ হইতে যাহা জন্মে তাহাও সুকান্তি, সুকোমল ও সুগোল হয়, অধিকন্তু সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বিমল ও লঘু (হালকা) হয়।

এতদ্রূপ শাস্ত্রীয় বর্ণনার প্রকৃত মর্ম্ম কি? তাহা পাঠকবর্গই বিবেচনা করিবেন। আমাদের বিবেচনায় "নাই" বলা আর দেবতারা হরণ করেন বলা সমান।

## দর্দ্দুর-মুক্তা।

ভাবপ্রকাশকার বলেন যে, দর্দ্দুর অর্থাৎ ভেকের মস্তকেও মুক্তা-প্রস্তর জন্মে। যথা—

"শঙ্খোগজশ্চ ক্রোড়শ্চ ফণী মৎস্যশ্চ দর্দ্দুরঃ।
বেণুরেতে সমাখ্যাতাস্তজ্‌জ্ঞৈর্ম্মৌক্তিকযোনয়ঃ॥"

যাঁহারা মুক্তাতথ্যবিৎ পণ্ডিত, তাঁহারা বলিয়া গিয়াছেন যে,—শঙ্খ, হস্তী, বরাহ, সর্প, মৎস্য, দর্দ্দুর অর্থাৎ ভেক এবং বেণু অর্থাৎ বাঁশ। এই সমস্ত মুক্তার যোনি অর্থাৎ উৎপত্তিস্থান। গ্রন্থান্তরেও একথার সংবাদ পাওয়া যায়। যথা—

"ভেকাদিষ্বপি জায়ন্তে মণয়োযে ক্বচিৎ কচিৎ।
ভোজঙ্গমমণেস্তুল্যাস্তে বিজ্ঞেয়া বুধোত্তমৈঃ॥"

ভেক প্রভৃতি জন্তুর মস্তকপ্রদেশে যে কখন কখন মণি জন্মে তাহারাও ভুজঙ্গ-মণির তুল্য আদরণীয়। ফল কথা এই যে, প্রস্তর অনেক পদার্থেই জন্মে, তন্মধ্যে যে সকল প্রস্তর গুণযুক্ত তাহারাই আদরণীয় ও গ্রাহ্য, অবশিষ্ট অগ্রাহ্য।

## শুক্তি মুক্তা।

অতঃপর শুক্তিজ মুক্তার কথা বলা যাইতেছে। এই মুক্তাই সর্ব্বত্র সুলভ। "তেষান্তু শুক্ত্যুদ্ভবমেব ভূরি।" যত প্রকার মুক্তা আছে তন্মধ্যে শুক্তি মুক্তাই বহু, সুপ্রাপ্য ও সাধু।

রত্নলক্ষণজ্ঞ পণ্ডিতেরা বলেন, যে সামুদ্রশুক্তির গর্ভেই মুক্তাফল জন্মিয়া থাকে। বস্তুতঃ তাহার কোন নিয়ম দৃষ্ট হয় না। সর্ব্বত্রই মুক্তাশুক্তি থাকিতে পারে; কিন্তু তাহা সমুদ্রেই অধিক বলিয়া সামুদ্রশুক্তিকে মুক্তাকর বলা যায়। বঙ্গদেশের জলাস্থানের ও নদীর শুক্তিতেও মুক্তা পাওয়া যায়। অপিচ তাঁহারা মুক্তোৎপত্তির বৈজিকতত্ত্ব সম্বন্ধে একটি আশ্চর্য্য কথা বলেন, তাহা সত্য কি কল্পনামাত্র তাহা আমরা জ্ঞাত নহি। তাঁহারা কহেন যে, বর্ষণবিশেষের জলধারাই মুক্তোৎপত্তির কারণ। প্রবাদও আছে যে, স্বাতি নক্ষত্রের জল শুক্তির গাত্রে লাগিলে তাহাদের গর্ভে মুক্তা জন্মে।* যথা—

"যস্মিন্ প্রদেশেঽম্বুনিধৌ পপাত সুচারু মুক্তামণিরত্নবীজম্।
তস্মিন্ পয়স্তোয়ধরাবকীর্ণং শুক্তৌ স্থিতং মৌক্তিকতামবাপ॥"
"স্বাত্যাং স্থিতে রবৌ মেঘৈর্যে মুক্তা জলবিন্দবঃ।
শীর্ণাঃ শুক্তিষু জায়ন্তে তে মুক্তা নির্ম্মলত্বিষঃ।"

বৃষ্টিরূপে আকাশের পড়ি চক্ষুজল,
সাগরগর্ভেতে হয় মুকুতা সকল।

মেঘ হইতে বিনির্ম্মুক্ত মুক্তাবীজস্বরূপ জল যে দেশে যে সমুদ্রে পতিত হয় সেই দেশে সেই সমুদ্রে সেই জলধর-নিমুক্ত জল শুক্তিতে স্থিতি লাভ করিয়া মুক্তায় পরিণত হয়।

রবির স্বাতিনক্ষত্রে স্থিতি কালে মেঘ হইতে যে মুক্তাবীজ-জল নির্ম্মুক্ত হয় তাহা শুক্তিগত হইয়া মুক্তাফল জন্মায়। এই সকল মুক্তার দীপ্তি অতি নির্ম্মল।

---

## শুক্তিজ-মুক্তার আকর।

বৃহৎসংহিতাকার বলেন যে, শুক্তি-মুক্তার আকর বা উৎপত্তিস্থান আটটী অর্থাৎ শুক্তি মুক্তা আট দেশে বা স্থানে উৎপন্ন হইতে দেখা যায়। যথা—

---

* ডাইওস্কুরিডেশ্ এবং লিনি বিশ্বাস করিতেন যে, বৃষ্টিবিন্দু শুক্তিগর্ভে পতিত হইলে তাহা হইতে মুক্তা উৎপন্ন হয়। কবিবর মূরও ইহার স্পষ্ট উল্লেখ করিয়াছেন। যথা—

"And precious the tear as that rain from the sky,
Which turns into pearls as it falls in the sea."
MOORE.

"সিংহলক-পারলৌকিক-সৌরাষ্ট্রিক-তাম্রপাণ-পারশবাঃ।
কৌবের-পাণ্ড্য-বাটক * হৈমা ইত্যাকরা হ্যষ্টৌ॥"

সিংহল, পারলৌকিক, সৌরাষ্ট্র, তাম্রপর্ণী, পরাশব, কৌবের, পাণ্ড্য, বাটধান, হৈম, এই আট দেশে মুক্তার আকর আছে। এতদনুসারে মুক্তার ৮ শ্রেণী কল্পনা করা হইয়া থাকে। গ্রন্থান্তরেও ঠিক এইরূপ শ্লোক দেখা যায়। যথা—

"সৈংহলক-পারলৌকিক-সৌরাষ্ট্রিক-তাম্রপর্ণি-পারশবাঃ।
কৌবের-পাণ্ড্য-বাটক-হৈমা ইত্যাকরা হ্যষ্টৌ॥"

সৈংহলিক, পারলৌকিক, সৌরিষ্ট্রিক, তাম্রপর্ণ, পরাশব, কৌবের, পাণ্ড্য, ও বিরাট, এই ৮ প্রদেশে জন্মে বলিয়া মুক্তা সকল ৮ প্রকার। পারলৌকিক দেশীয় মুক্তা সকল কৃষ্ণ, শ্বেত, পীতবর্ণবিশিষ্ট ও কাঁকর চিহ্নযুক্ত হয় এবং বিষম অর্থাৎ সুগোল হয় না। এইরূপ প্রত্যেক প্রকারের আকারপ্রকার, বর্ণ ও গঠনপ্রণালী ভিন্ন। নিম্নলিখিত বচনাবলীর দ্বারা প্রত্যেক প্রকার মুক্তার লক্ষণ পরিজ্ঞাত হওয়া যায়। যথা—

"স্থূলা মধ্যাস্তথা সূক্ষ্মা বিন্দুমানানুসারতঃ।
সুস্নিগ্ধং মধুরচ্ছায়ং মৌক্তিকং সিংহলোদ্ভবম্॥"

যুক্তিকল্পতরু।

"বহুসংস্থানাঃ স্নিগ্ধা হংসাভা সিংহলাকরাঃ স্থূলাঃ।"

বৃহৎসংহিতা।

সিংহলদেশীয় মুক্তা স্থূল, মধ্য, সূক্ষ্ম, ও বিন্দু-পরিমাণ; সকল প্রকারই হয়। এই সকলের ছায়া বা কান্তি মধুর ও স্নিগ্ধ। বৃহৎসংহিতার বচনটীর অর্থও এইরূপ। বহুসংস্থান অর্থাৎ নানাপ্রকার পরিমাণযুক্ত অর্থাৎ ছোট, বড়, মধ্যম, সকল প্রকার হংসাভা অর্থাৎ মধুর ও শুভ্রবর্ণ। বৃহৎসংহিতার মতে কোন কোন সিংহলীয় মুক্তা ঈষত্তাম্রবর্ণযুক্ত শুভ্রবর্ণও হয় এবং অন্যান্য দেশীয় মুক্তা অপেক্ষা কিছু অধিক স্থূল হয়। যথা—

---

* কোন পুস্তকে 'বিরাট' শব্দের পরিবর্তে বাটক শব্দ আছে। বাটক বা বাটধান নামক দেশ প্রাচীনকালে সমুদ্রতীরবর্ত্তী ছিল, ইহা মহাভারতাদি গ্রন্থে দেখা যায়। অনেককাল হইতে মুর্শিদাবাদের "চুনাখালিতে" মুক্তা জন্মিতেছে।

"ঈষত্তাম্রশ্বেতাস্তমোবিযুক্তাশ্চ তাম্রাখ্যাঃ।"

পারলৌকিক দেশীয় মুক্তার লক্ষণ যথা—

"কৃষ্ণাঃ শ্বেতাঃ পীতাঃ সশর্করাঃ পারলৌকিকা বিষমাঃ।"

বৃহৎসংহিতা।

এতদ্ভিন্ন শব্দকল্পদ্রুমে একটি প্রমাণ উদ্ধৃত হইয়াছে। যথা—

"পারলৌকিকসম্ভূতং মৌক্তিকং নিবিড়ং গুরু।
প্রায়ঃ সশর্করং জ্ঞেয়ং বিষমং সার্ব্ববর্ণিকম্॥"

পারলৌকিক দেশীয় মুক্তা কিছু নিবিড় ( কঠিন বা গাঢ় জমাট ) ও ওজনে ভারি হয়। কাল, শ্বেত, পীত এই তিন বর্ণই হয়। 'প্রায়শঃ সশর্করং' অর্থাৎ প্রায়ই কাঁকরের দাগ থাকে এবং বিষম অর্থাৎ উত্তমরূপ গোল হয় না।

সৌরাষ্ট্রদেশীয় শুক্তিজ-মুক্তার লক্ষণ এই যে,—

"সৌরাষ্ট্রিকভবং স্থূলং বৃত্তং স্বচ্ছং সিতম্ ঘনম্॥"

"ন স্থূলা নাত্যল্পা নবনীতনিভাশ্চ সৌরাষ্ট্রাঃ।"

বৃহৎসংহিতা।

সৌরাষ্ট্রদেশীয় মুক্তাফল স্থূল, সুগোল, সুন্দর, সুনির্ম্মল, শুভ্রবর্ণ ও ঘন ( কঠিন বা গাঢ় জমাট ) হয়। ইহার আকার স্থূল নহে অর্থাৎ মধ্যম পরিমাণ। ইহার আভা অথবা কান্তি নবনীতের ন্যায়।

তাম্রপর্ণদেশীয় শুক্তি-মুক্তার লক্ষণ এই যে,—"তাম্রপর্ণভবং তাম্রং"—তাম্রপর্ণদেশোদ্ভব মুক্তা কিছু তাম্রাভ হয়। বর্ণ ভিন্ন ইহার অন্যান্য লক্ষণ সকল পারশব মুক্তার তুল্য।

পারশবদেশীয় মুক্তার লক্ষণ এইরূপ নির্দ্দিষ্ট আছে। যথা—

"পীতং পারশবোদ্ভবম্।"

"জ্যোতিষ্মন্তঃ শুভ্রাগুরবোঽতিমহাগুণাশ্চ পারশবাঃ।"

বৃহৎসংহিতা।

বৃহৎ সংহিতার মতে পারশব মুক্তা সকল শুভ্র, জ্যোতিষ্মান, গুরু অর্থাৎ ওজনে ভারি হয়। পরন্তু কল্পদ্রুমধৃত প্রথমোল্লিখিত প্রমাণ অনুসারে জ্ঞাত হওয়া যায়, যে, পারশব মুক্তা পীতাভ হইয়াও থাকে।

কৌবের অর্থাৎ উত্তরদেশীয় আকরোৎপন্ন মুক্তাফলের লক্ষণ এইরূপ। যথা—

"ঈষৎ শ্যামঞ্চ রুক্ষঞ্চ কৌবেরোদ্ভবমৌক্তিকম্।"

"বিষমং কৃষ্ণং শ্বেতং লঘু কৌবেরং প্রমাণতেজোবৎ।"

বৃহৎসংহিতা।

কৌবের দেশীয় আকরোৎপন্ন মুক্তাফল ঈষৎ শ্যামবর্ণ অথবা কৃষ্ণশ্বেতবর্ণ হয়। লঘু ও রুক্ষ হয়; কিন্তু প্রমাণ ও তেজোহীন নহে অর্থাৎ নিতান্ত ক্ষুদ্র হয় না, কিঞ্চিৎ জ্যোতিও থাকে।

পাণ্ড্যদেশীয় মুক্তার লক্ষণ এই যে,—

"পাণ্ড্যদেশোদ্ভবং পাণ্ডু।"

"নিম্বফল ত্রিপুট ধান্যক চূর্ণাঃ স্যুঃ পাণ্ড্যবাটভবাঃ।"

বৃহৎসংহিতা।

পাণ্ড্য বা পাণ্ড্যবাট দেশীয় মুক্তার বর্ণ পাণ্ডুর এবং গঠন নিম্বফল সদৃশ। ত্রিপুট ও ধান্যাকার ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্রও হয়, অর্থাৎ তাহা সুগোল নহে।

বিরাটদেশীয় মুক্তার লক্ষণ যথা—

"সিতং রুক্ষং বিরাটজম্।"

শব্দকল্পদ্রুম।

বিরাটদেশীয় মুক্তার বর্ণ শুভ্র এবং রুক্ষ অর্থাৎ লাবণ্যহীন। বৃহৎসংহিতায় ইহার কোন প্রসঙ্গই নাই।

এই সকল মুক্তা ভিন্ন বৃহৎসংহিতাগ্রন্থে হৈম অর্থাৎ হিম প্রধানদেশীয় মুক্তার বিষয় লিখিত হইয়াছে যথা—

"লঘু জর্জরং দধিনিভং বৃহৎ বিসংস্থানমপি হৈমম্।"

হৈম-মুক্তা সকল লঘু (হাল্‌কা), ও জর্জর অর্থাৎ জীর্ণপ্রায় দধির ন্যায় বর্ণযুক্ত ও বড় বড় হয়, ছোট ছোটও হয়।

"রুক্মিণী" নামক এক জাতি শুক্তি আছে। তাহাতে প্রায় মুক্তা জন্মে না। যদি জন্মে তবে তাহা সর্ব্বোৎকৃষ্ট হয়। রত্ন-তত্ত্ববেত্তৃগণ এই জাতীয় মুক্তাকে দুর্লভ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন যথা—

"রুক্মিণ্যাখ্যা তু যা শুক্তিস্তৎপ্রসূতিঃ সুদুর্লভা।
তত্র জাতং সিতং স্বচ্ছং জাতীফলসমং ভবেৎ॥

ছায়াবদ্বহুলং রম্যং নির্দ্দোষং যদি লভ্যতে।
অমূল্যং তদ্বিনির্দ্দিষ্টং রত্নলক্ষণকোবিদৈঃ।
দুর্লভং নৃপযোগ্যং স্যাদল্পভাগ্যৈর্ন লভ্যতে ॥"

গরুড় পুরাণ।

অর্থ এই যে, রুক্মিণীনামা শুক্তিতে যে মুক্তা জন্মে তাহা দুর্লভ। রুক্মিণী-শুক্তিতে যে মুক্তা জন্মে তাহা চন্দ্রকিরণতুল্য শুভ্র বর্ণ, স্বচ্ছ এবং প্রমাণে ও আকারে জাতীফল (জায়ফল) তুল্য হইয়া থাকে। রত্নলক্ষণজ্ঞ পণ্ডিতেরা বলিয়াছেন যে, তাহার ছায়া উত্তম এবং কোন দোষ থাকে না, দেখিতে রম্য ও যদি তাহা বড় হয়, এবং তাদৃশ রুক্মিণীমুক্তা যদি কাহার ভাগ্যবশতঃ লাভ হয়, তবে তাহা অমূল্য। ফলতঃ এরূপ মুক্তা দুর্লভ, রাজার যোগ্য, অল্পভাগ্য মানবেরা ইহা পায় না।

পুরাতন রত্নতত্ত্ববেত্তৃগণের মধ্যে দুই দল ছিল। এক দলের পণ্ডিতেরা কথিতপ্রকারে, দেশবিশেষে, মুক্তাসকলের আকার প্রকার ও বর্ণাদি ভিন্ন ভিন্ন হয় বলিয়া স্বীকার করিতেন, কিন্তু অপর সম্প্রদায়ের পণ্ডিতেরা তাহা নিয়ম বলিয়া স্বীকার করিতেন না এবং কহিতেন যে, সর্ব্বত্র সর্ব্বপ্রকার মুক্তা উৎপন্ন হইতে পারে। যথা—

"সর্ব্বস্তু তস্যাকরজাবিশেষাৎ রূপপ্রমাণে চ যথেব বিদ্বান্।
ন হি ব্যবস্থাহস্তি গুণাগুণেষু সর্ব্বত্র সর্ব্বাকৃতয়োভবন্তি ॥"

শব্দকল্পদ্রুম।

ইহার অর্থ সুগম এবং উপরে প্রায় ব্যক্ত হইয়াছে।

মুক্তাধারণের শুভাশুভাদি কল্পনাকারী রত্নপরীক্ষকেরা মনুষ্যের ন্যায় শুক্তিরও চারি প্রকার জাতি কল্পনা করিয়া তদুৎপন্ন মুক্তাফলেরও চারি প্রকার জাতি কল্পনা করিয়া গিয়াছেন। যথা—

"ব্রহ্মাদিজাতিভেদেন শুক্তয়োহপি চতুর্ব্বিধাঃ।
তাসু সর্ব্বাসু জাতং হি মৌক্তিকং স্যাচ্চতুর্ব্বিধম্ ॥"
"ব্রাহ্মণস্তু সিতঃ স্বচ্ছো-গুরুঃশুক্রঃ প্রভান্বিতঃ।
আরক্তঃ ক্ষত্রিয়ঃ স্থূলস্তথারুণবিভান্বিতঃ ॥"

"বৈশ্যস্ত্বাপীতবর্ণোঽপি স্নিগ্ধঃ শ্বেতঃ প্রভান্বিতঃ।
শূদ্রঃ শুক্লবপুঃ সূক্ষ্মস্তথা স্থূলোঽসিতদ্যুতিঃ॥"

শব্দকল্পদ্রুম।

শুক্তি সকল ব্রাহ্মণাদি জাতিভেদে চতুর্ব্বিধ; অর্থাৎ ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারিজাতীয়। এই চারিজাতির শক্তিতে উদ্ভূত মুক্তাফলও সুতরাং চতুর্ব্বিধ। যে সকল শুক্তি শ্বেত, নির্ম্মল, ভারি, শুক্লপ্রভাযুক্ত,—তাহারা ব্রাহ্মণজাতীয়। যে সকল শুক্তি ঈষৎ রক্তবর্ণ, স্থূল ও অরুণিমপ্রভাযুক্ত,—তাহারা ক্ষত্রিয়। আর যাহারা ঈষৎ পীতবর্ণ, স্নিগ্ধ ও শুভ্র প্রভান্বিত,—তাহারা বৈশ্যজাতীয় এবং যাহারা স্থূল, ও যাহারা কৃষ্ণবর্ণ,—সে সকল শুক্তি শূদ্রজাতীয়।

শুক্তিজ-মুক্তাসম্বন্ধে আমাদিগের অনেক বক্তব্য আছে। সে সকল ক্রমেই লিখিব। এক্ষণে কেবল নির্দ্দিষ্ট শ্রেণীর মুক্তার স্থূল স্থূল বিষয়গুলি বলা হইল। বৃহৎসংহতিাগ্রন্থে আরও এক কথা আছে। বৃহৎসংহিতা বলেন, যে মুক্তার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা আছে। তাহার ভাব এই যে, বিশেষ বিশেষ বর্ণের মুক্তা বিশেষ বিশেষ দেবতার প্রিয়। কিরূপ মুক্তা কোন দেবতার প্রিয় তাহা নিম্নলিখিত বচনগুলিতে ব্যক্ত আছে।

"অতসীকুসুমশ্যামং বৈষ্ণবমৈন্দ্রং শশাঙ্কসঙ্কাশম্,
হরিতালনিভং বারুণ-মসিতং যমদৈবতং ভবতি॥"
"পরিণতদাড়িমগুলিকাগুঞ্জাতাম্রঞ্চ বায়ুদৈবতম্,
নির্ধূমানলকমলপ্রভঞ্চ বিজ্ঞেয়মাগ্নেয়ম্॥"

বৃহৎসংহিতা।

অতসী-শণ বা মশিনা (যাহাকে তিশি বলে) সেই শণপুষ্পের ন্যায় শ্যামবর্ণ মুক্তাসকল বিষ্ণুপ্রিয়। চন্দ্রকিরণসদৃশ শুভ্রবর্ণের মুক্তাসকল ঐন্দ্র অর্থাৎ ইন্দ্রপ্রিয়। হরিতালনিভ মুক্তাসকল বারুণ অর্থাৎ বরুণপ্রিয়। কৃষ্ণবর্ণ মুক্তাফল সকল যমপ্রিয়। পাকা দাড়িম, কুঁচ, ও তাম্রের ন্যায় আভাযুক্ত মুক্তার দেবতা বায়ু অর্থাৎ তাদৃশ মুক্তা সকল বায়ুদেবতার প্রিয়। যাহা নির্ধূম বহ্নি বা রক্তপদ্মের ন্যায় কান্তিযুক্ত—তাহা আগ্নেয় অর্থাৎ অগ্নিপ্রিয়।

শাস্ত্রকারেরা এইরূপে মুক্তা সকলের জাতি ও দেবতা নির্ণয় করিয়া গিয়াছেন। এরূপ দেবতা নির্ণয়ের উদ্দেশ্য কি? তাহা আমরা বুঝিনা। যাহাই হউক,

এক্ষণে ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর মুক্তার যে সকল গুণাগুণ বর্ণনা আছে, সে সকলের প্রতি মনোনিবেশ করা যাউক।

### মুক্তার সাধারণ গুণ ও দোষ।

মৎস্যপুরাণের মতে মুক্তাফলের গুণ প্রধানতঃ ৮ আটটী এবং দোষও প্রধান কল্পে ১০টি। তন্মধ্যে ৪টি মহাদোষ এবং ৬টি মধ্যম দোষ। ইহার মধ্যে অগ্রে গুণগুলির বর্ণনা করা যাইতেছে। গুণগুলি বলা হইলে পশ্চাৎ দোষের বিষয় বর্ণিত হইবেক।

গুণ যথা—

"সুতারঞ্চ ১ সুবৃত্তঞ্চ ২ স্বচ্ছঞ্চ ৩ নির্ম্মলন্তথা ৪।
ঘনং ৫ স্নিগ্ধঞ্চ ৬ সচ্ছায়ং ৭ তথাঽস্ফুটিত ৮ মেব চ॥
"অষ্টৌ গুণাঃ সমাখ্যাতা মৌক্তিকানামশেষতঃ।"

মৎস্যপুরাণ।

রত্নতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা মুক্তাফলের যে ৮টি মহাগুণ নির্ণয় করিয়াছেন, তাহার প্রত্যেকের নাম এই—সুতার (১) সুবৃত্ত (২) স্বচ্ছ (৩) নির্ম্মল (৪) ঘন (৫) স্নিগ্ধ (৬) সচ্ছায় (৭) ও অস্ফুটিত (৮)।

"সুতার" নামক গুণ কাহাকে বলে? তাহা শুন—

"তারকাদ্যুতিসংকাশং সুতারমিতি গদ্যতে।"

গগনমণ্ডলস্থ তারকারাজির ন্যায় দ্যুতিবিশিষ্ট হইলে, মুক্তার সে গুণটির নাম "সুতার।" এই সুতার মুক্তা অতি দুর্লভ। সুবৃত্তগুণ কি? তাহাও উক্ত হইয়াছে যথা—

"সর্ব্বতোবর্ত্তুলং যচ্চ সুবৃত্তং তন্নিগদ্যতে।"

যাহা সকল দিকে সমান সুগোল তাহা "সুবৃত্ত।"*

স্বচ্ছ-গুণের লক্ষণ এই যে,—"স্বচ্ছংদোষবিনির্ম্মুক্তং।" অর্থাৎ চারি প্রকার মহাদোষ ও ছয় প্রকার মধ্যম দোষ না থাকিলে তাহা "স্বচ্ছ" আখ্যা প্রাপ্ত হয়।

নির্ম্মলগুণ কি? তাহাও শুন—"নির্ম্মলং মলবর্জ্জিতং।" মলরহিত হইলেই তাহা "নির্ম্মল;" ইহা সকলেই বিদিত আছেন।

* মুক্তাফলের গঠন নানাপ্রকার (নিম্বফল, চিপিটক, ধান্য প্রভৃতি) হইয়া থাকে, তন্মধ্যে সুবৃত্তগুণের মুক্তা অতি মূল্যবান্।

ঘনগুণ যথা—

"গুরুত্বং তুলনে যস্য তদ্ঘনং মৌক্তিকং বরম্।"

যাহা ওজনে ভারি তাহা "ঘন"। এই ঘন গুণবিশিষ্ট মুক্তা সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

স্নিগ্ধগুণ যথা—

"স্নেহেনৈব বিলিপ্তং যত্তৎ স্নিগ্ধমিতি গদ্যতে।"

যাহা স্নেহ (ঘৃত ও তৈলাদি) ম্রক্ষিতের ন্যায় দেখায়, তাহা "স্নিগ্ধ" নামে খ্যাত।

সচ্ছায়গুণ যথা—

"ছায়াসমন্বিতং যচ্চ সচ্ছায়ং তন্নিগদ্যতে।"

যে মুক্তার কোন না কোন ছায়া (কান্তি) বর্ত্তমান থাকে, তাহা "স্বচ্ছায়" নামে কথিত হয়। (মুক্তাফলের ছায়া কি? তাহা ছায়াপরীক্ষাস্থলে বলা যাইবে।)

অস্ফুটিতগুণ যথা—

"ব্রণরেখাবিহীনং যত্তৎ স্যাদস্ফুটিতং শুভম্।"

যে মুক্তায় ব্রণ অর্থাৎ কোনপ্রকার ছিদ্রাকার চিহ্ন নাই বা কোনপ্রকার রেখা নাই, সেই (বেদাগ) মুক্তা "অস্ফুটিত" বলিয়া গণ্য এবং তাহা অতীব শুভদায়ক। বস্তুতঃ বেদাগ মুক্তাই মূল্যবান ও দুষ্প্রাপ্য।

অগ্নিপুরাণের রত্নপরীক্ষা প্রকরণে মুক্তাফলের প্রধান কল্পে চারিটী গুণের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। যথা—

"বৃত্তত্বং শুক্লতা স্বচ্ছং মহত্বং মৌক্তিকে গুণাঃ।"

বস্তুতঃ এই চারি গুণের দ্বারাই মুক্তার মূল্যের তারতম্য নির্দ্ধারণ করা হইয়া থাকে।

মুক্তাসম্বন্ধীয় নির্দ্দিষ্ট ৮টি গুণের কথা বলা হইল; বস্তুতঃ এতদ্ভিন্ন আরও কয়েকটি মহাগুণ আছে। যাহা থাকিলে রত্নতত্ত্ব-পরীক্ষকেরা তাদৃশ মুক্তাকে মহা-রত্ন বলিয়া বিবেচনা করিয়া থাকেন। সেই কয়েকটি মহাগুণ এই—

"ভ্রাজিষ্ণু কোমলং কান্তং মনোজ্ঞং স্ফুরতীব চ।
স্রবতীব চ স্বত্বানি তন্মহারত্নসংজ্ঞিতম্॥"

"শ্বেতকাচসমাকারং শুভ্রাংশুশতযোজিতম্।"

"শশিরাজপ্রতিচ্ছায়ং মৌক্তিকং দেবভূষণম্।"

ভ্রাজিষ্ণু—দীপ্তিবিশিষ্ট। কোমল লাবণ্যযুক্ত। কান্ত—ইচ্ছোদ্রেককারি-গুণবিশিষ্ট। মনোজ্ঞ—মনোহর। যদি এই সকল গুণ থাকে, আর স্ফুরণ থাকে অর্থাৎ যদি আলোক বহির্গত হওয়ার ন্যায় অথবা তেজ গলিয়া পড়ার ন্যায় দেখায়, তবে তাদৃশ মুক্তা মহারত্ন বলিয়া গণ্য হয়। এবং যে মুক্তা স্বচ্ছ ও সুশুভ্র কাচের সদৃশ নির্ম্মল ও চন্দ্ররশ্মিতুল্য প্রভাযুক্ত হয়, সে মুক্তা দেবভূষণ অর্থাৎ দুর্ল্লভ। ফলতঃ গ্রন্থান্তরে উত্তম মুক্তার অন্যবিধ লক্ষণও নির্ণীত আছে। তদ্যথা—

"প্রমাণবদ্গৌরবরশ্মিযুক্তং সিতং সুবৃত্তং সমসূক্ষ্মরন্ধ্রম্।
অক্রেতুরপ্যাবহতি প্রমোদং যন্মৌক্তিকং তদ্গুণবৎ প্রদিষ্টম্॥"

'প্রমাণবৎ'—অর্থাৎ দেখিতে বড়। 'গৌরব'—অর্থাৎ ওজনে ভারি। 'রশ্মি'—অর্থাৎ তেজোময়-লাবণ্য। যদি এই কয়েকটী গুণ থাকে, আর বর্ণ শুভ্র, গঠনে সুগোল, ছিদ্রে সমান ও সূক্ষ্মতা থাকে, দেখিলে অক্রেতারও আমোদ উপস্থিত হয়, তাহা হইলে সে মুক্তাকে গুণবৎ বলিয়া গণ্য করিবে।

মহর্ষি শুক্রপ্রোক্ত রত্নপরীক্ষায় নিম্নলিখিত প্রকারে মুক্তার ভাল মন্দ নির্ণয় করার উপদেশ আছে। যথা—

"কৃষ্ণং সিতং পীতরক্তং দ্বিচতুঃসপ্তপঞ্চকম্।
ত্রিপঞ্চসপ্তাবরণ-মুত্তরোত্তরমুত্তমম্।
কৃষ্ণং সিতং ক্রমাৎ রক্তং পীতন্তু জরঠং বিদুঃ।
কনিষ্ঠং মধ্যমং শ্রেষ্ঠং ক্রমাৎ শুক্ত্যুদ্ভবং বিদুঃ॥"

কৃষ্ণবর্ণ, শুভ্রবর্ণ, পাতরক্তবর্ণ, এবং ২। ৪। ৭ কুঁচ, ও ৩।৫।৭ আবরণ হইলে পূর্ব্ব পূর্ব্ব প্রকার অপেক্ষা পর পর প্রকারের মুক্তা উত্তম। কৃষ্ণবর্ণ, শ্বেতবর্ণ, রক্তবর্ণ, শুক্তিমুক্তা যথাক্রমে কনিষ্ঠ অর্থাৎ হীন, মধ্যম, ও শ্রেষ্ঠ। পীতমুক্তা জরঠ বা জঠর বলিয়া গণ্য।

"নক্ষত্রাভং শুদ্ধমত্যন্তমুক্তং স্নিগ্ধং স্থূলং নির্ম্মলং নির্ব্রণঞ্চ।
ন্যস্তং ধত্তে গৌরবং যত্তুলায়াং তন্নির্ম্মাল্যং মৌক্তিকং সৌখ্যদায়ী॥"

যাহা দেখিতে নক্ষত্রের ন্যায়, অত্যন্ত পরিশুদ্ধ, স্নিগ্ধ, স্থূল, নির্ম্মল, ব্রণরহিত, এবং যাহা তুলাযন্ত্রে স্থাপন করিলে, অধিকতর ভারি হয়, সে মুক্তা বহুমূল্য ও সুখপ্রদ।

রাসায়নিক-গুণ।

"মৌক্তিকঞ্চ মধুরং সুশীতলং দৃষ্টিরোগপ্রশমনং বিষাপহম্।
রাজযক্ষ্মপরিকোপনাশনং ক্ষীণবীর্য্যবলপুষ্টিবর্দ্ধনম্॥"

মুক্তা মধুররস ও শীতল-গুণবিশিষ্ট, চক্ষুরোগের উপকারী, বিষনাশক রাজযক্ষ্ম রোগের সমতাকারী এবং ক্ষীণ ব্যক্তির বলবীর্য্যপুষ্টিবৃদ্ধিকারী। এই সকল গুণ ভিষকক্রিয়ায় উক্ত হইয়াছে। ধারণের সহিত এ গুণের সম্পর্ক নাই।

রত্নশাস্ত্রে এইরূপ মুক্তাসম্বন্ধীয় বহুতর গুণাগুণের বিচার দৃষ্ট হয়। গ্রন্থবৃদ্ধির ভয়ে সে সমুদায়ের উল্লেখ করা হইল না। মুক্তাসম্বন্ধীয় যে সকল দোষের উল্লেখ আছে, তত্তাবতের মধ্য হইতে অগ্রে গরুড়পুরাণোক্ত কয়েকটি প্রধান দোষের বর্ণনা করা যাইতেছে।

মুক্তাসম্বন্ধে যে সমস্ত দোষ আছে, তন্মধ্যে ৪টি মহাদোষ, ৬টি মধ্যম দোষ, তদ্ভিন্ন দুই একটি ক্ষুদ্র দোষও আছে। যথা—

"চত্বারঃ স্যুর্মহাদোষাঃ ষন্মধ্যাশ্চ প্রকীর্ত্তিতাঃ।
এবং দশ সমাখ্যাতাস্তেষাং বক্ষ্যামি লক্ষণম্॥"
"শুক্তিলগ্নশ্চ মৎস্যাক্ষোজঠরঞ্চাতিরক্তকম্।
ত্রিবৃত্তঞ্চ চিপীটঞ্চ ত্র্যশ্রং কৃশকমেব চ।
কৃশপার্শ্বমবৃত্তঞ্চ মৌক্তিকং দোষবদ্ভবেৎ॥"

মুক্তাসম্বন্ধে চারিটি মহাদোষ এবং ছয়টি মধ্যম দোষ আছে। সর্ব্বসমেত দশটি দোষ রত্নপরীক্ষকগণ কর্ত্তৃক সমাখ্যাত হইয়াছে। সেই দশটি দোষের নাম ও লক্ষণ যথাক্রমে বলা যাইতেছে।

শুক্তিলগ্ন, মৎস্যাক্ষ, জরঠ বা জঠর ও অতিরক্ত; এই চারিটি মহাদোষ বলিয়া গণ্য। ত্রিবৃত্ত, চিপীট, ত্র্যশ্র, কৃশ, কৃশপার্শ্ব ও অবৃত্ত,—এই ছয়প্রকার দোষ মধ্যম বলিয়া খ্যাত। প্রথমোক্ত শুক্তিলগ্ন ও মৎস্যাক্ষ প্রভৃতির লক্ষণাদি কিরূপ, তাহা সেই গরুড়পুরাণেই নির্দ্দিষ্ট আছে। যথা—

১ শুক্তিলগ্ন—

"যত্রৈকদেশে সংলগ্নঃ শুক্তিখণ্ডো বিভাব্যতে।
শুক্তিলগ্নঃ সমাখ্যাতঃ স দোষঃ কুষ্ঠকারকঃ॥"

যে মুক্তার কোন এক প্রদেশে বা কোন এক অংশে ভগ্নশুক্তিখণ্ড (ঝিনুকের শল্ক) সংশ্লিষ্ট থাকে, তাহা "শুক্তিলগ্ন" নামে খ্যাত এবং তাহা কুষ্ঠরোগের আকর্ষক।

২ মৎস্যাক্ষ—

"মীনলোচনসঙ্কাশো দৃশ্যতে মৌক্তিকে তু যঃ।
মৎস্যাক্ষঃ স তু দোষঃ স্যাৎ পুত্রনাশকরোধ্রুবম্ ॥"

কোন কোন মুক্তায় মৎস্যের চক্ষুর ন্যায় এক প্রকার চিহ্ন ( বা আভা) দেখা যায়। সেই দৃশ্যের নাম মৎস্যাক্ষ। এই মৎস্যাক্ষ-মুক্তা ধারণ করিলে ধারণকর্ত্তার পুত্রনাশ হইয়া থাকে।

৩ জরঠ বা জঠর। -

"দীপ্তিহীনং গতচ্ছায়ং জরঠং তদ্বিদুর্বুধাঃ।
তস্মিন্ সন্ধারিতে মৃত্যুর্জায়তে নাত্র সংশয়ঃ ॥"

যাহার দীপ্তি ও ছায়া নাই, তাহার নাম "জরঠ" বা "জঠর।" এই জরঠ-জাতীয় মুক্তা ধারণ করিলে মৃত্যু হইয়া থাকে।

৪ অতিরক্ত—

"মৌক্তিকং বিদ্রুমচ্ছায়মতিরক্তং বিদুর্বুধাঃ।
দারিদ্রজনকং যস্মাৎ তস্মাত্তৎ পরিবর্জ্জয়েৎ ॥"

কোন কোন স্থানের মুক্তায় প্রবালের ন্যায় রক্তাভা জন্মিয়া থাকে। সেই সকল মুক্তা রত্নশাস্ত্রে "অতিরক্ত" নামে নির্ব্বাচিত হয়। তাহা ধারণ করিলে দরিদ্রতা জন্মে; সুতরাং তাহা বর্জ্জন করাই বিধেয়।

৫ ত্রিবৃত্ত—

"উপর্য্যুপরি তিষ্ঠন্তি বলয়োযত্র মৌক্তিকে।
ত্রিবৃত্তং নাম তস্যোক্তং সৌভাগ্যক্ষয়কারকম্ ॥"

যে মুক্তায় উপর্য্যুপরি বলি অর্থাৎ স্তরের ন্যায় রেখা দেখা যায়, তাহার নাম "ত্রিবৃত্ত"। এই ত্রিবৃত্ত-মুক্তা ধারণে সৌভাগ্য ক্ষয় হইয়া থাকে।

৬ চিপীট—

"অবৃত্তং মৌক্তিকং যচ্চ চিপীটং তন্নিগদ্যতে।
মৌক্তিকং ধ্রিয়তে যেন তস্যাকীর্ত্তির্ভবেৎ সদা ॥"

যাহা অবৃত্ত অর্থাৎ সুগোল নহে, তাহা "চিপীট" বলিয়া উক্ত হয়। যে মনুষ্য এই "অবৃত্ত" বা 'চিপীট" ( চ্যাপ্টা ) মুক্তা ধারণ করে, সে সর্ব্বদাই অযশোভাগী হয়।

৭ ত্র্যশ্র—

"ত্রিকোণং ত্র্যশ্রমাখ্যাতং সৌভাগ্যক্ষয়কারকম্।"

ত্রিকোণাকারে যে মুক্তার গঠন নিষ্পন্ন হয়, তাহা "ত্র্যশ্র" নামে খ্যাত। ত্র্যশ্র মুক্তা সৌভাগ্যের হানিকর।

৮ কৃশ—

"দীর্ঘং যত্তৎ কৃশং প্রোক্তং প্রজ্ঞাবিধ্বংসকারকম্।"

দীর্ঘাকার মুক্তা "কৃশ" সংজ্ঞা প্রাপ্ত হয়। এই মুক্তা বুদ্ধিনাশক বলিয়া প্রসিদ্ধ, সুতরাং ইহাও অগ্রাহ্য।

৯ কৃশপার্শ্ব—

"নির্ভগ্নমেকতো যচ্চ কৃশপার্শ্বং তদুচ্যতে।"

যাহার কোন এক প্রদেশ বা অংশ ভগ্ন বা ভগ্নপ্রায় অথবা বক্র বা বন্ধুর, তাহাকে "কৃশপার্শ্ব" বলা যায়। এই কৃশপার্শ্ব মুক্তাও নিন্দনীয়।

১০ অবৃত্ত—

"অবৃত্তং পিড়কোপেতং সর্ব্বসম্পত্তিহারকম্।"

পিড়কাযুক্ত * মুক্তাফল "অবৃত্ত" নামে ব্যবহৃত হয়। এই অবৃত্তমুক্তা ধারণ করিলে সকল সম্পত্তি নষ্ট হয়।

"যদ্বিচ্ছায়ং মৌক্তিকং ব্যঙ্গকায়ম্
শুক্তিস্পর্শং রক্ততাঞ্চাতিধত্তে।
মৎস্যাক্ষাঙ্কংরুক্ষমুত্তানন্রং
নেতদ্ধার্য্যং ধীমতা দোষদায়ি॥"

যে মুক্তায় দুই প্রকার ছায়া বা বর্ণ থাকে, যাহার অবয়ব বিকল, যাহার গাত্রে শুক্তির অংশ থাকে, যাহা অতি রক্তবর্ণ. যাহা মৎস্যচক্ষুচিহ্নে অঙ্কিত, যাহা রুক্ষ যাহা উত্তান অর্থাৎ উঁচু, যাহা নম্র অর্থাৎ নেওলা, বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি এরূপ মুক্তা ধারণ করিবেন না। যেহেতু উক্তরূপ মুক্তা ধারণ করিলে দোষ হয়। এরূপ মুক্তা সকল কেবল ঔষধের জন্যই গৃহীত হয়, ধারণের জন্য নহে।

অতঃপর বক্তব্য এই যে, মুক্তাসম্বন্ধে গুণ ও দোষ—যাহা পুরাতন রত্নতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা নির্ব্বাচন করিয়া গিয়াছেন, তাহার সমুদয় সঙ্কলন করা দুঃসাধ্য ও

* ফুসকুড়ির ন্যায় চিহ্নকে পিড়কা বলে।

নিষ্প্রয়োজন। এ বিধায় অবশ্য জ্ঞাতব্য স্থূল স্থূল বিষয়গুলি সংক্ষেপে ব্যক্ত করা হইল। পূর্ব্বে যে, মধ্যে মধ্যে মুক্তাসম্বন্ধীয় ছায়া ও কান্তির কথা বলা হইয়াছে, এক্ষণে তাহারই বর্ণনা করা আবশ্যক হইতেছে। কান্তির ও ছায়ার প্রভেদ এই যে, মুক্তার লাবণ্যবিশেষের নাম "কান্তি" আর বর্ণবিশেষের নাম "ছায়া"। "ভরতরসপ্রকরণ" নামক গ্রন্থে মুক্তাফলের কান্তির সহিত স্ত্রীশরীরের লাবণ্যের উপমা দিয়া কান্তিশব্দের অর্থ বুঝান হইয়াছে। সেই গ্রন্থে বলা হইয়াছে যে, মুক্তাতে যে এক প্রকার টল্‌টলে চিক্কণভাব দৃষ্ট হয়, তাহাই স্ত্রীশরীরের লাবণ্য। অতএব, উক্ত দৃষ্টান্তের দ্বারা পাঠকগণ বুঝুন যে, মুক্তার কান্তি কি। ফল লাবণ্যের নাম কান্তি, আর বর্ণের নাম ছায়া। সেই ছায়া চারি প্রকার; যথা—

"চতুর্ধা মৌক্তিকে ছায়া পীতা চ মধুরা সিতা।
নীলা চৈব সমাখ্যাতা রত্নতত্ত্বপরীক্ষকৈঃ॥"
"পীতা লক্ষ্মীপ্রদা ছায়া মধুরা বুদ্ধিবর্দ্ধিনী।
শুক্লা যশস্করী ছায়া নীলা সৌভাগ্যদায়িনী॥"
"সিতা ছায়া ভবেদ্বিপ্রঃ ক্ষত্রিয়শ্চার্করশ্মিমান্।
পীতচ্ছায়া ভবেৎ বৈশ্যঃ শূদ্রঃ কৃষ্ণরুচির্ম্মতঃ॥"

বর্ণের স্ফুরণের নাম ছায়া। সর্ব্বসমেত মুক্তার চারি প্রকার ছায়া বা বর্ণ-স্ফুরণ নির্দ্দিষ্ট আছে। পীত, মধুর, (পিঙ্গলপ্রায়), শুভ্র ও নীল। রত্নতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা এই চারি প্রকার মুক্তাছায়া বলিয়া গিয়াছে। তন্মধ্যে পীতচ্ছায়া স্ত্রী-সম্পত্তি আনয়ন করে। মধুর ছায়াটী বুদ্ধিবৃদ্ধি করে। শুক্লা যশঃ প্রদান করে; এবং নীলা সৌভাগ্য দান করে।

মুক্তাসম্বন্ধে প্রধান প্রধান বক্তব্য সকল বলা হইল, এক্ষণে "বেধকার্য্য" ও "মূল্যকল্পনা" বলিতে হইবে।

---

## বেধকার্য্য বা বিদ্ধ করিবার বিধি।

মুক্তাকে এক প্রকার প্রস্তর বলিলেও বলা যায়। মুক্তা অতি কঠিন পদার্থ; সুতরাং তাহার বেধকার্য্য সহজসাধ্য নহে। ইচ্ছা করিলেই যে ইচ্ছামত ছিদ্র করিবে তাহা পারিবে না। অগ্রে প্রক্রিয়া বিশেষ দ্বারা কোমল করিয়া লইতে হইবে পশ্চাৎ বিদ্ধ করিতে হইবেক। কোমল করিবার প্রণালী এইরূপ।—

"কৃত্বা পচেৎ সুপিহিতে সুভদারভাণ্ডে *
মুক্তাফলং নিহিতনূতনশুক্তিকাণ্ডম্।
স্ফোটস্তথা প্রণিদধীত ততশ্চ ভাণ্ডাৎ
সংস্থাপ্য ধান্যনিচয়ে চ তমেকমাসম্॥
আদায় তৎ সকলমেব ততোন্নভাণ্ডম্ †
জম্বীরজাতরসযোজনয়া বিপক্বম্।
ঘৃষ্টং ততো মৃদুতনূকৃতপিণ্ডমূলৈঃ
কুর্য্যাৎ যথেচ্ছমিহ মৌক্তিকমাশু বিদ্ধম্॥"

শুক্তিগর্ভ হইতে মুক্তা আহরণ বা উত্তোলন করিয়া, অন্য এক শূন্যগর্ভ শুক্তির মধ্যে রাখিয়া পুটিত করতঃ "দার" নামক দ্রব্যের দ্বারা ভাণ্ডরচনা করিয়া তন্মধ্যে রাখিবেক। যে পরিমাণ পাকে কিঞ্চিৎ স্ফোটতা (উচ্ছূনতা) জন্মে, সেই পরিমাণ পাক হইলে মুক্তাসকল ভাণ্ড হইতে বাহির করিবে। অনন্তর তাহা একমাস কাল ধান্যরাশিমধ্যে স্থাপন করিবে। একমাস পরে সেই সকল মুক্তা অম্লযুক্ত অন্য ভাণ্ডে জামির লেবুর রসসংযোগে পাক করিবে। পরে মদনবৃক্ষমূলের দ্বারা সূক্ষ্ম ও মৃদু কুচী প্রস্তুত করিয়া তদ্দারা ঘর্ষণ করিবে। এইরূপ করিলে মুক্তাকে ইচ্ছানুরূপ বিদ্ধ বা ছিদ্রিত করা যাইবে। এই প্রক্রিয়া কেবল শুক্তিজ মুক্তার প্রতিই বিহিত। অন্যান্য মুক্তাকে বিদ্ধ করা যায় না, অথবা করিবার যোগ্য নহে বলিয়া রত্নশাস্ত্রে তাহার নিষেধ দৃষ্ট হয়। যথা—

"শঙ্খ-তিমি-বেণু-বারণ-বরাহ-ভুজগাভ্রজান্যবেধ্যানি।
অমিতগুণত্বাচ্চৈষামর্ঘঃ শাস্ত্রে ন নির্দ্দিষ্টঃ॥"

বৃহৎ সংহিতা।

---

* এই "দার" দ্রব্যের বাঙ্গালা নাম কি? তাহা আমরা জানি না। অভিধানগ্রন্থে দেখা যায়, "দার" নামে একপ্রকার ওষধি আছে। কেহ কেহ "দারুভাণ্ডে" এরূপ পাঠ কল্পনা করিয়া কাষ্ঠময় পাত্রে স্থাপন করিবার উপদেশ দিয়া থাকেন। যাহাই হউক, কাষ্ঠনির্ম্মিত পাত্রে কিংবা কোন বনজ ওষধিনির্ম্মিত পাত্রে সে কিরূপে পাকক্রিয়া সম্পন্ন করিতে হয়, তাহা আমরা জ্ঞাত নহি। অপিচ,—

কেহ কেহ "স্ফোটং প্রণিদধীত" এই অংশের "ফুট" দিবেক, এরূপ অর্থ করিয়া থাকেন। কিন্তু কোন্ দ্রব্যের ফুট দিতে হয় তাহা তাঁহারা বলিতে পারেন না।

† "অম্লভাণ্ড" পাঠের পরিবর্ত্তে কোন কোন পুস্তকে "অন্যভাণ্ডম্" এইরূপ পাঠ দেখা যায়। কোন্ পাঠ যথার্থ, তাহা আমরা নির্ণয় করিতে অসমর্থ। যাঁহারা মুক্তার শোধনাদি কার্য্য করিয়া থাকেন, তাঁহারাই এরূপ পাঠাপাঠের বিচার করিবার যথার্থ অধিকারী।

শঙ্খ, মৎস্য, বাঁশ, মাতঙ্গ, বরাহ, সর্প ও মেঘ হইতে যে মুক্তা উৎপন্ন হয় তাহা অবেধ্য এবং অপরিমিত গুণ বিধায় শাস্ত্রে উহাদের মূল্যেরও নির্দ্দেশ করা হয় নাই। গ্রন্থান্তরেও লিখিত আছে যে—

"বেধ্যস্তু শুক্ত্যুদ্ভবমেব তেষাং শেষাণ্যবেধ্যানি বদন্তি তজ্জ্ঞাঃ।"

ফলকথা এই যে, শুক্তিজ মুক্তাই সুপ্রাপ্য ও সুখবেধ্য, অন্যান্য মুক্তা দুষ্প্রাপ্য ও কৃচ্ছ্রবেধ্য। গরুড়পুরাণ বলেন যে,—

"ত্বক্‌সারনাগেন্দ্রতিমিপ্রসূতং যচ্ছঙ্খজং যচ্চ বরাহজাতম্।
প্রায়োবিমুক্তানি ভবন্তি ভাসা শস্তানি মাঙ্গল্যতয়া তথাপি॥"

বাঁশ, হস্তী ও মৎস্য-জাত মুক্তা, বরাহজ মুক্তা ও শঙ্খজ মুক্তা প্রায়ই নির্দ্দ্যুতি হয়; কিন্তু তাহা হইলেও সে সকল মুক্তা প্রশস্ত ও মাঙ্গল্যজনক বলিয়া গ্রাহ্য।

## শোধন-বিধি।

শুক্তিগর্ভে থাকা অবস্থায় মুক্তার ঔজ্জ্বল্য ও সুকান্তি থাকে না। মণিকারেরা প্রক্রিয়াবিশেষদ্বারা তাহার মালিন্য দূর করিয়া অতি উত্তম কান্তিযুক্ত করিয়া লয়। গরুড়পুরাণ ও যুক্তিকল্পতরু প্রভৃতি গ্রন্থে মুক্তার ঔজ্জ্বল্যবৃদ্ধি ও নির্ম্মলীকরণসম্বন্ধে এইরূপ উক্তি আছে। যথা—

মৃল্লিপ্তমৎস্যপুটমধ্যগতঞ্চ কৃত্বা,
পশ্চাৎ পচেত্তনু ততশ্চ বিতানপত্যা।
দুগ্ধে ততঃ পয়সি তদ্বিপচেৎ সুধায়াং
পকস্ততোঽপি পয়সা শুচি চিক্কণেন॥
শুদ্ধং ততো বিমলবস্ত্রনিঘর্ষণেন
স্যান্মৌক্তিকং বিমলসদ্‌গুণকান্তিযুক্তম্।

অর্থ এই যে, মুক্তাসকল মৃত্তিকালিপ্ত মৎস্যপুটযন্ত্রের মধ্যে রাখিয়া উশীরমূলযুক্ত দুগ্ধে পাক করিবে। তৎপরে উষ্ণজলে প্রক্ষেপ, পরে সুধা অর্থাৎ চূর্ণদ্রবে পাক, তৎপশ্চাৎ পুনরপি কেবল জলে পাক করিবে। অনন্তর নির্ম্মল, শুভ্র ও সূক্ষ্ম বস্ত্রের দ্বারা মার্জ্জন করিবে। এইরূপ প্রক্রিয়াদ্বারা মুক্তাসকল নির্ম্মল ও উত্তম ঔজ্জ্বল্যযুক্ত হয়, এবং সদ্‌গুণ ও সুকান্তি ধারণ করে*।

* যুক্তিকল্পতরুধৃত বচনের সংস্কৃতানুরূপ অর্থ ব্যক্ত করা গেল; পরন্তু মুক্তাব্যবসায়ীরা যে কিরূপ করিয়া থাকেন তাহা আমরা অনুসন্ধান করি নাই। উক্ত বচনের "সুধা" শব্দের পরিবর্ত্তে "সুরা" শব্দ পাঠ করিতেও দেখা যায়।

## কৃত্রিমতা-পরীক্ষা।

মুক্তা অতি মূল্যবান্ ও সুন্দর পদার্থ। ভারতবাসীরা ইহাকে মহারত্ন বলিয়া আদর করিয়া থাকেন। আদর ও মূল্যের আধিক্য দেখিলেই ধনপিপাসুগণের লোভ বৃদ্ধি হয়। তৎসঙ্গে তাহার কৃত্রিমতাও ঘটে। মুক্তাও মূল্যবান্ ও আদরের বস্তু বলিয়া দুষ্টলোকেরা তাহা কৃত্রিম করিয়া থাকে। যুক্তিকল্পতরুকার ভোজদেব লিখিয়াছেন যে, সিংহলদেশের কৌশলী মনুষ্যেরা অতি আশ্চর্য্য কৃত্রিম মুক্তা প্রস্তুত করিয়া ক্রেতাদিগের মনোহরণ করিয়া থাকে। তাহারা কাচের ন্যায় শুভ্র "তার' অর্থাৎ রজতে তৎশতাংশ হেম ( সুবর্ণ ) যোগ দিয়া পারদমধ্যে রক্ষাকরতঃ এক প্রকার মুক্তা প্রস্তুত করিয়া থাকে। সে মুক্তা দেহভূষণমাত্র, ফলাফল কিছু নাই*। যুক্তিকল্পতরু বলেন, মুক্তায় যদি কৃত্রিমতা সন্দেহ হয়, তবে তাহার পরীক্ষার্থ এইরূপ প্রক্রিয়ার আশ্রয় লওয়া আবশ্যক। যথা—

"যস্মিন্ কৃত্রিমসন্দেহঃ কচিদ্ভবতি মৌক্তিকে।
উষ্ণে সলবণে স্নেহে নিশাং তদ্বাসয়েজ্জলে ॥
ব্রীহিভির্মর্দ্দনীয়ং বা শুষ্কবস্ত্রোপবেষ্টিতম্।
যত্তু নায়াতি বৈবর্ণ্যং বিজ্ঞেয়ং তদকৃত্রিমম্ ॥

যদি কোন মুক্তা কৃত্রিম বলিয়া সন্দেহ হয়, তবে তাহা জলে ও উষ্ণ সলবণ স্নেহে অর্থাৎ লবণাক্ত তৈল কিম্বা ঘৃত প্রভৃতির মধ্যে একরাত্র রাখিয়া দেখিবেক। অথবা শুষ্কবস্ত্রের মধ্যে রাখিয়া ধান্যদ্বারা ঘর্ষণ করিবেক। এইরূপ করিলে যদি বিবর্ণ না হয় তবেই সে মুক্তা অকৃত্রিম নচেৎ কৃত্রিম বলিয়া জানিবে।

"ব্যাড়ির্জগাদ জগতাং হি মহাপ্রভাবঃ
সিদ্ধোবিদগ্ধোহিততৎপরয়া দয়ালুঃ।"

সিংহলীয় শিল্পীরা যেমন নানা উপাদানে কৃত্রিম মুক্তা প্রস্তুত করিতে পারিত, তেমনি ব্যাড়ি প্রভৃতি মুনিরাও তাহার নানাপ্রকার পরীক্ষা করিতে পারিতেন।

কল্পদ্রুমধৃত যুক্তিকল্পতরুগ্রন্থে কৃত্রিম মুক্তাপরীক্ষাসম্বন্ধে অন্য কয়েকটি বচন লিখিত হইয়াছে। কর্ত্তব্যবোধে এ স্থানে সেগুলিও প্রদত্ত হইল। যথা—

---

* "শ্বেতকাচসমং তারং হেমাংশশতযোজিতম্। রসমধ্যে প্রধার্য্যেত মৌক্তিকং দেহভূষণম্ ॥ এবং হি সিংহলে দেশে কুর্ব্বন্তি কুশলা জনাঃ"—ইত্যাদি। গরুড়পুরাণ দেখ।

"ক্ষিপেৎ গোমূত্রভাণ্ডে তু লবণক্ষারসংযুতে।
স্বেদয়েদ্বহ্নিনা বাপি শুষ্কবস্ত্রেণ বেষ্টয়েৎ ॥
হস্তে মৌক্তিকমাদায় ব্রীহিভিশ্চোপঘর্ষয়েৎ।
কৃত্রিমং ভঙ্গমাপ্নোতি সহজঞ্চাতি দীপ্যতে ॥"

কৃত্রিম কি অকৃত্রিম, সন্দেহ হইলে তাহা লবণ ও ক্ষারসংযুক্ত গোমূত্রভাণ্ডে ফেলিয়া রাখিবেক, অথবা বহ্নিদ্বারা স্বেদ (তাপ) লাগাইবেক। অনন্তর শুষ্কবস্ত্রে বেষ্টিত করিয়া পশ্চাৎ তাহা হস্ততলে রাখিয়া ধান্যের সহিত মর্দ্দন করিবেক। যদি কৃত্রিম হয়, তবে ভাঙ্গিয়া যাইবেক, আর যদি অকৃত্রিম হয়, তবে তাহা ভাঙ্গিবে না, প্রত্যুত নির্ম্মল দীপ্তিযুক্ত হইবেক।

প্রকারান্তর।

"লবণক্ষারক্ষোদিনি পাত্রেঽজগোমূত্রপূরিতে ক্ষিপ্তম্।
মর্দ্দিতমপি শালীতুষৈর্যদবিকৃতং তৎ জাত্যম্ ॥"

লবণ ও ক্ষারচূর্ণযুক্ত পাত্রে ও ছাগমূত্র কি গোমূত্রপূর্ণ পাত্রে ফেলিয়া রাখিবেক। পরে তাহা উঠাইয়া শালী ধান্যের তুষে মর্দ্দন করিবেক। ইহাতে যদি বিকৃতি প্রাপ্ত না হয় তবে তাহা জাত্য মুক্তা, আর বিকৃত হইলে কৃত্রিম মুক্তা।

প্রকারান্তর।

"কুর্ব্বন্তি কৃত্রিমং তদ্বৎ সিংহলদ্বীপবাসিনঃ।
তৎসন্দেহবিনাশার্থং মৌক্তিকং সুপরীক্ষয়েৎ ॥
উষ্ণে সলবণস্নেহে জলে নিশ্যুষিতং হি তৎ।
ব্রীহিভির্মর্দ্দিতং নেয়াৎ বৈবর্ণ্যং তদকৃত্রিমম্ ॥

শুক্রনীতি।

সিংহলদ্বীপবাসীরা কৃত্রিম মুক্তা প্রস্তুত করিয়া থাকে। অতএব মুক্তা দেখিলে, কৃত্রিম কি জাত্য? এরূপ সন্দেহ হয়। সেই সন্দেহভঞ্জনের নিমিত্ত মুক্তাকে উত্তমরূপে পরীক্ষা করিতে হয়। লবণাক্ত তৈল কি ঘৃতকে উষ্ণ করিয়া তন্মধ্যে মুক্তাটী রাখিবেক। পরে জলমধ্যে নিক্ষিপ্ত করিয়া রাত্রিবাসিত করিবেক। অনন্তর তাহাকে ধান্যের সহিত একত্রে মর্দ্দিত করিবেক। ইহাতে যদি বিবর্ণ না হয় তবেই তাহা অকৃত্রিম বলিয়া জানিবে।

## মূল্যব্যবস্থা।

যুক্তিকল্পতরু, গরুড়পুরাণ, বৃহৎসংহিতা, শুক্রনীতি ও অগ্নিপুরাণ প্রভৃতি গ্রন্থে মুক্তার দোষ, গুণ, ও শোধনবিধি প্রভৃতি যেরূপ বিচারিত হইয়াছে, তাহা বলা হইল। এক্ষণে মূল্যের ব্যবস্থা কিরূপ? তাহা বলা যাইতেছে।

পূর্ব্বকালে ভার, তেজ, কান্তি এবং অন্যান্য গুণনিচয় (যাহা পূর্ব্বে নির্ণীত হইয়াছে) অনুসারেই মুক্তার মূল্যাবধারণ করা হইত। এখন আর প্রায় সেরূপ প্রথা দৃষ্ট হয় না। পূর্ব্বকালে যেরূপ আকারের মুক্তা যে পরিমাণ মূল্যে বিক্রীত হইত, তাহা বৃহৎসংহিতা প্রভৃতি পূর্ব্বোক্ত গ্রন্থাবলীর বচননিচয় আলোচনার দ্বারা জানা যায়। যথা—

"মাষকচতুষ্টয়ধৃতস্যৈকস্য শতাহতা ত্রিপঞ্চাশৎ।
কার্ষাপণা নিগদিতা মূল্যং তেজোগুণযুতস্য॥"

৪ মাষক* পরিমিত অর্থাৎ ২০ রতি ওজনের মুক্তা যদি সতেজ, সুতার ও সুবৃত্ত (সুগোল) হয়, পূর্ব্বোক্ত গুণনিচয়ে সুশোভিত হয়, তবে তাহার মূল্য শত-গুণিত ত্রিপঞ্চাশৎ কার্ষাপণ অর্থাৎ ৫৩০০০ কাহন কড়ি। এস্থলে যুক্তিকল্পতরুর মত এইরূপ—

"একস্য শুক্তিপ্রভবস্য শুদ্ধমুক্তামণেঃ শাণকসম্মিতস্য।
মূল্যং সহস্রাণি কপর্দ্দকানি ত্রিভিঃ শতৈরভ্যধিকানি পঞ্চ॥"

শুক্তিজাত বিশুদ্ধমুক্তামণি যদি শাণ অর্থাৎ ৪ মাষা পরিমিত হয়, তবে তাহার একটির মূল্য ৫ অধিক তিনশত সহস্র কপর্দ্দক। অপিচ—

"যন্মাষকার্দ্ধেন ততো বিহীনং
চতুঃসহস্রং লভতেঽস্য মূল্যম্॥"

তাদৃশ গুণযুক্ত মুক্তা যদি ওজনে তদপেক্ষা অর্দ্ধমাষা ন্যূন হয়, তবে তাহার মূল্য চারি সহস্র কপর্দ্দক হইবে।

এস্থলে বৃহৎসংহিতার মত এইরূপ—

---

* "মাষ" শব্দের অর্থ অনেক। মাষশব্দে তন্নামক কলায় ও পরিমাণবিশেষ বুঝাইয়া থাকে। পরিমাণসম্বন্ধেও নানা মত দৃষ্ট হয়। এখানে মাষশব্দের অর্থ ৪ গুঞ্জা পরিমাণ গ্রহণ করিতে হই-বেক। যেহেতু মণি ও মুক্তাসম্বন্ধে ঐরূপ পরিমাণ গ্রহণ করিবার জন্য যুক্তিকল্পতরুগ্রন্থে বিস্পষ্ট উক্তি আছে। যথা—"পঞ্চভির্মাষকো জ্ঞেয়ো গুঞ্জাভির্মাষকৈস্তথা। চতুর্ভিঃ শাণমাখ্যাতং মাষ-কৈর্মণিবেদিভিঃ॥"

'মাষকদলহান্যাহতো দ্বাত্রিংশৎ বিংশতিস্ত্রয়োদশ চ।
অষ্টৌ শতানি চ শতত্রয়ং ত্রিপঞ্চাশতা সহিতম্॥'

পূর্ব্বোক্ত ৪ মাষা পরিমাণ হইতে যদি মাষকদল অর্থাৎ একমাষার এক চতুর্থাংশ হীন হয়, তবে তাদৃশ অর্থাৎ ৩৷৷ মাষা পরিমিত মুক্তার মূল্য ৩২।২০১৩।৮০০।৫৩ কার্ষাপণ।

"যন্মাষকাংস্ত্রীন্ বিভৃয়াৎ গুরুত্বে
দ্বে তস্য মূল্যং পরমং প্রদিষ্টম্।"

যে মুক্তা গুরুত্বে ৩ মাষা পরিমাণ হয় তাহার মূল্য দুইসহস্র কার্ষাপণ।

পূর্ব্বকালে এইরূপ নিয়মে কপর্দ্দক অর্থাৎ কড়ির বিনিময়ে মুক্তারত্ন ক্রীত বিক্রীত হইত। যখন স্বর্ণ, রৌপ্য, কি তাম্রাদি মুদ্রার বিনিময় আরম্ভ হইয়াছিল তখনও উল্লিখিত কার্ষাপণের নিয়ম ব্যতিক্রান্ত হইত না। ভিন্ন ভিন্ন ওজনের মুক্তার ভিন্ন ভিন্ন পরিমাণ অনুসারে রত্নশাস্ত্রে যেরূপ মূল্য অবধারিত আছে, সে সমস্ত সঙ্কলন করা এক্ষণে নিষ্প্রয়োজন। যেহেতু এক্ষণে নূতন প্রথাই প্রবল। তথাপি প্রস্তাবের শেষে মূল্যজ্ঞাপক কএকটী বচন ও তাহার যথাশ্রুত বঙ্গানুবাদ দেওয়া হইল। উল্লিখিত গ্রন্থে মূল্যনিয়ামক কতকগুলি পারিভাষিক শব্দ দৃষ্ট হয় তাহাও এক্ষণে নিষ্প্রয়োজনীয়। কিন্তু সেগুলি এস্থলে ব্যক্ত করিলে "মুক্তা কত বড় হইবার সম্ভব?" এই এক কুতূহল চরিতার্থ হয়। সেই জন্য অর্থাৎ কুতূহল চরিতার্থতার জন্য এস্থলে সেগুলির উল্লেখ করা হইল।

| | | | |
|---|---|---|---|
| গুঞ্জা | ... ১ কুচ বা রাত। | টঙ্কা | ... ১৩ ধরণ। |
| মাষক বা মাষা | ... ৪ ,,। | দার্বিক | ... ১৬ ,,। |
| শাণ | ... ২০ ... ,,। | সুপূর্ণ | ... ২০ ,,। |
| কৃষ্ণল | (গুঞ্জা) | শিক্য | ... ৩০ ,,। |
| রূপক | ৩(০) | সোম | ... ৪০ ,,।* |
| ধরণ | ... ২৪ রতি | কলঞ্জ | ... ১০ রূপক। |

(মতান্তরে ১০ রতি।)

---

* বৃহৎসংহিতা ও যুক্তিকল্পতরুগ্রন্থে পরিমাণবোধক "নিকর" "শীর্ষক" "কূপ্য" "চূর্ণ" প্রভৃতি আরও কয়েকটি শব্দ আছে। তদ্দারা অনুমান হয় যে, প্রাচীনকালে কেহ না কেহ উল্লিখিত পরিমাণের বৃহৎ মুক্তা দেখিয়াছেন।

বৃহৎসংহিতা অপেক্ষা "যুক্তিকল্পতরু" গ্রন্থে মূল্যসম্বন্ধে অনেক কথা আছে। ৺ রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুর স্বকৃত কল্পদ্রুমে কেবল যুক্তিকল্পতরুর বচনমালা সন্নিবেশিত করিয়াছেন, বৃহৎসংহিতার একটি বচনও উদ্ধৃত করেন নাই। বৃহৎ-সংহিতাগ্রন্থে ক্ষুদ্র মুক্তার মূল্যসম্বন্ধে কোন নির্দ্ধারিত ও বিস্পষ্ট নিয়ম না থাকিলেও "মাষক" পরিমাণ হইতে মূল্যের অতি সুনিয়ম প্রদর্শিত হইয়াছে। "মাষক" হইতে "শাণ" পর্য্যন্ত নামগ্রাহী মূল্য নির্দ্দিষ্ট আছে, কোন এক সাধারণ নিয়ম নাই। "শাণ" হইতেই তাদৃশ সাধারণ নিয়ম আবদ্ধীকৃত হইয়াছে। যথা—

"শাণাৎপরং মাষকমেকমেকং যাবদ্ধিবর্দ্ধেত গুণৈরপীদম্।
মূল্যেন তাবৎ দ্বিগুণেন যোগ্যমাপ্নোত্যহনাবৃষ্টিহতেঽপি দেশে॥"

"শাণ" পরিমাণের পর ওজনে যত মাষা অধিক হইবে, অনাবৃষ্টিহত অর্থাৎ দুর্ভিক্ষ্য দেশেও তাহার প্রত্যেক অধিক মাষার মূল্যের দ্বৈগুণ্য স্থির থাকিবেক।

"পঞ্চত্রিংশং শতমিতি চত্বারঃ কৃষ্ণলা নবতি মূল্যাঃ।
সার্দ্ধাস্তিস্রোগুঞ্জাঃ সপ্ততি মূল্যং ধৃতং রূপম্॥"

বৃহৎসিংহতা।

৪ কৃষ্ণল অর্থাৎ ৪ গুঞ্জাপরিমিত হইলে ৩৫০০।৯০ মূল্য ও সার্দ্ধ ত্রিগুঞ্জা হইলে সপ্ততি রূপক মূল্য হয়। এইরূপ,—

"গুঞ্জাত্রয়স্য মূল্যং পঞ্চাশদ্রূপকা গুণযুতস্য।
রূপকপঞ্চত্রিংশৎ ত্রয়স্য গুঞ্জার্দ্ধহীনস্য॥"
'পলদশভাগোধরণং তদ্যদি মুক্তাস্ত্রয়োদশ সুরূপাঃ।
ত্রিশতীসপঞ্চবিংশা রূপকসংখ্যাকৃতং মূল্যম্॥"
"ষোড়শকস্য দ্বিশতো বিংশতিরূপস্য সপ্ততিঃ সশতা।
যৎ পঞ্চবিংশতিধৃতং তস্য শতং ত্রিংশতা সহিতম্॥"
"ত্রিংশৎ সপ্ততি মূল্যা চত্বারিংশচ্ছতার্দ্ধ মূল্যা চ।
ষষ্টিঃ পঞ্চোনা বা ধরণং পঞ্চাষ্টকং মূল্যম্॥"
"মুক্তাশীত্যাস্ত্রিংশৎ শতস্য সা পঞ্চরূপকবিহীনা।
দ্বিত্রিচতুঃপঞ্চশতা দ্বাদশ ষট্পঞ্চকত্রিতয়ম্॥"
"পিক্কা পিচ্চার্ঘার্ধা রচকঃ সিকৃথং ত্রয়োদশান্তানাম্
সংজ্ঞাঃ পরতোনিগরাশ্চূর্ণাশ্চাশীতিপূর্ব্বাণাম্॥"

"এতদ্‌গুণযুক্তানাং ধরণধৃতানাং প্রকীর্ত্তিতং মূল্যম্।
পরিকল্প্যমন্তরালে হীনগুণানাং ক্ষয়ঃ কার্য্যঃ॥"
"কৃষ্ণশ্বেতকপীতকতাম্রাণামীষদপি চ বিষমানাম্।
ত্র্যংশোনং বিষমকপীড়য়োশ্চ ষড়্‌ভাগদলহীনম্॥"

তিন রতি প্রমাণ একটী গুণযুক্ত মুক্তার মূল্য ৫০ রূপক; আর অর্দ্ধহীন তিন অর্থাৎ ২।০ গুঞ্জা পরিমিত একটী গুণান্বিত মুক্তার মূল্য ৩৫ রূপক। (এই রূপক তৎকালের এক প্রকার রৌপ্যমুদ্রা)।

১ পলের ১০ ভাগের এক ভাগের নাম ধরণ। এই ধরণ যদি ১৩ ভাগান্বিত হয় তবে তৎপরিমিত একটী সুন্দর মুক্তার (ওজনে) মূল্য ৩২৫ রূপক। ইত্যাদি ক্রমে ওজনের ন্যূনাধিক্য অনুসারে মূল্যের ন্যূনাধিক্য প্রদর্শিত হইয়াছে। অবশেষে বলা হইয়াছে যে, উত্তম গুণযুক্ত মুক্তার পরিমাণ ক্রমে কথিতপ্রকারে মূল্য নির্দ্দিষ্ট করিবে। পরন্তু তাহার অন্তরাল অর্থাৎ মধ্যবর্ত্তী পরিমাণগুলিতে উক্ত নিয়মের ভাগহারক্রমে মূল্য কল্পনা করিবেক এবং গুণের হীনতা অনুসারে মূল্যেরও অল্পতা নির্দ্দেশ করিবেক। কৃষ্ণ, শ্বেত, (লাবণ্যহীন শ্বেত), পীত, তাম্র ও বিষম (অর্থাৎ যাহা সুগোল নহে) মুক্তার মূল্য উত্তম মূল্য হইতে তিন ভাগের এক ভাগ হীন হইবেক এবং অপূর্ণ ও অল্পবিষম ও পীড়কাযুক্ত হইলে ৬ ভাগের এক ভাগ হীন মূল্য করিবেক।

ভোজকৃত যুক্তিকল্পতরু গ্রন্থে লিখিত আছে যে,—

"সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মোত্তমমধ্যমানাং যন্মৌক্তিকানামিহ মূল্যমুক্তম্।
তজ্জাতিমাত্রেণ ন জাতু কার্য্যং গুণৈরহীনস্য হি তৎ প্রদিষ্টম্॥"

মদুক্ত রত্নশাস্ত্রে সূক্ষ্ম, অতিসূক্ষ্ম, উত্তম ও মধ্যমাদি মুক্তার যেরূপ মূল্যাবধারণ করা হইল, তাহা, যে সে মুক্তার জন্য নহে। মুক্তার যে সকল গুণ বর্ণিত হইয়াছে, যদি সেই সকল গুণ থাকে, তবেই সে মুক্তা নির্দ্ধারিত মূল্যে বিক্রীত হওয়ার যোগ্য।

"যত্তু চন্দ্রাংশুসংকাশমীষদ্বিম্বফলাকৃতি।
স্বমূল্যাৎ সপ্তমং ভাগমবৃত্তত্বাল্লভেত তৎ॥"

যে মুক্তা চন্দ্রাংশু অর্থাৎ জ্যোৎস্নার ন্যায় মধুরশুভ্রবর্ণযুক্ত, কিন্তু আকৃতি ঈষৎ বিম্বফলের ন্যায় অর্থাৎ সুগোল নহে, সে মুক্তার মূল্য নির্দ্দিষ্ট মূল্যের সপ্তমভাগের এক ভাগ।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, মুক্তার আকারগত বৈলক্ষণ্য অনেকবিধ হইয়া থাকে। মুক্তার গঠন যতই বিলক্ষণ হউক, সুবৃত্ত অর্থাৎ সুগোল মুক্তারই মূল্য অধিক। গোলতার তারতম্যানুসারে বিষমগঠনের মুক্তার মূল্য নির্ণয় করিতে হয়।

"পীতকস্য ভবেদর্দ্ধমবৃত্তস্য ত্রিভাগতঃ।
বিষমব্যস্তজাতীনাং ষড়্‌ভাগং মূল্যমাদিশেৎ॥"

গুণযুক্ত ও অবৃত্ত মুক্তা অপেক্ষা পীতক জাতীয় মুক্তার অর্দ্ধ মূল্য হইয়া থাকে। আর বিষম ও ব্যস্তজাতীয় মুক্তার মূল্য প্রকৃতাবস্থ মুক্তা অপেক্ষা ছয়ভাগের একভাগ।

"অর্দ্ধরূপাণি সস্ফোটাৎ পঙ্কচূর্ণানি যানি চ।
অসারাণি চ যানি স্যুঃ করকাকারবন্তি চ॥"
"একদেশপ্রভাবন্তি সকলাশ্লেষিতানি চ।
যানি চাতকবর্ণানি কাংস্যবর্ণানি যানি চ।
মীননেত্রসবর্ণানি গ্রন্থিভিঃ সংবৃতানি চ।
সদোষাণি চ যানি স্যুস্তেষাং মূল্যং পদাংশিকম্॥"

যে মুক্তা স্ফোটযুক্ত, কি অর্দ্ধরূপ, এবং যে মুক্তা পঙ্কচূর্ণ অর্থাৎ চূর্ণবিন্দু-বিলিপ্তের ন্যায় দৃষ্ট হয়, যে মুক্তা সার-রহিত, যাহার আকার, করকার ন্যায় যাহার একদেশমাত্র প্রভাযুক্ত, যাহাতে সূক্ষ্ম শুক্তিখণ্ড আশ্লিষ্ট থাকে, যাহার বর্ণ চাতক-পক্ষীর বর্ণের, অথবা কাংস্যবর্ণের সদৃশ, যাহা মীননেত্রের ন্যায়, যাহা গ্রন্থিযুক্ত অথবা অন্য কোন দোষে দূষিত, সে মুক্তার মূল্য প্রকৃত অপেক্ষা একচতুর্থাংশ হীন।

"পঞ্চভির্মাষকোজ্ঞেয়ো গুঞ্জাভির্মাষকৈস্তথা।
চতুর্ভিঃ শাণমাখ্যাতং মাষকৈর্ম্মণিবেদিভিঃ॥"

মণিবেত্তারা বলেন যে, ৫ গুঞ্জায় ১ মাষা হয়, আর ৪ মাষায় এক শাণ হয়। ( কিন্তু শুক্রনীতির মতে ৪ গুঞ্জায় ১ মাষা )।

"অর্দ্ধাধিকদ্বৌ বহতোঽস্য মূল্যং
ত্রিভিঃ শতৈরভ্যধিকং সহস্রম্।
দ্বিমাষকোন্মাপিতগৌরবস্য
শতানি চাষ্টৌ কথিতানি মূল্যম্॥"

১ শাণ ওজনের উত্তম শুক্তিজ মুক্তার মূল্য, ১৩০৫ এবং অর্দ্ধমাষা ন্যূন হইলে ৪০০০। ২॥০ মাষা হইলে ১৩০০, ২ মাষা হইলে ৭০০ পণ।

"অর্দ্ধাধিকংমাষকসম্মিতস্য সপঞ্চবিংশং ত্রিতয়ং শতানাম্।
ষন্মাষকোন্মাপিতমানমেকং তস্মাধিকং বিংশতিভিঃ শতং স্যাৎ॥"

১॥০ মাষা মুক্তার মূল্য ৩২৫, ৬ মাষা পরিমিত তাদৃশ মুক্তার মূল্য উল্লিখিত মূল্য অপেক্ষা ১২০ অধিক।

"গুঞ্জাশ্চ ষট্ ধারয়তঃ শতে দ্বে মূল্যং পরং তস্য বদন্তি তজ্‌জ্ঞাঃ।
গুঞ্জাশ্চতস্রো বিধৃতং শতার্দ্ধাদর্দ্ধং লভেতাপ্যধিকং ত্রিভির্বা॥"

৬ গুঞ্জা ওজনের মুক্তা ২০০ পণ এবং ৪ গুঞ্জা ওজনের মূল্য ৩ অধিক শতার্দ্ধের অর্দ্ধ।

"অতঃ পরং স্যাদ্ধরণপ্রমাণং সংখ্যাবিনির্দ্দেশবিনিশ্চয়োক্তিঃ।
ত্রয়োদশানাং ধরণে ধৃতানাং হিক্কেতি নাম প্রবদন্তি তজ্‌জ্ঞাঃ।
অধ্যর্ণমাত্রঞ্চ শতং কৃতং স্যাৎ মূল্যং গুণৈস্তস্য সমন্বিতস্য॥"
"যদি ষোড়শভির্ভবেৎ সুপূর্ণং ধরণং তৎ প্রবদন্তি দার্বিকাখ্যম্।
অধিকং দশভিঃ শতঞ্চ মূল্যং সমবাপ্নোত্যপি বালিশস্য হস্তাৎ॥"
"যদি বিংশতিভির্ভবেৎ সুপূর্ণং ধরণং মৌক্তিকজং বদন্তি তজ্‌জ্ঞাঃ।
নবসপ্ততিমাপ্নুয়াৎ স্বমূল্যং যদি ন স্যাৎ গুণযুক্তিতোবিহীনম্॥"

"ত্রিংশতা ধরণং পূর্ণং শিক্যেতি পরিকীর্ত্ত্যতে।
চত্বারিংশৎ পরং তস্য মূল্যমেষ বিনিশ্চয়ঃ॥"
"চত্বারিংশদ্ভবেৎ শিক্যা ত্রিংশন্মূল্যং লভেত সা।
পঞ্চাশত্তু ভবেৎ সোমস্তস্য মূল্যন্তু বিংশতিঃ॥"
"ষষ্টির্নিকরশীর্ষং স্যাৎ তস্য মূল্যং চতুর্দ্দশ।
অশীতির্নবতিশ্চেতি কুপ্যেতি পরিকল্প্যতে॥"
"একাদশ স্যুর্নব চ তয়োর্মূল্যমনুক্রমাৎ।
শতমর্দ্ধাধিকং দ্বে চ চূর্ণোঽয়ং পরিকীর্ত্তিতঃ।
সপ্ত পঞ্চ ত্রয়শ্চৈব তেষাং মূল্যমনুক্রমাৎ॥"

এই সকল বচনের বঙ্গানুবাদ করিবার প্রয়োজন নাই। যেহেতু ইহার সহিত সম্প্রতি-প্রচলিত মূল্যের কিছুমাত্র ঐক্য নাই। সুতরাং অনুবাদের

প্রয়াস পাইয়া গ্রন্থ বাহুল্য করার প্রয়োজনও নাই। বস্তুতঃ সকল বস্তুরই মূল্য সময় বিশেষে বিভিন্ন হইয়া থাকে। মহর্ষি শুক্রাচার্য্য বলিয়াছেন যে,—

"রাজদৌষ্ট্যাচ্চ রত্নানাং মূল্যং হীনাধিকং ভবেৎ।"

রাজাদিগের দুরভিসন্ধিতে রত্ন সকলের মূল্যের অল্পতা ও আধিক্য হইয়া থাকে।

"তুলাকল্পিতমূল্যং স্যাৎ রত্নং গোমেদকং বিনা।
ক্ষুমাবিংশতিভীরত্তী রত্নানাং মৌক্তিকং বিনা।
রত্তিত্রয়ন্তু মুক্তায়াশ্চতুঃকৃঞ্চলকৈর্ভবেৎ।
চতুর্ব্বিংশতিভিশ্চাভীরত্নটঙ্কস্তু রত্তিভিঃ।
টঙ্কৈশ্চতুর্ভিস্তোলঃ স্যাৎ———— ——॥"

শুক্রনীতি।

গোমেদ ব্যতীত সকল রত্নেরই ওজন অনুসারে মূল্য কল্পনা করা হইয়া থাকে। মুক্তা ভিন্ন অন্যান্য রত্ন সম্বন্ধে বিংশতি ক্ষুমায় এক রতি ধরা হয়। কিন্তু মুক্তার বেলা ৪ কৃঞ্চল অর্থাৎ ৪ কুঁচে তিন রতি ধরা হয়। রত্নশাস্ত্রে তাহার ২৪ গুণ ওজনকে রত্নটঙ্ক বলে এবং ৪ রত্নটঙ্কে এক তোলা ধরা হয়। মুক্তার পরিমাণ বা ওজন সম্বন্ধে এইরূপ পরিভাষা অতি পুরাতনকালে গৃহীত হইত। এক্ষণে তাহার অনেক ব্যতিক্রম হইয়াছে।

রত্নশাস্ত্রে মুক্তার পরীক্ষা ও মূল্যসম্বন্ধে এতদ্রূপ অনেক কথাবার্ত্তা থাকিলেও এই স্থানেই প্রস্তাব শেষ করা গেল। যেহেতু এরূপ প্রস্তাবের কুতূহল চরিতার্থতা ভিন্ন অন্য কোন ব্যবহারযোগ্য ফল নাই।

আর এক কথা—কল্পদ্রুম অভিধানে যুক্তিকল্পতরু ও গরুড়পুরাণের বচন ভিন্ন বৃহৎসংহিতা ও মুক্তাবলি প্রভৃতি গ্রন্থের একটি কথাও লিখিত হয় নাই। সুতরাং সেই সকল গ্রন্থ হইতে মুক্তাহারসম্বন্ধীয় দুই একটি প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া প্রস্তাব সমাপ্ত করা বিধেয় বোধ হইতেছে। হারের যে ভাগকে আমরা "নহর" বলি, তাহার সংস্কৃত নাম "লতা"। কোন কোন স্থানে "হার" বলিয়াও উল্লেখিত হইয়াছে। বৃহৎসংহিতা বলেন, ভূষণবিৎ পণ্ডিতেরা পৃথক্ পৃথক্ নহরযুক্ত মুক্তাহারের পৃথক্ পৃথক্ নাম দিয়া থাকেন, যথা—"ইন্দ্রচ্ছন্দ" "বিজয়চ্ছন্দ" "দেবচ্ছন্দ" "অর্দ্ধহার" "হার" "রশ্মিকলাপ" "গুচ্ছ" "অর্দ্ধগুচ্ছ" "মাণবক" "অর্দ্ধমাণবক"

"মন্দর" "হারফলক" "নক্ষত্রমালা" "মণিসোপান" "চাটুকার" "একাবলী" ও "যষ্টি"। এই সকল হারের সঙ্গে রত্নান্তরের যোগ থাকিলে নামান্তরও হইয়া থাকে।

দীর্ঘে চতুর্হস্ত এবং লতায় ( নহর ) অষ্টাধিক সহস্র *; এরূপ মুক্তাহারের নাম "ইন্দ্রচ্ছন্দ" ইহা দেবতাদের ভূষণ। ইহার অর্দ্ধেক হইলে "বিজয়চ্ছন্দ" এবং অষ্টাধিক শতসংখ্যক নহরের মুক্তাহার "দেবচ্ছন্দ" নামে কীর্ত্তিত হয়। একাশীতি লতাযুক্ত হইলে "হার" এবং চতুঃষষ্টি লতায় "অর্দ্ধহার"। ৫৪ কিম্বা ৬৯ নহর হইলে "রশ্মিকলাপ" ৩২ লতা হইলে "গুচ্ছ" এবং ২০ লতা হইলে "অর্দ্ধগুচ্ছ" ১৬ লতায় "মাণবক" ১২ লতায় "অর্দ্ধমাণবক" ৮ লতায় "মন্দর" ৫ নহর হইলে "হারফলক" ২৭ নহর হইলে "নক্ষত্রমালা" অথবা "মুক্তাহস্ত" তাহাতে মধ্যমণি এবং সুবর্ণগুলিকা থাকিলে "মণিসোপান" বলা যায়। উক্তরূপ হার যদি তরলক অর্থাৎ মধ্যমণিযুক্ত হয়, তবে তাহাকে "চাটুকার" সংজ্ঞাও দেওয়া হয়।

ইচ্ছানুরূপসংখ্যক মুক্তাহারদ্বারা যে মণিহীন ও হস্তপরিমিত মালা প্রস্তুত হয় তাহার নাম "একাবলী" আর সেই একাবলী মালার মধ্যস্থলে যদি মণি থাকে, তবে তাহার নাম "যষ্টি"। এই সংজ্ঞাসমূহ বৃহৎসংহিতার বচনসমূহে উক্ত আছে। যথা—

"সুরভূষণং লতানাং সহস্রমষ্টোত্তরং চতুর্হস্তম্।
ইন্দ্রচ্ছন্দোনাম্না বিজয়চ্ছন্দস্তদর্দ্ধেন॥
শতমষ্টযুতং হারো-দেবচ্ছন্দোহ্যশীতিরেকযুতা।
অষ্টাষ্টকোঽর্দ্ধহারো রশ্মিকলাপশ্চ নবষট্কঃ॥
দ্বাত্রিংশতা তু গুচ্ছো বিংশত্যা কীর্ত্তিতোঽর্দ্ধগুচ্ছাখ্যঃ।
ষোড়শভির্ম্মাণবকো-দ্বাদশভিশ্চার্দ্ধমাণবকঃ॥
মন্দরসঙ্গোঽষ্টাভিঃ পঞ্চলতা হারফলকমিত্যুক্তম্।
সপ্তবিংশতিভির্মুক্তাহস্তোনক্ষত্রমালেতি॥
অন্তরমণিসংযুক্তো-মণিসোপানং সুবর্ণগুলিকৈর্বা।
তরলকমণিমধ্যং তজ্‌ বিজ্ঞেয়ং চাটুকারমিতি॥

* কেহ কেহ এরূপ ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন যে, অষ্টোত্তর সহস্র সংখ্যক "নহর" নহে, অষ্টোত্তর সহস্র "মুক্তা"।

একাবলী নাম যথেষ্টসংখ্যা হস্তপ্রমাণা মণিবিপ্রযুক্তা।
সংযোজিতা যা মণিনা তু মধ্যে যষ্টীতি সা ভূষণবিদ্ভিরুক্তা॥
ইত্যাদি।

এই স্থানেই রত্নরহস্যের "মুক্তা" প্রস্তাব সমাপ্ত হইল। শাস্ত্রান্তরে এতদপেক্ষা অধিক কথা থাকিলেও তাহা বাহুল্যভয়ে গ্রহণ করা হইল না। মুক্তাবলী নামক গ্রন্থে মুক্তার অনেকগুলি নাম একত্র পর্য্যায়বদ্ধ হইয়াছে। যথা—

"অন্তঃসারং শৌক্তিকেয়মিন্দুরত্নঞ্চ মৌক্তিকম্।"

এইরূপ হেমচন্দ্রও মুক্তার ও মুক্তাহারের নাম সকল পর্য্যায়বদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। এ সকল দেখিলে কাহার না বোধ হয়, যে পূর্ব্বে ভারতবর্ষীয়েরা প্রচুর ধনশালী ছিল? এবং মুক্তাকে অতি সমাদরে ও সযত্নে ব্যবহার করিত? মুক্তা যখন অতি মূল্যবান্ বস্তু, তখন ইহার গুণাগুণ অনুসন্ধান করা অবশ্য কর্ত্তব্য। অতি প্রাচীনকালে ইহার যেরূপ পরীক্ষাদি করা হইত, তাহা প্রায় সমস্তই এই "মুক্তা" প্রস্তাবে বলা হইল। এক্ষণে অন্যান্য রত্নসম্বন্ধে পুরাতনী পরীক্ষা কিরূপ রীতিতে বর্ত্তমান ছিল তাহার অনুসন্ধান করা যাউক।

## মাণিক্য বা পদ্মরাগমণি *।

পূর্ব্বোক্ত নবরত্নবোধক কবিতার ক্রম অনুসারে অগ্রে মুক্তারত্নের বিবরণ লেখা হইয়াছে। এক্ষণে মাণিক্য নামক রত্নের বর্ণনায় প্রবৃত্ত হইলাম।

"এক মাণিক সাত রাজার ধন" এই নারী-প্রবাদ একবারে অসত্য মনে করিবেন না। পূর্ব্বকালের অনেক রাজা (এক্ষণেও বটে) কেবলমাত্র শস্য ও পশুসম্পত্তি লইয়াই রাজাভিমান চরিতার্থ করিতেন। মণি মাণিক্য যে তাঁহাদের নিকট দুর্লভ ছিল, তাহা বলা বাহুল্য। এমন কি সুবর্ণও তাঁহাদের নিকট দুর্লভ

* অমরসিংহ ও হেমচন্দ্র প্রভৃতি শাব্দিকাচার্য্যেরা পদ্মরাগ ও মাণিক্যকে এক পর্য্যায়ে উল্লেখ করিয়াছেন, সুতরাং পদ্মরাগমণি বা মাণিক্য একই বস্তু তবে যে তন্ত্রসারকার, "মুক্তা-মাণিক্য-বৈদূর্য্য-গোমেদান্ বজ্রবিদ্রুমৌ। পদ্মরাগং মরকতং নীলঞ্চেতি যথাক্রমাৎ।" বলিয়াছেন তাহার ভাব অন্যবিধ। পদ্মরাগ ও মাণিক্য এক বস্তু হইলেও বর্ণগত বৈলক্ষণ্য থাকায় দুইটী স্বতন্ত্র নাম স্বীকার করা যায়। শুক্রনীতিগ্রন্থেও "পদ্মরাগস্তু মাণিক্যভেদঃ কোকনদচ্ছবিঃ।" এইরূপ উক্তি আছে। অতএব মাণিক্য শব্দটী সাধারণ নাম, বর্ণের পার্থক্য অনুসারে পদ্মরাগ তাহার বিশেষ নাম। তদ্ভিন্ন উহার কুরুবিন্দ প্রভৃতি আরও নাম ও প্রভেদ আছে। সে সকল বিবরণ প্রস্তাবমধ্যে প্রকাশিত আছে।

বস্তু ছিল বলিয়া অনুমান হয়। সুতরাং এক মাণিক যে, সেরূপ সাত রাজার ধন হইবে, তাহা আর বিচিত্র কি ?

১৮০২ খৃষ্টাব্দে কৌণ্ট বুরনন রুবি, সেফায়ার, প্রভৃতি নাম দ্বারা মাণিক্যের শ্রেণী বদ্ধ করেন। এক্ষণে মাণিক্য শ্যামদেশ, ভারতবর্ষ, সিংহল, ব্রেজিল, বোরনিও, সুমাত্রা, ফ্রান্‌স, প্রভৃতি স্থানে পাওয়া যায় ; কিন্তু ব্রহ্মদেশের মাণিক্য সর্ব্বোৎকৃষ্ট। কথিত আছে যে, ব্রহ্মদেশের রাজার নিকট পারাবতের অণ্ডের ন্যায় একখানি বৃহৎ মাণিক্য আছে। টাবরনিয়ার লিখিয়াছেন, যে তিনি দিল্লী-শ্বর মোগল সম্রাটের সিংহাসনোপরি ১০৮ খণ্ড বৃহৎ মাণিক্য সুশোভিত দেখিয়া-ছিলেন। তাহার প্রত্যেক খণ্ডের ১০০ হইতে ২০০ শত রত্তিক পর্য্যন্ত পরিমাণ হইবেক। মার্কপলো কহেন, সিংহলেশ্বরের একখানি বৃহৎ মাণিক্য ছিল। কব্-লাই খাঁ এই বহুমূল্য প্রস্তর-খণ্ডের জন্য সিংহলাধিপতিকে একটী ক্ষুদ্র রাজ্য প্রদান করিতে চাহিয়াছিলেন ; কিন্তু তাহাতেও তিনি এই প্রস্তর বিক্রয় করেন নাই। টাবরনিয়ার তাঁহার ভ্রমণবৃত্তান্তে লিখিয়াছেন যে, বিশাপুরের রাজার একখানি উৎকৃষ্ট ৫০ রত্তিক ওজনের মাণিক্য ছিল। এক্ষণে আর তাদৃশ বৃহৎ মাণিক্য পাওয়া যায় না, সকল রাজ-ভাণ্ডারেই তাহা দুর্লভ হইয়াছে। লুই নেপোলিয়ানের রাজমুকুটে কয়েকখানি উত্তম মাণিক্য ছিল। ১৮৬২ খৃষ্টাব্দের মহাপ্রদর্শনীতে আমাদিগের মহারাজ্ঞী এম্প্রেশ মহোদয়ার যে দুইখানি বৃহৎমাণিক্য প্রদর্শিত হইয়াছিল, তাহাও প্রশংসার যোগ্য। রুশিয়ার রাজভাণ্ডারে একখানি বৃহৎ ও উৎকৃষ্ট মাণিক্য আছে। উহা সুইডেনের নৃপতি তৃতীয় গষ্টেভস উপঢৌকন প্রদান করিয়াছিলেন। ইহা ভিন্ন অষ্ট্রীয়ার রাজমুকুটে কয়েকখানি বহুমূল্য মাণিক্য আছে।

প্রাচীন ইতিবৃত্তলেখকেরা বহুমূল্য মাণিক্য-মণির বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। থিওফ্রেসটস্ এবং প্লিনি প্রজ্বলিত দীপশিখার ন্যায় দীধিতি বিকাশক একখানি উৎকৃষ্ট মাণিক্যের উল্লেখ করিয়াছেন। ৫০০ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে গ্রীকগণ বৃহৎ মাণিক্যের উপর যে সকল সুদৃশ্য প্রতিকৃতি খোদিত করিতেন, তাহার কএকখান এপর্য্যন্ত বর্ত্তমান আছে। সে যাহা হউক, এক্ষণে প্রসঙ্গাগত সংবাদা-বলী পরিত্যাগ করিয়া প্রথমে মাণিক্যের নামগুলি নির্ণয় করা যাউক। তাহা হইলে মাণিক কি ? তাহা অনায়াসেই বোধগম্য হইবে।

মাণিক্য-রত্নের অনেকগুলি নাম আছে। অমরসিংহ ইহার শোণরত্ন,

লোহিতক ও পদ্মরাগ,—এই তিন নামের উল্লেখ করিয়াছেন। হেমচন্দ্রও ইহার পদ্মরাগ, লোহিতক, লক্ষ্মীপুষ্প ও অরুণোপল,—এই চারিটী নামের উল্লেখ করিয়াছেন এবং অন্যান্য কোষকারেরাও ইহার আরও কএকটী নাম পর্য্যায়ভুক্ত করিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। সুতরাং ইহার সর্ব্বসমেত চৌদ্দটী নাম আছে। যথা—

"মাণিক্য" ১, "শোণরত্ন" ২, "রত্নরাজ" ৩, "রবিরত্ন" ৪, "শৃঙ্গারী" ৫, "রঙ্গমাণিক্য" ৬, "তরুণ" ৭, "রাগযুক্" ৮, "পদ্মরাগ" ৯, "রত্ন" ১০, "শোণোপল" ১১, "সৌগন্ধিক" ১২, "লোহিতক" ১৩, "কুরুবিন্দ" ১৪। কল্পদ্রুম অভিধানে এই ১৪টী নামের উল্লেখ আছে।

রত্নশাস্ত্রোক্ত এই সকল নামের মধ্যে ২।৪।৬।৭।৮।৯।১১।১৩ নামগুলি বর্ণঘটিত। বিশেষ ১১ অর্থাৎ শোণোপল নামটীতে উহার বর্ণ ও স্বরূপ স্পষ্টতঃ প্রকাশিত আছে। শোণোপল অর্থাৎ রক্তবর্ণ প্রস্তর। "রক্তবর্ণ প্রস্তরই মাণিক্" এই কথা বলিলাম বলিয়া, যে সে রাঙ্গা পাথর মাণিক নহে। রত্নশাস্ত্রে ইহার বিশেষ বিশেষ লক্ষণ ও পরীক্ষাদি নির্ণীত আছে। সেই সকল লক্ষণাদিযুক্ত প্রস্তর-বিশেষই মাণিক্য। রত্নশাস্ত্রে মাণিক্য নামক রত্নের যেরূপ লক্ষণাদি নির্ণীত আছে, তদনুসারে বোধ হয় যে, "চুণী" নামক প্রস্তরকেই পূর্ব্বকালের লোকেরা "মাণিক্য" নামে অভিহিত করিত *।

পুরাণাদি শাস্ত্রে রত্নোৎপত্তির বিষয় যেরূপ লিখিত আছে, তাহার অন্তস্তত্ত্ব আমাদের বোধগম্য হয় না। লিখিত আছে যে, বল নামে এক অসুর ছিল, তাহার বিশুদ্ধসত্ত্বসম্পন্ন অবয়ব সকল রত্নোৎপত্তির কারণ। ইত্যাদি ইত্যাদি অনেক প্রকার প্রলাপকল্প গল্প আছে। সেই সকল প্রলাপকল্প গল্পের দ্বারা আমরা রত্নোৎপত্তির মূলতত্ত্ব গ্রহণ করিতে অসমর্থ। কিন্তু রত্নশাস্ত্রে এমন দুই একটী কথার উল্লেখ আছে যে, তদনুসারে অতি সামান্যাকারে রত্নোৎপত্তির বীজ-ভাব গ্রহণ করিতে পারা যায়। রত্নোৎপত্তির মূলকারণসম্বন্ধে রত্নশাস্ত্রে তিন প্রকার মতের আভাস পাওয়া যায়। যথা—

---

* আধুনিক রত্নপরীক্ষকেরাও ( জহরীরা ) বলেন যে, চুণী মাণিক্ আর মাণিক্য এক বস্তু। তাঁহারা আরও বলেন যে, চুণী নরম্, চুণী শ্যামস্থেৎ, চুণী কড়া ও চুণী মাণিক্, এই চারি রকমের চুণী আছে। প্রাচীনকালে সংস্কৃত রত্নপরীক্ষাগ্রন্থেও পদ্মরাগ ও কুরুবিন্দ প্রভৃতি চারি প্রকার মাণিক্যের উল্লেখ দৃষ্ট হয়।

"মহোদধৌ সরিতি বা পর্ব্বতে কাননেঽপি বা।
তত্তদাকারতাং যাতং স্থানমাধেয়গৌরবাৎ॥"

যুক্তিকল্পতরু।

"কেচিদ্বদন্তি ভুবঃ স্বভাবাৎ বৈকৃতাচ্চান্যোন্যেষাঞ্চ ভূতানাম্।
প্রাদুর্ভবন্তি রত্নানি————"

সমুদ্রেই হউক, নদীতেই হউক, পর্ব্বতেই হউক, কিম্বা অরণ্যে (অরণ্যস্থ সর্পাদি জন্তুতে) হউক, স্থান অর্থাৎ তত্তৎস্থানীয় বস্তুবিশেষ, আধেয় অর্থাৎ আগন্তুক কিংবা আকাশিক (জলাদি) বস্তুর সংসর্গবলে সেই সেই রত্নের আকার প্রাপ্ত হয়।

কেহ বলেন, পার্থিব-স্বভাবের বলেই রত্ন সকল প্রাদুর্ভূত হয়। অপরে বলেন, ভূত সকল অর্থাৎ ক্ষিতি, জল, বায়ু ও তেজ, এই সকল ভূত পরস্পর পরস্পর-কর্ত্তৃক অনুবিদ্ধ হইয়া পৃথক পৃথক বিকারভাব প্রাপ্ত হয়, তদ্বলে রত্ন সকল উৎপন্ন হয়। যাহা হউক, দ্বিতীয় ও তৃতীয় মতটী আংশিক ভাল বটে।

"রত্নানি বলাৎ দৈত্যাৎ দধীচিতোঽন্যে বদন্তি জাতানি।
কেচিদ্ভুবঃ স্বভাবাৎ বৈচিত্র্যং প্রাহুরুপলানাম্॥"

বৃহৎসংহিতা।

কেহ বলেন বলাসুরের অঙ্গ হইতে, কেহ বলেন দধীচিমুনির অস্থি হইতে, কেহ বলেন মৃত্তিকার শক্তিবিশেষ হইতে রত্ন সকল উৎপন্ন হইয়াছে।

যে কোন রত্ন হউক, অগ্রে আকার, তৎপরে বর্ণ, তৎপরে গুণ ও দোষ, পরে ফলাফল, পশ্চাৎ তাহার জাতি-বিজাতিপরীক্ষা, তৎপরে তাহার মূল্যাবধারণ করিতে হয়। যথা—

"আকারবর্ণৌ প্রথমং গুণদোষৌ তৎফলং পরীক্ষা চ।
মূল্যঞ্চ রত্নকুশলৈর্ব্বিজ্ঞেয়ং সর্ব্ব শাস্ত্রাণাম্॥"

গরুড়পুরাণ।

অতএব, আমরা মাণিক্যসম্বন্ধেও উক্ত নিয়মের বশবর্ত্তী হইয়া অগ্রে আকার, পরে বর্ণ ও গুণদোষাদির কথা বলিব।

## আকার।

এস্থলে আকার ও লক্ষণ একই কথা। অতএব রাজনির্ঘণ্ট গ্রন্থে লক্ষণ শব্দের

উল্লেখে যে সকল আকারগত চিহ্নের কথা বর্ণিত হইয়াছে, তাহাই এস্থলে সর্ব্বাগ্রে উদ্ধৃত হইল।

"স্নিগ্ধং গুরু গাত্রযুতং দীপ্তং স্বচ্ছং সমাঙ্গঞ্চ সুরঙ্গঞ্চ।
ইতি জাত্যমাণিক্যং কল্যাণং ধারণাৎ কুরুতে॥"

স্নিগ্ধ—অর্থাৎ স্নেহ গুণযুক্ত ( টলটলে ), গুরু ও গাত্রযুত অর্থাৎ দৃশ্যে বড় ও ওজনে ভারি ( অন্যান্য সাধারণ কাঁচা পাথর অপেক্ষা ইহা সমধিক ভারি )। দীপ্ত—দীপ্তিমান্। স্বচ্ছ—সুন্দর নির্ম্মল সমাঙ্গ—গঠন সমান। সুরঙ্গ—সুন্দর রাগ অর্থাৎ রঞ্জনকারী আভা ( এই গুণের বিষয় পরে ব্যক্ত হইবে )। এরূপ গুণযুক্ত হইলে তাহাকে জাত্য অর্থাৎ প্রকৃত মাণিক্ বলা যায়। এই প্রকৃত বা জাত্য মাণিক্ ধারণ করিলে মঙ্গল হয়।

"স্ফটিকজাঃ পদ্মরাগাঃ স্যু রাগবন্তোঽতিনির্ম্মলাঃ।"

পদ্মরাগমণি আর মাণিক্ একই বস্তু। স্ফটিকের আকরে যে মাণিক্ জন্মে তাহা অত্যন্ত নির্ম্মল ও রাগযুক্ত ( রক্তবর্ণ ) হয়।

"বিরূপং রাগবিকলং লঘু মাণিক্যং ন ধারয়েদ্ধীমান্।"

যাহার রূপ বিকৃত, রাগ অর্থাৎ রক্ততা বিকৃত বা মলিন, আকারে ও ওজনে লঘু, বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি এরূপ মাণিক্য ধারণ করিবেন না। অর্থাৎ এরূপ মাণিক্য উৎকৃষ্ট নহে।

"মাণিক্যং কষঘর্ষণেঽপ্যবিকলং রাগেণ জাত্যং জগুঃ।"

রাজনির্ঘণ্ট।

কষ অর্থাৎ কষ্টিপাথর। কষ্টিপাথরে ঘর্ষণ করিলে যে মাণিক্য ক্ষয় প্রাপ্ত হয় না এবং ঘৃষ্ট স্থানের রাগ অর্থাৎ রক্তিমা নষ্ট হয় না, তাহাই জাত্য মাণিক, ইহা রত্ন-তত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিতেরা বলিয়া থাকেন।

জাত্য মাণিক্য কি? তাহা পরীক্ষাস্থলে বর্ণন করা যাইবেক। এক্ষণে দুই চারিটী গুণ ও দোষের কথা বলা যাউক।

বস্তুমাত্রেরই দুই শ্রেণীর গুণ আছে। এক রাসায়নিক গুণ, দ্বিতীয় শোভা-গত গুণ। রাসায়নিক বা ভৈষজ্যোপযোগী গুণ সকল বৈদ্যশাস্ত্রে পরিগৃহীত হইয়াছে। সে সকল সংগ্রহ করা এ প্রস্তাবের উদ্দেশ্য নহে। অতএব রত্নশাস্ত্রে যে, শোভাগত গুণের উল্লেখ আছে তাহাই এস্থলে সংগ্রহ করা যাউক।

"গুরুত্বং স্নিগ্ধতা চৈব বৈমল্যমতিরক্ততা।"

যুক্তিকল্পতরু।

গুরুত্ব অর্থাৎ ওজনে ভারি। স্নিগ্ধতা অর্থাৎ স্নেহাক্তের ভাব। বৈমল্য অর্থাৎ নির্ম্মলতা। অতিরক্ততা অর্থাৎ অসাধারণ রক্তবর্ণের ভাব। এই রক্ত-বর্ণের ভাবটী ছায়া-জ্ঞান ব্যতীত বোধগম্য হইতে পারে না। পদ্মরাগ বা মাণিক্য মণির ছায়া কি? তাহা পশ্চাৎ বলা যাইবে। ফল, উপরোক্ত গুণ থাকিলেই তাহা উৎকৃষ্ট মাণিক্য বলিয়া গৃহীত হইবে।

এই কয়েকটী মণি-গুণ গ্রন্থান্তরে অতি স্পষ্টরূপে উক্ত হইয়াছে। যথা—

"বর্ণাধিক্যং গুরুত্বঞ্চ স্নিগ্ধতা চ তথাচ্ছতা।
অর্চ্চিষ্মত্তা মহত্ত্বা চ মণীনাং গুণসংগ্রহঃ॥"

কল্পদ্রুম।

বর্ণের আধিক্য অর্থাৎ সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্টবর্ণযুক্ততা। গুরুত্ব অর্থাৎ ভারগত আধিক্য। স্নিগ্ধতা—দৃশ্যে স্নেহম্রক্ষিতের ন্যায় অর্থাৎ লাবণ্যযুক্ত। অচ্ছতা—নৈর্ম্মল্য। অর্চ্চিষ্মত্তা—তেজ বা দীপ্তিমত্তা। মহত্ত্বা—বৃহতের ভাব। (অর্থাৎ যে মণি যত বড় সে ততই উৎকৃষ্ট। এই জন্য মহত্ত্বা একটী প্রধান গুণ)। ইহাই মণি সকলের গুণের সংগ্রহ। অর্থাৎ এই সকল গুণ মণিমাত্রেরই থাকা আবশ্যক। এতদ্ভিন্ন বিশেষ বিশেষ গুণ সকল প্রসঙ্গক্রমে ব্যক্ত হইবেক।

বৃহৎসংহিতাকার বলেন যে,—

"সৌগন্ধিককুরুবিন্দস্ফটিকেভ্যঃ পদ্মরাগসম্ভূতিঃ।
সৌগন্ধিকজা ভ্রমরাঞ্জনাব্জজম্বুরসদ্যুতয়ঃ॥
কুরুবিন্দুভবাঃ শবলা মন্দদ্যুতয়শ্চ ধাতুভির্ব্বিদ্ধাঃ।
স্ফটিকভবা দ্যুতিমন্তোনানাবর্ণা বিশুদ্ধাশ্চ।
স্নিগ্ধ প্রভানুলেপী স্বচ্ছোহর্চ্চিষ্মান্ গুরুঃ সুসংস্থানঃ।
অন্তঃপ্রভোঽতিরাগো মণিরত্নগুণাঃ সমস্তানাম্॥"

সৌগন্ধিক, কুরুবিন্দ ও স্ফটিক হইতে পদ্মরাগ মণি উৎপন্ন হয়। তন্মধ্যে সৌগন্ধিকজাত পদ্মরাগ সকল ভ্রমর, অঞ্জন, অব্জ ও জম্বুরসের ন্যায় দ্যুতিবিশিষ্ট এবং কুরুবিন্দভব পদ্মরাগ সকল অল্পদ্যুতি ও ধাতুবিদ্ধ হইয়া থাকে। আর স্ফটিকের পরিণামে যে পদ্মরাগ জন্মে তাহা নানাবর্ণ ও বিশুদ্ধদীপ্তিযুক্ত হয়।

সম্প্রতি পূর্ব্বোক্ত "জাত্য-মাণিক্য" শব্দের অর্থ নির্ব্বাচন ও পরীক্ষা প্রদর্শন করা যাইতেছে।

মণিমাত্রেরই জাতি আছে। তাহা গুণ অনুসারেই অবধারিত হয়। কি কি গুণে জাতি ও কি কি গুণের অভাবে বিজাতি বলা যায়—তাহা উদ্ধৃত করা যাইতেছে।

"মাণিক্যং কষঘর্ষণেঽপ্যবিকলং রাগেণ জাত্যং জগুঃ।"

রাজনির্ঘণ্ট।

ইহার অর্থ পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। যুক্তিকল্পতরু বলেন,—

"অপ্রণশ্যতি সন্দেহে শিলায়াং পরিঘর্ষয়েৎ।
ঘৃষ্টা যোঽত্যন্তশোভাবান্ পরিমাণং ন মুঞ্চতি॥
স জ্ঞেয়ং শুদ্ধজাতিস্তু জ্ঞেয়াশ্চান্যে বিজাতয়ঃ।
স্বজাতকং সম্মুখেন বিলিখেৎ বা পরস্পরম্॥
বজ্রং বা কুরুবিন্দং বা বিমুচ্যান্যোন্যকেন চেৎ।
ন শক্যং লেখনং কর্ত্তুং পদ্মরাগেন্দ্রনীলয়োঃ॥"

"যঃ শ্যামিকাং পুষ্যতি পদ্মরাগো যোবা তুষাণামিব চূর্ণমধ্যঃ।
স্নেহপ্রদিগ্ধো ন চ যো নিভাতি যোবা প্রমৃষ্টঃ প্রজহাতি দীপ্তিম্।
আক্রান্তমূর্দ্ধা চ তথাঙ্গুলিভ্যাং যঃ কালিকাং পার্শ্বগতাং বিভর্ত্তি॥"

জাত্যমণি? না বিজাত মণি? এতদ্রূপ সন্দেহ দূর না হইলে তাহা কষ-শিলায় ঘর্ষণ করিবেক। ঘর্ষণ করিলে যদি শোভার আধিক্য হয় এবং পরিমাণ নষ্ট না হয়, তাহা হইলে তাহা জাত্য, নচেৎ বিজাত বলিয়া জানিবে। এই এক প্রকার পরীক্ষা। দ্বিতীয় প্রকার পরীক্ষা এই যে, হীরক হউক, বা মাণিক্য হউক, স্বজাতীয় দুইটী মণি মুখোমুখি করিয়া ঘর্ষণ করিবেক, অথবা একের দ্বারা অন্যের গাত্র বিলেখিত অর্থাৎ আঞ্চোড়িত করিবেক। জাত্য হইলে কেহ কাহারও গাত্রে বিলেখন করিতে সমর্থ হইবেক না। তৃতীয় প্রকার পরীক্ষা এই যে, যে পদ্মরাগ মণি শ্যামিকার পুষ্টি করে, যে মণি তুষবৎ চূর্ণমধ্য, এবং যাহাকে স্নেহাক্ত দেখায় না, মার্জ্জন করিলে যাহার দীপ্তি ন্যূন হয়, অঙ্গুলিদ্বয় দ্বারা যাহার মস্তক অর্থাৎ উর্দ্ধভাগ ধারণ করিলে পার্শ্বে কালিমা অর্থাৎ কাল আভা (কাল দাগ বা দীপ্তিহীন ছায়া) প্রকাশ পায়, নিশ্চিত তাহা জাত্য মণি নহে, তাহা বিজাত

বলিয়া জানিবে। জাত্যমণিতে ঐ সকল ঘটনা হয় না। শব্দকল্পদ্রুমধৃত যুক্তি-কল্পতরু নামক গ্রন্থের অন্য এক প্রমাণে চতুর্থ প্রকার পরীক্ষার কথাও আছে। যথা—

' তুল্যপ্রমাণস্তু তু তুল্যজাতের্যো বা গুরুত্বেন ভবেন্ন তুল্যঃ।"

তুল্যজাতীয় দুইটী মণি যদি আকারগত প্রমাণে অর্থাৎ দেখিতে তুল্য হয়, পরন্তু তাহা যদি গুরুত্বে অর্থাৎ ওজনে তুল্য না হয়, তাহা হইলে যেটী লঘু সেই-টীই বিজাত। এতদ্দ্বারা এই সিদ্ধান্ত হইতেছে যে, তুল্যাকার অন্য মণির সঙ্গে ওজন করিয়া দেখিলেও জাত্য কি বিজাত তাহা জানা যায়।

''গুণোপপন্নেন মহাববদ্ধো-মণিস্তুজাত্যোবিগুণেন জাত্যঃ।
সুখং ন কুর্য্যাদপি কৌস্তুভেন বিদ্বান্ বিজাতিং ন বিভৃয়াৎ বুধস্তম্॥
''চণ্ডাল একোঽপি তথাভিজাতান্ সমেত্য দুরাদপহন্তি যত্নাৎ।
তথা মণীন্ ভূরিগুণোপপন্নান্ শক্তোঽতিবিদ্রাবয়িতুং বিজাতঃ॥"

গুণযুক্ত জাত্য মণির সঙ্গে নির্গুণ বিজাতমণি ধারণ করিবে না। কৌস্তুভ মণির সঙ্গে বিজাত মণি ধারণ করিলেও সুখের হানি হয়; এজন্য জ্ঞানবান্ ব্যক্তি কদাচ তাহা ধারণ করিবেন না। একজন চণ্ডাল যেমন বহু ভদ্র লোকের সহিত একত্রিত হইয়া তাহাদিগকে নষ্ট করিতে পারে, সেইরূপ, একটী মাত্র বিজাত মণি বহুগুণসম্পন্ন জাত্য মণিকে নষ্ট বা দোষাবহ করিতে পারে।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, মাণিক্যরত্ন রক্তচ্ছবি-বিশিষ্ট। মাণিক্যমাত্রেই রক্তবর্ণ বটে, পরন্তু তন্মধ্যে কিঞ্চিৎ প্রভেদ আছে; রক্তবর্ণতার প্রভেদ আছে। সেই প্রভেদ অনুসারে নামের ভিন্নতা ও মূল্যের তারতম্য হইয়া থাকে। উপরে যে জাতি-গুণের উল্লেখ করা হইয়াছে, ঐ সকল জাতি-গুণ যদি বিভিন্ন বর্ণের প্রস্তরেও সামঞ্জস্য লাভ করে—তবেই তাহাকে মাণিক বলা যাইবে, নচেৎ তাহা প্রস্তরমাত্র।

কোন কোন মতে এই রত্ন রক্তবর্ণ ব্যতীত অন্য বর্ণও হইয়া থাকে। সেই বর্ণ অনুসারে মাণিক্য চারি জাতি বলিয়া গণ্য হয়। যথা—

''তদ্রক্তং যদি পদ্মরাগমথ তৎ পীতাতিরক্তং দ্বিধা।
জানীয়াৎ কুরুবিন্দকং যদরুণং স্যাদেষু সৌগন্ধিকম্।
তন্নীলং যদি নীলগন্ধিক-মিতি জ্ঞেয়ং চতুর্ধা বুধৈঃ॥"

রাজনির্ঘণ্ট।

অর্থ এই যে, সেই মাণিক্য যদি রক্তবর্ণ হয়—তবে তাহাকে "পদ্মরাগ" নাম দেওয়া হইবে। আর যদি তাহা পীতাভ কি অতিরক্ত হয়, তবে তাহা দুই প্রকার স্থির করিবে। যাহা অতিরক্ত—তাহা "কুরুবিন্দ" এবং যাহা পীতাভ—তাহা "সৌগন্ধিক" নামে খ্যাত। এবং যাহা নীলাভ হয়—তাহা "নীলগন্ধি" বলিয়া জানিতে হইবে।

"কলুষা মন্দদ্যুতয়োলেখাকীর্ণাঃ সধাতবঃ খণ্ডাঃ।
দুর্বিদ্ধা ন মনোজ্ঞাঃ সকর্করাশ্চেতি মণিদোষাঃ॥"
বৃহৎসংহিতা।

কলুষ—মালিন্যযুক্ত। মন্দদ্যুতি—দীপ্তির অল্পতা। লেখাকীর্ণ—দাগযুক্ত। সধাতব—ধাতুলগ্ন। খণ্ড— ভগ্ন। দুর্বিদ্ধ—ভালরূপে ছিদ্র করা যায় না। অমনোজ্ঞ—দেখিতে ভাল নহে। সকর্কর অর্থাৎ কাঁকর-চিহ্নযুক্ত। মণিমাত্রেই এই সকল দোষ থাকিতে পারে। সুতরাং মাণিক্যেও এই সকল দোষ থাকিতে পারে।

রত্নতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা মাণিক্যরত্নের যে সকল দোষ ও গুণ বর্ণন করিয়া গিয়াছেন—ক্রমে তাহাও উদ্ধৃত করা যাইতেছে।

"মাণিক্যস্য সমাখ্যাতা অষ্টৌ দোষা মুনীশ্বরৈঃ।
দ্বিচ্ছায়ঞ্চ দ্বিরূপঞ্চ সম্ভেদঃ কর্করস্তথা।
অশোভনং কোকিলঞ্চ জলং ধুম্রাবিধঞ্চ বৈ।
গুণাশ্চত্বার আখ্যাতাচ্ছায়াঃ ষোড়শ কীর্ত্তিতাঃ॥"

রত্নপরীক্ষক মুনিগণ মাণিক্যরত্নের আটটী দোষ (মহৎ দোষ) স্থির করিয়া গিয়াছেন। দুইটা ছায়াগত দোষ, দুইটী রূপগত দোষ, সম্ভেদ দোষ এবং কর্কর দোষ। এতদ্ভিন্ন অশোভন, কোকিল, জল ও ধূম্র নামক আর চারিটী দোষ আছে—তাহাও রত্নশাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে। এবং চারিটী গুণ ও ১৬ প্রকার ছায়ার কথাও লিখিত হইয়াছে। ছায়া কি? এবং তাহা ১৬ ষোল প্রকারই বা কেন? ইহা পশ্চাৎ ব্যক্ত হইবে। এক্ষণে "দ্বিচ্ছায়" "দ্বিরূপ" "সম্ভেদ" ও "অশোভন" "কোকিল" "জল" ও "ধূম্র" "কর্কর"—এই আটটী দোষ কিরূপ? তাহা বিবৃত করা যাউক।

"ছায়াদ্বিতয়সম্বন্ধাৎ দ্বিচ্ছায়ং বন্ধুনাশনম্।"
"দ্বিরূপং দ্বিপদং তেন মাণিক্যেন পরাভবঃ।"

"সম্ভেদোভিন্নমিত্যুক্তং শস্ত্রঘাতবিধায়কম্ ।"
"কর্করং কর্করাযুক্তং পশুবন্ধবিনাশকৃৎ ॥"

যুক্তিকল্পতরু।

যে মাণিক্যে দুই প্রকার ছায়ার সম্বন্ধ থাকে—তাহা দ্বিচ্ছায়দোষগ্রস্ত। সেই দ্বিচ্ছায় মাণিক ধারণ করিলে বন্ধুবিনাশ হয়। যাহাতে পদচিহ্ন থাকে—তাহা দ্বিরূপদোষদুষ্ট। পদ কি? তাহাও পশ্চাৎ ব্যক্ত হইবে। এই দ্বিরূপদোষগ্রস্ত মাণিক ধারণ করিলে পরাভব হয়। ভিন্ন অর্থাৎ ভাঙ্গা হইলে সম্ভেদ বলে। সম্ভেদ মাণিক্য ধারণ করিলে অস্ত্রাঘাতে মৃত্যু হয়। কর্কর অর্থাৎ কাঁকরদার। কাঁকরদার মাণিক ধারণ করিলে পশুনাশ, বন্ধন ও বংশনাশ ঘটনা হয়।

"দুগ্ধেনেব সমালিপ্তমঘনীপুটমুচ্যতে।
অশোভনং সমুদ্দিষ্টং মানিক্যং বহুদুঃখকৃৎ ॥"
"মধুবিন্দুসমচ্ছায়ং কোকিলং পরিকীর্ত্তিতম্।
আয়ুর্লক্ষ্মীর্যশোহন্তি সদোষং তন্ন ধারয়েৎ ॥"
"রাগহীনং জলং প্রোক্তং ধনধান্যাপবাদকৃৎ।
ধূম্রং ধূমসমাকারং বৈদ্যুতং ভয়মাবহেৎ ॥"

অর্থ এই যে, যে পদ্মরাগ দুগ্ধলিপ্তের ন্যায় দেখায়—তাহা অশোভন-দোষাক্রান্ত। এই অশোভন মাণিক ধারণে বহুপ্রকার দুঃখ জন্মে। যাহাতে মধুবিন্দুর ন্যায় অর্থাৎ মধুর ছিটার ন্যায় দাগ দৃষ্ট হয়—তাহা কোকিল। কোকিল মাণিক্য ধারণে আয়ু, লক্ষ্মী ও যশ নষ্ট হয়; সুতরাং তাহা ধারণ করিবে না। যাহার রাগ বা রক্ততা নাই অথবা অল্পরক্তিম—তাহার নাম জল। এই জল-মাণিক্ ধারণে ধন-ধান্যাদি নষ্ট হয়। যাহাতে ধূম্রের আভা দৃষ্ট হয় তাহা ধূম্র। এই ধূম্র-মাণিক্য ধারণ করিলে বজ্রভয় হয়। গ্রন্থান্তরে অন্যপ্রকার উক্তি আছে; যথা—

"শোভান্বিতস্ত্রবস্তো যে মণয়ঃ ক্ষতিকারকাঃ।
উভয়ত্র পদং যেষাং তেন চ স্যাৎ পরাভবঃ।
ভিন্নেন যুদ্ধে মৃত্যুঃ স্যাৎ কর্করং ধননাশকৃৎ।
দুগ্ধেনেব সমালিপ্তঃ পুটকে যস্ত সম্ভবেৎ।
দুঃখকৃৎ স সমাখ্যাতো ন নৃপৈ রক্ষণায়কঃ।

মধুবিন্দুসমা শোভা কোকিলানাং প্রকীর্ত্তিতা।
তেষাঞ্চ বহুভেদাঃ স্যুর্ন তে ধার্য্যাঃ কদাচন॥"

যে মণির বর্ণ বা ছায়া দ্বিবিধ (কোন দিকে অল্প কোন দিকে অধিক কিংবা এক দিকে একপ্রকার ও অন্য দিকে আর এক প্রকার)—তাহা হানিজনক। যাহার উভয় দিকে পক্ষিপদাকার দাগ থাকে—তাহা পরাভবের হেতু। অন্তরে ভাঙ্গা বা ছিদ্র থাকিলে তাহা যুদ্ধমৃত্যুর কারণ এবং কর্কর অর্থাৎ কাঁকরদার হইলে তাহা ধনধান্যাদি নাশের হেতু। এবং যাহা দুগ্ধলিপ্তের ন্যায় তাহা দুঃখদায়ক বলিয়া গণ্য। সেরূপ মাণিক রাজাদিগের রাখিবার অযোগ্য। কোকিল নামক মাণিক্যে মধুর ছিটার ন্যায় দাগ থাকে এবং তাহা অনেক প্রকার হইয়া থাকে। সে সকল মাণিক্যও ধারণের অযোগ্য।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, ছায়া অনুসারে একই মাণিক্য ভিন্ন ভিন্ন নামে ব্যবহৃত হয়; কিন্তু ছায়া কি? এবং তাহার কোন সাদৃশ্য আছে কি না, তাহা বলা হয় নাই। এজন্য তাহা অগ্রে ব্যক্ত করিব, পশ্চাৎ তাহার দোষ, গুণ, পরীক্ষা এবং মূল্যাদির নিয়ম যথাক্রমে বিবৃত করিব।

ছায়া বা বর্ণ।

মুক্তা কিংবা মাণিক্য অথবা অন্য যে কোন রত্ন হউক অগ্রে তাহাদের বর্ণ বিশেষ (রঙ্) নির্ণয় করা আবশ্যক। রত্নশাস্ত্রে তাহা "বর্ণ" "ছায়া" "ত্বিট্" "ভাস" "আভা" প্রভৃতি নানা নামে উল্লিখিত হইয়া থাকে। পরন্তু বর্ণ ও ছায়া এই দুইটি ঠিক এক নহে, কিঞ্চিৎ প্রভেদ আছে। সে প্রভেদ টুকু শুক্রনীতি গ্রন্থে বর্ণিত আছে। ফলতঃ, ব্যবসায়ী ভিন্ন অন্য ব্যক্তি তাহা সহসা বোধগম্য করিতে পারেন না। যথা—

"বর্ণাঃ প্রভাঃ সিতা রক্তা পীতকৃষ্ণাস্তু রত্নজাঃ।
যথাবর্ণং যথাচ্ছায়ং রত্নং যদ্দোষবর্জ্জিতম্॥
শ্রীপুষ্টিকীর্ত্তিশৌর্য্যায়ুঃপ্রদমন্যাদসৎ স্মৃতম্।
বর্ণমাক্রমতে চ্ছায়া প্রভা বর্ণপ্রকাশিনী॥"

শুক্রনীতি।

ইহার যথাশ্রুত অর্থ এই যে, রত্নজাত বর্ণ বা প্রভা শুভ্র, রক্ত, পীত, কৃষ্ণ ও পীতমিশ্রিত কৃষ্ণ,—এই কয়েক প্রকার হয়। বর্ণহান না হয়, প্রভাহীন না হয়, কোন প্রকার দোষ না থাকে, এরূপ রত্ন ধারণ করিলে শ্রী, পুষ্টি, কীর্ত্তি ও

আয়ু বৃদ্ধি হয়; এবং তাদৃশ রত্নই সৎ, তদ্ভিন্ন অসৎ। যাহা বর্ণ অর্থাৎ রঙ্‌কে আক্রমণ করিয়া অবস্থিত থাকে, অর্থাৎ যাহা বর্ণকে স্থায়ী করিয়া রাখে—তাহার নাম ছায়া এবং যাহা বর্ণকে প্রকাশ করে—তাহার নাম প্রভা। ফল কথা এই যে, বর্ণের স্থায়িত্বগুণটীই ছায়া এবং তাহার ঔজ্জ্বল্য টুকু প্রভা। রত্নতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা মাণিক্যরত্নের বর্ণসম্বন্ধে এইরূপ নির্ব্বাচন করিয়াছেন যে, মাণিক্যরত্নের বহুপ্রকার ছায়া বা বর্ণ থাকিলেও তন্মধ্যে প্রধানতম বর্ণ ১৬ ষোলটী। সেই বর্ণ বা রঙ্‌ অনুসারে উহা পৃথক্ পৃথক্ নাম প্রাপ্ত হয় এবং তাহাদেরই তারতম্য অনুসারে মাণিক্যরত্নের মূল্যাদির ভিন্নতা বা অল্পাধিক কল্পনা করা হয়। ইহা বিস্পষ্টরূপে বুঝাইবার জন্য কল্পদ্রুমধৃত যুক্তিকল্পতরুপ্রভৃতিগ্রন্থের প্রমাণ উদ্ধৃত করা গেল।

"বন্ধূকগুঞ্জাসকলেন্দ্রগোপ-জবাসমাসৃকসমবর্ণশোভাঃ।
ভ্রাজিষ্ণবোদাড়িমবীজবর্ণাস্তথাপরে কিংশুকপুষ্পভাসঃ॥"
"সিন্দূপরদ্মোৎপলকুঙ্কুমানাং লাক্ষারসস্যাপি সমানবর্ণাঃ।
সান্দ্রে নিরাগে প্রভয়া স্বয়ৈব ভান্তি স্বলক্ষ্যা স্ফুটমধ্যশোভাঃ॥"
"কুসুম্ভনীলীব্যতিমিশ্ররাগ-প্রত্যগ্ররক্তাম্বরতুল্যভাসঃ।
তথাঽপরেঽরুস্করকণ্টকারী-পুষ্পত্বিষোহিঙ্গুলকত্বিষোঽন্যে॥"
"চকোরপুংস্কোকিলসারসানাং নেত্রাবভাসাশ্চ ভবন্তি কেচিৎ।
অন্যে পুনর্নাতিবিপুষ্পিতানাং তুল্যত্বিষঃ কোকনদোদরাণাম্॥"

মাণিক্যের "বন্ধূক" বাঁধুলিফুল (১) "গুঞ্জাসকল" গুঞ্জার্দ্ধ অর্থাৎ কাল আদখানা রক্তবর্ণ আদখানা (২) "ইন্দ্রগোপ" বর্ষাকীট বা মকমলী পোকা (৩) "জবা" জবাফুল (৪) "অসৃক্" শোণিত (৫) এই সকলের বর্ণের ন্যায় বর্ণ ও দীপ্তিযুক্ত হয় এবং "দাড়িমবীজবর্ণ" অর্থাৎ পাকা দাড়িমের বীজের বর্ণ (৬) (ইহাও প্রায় রক্তবর্ণ) "কিংশুকবর্ণ" পলাশ ফুলের বর্ণ (৭) "সিন্দূর" (৮) "পদ্মোৎপল" রক্তপদ্ম বা রক্তকম্বল নাইল ফুল (৯) "কুঙ্কুম" জাফরান (১০) "লাক্ষারস" অলক্তকতুল্যবর্ণ (১১) "কুসুম্ভ" কুসুমফুল ও "নীলী" নীলরস, এই দুই বর্ণের বিমিশ্রণে যে বর্ণ হয়—তদ্বর্ণ (১২) "রক্তাম্বর" সায়ংকালের রক্তবর্ণ আকাশ অর্থাৎ সিঁদুরে মেঘের বর্ণ (১৩) "অরুষ্করপুষ্প" ভেলার ফুল (১৪) "কণ্টকারীপুষ্প" (১৫) "হিঙ্গুল" হিঙুল ধাতুর বর্ণ বা ছায়া (১৬) হইয়া থাকে।

কেহ কেহ বলেন যে, মাণিক্য "চকোর" চকোর পক্ষী, পুংস্কোকিল ও সারস

পক্ষীর নেত্রের ন্যায় বর্ণযুক্তও হইয়া থাকে। অন্যান্য রত্নতত্ত্ববেত্তারা বলেন যে, অল্প প্রস্ফুটিত কোকনদ অর্থাৎ রক্ত নাইল ফুলের অভ্যন্তরস্থ বর্ণের ন্যায় বর্ণও হইয়া থাকে।

বর্ণ অনুসারে মাণিক্যের নাম ও উত্তমাধমাদি ব্যবস্থা।

"সিংহলে তু ভবেদ্রক্তং পদ্মরাগমনুত্তমম্।"
"পীতং কালপুরোদ্ভূতং কুরুবিন্দমিতি স্মৃতম্।"
"অশোকপল্লবচ্ছায়মমুং সৌগন্ধিকং বিদুঃ।"
"তুম্বুরে ছায়য়া নীলং নীলগন্ধি প্রকীর্ত্তিতম্।"
"উত্তমং সিংহলোদ্ভূতং নিকৃষ্টং তুম্বুরোদ্ভবম্।"
"মধ্যমং মধ্যজং জ্ঞেয়ং মাণিক্যং ক্ষেত্রভেদতঃ।"

সিংহলদেশে যে মাণিক্য জন্মে, তাহা রক্তবর্ণ, নাম "পদ্মরাগ"। ইহা অপেক্ষা উত্তম কুত্রাপি হয় না। কালপুরদেশজাত * মাণিক্য "পীত" বর্ণ হয় এবং তাহা "কুরুবিন্দ" নামে বিখ্যাত। সেই একই মাণিক্য যদি অশোকপল্লবের কান্তির ন্যায় কান্তিযুক্ত হয়, তবে তাহার "সৌগন্ধিক" নাম জানিবে। তুম্বুরদেশজাত মাণিক্য কিঞ্চিৎ নীলাভ হয়, তন্নিমিত্ত তাহা "নীলগন্ধি" নামে প্রসিদ্ধ। সিংহলীয় মাণিক্যই অত্যুত্তম। তুম্বুরদেশীয় (স্ফটিকের আকর যে দেশে আছে) মাণিক্য অধম এবং কালপুরাদি মধ্যদেশোৎপন্ন মাণিক্য মধ্যম। এইরূপ, ক্ষেত্র অর্থাৎ উৎপত্তিস্থানের ভিন্নতা অনুসারে মাণিক্যও বিভিন্ন রূপগুণাদিযুক্ত হইয়া থাকে।

"প্রভাবকাঠিন্যগুরুত্বযোগৈঃ প্রায়ঃ সমানাঃ স্ফটিকোদ্ভবানাম্।
আনীলরক্তোৎপলচারুভাসঃ সৌগন্ধিকাখ্যা মণয়োভবন্তি॥"

স্ফটিকাকরে একপ্রকার মাণিক্য জন্মে। তাহা কি প্রভাবে, কি কাঠিন্যে, কি গুরুত্বে, সর্ব্বাংশেই জাত্য মাণিক্যের তুল্য হইয়া থাকে। সৌগন্ধিক নামক মণি ঈষৎ নীলাভাযুক্ত রক্তোৎপলের ন্যায় মনোহর কান্তিবিশিষ্ট হইয়া থাকে।

"যো মন্দরাজঃ কুরুবিন্দকেষু স এব জাতঃ স্ফটিকোদ্ভবেষু।
নিরর্চিষোঽন্তর্ব্বহুলীভবন্তি প্রভাববন্তোঽপি ন তৎসমানাঃ॥"

---

* কালপুর? না আধুনিক কানপুর? যদি কানপুর পাঠ হয় তবে ইহাই বুঝিতে হইবে, যে, এখন আর তৎপ্রদেশে কোন রত্নই জন্মে না।

"যে তু রাবণগঙ্গায়াং জায়ন্তে কুরুবিন্দকাঃ।
পদ্মরাগা ঘনং রাগং বিভ্রাণাঃ সস্ফুটার্চিষঃ।
বর্ণানুযায়িনস্তেষামন্ধ্র দেশে তথাপরে।
ন জায়ন্তে তু যে কেচিৎ মূল্যলেশমবাপ্নুয়ুঃ।
তথৈব স্ফটিকোত্থানাং দশে তুম্বুরসংজ্ঞকে।
সধর্ম্মাণঃ প্রজায়ন্তে স্বল্পমূল্যা হি তে স্মৃতাঃ॥"

কুরুবিন্দের মধ্যে যাহার দীপ্তি মৃদু তাহাই স্ফটিকোদ্ভব স্থানে জন্মে। রাবণ-গঙ্গা নামক স্থানে, যে সকল কুরুবিন্দ জন্মে, তাহারা নিবিড় রক্তবর্ণ ও পরিষ্কার প্রভাযুক্ত। অন্ধ্রদেশে অন্য একপ্রকার পদ্মরাগ জন্মে; তাহা রাবণগঙ্গাজাত পদ্মরাগের বর্ণের অনুরূপ বর্ণযুক্ত নহে এবং তাহার মূল্যও অল্প। সেইরূপ, স্ফটিকাকর তুম্বুরদেশোদ্ভব পদ্মরাগও অল্পমূল্য; কিন্তু তাহা দেখিতে তৎসমধর্ম্মী হইয়া থাকে।

## মাণিক্যরত্নের জাতিনির্ণয়।

রত্নতত্ত্ববেত্তৃগণ প্রায় সকল রত্নেরই চারিপ্রকার জাতি কল্পনা করেন। তাহাও আবার ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র,—এই চারি নামে নির্দ্দিষ্ট। এরূপ জাতি-কল্পনার মূল কি? তাহা আমরা জ্ঞাত নহি। চিন্তা করিয়াও বোধগম্য করিতে পারি না। যাহাই হউক, মাণিক্যরত্নের জাতি,—যাহা রত্নশাস্ত্রে উল্লিখিত আছে,—তাহার কিয়দংশ এস্থলে উদ্ধৃত করিয়া পাঠকবর্গের কৌতূহল চরিতার্থ করিব।

"মাণিক্যস্য প্রবক্ষ্যামি যথা জাতিচতুষ্টয়ম্।
ব্রহ্মক্ষত্রিয়বৈশ্যাশ্চ শূদ্রাশ্চাথ যথাক্রমম্॥"
"রক্তশ্বেতো ভবেদ্বিপ্রস্ত্বতিরক্তস্তু ক্ষত্রিয়ঃ।
রক্তপীতোভবেদ্বৈশ্যো রক্তনীলস্তথান্ত্যজঃ॥"

অর্থ এই যে, যে প্রকারে মাণিক্যরত্নের জাতিচতুষ্টয় নির্ণীত হয়, তাহা বলিতেছি। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র, এই চারি প্রকার জাতি। যাহা রক্তশ্বেত অর্থাৎ অল্প রক্তিম—তাহা ব্রাহ্মণজাতীয়। যাহা অত্যন্ত লোহিত—তাহা ক্ষত্রিয়জাতীয়। যাহা রক্তপীত অর্থাৎ পীতাভাযুক্ত রক্তবর্ণ—তাহা বৈশ্যজাতীয় এবং যাহা নীল-আভাযুক্ত রক্তিম—তাহা অন্ত্যজ অর্থাৎ শূদ্রজাতীয় মাণিক্য।

এই জাতিবিভাগসাধক বচনাবলির দ্বারা পূর্ব্বের লিখিত পীতাদি শব্দের অর্থ

ইহার অনুরূপ করিয়া লইবেন। অর্থাৎ যেখানে পীতবর্ণ বলা হইয়াছে, সেখানে তাহা পরিষ্কার পীত নহে, পীতাভ রক্তিম, এইরূপ অর্থ হইবেক। কেননা রক্তবর্ণ মণিই যে মাণিক্য, ইহা "শোণোপল" প্রভৃতি নামদ্বারা ব্যাখ্যাত হইয়াছে। যুক্তি-কল্পতরুগ্রন্থে এই জাতিনির্ব্বাচন সম্বন্ধে বিশেষ উক্তি আছে। যথা—

"পদ্মরাগো ভবেদ্বিপ্রঃ কুরুবিন্দস্তু বাহুজঃ।
সৌগন্ধিকো ভবেদ্বৈশ্যো মাংসখণ্ডস্তথাপরে॥"

পূর্ব্বোক্ত পদ্মরাগমণিই বিপ্রজাতীয়। কুরুবিন্দনামক মাণিক্য বাহুজ অর্থাৎ ক্ষত্রিয়জাতীয়। সৌগন্ধি নামক মাণিক্য বৈশ্যজাতীয় এবং মাংসখণ্ডনামক মাণিক্য শূদ্রজাতীয়।

## মাণিক্যের বর্ণের সাদৃশ্যাদি।

মাণিক্যরত্নের বর্ণের প্রভেদ থাকায় উহা নানা নামে ব্যবহৃত হয় এবং তদনুসারেই জাতি, বিজাতি ও মূল্যাদির কল্পনা করা হয়। অতএব মাণিক্যরত্ন সাধারণতঃ রক্তবর্ণ, ইহা স্থির রাখিয়া, তাহার প্রভেদ বুঝাইবার জন্য, বর্ণান্তরের সহিত সংযোগের কথা বর্ণিত হইয়াছে, ইহা বুঝিতে হইবে। যথা—"রক্তশ্বেতো-ভবেদ্বিপঃ" ইত্যাদি। সেই মিশ্রবর্ণগুলির যথার্থ ভাব ও অবস্থা বুঝাইবার জন্য ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের রক্তিম-বস্তুর সহিত তুলনা করিয়া কোন্ মাণিক্যের কিরূপ রঙ্, তাহা বুঝান হইয়াছে। পরন্তু রত্নপরীক্ষা অভ্যস্ত না হইলে কেবল বচনা-বলির দ্বারা সে সকল প্রভেদ অনুভূত হইতে পারে না। মাণিক্য চেনা সুকঠিন। ব্যবসায়ী ব্যতীত সহস্র লেখাপড়া জানিলেও মাণিক্যের ভাল মন্দ নির্ব্বাচনে সক্ষম হওয়া যায় না। ফল, বচনগুলি উদ্ধৃত না করিলে প্রস্তাব অসম্পূর্ণ ও পাঠকবর্গের কুতূহল বিচ্ছিন্ন হইবে, ইহা ভাবিয়াই সেগুলি লিখিতে বাধ্য হইলাম।

"শোণপদ্মসমাকারঃ খদিরাঙ্গারসপ্রভঃ।
পদ্মরাগোদ্বিজঃ প্রোক্তশ্ছায়াভেদেন সর্ব্বদা॥"
"গুঞ্জা-সিন্দূর বন্ধূক-নাগরঙ্গসমপ্রভঃ।
দাড়িমীকুসুমাভাসঃ কুরুবিন্দস্তু বাহুজঃ॥"
"হিঙ্গুলাভাশোকপুষ্পাভমীষৎপীতলোহিতম্।
জবালাক্ষারসপ্রায়ং বৈশ্যং সৌগন্ধিকং বিদুঃ॥"
"আরক্তঃ কান্তিহীনশ্চ চিক্কণশ্চ বিশেষতঃ।
মাংসখণ্ডসমাভাসোহন্ত্যজঃ পাপনাশনঃ॥"

শোণপদ্ম অর্থাৎ রক্তোৎপল এবং খদিরাঙ্গার ( জ্বলন্ত কাষ্ঠ ও খদিরকাষ্ঠ ) সদৃশ ছায়াযুক্ত মাণিক্যের নাম "পদ্মরাগ" এবং তাহা ব্রাহ্মণজাতীয়।

কুঁচ, সিন্দূর, বাঁধুলিফুল, নাগরঙ্গ এবং দাড়িমপুষ্পের ন্যায় দীপ্তিযুক্ত হইলে তাহা "কুরুবিন্দ" ও ক্ষত্রিয়জাতীয়।

হিঙ্গুল, অশোকপুষ্প কি ঈষৎ পীতযুক্ত লোহিত, অথবা জবাপুষ্প কিংবা অলক্তকসদৃশ কান্তিযুক্ত হইলে তাহা "সৌগন্ধিক" এবং তাহা বৈশ্যজাতি।

অল্পলোহিত, কান্তিবর্জ্জিত, কিন্তু চিক্কণগুণযুক্ত মাংসখণ্ডের ন্যায় আভাযুক্ত হইলে তাহা "মাংসখণ্ড" অথবা "নীলগন্ধি" নামে উক্ত হয় এবং তাহাই অন্ত্যজ অর্থাৎ শূদ্রজাতীয় বলিয়া গণ্য হয়।

> "ভানোশ্চ ভাসামনুবেধযোগমাসাদ্যরশ্মিপ্রকরেণ দূরম্।
> পার্শ্বানি সর্ব্বাণ্যনুরঞ্জয়ন্তি গুণোপপন্নাঃ স্ফটিকপ্রসূতাঃ ॥"

সূর্য্যের কিরণ লাগিলে যে পদ্মরাগ আপন রশ্মির দ্বারা পার্শ্বস্থ বস্তুসমূহ রঞ্জিত করে, সেই স্ফটিক-প্রসূত পদ্মরাগমণি গুণযুক্ত বলিয়া গ্রাহ্য।

মাণিক্যরত্নের আটপ্রকার দোষ, ৪ প্রকার গুণ, ১৬ প্রকার ছায়া, সমস্তই বিবৃত করা হইল। এক্ষণে সদোষ মাণিক্য ধারণের আরও কয়েকটি ফলাফল বর্ণন করিয়া পশ্চাৎ পরীক্ষা ও মূল্যাদি নিরূপণ করিব।

> "যে কর্করাশ্ছিদ্রমলোপদিগ্ধাঃ প্রভাবিমুক্তাঃ পরুষা বিবর্ণাঃ।
> ন তে প্রশস্তা মণয়ো ভবন্তি সমাসতোজাতিগুণৈঃ সমস্তৈঃ ॥"
> "দোষোপসৃষ্টং মণিমপ্রবোধাৎ বিভর্ত্তি যঃ কশ্চন কঞ্চিদেকম্।
> তং বন্ধুদুঃখায় সবন্ধবিত্তনাশাদয়ো দোষগণা ভজন্তে ॥"
> "সপত্নমধ্যেঽপি কৃতাধিবাসং প্রমাদবৃত্তাবপি বর্ত্তমানম্।
> ন পদ্মরাগস্য মহাগুণস্য ভর্ত্তারমাপৎ সমুপৈতি কাচিৎ ॥"
> "দোষোপসর্গপ্রভবাশ্চ যে তে নোপদ্রবাস্তং সমভিদ্রবন্তি।
> গুণৈঃ সমুত্থৈঃ সকলৈরুপেতং যঃ পদ্মরাগং প্রযতোবিভর্ত্তি ॥"

কর্কর অর্থাৎ কাঁকরদার, সচ্ছিদ্র, মলিন, বা মললিপ্ত, প্রভাহীন, কর্কশ ও বিবর্ণ হইলে সে মণি অপ্রশস্ত অর্থাৎ ভাল নহে।

যে ব্যক্তি অজ্ঞানবশতঃ একটি সদোষ মণি ধারণ করে, তাহাকে নানাপ্রকার আপদ্ আশ্রয় করে।

শত্রুমধ্যে বাস করিলেও এবং অসাবধান অবস্থায় অবস্থান করিলেও গুণসম্পন্ন পদ্মরাগমণির ধারণকর্ত্তা কদাপি আপদ্‌গ্রস্ত হয় না।

প্রধান প্রধান গুণযুক্ত পদ্মরাগ মণি যদি শুচি ও যত্নবান্ হইয়া ধারণ করা যায়, তাহা হইলে দোষ ও উৎপাতসম্ভব কোনপ্রকার আপদ্ উপস্থিত হইতে পারে না।

"অন্তঃপ্রভত্বং বৈমল্যং সুসংস্থানত্বমেব চ।
সুধার্য্যা নৈব ধার্য্যাস্তু নিষ্প্রভা মলিনাস্তথা ॥

অগ্নিপুরাণ।

যাহার অভ্যন্তর হইতে প্রভামণ্ডল ছুরিত হয়, যাহা নির্ম্মল, যাহার গঠন সুন্দর, সেই সকল মণি ধারণ করিবেক। যাহার প্রভা নাই, যাহা মলিন, তাহা ধারণ করিবে না।

পরীক্ষা।

পদ্মরাগ বা মাণিক্যকে একপ্রকার হীরক বলিলেও বলা যায়; সুতরাং হীরকপরীক্ষাকালে ইহার সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম পরীক্ষা প্রকটিত হইবে। এক্ষণে সামান্যাকারে কেবলমাত্র জাত্য ও বিজাতীয়, এই দুই প্রকারের ভেদবোধক পরীক্ষা ব্যক্ত করা যাইতেছে।

"বালার্ককরসংস্পর্শাৎ যঃ শিখাং লোহিতাং বমেৎ।
রঞ্জয়েদাশ্রয়ং বাপি স মহাগুণ উচ্যতে ॥"

নবোদিত সূর্য্যের কিরণস্পর্শে যে পদ্মরাগ মণি রক্তবর্ণ শিখা উদ্গমন করে অর্থাৎ যাহা হইতে রক্তিম আভা ছুরিত হয়, কিংবা যাহার আধারস্থান রক্তবর্ণে রঞ্জিত হয়, সেই পদ্মরাগমণি মহাগুণশালী।

"দুগ্ধে শতগুণে ক্ষিপ্তো রঞ্জয়েৎ যঃ সমন্ততঃ।
বমেচ্ছিখাং লোহিতাং বা পদ্মরাগঃ স উত্তমঃ ॥"

শতগুণ দুগ্ধে নিক্ষিপ্ত করিলে যে পদ্মরাগমণি তৎসমস্ত দুগ্ধকে রক্তবর্ণ করে কিংবা রক্তবর্ণ শিখা বমন করে, সেই পদ্মরাগই উৎকৃষ্ট।

"অন্ধকারে মহাঘোরে যো ন্যস্তঃ সন্ মহামণিঃ।
প্রকাশয়তি সূর্য্যাভঃ স শ্রেষ্ঠঃ পদ্মরাগকঃ ॥"

যে মহামণি ঘোর অন্ধকারে রক্ষিত হইলেও সূর্য্যবৎ প্রকাশ প্রাপ্ত হয় এবং অন্য বস্তুকেও প্রকাশ করে, সেই পদ্মরাগই শ্রেষ্ঠ।

"পদ্মকোষে তু যো ন্যস্তো বিকাশয়তি তৎক্ষণাৎ।
পদ্মরাগো বরোহ্যেষ দেবানামপি দুর্ল্লভঃ॥

যাহা পদ্মোদরে স্থাপন করিলে পদ্মটি তন্মুহূর্ত্তে বিকশিত হয়, সেই পদ্মরাগই শ্রেষ্ঠ ও দেবদুর্ল্লভ।

"চত্বারস্তু ময়োদ্দিষ্টা গুণিনশ্চ যথোত্তরম্।
সর্ব্বারিষ্টপ্রশমনাঃ সর্ব্বসম্পত্তিদায়কাঃ॥"

উল্লিখিত চারি প্রকার পদ্মরাগ আমি বর্ণন করিলাম, উহারা উত্তরোত্তর অধিক গুণযুক্ত এবং উহারা সকলেই অনিষ্টনাশক ও সকলেই সম্পত্তিবৃদ্ধিকারক।

"যো মণির্দৃশ্যতে দূরাৎ জ্বলদগ্নিসমচ্ছবিঃ।
বংশকান্তিঃ স বিজ্ঞেয়ঃ সর্ব্বসম্পত্তিকারকঃ॥"

যে মণি দূর হইতে জ্বলন্ত অগ্নির ন্যায় দৃশ্য হয়, তাহার নাম "বংশকান্তি" এই বং কান্তি মণি ধারণ করিলে ধারণকর্ত্তার সর্ব্বপ্রকার সম্পত্তি বৃদ্ধি হয়।

"পঞ্চ সপ্ত নববিংশতি রাগঃ ক্ষিপ্ত এব সকলং খলু বস্ত্রে।
রঞ্জয়েদ্দমতি বা করজালমুত্তরোত্তরমহাগুণিনস্তে॥"

"নীলীরসং দুগ্ধরসং জলং বা যে রঞ্জয়ন্তি দ্বিশতপ্রমাণম্।
তে তে যথাপূর্ব্বমতিপ্রশস্তাঃ সৌভাগ্যসম্পত্তিবিধানদায়কাঃ॥"

যে মণি আপনার ওজন অপেক্ষা দুইশত গুণ পরিমাণ ওজনের নীলরস, দুগ্ধ, অথবা জলকে রাগবান্ অর্থাৎ রক্তবর্ণ করে, সেই সকল মণি পূর্ব্ব পূর্ব্ব হইতে পর পর ক্রমে প্রশস্ত অর্থাৎ নীলরসরঞ্জক অধিক উত্তম, দুগ্ধরঞ্জক অপেক্ষাকৃত অনুত্তম, জলরঞ্জক তদপেক্ষা অনুত্তম। ইত্যাদি।

## বিশেষ পরীক্ষা।

পরীক্ষাসম্বন্ধে অনেক কথাই ইত্যগ্রে বলা হইয়াছে। অবশিষ্ট কএকটি বচন—যাহা বিশেষরূপে জ্ঞাতব্য—এক্ষণে তাহাই বলা যাইতেছে।

"কেচিচ্চারুতরাঃ সন্তি জাতীনাং প্রতিরূপকাঃ।
বিজাতয়ঃ প্রযত্নেন বিদ্বাংস্তানুপলক্ষয়েৎ॥"

"কলসপুরোদ্ভবসিংহলতুম্বুরুদেশোত্থমুক্তমালীয়াঃ।
শ্রীপর্ণিকাশ্চ সদৃশা বিজাতয়ঃ পদ্মরাগাণাম্॥"

"তুষোপসর্গাৎ কলসাভিধানমাতাম্রভাবাদপি তুম্বুরোত্থম্।
কাঞ্চ্যাত্তথা সিংহলদেশজাতং মুক্তাভিধানং নভসঃ স্বভাবাৎ ॥"
"শ্রীপর্ণিকং দীপ্তিনিরাকৃতিত্বাৎ বিজাতিলিঙ্গাশ্রয় এষ ভেদঃ ॥"

দেখিতে ঠিক জাত্য মণির ন্যায় সুসুন্দর—এরূপ অনেক মণি আছে। রত্ন-তত্বজ্ঞ ব্যক্তি যত্নপূর্ব্বক সে সকলকে পরীক্ষারূঢ় করিবেন।

দেখিতে পদ্মরাগের ন্যায়, এরূপ বিজাত পদ্মরাগ পাঁচ প্রকার। যথা—

কলসপুরোদ্ভব, সিংহলোত্থ, তুম্বুরোত্থ, মুক্তমালীয় ও শ্রীপর্ণিক।

কলস পুরোদ্ভব নামক বিজাত পদ্মরাগের চিহ্ন এই যে, তাহা তুষের ন্যায় দাগ-যুক্ত হয়। তুম্বুরোত্থের লক্ষণ এই যে, তাহাতে কিঞ্চিৎ তাম্রভাব লক্ষ্য হয়। সিংহলজাত বিজাতীয় পদ্মরাগের চিহ্ন এই যে, তাহাতে কিঞ্চিৎ কৃষ্ণবর্ণতা থাকে। আকাশের স্বভাব অনুসারে মুক্তমালীয় নামক বিজাত পদ্মরাগমণিতেও বৈজাত্য-বোধক চিহ্ন থাকে এবং দীপ্তিহীনতারূপ বিজাতীয় চিহ্ন, শ্রীপার্ণক নামক পদ্ম-রাগাকার প্রস্তরে থাকে। এই সকল বৈজাত্যবোধক চিহ্ন, ভিন্ন ভিন্ন রত্নশাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন সর্ব্বজনপ্রসিদ্ধ আরও কতকগুলি চিহ্ন আছে। যথা—

"স্নেহাপ্রদেহো মৃদুতা লঘুত্বং বিজাতিলিঙ্গং খলু সার্ব্বজন্যম্,
যঃ শ্যামিকাং পুষ্যতি পদ্মরাগো যো বা তুষাণামিব চূর্ণমধ্যঃ ॥
স্নেহপ্রদিগ্ধো ন চ যো বিভাতি যো বা প্রভৃষ্টঃ প্রজহাতি দীপ্তিম্।
আক্রান্তমূর্দ্ধা চ তথাঙ্গুলিভ্যাং যঃ কালিকাং পার্শ্বগতাং বিভর্ত্তি ॥
সম্প্রাপ্য চোৎক্ষেপপথানুবৃত্তিং বিভর্ত্তি যঃ সর্ব্বগুণানতীব।
তুল্যপ্রমাণস্য চ তুল্যজাতে র্যো বা গুরুত্বেন ভবেন্ন তুল্যঃ ॥
প্রাপ্যাপি রত্নাকরজাং স্বজাতিং লক্ষেদগুরুত্বেন গুণেন বিদ্বান্।"

অস্নিগ্ধ অর্থাৎ রুকো। মৃদু অর্থাৎ নরম। লঘু অর্থাৎ হাল্কা। এই কয়েকটি সর্ব্বজনপ্রসিদ্ধ বিজাতীয়তার অনুমাপক চিহ্ন। যে পদ্মরাগে শ্যামিকা লক্ষিত হয় এবং যাহার অভ্যন্তরে তুষের ন্যায় চূর্ণবিচূর্ণভাব দৃষ্ট হয়, যাহা স্নেহাক্তের ন্যায় অর্থাৎ টলটলে দেখায় না, যাহাকে মার্জ্জিত করিলেই দীপ্তিহীন হয়, অঙ্গুলির দ্বারা ধারণ করিলে যাহার পার্শ্বে কাল ছায়া দৃষ্ট হয়, তাহা বিজাতীয় বলিয়া জানিবে। এতদ্ভিন্ন অন্য এক পরীক্ষা এই যে, দেখিতে তুল্যাকার ও তুল্যপ্রমাণ দুইটি মণি লইয়া ওজন করিলে যেটি লঘু হইবে—রত্নবিৎ ব্যক্তি সেটিকে বিজাত

বলিয়া স্থির করিবেন। গুরুত্ব ও গুণ এই উভয় দ্বারাই মণির বৈজাত্য পরীক্ষা হইয়া থাকে। সার কথা এই যে,—

"জাত্যস্য সর্ব্বেঽপি মণের্ন জাতু বিজাতয়ঃ কান্তিসমানবর্ণাঃ।
তথাপি নানাকরণার্থমেবং ভেদপ্রকারঃ পরমঃ প্রদিষ্টঃ॥"

বিজাতীয় মণি সকল কি কান্তিতে, কি বর্ণে. কোন অংশেই জাত্য মণির তুল্য হইতে পারে না। তথাপি ভিন্নতা বুঝাইবার নিমিত্ত উল্লিখিত ভেদপ্রণালীসকল উদ্দিষ্ট হইল।

অপ্রণশ্যতি সন্দেহে শিলায়াং পরিঘর্ষয়েৎ।
ঘৃষ্ট্বা যোঽত্যন্তশোভাবান্ পরিমাণং ন মুঞ্চতি॥"

মাণিক্য দেখিলেই তাহা জাত্য কি বিজাতীয়? অকৃত্রিম কি কৃত্রিম? এরূপ সন্দেহ হয়। সে সন্দেহ যদি অন্য কোন প্রকারে অপনীত না হয়, তবে, তাহা অন্য এক জাত্যমাণিক্যে ঘর্ষণ করিবেক। ঘর্ষণ করিলে যদি শোভা বৃদ্ধি হয়, আর পরিমাণ অর্থাৎ ওজনে হালকা না হয়, তাহা হইলে তাহা—

"স জ্ঞেয়ঃ শুদ্ধজাতিস্তু জ্ঞেয়াশ্চান্যে বিজাতয়ঃ।"

—শুদ্ধ জাতি হইবে, নচেৎ তাহা বিজাতীয় বলিয়া স্থির করিতে হইবে।

পরিমাণ।

মাণিক্যরত্নের আকারের ও ওজনের উচ্চসীমা কি, তাহা বলা যাইতেছে। দেখিতে কুঁচের সমান একটি মাণিক্য ওজন করিলে দশ কুঁচ, অর্থাৎ দশ রতি পর্য্যন্ত হইতে পারে এবং দেখিতে বিম্বফল সমান একটি মাণিক্য ওজনে দশ তোলা পর্য্যন্ত হইতে পারে। রত্নতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা বলেন যে, কি আকারে কি ওজনে, এতদপেক্ষা অধিক হয় এরূপ মাণিক্য কেহ কখন লাভ করেন নাই।

"গুঞ্জাফলপ্রমাণস্তু দশ সপ্ত ত্রিগুঞ্জকান্।
পদ্মরাগস্তুলয়ন্তি যথাপূর্ব্বং মহাগুণঃ॥"

যে পদ্মরাগ দেখিতে গুঞ্জাপ্রমাণ, তাহা ১০, ৭ ও ৩ গুঞ্জার দ্বারা তুলিত অর্থাৎ ওজন হইতে পারে। তাহা হইলে পূর্ব্ব পূর্ব্ব ওজনযুক্ত পদ্মরাগই প্রশস্ত বলিয়া গণ্য। অর্থাৎ একটি গুঞ্জাকার পদ্মরাগ ওজন করিলে যদি ১০ গুঞ্জা পরিমিত হয়, তাহা হইলে তাহা যত ভাল, ৭ গুঞ্জার সমান হইলে তাহা তত ভাল নহে। এইরূপ ৩ গুঞ্জার সমান হইলে তাহা অপেক্ষা অধম বলিয়া জানিতে হইবেক।

"ক্রোষ্টি কোলফলাকারো দ্বাদশাষ্টাদ্ধিগুঞ্জকান্।
পদ্মরাগস্তুলয়তি যথাপূর্ব্বং মহাগুণঃ॥"

ক্রোষ্টুকোল অর্থাৎ শৃগালবদরী, যাহার বঙ্গভাষা "শ্যাকুল" সেই শ্যাকুলের সমান দৃশ্য একটি পদ্মরাগ ১২, ১০, ৮, কি ৭ গুঞ্জার সহিত তুলিত অর্থাৎ ওজণ হইতে পারে। তাহা হইলে তাহারা পূর্ব্বপূর্ব্বক্রমে মহাগুণ বলিয়া গণ্য হইবে। ওজনে ভারি হওয়াই যে একটি মহাগুণ তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে।

"বদরীফলতুল্যো যঃ স্বরদিক্ বসুমাষকঃ।
তথা ধাত্রীফলত্রিংশদ্বিংশতিদ্ব্যষ্টমাষকঃ॥"

বদরী অর্থাৎ কুল। দেখিতে কুলের মত একটি মাণিক, ওজনে ১৪, ১০, ৮, মাষা হইতে পারে। এইরূপ ধাত্রী অর্থাৎ দেখিতে আমলকী ফলের মত একটি মাণিক ৩০ ও ২০ ও ১৬ মাষা পর্য্যন্ত হইতে পারে। এখানেও যে যত ভারি সে তত ভাল ইহা বুঝিতে হইবেক।

"বিল্বীফলসমাকারো বসুষট্‌দশতোলকঃ।
অতঃপরং প্রমাণেন মানেন চ ন লভ্যতে॥"
"যদি লভ্যেত পুণ্যেন তদা সিদ্ধিমবাপ্নুয়াৎ।"

বিল্বফলের সমানাকার একটি মাণিক্য গুরুত্বে ৮, ৬, ও দশ তোলা হইতে পারে। কি প্রমাণে কি মানে ইহার অধিক হয় এরূপ মাণিক্য লাভ হয় না। যদি কেহ কখন পুণ্যবলে লাভ করিতে পারেন, তবে তিনি অষ্টসিদ্ধি লাভ করিবেন, বলা যাইতে পারে।

উপরোক্ত বচননিচয়ে যে প্রমাণ ও মানের নির্দ্দেশ করা হইল, তাহা কেবল দিক্‌দর্শন মাত্র। ফল, উহার তারতম্যও হইয়া থাকে। বিল্বফল যেমন ছোট বড় হয়, বিল্বফলাকার মাণিক্যও তেমনি কিঞ্চিৎ ছোট বড়, এবং তাহাদের ওজন ৮, ৬, ও ১০ না হইয়া ৮॥০, ৬॥০, ১০॥০ কি তাহারও কিঞ্চিৎ ন্যূনাধিক হয়, ইহাও বুঝিতে হইবেক।

## মূল্য।

এক্ষণে মূল্যের কথা বলিয়া প্রস্তাব শেষ করা যাউক। পরন্তু শাস্ত্রানুযায়ী মূল্যই লিখিত হইবেক। যে সময়ে ভারতবর্ষে রত্নশাস্ত্র সকল লিখিত হইয়াছিল; তৎকালে যেপ্রকার মূল্যে ক্রীত বিক্রীত হইত, শাস্ত্রকারেরা তাহাই লিপিবদ্ধ

করিয়া গিয়াছেন, কিন্তু এক্ষণে তাহার অনেক অন্যথা হইয়া গিয়াছে। এখন গরজ বুঝিয়া দর; এবং যে যাহার নিকট যত লইতে পারে সে তত লয়। পূর্ব্বে এরূপ অবস্থা ছিল না। প্রায় সকল বস্তুরই এক একটা মূল্যের নিয়ম ছিল। পূর্ব্বকালে কিরূপ নিয়মে ও কিরূপ মূল্যে মাণিক্যরত্নের ক্রয় বিক্রয় নিষ্পত্তি হইত, তাহা ক্রমে প্রদর্শিত হইতেছে।

"বালার্কাভিমুখং কৃত্বা দর্পণে ধারয়েন্মণিম্।
তত্র কান্তিবিভাগেন ছায়াভাগং বিনির্দ্দিশেৎ॥"

প্রাতঃকালে নবোদিত সূর্য্যের অভিমুখে দর্পণের উপর মণিটি রাখিবেক। রাখিয়া মণির কান্তির প্রভেদ স্থির করিবেক। স্থির করিয়া ছায়া বা কান্তি অনুসারে নির্দ্দিষ্ট মূল্যের তারতম্য নির্ণয় করিবেক। (এ নিয়ম আমরা বিশেষরূপে জ্ঞাত নহি এবং এক্ষণকার মণিকারেরাও জ্ঞাত আছেন কি না সন্দেহ।) নির্দ্দিষ্ট মূল্য কি? তাহা ব্যক্ত করা যাইতেছে। যথা—

"বজ্রস্য যত্তণ্ডুলসংখ্যয়োক্তং মূল্যং সমুন্মাপিতগৌরবস্য।
তৎ পদ্মরাগস্য গুণান্বিতস্য স্যান্মাষকাখ্যা তুলিতস্য মূল্যম্॥"

অর্থ এই যে, এক তণ্ডুল গুরু হীরকের যে মূল্য, এক মাষা পরিমাণ উৎকৃষ্ট পদ্মরাগের সেই মূল্য।

"যন্মূল্যং পদ্মরাগস্য সগুণস্য প্রকীর্ত্তিতম্।
তাবন্মূল্যং তথা শুদ্ধে কুরুবিন্দে বিধীয়তে॥"

গুণযুক্ত অর্থাৎ উত্তম পদ্মরাগের যে মূল্য বলা হইল, বিশুদ্ধ "কুরুবিন্দ" মণিরও সেই মূল্য বিহিত আছে।

"সগুণে কুরুবিন্দে চ যাবন্মূল্যং প্রকীর্ত্তিতম্।
তাবন্মূল্যচতুর্থাংশহীনং স্যাদ্ সুগন্ধিকে॥"

উৎকৃষ্ট কুরুবিন্দের যে মূল্য বলা হইল, "সৌগন্ধিক" মাণিক্যের মূল্য তাহার এক চতুর্থাংশ ন্যূন হইবেক।

"যাবন্মূল্যং সমাখ্যাতং বৈশ্যবর্ণে চ সূরিভিঃ।
তাবন্মূল্যচতুর্থাংশং হীনং স্যাৎ শূদ্রজন্মনি॥"

রত্নতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা "সৌগন্ধিক" মণির যে মূল্য অবধারিত করিয়াছেন, শূদ্রবর্ণের মণি অর্থাৎ মাংসখণ্ড বা নীলগন্ধি মণির মূল্য তাহার এক চতুর্থাংশ হীন।

"পদ্মরাগঃ পণং যস্তু ধত্তে লাক্ষারসপ্রভঃ।
কার্ষাপণসহস্রাণি ত্রিংশন্মূল্যং লভেত সঃ॥"

অলক্তাভ পদ্মরাগ যদি কর্ষ পরিমাণ গুরুত্ব ধারণ করে, তবে তাহার মূল্য ত্রিশ সহস্র কার্ষাপণ।

"ইন্দ্রগোপকসঙ্কাশঃ কর্ষত্রয়ধৃতোমণিঃ।
দ্বাবিংশতিঃ সহস্রাণাং তস্য মূল্যং বিনির্দ্দিশেৎ॥"

ইন্দ্রগোপ অর্থাৎ মকমলী পোকার ন্যায় বিচিত্রচ্ছায় একটি মণি যদি ৩ কর্ষ ভারি হয়, তবে তাহার মূল্য দ্বাবিংশতি সহস্র কার্ষাপণ নির্দ্দেশ করিবেক।

"একোনো নুয়তে যস্তু জবাকুসুমসন্নিভঃ।
কার্ষাপণসহস্রাণি তস্য মূল্যং চতুর্দ্দশ॥"

জবাপুষ্পের ন্যায় আভাযুক্ত এক মণি যদি ওজনে পাদোন কর্ষ পরিমাণ হয়, তবে তাহার মূল্য চতুর্দ্দশ সহস্র কার্ষাপণ।

"বালাদিত্যদ্যুতিনিভং কর্ষং যস্তু প্রতুল্যতে।
কার্ষাপণশতানান্তু মূল্যং সদ্ভিঃ প্রকীর্ত্তিতম্॥"

নবোদিত সূর্য্যের ন্যায় অনতিগাঢ় লোহিত দ্যুতিযুক্ত একটি মাণিক যদি ওজনে কর্ষ পরিমিত হয়, তাহা হইলে পণ্ডিতেরা বলেন যে, তাহার মূল্য একশত কার্ষাপণ।

"যস্তু দাড়িমপুষ্পাভঃ কর্ষার্দ্ধেন তু সম্মিতঃ।
কার্ষাপণশতানান্তু বিংশতিং মূল্যমাদিশেৎ॥"

দাড়িমপুষ্পের আভার ন্যায় আভাযুক্ত মণি যদি গুরুত্বে অর্দ্ধকর্ষ হয়, তবে তাহার মূল্য দুই সহস্র কার্ষাপণ অবধারিত করিবেক।

"চত্বারো মাষকা যস্তু রক্তোৎপলদলপ্রভঃ।
মূল্যং তস্য বিধাতব্যং সূরিভিঃ শতপঞ্চকম্॥"

রক্তপদ্মের দলের ন্যায় প্রভাযুক্ত মণি যদি ওজনে চারি মাষা হয়, তবে রত্নবিৎ পণ্ডিতেরা তাহার মূল্য পঞ্চশত কার্ষাপণ স্থির করিবেন।

"দ্বিমাষকো যস্তু গুণৈঃ সর্ব্বৈরেব সমন্বিতঃ।
তস্য মূল্যং বিধাতব্যং দ্বিশতং তত্ত্ববেদিভিঃ॥"

সর্ব্বপ্রকার গুণসম্পন্ন মণি যদি গুরুত্বে দুই মাষা পরিমিত হয়, তাহা হইলে রত্নতত্ত্ববেত্তা পণ্ডিতগণ তাহার দুইশত কার্ষাপণ মূল্য ব্যবস্থা করিবেন।

"মাষৈকৈকমিতো যস্তু পদ্মরাগো গুণান্বিতঃ।
শতৈকসম্মিতং বাচ্যং মূল্যং রত্নবিচক্ষণৈঃ॥"

যে গুণযুক্ত পদ্মরাগ ওজনে এক মাষা পরিমিত হয়, রত্নতত্ত্ববিচক্ষণগণ তাহার এক শত কার্ষাপণ মূল্য বলিবেন।

"অতোন্যূনপ্রমাণাস্তু পদ্মরাগা গুণোত্তরাঃ।
স্বর্ণদ্বিগুণমূল্যেন মূল্যং তেষাং প্রকল্পয়েৎ॥"

উহা অপেক্ষা ন্যূন পরিমাণ গুণযুক্ত পদ্মরাগের সুবর্ণের দ্বিগুণ মূল্য স্থির করিবেক। অর্থাৎ একরতি সুবর্ণের যে মূল্য, ১রতি পদ্মরাগের মূল্য তাহার দ্বিগুণ *।

"অন্যে কুসুম্ভপানীয়মঞ্জিষ্ঠোদকসন্নিভাঃ।
কাষায়া ইতি বিখ্যাতাঃ স্ফটিকপ্রভবাশ্চ তে॥"
"তেষাং দোষো গুণো বাপি পদ্মরাগবদাদিশেৎ।
মূল্যমল্পন্তু বিজ্ঞেয়ং ধারণেঽল্পফলং তথা॥"

অন্যান্য যে সকল মণির রঙ্ কুসুমফুলের বা মাঞ্জিষ্ঠোদকের ন্যায় তাহারা স্ফটিক হইতে সমুৎপন্ন এবং তাহাদিগকে "কাষায়" মণি বলে। তাহাদিগেরও দোষগুণ পদ্মরাগমণির ন্যায় বিচার্য্য, কিন্তু তাহাদের মূল্য অত্যল্প এবং ধারণেও অল্প ফল।

ভোজকৃত যুক্তিকল্পতরু গ্রন্থ অপেক্ষা বৃহৎসংহিতা গ্রন্থটি বহু প্রাচীন। তাহাতে পদ্মরাগ মণি বা মাণিক্য সম্বন্ধে এইরূপ নিয়ম উল্লেখ দৃষ্ট হয়; যথা—

"ষড়্‌বিংশতিসহস্রাণ্যেকস্য মণেঃ পলপ্রমাণস্য।
কর্ষত্রয়স্য বিংশতিরুপদিষ্টা পদ্মরাগস্য॥
অর্দ্ধপলস্য দ্বাদশ কর্ষস্যৈকস্য ষট্‌সহস্রাণি।
যচ্চাষ্টমাসকধৃতং তস্য সহস্রত্রয়ং মূল্যম্॥
মাষকচতুষ্টয়ং দশশতত্রয়ং দ্বৌ তু পঞ্চশতমূল্যৌ।
পরিকল্প্যমন্তরালে মূল্যং হীনাধিকগুণানাম্॥

* ৮০ রতি কাঞ্চনকে পূর্ব্বকালে সুবর্ণ বলিত। উহাই তৎকালের মুদ্রা। সে অর্থ এস্থলে গৃহীত হইবেক না। কার্ষাপণ শব্দে এস্থলে ২ পুরাণ গৃহীত হয়। যথা—"কার্ষাপণঃ সমখ্যাতঃ পুরাণদ্বয়সম্মিতঃ।" পুরাণ শব্দের অর্থ এক মতে ১ পণ এবং এক মতে ১ কাহন।

বর্ণন্যূনস্যার্দ্ধং তেজোহীনস্য মূল্যমষ্টাংশঃ।
অল্পগুণো বহুদোষো মূল্যাৎ প্রাপ্নোতি বিংশাংশম্॥
আধূম্রং ব্রণবহুলং স্বল্পগুণং চাপ্নুয়াৎ দ্বিশতভাগম্।
ইতি পদ্মরাগমূল্যং পূর্ব্বাচার্য্যৈঃ সমুদ্দিষ্টম্॥"

পল পরিমাণ একটি পদ্মপাগ মণির মূল্য ২৬০০০ ( কার্ষাপণ )। ৩ কর্ষ পরিমাণ হইলে ২০০০০। অর্দ্ধপল পরিমাণ হইলে ১২০০০। ১ কর্ষ পরিমাণ হইলে ৬০০০। ওজনে ৮ মাষা হইলে ৩০০০। ৪ মাষা ওজনে হইলে ১০০৩। ২ মাষা ৫০০। এই ওজন ও মূল্য নির্দ্দিষ্ট হইল বটে ; কিন্তু উহাদের অন্তরাল অর্থাৎ মধ্যবর্ত্তী দশা দেখিয়া মূল্যের ন্যূনাধিক কল্পনা করিবেক। ওজনের ও গুণের আধিক্য দৃষ্ট হইলে মূল্যের আধিক্য এবং অল্পতা দৃষ্ট হইলে মূল্যেরও অল্পতা ( ভাগহারক্রমে ) কল্পনা করিবেক। পরন্তু বিশেষ ব্যবস্থা এই যে, বর্ণের বা ছায়ার ন্যূনতা দৃষ্ট হইলে সাধারণ মূল্যের অর্দ্ধাংশ এবং তেজোহীন দৃষ্ট হইলে ৮ ভাগের এক ভাগ প্রদান করিবেক। অল্প গুণ দোষ অনেক, এরূপ হইলে নির্দ্দিষ্ট মূল্যের ২০ অংশ প্রাপ্ত হইবেক। অল্প ধূম্রবর্ণ ও ব্রণবহুল ও অত্যল্প গুণযুক্ত হইলে তাহার মূল্য নির্দ্দিষ্ট মূল্যের দশভাগের এক ভাগ স্থির করিবেক। পূর্ব্বাচার্য্যেরা পদ্মরাগ মণির এইরূপ মূল্যই অবধারিত করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু মহর্ষি শুক্রাচার্য্য বলিয়াছেন যে,—

"রাজদৌষ্ট্যাচ্চ রত্নানাং মূল্যং হীনাধিকং ভবেৎ।"

রাজাদিগের দোষে রত্ন সকলের মূল্যের ন্যূনাধিক ঘটনা হইয়া থাকে।

---

## বৈদূর্য্য।

এই বৈদূর্য্য মণি মহারত্ন বলিয়া গণ্য। কেহ কেহ বলেন যে, বিদূর দেশীয় পর্ব্বতে উৎপন্ন হয় বলিয়া ইহার "বৈদূর্য্য" নাম হইয়াছে *। এই মণি অতি

* "বিদূরে ভবং বৈদূর্য্যং" এই ব্যুৎপত্তি অনুসারে কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে, এই মণি বিদূর নামক দেশে অথবা বিদূর নামক পর্ব্বতে উৎপন্ন হয়। আবার কেহ বলেন যে বিদূর নামক দেশ কিংবা বিদূর নামক পর্ব্বত, কি তদ্দেশীয় পর্ব্বতের কোন স্পষ্ট বিবরণ কোন সংস্কৃত গ্রন্থে পাওয়া যায় না ; কেবল জটাধর বিদূরাদ্রি শব্দের উল্লেখ করিয়াছেন ; কিন্তু তাঁহার টীকাকার

প্রাচীনকাল হইতে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। রামায়ণ ও মহাভারত প্রভৃতি সমুদায় প্রাচীন পুস্তকেই ইহার উল্লেখ দৃষ্ট হয়। ব্যবহারের বস্তু বলিয়া বৈদূর্য্য মণির অনেক সংস্কৃত নাম পর্য্যায়-বদ্ধ হইয়া গিয়াছে। জৈনাচার্য্য হেমচন্দ্র ইহার দুইটি মাত্র নাম নির্দ্দেশ করিয়াছেন। যথা—"বৈদূর্য্য বালবায়জমং" কিন্তু রাজনির্ঘণ্ট প্রভৃতি গ্রন্থে ইহার "কেতুরত্ন" "কৈতব" "প্রাবৃষ্য" "অভ্ররোহ" "খরাব্দাঙ্কুর" "বিদূররত্ন" "বিদূরজ" নাম দৃষ্ট হয়। শুক্রনীতিকার বলিয়াছেন যে, "বৈদূর্য্যঃ কেতুপ্রীতিকৃৎ।" "বৈদূর্য্যং মধ্যমং স্মৃতম্।" এই বৈদূর্য্য মণি কেতু-গ্রহের প্রীতিজনক এবং ইহা হীরকাদি উত্তম রত্নাপেক্ষা মধ্যমরত্ন বলিয়া গণ্য এতদ্ভিন্ন রাজবল্লভ গ্রন্থে ইহার ভৈষজ্যোপযোগী বিবিধ গুণ বর্ণিত হইয়াছে ; যথা—

"মুক্তা বিদ্রুম-বজ্রেন্দ্র-বৈদূর্য্য-স্ফটিকাদিকম্।
মণি-রত্নং সরং শীতং কষায়ং স্বাদু লেখনম্।
চাক্ষুষ্যং ধারণাত্তচ্চ পাপালক্ষ্মীবিনাশনম্॥"

মুক্তা, বিদ্রুম, হীরক, ইন্দ্রনীল, বৈদূর্য্য ও স্ফটিক প্রভৃতি মণিরত্ন সকল সারকগুণ-বিশিষ্ট, শীতল, কষায়রস, স্বাদুপাকী, উল্লেখনকর, চক্ষুর হিতকারী এবং ধারণ করিলে উহারা পাপ ও অলক্ষ্মী বিনাশ করে।

শাস্ত্রকারেরা যাহাকে "বৈদূর্য্য-মণি" বলিয়া গিয়াছেন, বঙ্গভাষায় তাহাকে "বৈদূর্য্য" ভিন্ন অন্য কোন নামে ব্যক্ত করা যায় না ; কিন্তু আধুনিক জহরীরা তাহাকে "লহসুনীয়া" বা "লেশনীয়া" বলিয়া থাকেন।

রাজনির্ঘণ্ট, গরুড়পুরাণ ও যুক্তি-কল্পতরু প্রভৃতি বহু গ্রন্থে এই বৈদূর্য্য-মণির ছায়া, বর্ণ ও পরীক্ষা প্রভৃতি বিষয়ে অনেক কথা লিখিত আছে।

---

"বিদূরদেশস্থ পর্ব্বতবিশেষ" এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। অন্য এক সম্প্রদায় বলেন যে, ভারতবর্ষের পশ্চিমোত্তরকোণে বিদূর নামক পর্ব্বত ছিল ; এক্ষণে তাহার নামান্তর হইয়া গিয়াছে। যদি তন্নামক পর্ব্বত সত্যসত্যই তৎস্থানে না থাকিবে, তবে কালিদাস ও মল্লিনাথ প্রভৃতি মহামহোপাধ্যায়গণ নিম্নলিখিত প্রকার লিখিবেন কেন ? যথা—"বিদূরভূমির্নবমেঘশব্দাৎ। (কালিদাস) "বিদূরস্য অদ্রেঃ প্রান্তভূমিঃ" (মল্লিনাথ) "অবিদূরে বিদূরস্য গিরেরুত্তুঙ্গরোধসঃ।" (বুদ্ধ)। যাহাই হউক, বিদূর নামক দেশ কিংবা বিদূর নামক পর্ব্বত নাই বলিয়াই আমাদের অনুভূত হয়, সুতরাং বৈদূর্য্য বা বিদূরজ শব্দের অতিদূর দেশ-জাত অর্থ করিলেই ভাল হয়। বোধ হয় পূর্ব্বে উহা বোখারা প্রভৃতি অতি দূর দেশ হইতে আর্য্যাবর্ত্তে আনীত হইত বলিয়া আর্য্যেরা বৈদূর্য্য নামে উল্লেখ করিতেন।

রাজনির্ঘণ্টকার বলেন যে, বৈদূর্য্যমণি সাধারণতঃ কৃষ্ণ-পীতবর্ণ ; কিন্তু শুক্র-নীতিতে লিখিত আছে যে, "নীলরক্তন্ত বৈদূর্য্যং শ্রেষ্ঠং হীরাদিকং ভবেৎ।" যে বৈদূর্য্য-মণি নীলরক্তবর্ণ সেই বৈদূর্য্যই শ্রেষ্ঠ। যাহাই হউক, কৃষ্ণ-পীত বা নীল-রক্ত হইলেও তাহার ছায়া বা কান্তিগত বিশেষ বৈলক্ষণ্য আছে সন্দেহ নাই। রাজ-নির্ঘণ্টকার বংশপত্র প্রভৃতি বস্তুর সাদৃশ্য দ্বারা বৈদূর্য্য-মণির স্বরূপগত কান্তির বর্ণন করিয়া উহাকে সহজবোধ্য করিয়া গিয়াছেন ; যথা—

"একং বেণুপলাশকোমলরুচা মায়ূরকণ্ঠত্বিষা,
মার্জারেক্ষণপিঙ্গলচ্ছবিজুষা জ্ঞেয়ং ত্রিধা চ্ছায়য়া।
যদ্‌গাত্রং গুরুতাং দধাতি নিতরাং স্নিগ্ধন্ত দোষোজ্ঝিতং,
বৈদূর্য্যং বিশদং বদন্তি সুধিয়ঃ স্বচ্ছঞ্চ তচ্ছোভনম্॥"

ইহার সংক্ষেপ অর্থ এই যে, বৈদূর্য্য-মণি তিন প্রকার ছায়ার দ্বারা ত্রিধা অর্থাৎ তিন প্রকার হইয়া থাকে। এক প্রকার "বেণুপলাশ" অর্থাৎ কচি বাঁশের পাতার রঙ্। দ্বিতীয় প্রকার ময়ূরকণ্ঠের রঙ্। তৃতীয় প্রকার "মার্জার" অর্থাৎ বিড়ালের চক্ষুর রঙ্। তন্মধ্যে যাহা বিশদ ও স্বচ্ছ, তাহাই উত্তম। এই উত্তম বৈদূর্য্য স্নিগ্ধ, ওজনে ভারী ও নির্দোষ।

" বিচ্ছায়ং মৃচ্ছিলাগর্ভং লঘু রুক্ষঞ্চ সক্ষতম্।
সত্রাসং পরুষং কৃষ্ণং বৈদূর্য্যং দূরতাং নয়েৎ॥"

যাহা বিচ্ছায় অর্থাৎ বিবর্ণ ( অথবা দ্বিবর্ণ ), যাহার অভ্যন্তরে মৃত্তিকা বা শিলা-চিহ্ন দৃষ্ট হয়, যাহা ওজনে হালকা, রুক্ষ, অস্নিগ্ধ, ক্ষতযুক্ত, ত্রাসচিহ্নে চিহ্নিত, কর্কশ, কৃষ্ণভাতি, এরূপ বৈদূর্য্য দূরে নিক্ষেপ করিবেক।

## পরীক্ষা।

"ঘৃষ্টং যদাত্মনা স্বচ্ছং স্বচ্ছায়াং নিকষাশ্মনি।
স্ফুটং প্রদর্শয়েদেতদ্বৈদূর্য্যং জাত্যমুচ্যতে॥",

রাজনির্ঘণ্ট॥

ইহার ভাবার্থ এই যে, কষ্টি-পাথরে ঘর্ষণ করিলে যাহার স্বচ্ছতা ও ছায়া পরি-স্ফুট হয়, সেই বৈদূর্য্যই জাত্য অর্থাৎ ভাল। গরুড়পুরাণে বৈদূর্য্যসম্বন্ধে এইরূপ উক্তি আছে। যথা—

"বৈদূর্য্য-পুষ্পরাগাণাং কর্কেত-ভীষ্মকে বদে।
পরীক্ষা ব্রহ্মণা প্রোক্তা ব্যাসেন কথিতা দ্বিজ॥"

হে দ্বিজ! "বৈদূর্য্য" "পুষ্পরাগ" "কর্কেত" ও "ভীষ্মক" মণির পরীক্ষা যাহা প্রথমে ব্রহ্মা বলিয়াছিলেন, পশ্চাৎ ব্যাস যাহা বলিয়াছেন, আমি তাহাই বলিতেছি; শ্রবণ কর।

"কল্লান্তকালক্ষুভিতাম্বু রাশি-নিহ্রাদকল্লাদ্দিতিজস্য নাদাৎ॥
বৈদূর্য্য মুৎপন্ন মনেকবর্ণং শোভাভিরামং দ্যুতিবর্ণবীজম্॥"

সেই দৈত্যের মহাপ্রলয়ক্ষুভিত সমুদ্রগর্জ্জনের ন্যায় অথবা বজ্রনিষ্পেষশব্দের ন্যায় শব্দ হইতে অনেক রঙের বৈদূর্য্য উৎপন্ন হইয়াছিল। সে সমস্তই শোভাযুক্ত, মনোহর, আভা ও বর্ণ-বিশিষ্ট।

"অবিদুরে বিদুরস্য গিরেরুত্তুঙ্গরোধসঃ।
কাম-ভূতিক-সীমান মনু তস্যাকরোঽভবৎ॥

বিদুর-নামক পর্ব্বতের উচ্চ প্রদেশের নিকটে অর্থাৎ প্রান্তদেশে কামভূতি নামক স্থানে তাহার আকর অর্থাৎ উৎপত্তি-স্থান আছে।*

"তস্য নাদসমুত্থত্বাদাকরঃ সুমহাগুণঃ।
অভূত্তত্তারিতোলোকে লোকত্রয়বিভূষণঃ॥"

"তস্যৈব দানবপতের্নিনদানুরূপ-
প্রাবৃট্‌পয়োদবরদর্শিতচারুরূপাঃ।
বৈদূর্য্য রত্নমণয়ো বিবিধাবভাসা-
স্তস্মাৎ স্ফুলিঙ্গনিবহা ইব সম্বভূবুঃ॥"

দৈত্যধ্বনিসমুত্থ বলিয়া তাহার আকর সুন্দর ও মহাগুণবিশিষ্ট হইয়াছিল। সেই মহাগুণ আকর হইতে উত্থিত বা উৎপন্ন হওয়ায় তাহা ত্রিলোকের ভূষণ হইয়াছে। সেই দানবরাজের গর্জ্জনের অনুরূপ বর্ষাকালের মেঘরাজের ন্যায় বিচিত্র, মনোহর বর্ণবিশিষ্ট ও নানাপ্রকার ভাস অর্থাৎ দীপ্তিযুক্ত বৈদূর্য্য-মণি সেই সকল আকর হইতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ-সমূহের ন্যায় আবির্ভূত হইয়াছিল।

* মল্লিনাথসুরি কুমারসম্ভবের টীকায় বুদ্ধবচন বলিয়া "কামভূতিক-সীমানং" পাঠের পরিবর্ত্তে "কাকতালীয়সীমান্তে মণীনামাকরোঽভবৎ" পাঠ করিয়াছেন।

"তেষাং প্রধানং শিখিকণ্ঠনীলং যদ্বা ভবেদ্বেণুদলপ্রকাশম্।
চাষাগ্রপক্ষপ্রতিমশ্রিয়ো যে ন তে প্রশস্তা মণিশাস্ত্রবিদ্ভিঃ॥"

বৈদূর্য্য বহুপ্রকার হইলেও ময়ূরকণ্ঠ রঙের এবং বংশ-পত্র বর্ণের বৈদূর্য্যই প্রধান বা উৎকৃষ্ট। যাহার বর্ণ "চাষ" বা নীলকণ্ঠ নামক পক্ষীর পক্ষাগ্রভাগের ন্যায়, সে বৈদূর্য্য-মণি উত্তম নহে।

"গুণবান্ বৈদূর্য্যমণির্যো জয়তি স্বামিনং বরভাগ্যৈঃ।
দোষৈর্যুক্তোদোষৈস্তস্মাৎ যত্নাৎ পরীক্ষেত॥"

যেহেতু গুণযুক্ত বৈদূর্য্য-মণি ধারণকর্ত্তার ও প্রভুর সৌভাগ্য আনয়ন করে, আর দোষবান্ বৈদূর্য্য দোষ আনয়ন করে, সেইহেতু যত্নপূর্ব্বক তাহাকে পরীক্ষা করিবেক।

"গিরিকাচ-শিশুপালৌ কাচ-স্ফটিকাশ্চ ভূমিনির্ভিন্নাঃ।
বৈদূর্য্য-মণেরেতে বিজাতয়ঃ সন্নিভাঃ সন্তি॥"

"গিরিকাচ" "শিশুপাল" "কাচ" ও "স্ফটিক" ভূমিনির্ভিন্ন অর্থাৎ ভূমি ভেদ করিয়া উৎপন্ন উক্ত কয়েক প্রকার বস্তুই বৈদূর্য্য-মণির সদৃশ ও বিজাতীয়। অর্থাৎ উল্লিখিত নামীয় মণি সকল বৈদূর্য্য-মণির ন্যায় দেখায় বটে, কিন্তু তাহা পরীক্ষায় তত্তুল্য নহে, সুতরাং তাহারা বিজাতীয়। গিরিকাচ প্রভৃতির লক্ষণ এই যে,—

"লিখ্যাভাবাৎ কাচং লঘুভাবাচ্ছিশুপালকং বিদ্যাৎ।
গিরিকাচমদীপ্তিত্বাৎ স্ফটিকং বর্ণোজ্জ্বলত্বেন॥"

লিখ্যাভাব অর্থাৎ প্রমাণ-গত ক্ষুদ্রতা হেতু "কাচ"। লঘুভাব অর্থাৎ ওজনে হাল্কা বলিয়া "শিশুপাল"। দীপ্তিহীনতা হেতু "গিরিকাচ"। বর্ণের ঔজ্জ্বল্য থাকায় "স্ফটিক"। বিজাত বৈদূর্য্য এই চারি প্রকার লক্ষণাক্রান্ত হয়।

'স্নেহপ্রভেদো লঘুতা মৃদুত্বং বিজাতিলিঙ্গং খলু সার্ব্বজন্যম্।

অন্যান্য মণির ন্যায় বৈদূর্য্য-মণিরও বিজাতি আছে। সমস্ত বিজাত মণিই জাত্যমণির সমানবর্ণযুক্ত হইয়া থাকে। নানাপ্রকার উপকরণ দ্বারা তাহাদের প্রভেদ-অনুমানের পথ প্রদর্শিত হইয়াছে। বিদ্বান মনুষ্য সে সকলকে বিচার ও সুখে লক্ষ্য করিয়া থাকেন। "স্নেহ প্রভেদ" অর্থাৎ লাবণ্যের ত্রুটি, "লঘুতা" অর্থাৎ ওজনে হাল্কা, "মৃদুত্ব" অর্থাৎ অকঠিনতা, এই কয়েকটী বিজাতি-পরীক্ষার সর্ব্বজন-বিদিত চিহ্ন। অর্থাৎ এই কয়েকটী লক্ষণ দৃষ্ট হইলেই তাহা জাত্য

মণি নহে বলিয়া জানিতে হইবেক। এইরূপ প্রভেদ পরীক্ষা স্থানান্তরেও উক্ত হইয়াছে। যথা—

"সুখোপলক্ষ্যশ্চ সদা বিচার্য্যোহয়ং প্রভেদো বিদুষা নরেণ।
স্নেহ-প্রভেদো লঘুতা-মৃদুত্বং বিজাতি-লিঙ্গং খলু সাব্বজন্যম্॥"

মূল্য।

"যদিন্দ্রনীলস্য মহাগুণস্য সুবর্ণ-সংখ্যা-কলিতস্য মূল্যম্।
তদেব বৈদূর্য্য-মণেঃ প্রদিষ্টং পলদ্বয়োন্মাপিত-গৌরবস্য॥"

এক সুবর্ণের দ্বারা যে পরিমাণ নির্দ্দোষ "ইন্দ্রনীল" মণি লাভ হয়, ওজনে দুই পল পরিমাণ বৈদূর্য্য-মণির সেই মূল্য; ইহা রত্ন শাস্ত্রবেত্তারা বলিয়া থাকেন।

"কুশলাকুশলৈঃ প্রযুজ্যমানাঃ প্রতিবদ্ধাঃ প্রতিসৎক্রিয়াপ্রয়োগৈঃ।
গুণদোষসমুদ্ভবং লভন্তে মণয়োহর্থান্তরমূল্যমেব ভিন্নাঃ?"
"ক্রমশঃ সমতীতবর্ত্তমানাঃ প্রতিবদ্ধা মণিবন্ধকেন যত্নাৎ।
যদি নাম ভবন্তি দোষহীনা মণয়ঃ ষড়্গুণমাপ্নুবন্তি মূল্যম্॥"
"আকরান্ সমতীতানামুদধেস্তীরসন্নিধৌ।
মূল্যমেতন্মণীনাস্তু ন সর্ব্বত্র মহীতলে॥"

শাস্ত্রে যে প্রকার মণি-মূল্য উক্ত হইয়াছে, আকর স্থান অতিক্রম করিলে সে মূল্য পৃথিবীর স্থান-সাধারণের নিমিত্ত নির্দ্দিষ্ট নহে। সমুদ্র-তীরের নিকটবর্ত্তী দেশে ও অপর স্থানের নিমিত্তই উল্লিখিত মূল্য নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

"সুবর্ণো মনুনা যস্তু প্রোক্তঃ ষোড়শমাষকঃ।
"তস্য সপ্ততিমো ভাগঃ সংজ্ঞারূপং করিষ্যতি॥"
"শাণশ্চতুর্মাষমানো মাষকঃ পঞ্চকৃষ্ণলঃ।
পলস্য দশমো ভাগো ধরণঃ পরিকীর্ত্তিতঃ॥"
"ইতি মানবিধিঃ প্রোক্তো রত্নানাং মূল্য-নিশ্চয়ে॥"

মনু ১৬ মাষা পরিমাণ কাঞ্চনকে সুবর্ণ সংজ্ঞা দিয়াছেন; তাহার ৭০ ভাগ পর্য্যন্ত বিশেষ বিশেষ নাম উৎপাদন করে। ৪ মাষায় ১শাণ, ৫ মাষায় কৃষ্ণল, পলের দশম ভাগ ধরণ নামে উক্ত হয়। রত্ন-সকলের মূল্যাবধারণের জন্যই এই সকল পরিমাণ উক্ত হইয়াছে।

শুক্রাচার্য্য বলেন যে "চলত্রিসূত্রোবৈদূর্য্য উত্তমং মূল্যমর্হতি।" ত্রিসূত্র বৈদূর্য্য

অধিক মূল্যের যোগ্য। ফল কথা এই যে, বৈদূর্য্যই হউক আর রত্নান্তরই হউক রমণীয় ও দুর্লভ হইলেই তাহার সেই দুর্লভ্যত্বাদি অনুসারে যথেচ্ছ মূল্য হয়, তাহাতে মান পরিমাণ অপেক্ষা করে না। যথা—

"অত্যন্তরমণীয়ানাং দুর্লভানাঞ্চ কামতঃ।
ভবেন্মূল্যং ন মানেন তথাতিগুণশালিনাম্॥"
শুক্রনীতি।

যুক্তিকল্পতরুমতের পরীক্ষাদি।

"সিতঞ্চ ধূম্রসঙ্কাশমীষৎকৃষ্ণনিভং ভবেৎ।
বৈদূর্য্যং নাম তদ্রত্নং রত্নবিদ্ভিরুদাহৃতম্॥"

অল্প কৃষ্ণমিশ্রিত শ্বেতবর্ণ ও ধূম্রবর্ণ যে মণি—রত্নবেত্তৃগণ তাহাকে বৈদূর্য্যনামক রত্ন বলিয়া থাকেন।

"ব্রহ্ম-ক্ষত্রিয়-বিট্-শূদ্রজাতিভেদাচ্চতুর্ব্বিধম্।
সিতনীলো ভবেদ্বিপ্রঃ সিতরক্তস্তু বাহুজঃ।
পীতানীলস্তুবৈশ্যঃ স্যাৎ নীল এব হি শূদ্রকঃ॥"

বৈদূর্য্য-মণিও ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শূদ্র,—এই চারি প্রকার ভেদ অনুসারে চারি জাতি। যাহা "সিত-নীল" অর্থাৎ শ্বেত কৃষ্ণ মিশ্রিত বর্ণবান্, তাহা ব্রাহ্মণ জাতীয়! "সিতরক্ত" অর্থাৎ যাহা ঈষৎরক্ত-মিশ্রিত শ্বেতবর্ণ তাহা ক্ষত্রিয়। "পীতরক্ত" অর্থাৎ যাহা অল্পরক্তমিশ্রিত পীতবর্ণ তাহা বৈশ্যজাতীয় এবং যাহা কেবল কাল তাহা শূদ্রজাতীয়।

"মার্জ্জার-নয়ন-প্রখ্যং রসোন-প্রতিমং হি বা।
কলিলং নির্ম্মলং ব্যঙ্গং বৈধূর্য্যং দেব-ভূষণম্॥"

বিড়াল-চক্ষুর ন্যায় কিংবা লসুন-বর্ণের ন্যায় বর্ণযুক্ত, কলিল, নির্ম্মল ও ব্যঙ্গ-গুণ-বিশিষ্ট যে বৈদূর্য্য—তাহা দেবভূষণ অর্থাৎ দেবতারাও তাহা ভূষণার্থ ধারণ করেন। শ্লোকস্থ "কলিল" ও "ব্যঙ্গ" শব্দের অর্থ কি? তাহা বলা যাইতেছে—

"সুতারং ধনমত্যচ্ছং কলিলং ব্যঙ্গমেবচ।
বৈদূর্য্যাণাং সমাখ্যাতা এতে পঞ্চ মহাগুণাঃ॥"

"সুতার" "ঘন" "অত্যচ্ছ" "কলিল" ও "ব্যঙ্গ" এই পাঁচটি বৈদূর্য্য-মণির মহাগুণ বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে।

"সুতার" গুণের লক্ষণ এই যে—

"উদ্গিরন্নিব দীপ্তিং যোঽসৌ সুতার ইতি গদ্যতে ॥"

মণি যদি দীপ্তি অর্থাৎ তেজ বমন করিতে থাকে তবে তাহাকে "সুতার" নামক মহাগুণ বলা যায়।

"ঘন" প্রভৃতি মহাগুণ কি? তাহাও বলা যাইতেছে—

"প্রমাণতাল্পং গুরু যৎ ঘনমিত্যভিধীয়তে।
কলঙ্কাদিবিহীনং তদত্যচ্ছমিতি কীর্ত্তিতম্।
ব্রহ্ম শূদ্রং কলাকারশ্চঞ্চলো যত্র দৃশ্যতে।
কলিলং নাম তদ্রাজ্ঞঃ সর্ব্বসম্পত্তিকারকম্ ॥"
"বিশ্লিষ্টাঙ্গস্তু বৈদূর্য্যং ব্যঙ্গমিত্যভিধীয়তে।"

প্রমাণে অল্প, কিন্তু পরিমাণ-গুরু অর্থাৎ ওজনে ভারি। এইরূপ হইলে তাহাকে "ঘন" গুণ বলা যায়। কলঙ্ক প্রভৃতি দোষরহিত হইলে, তাহা "অত্যচ্ছ" গুণ বলিয়া কথিত হয়। যাহাতে চন্দ্রকলার ন্যায় এক প্রকার চঞ্চলবৎ পদার্থ দৃষ্ট হয়, তাহাই "কলিল" এবং তাহা রাজাদিগের সম্পত্তি-দায়ক। যাহার অবয়ব বিশ্লিষ্ট অর্থাৎ বিশেষরূপে অসংহত তাহা "ব্যঙ্গ"।

## দোষ।

যেমন পাঁচটী গুণ নির্দ্দিষ্ট আছে, সেইরূপ পাঁচটী দোষও নির্ণীত আছে। যথা—

"কর্করং কর্কশং ত্রাসঃ কলঙ্গো দেহ ইত্যপি।
এতে পঞ্চ মহাদোষা বৈদূর্য্যাণামুদীরিতাঃ ॥"

মণিশাস্ত্রবিৎ পণ্ডিতগণ কহিয়াছেন যে, বৈদূর্য্য মণির পাঁচটী প্রধান দোষ আছে। যথা—"কর্কর" "কর্কশ" "ত্রাস" "কলঙ্ক", "দেহ"। কিরূপ? তাহাও বর্ণিত হইতেছে।

"শর্করাযুক্তমিব যৎ প্রতিভাতি চ কর্করম্।"

যাহা দেখিবামাত্র শর্করাযুক্তের ন্যায় (কাঁকর-যুক্ত) বোধ হয়, তাহাই "কর্কর" দোষ।

"স্পর্শেঽপি চ যত্তজ্জ্ঞেয়ং কর্কশং বন্ধুনাশনম্।"

স্পর্শ করিবামাত্র যাহা কাঁকরযুক্ত বলিয়া অনুভব হয়, তাহাই "কর্কশ" দোষ। এই দোষ বন্ধুনাশ করিয়া থাকে।

"ভিন্ন-ভ্রান্তিকরস্ত্রাসঃ স কুর্য্যাৎ কুল-সংক্ষয়ম্।"

যাহা দেখিবামাত্র ভাঙ্গা বলিয়া ভ্রান্তি জন্মে, তাহাই "ত্রাস" নামক দোষ। ত্রাসদোষদূষিত বৈদূর্য্য বংশবিনাশ করিয়া থাকে।

"বিরুদ্ধবর্ণো যস্যাঙ্কে কলঙ্কঃ ক্ষয়কারকঃ।"

যাহার ক্রোড়ে বিজাতীয় বর্ণ লক্ষ্য হয়, তাহার সেই দোষের নাম "কলঙ্ক" এই কলঙ্ক-দুষ্ট মণি ধারণ করিলে বিনষ্ট হইতে হয়।

"মলদিগ্ধ ইবাভাতি দেহোদেহ-বিনাশনঃ।"

যাহা দেখিতে মল-বিলিপ্তের ন্যায় তাহাও সদোষ। এই দোষকে "দেহ" দোষ বলা যায়। এই দেহ-দোষ-দুষ্ট বৈদূর্য্য শরীর ক্ষয় করিয়া থাকে, অর্থাৎ রোগ জন্মায়।

গরুড়পুরাণ প্রভৃতি গ্রন্থে বৈদূর্য্য-মণির যেরূপ দোষগুণাদির বর্ণনা আছে তাহাই বর্ণিত হইল।

বৈদূর্য্য ( Lapis lazuli ) পারস্য, বেলুচিস্থান, চীন, বোখারা এবং সাই-বিরিয়া দেশে প্রাপ্ত হওয়া যায়। ইহা ভিন্ন চীনদেশে এক প্রকার নিকৃষ্ট শ্রেণীর বৈদূর্য্য পাওয়া গিয়া থাকে। অতি উৎকৃষ্ট বৈদূর্য্য ইতালীয় এবং স্পেন-দেশীয় প্রাচীন ধর্ম্ম-মন্দিরের বেদীর উপর সুশোভিত দেখিতে পাওয়া গিয়া থাকে। রুসীয় জারস্কোসেনো নামক রাজ-প্রাসাদের একটী হর্ম্মোর ভিত্তি উত্তম বৈদূর্য্য দ্বারা সুশোভিত রহিয়াছে। উহা দ্বিতীয় কাথারিনের সময় নির্ম্মিত হইয়াছিল।

সাম্‌সুল্‌ওম্‌রার বংশধরগণের মধ্যে এক থান অতি বহুমূল্য বৈদূর্য্য ছিল, তাহার মূল্য লক্ষ মুদ্রা। সেই বৈদূর্য্যখণ্ড এক্ষণে হাইদ্রাবাদের নবাবের নিকট আছে।

সম্প্রতি বিলাতের "টাইমস্" পত্র দৃষ্টে জ্ঞাত হওয়া গেল, মেং ব্রাইশরাইট নামক একজন রত্নপরীক্ষকের নিকট এক খণ্ড বৈদূর্য্যনির্ম্মিত ও বিবিধ রত্ন দ্বারা খচিত একটী শিবলিঙ্গ আছে। উহা অনুমান ১৭০০ বৎসর পূর্ব্বে কোন হিন্দু-নৃপতির নিকট ছিল, তৎপরে দিল্লীর বাদসাহের হস্তগত হয়, রাইট্ সাহেব ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে সিপাহীবিদ্রোহের সময় দিল্লীর কোন বেগমের নিকট হইতে উহা ক্রয় করিয়াছিলেন।

---

## গোমেদ-মণি।

এই মণি বা রত্ন স্বনামখ্যাত। আধুনিক জহরীরাও ইহাকে "গোমেদক্" বলিয়া থাকেন। কেহ কেহ পীত মণিও বলেন। বস্তুতঃ ইহা সম্পূর্ণ পীত নহে; কিঞ্চিৎ অরুণপ্রভাও আছে। যথা—

"গোমেদঃ প্রিয়কৃৎ রাহোরীষৎ পীতারুণপ্রভঃ।"

শুক্রনীতি।

সংস্কৃত অভিধানে ইহার ৫টী নাম দেখা যায়। যথা—গোমেদ, রাহুরত্ন, তমোমণি, স্বর্ভানব, পিঙ্গস্ফটিক। পিঙ্গস্ফটিক ও পীতমণি এই দুইটী নাম গুণ ও দৃশ্য অনুসারী। ইহা এক প্রকার স্ফটিক বলিলেও বলা যায়। কেবল রঙের ও রাসায়নিক গুণের প্রভেদ থাকাতেই স্বতন্ত্ররূপে পরিগৃহীত হইয়া থাকে। স্ফটিক শ্বেতবর্ণ কিন্তু ইহা পিঙ্গলবর্ণ বা পীতবর্ণ হয় বলিয়া ইহাকে পীতমণি ও পিঙ্গস্ফটিক বলা যায়। হিমালয় ও সিন্ধুপ্রদেশে এই রত্ন অধিক পরিমাণে উৎপন্ন হইয়া থাকে। তাহার প্রমাণ পশ্চাৎ প্রদত্ত হইবে।

রাজনির্ঘণ্ট নামক বৈদ্যশাস্ত্রে ইহার ভৈষজ্যোপযোগী গুণ এইরূপ নির্ণীত হইয়াছে। যথা—অম্লরস, উষ্ণবীর্য্য, বাতনাশক, বিকারনাশক, উত্তেজক, অগ্নি-শুদ্ধিকারক।

জ্যোতিঃশাস্ত্র মতে ইহা ধারণ করিলে পাপ নষ্ট হয়। শুক্রনীতি নামক প্রাচীন নীতিগ্রন্থের রত্নপরীক্ষাপ্রকরণে গোমেদমণি মহারত্ন মধ্যে পরিগণিত হই-য়াছে। যথা—

"বজ্রং মুক্তা প্রবালঞ্চ গোমেদশ্চেন্দ্রনীলকঃ।
বৈদুর্য্যঃ পুষ্পরাগশ্চ পাচির্মাণিক্যমেব চ।
মহারত্নানি চৈতানি নব প্রোক্তানি সূরিভিঃ॥"

উল্লিখিত শ্লোকে যে সকল মহারত্নের উল্লেখ হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে মুক্তা, মাণিক্য ও বৈদুর্য্য-রত্নের বিষয় আমরা বর্ণন করিয়াছি, এক্ষণে গোমেদ-মণির বর্ণন করা যাউক।

শুক্রনীতিপ্রণেতা গোমেদ-মণিকে মহারত্ন মধ্যে পরিগণিত করিয়া অবশেষে বলিলেন যে,—

"রত্নশ্রেষ্ঠতরং বজ্রং নীচে গোমেদবিদ্রুমে।"

রত্নের মধ্যে বজ্র অর্থাৎ হীরকই শ্রেষ্ঠ। আর গোমেদ ও বিদ্রুমই অধম।

শুক্রনীতিকার গোমেদ-মণির পরীক্ষাদি সম্বন্ধে কোন বিশেষ কথা লেখেন নাই, কেবল এইমাত্র বলিয়াছেন, যে—

"নায়সোল্লিখ্যতে রত্নং বিনা মৌক্তিকবিদ্রুমাৎ।
পাষাণে চাপি চ প্রায় ইতি রত্নবিদোবিদুঃ॥"

রত্নতত্ত্ববেত্তারা জানেন যে, মুক্তা ও বিদ্রুম ভিন্ন কোন রত্নই লৌহশলাকার দ্বারা উল্লিখিত (গাত্রে আঁচোড় দেওয়া) করা যায় না। সুতরাং গোমেদকেও লৌহের দ্বারা আঞ্চোড়িত ও পাষাণে ঘৃষ্ট করা যায় না; ইহা প্রায়িক জানিতে হইবে।

মূল্যসম্বন্ধেও কোন বিশেষ বিধান করেন নাই। সামান্যাকারে বলিয়াছেন যে,—

"অত্যল্পমূল্যো গোমেদো নোন্মানন্তু যতোঽর্হতি।"
"সংখ্যাতঃ স্বল্পরত্নানাং মূল্যং স্যাৎ————"

শুক্রনীতি।

অর্থাৎ গোমেদ মণির মূল্য অতি অল্প; সেই হেতু উহা উন্মান অর্থাৎ ওজন করিবার যোগ্য নহে। গোমেদ ও অন্যান্য স্বল্প রত্ন সকলের সংখ্যা অর্থাৎ গণ্তি অনুসারে মূল্য অবধারিত করা কর্ত্তব্য। তন্মধ্যে বিশেষ এই যে,—

"অত্যন্তরমণীয়ানাং দুর্লভানাঞ্চ কামতঃ।
ভবেন্মূল্যং ন মানেন তথাতিগুণশালিনাম্॥"

শুক্রনীতি।

স্বল্পরত্ন হইলেও যদি দেখিতে সুন্দর হয় বা দুষ্প্রাপ্য হয় তবে তাহার মূল্য ক্রেতা বিক্রেতার ইচ্ছার উপর নির্ভর করে এবং অত্যন্ত গুণান্বিত মহারত্নের পক্ষেও এই নিয়ম আছে। পরন্তু রাজার দোষে কখন কখন ব্যতিক্রম হইয়া থাকে। বর্ত্তমানকালে স্বর্ণের মহার্ঘতা পর্য্যালোচনা করিলেই উক্ত বাক্যের যথার্থতা সপ্রমাণ হইবেক।

"রজতং ষোড়শগুণং ভবেৎ স্বর্ণস্য মূল্যকম্।"

পূর্ব্বে স্বর্ণের মূল্য রজতের ১৬ গুণ ছিল এক্ষণে উক্ত নিয়ম রাজার দুরভিসন্ধিক্রমে ব্যতিক্রান্ত হইয়া ১৬ গুণের পরিবর্ত্তে ২০ গুণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। রৌপ্যের মূল্য কম ও সুবর্ণের মূল্য বৃদ্ধি হওয়ায় ভারতবর্ষের ক্ষতি ও বিলাতের

বিলক্ষণ লাভ হইতেছে। এরূপ ঘটনা পুরাতন কালেও কখন কখন হইত বলিয়া শুক্রনীতিকার স্পষ্টাক্ষরে বলিলেন যে—

"রাজদৌষ্ট্যাচ্চ রত্নানাং মূল্যং হীনাধিকং ভবেৎ।"

সে যাহা হউক, এক্ষণে প্রকৃত বিষয়ের অনুসরণ করা যাউক। গোমেদ-মণির উৎপত্তিস্থান, বর্ণ, কান্তি, পরীক্ষা ও মূল্যাদির বিষয় অন্যান্য গ্রন্থ অপেক্ষা যুক্তিকল্পতরু ও গরুড়পুরাণে কিছু অধিক লিখিত আছে। পরন্তু গরুড়পুরাণের পাঠ এবং শব্দকল্পদ্রুমধৃত যুক্তিকল্পতরুগ্রন্থের পাঠ প্রায় একরূপ দেখা যায়। তন্মতের বিবরণ এইরূপ—

### আকর।

হিমালয় ও সিন্ধু প্রদেশেই গোমেদ-মণির আকর বা উৎপত্তিস্থান। যথা—

"হিমালয়ে বা সিন্ধৌ বা গোমেদমণিসম্ভবঃ।"

### পরীক্ষা।

"পরীক্ষা বহ্নিতঃ কার্য্যা শাণে বা রত্নকোবিদৈঃ।"

রত্নতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা অগ্নিতে অথবা শাণযন্ত্রে ইহার পরীক্ষা করিতে উপদেশ করিয়াছেন।

### পরীক্ষার প্রয়োজন।

"স্ফটিকেনৈব কুর্ব্বন্তি গোমেদপ্রতিরূপিণম্।"

চতুর শিল্পীরা স্ফটিকের দ্বারা কৃত্রিম গোমেদ মণি প্রস্তুত করিয়া থাকে এজন্য পরীক্ষা করা আবশ্যক।

### বর্ণাদি।

"স্বচ্ছকান্তির্গুরুঃ স্নিগ্ধো বর্ণাঢ্যো দীপ্তিমানপি।
বলক্ষঃ পিঞ্জরো ধন্যো গোমেদ ইতি কীর্ত্তিতঃ॥"

গোমেদ মণির কান্তি অতি স্বচ্ছ এবং স্নিগ্ধ। ওজনে ভারি এবং বর্ণও গাঢ়। দীপ্তি অর্থাৎ তেজ বা আভাও আছে। কিঞ্চিৎ শ্বেত ও পিঞ্জর বর্ণও হয় এবং তাহা ধন্য বলিয়া গণ্য।

### জাতি।

রত্নতত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিতেরা বৈদূর্য্যাদি মণির ন্যায় ইহারও চারি প্রকার জাতি কল্পনা করিয়া থাকেন। যথা—

"চতুর্ধা জাতিভেদস্তু গোমেদেঽপি প্রকাশ্যতে।"

"ব্রাহ্মণঃ শুক্লবর্ণঃ স্যাৎ ক্ষত্রিয়ো রক্ত উচ্যতে।

আপীতোবৈশ্যজাতিস্তু শূদ্রস্ত্বানীল উচ্যতে॥"

যাহা শ্বেতাভ তাহা ব্রাহ্মণ জাতি, রক্তের আভা থাকিলে তাহা ক্ষত্রিয় জাতি, কিঞ্চিৎ পীত থাকিলে বৈশ্য জাতি, এবং নীল আভা থাকিলে তাহা শূদ্র জাতি।

ছায়া।

অন্যান্য মণির ন্যায় ইহারও চারি প্রকার ছায়া আছে।

"ছায়া চতুর্ব্বিধা শ্বেতা রক্তা পীতাঽসিতা তথা।"

শ্বেতছায়া, রক্তছায়া, পীতছায়া ও নীলছায়া। গোমেদমণির এই চারি প্রকার ছায়া হয়; পরন্তু পীতের ভাগ প্রত্যেক ছায়ায় অনুগত থাকে এবং পীতই অধিক বলিয়া ইহার নাম "পীতমণি"। মাংসপ্রভব ধাতুবিশেষকে মেদ বলে। মাংস কায়াগ্নির দ্বারা পাক প্রাপ্ত হইয়া মেদ উৎপাদন করে, তাহা মাংসেই আশ্লিষ্ট থাকে। গোমাংসের মেদ যেরূপ পীতবর্ণ এই মণিও সেইরূপ পীতবর্ণ। সুতরাং গোমেদ-নাম অযোগ্য হয় নাই।

দোষ।

"যে দোষা হীরকে জ্ঞেয়াস্তে গোমেদমণাবপি।"

হীরক-প্রকরণে হীরকের যে সকল দোষ উক্ত হইয়াছে, গোমেদমণিতেও সেই সকল দোষ জানিবে। হীরকের দোষ কি কি? তাহা হীরকপ্রস্তাবে বিশেষরূপে বিবৃত হইবেক। এক্ষণে স্থূলতর দোষের উল্লেখ করিতেছি।

"লঘুর্ব্বিরূপোঽতিখরোঽত্যমানঃ স্নেহোপলিপ্তোমলিনঃ খরোঽপি।

করোতি গোমেদমণির্ব্বিনাশং সম্পত্তিভোগাবলবীর্য্যরাশেঃ॥"

লঘু অর্থাৎ ওজনে হাল্কা, বিরূপ অর্থাৎ দেখিতে বিবর্ণ, অত্যন্ত খর অর্থাৎ কর্কশ, স্নিগ্ধতাসত্ত্বেও মলিন, এরূপ গোমেদমণি ধারণ করিলে সম্পত্তি, ভোগ, বল ও বীর্য্য বিনাশ হয়।

গুণ।

সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম গুণ সকল হীরকপ্রস্তাব হইতে জ্ঞাতব্য; পরন্তু স্থূলতর গুণ এই যে—

২৪৭

"গুরুঃ প্রভাঢ্যঃ সিতবর্ণরূপঃ স্নিগ্ধোমৃদুর্বাতিমহাপুরাণঃ।
স্বচ্ছস্তু গোমেদমণির্ধৃতোহয়ং করোতি লক্ষ্মীং ধনধান্যবৃদ্ধিম্॥"

গুরু অর্থাৎ ওজনে ভারী, প্রভাপরিপূর্ণ, শুভ্রবর্ণ, স্নিগ্ধ, মৃদু, অর্থাৎ কার্কশ্যবর্জ্জিত ও পুরাতন অর্থাৎ উৎপত্তির পর দীর্ঘকালে উদ্ধৃত (পাকা); এরূপ গোমেদমণি ধারণ করিলে লক্ষ্মীর কৃপা হয় ও ধনধান্য বৃদ্ধি হয়।

### মূল্য।

ইহার মূল্য অতি স্বল্প। তথাপি তৎসম্বন্ধে নিম্ন-লিখিত মূল্য নির্দ্দিষ্ট আছে। যথা—

"শুদ্ধস্য গোমেদমণেস্তু মূল্যং সুবর্ণতোদ্বৈগুণমাহুরেকে।
অন্যে তথা বিদ্রুমতুল্যমূল্যং তথাহপরে চামরতুল্যমাহুঃ॥"

শুদ্ধ অর্থাৎ নির্দ্দোষ গোমেদমণির মূল্য এক সুবর্ণ অপেক্ষা দ্বিগুণ। কেহ বলেন যে, বিদ্রুমের সহিত সমান মূল্য। অপরে বলেন যে, তাহাও নহে। উৎকৃষ্ট চামরের যে মূল্য, একখণ্ড গোমেদমণিরও সেই মূল্য।

"চতুর্বিধানামেষান্তু ধারণে পরিসম্মতম্।"

উল্লিখিত চতুর্বিধ গোমেদই ধারণের যোগ্য।

---

## বজ্র বা হীরক।

প্রাচীন রত্নশাস্ত্রে এই রত্নের যৎপরোনাস্তি প্রশংসা আছে। অধুনাতনকালেও ইহার সমধিক মান্যের কিছুমাত্র ত্রুটি হয় নাই। পৃথিবীতে যত প্রকার রত্ন আছে, সমুদায়ের মধ্যে হীরকই শ্রেষ্ঠ। হীরক অপেক্ষা মূল্যবান্ রত্ন আর নাই। হীরক কি পদার্থ, তাহার দোষ গুণ কিরূপ? পরীক্ষা কিরূপ? পূর্ব্বকালে কোথায় জন্মিত? এবং এখনই বা ইহা কোথায় জন্মে? এই সকল পর্য্যালোচনা করাই হীরক-প্রস্তাবের উদ্দেশ্য।

হীরক বহুমূল্য। ইহার বর্ণ শুভ্র ও ভাস্বর। প্রাচীন রত্নশাস্ত্রে ইহার অন্যান্য বর্ণের কথা আছে বটে, কিন্তু সে সকল, প্রকৃত হীরকের ভিন্ন ভিন্ন নাম দেওয়া হইয়াছে এবং সে সকল বর্ণের হীরকের খনিতে একত্র জন্মে বলিয়া, সেই সেই নানা বর্ণের প্রস্তরকেও হীরক বলা হইয়া থাকে।

হীরকের অনেক নাম আছে। তন্মধ্যে হীর, হীরক, সূচীমুখ, বরারক, রত্নমুখ্য অভেদ্য, অশির, রত্ন, দৃঢ়, ভার্গবক, ষট্‌কোণ, বা সৎকোণ, বহুধার ও শতকোটি—এই ১৩টী নাম এবং ব্রজের যত নাম আছে সে সমস্তই হীরকের নাম। সকল শাস্ত্রেই হীরকের বজ্র ও কুলিশ প্রভৃতি নাম দেখা যায়।

## উৎপত্তি-কারণ।

হীরক কি পদার্থ, এবং কি কারণে ও কি প্রকারে উৎপন্ন হয়, ইহা জানিবার জন্য পূর্ব্বকালের পণ্ডিতেরা নানাপ্রকার অনুসন্ধান করিয়াও কোন বিশেষ নির্ণয় করিতে সমর্থ হন নাই।

আদিমকালের লোকেরা বলিতেন যে, হীরক ও অন্যান্য রত্ন সকল বলাসুরের হাড় হইতে উৎপন্ন; অর্থাৎ বলনামে এক অসুর ছিল, ইন্দ্র তাহাকে বজ্রাস্ত্র দ্বারা দগ্ধ করিলে, তাহার সেই অঙ্গারময় চূর্ণিত অস্থি সকল পৃথিবীর যে যে স্থানে পড়িয়াছিল, সেই সেই স্থানে সেই সেই দগ্ধাস্থি-সংসৃষ্ট মৃত্তিকা হইতে কোন এক প্রকার অজ্ঞাতকারণে হীরক প্রভৃতি রত্ন উৎপন্ন হইয়াছিল। ইহার পূর্ব্বে পৃথিবীতে হীরক উৎপন্ন হইত না, বলাসুরের মৃত্যুর পর হইতেই উৎপন্ন হইতেছে। এ কথা গরুড়পুরাণ প্রভৃতি মহাপুরাণ ও বৃহৎসংহিতা প্রভৃতি জ্যোতিঃসংহিতা-গ্রন্থে বিস্পষ্টরূপে লিখিত থাকা দৃষ্ট হয়। যথা—

"বচ্মি পরীক্ষাং রত্নানাং বলো নামাসুরোঽভবৎ।
ইন্দ্রাদ্যা নির্জিতাস্তেন নির্জেতুং তৈর্ন শক্যতে।
বরব্যাজেন পশুতাং যাচিতঃ স সুরৈর্মখে।
বলোদদৌ স্ম পশুতামতিসত্ত্বোমখে হতঃ।
পশুবৎ স বিশেৎ স্তম্ভে স্ববাক্যাশনিযন্ত্রিতঃ॥"
"বলো লোকোপকারায় দেবানাং হিতকাম্যয়া।
তস্য সত্ত্ববিশুদ্ধস্য সুবিশুদ্ধেন কর্ম্মণা।
কায়স্যাবয়বাঃ সর্ব্বে রত্নবীজত্বমাপ্নুয়ুঃ।
দেবানামথ যক্ষাণাং সিদ্ধানাং পবনাশিনাম্।
রত্নবীজময়ং গ্রাহঃ সুমহানভবত্তদা॥"
"তেষান্তু পততাং বেগাৎ বিমানেন বিহায়সা।
যদ্ যৎ পপাত রত্নানাং বীজং কচন কিঞ্চন।

মহাদধৌ সরিতি বা পর্ব্বতে কাননেঽপি বা।
তত্তদাকরতাং যাতং স্থানমাধেয়গৌরবাৎ।
তেষু রক্ষোবিষব্যালব্যাধিঘ্নান্যঘহানি চ।
প্রাদুর্ভবন্তি রত্নানি তথৈব বিগুণানি চ।
মহাপ্রভাবং বিবুধৈর্যস্মাদ্বজ্রমুদাহৃতম্।
বজ্রপূর্ব্বা পরীক্ষেয়ং ততোঽস্মাভিঃ প্রকীর্ত্ত্যতে॥"

হে ঋষে! রত্নসকলের পরীক্ষা বলিতেছি শ্রবণ কর। বলনামে এক অসুর ছিল। সে ইন্দ্রাদি দেবতাগণকে পরাজয় করিয়াছিল; পরন্তু দেবতারা তাহাকে জয় করিতে সমর্থ হন নাই। অনন্তর দেবতারা তাহাকে যজ্ঞীয় পশু হইবার অনুরোধ করায় সে আপনার পশুত্ব স্বীকার করিয়া হত হইল। সে আপনিই আপনার বাক্যে নিয়ন্ত্রিত হইয়া লোকের উপকার ও দেবতাদির হিতের জন্য পশুর ন্যায় হাড়িকাঠে মস্তক দিয়াছিল। পরে সেই বিশস্ত বলাসুরের অবয়ব সকল তদীয় শুভকর্ম্মের ফলে রত্নোৎপত্তির মূল কারণ হইয়া উঠিল।

দেবতারা তাহার শরীর খণ্ড খণ্ড করিয়া কর্ত্তন করিলে পর সেই রত্নবীজ সকল যে যে স্থানে পতিত হইল,—কি মহাসমুদ্র, কি সরিৎ, কি পর্ব্বত, কি কানন, সর্ব্বত্রই তত্তৎ স্থানে তত্তৎ সেই অস্থিময় আধেয়ের অনুরূপ সেই সেই রত্ন সকল উৎপন্ন হইতে লাগিল।

"তস্যাস্থিলেশো নিপপাত যেষু ভুবঃ প্রদেশেষু কথঞ্চিদেব।
বজ্রাণি বজ্রায়ুধনিজিগীষোর্ভবন্তি নানাকৃতিমন্তি তেষু॥"

সেই বলাসুরের অস্থির সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম অংশ সকল পৃথিবীর যে যে স্থানে নিপতিত হইয়াছিল—সেই সেই প্রদেশেই নানা আকারের বজ্র বা হীরক সকল উৎপন্ন হইয়া থাকে।

কোন কোন পুরাণে লিখিত আছে যে, বিশ্বকর্ম্মা দধীচি মুনির অস্থি লইয়া বজ্র নির্ম্মাণ করিলে, তদবশিষ্ট অস্থিখণ্ড সকল মৃত্তিকায় পতিত থাকিয়া কালক্রমে হীরক উৎপাদন করিয়াছিল*। আবার কোন ঋষি বলেন, তাহা নহে, উহা

* দগ্ধ অস্থি বা কেবল অস্থি সংযুক্ত ভূ-বিশেষ হইতে হীরকের উৎপত্তিসম্বন্ধে কোন কার্য্য-কারণভাব আছে কিনা, তাহা আমরা অনুভব করিতে পারি না। আধুনিক বিজ্ঞানবিদ্গণ বলেন যে, হীরক ক্ষারবিশেষ হইতেই জন্মে। প্রাচীন ঋষিদিগের বলিবার ধরণ ছাড়ুন এক্ষণকার অপেক্ষা

মৃত্তিকার শক্তি বিশেষ দ্বারাই উৎপন্ন হয়। বৃহৎসংহিতা গ্রন্থে উক্ত তিন মতেরই উল্লেখ আছে। যথা—

"রত্নানি বলাৎ দৈত্যাৎ দধীচিতোঽন্যে বদন্তি জাতানি।
কেচিদ্ভুবঃ স্বভাবাৎ বৈচিত্র্যং প্রাহুরুপলানাম্।"

## আকর বা উৎপত্তিস্থান।

পূর্ব্বে ভারতবর্ষের যে যে প্রদেশে হীরকের আকর অর্থাৎ উৎপত্তিস্থান ছিল, এক্ষণে তাহার সকল স্থানে হীরক উৎপন্ন হয় না। না হউক, ভারতবর্ষে যে সময়ে রত্নের বিশেষ আদর ছিল, সেই সময়ে ভারতবর্ষে যতগুলি আকর ছিল, তাহা নিম্নশ্লোকে বর্ণিত আছে।

"হৈম-মাতঙ্গ-সৌরাষ্ট্রাঃ পৌণ্ড্র-কালিঙ্গ-কোশলাঃ।
বেন্বাতটাঃ স-সৌবীরাঃ বজ্রস্যাষ্টাবিহাকরাঃ॥"

হৈম—হিমালয় প্রদেশ। মাতঙ্গ—মতঙ্গ মুনির আশ্রম-চিহ্নিত দেশ। (পূর্ব্বে ইহা কিরাত জাতির আবাস ছিল। ইহা দাক্ষিণাত্যের অন্তর্গত সৌরাষ্ট্র—সুরাট প্রদেশ।) পৌণ্ড্র—চন্দেল অথবা বেহার প্রদেশ। কালিঙ্গ—কলিঙ্গ দেশ। কোশল—অযোধ্যা প্রদেশ। বেন্বাতট—বেন্বানদীর উভয় তীরবর্ত্তী দেশ। (ইহা এক্ষণে মহারাষ্ট্রের অন্তর্গত।) সৌবীর দেশ—সিন্ধুনদনিকটবর্ত্তী প্রদেশ।

বৃহৎসংহিতানামক গ্রন্থেও 'বেন্বাতীর" "কোশলদেশ" "সৌরাষ্ট্রদেশ" "সুর্পারকতীর্থ-উপলক্ষিত প্রদেশ" "হিমালয় প্রদেশ" "মতঙ্গাশ্রম-উপলক্ষিত দেশ" "কলিঙ্গ দেশ" ও "পৌণ্ড্র দেশ"। এই সকল স্থানকে হীরকাকর বলা হইয়াছে।

## বর্ণ ও ছায়া।

গরুড়পুরাণ, বৃহৎসংহিতা ও উশনাকৃত নীতিশাস্ত্রে লিখিত আছে যে, হীরা সকল বর্ণেরই হয়; কিন্তু শুভ্রবর্ণের হীরাই উৎকৃষ্ট ও মূল্যবান্। যথা—

---

অনেক অংশে বিভিন্ন। তাঁহাদের সকল অভিপ্রায়ই রূপকাচ্ছন্ন সুতরাং দগ্ধাস্থি ও মৃত্তিকা এই উভয়-সংযোগে যে হীরক জন্মিয়াছিল, একথা নিতান্ত হেয় না হইতেও পারে। কেননা অস্থিতে চূণ আছে, ইহা তাঁহারা জ্ঞাত ছিলেন এবং দগ্ধাস্থিও ক্ষার বটে। সুতরাং হীরককে অস্থিজ বলা আর ক্ষারজ বলা প্রায় তুল্য কথা।

"অত্যন্তবিশদং বজ্রং তারকাভং কবেঃ প্রিয়ম্।"

শুক্রনীতি।

অতিশয় শুক্ল ভাস্বর তারকাতুল্য হীরক কবি অর্থাৎ শুক্রগ্রহের প্রীতিপ্রদ।

"আতাম্রা হিমশৈলজাশ্চ শশিভা বেন্নাতটীয়াঃ স্মৃতাঃ।
সৌবীরে তুষিতাব্জমেঘসদৃশাস্তাম্রাশ্চ সৌরাষ্ট্রজাঃ।
কালিঙ্গাঃ কনকাবদাতরুচিরাঃ পীতপ্রভাঃ কোশলে।
শ্যামাঃ পুণ্ড্রভবা মতঙ্গবিষযে নাত্যন্তপীতপ্রভাঃ।"
"বেন্নাতটে বিশুদ্ধং শিরীষ-কুসুমোপমঞ্চ কৌশলকম্।
সৌরাষ্ট্রকমাতাম্রং কৃষ্ণং সৌর্পারকং বজ্রম্।
ইষত্তাম্রং হিমবতি মতঙ্গজং বল্লপুষ্পসঙ্কাশম্।
আপীতঞ্চ কলিঙ্গে শ্যামং পৌণ্ড্রেষু সম্ভূতম্॥"

বৃহৎসংহিতা।

হিমালয়সম্ভূত হীরক ঈষৎ তাম্রবর্ণ হয়, ইহা গরুড়পুরাণ ও বৃহৎসংহিতা উভয় গ্রন্থেই লিখিত আছে। বেন্নাতটজাত হীরক চন্দ্র-কিরণ-তুল্য শুদ্ধ ও শুভ্রবর্ণ হয়, ইহাও উভয় গ্রন্থ সম্মত। সৌবীরদেশজাত হীরক কৃষ্ণজপা কিংবা মেঘের বর্ণ হইয়া থাকে। বৃহৎসংহিতোক্তবচনেও "কৃষ্ণং সৌর্পারকং" লিখিত আছে। সৌরাষ্ট্র-দেশসম্ভূত হীরক তাম্রবর্ণ হয়, আর কলিঙ্গ দেশীয় হীরকে সুবর্ণের রঙ্ হয়। বৃহৎসংহিতাও "আপীতঞ্চ কলিঙ্গে" বলিয়াছেন। কোশল-দেশীয় হীরকের বর্ণ পীত হয়। বৃহৎসংহিতাতেও "শিরীষ-কুসুমোপমঞ্চ" বলা হইয়াছে। পুণ্ড্র দেশোদ্ভব হীরক শ্যামবর্ণ হয়, একথায় উভয় গ্রন্থের সম্মতি আছে। মতঙ্গ দেশস্থ হীরকের বর্ণ অল্প পীত; বৃহৎসংহিতোক্তি বল্লপুষ্পের বর্ণও তরল পীত।

"বজ্রেষু বর্ণযুক্ত্যা দেবানামপি পরিগ্রহঃ প্রোক্তঃ।
বর্ণেভ্যশ্চ বিভাগঃ কার্য্যো বর্ণাশ্রয়াদেব॥"
"হরিত-সিত-পীতপিঙ্গ-শ্যামাতাম্র-স্বভাবতোরুচিরাঃ
হরি-বরুণ-শক্র-হুতবহ-পিতৃপতিমরুতাং স্বকা বর্ণাঃ॥"

বজ্রের বর্ণযোগ থাকিলে তাহা দেবতাদিগেরও স্বীকার্য্য বলিয়া উক্ত হইয়াছে। এবং বর্ণ অনুসারেই বর্ণ অর্থাৎ ব্রাহ্মণাদি জাতির ও অধিষ্ঠাত্রীদেবতার নির্ণয় করিবেক।

স্বভাবতঃ মনোহর হরিদ্বর্ণ, শুভ্রবর্ণ, পীতবর্ণ, পিঙ্গলবর্ণ, শ্যামবর্ণ, ও ঈষত্তাম্র-বর্ণের হীরার দেবতা যথাক্রমে নিধার্য্য। হরি ( বিষ্ণু ), বরুণ, শক্র ( ইন্দ্র ), হুতবহ ( অগ্নি ), পিতৃপতি ( যম ) ও মরুৎ ( বায়ু ), —এই সকল দেবতাদের আপন আপন বর্ণের অনুরূপ বর্ণের হীরাই প্রিয়। এই বচনের সহিত বৃহৎসংহি-তোক্ত বচনাবলীর ঐক্য আছে। এবং তদ্দ্বারা অন্য একটী স্বতন্ত্র সিদ্ধান্তও লব্ধ হয়। সে সিদ্ধান্ত কি ? না গঠন। রঙ্ ও গঠনের নির্ণায়ক বচন কয়েকটী এইরূপ—

"ঐন্দ্রং ষড়স্রি শুক্লং যাম্যং সর্পাস্যরূপমসিতঞ্চ।
কদলীকাণ্ডনিকাশং বৈষ্ণবমিতি সর্ব্বসংস্থানম্।
বারুণমবলাগুহ্যোপমং ভবেৎ কর্ণিকারপুষ্পনিভম্।
শৃঙ্গাটকসংস্থানং ব্যাঘ্রাক্ষিনিভং হৌতভুজম্।
বায়ব্যঞ্চ যবোপমমশোককুসুমপ্রভং সমুদ্দিষ্টম্॥"

ষড়স্রি অর্থাৎ ষটকোণ। সংস্থানে ষট্‌কোণ ও শুভ্রবর্ণ হীরকের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা ইন্দ্র। সর্পাস্য অর্থাৎ ফণিফণার ন্যায় গঠন ও কৃষ্ণবর্ণ হীরকের দেবতা যম। কদলীকাণ্ডের ন্যায় শুভ্রবর্ণ এবং গঠনে গোল, এরূপ হীরকের দেবতা বিষ্ণু। অবলাগুহ্যাকার ও রঙে কর্ণিকার পুষ্পসদৃশ এরূপ হীরার দেবতা বরুণ। শৃঙ্গাটক অর্থাৎ চতুষ্পথবৎ সংস্থানযুক্ত ব্যাঘ্রনেত্রবর্ণের হীরার দেবতা অগ্নি। যব কি ধান্যা-কার অশোক পুষ্পবর্ণের হীরার দেবতা বায়ু।

## বর্ণানুযায়ী গুণ।

রাজনির্ঘণ্ট গ্রন্থে জাত্য হীরকের ছায়া বা বর্ণের বিশেষ গুণগুলি পরিষ্কাররূপে লিখিত হইয়াছে। যথা—

"শ্বেত-লোহিত-পীতমেচকতয়া ছায়াশ্চতস্রঃ ক্রমাৎ।
বিপ্রাদিত্যমিহাস্য যৎ সুমনসঃ শংসন্তি সত্যং ততঃ।
স্ফীতাং কীর্ত্তিমনুত্তমাং শ্রিয়মিদং ধত্তে যথা সংস্কৃতম্।
মর্ত্ত্যানামযথাযথন্তু কুলিশং পথ্যং হিতং জাত্যতঃ॥"

"বিপ্রঃ সোঽপি রসায়নেষু বলবানষ্টাঙ্গসিদ্ধিপ্রদো
রাজন্যস্তু নৃণাং বলীপলিতজিৎ মৃত্যুং জয়েদঞ্জসা।
দ্রব্যাকর্ষণসিদ্ধিদস্তু সুতরাং বৈশ্যোঽথ শূদ্রোভবেৎ
সর্ব্বব্যাধিহরস্তদেষ কথিতো বজ্রস্য বর্ণোগুণঃ॥"

মতান্তরে

"স তু শ্বেতঃ স্মৃতোবিপ্রো লোহিতঃ ক্ষত্রিয়ো মতঃ।
পীতো বৈশ্যোঽসিতঃ শূদ্রশ্চতুর্বর্ণাত্মকশ্চ সঃ॥"
"রসায়নে মতো বিপ্রঃ সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদায়কঃ।
ক্ষত্রিয়ো ব্যাধিবিধ্বংসী জরামৃত্যুহরঃ পরঃ॥"
"বৈশ্যোধনপ্রদঃ প্রোক্তস্তথা দেহস্য দার্ঢ্যকৃৎ।
শূদ্রোনাশয়তি ব্যাধীন্ বয়স্তম্ভং করোতি চ॥"
"পুংস্ত্রী নপুংসকাশ্চৈতে লক্ষণীয়ানি লক্ষণৈঃ।
সুবৃত্তাঃ ফলসম্পূর্ণাস্তেজোযুক্তা বৃহত্তরাঃ॥"
"পুরুষাস্তে সমাখ্যাতা রেখাবিন্দুবিবর্জিতাঃ।
রেখাবিন্দুসমাযুক্তাঃ ষড়স্রাস্তে স্ত্রিয়ঃ স্মৃতাঃ॥"
"ত্রিকোণাশ্চ সুদীর্ঘাশ্চ তে বিজ্ঞেয়া নপুংসকাঃ।
তেঽপি স্যুঃ পুরুষাঃ শ্রেষ্ঠা রসবন্ধনকারিণঃ॥"
"স্ত্রিয়ঃ কুর্ব্বন্তি কায়স্য কান্তিং স্ত্রীণাং সুখপ্রদাঃ।
নপুংসকাস্ত্ববীর্য্যা স্যুরকামাঃ সত্ত্ববর্জ্জিতাঃ॥"
"স্ত্রিয়ঃ স্ত্রীভ্যঃ প্রদাতব্যাঃ ক্লীবং ক্লীবে প্রয়োজয়েৎ।
সর্ব্বেভ্যঃ সর্ব্বদা দেয়াঃ পুরুষা বীর্য্যবর্দ্ধনাঃ॥"
"অশুদ্ধং কুরুতে বজ্রং কুষ্ঠং পার্শ্বব্যথাস্তথা।
পাণ্ডুতাং পঙ্গুরত্বঞ্চ তস্মাৎ সংশোধ্য মারয়েত্॥"

ইহার সংক্ষেপ অর্থ এই যে, হীরকের শ্বেত, রক্ত, পীত ও কৃষ্ণ, এই চারি প্রকার ছায়া বা বর্ণ আছে। তন্মধ্যে যাহা শ্বেত তাহা ব্রাহ্মণ জাতি। যাহা রক্তবর্ণ তাহা ক্ষত্রিয় জাতি। যাহা পীতবর্ণ তাহা বৈশ্য জাতি এবং যাহা কৃষ্ণবর্ণ তাহা শূদ্র জাতি। ব্রাহ্মণজাতীয় হীরক রসায়নকার্য্যে প্রশস্ত ও সিদ্ধিদায়ক ক্ষত্রিয় হীরক ব্যাধি ও জরানাশক। বৈশ্য হীরক ধন ও শরীরের দৃঢ়তা প্রদান করে, এবং শূদ্র হীরক ব্যাধিনাশ ও বয়ঃস্তম্ভ করে। অপিচ, লক্ষণ অনুসারে ইহাদিগের মধ্যে আবার পুরুষ, স্ত্রী ও নপুংসক কল্পনা আছে। যাহা সুগোল, তেজস্বী, সম্পূর্ণ বৃহৎ ও রেখাদোষরহিত—তাহা পুরুষ। যাহা ষড়স্র অর্থাৎ ষট্‌কোণ ( ছয় পোয়ালযুক্ত ) ও রেখাদিযুক্ত—তাহা স্ত্রী। আর যাহা ত্রিকোণ ও

লক্ষা তাহা নপুংসক অর্থাৎ ক্লীব। এই জাতিত্রয়ের মধ্যে পুরুষ হীরকই শ্রেষ্ঠ। পুরুষ হীরক ধারণে অনেক সুফল হয়। স্ত্রী হীরক ধারণে পুরুষের কোন সুখ নাই, কিন্তু নারীর সুখ ও কান্তি বৃদ্ধি হয়। নপুংসক হীরা ধারণ করিলে বীর্য্য ও কাম হানি হয়। এজন্য স্ত্রীদিগকে স্ত্রী হীরা ও ক্লীবদিগকে ক্লীব হীরা ধারণার্থে প্রদান করিবেক। পরন্তু পুরুষ হীরা সকলেই ধারণ করিতে পারে। হীরককে শুদ্ধ ও মৃত না করিয়া ঔষধে ব্যবহার করিবেক না। করিলে কুষ্ঠ প্রভৃতি নানা রোগ জন্মে। হীরককে যদি সংশোধনপূর্ব্বক মারিত করিয়া ঔষধরূপে সেবা করা যায়, তাহা হইলে তদ্দ্বারা অনেক শুভফল পাওয়া যায়। যথা—

"আয়ুঃ পুষ্টিং বলং বীর্য্যং বর্ণং সৌখ্যং করোতি চ।
সেবিতং সর্ব্বরোগঘ্নং মৃতং বজ্রং ন সংশয়ঃ॥"
ভাবপ্রকাশ।

মৃতবজ্র অর্থাৎ হীরকভস্মের সেবা করিলে আয়ু বৃদ্ধি হয়, ধাতু পুষ্টি হয়, বীর্য্য বৃদ্ধি হয়, বর্ণ উজ্জ্বল হয়, স্বাস্থ্য সুখ জন্মে ও অশেষ বিশেষ রোগ নাশ হয়।

কেহ কেহ বলেন যে, পূর্ব্বে হীরক কি অন্যান্য মহারত্ন সকল কর্ত্তন করিত না। আকরজাত আকারটি বজায় রাখিয়া কেবল মাত্র ধমনকার্য্যের দ্বারা পরিষ্কৃত করিয়াই ধারণ করিত। কাটিবার প্রথা না থাকায়, হীরকের কর্ত্তন-প্রক্রিয়া কোনও রত্নশাস্ত্রে বিশিষ্টরূপে লিখিত নাই। এজন্য বুঝিতে হইবে যে, উল্লিখিত আকারগুলি স্বাভাবিক বা আকরিক অর্থাৎ কৃত্রিম নহে। একথা কতদূর সঙ্গত, তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। পরন্তু আমরা বিশেষরূপ পর্য্যালোচনার দ্বারা জানিতে পারিয়াছি যে, পূর্ব্বকালের লোকেরাও হীরকের কর্ত্তনপ্রক্রিয়া জ্ঞাত ছিল। গ্রন্থের অবতরণিকায় আমরা এতৎসম্বন্ধে বিশেষ প্রমাণ দেখাইয়াছি।

### শুভাশুভ লক্ষণ।

রত্নবিৎ পণ্ডিতেরা বলেন যে, রত্নের গুণ-দোষ পরীক্ষা করিয়া পশ্চাৎ তাহা ধারণ করিবে। যে সে ব্যক্তি যে সে রত্ন ধারণ করিলে, তাহা তাহাদের অনিষ্ট আনয়ন করিয়া থাকে। বিশেষতঃ হীরক-ধারণের পক্ষে বিশেষ সতর্ক হওয়া উচিত। কিরূপ হীরক কোন্ ব্যক্তির ধারণ করিতে হয়, তাহা বৃহৎ-সংহিতা, গরুড়পুরাণ ও শুক্রনীতি গ্রন্থে লিখিত আছে। যথা—

"রত্নেন শুভেন শুভং ভবতি নৃপাণামনিষ্টমশুভেন।
যস্মাদতঃ পরীক্ষ্যং দোষং রত্নাশ্রিতং তজ্‌জ্ঞৈঃ॥"

বৃহৎসংহিতা।

শুভলক্ষণান্বিত রত্ন ধারণে শুভ হয়, অশুভ লক্ষণাক্রান্ত রত্নে অশুভ হয়। অতএব রত্নতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতের দ্বারা রত্নগত শুভাশুভ লক্ষণ সকল পরীক্ষা করিবেক।

"রক্তং পীতঞ্চ শুভং রাজন্যানাং সিতং দ্বিজাতীনাম্।
শৈরীষং বৈশ্যানাং শূদ্রাণাং শস্যতেঽসিনিভম্॥"

বৃহৎসংহিতা।

রক্তবর্ণ ও পীতবর্ণ হীরক ক্ষত্রিয় জাতির পক্ষে শুভদায়ক। ব্রাহ্মণের পক্ষে শুক্লবর্ণ, বৈশ্যের পক্ষে শিরীষপুষ্পবর্ণ, শূদ্রের পক্ষে খড়্গ অর্থাৎ পরিষ্কৃত লৌহবর্ণ রত্নই শুভদায়ক।

গরুড়পুরাণেও ঠিক্ এইরূপ উক্ত হইয়াছে। যথা—

"বিপ্রস্য শঙ্খকুমুদস্ফটিকাবদাতঃ
স্যাৎ ক্ষত্রিয়স্য শশবভ্রুবিলোচনাভঃ।
বৈশ্যস্য কাণ্ডকদলীদলসন্নিকাশঃ
শূদ্রস্য ধৌতকরবালসমানদীপ্তিঃ॥"

গরুড়পুরাণ।

বৃহৎসংহিতা বলেন যে, সকল হীরক শুভদায়ক নহে। মানব যদি দুষ্ট-লক্ষণাক্রান্ত হীরক ধারণ করে, তবে তাহার বন্ধুবান্ধব নাশ, শরীরক্ষয় ও ধনক্ষয় হয় এবং যদি শুভ লক্ষণাক্রান্ত হীরক ধারণ করে, তবে তাহার বিদ্যুৎ বা বজ্রভয় থাকে না, বিষভয়ও থাকে না, শুভ হয়, ও নানা প্রকার ভোগ্য বস্তু ভোগ হয় এবং শত্রুভয় থাকে না। যথা—

"স্বজনবিভবজীবিতক্ষয়ং জনয়তি বজ্রমনিষ্টলক্ষণম্।
অশনিবিষভয়ারিনাশনং শুভমুরুভোগকরঞ্চ ভূভৃতাম্॥"

গরুড়পুরাণেও এরূপ লিখিত আছে। যথা—

"ব্যালবহ্নিবিষব্যাঘ্রতস্করাম্বুভয়ানি চ
দূরাত্তস্য নিবর্ত্তন্তে কর্ম্মাণ্যাথর্ব্বণানি চ॥"

মনুষ্য যদি নির্দোষ হীরক ধারণ করে, তাহা হইলে তাহার সর্পভয়, বহ্নিভয়,

বিষভয়, ব্যাঘ্রভয়, চৌরভয়, ও জলভয় থাকে না এবং অথর্ব্বশাস্ত্রোক্ত অভিচারজন্য ভয়ও থাকে না।

গরুড়পুরাণ, বৃহৎসংহিতা ও নীতিসার গ্রন্থে যাহা ধারণের উপযুক্ত ও অনুপযুক্ত বলিয়া নির্ণীত হইয়াছে, নিম্নে তাহা একত্র করিয়া লিখিত হইল। যথা—

"অত্যর্থং লঘু বর্ণতশ্চ গুণবৎ পার্শ্বেষু সম্যক্ সমম্
রেখাবিন্দুকলঙ্ককাকপদকন্ত্রাসাদিভির্বর্জিতম্।
লোকেঽস্মিন্ পরমাণুমাত্রমপি যৎ বজ্রং কচিদ্দৃশ্যতে
তস্মিন্ দেবসমাশ্রয়োঽবিতথস্তীক্ষ্ণাগ্রধারং যদি॥"
"বজ্রেষু বর্ণযুক্তো দেবানামপি পরিগ্রহঃ প্রোক্তঃ।
বর্ণেভ্যশ্চ বিভাগঃ কার্য্যো বর্ণাশ্রয়াদেব॥"
"হরিতসিতপীতপিঙ্গশ্যামাতাম্রাঃ স্বভাবতোরুচিরাঃ।
হরিবরুণশক্রহুতবহপিতৃপতিমরুতাং স্বকা বর্ণাঃ॥"
"দ্বৌ বজ্রবর্ণৌ পৃথিবীপতীনাং সদ্ভিঃ প্রতিষ্ঠৌ ন তু সার্ব্বজন্যৌ।
যঃ স্যাদ্জবাবিদ্রুমভঙ্গশোণো যো বা হরিদ্রারসসন্নিকাশঃ॥"
"ঈশত্বাৎ সর্ব্ববর্ণানাং গুণবৎ সার্ব্ববর্ণিকম্।
কামতো ধারয়েদ্রাজা ন ত্বন্যোঽন্যৎ কথঞ্চন॥"
"অধরোত্তরবৃত্ত্যা হি যাদৃক্ স্যাৎ বর্ণসঙ্করঃ।
ততঃ কষ্টতরো বজ্রো বর্ণানাং সঙ্করো মতঃ॥"
"ন চ মার্গবিভাগমাত্রবৃত্ত্যা বিদুষা বজ্রপরিগ্রহো বিধেয়ঃ।
গুণবৎ গুণসম্পদাং বিভূতিঃ বিপরীতোব্যসনোদয়স্য হেতুঃ॥"
"একমপি যস্য শৃঙ্গং বিদলিতমবলোক্যতে বিশীর্ণং বা।
গুণবদপি তন্ন ধার্য্যং বজ্রং শ্রেয়োঽর্থিভির্ভবনে॥"
"স্ফুটিতাগ্নিবিশীর্ণশৃঙ্গদেশং মলবর্ণৈ পৃষতৈরুপেতমধ্যম্।
ন হি বজ্রভৃতোঽপি বজ্রমাশু শ্রিয়মন্যাশ্রয়লালসাং ন কুর্য্যাৎ॥"
"যস্যৈকদেশঃ ক্ষতজাবভাসো যদ্বা ভবেল্লোহিতবর্ণচিত্রম্।
ন তন্ন কুর্য্যাৎ ম্রিয়মাণমাশু স্বচ্ছন্দমৃত্যোরপি জীবিতান্তম্॥"

"তীক্ষ্ণাগ্রং বিমলমপেতসর্ব্বদোষং
ধত্তে যঃ প্রযততনুঃ সদৈব বজ্রম্।

বৃদ্ধিস্তং প্রতিদিনমেতি যাবদায়ুঃ
শ্রীসম্পৎসুতধনধান্যগোপশূনাম্॥"

ইহার অর্থ এই যে, অত্যন্ত লঘু অর্থাৎ ওজনে হালকা, নির্দোষ বর্ণ, গুণযুক্ত, পার্শ্বদেশ সমান, রেখা, বিন্দু, শ্যামিকা বা কলঙ্ক, কাকপদ, তীক্ষ্ণধার ও ত্রাস প্রভৃতি দোষশূন্য, এরূপ হীরক পরমাণুপরিমাণ হইলেও তাহাতে নিশ্চিত দেবতার অধিষ্ঠান থাকে অর্থাৎ উক্তরূপ গুণশালী অতি সূক্ষ্ম হীরকও ধারণ করিবে। (১)

দেবতা হইলেও বর্ণ-অনুসারে ধারণ করা কর্ত্তব্য এবং বর্ণ-অনুসারেই ব্রাহ্মণাদি বর্ণের ধারণ করা উচিত। (২)

হরিৎ অর্থাৎ সবুজ, সিত অর্থাৎ শুভ্র, পীত, পিঙ্গ অর্থাৎ পিঙ্গল বর্ণ, শ্যাম অর্থাৎ কৃষ্ণ বর্ণ, আতাম্র অর্থাৎ অনল্প-লোহিত-বর্ণ অথচ নৈসর্গিক সুন্দর হীরক যথাক্রমে হরি, বরুণ, ইন্দ্র, অগ্নি' যম ও বায়ু কর্ত্তৃক অধিষ্ঠিত অর্থাৎ হরি প্রভৃতি দেবগণ সেই সেই বর্ণের হীরকের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। (৩)

জবাপুষ্পের ন্যায় রক্তবর্ণ কিংবা বিক্রমাভ্যন্তরের ন্যায় বর্ণ অর্থাৎ কোকনদসম বর্ণ হীরক কেবল রাজারাই ধারণ করিবেন। এই দুই প্রকার হীরক সাধারণের ধার্য্য নহে ইহা সাধুগণ ব্যবস্থা করিয়াছেন। (৪)

রাজা সকল বর্ণের প্রভু। এ নিমিত্ত কেবল রাজাই ইচ্ছাপূর্ব্বক যে কোন বর্ণের গুণযুক্ত হীরক ধারণ করিতে পারেন, অন্য কোন বর্ণ অর্থাৎ ব্রাহ্মণাদি বর্ণ ইচ্ছানুরূপ বর্ণের হীরক ধারণ করিতে পারেন না। তাঁহারা শাস্ত্রোক্ত ব্যবস্থানুসারেই ধারণ করিবেন। (৫)

উত্তম ও অধম পরস্পর পরস্পরের বৃত্তি গ্রহণ করিলে, যেমন বর্ণ-সঙ্কর হয়, সেইরূপ সঙ্করহীরকও কষ্টপ্রদ হয়। (৬)

জ্ঞানী ব্যক্তি কেবল বর্ণবিভাগ-অনুসারে হীরক ধারণ করেন না। গুণযুক্ত হীরক ধারণ করিলে ঐশ্বর্য্য বৃদ্ধি হয়, আর বিপরীতগুণের হীরক ধারণ করিলে বিপরীত ফলের কারণ হয়, ইহার প্রতিও লক্ষ্য রাখেন। (৭)

যে হীরকের একটীমাত্র শৃঙ্গ থাকে, তাহা যদি দলিত কি শীর্ণ বিশীর্ণ হয়, তবে তাহা গুণযুক্ত হইলেও ধারণ করিতে নাই। (৮)

স্ফুটিত ও অগ্নি-জর্জ্জরিত-শৃঙ্গ হীরক যদি মলিন বর্ণ হয়, আর যদি তাহাতে বিন্দু থাকে, তবে তাহার লালসা অর্থাৎ ধারণেচ্ছা করিবেক না। (৯)

যাহার এক প্রান্তে রক্তাভা প্রকাশ পায়, কিম্বা রক্তযুক্ত চিত্রবর্ণ ছুরিত হইতে

থাকে, সে হীরক ধারণ করা দূরে থাকুক, গৃহে রাখিলেও, ইচ্ছা-মৃত্যু-ব্যক্তিরও মরণ হয়। (১০)

যে ব্যক্তি শুচি ও শুদ্ধচিত্ত হইয়া সর্ব্বদা তীক্ষ্ণাগ্র, নির্ম্মল ও সর্ব্বপ্রকার দোষ-বর্জিত হীরক ধারণ করে, দিন দিন তাহার শ্রী, সম্পত্তি, পুত্র, ধন, ধান্য, গো ও অন্যান্য পশু সকল বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। (১১)

ভারতবর্ষীয় রত্নশাস্ত্রে ও জ্যোতিঃশাস্ত্রে এইরূপ অনেক কথা আছে। রত্ন-ধারণের সঙ্গে শরীরের উল্লিখিত দোষগুণের সহিত যে কি সম্পর্ক আছে, তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। যাহাই হউক, শাস্ত্রের লেখাগুলিমাত্র বলিলাম। স্ত্রীলোকেরা সকল রত্নই ধারণ করিবেন; কিন্তু যে নারীর সন্তানকামনা থাকিবে—তিনি যেন হীরক ধারণ না করেন। যদি করেন, তবে দীর্ঘ, চিপিট, ক্ষুদ্র ও গুণহীন হীরক ধারণ করিবেন। প্রশস্ত হীরক ধারণ করিলে, তাঁহার সন্তানের ব্যাঘাত হইবেক। যথা—

"নার্য্যা বজ্রমধার্য্যং গুণবদপি সুতপ্রসূতিমিচ্ছন্ত্যা।
অন্যত্র দীর্ঘচিপিটহ্রস্বাৎ গুণৈর্বিমুক্তাচ্চ॥"

বৃহৎসংহিতাতেও এই কথা আছে। যথা—

"বজ্রং ন কিঞ্চিদপি ধারয়িতব্যমেকে
পুত্রার্থিনীভিরবলাভিরুশন্তি তজ্জ্ঞাঃ।
শৃঙ্গাটচিপিটধান্যবৎ স্থিতং যৎ
শ্রোণীনিভঞ্চ শুভদং তনয়ার্থিনীনাম্॥"

এতদ্ভিন্ন শুক্রাচার্য্যপ্রোক্ত রত্নপরীক্ষাপ্রকরণেও উক্ত হইয়াছে যে, "ন ধারয়েৎ পুত্রকামা নারী বজ্রং কদাচন।" পুত্রকামা নারী কোন ক্রমেই হীরক ধারণ করিবেন না। পুত্রোৎপত্তির সঙ্গে হীরক-ধারণের যে কি সম্বন্ধ আছে, তাহা আমরা বুঝি না।

"অম্ভস্তরতি যদ্বজ্রং অভেদ্যং বিমলঞ্চ যৎ।
ষট্‌কোণং শক্রচাপাভং লঘু চার্কনিভং শুভম্॥"
"অন্তঃপ্রভত্বং বৈমল্যং সুসংস্থানত্বমেব চ।"
"সুধার্য্যা নব ধার্য্যাস্তু নিষ্প্রভা মলিনাস্তথা।"
"খণ্ডাঃ সশর্করা যে চ তেঽপ্যধার্য্যা শুভেচ্ছুভিঃ।"

অগ্নিপুরাণ।

যে হীরক জলে ভাসে, যাহা অভেদ্য, নির্ম্মল, সুন্দর কোণবিশিষ্ট, যাহাতে ইন্দ্রধনুর ন্যায় আভা বিকাশিত হয়, যাহা ওজনে লঘু ও সূর্য্যের ন্যায় কিরণাবৃত, সেই হীরকই শুভদায়ক ও উৎকৃষ্ট। অভ্যন্তরে প্রভা থাকা, নির্ম্মল হওয়া, গঠনেও সুন্দর হওয়া, এই কয়েকটী গুণ থাকিলে সে মণি উৎকৃষ্ট বলিয়া গণ্য। উক্ত প্রকার গুণশালী রত্নই ধারণ করিবে। যাহার প্রভা নাই, যাহা মলদিগ্ধ, তাহা ধারণ করিবে না। যাহা খণ্ড অর্থাৎ অন্তর্ভগ্ন, কাঁকরদার, তাহাও ধারণ করিবে না।

---

## দোষগুণ বিচার।

হীরকের গুণ ও দোষ অনুসারে মূল্যের অল্পতা ও আধিক্য হইয়া থাকে এবং ধারণের যোগ্যাযোগ্য নির্ণয় হইয়াও থাকে; সুতরাং গুণ ও দোষগুলি ভাল করিয়া বলা আবশ্যক। গরুড়পুরাণে প্রথমতঃ আকরিকগুণের, পরে অন্যান্য গুণের উল্লেখ আছে। যথা—

"কোট্যঃ পার্শ্বানি ধারাশ্চ ষড়ষ্টৌ দ্বাদশেতি চ।
উত্তুঙ্গসমতীক্ষ্ণাগ্রা বজ্রস্যাকরজা গুণাঃ॥"

কোটী অর্থাৎ প্রান্ত বা কোণ, পার্শ্ব, ৬।৮ কিংবা ১২ প্রকার ধার, উত্তুঙ্গ অর্থাৎ চ্যাপটা নহে, সম, অগ্রভাগ সকল তীক্ষ্ণ। এ সকলগুলিই হীরকের আকরিক গুণ অর্থাৎ আকরবিশেষে এ সকল নৈসর্গিক গুণ হইয়া থাকে; পশ্চাৎ ধমন, পরিকর্ম্ম ( পলিশ্ ) ও অস্ত্রীকরণ ( কট্ ) দ্বারা গুণান্তর করা হয়।

"ষট্ কোটিশুদ্ধমমলং স্ফুটতীক্ষ্ণধারং
বর্ণান্বিতং লঘু সুপার্শ্বমপেতদোষম্।
ইন্দ্রায়ুধাংশুবিস্ফুতিচ্ছুরিতান্তরীক্ষং
এবংবিধং ভুবি ভবেৎ সুলভং ন বজ্রম্॥"

ছয় কোটি অর্থাৎ ষট্‌কোণযুক্ত, বিশুদ্ধ, নির্ম্মল, সুপার্শ্ব, সুব্যক্ত ও তীক্ষ্ণধারযুক্ত, সুন্দর বর্ণ, লঘু অর্থাৎ ওজনে হাল্কা, পাশ্‌গুলি সুন্দর, দোষবর্জ্জিত, রামধনুর ন্যায় কিরণ বাহির হইতে থাকে, এরূপ হীরক পৃথিবীতে সুলভ নহে অর্থাৎ কখন কখন পাওয়া যায়।

"অত্যর্থং লঘু বর্ণতশ্চ গুণবৎ পার্শ্বেষু সম্যক্ স্থিতম্।
রেখাবিন্দুকলঙ্ককাকপাদকত্রাসাদিভির্বর্জিতম্॥"

অত্যন্ত লঘু, বর্ণ ভাল, পার্শ্বদেশ উত্তম ও রেখাশূন্য, বিন্দুবর্জিত, নিষ্কলঙ্ক, কাক-পদ ও ত্রাসনামক দোষ না থাকা, এই সকল হীরকের গুণ এবং ইহার বিপরীত হইলেই দোষ।

বৃহৎসংহিতাকার বলেন যে, যে হীরক, হীরকভিন্ন অন্যান্য পদার্থের দ্বারা অভেদ্য, লঘু, জলে ভাসে, চন্দ্ররশ্মির ন্যায় স্নিগ্ধ, বিদ্যুৎ, অগ্নি বা ইন্দ্রধনুর ন্যায় প্রভা বিস্তার করে, সেই হীরকই উত্তম। আর যাহা কাকপদ নামক দোষযুক্ত, মক্ষিকা ও কেশযুক্ত (এই দুইটী এক প্রকার দোষ নামানুরূপ জানিবে) ধাতুযুক্ত কর্করবিদ্ধ (কাঁকরের চিহ্ন) চতুষ্কোণ, দিগ্ধ অর্থাৎ প্রলিপ্ত, মলাযুক্ত, ত্রাস-দোষে দূষিত, বিশীর্ণ (ভাঙ্গার দাগ), এই সকল দোষ যাহাতে থাকে, তাহা ভাল নহে। এবং যাহা বুদ্বুদের ন্যায়, দলিতের ন্যায় (অগ্রভাগ ভোঁতা), চ্যাপ্টা, বাসা ফলের ন্যায় লম্বা, এরূপ হীরকও ভাল নহে। যথা—

"সর্ব্বদ্রব্যাভেদ্যং লঘ্বম্ভসি তরতি রশ্মিবৎ স্নিগ্ধম্।
তড়িদনলশক্রচাপোপমঞ্চ বজ্রং হিতায়োক্তম্॥"
"কাকপদমক্ষিকাকেশধাতুযুক্তানি শর্করাবিদ্ধম্।
দ্বিগুণাশ্রিদিগ্ধকলুষত্রস্তবিশীর্ণানি ন শুভানি॥"
"যানি চ বুদ্বুদদলিতাগ্রচিপিটবাসাদলপ্রদীর্ঘাণি।"
"যদ্যপি বিশীর্ণকোটিঃ সবিন্দু রেখান্বিতো [illegible]
তদপি ধনধান্যপুত্রান করোতি সেন্দ্রা[illegible]
[illegible]

[illegible] কর্ত্তার [illegible] ষ্ট ও মনোহর [illegible] পরের পরাক্রম ধ্বংস [illegible]

"স্বচ্ছং বিদ্যুৎপ্রভং স্নিগ্ধং সৌন্দর্য্যং লঘু লেখনম্।
ষড়ারং তীক্ষ্ণধারঞ্চ স্বশ্রীমারং প্রিয়ং দিশেৎ॥"

রাজনির্ঘণ্ট।

সুন্দর, স্বচ্ছ, বিদ্যুতের ন্যায় প্রভাবিশিষ্ট, স্নিগ্ধ অর্থাৎ স্নেহস্রক্ষিতের ন্যায়, মনোহর, লঘু অর্থাৎ হাল্কা, লেখন অর্থাৎ রত্নান্তরকে আঞ্চোড়িত করিতে সক্ষম, ষট্‌কোণ, তীক্ষ্ণধার,—এরূপ হীরক লক্ষ্মীভাগ্য আনয়ন করে।

"ভস্মাভং কাকপাদঞ্চ রেখাক্রান্তঞ্চ বর্ত্তুলম্।"
আধারমলিনং বিন্দুসত্রাসং স্ফুটিতন্তথা॥"
"নীলাভং চিপিটং রুক্ষং তদ্বজ্রং দোষলং ত্যজেৎ।"

রাজনির্ঘণ্ট।

ভস্মের ন্যায় আভাযুক্ত, কাকপদ ও রেখাক্রান্ত, বর্ত্তুল, আধার মলিন অর্থাৎ আকরিক-মালিন্য-যুক্ত, বিন্দু ও ত্রাসদোষে দুষ্ট, স্ফুটিত অর্থাৎ ফাটা, নীল আভাযুক্ত, চ্যাপ্টা, রুক্ষ,—এরূপ বজ্র দোষ বহন করে বলিয়া পরিত্যাজ্য।

রাজনির্ঘণ্ট প্রভৃতি বৈদ্যক-গ্রন্থে হীরকের ভৈষজ্যোপযোগী গুণ বর্ণিত আছে, তাহার কতিপয় গুণের উল্লেখ করিতেছি।

"হীরক ষড়্‌রসযুক্ত, সর্ব্ব-রোগনাশক, সর্ব্বানিষ্ট-নিবারক, সুখজনক, দেহ-দৃঢ়কারক, রসায়ন, সারক, শীতল, কষায়, স্বাদু, বমনকারক, ও চক্ষুর হিতকারী।"

এই সকল গুণ মৃতহীরকের, ইহা বুঝিতে হইবে। হীরকের জারণ মারণাদির প্রণালী কিরূপ? তাহা বর্ণনা এ গ্রন্থের উদ্দেশ্য নহে বলিয়া পরিত্যক্ত হইল।

[illegible] অতি মূল্যবান্ পদার্থ এবং উহা শিল্পকুশল ধূর্ত্ত ব্যক্তিরা কৃত্রিম করিয়া থাকে। [illegible] ইহার পরীক্ষা করা আবশ্যক। গরুড়পুরাণোক্ত রত্নপরীক্ষায় লিখিত আছে যে,—

[illegible] চ।
[illegible]।
[illegible]।
[illegible]

[illegible]

হীরক প্রস্তুত করিয়া থাকে, এজন্য বিচক্ষণ পরীক্ষকদ্বারা তাহা পরীক্ষা করা আবশ্যক।

"যৎপাষাণতলে নিকায়নিকরে নোদ্‌ঘৃষ্যতে নিষ্ঠুরে
যচ্চান্যোপললোহমুদ্‌গরমুখৈর্লেখান্ন ঘাত্যাহনম্।
যচ্চান্যৎ নিজলীলয়েব দলয়েৎ বজ্রেণ বা ভিদ্যতে
তজ্জাত্যং কুলিশং বদন্তি কুশলাঃ শ্লাঘ্যং মহার্ঘঞ্চ তৎ॥"
রাজনির্ঘণ্ট।

যাহা অতি কঠিন নিষ্ঠুর বা কঠিন কষ্টিপাথরে ঘর্ষণ করিলেও কষদাগ লাগে না, অন্য প্রস্তর কি লৌহ প্রভৃতির দ্বারা যাহাকে উল্লেখিত (আঞ্চোড়িত) বা ক্ষোদিত করা যায় না, যাহা অন্য প্রস্তরকে অনায়াসে বিদলিত বা বিদীর্ণ করিতে পারে এবং যাহা বজ্র ভিন্ন অন্য কিছুতেই বিদলিত হয় না, রত্নজ্ঞ পণ্ডিতেরা বলিয়া থাকেন যে, তাহাই জাত্য বজ্র এবং তাহাই সমধিক মূল্যবান।

"ক্ষারোল্লেখনশালাভিস্তেষাং কার্য্যং পরীক্ষণম্।"

ক্ষার, উল্লেখন (চাঁচা) ও শালাকার্য্য, এই তিন প্রকার ক্রিয়ার দ্বারা হীরকের পরীক্ষা হইয়া থাকে।

"পৃথিব্যাং যানি রত্নানি যে চান্যে লোহধাতবঃ।
সর্ব্বাণি বিলিখেৎ বজ্রং তচ্চ তৈর্নবিলিখ্যতে॥"

পৃথিবীতে যে কিছু রত্ন ও তৈজস ধাতু আছে, হীরক দ্বারা সমস্তই উল্লেখিত হয়, (উল্লেখন চাঁচা কিংবা দাগ লাগান) কিন্তু হীরক তাহাদিগের দ্বারা উল্লেখিত হয় না।

"গুরুতা সর্ব্বরত্নানাং গৌরবাধারকারণম্।
বজ্রে তৎ বৈপরীত্যেন সূরয়ঃ পরিচক্ষতে॥"

গুরুত্ব অর্থাৎ ওজনে ভারি হওয়া সকল রত্নেরই গৌরবের কারণ; কিন্তু হীরকে তাহার বিপরীত অর্থাৎ রত্নতত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিতেরা বলেন যে, ওজনে হাল্কা হওয়াই হীরকের গৌরবের কারণ।

"জাত্যৈরজাতিং বিলিখন্তি বজ্রকুরুবিন্দাঃ।
বজ্রৈর্বজ্রং বিলিখতি নান্যেন লিখ্যতে বজ্রম্॥"

জাত্যমণির দ্বারা বিজাতমণির এবং হীরক ও কুরুবিন্দের দ্বারা জাত্যমণির,

হীরকের দ্বারা হীরকের উল্লেখন করা যায়। অন্য কোন পদার্থের দ্বারা হীরককে উল্লেখিত করা যায় না।

"বজ্রাণি মুক্তামণয়ো যে চ কেচন জাতয়ঃ।
ন তেষাং প্রতিবদ্ধানাং ভা ভবত্যূর্দ্ধগামিনী॥
তির্য্যক্ ক্ষতত্বাৎ কেষাঞ্চিৎ কথঞ্চিৎ যদি দৃশ্যতে।
তির্য্যগালিখ্যমানানাং সা পার্শ্বেষপি হন্যতে॥"

হীরক মুক্তা, এবং অন্য যে কোন জাত্যমণি হউক না কেন, প্রতিবন্ধ থাকিলে তাহাদের দীপ্তি বা প্রভা কোনক্রমেই উর্দ্ধগামিনী থাকিবে না। তির্য্যক্ উল্লেখিত অর্থাৎ (বক্রকর্ত্তনতা বা পার্শ্বে বাঁকা করিয়া কাটা) হওয়ায় যদিও কোন কোন মণির প্রভা বহির্গত হইতে দেখা যায়, তথাপি তাহা পার্শ্বদেশেই আহত হইবে; ইহাও একপ্রকার পরীক্ষা।*

বৃহৎসংহিতাগ্রন্থে হীরকের পরীক্ষা-সম্বন্ধে এই মাত্র উক্তি আছে,—

"সর্ব্বদ্রব্যাভেদ্যং লঘ্বম্ভসি তরতি রশ্মিবৎ স্নিগ্ধম্।"

হীরক ভিন্ন অন্য কোন পদার্থের দ্বারা হীরক উল্লেখিত হইবে না, অন্যান্য রত্ন অপেক্ষা লঘু অর্থাৎ ওজনে হাল্‌কা হইবে এবং জলে ভাসিবে, রশ্মিযুক্ত অথচ স্নিগ্ধ (চেক্‌ণাই) থাকিবে।

নীতিসার-গ্রন্থের ৪র্থ অধ্যায়ের ২য় প্রকরণে হীরকের পরীক্ষা ও প্রশংসা সম্বন্ধে এইরূপ উক্তি আছে।

"রত্নশ্রেষ্ঠতরং বজ্রং নীচে গোমেদবিদ্রুমে।"
"নায়সোল্লিখ্যতে রত্নং বিনা মৌক্তিক-বিদ্রুমাৎ।
পাষাণেনাপি চ প্রায় ইতি রত্নবিদো জগুঃ॥"
"ন জরাং যান্তি রত্নানি বিদ্রুমং মৌক্তিকং বিনা।"

তাবৎ শ্রেষ্ঠ রত্নের মধ্যে হীরকই শ্রেষ্ঠ এবং অধমের মধ্যে গোমেদমণি ও বিদ্রুমই অধম।

মুক্তা ও প্রবাল ভিন্ন অন্য কোন শ্রেষ্ঠ রত্ন তীক্ষ্ণ লৌহের দ্বারা চাঁচা যায় না

* কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে, প্রাচীনকালে হীরক কি মাণিক্য কাটিয়া পরিষ্কার করিবার প্রথা ছিল না; কিন্তু এতদ্রূপ বচনাবলির মর্ম্মস্থান পর্য্যালোচনা করিলে কাটা হইত বলিয়াই অনুমিত হয়। কি প্রকারে কর্ত্তিত হইত, তাহার কোন বিশেষ বিবরণ না পাওয়ায়, বোধ হয় কাটিবার প্রথা ছিল না বলা হইয়া থাকে।

এবং প্রায় অর্থাৎ সাধারণতঃ অনেক প্রকার পাষাণে ঘর্ষণ করিয়া ক্ষয় করাও যায় না। প্রবাল, বিদ্রুম ও মুক্তা ভিন্ন অন্য কোন রত্নই জরাগ্রস্ত হইয়া নষ্ট হয় না। ইহা ভিন্ন অন্যান্য পরীক্ষাও আছে, তাহা মাণিক্যপ্রস্তাবে বলা হইয়াছে।

## মূল্য।

হীরকের মূল্যসম্বন্ধে রত্নশাস্ত্রে নানা কথা আছে। তাহার কতিপয় প্রমাণের উল্লেখ করিয়া প্রস্তাবের উপসংহার করা যাউক। গরুড়পুরাণ ও কল্পদ্রুম-ধৃত যুক্তি-কল্পতরু-গ্রন্থে মূল্যসম্বন্ধে এইরূপ লিখিত আছে। যথা—

"যদি বজ্রমপেতসর্ব্বদোষং বিভৃয়াৎ তণ্ডুলবিংশতিং গুরুত্বে।
মণিশাস্ত্রবিদো বদন্তি তস্য দ্বিগুণং রূপক-লক্ষণমগ্র্যং মূল্যম্॥"

সর্ব্বপ্রকার-দোষ বর্জ্জিত হীরক যদি (২০) বিংশতি তণ্ডুল পরিমাণে গুরু হয়, তবে তাহার উচ্চ মূল্য মণিশাস্ত্রবেত্তা পণ্ডিতের মতে দ্বিগুণিত রূপক অর্থাৎ দুই রূপক হইবে। এই শ্লোকের তণ্ডুল শব্দের ও রূপক শব্দের অর্থ পারিভাষিক। মণিশাস্ত্রে হীরকাদি-রত্নের গুরুত্ব-নির্ণায়ক পরিমাণ-বোধক তণ্ডুল শব্দের অর্থ এইরূপ,—

"অষ্টভিঃ সর্ষপৈর্গৌরৈ-স্তণ্ডুলং পরিকল্পয়েৎ॥"

৮ আটটি শ্বেত সর্ষপ ওজন করিলে যে পরিমাণ হয়, সেই পরিমাণের নাম "তণ্ডুল"। বৃহৎসংহিতা-গ্রন্থেও এইরূপ লিখিত আছে। যথা—

"সিতসর্ষপাষ্টকং তণ্ডুলো ভবেত্তণ্ডুলৈস্তু বিংশত্যা।
তুলিতস্য দ্বে লক্ষে মূল্যং দ্বিদ্ব্যূনিতে চৈতৎ॥"

৮ শ্বেত সর্ষপে এক তণ্ডুল হয়, ওজনে তাদৃশ বিংশতি তণ্ডুল পরিমাণ হইলে, তাহার মূল্য দুই লক্ষ এই নির্দ্ধারিত মূল্যেরও ওজনের ক্রমে দুই দুই ভাগ হীন হইলে, এক এক ভাগ অবশিষ্ট থাকা, এবং তিন ভাগ প্রভৃতি হীন হইলে তদনু-রূপ মূল্য হ্রাস হওয়া বুঝিতে হইবেক। গরুড়পুরাণেও এতদ্রূপ ব্যবস্থা দেখা যায়। যথা—

"যত্তণ্ডুলৈর্দ্দ্বাদশভিঃ কৃতস্য বজ্রস্য মূল্যং প্রথমং প্রদিষ্টম্।
দ্বাভ্যাং ক্রমাৎ হানিমুপাগতস্য দ্বেকাবসানস্য বিনিশ্চয়োঽয়ম্॥"
"ত্রিভাগ-হীনার্দ্ধ-তদর্দ্ধ-শেষং ত্রয়োদশং ত্রিংশদতোর্দ্ধভাগাঃ।
অশীতিভাগোঽথ শতাংশভাগঃ সহস্রভাগোঽপি সমানযোগঃ॥"

বৃহৎসংহিতাও প্রায় এইরূপ ব্যবস্থা করিয়াছেন,—

"পাদত্র্যংশার্দ্ধোনং ত্রিভাগ পঞ্চাংশ ষোড়শাংশাশ্চ।
ভাগশ্চ পঞ্চবিংশঃ শতিকঃ সাহস্রিকশ্চেতি॥"

ত্রিভাগহীনে অর্দ্ধহীন, ত্রিংশৎ হীনে ত্রয়োদশ, অশীতি হীনে শতাংশ, এবং সহস্র ভাগে তদপেক্ষা অল্প। এই রীতিতে, প্রথম নির্দ্দিষ্ট প্রমাণের যেমন হীন বা অল্পতা হইবে, সেই সেই ক্রমে মূল্যেরও অল্পতা হইবে।

"অনেনাপি হি দোষেণ লক্ষ্যালক্ষেণ দূষিতম্।
স্বমূল্যাৎ দশমং ভাগং মূল্যং লভতি মানবঃ॥"

উচিত ওজনের হীরা যদি পূর্ব্বোক্ত দোষে দূষিত হয়, তবে বিক্রেতা মানব তাহার মূল্য, নির্দ্দিষ্ট মূল্য অপেক্ষা দশ ভাগের এক ভাগ মাত্র পাইবেন।

"প্রকটানেকদোষস্য স্বল্পস্য মহতোহপি বা।
স্বমূল্যাচ্ছতশোভাগো বজ্রস্য ন বিধীয়তে॥"
"স্পষ্টদোষমলঙ্কারে বজ্রং যদ্যপি দৃশ্যতে।
রত্নানাং পরিকর্ম্মার্থং মূল্যং তস্য ভবেল্লঘু॥"

হীরক স্বল্প হউক, আর বৃহৎ হউক, যদি তাহাতে অনেক দোষের প্রকাশ থাকে, তবে তাহার মূল্য প্রকৃত মূল্যের শত ভাগের এক ভাগ বিধান করাও কর্ত্তব্য নহে। যদি অলঙ্কারে দোষযুক্ত হীরক থাকে, তবে তাহার মূল্য অল্প এবং হীরক কি অন্যান্য রত্ন যদি পরিকর্ম্মীকৃত ( পালিশ ) না হয়, তাহা হইলে, সেই অপরিকর্ম্মীকৃত রত্নের পরিকর্ম্ম করাইবার জন্য মূল্যেরও অল্পতা হইবে। এতদ্ভিন্ন বৃহৎসংহিতাকার বলেন যে, যে সকল হীরকে কাকপদ, মক্ষিকা, কেশ, ধাতুযুক্ততা, শর্করাবিদ্ধ, লিপ্ত ( কলুষিত, ত্রস্ত, বিশীর্ণ, বুদ্বুদ, দলিতাগ্র, চিপিট, বাসাফলবৎ দীর্ঘতা প্রভৃতি দোষ থাকে, সে সকল হীরকের প্রকৃত অর্থাৎ নির্দোষ হীরকের মূল্য অপেক্ষা আট ভাগ ন্যূন মূল্য অবধারণ করিবে। যথা—

"কাকপদ মক্ষিকা কেশধাতুযুক্তানি শর্করাবিদ্ধম্।
দ্বিগুণাশ্রি দিগ্ধ কলুষ ত্রস্তবিশীর্ণানি ন শুভানি॥
যানি যানি চ বুদ্বুদদলিতাগ্রচিপিটবাসাফলপ্রদীর্ঘাণি।
সর্ব্বেষাং চ তেষাং মূল্যাৎ ভাগোঽষ্টমোহানিঃ॥"

অপিচ, মহর্ষি শুক্রাচার্য্য স্বকৃত নীতিগ্রন্থের রত্নপ্রকরণে বলিয়াছেন যে, রাজাদিগের দোষ-গুণেই রত্ন সকলের মূল্যের অল্পতা বা আধিক্য হইয়া থাকে।

বিবেচনা করিয়া দেখিলে, তাঁহার কথা অতীব সঙ্গত বলিয়া বোধ হয়। কেননা কাল, দেশ ও পাত্র অনুসারে কেবল রত্ন নহে, সকল দ্রব্যেরই মূল্যের তারতম্য ঘটনা হয়। তদীয় নীতিগ্রন্থের রত্নপরীক্ষাপ্রকরণে হীরকের মূল্যসম্বন্ধে যেরূপ ব্যবস্থা আছে, অধুনা প্রায় সেই নিয়ম অনুসারেই হীরক সকল ক্রীত-বিক্রীত হইয়া থাকে। যথা—

"একস্যৈব হি বজ্রস্য হ্যেকরক্তিমিতস্য চ।
সুবিস্তৃতদলস্যৈব মূল্যং পঞ্চ-সুবর্ণকম্॥"
"রক্তিকাদলবিস্তারাৎ শ্রেষ্ঠং পঞ্চগুণং যদি।
যথা যথা ভবেন্ন্যূনং হীনমৌল্যং তথা তথা॥"

এক রত্তি ওজনের এক খানি নির্দ্দোষ ও উৎকৃষ্ট হীরকের মূল্য ৫ পাঁচ সুবর্ণ (৮০ রতি অর্থাৎ ৸৴১০ আনা ওজমের স্বর্ণ মুদ্রার নাম সুবর্ণ।) ইহাই হীরকের মূল্যের উচ্চসীমা বা মূল্যকেন্দ্র। ইহা অপেক্ষা যত রত্তি ওজনে অধিক, বিস্তারে অধিক ও উৎকৃষ্টতায় অধিক হইবে, ততই তাহার মূল্য প্রত্যেক রত্তি অনুসারে ৫ পাঁচ গুণ অধিক হইতে থাকিবে, এবং যেমন যেমন হীন হইবে, তেমনি তেমনি মূল্যও হীন হইবে। এই নিয়মটি এদেশে বহুকাল প্রচারিত আছে এবং অধুনাতন-কালেও প্রায় এই নিয়মেই হীরকের ক্রয়বিক্রয় সাধিত হইয়া থাকে। উল্লিখিত গ্রন্থে এই সাধারণ নিয়মের অতিরিক্ত কয়েকটি বিশেষ নিয়ম আছে, এস্থলে তাহাও উদ্ধৃত করিলাম।

"যথা গুরুতরং বজ্রং তন্মূল্যং রত্তিবর্গতঃ।
তৃতীয়াংশবিহীনস্তু চিপীটস্য প্রকীর্ত্তিতম্॥"
"তদর্দ্ধং শর্করাভস্য চোত্তমং মূল্যমীরিতম্।"
"রক্তিকায়াশ্চ দ্বে বজ্রে তদর্দ্ধং মূল্যমর্হতঃ।"
"তদর্দ্ধং বহবোঽর্হন্তি মধ্যাহীনা যথা গুণৈঃ।"
"উত্তমার্দ্ধং তদর্দ্ধং বা হীরকা গুণহীনতঃ।
বর্গরক্তিষু সংধার্য্যং কলানাং নবকং পৃথক্॥"
"তথাংশপঞ্চকং পূর্ব্বং ত্রিংশদ্ভিস্তুভজেৎ ততঃ।"

হীরকের যেরূপ যেরূপ গুরুত্ব অর্থাৎ ওজন হইবে, সেইরূপ সেইরূপ ওজনকে বর্গরতি অর্থাৎ কালী করিয়া রতির পরিমাণ বা সংখ্যা কল্পনা করিবেক। পশ্চাৎ সেই বর্গ-রত্তির সংখ্যা বা পরিমাণ অনুসারে মূল্য কল্পনা করিবেক। এক বর্গ-রতি

পরিমিত উত্তম হীরকের যে মূল্য, এক বর্গ-রতি চিপীট হীরকের মূল্য তাহার এক তৃতীয়াংশ হীন এবং এক শর্করাভ হীরকের মূল্য তাহার অর্দ্ধ। এক বর্গ-রতি এক খণ্ড হীরকের যে মূল্য, দুই খণ্ডে এক বর্গ-রতি হইলে তাহা তাহার অর্দ্ধ-মূল্য এবং বহুখণ্ডে এক বর্গ-রতি হইলে তাহা তদপেক্ষা অর্দ্ধ-মূল্য হইবার যোগ্য। এইরূপ, গুণের অল্পতা ও আধিক্য অনুসারেও মূল্যের উত্তমাধম-মধ্যমতা কল্পনা করিবেক। অর্থাৎ অল্পগুণ হীরক সর্ব্বগুণ-সম্পন্ন হীরক অপেক্ষা অর্দ্ধমূল্য এবং মধ্যমগুণযুক্ত হীরক মধ্যম মূল্য, ইত্যাদিক্রমে নির্ণয় করিবেক। সমদ্বিগুণিত রতির নাম বর্গ-রতি, যত বর্গ-রতিই হউক, তাহার উপর স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র নবকলা ও পাঁচ অংশ যোজনা করিবেক। প্রথম স্থাপিত নব-কলাকে ৩০ দিয়া ভাগ করিলে যাহা অবশিষ্ট থাকে অথবা যত ভাগ হয়, ততকে কলা সংখ্যায় যুক্ত করিবেক। অনন্তর কলা সংখ্যার ২৬ অংশ অবলম্বন করিয়া মূল্যাবধারণ করিবেক। এই নিয়মটি মুক্তামূল্যের জন্য ব্যবস্থিত হইলেও হীরকের বর্গ-কল্পনা ইহারই দৃষ্টান্তে কৃত হইত। অপিচ, রত্নের মূল্যসম্বন্ধে আর একটি নিয়ম আছে, তাহা সর্ব্বরত্ন সাধারণ্যেই ব্যবহৃত হইয়া থাকে। সে নিয়মটি এই যে—

"মূল্যাধিক্যায় ভবতি যদ্রত্নং লঘু বিস্তৃতম্।
গুর্ব্বল্পং হীনমৌল্যায় স্যাদ্রত্নং ত্বপি সদ্গুণম্॥"

শুক্রনীতি।

যে রত্ন লঘু অথচ দেখিতে বড়—তাহার মূল্য অধিক। আর যাহা দেখিতে ছোট অথচ ওজনে ভারি—তাহা গুণযুক্ত হইলেও অল্প মূল্য হইবেক।

## উপসংহার।

পূর্ব্বে ভারতবর্ষের ও চীনদেশের রত্নবিৎপণ্ডিতেরা উত্তমরূপে কাটিয়া হীরকের দীপ্তি প্রকাশ করিতে অবগত ছিলেন। প্রাচীন কালের ইউরোপীয়গণ খনি হইতে হীরক প্রাপ্ত হইলে; তাহা পরিষ্কৃত করিয়া অলঙ্কারে ব্যবহার করিতেন; কিন্তু হীরক কাটিয়া তাহার ঔজ্জ্বল্য-প্রকাশের নিয়ম পঞ্চদশ খৃষ্টাব্দে লুই ভ্যান্-বর্গেন্ দ্বারা প্রকাশিত হয়।

ভারতবর্ষের গলকণ্ডার হীরক অতি পূর্ব্বকাল হইতে প্রসিদ্ধ। বোর্ণিও ও মলক্কায় যে হীরক প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহা উৎকৃষ্ট শ্রেণীর নহে। অষ্টাদশ

খৃষ্টাব্দ হইতে প্রচুর-পরিমাণে ব্রেজিলে হীরক প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে। ইহা ভিন্ন অধুনা ইউরেল পর্ব্বত, উত্তর আমেরিকার কোন কোন অংশ, অস্ট্রেলিয়া ও আফ্রিকায় হীরক পাওয়া গিয়া থাকে। এ পর্য্যন্ত যত হীরক প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে, তাহার মধ্যে ভারতবর্ষীয় হীরক উত্তম, সর্ব্ব প্রসিদ্ধ ও বহুমূল্য। কিংবদন্তী আছে যে, কোহিনুর নামক হীরক শ্রীকৃষ্ণের হস্তে শোভা বিস্তার করিয়াছিল।

ভাগবত ও বিষ্ণুপুরাণ প্রভৃতি প্রাচীন আর্য্যগ্রন্থে লিখিত আছে যে, শ্রীকৃষ্ণের স্যামন্তক নামক একখানি উৎকৃষ্ট মণি ছিল। জৈনাচার্য্য হেমচন্দ্র লিখিয়াছেন যে,—

"মণিঃ স্যমন্তকোহস্তে ভুজমধ্যে তু কৌস্তভঃ।"

শ্রীকৃষ্ণের হস্তে স্যামন্তক মণি ছিল। বিষ্ণুপুরাণে লিখিত আছে যে, শ্রীকৃষ্ণ তাহা অক্রূরকে প্রদান করেন। তৎসম্বন্ধে জনপ্রবাদ এই যে, সেই স্যমন্তকমণিই কোহিনুর আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছে। যাহাই হউক, কোহিনুর যে স্যমন্তকমণি—তাহার কোন প্রমাণ নাই। স্যমন্তকমণির সংক্ষেপ বৃত্তান্তটি পরিশিষ্টে লিখিত হইবেক। ইহার প্রাচীন ইতিবৃত্ত আর বিশেষ কিছুই জ্ঞাত হওয়া যায় না। ইহা কোন এক অজ্ঞাত-ঘটনায় আলাউদ্দীনের হস্তগত হয়। পরে, ১৫২৬ খৃষ্টাব্দে সুলতান বাবর ইহা বহুযত্নে অঙ্গে ধারণ করিয়াছিলেন। ফরাশীশ্ ভ্রমণকারী টাবর্নিয়ার্ আরঙ্গজীবের নিকটে কোহিনুর দর্শন করিয়াছিলেন। এ সময় হর্টন্ সিও বর্জ্জিয়া ইহা কাটিয়া সুদৃশ্য করিতে গিয়া, তাহার দীপ্তির হানি করিয়াছিল, এজন্য নৃপতি আরঙ্গজীব তাহাকে অপমানিত করিয়া রাজ্য হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিয়াছিলেন। দিল্লী হইতে নাদির সাহা ইহা লুণ্ঠন করিয়া লইয়া যান, তৎপরে তাঁহার বংশধরের নিকট হইতে আহম্মদ সাহ প্রাপ্ত হইলে, তৎপুত্র সা সুজার নিকট হইতে উহা মহারাজ রণজিৎ সিংহ গ্রহণ করিয়া স্ববাহুতে ধারণ করেন। ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের পঞ্জাব জয়ের পরে কোহিনুর ১৮৫০ খৃষ্টাব্দে মহারাণী ভিক্টোরিয়ার নিকটে প্রেরিত হয়। ১৮৫১ খৃষ্টাব্দের ইংলণ্ডীয় মহাপ্রদর্শনে উহা প্রদর্শিত হইয়াছিল। সে সময়ে আমষ্টারডম্ নগরবাসী কাণ্টার নামক একজন প্রসিদ্ধ রত্নব্যবসায়ীর দ্বারা উহার উত্তমরূপ অস্ত্রীকরণ ও পরিকর্ম্ম সাধিত হইয়াছিল। ভূমণ্ডলের রাজভাণ্ডারে যত হীরক আছে, তাহার মধ্যে কোহিনুর সর্ব্বোৎকৃষ্ট। উহা এক্ষণে মহারাজ্ঞী এম্প্রেস্ ভিক্টোরিয়ার মুকুটে পরিশোভিত রহিয়াছে।

মহারাজ্ঞী ভিক্টোরিয়ার আর একখানি বহুমূল্য হীরক আছে, তাহার নাম কম্বারল্যাণ্ড হীরক। উহা ডিউক্ অব্ কম্বারল্যাণ্ডের অধিকারে ছিল।

রুষিয়ার সম্রাটের নিকটে যে "অরলফ" হীরক আছে, সেখানি অতিবহুমূল্য ভারতবর্ষীয় হীরক। উহা নাদির সাহার "ময়ূর-সিংহাসন" হইতে এক জন ফরাসী অপহরণ করিয়া আমেনিয়ায় এক বণিকের নিকট বিক্রয় করিয়াছিল। ঐ বণিক্ ১৭৭৪ খৃষ্টাব্দে রুশিয়ার এম্প্রেস্ দ্বিতীয় কাথারিনের নিকটে উক্ত হীরক বিক্রয় করিয়াছিলেন। রুসিয়ার সম্রাটের আর দুই খানি বহুমূল্য হীরক আছে, তাহার এক খানির নাম " পোলারষ্টার," অপর খানির নাম "সা"।

"সা" হীরক খানি আব্বাস্ মির্জার পুত্র খসরু, সম্রাট্‌কে উপঢৌকন দিয়াছিলেন। তাহাতে পারস্ত-ভাষায় নাম খোদিত আছে। তৃতীয় নেপোলিয়ান্ ভূপতির যে সকল বহুমূল্য হীরক ছিল, তাহার মধ্যে "পিট" ও "ইউজিনি" হারক সর্ব্বোৎকৃষ্ট। প্রথমোক্ত মণিখণ্ড গলকণ্ডার খনি হইতে প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছিল।

রুসিয়ার একজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি ৮ আট লক্ষ টাকা মূল্যে "স্যান্সি" হীরক ক্রয় করিয়াছিলেন। এই হীরকখণ্ড ইউরোপে প্রথম অগ্রীকৃত হইয়াছিল।

ফরাশীশ্ গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে সম্প্রতি একজন ইংরাজ রত্নবণিক্ চারিলক্ষ টাকা মূল্যে রিজেণ্ট হীরকখণ্ড ক্রয় করিতে চাহিয়াছেন। উহা অতি বৃহৎ এবং উৎকৃষ্ট হীরক। এই হীরক প্রথমে একজন গলকণ্ডার জামল চাঁদ নামক বণিকের নিকট হইতে ক্রয় করেন, তৎপরে তাহা ফ্রেঞ্চ গবর্ণমেণ্টের হস্তগত হয়। সম্রাট্ প্রথম নেপোলিয়ন ইহা আসিকোষ উপরে ব্যবহার করিয়াছিলেন।

---

## বিদ্রুম বা প্রবাল।

বিদ্রুম ও প্রবাল একই বস্তু। ইহার ভাষা নাম "পলা" এবং হিন্দি নাম "মুঙ্গা"। সংস্কৃত শাস্ত্রে ইহার আর ৬টি নাম আছে। যথা—অঙ্গারকমণি, অম্ভোধিবল্লভ, ভৌমরত্ন, রক্তাঙ্গ, রক্তাকার ও লতামণি।

জ্যোতিষশাস্ত্র বলেন যে, এই রত্ন মঙ্গলগ্রহের অতিপ্রিয়, তজ্জন্য উহার নাম ভৌমরত্ন। ভৌমরত্ন ধারণ করিলে পাপ নষ্ট হয়, অলক্ষ্মীর দৃষ্টি থাকে না।

রাজনির্ঘণ্টকার বলেন, প্রবালদ্বারা অশেষবিধ ঔষধ প্রস্তুত হয়, যেহেতু উহার নিম্নলিখিত গুণসমূহ আছে। মধুর, অম্লরস, কফপিত্তাদি দোষের নাশক, স্ত্রীলোকের বীর্য্য ও কান্তিপ্রদ।

রাজবল্লভ বলেন, তদ্ভিন্ন উহার আরও কয়েকটী গুণ আছে, তাহা এই,—সারক, শীতবীর্য্য, কষায়যুক্ত, স্বাদুপাকী, বমিকারক, চক্ষুর হিতজনক। শুক্র-নীতির মতে "নীচে গোমেদবিক্রমে"। ঐ বিক্রম রত্নটী অন্যান্য রত্নাপেক্ষা হীন। অথবা ইহা স্বল্পরত্ন বলিয়া গণ্য।

### আকর বা উৎপত্তিস্থান।

গরুড়পুরাণে লিখিত আছে যে, প্রবালরত্ন সনীসক, দেবক ও রোমক প্রভৃতি স্থানে উৎপন্ন হয়। অন্যান্য স্থানেও উৎপন্ন হয়, কিন্তু সে সকল উৎকৃষ্ট নহে। তাহার মূল্যও শিল্পীর অধীন অর্থাৎ উৎকৃষ্ট শিল্পকার্য্যের গুণে তাহার মূল্যের আধিক্য হইতেও পারে। যথা—

"সনীসকং দেবকরোমকঞ্চ স্থানানি তেষু প্রভবং সুরাগম্।
অন্যত্র জাতঞ্চ ন তৎপ্রধানং মূল্যং ভবেৎ শিল্পিবিশেষযোগাৎ॥"

প্রবালমণির উৎপত্তিসম্বন্ধে কয়েকটী বিশেষ বচন আছে। যথা—

"শ্বেতসাগরমধ্যে তু জায়তে বল্লরী তু যা।
বিদ্রুমানাম রত্নাখ্যা দুর্লভা বজ্ররূপিণী॥"
"পাষাণং প্রভজত্যেষা প্রযত্নাৎ কথিতা সতী।
বিদ্রুমং নাম তদ্রত্নমামনন্তি মনীষিণঃ॥"

শ্বেত সমুদ্রের মধ্যে বিদ্রুমা নামে একপ্রকার লতা জন্মে তাহাই বিদ্রুমরত্ন নামে খ্যাত। এই লতারত্ন অতি দুর্লভ ও বজ্রের সদৃশ গুণবিশিষ্ট। রত্নতত্ত্ববেত্তা পণ্ডিতগণ বলেন, যে উহা যে প্রস্তরের মত কঠিন হয়, তাহা তাহার স্বাভাবিক নহে। যত্নপূর্ব্বক জলের সহিত অগ্নিতে সিদ্ধ করিলে পর তাহা প্রস্তরের ন্যায় কঠিন হয়, নচেৎ প্রথমে উহা ঘনীভূত মাংস-নির্য্যাস অর্থাৎ আঠার মত থাকে। ইউরোপীয় পরীক্ষকেরা দেখিয়াছেন যে, প্রবাল এক প্রকার কীট। তাহার বিস্তারিত বিবরণ বর্ণন করা এ প্রস্তাবের উদ্দেশ্য নহে।

### পরীক্ষা।

শুক্রনীতি গ্রন্থে লিখিত আছে যে,—

"নায়সোল্লিখ্যতে রত্নং বিনা মৌক্তিকবিক্রমাৎ।"

মুক্তা ও বিক্রম ব্যতীত অন্যান্য রত্নে লৌহশলাকার দ্বারা আঁচোড় পাড়া যায় না। অতএব উহার উল্লেখন বা কষ্টিতে নিকষণরূপ পরীক্ষা নাই। না থাকাই সুসঙ্গত; যেহেতু বিক্রমে কৃত্রিম অকৃত্রিম সন্দেহ করিবার সম্ভাবনা নাই। তবে ইহার ভাল মন্দ পরীক্ষা আছে বটে; পরন্তু তাহা বর্ণ ও গুণের দ্বারাই হইয়া থাকে।

## বর্ণ।

প্রবালের বর্ণপরীক্ষাসম্বন্ধে শুক্রনীতিতে উক্ত হইয়াছে যে,—

"সপীত রক্তরুক্ ভৌমপ্রিয়ং বিক্রমমুত্তমম্।"

অল্প পীতমিশ্রিত রক্তকান্তি বিক্রমই উত্তম এবং তাহাই মঙ্গলগ্রহের প্রিয়। এতদ্ভিন্ন গরুড়পুরাণে ইহার বর্ণাদি বিশেষরূপে উক্ত হইয়াছে। যথা,—

"তত্র প্রধানং শশলোহিতাভং গুঞ্জা জবা পুষ্পনিভং প্রদিষ্টম্।"

"জবা বন্ধূক সিন্দুর দাড়িমীকুসুমপ্রভম্।"

"পলাশ কুসুমাভাসং তথা পাটলসন্নিভম্।"

"রক্তোৎপলদলাকারং—"

যে সকল প্রবালের বর্ণ শশকের রক্তের ন্যায়, সে সকল প্রবাল প্রথম শ্রেণীর অর্থাৎ প্রধান। যাহা গুঞ্জা অর্থাৎ কুঁচ, বাঁধুলিফুল, সিন্দুর, অথবা দাড়িম্ব ফুলের বর্ণের ন্যায়, তাহারা ২য় শ্রেণীর প্রবাল। যাহা পলাশ পুষ্প, কি পাটলা পুষ্পের ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট তাহারা ৩য় শ্রেণীর বিক্রম। যে সকল প্রবাল কোকনদ-দলের রঙ্ ধারণ করে—তাহা ৪র্থ শ্রেণীর প্রবাল অর্থাৎ সর্ব্বাপেক্ষা হীন।

## জাতি ও গুণ।

"প্রসন্নং কোমলং স্নিগ্ধং সুরাগং বিক্রমং হি তৎ।
ধনধান্যকরং লোকে বিষার্ত্তিভয়নাশনম্॥"

প্রসন্ন অর্থাৎ পরিষ্কার কান্তিযুক্ত, কোমল অর্থাৎ সুখবেধ্য, স্নিগ্ধ অর্থাৎ দেখিতে ঘৃত তৈলাদি ম্রক্ষিতের ন্যায়, সুরাগ অর্থাৎ মনোজ্ঞ রঙ্। এইরূপ গুণবিশিষ্ট বিক্রমই সর্ব্বোৎকৃষ্ট এবং ইহা ধারণ করিলে ধনধান্যাদি বৃদ্ধি হয় এবং বিষভয় নষ্ট হয়।

অন্যান্য রত্নের ন্যায় বিদ্রুমেরও চারি প্রকার জাতি আছে। যথা,—

"ব্রহ্মাদি জাতিভেদেন তচ্চতুর্বিধমুচ্যতে।
অরুণং শশরক্তাখ্যং কোমলং স্নিগ্ধমেব চ॥
প্রবালং বিপ্রজাতিঃ স্যাৎ সুখবেধ্যং মনোরমম্।
জবা বন্ধূক সিন্দূর দাড়িমী কুসুমপ্রভম॥
কঠিনং দুর্বেধ্যমস্নিগ্ধং ক্ষত্রজাতিং তদুচ্যতে।
পলাসকুসুমাভাসং তথা পাটলসন্নিভম্॥
বৈশ্যজাতির্ভবেৎ স্নিগ্ধং বর্ণাঢ্যং মন্দকান্তিমৎ।
রক্তোৎপলদলাকারং কঠিনং ন চিরদ্যুতি।
বিদ্রুমং শূদ্রজাতি স্যাদ্বায়ুবেধ্যং তথৈব চ॥"

পূর্ব্বোক্ত প্রথম শ্রেণীর প্রবালকে ব্রাহ্মণ জাতি বলা যায়। ব্রাহ্মণজাতীয় বিদ্রুমই সুন্দর, সুখবেধ্য ও ধারণে শুভপ্রদ হয়।

২য় শ্রেণীর প্রবাল ক্ষত্রিয় জাতি বলিয়া গণ্য, তাহা অপেক্ষাকৃত কঠিন সুতরাং দুর্ব্বেধ্য ও অস্নিগ্ধ। ৩য় শ্রেণীর বিদ্রুম বৈশ্যজাতি মধ্যে গণ্য। এই জাতীয় বিদ্রুম স্নিগ্ধ বটে, ইহার বর্ণও উত্তম বটে, কিন্তু ইহার লাবণ্য অল্প। ৪র্থ শ্রেণীর বিদ্রুম শূদ্রজাতীয় বলিয়া পরিগণিত। শূদ্রজাতীয় বিদ্রুম অতি কঠিন এবং তাহার দ্যুতি অল্পকালেই বিনষ্ট হইয়া যায়।

"রক্ততা স্নিগ্ধতা দার্ঢ্যং চিরদ্যুতি সুবর্ণতা।
প্রবালানাং গুণাঃ প্রোক্তাঃ ধনধান্যকরাঃ পরাঃ॥"

সুরাগ, সুস্নিগ্ধ, সুখবেধ্য, বহুকালস্থায়ী লাবণ্য, সুন্দরবর্ণ, এই কয়েকটী প্রবালের প্রধান গুণ। গুণবান্ প্রবাল ধারণেই ধনধান্য লাভ হইয়া থাকে।

"হিমাদ্রৌ যত্তু সংজাতং তদ্রক্তমতিনিষ্ঠুরম্।
তস্য ধারণমাত্রেণ বিষবেগঃ প্রশাম্যতি॥"

হিমালয় সর্ব্বরত্নের আকর, না হয় এমন রত্নই নাই। এতাদৃশ হিমালয়ে যে এক প্রকার প্রবাল জন্মে, তাহা রক্তবর্ণ ও অতি কঠিন, তাহা ধারণ করিলে বিষ নষ্ট হয়।

"শুদ্ধং দৃঢ়ং ঘনং বৃত্তং স্নিগ্ধং গাত্রসুরঙ্গকম্।
সমং গুরু সিরাহীনং প্রবালং ধারয়েৎ শুভম্॥"

রাজনির্ঘণ্ট।

বিশুদ্ধ অর্থাৎ শ্যামিকাদি দোষরহিত, দৃঢ়, ঘন অর্থাৎ সংহত, বৃত্ত অর্থাৎ সুগোল, স্নিগ্ধ, সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ও সুন্দরবর্ণবিশিষ্ট, সমান, ওজনে ভারি, সিরাশূন্য,—এরূপ প্রবাল শুভজনক এবং এই শুভ প্রবালই ধারণ করিবেক।

"বিবর্ণতা তু খরতা প্রবালে দূষণদ্বয়ম্।
রেখা কাকপদৌ বিন্দুর্যথা বজ্রেষু দোষকৃৎ।
তথা প্রবালে সর্ব্বত্র বর্জ্জনীয়ং বিচক্ষণৈঃ॥"

বিবর্ণ ও খর অর্থাৎ খশ্‌খশে, এই দুইটী প্রধান দোষ। তদ্ভিন্ন রেখা প্রভৃতি আরও কয়েকটী দোষ আছে, তাহাও পরিত্যাজ্য।

"রেখা হন্যাৎ যশোলক্ষ্মীমাবর্ত্তঃ কুলনাশনঃ।
পট্টলো রোগকৃৎ খ্যাতো বিন্দুর্ধনবিনাশকৃৎ।
ত্রাসঃ সঞ্জনয়েৎ ত্রাসং নীলিকা মৃত্যুকারিণী॥"

রেখা থাকিলে সে প্রবাল ধারণে যশ ও লক্ষ্মীভাগ্য ধ্বংস করে। আবর্ত্ত থাকিলে তাহা বংশনাশক হয়। পট্টল নামক দোষ (ইহা হীরক-পরীক্ষায় বিবৃত হইয়াছে) রোগ আনয়ন করে। বিন্দু থাকিলে তাহা ধন বিনাশ করে। ত্রাস-নামক দোষ (ইহাও হীরকোক্ত দোষ) ভয় উৎপাদন করে। নীলিকা দোষ থাকিলে তাহা মৃত্যুকর হয়।

"ধারণেঽস্যাপি নিয়মো জাতিভেদেন পূর্ব্ববৎ।
বিরূপজাতিং বিষমং বিবণং খরং প্রবালং প্রবহন্তি যে যে।
তে মৃত্যুমেবাত্মনি বৈ বহন্তি সত্যং বদন্ত্যেষ যতো মুনীন্দ্রঃ॥"

অন্যান্য রত্নের ন্যায় প্রবাল রত্ন ধারণেও জাত্যাদি নিয়ম আছে। যথা—বিবর্ণ, বিজাতি, বিষম (উচ্চ নীচ), কর্কশ,—যে যে ব্যক্তি এরূপ প্রবাল ধারণ করে—সে ব্যক্তি আপনার মৃত্যু বহন করে, ইহা মুনিশ্রেষ্ঠ বলিয়াছিলেন; সুতরাং যে ইহা সত্য।

রাজনির্ঘণ্টকার বলেন যে,—

"গৌরং রঙ্গং জলাক্রান্তং বক্রং সূক্ষ্মং সকোটরম্।
রুক্ষং কৃষ্ণং লঘু শ্বেতং প্রবালমশুভং ত্যজেৎ॥"

গৌরবর্ণ, রঙ্গ ও জলভাবাপন্ন (ইহা বৈদূর্য্য প্রস্তাবে বলা হইয়াছে), বক্র, সূক্ষ্ম, কোটর অর্থাৎ ছিদ্রপ্রায় চিহ্নযুক্ত, রুক্ষ, কৃষ্ণবর্ণ, হাল্কা, শ্বেতদাগযুক্ত,—এরূপ প্রবাল অশুভজনক, অতএব তাহা ত্যাগ করিবেক।

নীতি শাস্ত্রকার ভগবান্ শুক্রাচার্য্য স্পষ্টাক্ষরে ব্যক্ত করিয়াছেন যে, কেবল

মুক্তা ও প্রবাল এই প্রকার রত্নই কালে জীর্ণতা প্রাপ্ত হয়, অন্যান্য রত্ন জীর্ণ হয় না।

"ন জরাং কান্তি রত্নানি বিক্রমং মৌক্তিকং বিনা।"

মূল্য।

শুক্রনীতির মতে ১ তোলা উৎকৃষ্ট প্রবাল এক সুবর্ণের অর্দ্ধ মূল্য হইবার যোগ্য। এস্থলে সুবর্ণ শব্দের অর্থ তৎকালপ্রচলিত ৮০ রতি পরিমিত স্বর্ণমুদ্রা। অথবা এরূপ অর্থ হইতেও পারে যে, ১ তোলা প্রবাল অর্দ্ধ তোলা স্বর্ণের সমান) যথা—

"প্রবালং তোলকমিতং স্বর্ণার্দ্ধং মূল্যমর্হতি।"

কিন্তু যুক্তিকল্পতরুর মতে—

"মূল্যং শুদ্ধপ্রবালস্য রৌপ্যদ্বিগুণমুচ্যতে।"

নির্দ্দোষ ও পরীক্ষিত প্রবাল রূপার দ্বিগুণ মূল্য অর্থাৎ দুই তোলা শুদ্ধ রৌপ্যের যে মূল্য—এক তোলা প্রবালের সেই মূল্য।

অতি পূর্ব্বকাল হইতেই পৃথিবীর সকল সভ্য জনপদে প্রবাল রত্ন অলঙ্কারের নিমিত্ত ব্যবহৃত হইত। থিওফ্রাস্টস্ তাঁহার গ্রন্থে প্রবালের বিশেষ উল্লেখ করিয়াছেন এবং প্রাচীন সুসভ্য গলজাতি ইহার অলঙ্কার ব্যবহার করিত। এক্ষণে উৎকৃষ্ট রক্তবর্ণ প্রবাল—যাহা অলঙ্কারের জন্য ব্যবহৃত হয়—তাহা ভূমধ্যসাগর ও লোহিতসাগর প্রভৃতি জলমধ্য হইতে প্রাপ্ত হওয়া যায়।

---

## পুষ্পরাগ।

আধুনিক রত্নপরীক্ষক অর্থাৎ জহরীরা ইহাকে "পুখ্‌রাজ" আখ্যা প্রদান করিয়া থাকেন। ভাবপ্রকাশ ও অন্যান্য কোষগ্রন্থ অনুসন্ধান করিলে ইহার ৮টী নাম পাওয়া যায়। "মঞ্জুমণি" "বাচস্পতিবল্লভ" "পীত" "পিঙ্গস্ফটিক" "পীতরক্ত" "পীতাশ্ম" "গুরুরত্ন" ও "পীতমণি"। রাজনির্ঘণ্ট গ্রন্থে ইহার ভৈষজ্যোপযোগী গুণ ও ধারণের ফলাফল বর্ণিত আছে। গরুড়পুরাণের ৭৫ অধ্যায়ে ইহার বর্ণ, গুণ, পরীক্ষা ও মূল্যাদির ব্যবস্থাও লিখিত আছে।

## সুলক্ষণ।

রত্নবিৎ শুক্রাচার্য্য ঋষি ইহাকে মধ্যম শ্রেণীর রত্ন বলিয়াছেন, কেহ বা ইহাকে মহারত্ন-মধ্যে গণনা করিয়াছেন। কেহ নবসংখ্যক্ মহারত্নের মধ্যে গণনা না করিয়া, একাদশ রত্ন মধ্যে গণনা করিয়া ইহার স্বল্পতা জানাইয়াছেন।

"সুচ্ছায়পীতগুরুগাত্রসুরঙ্গশুদ্ধং
স্নিগ্ধঞ্চ নির্ম্মলমতীব সুবৃত্তশীতম্।
যঃ পুষ্পরাগসকলং কলয়েদমুষ্য
পুষ্ণাতি কীর্ত্তিমতিশৌর্য্যসুখায়ুরর্থান্॥"

সুন্দর পীত, ছায়া বা বর্ণবিশিষ্ট, ওজনে ভারি, সুন্দরকান্তি এবং সর্ব্বাঙ্গে সমান রঙ্, পরিষ্কার, স্নিগ্ধ, স্বচ্ছ, সুগোল ও সুশীতল,—যে ব্যক্তি এতদ্রূপ পুষ্পরাগ মণি ধারণ করে, তাহার কীর্ত্তি ও শৌর্য্য বীর্য্য বৃদ্ধি হয়। সুখী, দীর্ঘায়ু ও ধনবানও হয়।

## কুলক্ষণ।

"কৃষ্ণবিন্দ্বঙ্কিতং রুক্ষং ধবলং মলিনং লঘু।
বিচ্ছায়ং শর্করাগারং পুষ্পরাগং সদোষকম্॥"

কৃষ্ণবিন্দুচিহ্নযুক্ত অর্থাৎ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কালীর ছিটার ন্যায় দাগদার, রুক্ষ, ধবল, মলিন, হাল্‌কা, বিকৃত বর্ণ, দ্বিবর্ণ, বা ছায়াহীন, শর্করা অর্থাৎ কাঁকরদার, এরূপ পুষ্পরাগ সদোষ।

## বর্ণ।

"ঈষৎপীতঞ্চ বজ্রাভং পুষ্পরাগং প্রচক্ষতে।"
মানসোল্লাস।

রত্নবিৎ পণ্ডিতেরা বলেন যে, পুষ্পরাগ অল্পপীতবর্ণ অথচ হীরকের ন্যায় প্রভাশালী হইয়া থাকে।

## প্রকারান্তর।

"শণপুষ্পসমঃ কান্ত্যা স্বচ্ছভাবঃ সুচিক্কণঃ।
পুত্রধনপ্রদঃ পুণ্যঃ পুষ্পরাগমণির্ধৃতঃ॥"

শণপুষ্পের ন্যায় কান্তি, স্বচ্ছ ও সুচিক্কণ,—এরূপ পুষ্পরাগ মণি ধারণ করিলে, ধন পুত্র লাভ ও পুণ্য হয়।

"দৈত্যধাতুসমুদ্ভূতঃ পুষ্পরাগমণির্দ্বিধা।
পদ্মরাগাকরে কশ্চিৎ কশ্চিত্তার্ক্ষ্যোপলাকরে॥"
"ঈষৎপীতচ্ছবিচ্ছায়াস্বচ্ছং কান্ত্যা মনোহরম্।
পুষ্পরাগমিতি প্রোক্তং রঙ্গসোমমহীভূজা॥"
"ব্রহ্মাদিজাতিভেদেন তদ্বিজ্ঞেয়ং চতুর্বিধম্।
ছায়া চতুর্বিধা তস্য সিতা পীতাসিতাসিতা॥"

যুক্তিকল্পতরু।

দৈত্যের ত্বক্ ধাতু হইতে সমুৎপন্ন পুষ্পরাগমণি দুই প্রকার হইয়া থাকে। যাহা পদ্মরাগমণির আকরে উৎপন্ন হয়, তাহা এক প্রকার, এবং যাহা ইন্দ্রনীল-আকরে উৎপন্ন, তাহা অন্য প্রকার।

রত্নতত্ত্ববিৎ রাজা রঙ্গসোম বলেন যে, যাহা ঈষৎ পীতবর্ণ, নির্ম্মল, ছায়াযুক্ত ও মনোহরকান্তি, তাহাই উৎকৃষ্ট পুষ্পরাগ।

এই পুষ্পরাগমণির ব্রাহ্মণাদি চারি প্রকার জাতি আছে। সুতরাং উহাদের ছায়াও চারি প্রকার। শুভ্র, তরলপীত, অল্পকৃষ্ণ ও কৃষ্ণ। এই চতুর্বিধ ছায়ার দ্বারা চতুর্বিধ জাতির নির্ণয় হয়। গরুড়পুরাণে এতদপেক্ষা কিছু বিশেষ উক্তি আছে। যথা—

"পতিতা যা হিমাদ্রৌ হি ত্বচস্তস্য সুরদ্বিষঃ।
প্রাদুর্ভবন্তি তাভ্যস্তু পুষ্পরাগা মহাগুণাঃ॥"

সেই অসুরের চর্ম্ম সকল হিমালয়ে পতিত হইয়াছিল, তাহা হইতেই মহাগুণ পুষ্পরাগ সকল প্রাদুর্ভূত হইয়াছে।

"আপীতপাণ্ডুরুচিরঃ পাষাণং পুষ্পরাগসংজ্ঞস্তু।
কৌরুণ্টকনামা স্যাৎ স এব যদি লোহিতাপীতঃ॥"
"আলোহিতস্তু পীতঃ স্বচ্ছঃ কাষায়কঃ স এবোক্তঃ।
আনীলশুক্লবর্ণঃ স্নিগ্ধঃ সোমালকঃ স্বগুণৈঃ।
"অত্যন্তলোহিতো যঃ স এব খলু পদ্মরাগসংজ্ঞঃ স্যাৎ।
অপিচেন্দ্রনীলসঙ্গঃ স এব কথিতঃ সুনীলঃ সন্॥"

তরলপীত বা পাণ্ডু কান্তিবিশিষ্ট নির্ম্মল প্রস্তরবিশেষ, পুষ্পরাগ নাম প্রাপ্ত হইয়াছে। আবার সেই পাথর যদি রক্তবর্ণমিশ্রিত অল্প পীত রঙের হয়, তাহা হইলে তাহা পুষ্পরাগ না হইয়া কুরুণ্টক নাম প্রাপ্ত হয়। আবার তাহাই যদি স্বচ্ছ

ও অম্লরক্তযুক্ত পূর্ণপীতবর্ণ হয়, তাহা হইলে তাহাকে কাষায় বলিয়া অভিহিত করা যায়; এবং সেই বস্তুই আবার অম্লনীল মিশ্রিত শুক্লবর্ণ, স্নিগ্ধ ও গুণোৎপন্ন হইলে, উহা সোমালক নাম প্রাপ্ত হইয়া থাকে। সেই একই প্রস্তর অত্যন্ত লোহিতবর্ণ হওয়ায় পদ্মরাগ নাম ধারণ করিয়াছে এবং সুন্দর নীলবর্ণ হওয়ায় তাহাই আবার ইন্দ্রনীল আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছে।

## পরীক্ষা।

"কর্কোদ্ভবং ভবেৎ পীতং কিঞ্চিত্তাম্রঞ্চ সিংহলে।
বিন্দুব্রণত্রাসযুতং দহনৈর্দীপ্তিমদ্গুরু ॥"

মণিপরীক্ষা।

কর্কস্থানোদ্ভব পুষ্পরাগ পীতবর্ণ হয়। সিংহলদেশে অল্প তাম্রবর্ণের পুষ্পরাগ জন্মে। কিন্তু তাহাতে বিন্দু, ব্রণ ও ত্রাস দোষ থাকে। অগ্নি-সংযোগে ইহার দীপ্তি বৃদ্ধি হয় এবং স্বভাবতঃই ইহা ওজনে ভারি।

"ঘৃষ্টোবিকাশয়েৎ পুষ্পরাগমধিকমাত্মীয়ম্।
ন খলু পুষ্পরাগোজ্জাত্যতয়া পরীক্ষকৈরুক্তঃ ॥"

রাজনির্ঘণ্ট।

পুষ্পরাগমণি শণবস্ত্রাদির দ্বারা ঘৃষ্ট হইলে তাহার বর্ণের ঔজ্জ্বল্য বৃদ্ধি হয়। রত্ন-পরীক্ষকেরা এই মণির জাতি বিজাতি থাকা অর্থাৎ কৃত্রিম কি অকৃত্রিম তদ্বিষয়ের পরীক্ষার কথা বলেন নাই।

## মূল্য ও ফলশ্রুতি।

"মূল্যং বৈদূর্য্যমণেরিব গদিতং হ্যস্য রত্নশাস্ত্রবিদ্ভিঃ।
ধারণফলঞ্চ তদ্বৎ কিন্তু স্ত্রীণাং সুতপ্রদোভবতি ॥"

গরুড়পুরাণ।

রত্নশাস্ত্রবেত্তৃগণ বলিয়াছেন যে, বৈদূর্য্যমণির ন্যায় পুষ্পরাগমণির মূল্য কল্পিত হইয়া থাকে। ধারণ করিলে বৈদূর্য্যমণির ন্যায় ফল হয়। পরন্তু স্ত্রীলোকের পক্ষে পুত্রদায়ক হয়।

মূল্যসম্বন্ধে শুক্রনীতির মত এই যে,—

"রত্তিমাত্রঃ পুষ্পরাগোনীলঃ স্বর্ণার্দ্ধমর্হতঃ।"

এক রত্তি পুষ্পরাগ ও এক রত্তি নীলমণি সুবর্ণার্দ্ধ মূল্য পাইবার যোগ্য।

মানসোল্লাস গ্রন্থকারের মতে রত্নের মূল্যের অবধারণা হইতে পারে না। তিনি বলেন যে, মূল্যের একটা সামান্যাকারে ব্যবস্থা আছে মাত্র। নচেৎ,—

"নিজবর্ণসমুৎকর্ষাৎ কান্তিমত্ত্বাৎ মহার্ঘতা।"

বর্ণের উৎকর্ষ, কান্তির আধিক্য ও মনোহারিত্ব অধিক হইলে সকল রত্নেরই অধিক মূল্য হইতে পারে।

---

## মরকত মণি।

উজ্জ্বল হরিদ্বর্ণ মণি-বিশেষের নাম "মরকত"। আধুনিক জহরীরা ইহাকে "পান্না" নামে অভিহিত করিয়া থাকেন। অমরসিংহের অভিধান গ্রন্থে ইহার "গারুত্মত," "অশ্মগর্ভ," "হরিন্মণি" এই তিনটি নাম দৃষ্ট হয়। শব্দরত্নাবলী প্রভৃতি অন্যান্য কোষগ্রন্থেও "মরকত," "রাজনীল" "গরুড়াঙ্কিত," "রৌহিণেয়," "সৌপর্ণ," "গরুড়োদ্গীর্ণ," "বুধরত্ন," "গরুড়," "পাচি," প্রভৃতি নাম আছে। বৃহৎসংহিতা, অগ্নিপুরাণ, গরুড়পুরাণ, শুক্রনীতি, মানসোল্লাস, রাজনির্ঘণ্ট, যুক্তি-কল্পতরু, অগস্তিমত ও মণিপরীক্ষা প্রভৃতি পুরাতন গ্রন্থনিচয়ে এই রত্নের বর্ণ, ছায়া, গুণ, দোষ, পরীক্ষা ও মূল্যাদি নির্ণীত আছে।

### বর্ণ ও লক্ষণ।

"শুকবংশপত্রকদলীশিরীষকুসুমপ্রভং গুণোপেতম্।
সুরপিতৃকার্য্যে মরকতমতীব শুভদং নৃণাং বিধৃতম্॥"

বৃহৎসংহিতা।

শুকপক্ষীর পক্ষ, বংশপত্র (বাঁশের পাতা), কদলীপত্র ও শিরীষপুষ্পের ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট, প্রভাশালী ও গুণযুক্ত মরকত মণি ধারণ করিলে, অত্যন্ত শুভ হয়।

"ময়ূরচাষপত্রাভা পাচির্বুধহিতা হরিৎ।"

শুক্রনীতি।

ময়ূর ও নীলকণ্ঠ পক্ষীর পক্ষের ন্যায় আভাযুক্ত, হরিদ্বর্ণের মরকত মণি বুধ-গ্রহের প্রীতিজনক।

"শুকপক্ষনিভঃ স্নিগ্ধঃ কান্তিমান্ বিমলস্তথা।
স্বর্ণচূর্ণনিভৈঃ সূক্ষ্মৈর্মরকতৈশ্চৈব বিন্দুভিঃ॥"

অগ্নিপুরাণ।

মরক্ত অর্থাৎ মরকত মণির বর্ণ, শুক পক্ষীর পক্ষের সদৃশ, স্নিগ্ধ, লাবণ্যযুক্ত এবং সুনির্ম্মল। ইহার অভ্যন্তর যেন সূক্ষ্মসুবর্ণচূর্ণ পরিপূরিত রহিয়াছে বলিয়া জ্ঞান হয়। এ লক্ষণটি সকল পান্নায় থাকে না। (কেহ কেহ এ লক্ষণকে ভাল বলেন না)।

"ইন্দ্রায়ুধসগর্ভেণ হরিতেন সমপ্রভম্।
কীরপক্ষসমচ্ছায়ং গরুড়োরঃসমুদ্ভবম্।
শ্লক্ষ্ণং মরকতং কান্তং নলিকাগ্রদলপ্রভম্॥"

মানসোল্লাস।

ইন্দ্রধনুর গর্ভস্থ হরিদ্বর্ণের ন্যায় বর্ণ, নীলকণ্ঠ বা ময়ূর পক্ষীর পক্ষের ন্যায় কান্তিবিশিষ্ট, মনোহর ও কমনীয়কান্তি মরকত গরুড়ের বক্ষ হইতে উদ্ভূত হইয়াছিল। তাহা তুরুষ্কদেশীয় নলিকা নামক তৃণের অগ্রভাগের প্রভার ন্যায় প্রভাবিশিষ্টও হইয়া থাকে।

"স্বচ্ছঞ্চ গুরু সচ্ছায়ং স্নিগ্ধগাত্রঞ্চ মার্দ্দিবসমেতম্।
অব্যঙ্গং বহুরঙ্গং শৃঙ্গারীং মরকতং শুভং বিভৃয়াৎ॥"

রাজনির্ঘণ্ট।

স্বচ্ছ অর্থাৎ সুনির্ম্মল, ওজনে ভারি, ছায়াযুক্ত, স্নিগ্ধগাত্র, অতীক্ষ্ণকান্তি, অব্যঙ্গ অর্থাৎ অঙ্গহীন নহে বা সুন্দর গঠন, শৃঙ্গারগুণবর্দ্ধক;—এরূপ শুভ মরকত ধারণ করাই কর্ত্তব্য।

"শর্করিলকলিলরুক্ষং মলিনং লঘুহীনকান্তিকল্মাষম্।
ত্রাসযুক্তং বিকৃতাঙ্গং মরকতমমরোঽপি নোপভুঞ্জীত॥"

রাজনির্ঘণ্ট।

শর্করিল অর্থাৎ কাঁকরদার, কলিল অর্থাৎ আবিল, রুক্ষ অর্থাৎ অস্নিগ্ধ মলিন, ওজনে হাল্‌কা, হীনকান্তি, কল্মাষবর্ণ, ত্রাসদোষযুক্ত, বিকৃতাঙ্গ অর্থাৎ মন্দ গঠন,—অমর হইলেও ঈদৃশ মরকত ধারণ করিবেন না।

এতদ্ভিন্ন গরুড়পুরাণের ৭১ অধ্যায়ে ইহার উৎপত্তি, আকর, বর্ণ, ছায়া, দোষ, পরীক্ষা ও মূল্যাদি উত্তমরূপে নির্ণীত হইয়াছে। পাঠকগণের পরিতৃপ্তির জন্য তাহাও এস্থলে উদ্ধৃত করা গেল।

সূত উবাচ।

"দানবাধিপতেঃ পিত্তমাদায় ভুজগাধিপঃ।
দ্বিধা কুর্ব্বন্নিব ব্যোম সত্বরং বাসুকির্যযৌ॥
স তদা স্বশিরোরত্নপ্রভাদীপ্তে নভোঽম্বুধৌ।
ররাজ স মহানেকঃ খণ্ডসেতুরিবাবভৌ॥
ততঃ পক্ষনিপাতেন সংহরন্নিব রোদসী।
গরুত্মান্ পন্নগেন্দ্রস্য প্রহর্ত্তুমুপচক্রমে॥
সহসৈব মুমোচ তৎ ফনীন্দ্রঃ
সুরসাঢ্যক্তুরুস্কপাদপায়াম্।
নলিকাবনগন্ধবাসিতায়াং
বরমাণিক্যগিরেরুপত্যকায়াম্॥
তস্য প্রপাতসমনন্তরকালমেব
তদ্বদ্বরালয়মতীত্য রমাসমীপে।
স্থানং ক্ষিতেরুপপয়োনিধিতীরলেখং
তৎ প্রত্যয়ান্মরকতাকরতাং জগাম॥
তত্রৈব কিঞ্চিৎ পততস্তু পিত্তাৎ
উৎপত্য জগ্রাহ ততো গরুত্মান্।
মূর্চ্ছাপরীতঃ সহসৈব ঘোণা
রন্ধ্রদ্বয়েন প্রমুমোচ সর্ব্বম্॥
তত্রাকঠোরশুককণ্ঠশিরীষপুষ্প-
খদ্যোতপৃষ্ঠবরশাদ্বলশৈবলানাম্।
কহ্লারশষ্পকভুজঙ্গভুজাঞ্চ পত্র-
প্রাপ্তত্বিষো মরকতাঃ শুভদা ভবন্তি॥
"তদ্যত্র ভোগীন্দ্রভুজা বিমুক্তং
পপাত পিত্তং দিতিজাধিপস্য।
তস্যাকরস্যাতিতরাং স দেশো
দুঃখোপলভ্যশ্চ গুণৈশ্চ যুক্তঃ॥
তস্মিন্ মরকতস্থানে যৎকিঞ্চিদুপজায়তে।
তৎ সর্ব্বং বিষরোগাণাং প্রশমায় প্রকীর্ত্ত্যতে॥

সর্ব্বমন্ত্রৌষধিগণৈর্যন্ন শক্যং চিকিৎসিতুম্।
মহাহিদ্রংষ্ট্রাপ্রভবং বিষং তৎ তেন শাম্যতি॥
অন্যমপ্যাকরে তত্র যদ্দোষৈরপবর্জিতম্।
জায়তে তৎ পবিত্রাণামুত্তমং পরিকীর্ত্তিতম্॥
অত্যন্তহরিদ্বর্ণং কোমলমর্চ্চির্বিভেদজটিলঞ্চ।
কাঞ্চনচূর্ণেনান্তঃ পূর্ণমিব লক্ষ্যতে যচ্চ॥
যুক্তং সংস্থানগুণৈঃ সমরাগং গৌরবেণ হীনম্।
সবিতুঃ করসংস্পর্শাৎ ছুরয়তি সর্ব্বাশ্রমং দীপ্ত্যা॥
হিত্বা চ হরিতভাবং যস্যান্তর্বিনিহিতা ভবেদ্দীপ্তিঃ।
অচিরপ্রভা প্রভাহতনবশাদ্বলসন্নিভা ভাতি॥
যচ্চ মনসঃ প্রসাদং বিদধাতি নিরীক্ষিতমতিমাত্রম্।
তন্মরকতং মহাগুণমিতি রত্নবিদাং মনোবৃত্তিঃ॥
যস্ত ভাস্করসংস্পর্শাৎ হস্তন্যস্তোমহামণিঃ।
রঞ্জয়েদাত্মপাদৈস্ত মহামরকতং হি তৎ॥
চতুর্ধা জাতিভেদস্ত মহামরকতে মণৌ।
ছায়াভেদেন বিজ্ঞেয়োচতুর্বর্ণস্য লক্ষণৈঃ॥"

সুত ঋষিগণকে বলিতেছেন,—

ফণিপতি বাসুকি সেই দৈত্যপতির পিত্ত আচ্ছিন্ন করিয়া লইয়া আকাশকে যেন দ্বিখণ্ডিত করতঃ গমন করিতে লাগিলেন। তিনি তখন স্বীয় মস্তকস্থ মণির প্রভাসমূহে সমুজ্জ্বলিত আকাশ-সমুদ্রের মধ্যে যেন একখণ্ড সেতুর ন্যায় প্রকাশ পাইতে লাগিলেন। অনন্তর পক্ষীন্দ্র গরুড় যেন আকাশকে সংক্ষেপ করতঃ সর্প-রাজ বাসুকিকে প্রহার বা গ্রাস করিবার উপক্রম করিলেন।

ফণিপতি বাসুকি তৎক্ষণাৎ সেই পিত্তরাশিকে সর্পগণের আদি মাতা সুরসা প্রভৃতির উক্তিক্রমে তুরষ্কদেশের পাদপীঠ স্বরূপ বা প্রত্যন্তপর্ব্বতের নলিকাবন-গন্ধ-গন্ধীকৃত উপত্যকা-প্রদেশে নিক্ষেপ করিলেন। ( নলিকা এক প্রকার প্রবালাকৃতি সুগন্ধ দ্রব্য। ইহা উত্তরাপথে পঁঠারী নামে প্রসিদ্ধ। )

সেই পিত্তের পতনের পর, সেই পিত্তরূপ কারণ হইতে তৎসমীপস্থ পৃথিবীর সমুদ্রতীরবর্ত্তী স্থান সকল মরকতমণির আকর হইল।*

* পিত্তের বর্ণ সবুজ, পান্নার বর্ণও সবুজ। এই উপমা উপলক্ষ্য করিয়া রূপকপ্রিয় পৌরাণি-

সেই পিত্তের পতনকালে গরুড় তাহার কিয়দংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং পুনশ্চ তাহা নাসারন্ধ্র দ্বারা নিক্ষেপ করিয়াছিলেন।

তাহা হইতেই অকর্কশ অর্থাৎ লাবণ্যযুক্ত, শুকপক্ষীর কণ্ঠচ্ছবি, ও শিরীষপুষ্প, খদ্যোত-পৃষ্ঠ, নবশষ্প, শৈবাল ও কহ্লার (সুঁদী ফুল) পুষ্পের পাপড়ীর ন্যায় এবং ময়ূরপুচ্ছের প্রান্তভাগের ন্যায় আভাযুক্ত শুভদায়ক মরকত সকল প্রাদুর্ভূত হইয়া থাকে।

গরুড় কর্ত্তৃক প্রক্ষিপ্ত দৈত্যপতির পিত্ত, যে যে স্থানে পতিত হইয়াছিল, সেই সেই স্থানেই মরকত মণির আকর হইয়াছে। মরকতাকর স্থানগুলি দুর্গম ও গুণ যুক্ত।

সেই মরকত স্থানে যাহা কিছু উৎপন্ন হয়, সে সমস্তই বিষরোগের নাশক বলিয়া উক্ত হইয়াছে।

সমুদয় ঔষধ ও মন্ত্র দ্বারা যে সকল মহাসর্পের দন্তোৎপন্ন বিষের চিকিৎসা করা যায় না, মরকত দ্বারা সে সমস্ত বিষ উপশান্ত হয়।

সেই আকরে অন্য যে কোন নির্দোষ মণি বা প্রস্তর উৎপন্ন হয়—সে সমস্তই উত্তম বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়া থাকে।

যাহা অত্যুজ্জ্বল হরিদ্বর্ণ, অতীক্ষ্ণ, কিরণাবলি জড়িত, যাহার অভ্যন্তর কাঞ্চন-চূর্ণপূর্ণ বলিয়া বোধ হয়, যাহার গঠন পরিপাটী উত্তম ও গুণশালী, যাহার সর্ব্বাঙ্গে সমান রঙ্, ওজনে হাল্কা, সূর্য্য কিরণের যোগ হইলে যাহা সমস্ত গৃহকে প্রভা-পরিপূরিত করে, যাহা হরিত ভাব পরিত্যাগ করিয়া অভ্যন্তরস্থ দীপ্তি অভ্যন্তরেই নিহিত রাখে, যাহার অভ্যন্তর নিতান্ত হরিদ্বর্ণ নহে, অথচ যেন দীপ্তিপরিপূর্ণ এবং

---

কেরা অসুরের পিত্তে পান্নার জন্ম হইয়াছে, এতদ্রূপ বর্ণনা করিয়াছেন এবং তুরস্কদেশের সমুদ্রতীর-বর্ত্তী পর্ব্বত ও উপত্যকায় তাহার আকর আছে, ইহাও নির্ণয় করিয়াছেন। এই মতের সহিত অগস্তিপ্রোক্ত মণি-পরীক্ষা নামক গ্রন্থের মতের ঐক্য আছে। যথা—

"প্রভ্রষ্টং তস্য তৎ পিত্তং মুখস্থং ধরণীতলে।
পতিতং দুর্গমে স্থানে বিষমে দুর্গমেঽপি চ॥
তুরুস্কবিষয়ে স্থানে উদধেস্তীরসন্নিধৌ।
ধরণীন্দ্রগিরিস্তত্র ত্রিষু লোকেষু বিশ্রুতঃ।
তত্র জাতাকরাঃ শ্রেষ্ঠা মরকতস্য মহামুনে॥"

যাহা বিদ্যুৎপ্রভা-প্রতিবিম্বিত নূতন তৃণের ন্যায় কান্তিমান্, যাহা দেখিবামাত্র মনোমধ্যে অত্যন্ত হর্ষ উৎপন্ন হয়, রত্নবিৎ পণ্ডিতগণের মতে তাদৃশ মরকতই মহা-গুণবিশিষ্ট।

যে মহামণি করতলে রাখিলে করপ্রান্ত ও সূর্য্য-কিরণ-সংসর্গে আত্মরশ্মির দ্বারা নিকটস্থ বস্তুকে অনুরঞ্জিত করে, তাহা মহামরকত নামে অভিহিত হয়। মহামর-কত-মণির ছায়া বা বর্ণের ভিন্নতা অনুসারে চারি প্রকার জাতির কল্পনা করা হইয়া থাকে।

### মরকতমণির ছায়া।

"ভবেদষ্টবিধা ছায়া মণের্ম্মরকতস্য চ।
বর্হিপুচ্ছসমাভাসা চাষপক্ষসমাপরা॥
হরিৎকাচনিভা চান্যা তথা শৈবালসন্নিভা।
খদ্যোতপৃষ্ঠসংকাশা বালকীরসমা তথা॥
নবশাদ্বলসচ্ছায়া শিরীষকুসুমোপমা।
এবমষ্টৌ সমাখ্যাতাশ্ছায়া মরকতাশ্রয়াঃ॥
ছায়াভির্যুক্তমেতাভিঃ শ্রেষ্ঠং মরকতং ভবেৎ।
পদ্মরাগগতঃ স্বচ্ছো জলবিন্দুর্যথা ভবেৎ।
তথা মরকতচ্ছায়া শ্যামলা হরিতামলা॥"

মরকতমণির আট প্রকার ছায়া দৃষ্ট হয়—ময়ূরপুচ্ছের ন্যায়, চাষ অর্থাৎ নীল-কণ্ঠ পক্ষীর পক্ষের ন্যায়, হরিদ্বর্ণ কাচের ন্যায়, শৈবালের ন্যায়, খদ্যোত (জোনাক পোকার) পৃষ্ঠের ন্যায়, শুকশাবকের ন্যায়, নবদূর্ব্বাদলের ন্যায় ও শিরীষ পুষ্পের ন্যায়। মরকতের এই প্রকার ছায়া বা বর্ণ বিখ্যাত। এই সকল বর্ণের মকরতই শ্রেষ্ঠ। পদ্মরাগগত নির্ম্মল জলবিন্দু যেরূপ, মকরতের ছায়াও সেইরূপ, উহা অতি নির্ম্মল হরিৎ বা শ্যামল।

### গুণ ও দোষ।

"স্বচ্ছতা গুরুতা কান্তিঃ স্নিগ্ধত্বং পিত্তকারণম্।
হরিন্নিরঞ্জকত্বঞ্চ সপ্ত মারকতে গুণাঃ॥"

নির্ম্মলত্ব, গুরুত্ব (ভার), কান্তিযুক্তত্ব, স্নিগ্ধত্ব, পিত্তকারণত্ব, হরিদ্বর্ণতা ও

রঞ্জকতা,—মরকতমণিতে এই সাত প্রকার গুণ আছে। মতান্তরে সাতটি দোষ ও পাঁচটি গুণের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। যথা—

"দোষাঃ সপ্ত ভবন্ত্যস্য গুণাঃ পঞ্চবিধা মতাঃ।"

সেই মরকত মণির সাত প্রকার দোষ ও পাঁচ প্রকার গুণ আছে। যথা—

"অস্নিগ্ধং রুক্ষমিত্যুক্তং ব্যাধিস্তস্মিন্ ধৃতে ভবেৎ।
বিস্ফোটঃ স্যাৎ সপিড়কে তত্র শস্ত্রইতির্ভবেৎ॥
সপাষাণে ভবেদিষ্টনাশো মরকতে ধৃতে।
বিচ্ছায়ং মলিনং প্রাহুর্বার্য্যতে ন তু ধার্য্যতে॥
শর্করং কর্করাযুক্তং পুত্রশোকপ্রদং ধৃতম্।
জরঠং কান্তিহীনস্তু দংষ্ট্রিবহ্নিভয়াবহম্॥
কল্মাষবর্ণং ধবলং ততো মৃত্যুভয়ং ভবেৎ।
ইতি দোষাঃ সমাখ্যাতা বর্ণ্যন্তেঽথ মহাগুণাঃ॥"

রুক্ষ, বিস্ফোট, সপাষাণ, বিচ্ছায়, শর্কর, জরঠ বা জঠর ও ধবল,—এই সাতটি মহাদোষ বলিয়া গণ্য। রুক্ষ—অস্নিগ্ধ। রুক্ষ বা অস্নিগ্ধ মরকত ধারণ করিলে ব্যাধি জন্মে। বিস্ফোট—পিড়কাযুক্ত ( ফুসকুড়ির ন্যায় সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম বিন্দুমালায় আচিত )। এই বিস্ফোট মরকত ধারণ করিলে শস্ত্রাঘাতে মৃত্যু হয়। সপাষাণ—অন্য প্রস্তরখণ্ডযুক্ত। সপাষাণ মরকত ধারণ করিলে ইষ্টনাশ হয়। বিচ্ছায়—মলিন অথবা বিকৃতবর্ণ। এই বিচ্ছায় মরকত পরিত্যাগ করিতেই হয়, ধারণ করিতে হয় না। শর্কর—কাঁকরদার। কাঁকরদার মরকত ধারণ করিলে পুত্রশোক উপস্থিত হয়। জরঠ—কান্তিহীন। জরঠ বা কান্তিবর্জিত মরকত ধারণ করিলে দন্তুর ( জন্তুর ) ভয় ও বহ্নিভয় উৎপন্ন হয়। ধবল—কল্মাষ অর্থাৎ বিচিত্র বা বিরুদ্ধ বর্ণযুক্ত। এই ধবল মরকত ধারণ করিলে মৃত্যুভয় জন্মে। মরকত মণির সাত প্রকার মহাদোষ ব্যাখ্যাত হইল, এক্ষণে পাঁচ প্রকার মহাগুণের বর্ণনা করিব।

"নির্ম্মলং কথিতং স্বচ্ছং গুরু স্যাৎ গুরুতাযুতম।
স্নিগ্ধং রুক্ষবিনির্ম্মুক্তমরজস্কমরেণুকম্॥
সুরাগং রাগবহুলং মণেঃ পঞ্চগুণা মতাঃ।
এতৈর্যুক্তং মরকতং সর্ব্বপাপভয়াপহম্॥"

স্বচ্ছ, গুরু ( ভারি ), স্নিগ্ধ, অরজস্ক, সুরাগ,—এই পাঁচটী মহাগুণ। এতদ্‌-গুণযুক্ত মরকত ধারণে পাপ নাশ হয়। স্বচ্ছ—নির্ম্মল। গুরু—ওজনে ভারি। অরজস্ক—রেণুবর্জিত। সুরাগ—বর্ণাধিক্য বা সকল দিকে সমান রঙ।

ফলশ্রুতি।

"গজবাজিরথান্ দত্ত্বা বিপ্রেভ্যো বিস্তরাদ্ধি যে।
তৎফলং সমবাপ্নোতি শুদ্ধে মরকতে ধৃতে॥
ধনধান্যাদিকরণে তথা সৈন্যক্রিয়াবিধৌ।
বিষরোগোপশমনে কর্ম্মস্বাথর্বণেষু চ।
শস্যতে মুনিভির্যস্মাদয়ং মরকতোমণিঃ॥"

ব্রাহ্মণকে হস্তী, অশ্ব ও রথ দান করিলে যে ফল হয়, নির্দ্দোষ মরকত ধারণ করিলেও সেই ফল হইয়া থাকে। মুনিগণ বলিয়াছেন যে, ধনধান্যাদি-ঘটিত কার্য্যে, সৈনিককার্য্যে, বিষচিকিৎসায় ও অভিচারাদি কার্য্যে এই মণি অর্থাৎ মরকতমণি অতি সুপ্রশস্ত।

"স্নানাচমনজপ্যেষু রক্ষামন্ত্রক্রিয়াবিধৌ।
দদদ্ভির্গোহিরণ্যানি কুর্ব্বাড্ভিঃ সাধনানি চ॥"
"দেবপিত্র্যাতিথেয়েষু গুরুসম্পূজনেষু চ।
বাধ্যমানেষু বিষমে দোষজাতৈর্বিষোদ্ভবৈঃ॥
দোষৈর্হীনং গুণৈর্যুক্তং কাঞ্চনপ্রতিযোজিতম্।
সংগ্রামে বিবদদ্ভিশ্চ ধার্য্যং মরকতং বুধৈঃ॥"

স্নান, আচমন, জপ, রক্ষাকার্য্য, মন্ত্রপ্রয়োগ ও তদনুষ্ঠানে এবং যাঁহারা গোহিরণ্যাদি দান করিবেন, সাধনা করিবেন, তাঁহারা দেব,পিতৃ ও অতিথি-সৎকারকালে ও গুরুপূজাকালে সুবর্ণযুক্ত নির্দোষ ও গুণযুক্ত মরকত ধারণ করিবেন। যাঁহারা যুদ্ধে বিবাদ করিবেন তাঁহারাও উহা ধারণ করিবেন।

পরীক্ষা।

অন্যান্য মণির ন্যায় ইহাও কৃত্রিম, কি অকৃত্রিম, জাত্য, কি বিজাত্য, তাহা পরীক্ষা করিতে হয়।

রত্নজ্ঞ পণ্ডিতেরা বলিয়া থাকেন যে, রত্ন কৃত্রিম, কি স্বাভাবিক, তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। কখন কখন পরীক্ষাবলম্বন করিয়াও বুঝিতে হয়। কৃত্রিম কি অকৃত্রিম এতদ্রূপ সন্দেহ হইলে তাহাকে প্রস্তরে ঘর্ষণ করিবে। ঘর্ষণ করিলে ব্যঙ্গ ও কাচ নামক কৃত্রিম মাণিক্য ভাঙ্গিয়া যাইবে, অকৃত্রিম বা সাচ্চা হইলে ভাঙ্গিবে না।

"লেখয়েল্লোহভৃঙ্গেণ চূর্ণেনাথ বিলেপয়েৎ।
সহজঃ কান্তিমাপ্নোতি কৃত্রিমো মলিনায়তে ॥"

অথবা তীক্ষাগ্র লৌহশলাকার দ্বারা উল্লেখন অর্থাৎ আচোঁড়ন করিবেক। পরে তাহার সর্ব্বাঙ্গে চূর্ণ লেপন করিবেক। ইহা করিলে, স্বাভাবিক মরকত উজ্জ্বল হইবে, আর কৃত্রিম হইলে মলিন হইয়া যাইবে।

"বর্ণস্যাতিবহুত্বাৎ যস্যান্তঃ স্বচ্ছকিরণপরিধানম্।
সান্দ্রস্নিগ্ধবিশুদ্ধং কোমলবর্হপ্রভাদিসমকান্তি ॥
চলোজ্জ্বলয়া কান্ত্যা সান্দ্রাকারং বিভাসয়া ভাতি।
তদপি গুণবৎ সংজ্ঞামাপ্নোতি হি যাদৃশাং পূর্ব্বম্ ॥
সকলং কঠোরং মলিনং রুক্ষং পাষাণকর্করোপেতম্।
দিগ্ধঞ্চ শিলাজতুনা মরকতমেবংবিধং বিগুণম্ ॥"

অত্যন্ত রঙদার অথচ অভ্যন্তর নির্ম্মল ও প্রভাপরিপূর্ণ, যাহা নিবিড়, স্নিগ্ধ, বিশুদ্ধ, কোমল কান্তিযুক্ত এবং ময়ূরপুচ্ছপ্রভার ন্যায় কান্তিযুক্ত, এরূপ মরকত উত্তম এবং যাহা অত্যুজ্জ্বল দীপ্তি-ছটার দ্বারা নিবিড়ের ন্যায় দেখায় তাহাও গুণবৎ অর্থাৎ উত্তম আখ্যা পাইবার যোগ্য।

অন্তর্ভগ্ন, কঠোর, মলিন, রুক্ষ, পাষাণ ও কর্করযুক্ত এবং শিলাজতুবিলিপ্ত। এরূপ মরকত নির্গুণ ও অগ্রাহ্য।

"সন্ধিবিশ্লেষিতং রত্নমন্তন্মরকতাদ্ভবেৎ।
শ্রেয়স্কামৈর্ন তৎ ধার্য্যং ক্রেতব্যং বা কথঞ্চন ॥"

যে রত্ন মরকত দ্বারা ভেদপ্রাপ্ত হয় অর্থাৎ ভাঙ্গিয়া যায় অথবা যাহা বিশ্লিষ্ট-সন্ধি, মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তি সে রত্ন ধারণ করিবেন না, ক্রয়ও করিবেন না।

"ভল্লাতঃ পুত্রিকা কাচস্তদ্বর্ণমনুযোগতঃ।
মণের্ম্মরকতস্যৈতে লক্ষণীয়া বিজাতয়ঃ ॥"

মরকত মণির ভল্লাত, পুত্রিকা ও কাচ এই তিন প্রকার বৈজাত্য আছে।

অর্থাৎ তিন প্রকার ঝুটা পান্না আছে। পণ্ডিতেরা তাহা বর্ণ ও যোগক্রমে পরীক্ষা করিয়া থাকেন।

"ক্ষৌমেণ বাসসা ঘৃষ্টা দীপ্তিং ত্যজতি পুত্রিকা।
লাঘবেনৈব কাচস্য শক্যা কর্ত্তুং বিভাবনা॥
কস্যচিদনেকরূপৈর্ম্মরকতমনুগচ্ছতোঽপি গুণবর্ণৈঃ।
ভল্লাতস্য নির্ণেতুর্বৈশদ্যমুপৈতি বর্ণস্য॥"

ক্ষৌমবস্ত্রদ্বারা ঘর্ষণ করিলে পুত্রিকা নামক বিজাত মরকতের দীপ্তি লোপ হইয়া যায়। লঘুতর অর্থাৎ ওজন দ্বারা কাচ নামক বিজাত মণি জানা যায়। অনেকবিধ গুণবর্ণ-বিশিষ্ট মরকতের সঙ্গে অনুগত করিয়া বর্ণের বৈশদ্য নির্ণয় করিয়া দেখিলে ভল্লাত নামক বৈজাত্যও নির্ণয় করা যায়। এতদ্ভিন্ন উৰ্দ্ধগামিনী প্রভার দ্বারা অন্যান্য প্রকার বৈজাত্য জানা যায়। ইহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে।

মূল্য।

"তুলয়া পদ্মরাগস্য যন্মূল্যমুপজায়তে।
লভ্যতেঽভ্যধিকং তস্মাৎ গুণৈর্ম্মরকতং স্মৃতম্॥"

রত্নশাস্ত্রে এরূপ উক্ত হইয়াছে যে, একটি মরকত মণি যদি ওজনে তত্তুল্যাকার পদ্মরাগের সমান হয়, তাহা হইলে সেই পদ্মরাগ অপেক্ষা মরকত মণিটীর মূল্য অধিক হইবে।

"যথাচ পদ্মরাগাণাং দোষৈর্মূল্যং প্রহীয়তে।
ততোঽস্মিন্নপি সা হানির্দোষৈর্ম্মরকতে ভবেৎ॥"

যে সকল দোষে পদ্মরাগ মণির মূল্যের অল্পতা হয়, মরকত মণিতেও সেই সকল দোষে মূল্যহানির কল্পনা করা হইয়া থাকে।

"গুণপিণ্ডসমাযুক্তে হরিতশ্যামভাস্বরে।
মূল্যং দ্বাদশকং প্রোক্তং জাতিভেদেন সূরিভিঃ॥
যবৈকেন শতং পঞ্চ সহস্রং দ্বিতয়ে যবে।
ত্রিভিশ্চৈব সহস্রে দ্বে চতুর্ভিশ্চ চতুর্গুণম্॥"

পণ্ডিতেরা সমূহগুণশালী হরিত বা শ্যামভাস্বর মরকতমণির জাতিক্রমে মূল্যাবধারণ করিয়া থাকেন। ১ যবে ৫০০, ২ যবে ১০০০, ৩ যবে ২০০০, ৪ যবে তাহার চতুর্গুণ।

ফল কথা এই যে, পদ্মরাগ অপেক্ষা মরকতের মূল্যাধিক্য কল্পনা করা হয়

বটে ; কিন্তু কত আধিক্য তাহার কোন নির্দ্দিষ্ট নিয়ম্ নাই। রমণীয়তা ও দুর্ল-ভ্যতা অনুসারেই মূল্যের আধিক্য ঘটনা হইয়া থাকে, এই পর্য্যন্ত নির্ণয় আছে।

---

## ইন্দ্রনীল।

ইন্দ্রনীল ও নীলকান্তমণি এক বস্তু। আধুনিক জহরিরা ইহাকে "নীলম্" ও "নীলা" বলিয়া থাকেন। ইহার "সৌরিরত্ন" "নীলাশ্ম" "নীলোপল" "তৃণগ্রাহী" "মহানীল" "নীল" প্রভৃতি অনেকগুলি সংস্কৃত নাম আছে।

শুক্রনীতির মতে ইহা মধ্যম শ্রেণীর রত্ন, শনিগ্রহের প্রিয় এবং নিবিড়-নব-মেঘ প্রভার ন্যায় প্রভাযুক্ত। যথা—

"হিতঃ শনেরিন্দ্রনীলোঽসিতো ঘনমেঘরুক্।
ইন্দ্রনীলং পুষ্পরাগবৈদুর্য্যং মধ্যমং স্মৃতম্॥"

মানসোল্লাস গ্রন্থে ইহার বর্ণ, ছায়া ও উৎপত্তি-স্থান নির্ণীত হইয়াছে যথা—

"অতসীপুষ্পসংকাশমিন্দ্রনীলং প্রভাযুতম্।
রোহিণাদ্রিসমুদ্ভূতং তৃণগ্রাহি মনোহরম্॥"

এতদ্ভিন্ন অগস্ত্যমুনি-কৃত মণি-পরীক্ষা ও গরুড়পুরাণে ইহার বিশেষ বৃত্তান্ত পাওয়া যায়। অগস্তিমতের মণি-পরীক্ষায় লিখিত আছে যে, "সিংহলে ও কলিঙ্গ-দেশে এই মণি উৎপন্ন হয়।" যথা—

"বিষয়ে সিংহলে চৈব গঙ্গাতুল্যা মহানদী।
তীরদ্বয়ে চ তন্মধ্যে বিক্ষিপ্তে নয়নে যথা॥
ঈষন্মাত্রে পৃথক স্থানে কালিঙ্গবিষয়ে তথা।
পতিতে লোচনে যত্র তত্র জাতা মহাকরাঃ॥"

সিংহল দেশের মধ্যে গঙ্গার ন্যায় এক মহানদী আছে। তাহার উভয় কূলে সেই মহাদানবের নেত্রদ্বয় পতিত হইয়াছিল এবং তাহার কিয়দংশ কলিঙ্গ-দেশের ভিন্ন ভিন্ন স্থানেও নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল। ফলতঃ তাহার নেত্র যেখানে যেখানে পতিত হইয়াছিল সেই সেই স্থানেই ইন্দ্রনীল-মণির মহাকর সকল উৎপন্ন হইয়াছে। তন্মধ্যে প্রভেদ এই যে, যাহা সিংহলোৎপন্ন, তাহার নাম মহানীল।

অগস্তিমতের মণিপরীক্ষা পুস্তকখানি আমরা স্বতন্ত্র মুদ্রিত করিয়া পাঠক-

গণকে উপহার দিব; এজন্য তদ্‌গ্রন্থের বচনাবলি উদ্ধার না করিয়া এক্ষণে গরুড়পুরাণোক্ত বচনগুলি উপস্থিত করি।

আকর।

"তত্রৈব সিংহলবধূকরপল্লবাগ্র
 * * * লবণীকুসুমপ্রবালে।
দেশে পপাত দিতিজস্য নিতান্তকান্তং
 প্রোৎফুল্লনীরজসমদ্যুতি নেত্রযুগ্মম্॥
তৎপ্রত্যয়াদুভয়শোভনবীচিভাসা
 বিস্তারিণীজলনিধেরুপকচ্ছভূমিঃ।
প্রোদ্ভিন্নকেতকবনপ্রতিবদ্ধলেখা
 সান্দ্রেন্দ্রনীলমণিরত্নবতী বিভাতি॥"

সিংহলদেশের সেই সেই স্থানে, সেই দৈত্যের অত্যন্ত রমণীয় ও সুন্দর প্রোৎফুল্ল নীলপদ্মাকার নেত্রযুগল পতিত হইয়াছিল। সেই কারণেই তত্রত্য জলনিধির তীরভূমি সকল নীলরত্নময় হইয়াছে।

বর্ণ ও বর্ণের সাদৃশ্য।

"তত্রাসিতাব্জহলভৃদ্বসনাসিভৃঙ্গ-
 শার্ঙ্গায়ুধাভ হরকণ্ঠকলায়পুষ্পৈঃ।
শুক্লেতরৈশ্চ কুসুমৈর্গিরিকর্ণিকায়া-
 স্তস্মিন্ ভবন্তি মণয়ঃ সদৃশাবভাসঃ॥
অন্যে প্রসন্নপয়সঃ পয়সাং নিধাতু-
 রম্বুত্বিষঃ শিখিগণপ্রতিমাস্তথান্যে।
নীলীরসপ্রভ বুদ্বুদভাশ্চ কেচিৎ
 কেচিত্তথা সমদকোকিলকণ্ঠভাসঃ॥
নৈকপ্রকারা বিস্পষ্ট-বর্ণশোভাবভাসিনঃ।
জায়ন্তে মণয়স্তস্মিন্নিন্দ্রনীলা মহাগুণাঃ॥"

সেই সকল আকরে যে সমস্ত ইন্দ্রনীল জন্মে—তাহাদের মধ্যে কতক নীল-পদ্মের ন্যায়, কতক বলরামের বস্ত্রের ন্যায়, কতক খড়্গ ধারার ন্যায়, কতক ভ্রম-রের ন্যায়, কতক শ্রীকৃষ্ণের বর্ণের ন্যায়, কতক নীলকণ্ঠ অর্থাৎ শিবকণ্ঠের ন্যায়,

অথবা নীলকণ্ঠ নামক পক্ষীর গলবর্ণের ন্যায়, কতক কালায় পুষ্পের বর্ণের ন্যায়, কতক কৃষ্ণাপরাজিতা পুষ্পের ন্যায়, কতক গিরিকর্ণিকার ন্যায়, (ইহাও এক প্রকার অপরাজিতা পুষ্প) প্রভাযুক্ত হইয়া থাকে। অপর কতকগুলি নির্ম্মল সমুদ্রজলের ন্যায়, কতক বা ময়ূরের কণ্ঠের ন্যায়, কতকগুলি নীলীরসের বুদ্বুদের ন্যায়, কতক বা মত্তকোকিলের কণ্ঠের ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট হইয়া থাকে। তথায় এবম্মাকারের বহু নীলমণি জন্মে। পরন্তু সে সমস্তই মহাগুণ-শালী ও বিস্পষ্ট বর্ণ ও শোভাধারী।

দোষ ও গুণ।

"মৃৎ-পাষাণ-শিলা-বজ্র-কর্করাভাসসংযুতাঃ।
অভ্রিকাপটলচ্ছায়াবর্ণদোষৈশ্চ দূষিতাঃ॥"

মৃত্তিকা, পাষাণ, শিলা, বজ্র, (অথবা গিরিবজ্র—ইহাও এক প্রকার প্রস্তর) ও কাঁকর-যুক্ততা এবং অভ্রিকাপটলাখ্য ছায়াদি দোষ ও বর্ণদোষে দূষিত মণি সকল উৎপন্ন হয়।

"তত এব হি জায়ন্তে মণয়স্তত্র ভূরয়ঃ।
শাস্ত্রসংবোধিতধিয়স্তান্ প্রশংসন্তি সূরয়ঃ॥"
"ধার্য্যমাণস্য যে দৃষ্টাঃ পদ্মরাগমণের্গুণাঃ।
ধারণাদীন্দ্রনীলস্য তানেবাপ্নোতি মানবঃ॥
যথা চ পদ্মরাগাণাং জাতু কর্তৃভয়ং ভবেৎ।
ইন্দ্রনীলেষ্বপি তথা দ্রষ্টব্যমবিশেষতঃ॥"

সে স্থানে তদ্বৎ অনেক প্রকার মণি জন্মে। রত্নশাস্ত্রজ্ঞানজ-নির্ম্মলবুদ্ধিসম্পন্ন পণ্ডিতেরা সে সকলকেও প্রশংসা করিয়া থাকেন।

ধার্য্যমাণ পদ্মরাগমণির যে সকল গুণ নির্দ্দিষ্ট আছে—মনুষ্য ইন্দ্রনীল ধারণ দ্বারা সে সমস্তই লাভ করিয়া থাকে।

পদ্মরাগ মণিতে যে সকল ভয়-সম্ভাবনা আছে, ইন্দ্রনীল মণিতেও সে সমস্তের সম্ভাবনা আছে।

পরীক্ষা।

"পরীক্ষাপ্রত্যয়ৈশ্চৈব পদ্মরাগঃ পরীক্ষ্যতে।
ত এব প্রত্যয়া দৃষ্টা ইন্দ্রনীলমণেরপি॥"

যে সকল কারণ বা উপকরণ দ্বারা পদ্মরাগের পরীক্ষা সিদ্ধ হয়, সেই সমস্ত দ্বারা ইন্দ্রনীলের পরীক্ষা হয়।

"যাবন্তঞ্চ ক্রমদগ্নিং পদ্মরাগঃ পয়োগতঃ।
ইন্দ্রনীলমণিস্তস্মাৎ ক্রমেত সুমহত্তরম্॥"
"তথাপি ন পরীক্ষার্থং গুণানামভিবৃদ্ধয়ে।
মণিরগ্নৌ সমাধেয়ঃ কথঞ্চিদপি কশ্চন।"
"অগ্নিমাত্রাঽপরিজ্ঞানে দাহদোষৈশ্চ দূষিতঃ।
সোঽনর্থায় ভবেত্তর্ত্তুঃ কর্ত্তুঃ কারয়িতুস্তথা॥"

পয়ঃস্থ পদ্মরাগমণি যে পরিমাণে উত্তাপ আক্রম (সহ্য) করিতে পারে, ইন্দ্রনীল মণি তাহা অপেক্ষা মহত্তর উত্তাপ সহ্য করিতে পারে।

যদিও অগ্নির দ্বারা পরীক্ষা হয়, তথাপি তাহা করিবে না, অর্থাৎ কোনক্রমেই পরীক্ষার জন্য অগ্নিসংযোগ করিবে না। যেহেতু অগ্নির পরিমাণ না জানিতে পারিলে তাহা দাহ-দোষে দুষ্ট হয় এবং সেই দূষিত মণি তখন ধারণ কর্ত্তার ও পরীক্ষাকর্ত্তার অনিষ্টের হেতু হইয়া দাঁড়ায়।

বৈজাত্য নির্ণয়।

"কাচোৎপলকরবীরস্ফটিকাদ্যা ইহ বুধৈঃ সবৈদূর্য্যাঃ।
কথিতা বিজাতয় ইমে সদৃশা মণিনেন্দ্রনীলেন॥
গুরুভাবকঠিনভাবাচ্চ তেষাং নিত্যমেব বিজ্ঞেয়ৌ।
কাচাদ্ যথাবদুত্তরবিবর্দ্ধমানৌ বিশেষেণ॥"

রত্নজ্ঞ পণ্ডিতেরা বলিয়াছেন, যে কাচ, উৎপল, করবীর, স্ফটিক ও বৈদূর্য্য নামক কতকগুলি বিজাত মণি আছে—সে সমস্তই দেখিতে ইন্দ্রনীলমণির ন্যায়।

উহাদের প্রত্যেকটীতেই গুরুত্ব ও কাঠিন্য—এই দুটীর অস্তিত্ব সর্ব্বদাই লক্ষ্য করিবে। বিশেষতঃ কাচ অপেক্ষা ঐ দুএর যথাযোগ্য আধিক্যের সত্তা অনুভব করিবে।

"ইন্দ্রনীলো যদা কশ্চিৎ বিভর্ত্ত্যাতাম্রবর্ণতাম্।
রক্ষণীয়ৌ তথা তাম্রৌ করবীরোৎপলাবুভৌ॥
"যস্য মধ্যগতা ভাতি নীলস্যেন্দ্রায়ুধপ্রভা।
তদিন্দ্রনীলমিত্যাহুর্ম্মহার্ঘ্যং ভুবি দুর্লভম্॥

যস্ত বর্ণস্ত ভূয়স্তাৎ ক্ষীরে শতগুণে স্থিতঃ।
নীলতাং তন্নয়েৎ সর্ব্বং মহানীলঃ স উচ্যতে॥"

যে ইন্দ্রনীল অল্প তাম্রবর্ণ ধারণ করে, তাহা এবং করবীর ও উৎপল, এই দুই তাম্রাভ ইন্দ্রনীল রাখিবার যোগ্য।

যে ইন্দ্রনীলের অভ্যন্তরে রামধনুর স্থায় আভা বিস্ফুরিত হয়, সে ইন্দ্রনীল মহামূল্য ও দুর্লভ।

প্রচুর-বর্ণশালী নীলমণি যদি আপনা অপেক্ষা শতগুণ দুগ্ধে স্থিত হয় আর সে নিজের বর্ণাঢ্যতাহেতু সেই সমুদায় দুগ্ধকে নীলরঙে রঞ্জিত করে তবে তাহা মহা-নীল নামে উক্ত হয়। অগ্নিপুরাণেও ঠিক এইরূপ উল্লেখ আছে। যথা—

"ইন্দ্রনীলং শুভং ক্ষীরে রাজতে ভ্রাজতেঽধিকম্।
রঞ্জয়েৎ স্বপ্রভাবেণ তমমূল্যং বিনির্দিশেৎ॥"

যে সুশোভন ইন্দ্রনীল রজতপাত্রস্থ-দুগ্ধে স্থাপিত করিলে অধিকতর কান্তিমান্ হয় এবং সেই পাত্রস্থ দুগ্ধকে আপনার স্থায় বর্ণে অনুরঞ্জিত করে, সেই ইন্দ্রনীল মণি অতিদুর্লভ ও অমূল্য বলিয়া বর্ণনা করিবে।

মূল্য।

"যৎ পদ্মরাগস্ত মহাগুণস্ত মূল্যং ভবেন্মাষসমুম্মিতস্ত।
তদিন্দ্রনীলস্ত মহাগুণস্ত সুবর্ণসংখ্যা তুলিতস্ত মূল্যম্॥"

ওজনে এক মাষা পরিমিত মহাগুণ পদ্মরাগ মণির যে পরিমিত সুবর্ণ মূল্য উক্ত হইয়াছে—মহাগুণ ইন্দ্রনীল মণিতেও সেই মূল্য প্রদান করিবে। এ বিষয়ে শুক্রনীতিগ্রন্থের মত এইরূপ—

"রত্তিমাত্রঃ পুষ্পরাগোনীলঃ স্বর্ণার্দ্ধমর্হতঃ।"

এক রতি ওজনের পুষ্পরাগ ও নীলকান্তমণি এক সুবর্ণের অর্দ্ধ মূল্য পাইবার যোগ্য। অবশেষে বলিয়াছেন যে, মনোহারিতা ও দুর্লভতা অনুসারে ইহার মূল্য ঐচ্ছিক অর্থাৎ ক্রেতার ও বিক্রেতার ইচ্ছা অনুসারে অধিক ও অল্প হইতে পারে।

---

## কর্কেতন-মণি।

আধুনিক জহরীরা ইহাকে "কর্কেতক্" শব্দে উচ্চারণ করিয়া থাকে। সমস্ত প্রাচীন রত্নশাস্ত্রে ইহার উল্লেখ আছে; পরন্তু গরুড়পুরাণে ইহার আকার, দোষ, গুণ, পরীক্ষা ও মূল্যাদির বর্ণনা আছে। যথা—

"বায়ুর্নখান্ দৈত্যপতের্গৃহীত্বা চিক্ষেপ সম্পদ্য বনেষু হৃষ্টঃ।
ততঃ প্রসূতং পবনোপপন্নং কর্কেতনং পূজ্যতমং পৃথিব্যাম্॥"

বায়ু হৃষ্ট হইয়া সেই দৈত্যপতির নখ সকল অরণ্যে নিক্ষেপ করিলেন। সেই পবনপ্রেরিত নখনিচয় হইতেই পৃথিবীতে পূজ্যতম কর্কেতন রত্ন উৎপন্ন হইয়াছে।

"বর্ণেন তদ্রুধিরসোমমধু প্রকাশমাতাম্র পীতদহনোজ্জ্বলিতং বিভাতি।
নীলং পুনঃ খলু সিতং পরুষং বিভিন্নং ব্যাধ্যাদিদোষহরণেন ন তদ্বিভাতি॥"

সেই কর্কেতন-রত্ন রুধিরের ন্যায়, চন্দ্রের ন্যায় ও মধুর ন্যায়, তাম্রের ন্যায় ও অগ্নির ন্যায় উজ্জ্বলবর্ণ হইয়া থাকে এবং নীল ও শ্বেতবর্ণও হইয়া থাকে। এই নীল ও শুভ্রবর্ণের কর্কেতক্ কর্কশ ও বিভিন্ন অর্থাৎ শীকড়দার হয় সুতরাং তাহাকে ব্যাধি ও দোষ হরণ করিয়া উত্তমঃ দীপ্তিশালী-করা যায় না।

গুণ।

"স্নিগ্ধা বিশুদ্ধাঃ সমরাগিণশ্চ আপীতবর্ণা গুরবো বিচিত্রাঃ।
ত্রাসব্রণব্যাধিবিবর্জিতাশ্চ কর্কেতনাস্তে পরমাঃ পবিত্রাঃ॥"

"পত্রেণ কাঞ্চনময়েন তু বেষ্টয়িত্বা হস্তে গলেঽথ ধৃতমেতদতিপ্রকাশম্।
রোগপ্রণাশনকরং কলিনাশনঞ্চ আয়ুষ্করং কুলকরঞ্চ সুখপ্রদঞ্চ॥"

"এবংবিধং বহুগুণং মণিমাবহন্তি
কর্কেতনং শুভমলঙ্কৃতয়ে নরা যে।
তে পূজিতা বহুধনা বহুবান্ধবাশ্চ
নিত্যোজ্জ্বলা প্রমুদিতা অপি যে ভবন্তি॥"

স্নিগ্ধ, সুনির্ম্মল, সর্ব্বাঙ্গে সমান রঙ, অল্প পীতবর্ণ, ভারি, বিচিত্র, ত্রাস, ব্রণ ও ব্যাধিবিবর্জিত,—এরূপ কর্কেতন উৎকৃষ্ট ও পবিত্র।

সুভাস্বর কর্কেতন সুবর্ণময় পত্রের দ্বারা বেষ্টন করিয়া বাহুতে অথবা গলদেশে ধারণ করিলে রোগনাশ হয়, কলহ বা কলিভয় থাকে না, আয়ুর্বৃদ্ধি হয়, বংশবৃদ্ধি হয়, সুখবৃদ্ধিও হয়।

যাঁহারা উক্ত প্রকার গুণশালী সুলক্ষণ কর্কেতন অলঙ্কারের নিমিত্ত আহরণ করেন তাঁহারা সম্মানিত, ধনবান্, বন্ধুবান্ধবপরিবৃত, উজ্জ্বলশ্রীযুক্ত ও হৃষ্টপুষ্ট হন।

"একে পিনদ্ধ বিকৃতাকুলনীলভাসঃ
প্রম্লানরাগলুলিতাঃ কলুষা বিরূপাঃ।

তেজোহৃতিদীপ্তিকুলপুষ্টিবিহীনবর্ণাঃ
কর্কেতনস্য সদৃশং বপুরুদ্বহন্তি ॥”

কোন কোন বিকৃতকায় কৃষ্ণবর্ণ নিস্তেজ দীপ্তিহীন পুরুষ এই রত্ন ধারণ করিয়া কর্কেতনের সদৃশ শরীর লাভ করিয়াছেন।

মূল্য।

“কর্কেতনং যদি পরীক্ষিতবর্ণরূপং
প্রত্যগ্রভাস্বরদিবাকরসুপ্রকাশম্।
তস্যোত্তমস্য মণিশাস্ত্রবিদা মহিম্না
তুল্যন্তু মূল্যমুদিতং তুলিতস্য কার্য্যম্ ॥”

কর্কেতন-মণি যদি পরীক্ষাসিদ্ধবর্ণ ও রূপাদিবিশিষ্ট হয় এবং নবোদিত সূর্য্যের ন্যায় সুপ্রকাশ স্বভাব হয়, তবে তৎসম্বন্ধে মণিশাস্ত্রবিৎ পণ্ডিতগণের মত এই যে, সেই উত্তম কর্কেতনের মহিমার অনুরূপ মূল্য নির্ণয় করা কর্ত্তব্য।

---

## স্ফটিক।

ইহাও একপ্রকার প্রস্তর এবং একাদশ রত্নের মধ্যে পরিচিত। ইহার এক জাতি “সূর্য্যকান্ত মণি” নামে বিখ্যাত এবং অন্য এক জাতি ‘চন্দ্রকান্ত” নামে প্রসিদ্ধ। যাহাতে সূর্য্যকান্ত কি চন্দ্রকান্তের গুণ নাই তাহা স্ফাটিক। এই রত্নটি স্ফটিক, স্ফাটক, স্ফাটিকোপল, ভাস্বর, শালিপিষ্ট, ধৌতশিলা, সিতোপল, বিমল-মণি, নির্ম্মলোপল, স্বচ্ছ, স্বচ্ছমণি, অমররত্ন, নিস্তুষ রত্ন, শিবপ্রিয় ইত্যাদি নানা নামে খ্যাত। যাহার সংস্কৃত নাম সূর্য্যকান্তমণি, ভাষায় তাহাকে “আতস্ পাথর” বলে। গরুড়পুরাণ ও কল্পদ্রুমধৃত যুক্তিকল্পতরু নামক গ্রন্থে এই স্ফটিকরত্নের পরীক্ষাদি অভিহিত হইয়াছে, তদ্ভিন্ন মানসোল্লাস, অগ্নিপুরাণ ও মণিপরীক্ষা গ্রন্থেও ইহার পরীক্ষাদি বর্ণিত আছে। যথা—

“যদগঙ্গাতোয়বিন্দুচ্ছবি বিমলতমং নিস্তুষং নেত্রহৃদ্যম্
স্নিগ্ধং শুদ্ধান্তরালং মধুরমতিহিমং পিত্তদাহাস্রহারি।
পাষাণে যন্নিঘৃষ্টং স্ফুটিতমপি নিজাং স্বচ্ছতাং নৈব জহ্যাৎ
তজ্জাত্যং জাতু লভ্যং শুভমুপচিনুতে শৈবরত্নঞ্চ রত্নম্ ॥”

গরুড়পুরাণ।

যাহা গোমুখনির্ঝরনিঃসৃত গঙ্গাসলিলবিন্দুতুল্য, নির্ম্মলতম, নিস্তুষ, তুষবৎ জর্জ্জরচিহ্নবর্জ্জিত, নেত্রপ্রিয় (দেখিতে সুন্দর), স্নিগ্ধ, নির্ম্মল-অন্তরাল, অত্যন্ত মধুর, হিমবীর্য্য, পিত্তদাহ-রক্তদোষ-হারী, যাহা কষনামক পাষাণে ঘর্ষণ করিলেও স্ফুটিত হয় না, হইলেও আপন নৈর্ম্মল্য ত্যাগ করে না, তাহাই জাত্য স্ফটিক। এই শ্রেষ্ঠ শৈবরত্ন, অর্থাৎ স্ফটিক যদি কদাচিৎ পাওয়া যায়, তাহা হইলে প্রাপ্ত ব্যক্তির শুভ বৃদ্ধি হয়।

## উৎপত্তিস্থান ও বর্ণাদি।

"কাবের-বিন্ধ্য-যবন-চীন-নেপাল-ভূমিষু।
লাঙ্গলী ব্যকিরন্মেদো দানবস্য প্রযত্নতঃ॥
আকাশশুদ্ধং তৈলাখ্যমুৎপন্নং স্ফটিকং ততঃ।
মৃণালশঙ্খধবলং কিঞ্চিৎ বর্ণান্তরান্বিতম্॥
ন তত্তুল্যং হি রত্নানামথবা পাপনাশনম্।
সংস্কৃতং শিল্পিনা সদ্যো মূল্যং কিঞ্চিল্লভেত্ততঃ॥"

বলরাম ঠাকুর সেই দানবের মেদ লইয়া কাবেরী-তীরসন্নিহিত প্রদেশ, বিন্ধ্যাচল প্রদেশ, যবনদেশ, চীনদেশ ও নেপালদেশে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। সেই আকাশতুল্য নির্ম্মল তৈলাখ্য মেদ হইতে স্ফটিকের জন্ম হইয়াছে।* মৃণাল ও শঙ্খের ন্যায় ধবল; কিন্তু তাহাতে অন্য বর্ণের কিঞ্চিৎ সংমিশ্রণও আছে। ইহা অন্যান্য রত্নের ন্যায় পাপনাশক নহে। অন্যান্য বিষয়েও রত্নান্তরের তুল্য নহে। শিল্পীরা ইহাকে সংস্কার করিয়া মনোজ্ঞ করে বলিয়া ইহার কিছু মূল্য পায়। বস্তুত অসংস্কৃত স্ফটিকের মূল্য অতি অল্প, সংস্কৃত স্ফটিকের মূল্য কিছু অধিক। যুক্তিকল্পতরুকার ভোজদেবের বচনাবলি পর্য্যালোচনার দ্বারা জানা যায় যে, এই স্ফটিকের অন্য দুই জাতি আছে। যথা—

"হিমালয়ে সিংহলে চ বিন্ধ্যাটবিতটে তথা।
স্ফটিকং জায়তে চৈব নানারূপং সমপ্রভম্॥

---

* কেহ কেহ "তৈলাখ্য" শব্দটি স্ফটিকের বিশেষ নাম বলিয়া ব্যাখ্যা করেন। অর্থাৎ যাহাতে বর্ণান্তরের আভা নাই এরূপ আকাশের ন্যায় শুদ্ধ অর্থাৎ বর্ণহীন বা নির্ম্মল স্ফটিকের নাম "তৈলাখ্য"। এই তৈলাখ্য স্ফটিক রত্নান্তরের সহিত তুলিত হয় না, অর্থাৎ রত্নমধ্যে গণনীয় হয় না। ইহা একপ্রকার উপরত্নমাত্র।

হিমাদ্রৌ চন্দ্রসঙ্কাশং স্ফটিকং তৎ দ্বিধা ভবেৎ।
সূর্য্যকান্তঞ্চ তত্রৈকং চন্দ্রকান্তং তথাঽপরম্ ॥”

হিমালয়প্রদেশে, সিংহলদেশে ও বিন্ধ্যাচলসমীপবর্ত্তী স্থানসমুদায়ে স্ফটিকের খনি আছে। তাহাতে নানা বর্ণের তুল্যকান্তিবিশিষ্ট স্ফটিক উৎপন্ন হয়। পরন্তু হিমালয়ে যে স্ফটিক উৎপন্ন হয়, তাহা চন্দ্রকিরণের ন্যায় শুভ্র বর্ণ। গুণ অনুসারে ইহা আবার দুই প্রকার। তাহার এক প্রকারের নাম সূর্য্যকান্ত ও অপর প্রকারের নাম চন্দ্রকান্ত। সূর্য্যকান্ত ও চন্দ্রকান্ত স্ফটিকের লক্ষণ ও পরীক্ষা এইরূপ—

“সূর্য্যাংশুস্পর্শমাত্রেণ বহ্নিং বমতি যৎ ক্ষণাৎ।
সূর্য্যকান্তং তদাখ্যাতং স্ফটিকং রত্নবেদিভিঃ ॥”
“পূর্ণেন্দুকরসংস্পর্শাৎ অমৃতং স্রবতে ক্ষণাৎ।
চন্দ্রকান্তং তদাখ্যাতং দুর্লভং তৎ কলৌ যুগে ॥”

যে স্ফটিক সূর্য্যকিরণে রাখিলে বহ্নি উদ্‌গিরণ করে, তাহার নাম “সূর্য্যকান্ত স্ফটিক”। ইহারই নাম আতস্ পাথর। আর যাহা চন্দ্রকিরণে রক্ষা করিলে জলস্রাব হয়, রত্নতত্ত্ববেত্তৃগণ তাহাকে “চন্দ্রকান্ত” আখ্যা প্রদান করেন। এই চন্দ্রকান্ত স্ফটিক কলিযুগে অর্থাৎ বর্ত্তমানকালে দুর্লভ। বোধ হয়, এখন আর উহা জন্মে না। সুশ্রুত নামক বৈদ্যকগ্রন্থে লিখিত আছে যে,—

“চন্দ্রকান্তোদ্ভবং বারি পিত্তঘ্নং বিমলং স্মৃতম্ ॥”

চন্দ্রকান্তসম্ভূত জল অতি নির্ম্মল, শীতল ও পিত্তনাশক। যুক্তিকল্পতরুর মতে স্ফটিক বর্ণ ও গুণানুসারে বহুপ্রকার। যথা—

“অশোকপল্লবচ্ছায়ং দাড়িমীবীজসন্নিভম্।
বিন্ধ্যাটবিতটে দেশে জায়তে মন্দকান্তিকম্ ॥
সিংহলে জায়তে কৃষ্ণমাকরে গন্ধনীলকে।
পদ্মরাগভবে স্থানে দ্বিবিধং স্ফটিকং ভবেৎ ॥
অত্যন্তনির্ম্মলং স্বচ্ছং স্রবতীব জলং শুচি।
জ্যোতির্জ্জ্বলনমাশ্লিষ্টমুক্তাং জ্যোতীরসং দ্বিজ ॥
তদেব লোহিতাকারং রাজাবর্ত্তমুদাহৃতম্।
আনীলং তত্তু পাষাণং প্রোক্তং রাজময়ং শুভম্ ॥”
“ব্রহ্মসূত্রময়ং যত্তু প্রোক্তং ব্রহ্মময়ং দ্বিজ।”

বিন্ধ্যারণ্যসমীপস্থ দেশসমূহে যে স্ফটিক জন্মে তাহা অতি হীনকান্তি এবং

তাহার বর্ণ অশোকপল্লবের এবং দাড়িমবীজের তুল্য। সিংহলদেশে কৃষ্ণবর্ণ স্ফটিক হয় এবং তাহা "নীলম্" নামক হীরকের খনিতে জন্মে। পদ্মরাগ মণির আকরে যে স্ফটিক জন্মে, তাহা দুই প্রকার। তাহার এক প্রকারের নাম "রাজাবর্ত্ত ও দ্বিতীয় প্রকারের নাম "রাজময়"। রাজাবর্ত্ত নামক স্ফটিক অতি নির্ম্মল, অন্ত-রাল স্বচ্ছ, জলস্রাবীর ন্যায়, অর্থাৎ চন্দ্রকান্তমণির ন্যায়। এরূপ স্ফটিকের জ্যোতী-রস নাম প্রদত্ত হয়। এবং এইরূপ গুণযুক্ত স্ফটিক লোহিত বর্ণ হইলে তাহা "রাজাবর্ত্ত" আখ্যা ধারণ করে এবং নীলবর্ণ হইলে "রাজময়" নাম প্রাপ্ত হয়। এতদ্দ্বারা সিদ্ধান্ত হইতেছে যে, "আকরে পদ্মরাগাণাং জন্ম কাচমণেঃ কুতঃ?" এই পুরাতন আর্য বাক্যস্থ "কাচমণি" শব্দের অর্থ স্ফটিক নহে। প্রকৃত কাচকেই কাচমণি শব্দে উল্লেখ করা হইয়াছে। পদ্মরাগ আকরে স্ফটিক উৎপন্ন হওয়া অস-ম্ভব নহে। বরং কাচ উৎপন্ন হওয়াই সম্পূর্ণ অসম্ভব। কাচমণি শব্দের প্রকৃত অর্থ, মণিসদৃশ কাচ অর্থাৎ সে কাচ আর স্ফটিক দৃশ্যতঃ প্রায় একরূপ। সুতরাং অনুমিত হইতেছে, যে উক্ত বচনের উৎপত্তিকালে অতিপরিষ্কার কাচ উৎপন্ন হইত।

মানসোল্লাস গ্রন্থে প্রথমে স্ফটিকরত্নের, পরে তৎপ্রভেদে চন্দ্রকান্ত সূর্য্যকান্তের লক্ষণ উক্ত হইয়াছে। তাহাও প্রায় এইরূপ। যথা—

"অমৃতাংশুকরপ্রখ্যং হৈমাদ্রিশিখরোদ্ভবম্।
নির্ম্মলঞ্চ প্রভাযুক্তং স্ফটিকং পরিকীর্ত্তিতম্॥
তপনস্যাতপস্পর্শাৎ উদ্গিরত্যনলং হি যঃ।
সূর্য্যকান্তং বিজানীয়াৎ স্ফটিকং রত্নমুত্তমম্॥
অমৃতাংশুকরস্পর্শাৎ স্রবত্যেবামৃতোদকম্।
দুর্লভং তং মহারত্নং চন্দ্রকান্তং বিদুর্বুধাঃ॥"

অর্থাৎ শশিকিরণের ন্যায় ধবলবর্ণ, হিমালয়াদি পর্ব্বতোদ্ভব, নির্ম্মল ও প্রভা-যুক্ত প্রস্তরবিশেষই স্ফটিক নামে অভিহিত হইয়া থাকে। তন্মধ্যে যে মহাস্ফটিক সূর্য্যকিরণস্পর্শে অগ্নি উদ্গিরণ করে সেই স্ফটিকের নাম সূর্য্যকান্ত এবং ইহাই উৎ-কৃষ্ট এবং যে উৎকৃষ্ট স্ফটিক হইতে চন্দ্রকিরণের সংস্পর্শে অমৃতময় জল ঘর্ম্মাকারে প্রস্রুত হয় তাহার নাম চন্দ্রকান্ত। এই চন্দ্রকান্ত নামক মহারত্ন অতি দুর্লভ, ইহা রত্নবিৎ পণ্ডিতেরা বলিয়া থাকেন। অতএব জানা গেল যে, বর্ণ, আকর ও গুণের তারতম্য অনুসারে ইহার চন্দ্রকান্ত, সূর্য্যকান্ত, রাজাবর্ত্ত, রাজময়, ব্রহ্মময়, জ্যোতী-রস প্রভৃতি অনেক নাম হইয়াছে।

## উপরত্ন।

প্রধান ও বহুমূল্য রত্নসম্বন্ধে সমস্ত কথাই বলা হইয়াছে। এক্ষণে উপরত্ন সম্বন্ধে দুই চারিটি কথা বলিয়া প্রবন্ধ শেষ করিব।

উপরত্ন—অর্থাৎ মণিতুল্য কাচাদি। "উপমিতং রত্নেন" এই ব্যুৎপত্তি অনুসারে কাচ ও অন্যান্য প্রকার সামান্য মূল্যের প্রস্তর সকল উপরত্ন বলিয়া গ্রাহ্য। ক্রিষ্টাল্ ও দুগ্ধপাষাণ প্রভৃতি পাথর—যাহা প্রায় রত্নতুল্য—সেই সমস্তই সংস্কৃতশাস্ত্রে উপরত্ন নামে খ্যাত। পূর্ব্বকালে মুক্তাশুক্তি অর্থাৎ মুক্তার ঝিনুক ও শঙ্খ প্রভৃতিও সামান্যকারে রত্ন নামে গৃহীত হইত। সেই জন্যই ভাবপ্রকাশ বলিয়াছেন, যে—

"উপরত্নানি কাচশ্চ কর্পূরাশ্মা তথৈবচ।
মুক্তাশুক্তিস্তথা শঙ্খ ইত্যাদীনি বহূন্যপি॥"

কাচ, কর্পূরাশ্ম, অর্থাৎ শ্বেতপ্রস্তর (ইহাকেই অধুনা মার্বেল বলিয়া থাকে) মুক্তাশুক্তি, শঙ্খ, ইত্যাদি বহুপ্রকার উপরত্ন আছে। উপরত্ন সকল প্রায় রত্নতুল্য গুণসম্পন্ন। যাহা জাত্যরত্নের বিজাত অর্থাৎ ঝুঠাপাথর তাহাও উপরত্ন বলিয়া গণ্য। জাত্যরত্ন অপেক্ষা উপরত্নের গুণ অল্প বলিয়া সেই সেই উপরত্নকে স্বতন্ত্র পদার্থ বলিয়া গৃহীত হইয়া থাকে। যথা—

"গুণা যথৈব রত্নানাং উপরত্নেষু তে তথা।
কিন্তু কিঞ্চিত্ততো হীনা বিশেষোঽত্র উদাহৃতঃ॥"

রাজপট্ট নামক এক প্রকার হীরক আছে। তাহাও অল্প মূল্য বলিয়া উপরত্ন মধ্যে গণ্য। "রাজপট্টং বিরাটজম্" বিরাটদেশোৎপন্ন অল্প মূল্যের হীরককে রাজপট্ট বলে। অপিচ

"উপলানি বিচিত্রানি নানাবর্ণান্যনেকধা।
দৃশ্যন্তে রত্নকল্পানি তেষাং মূল্যং ন কল্পয়েৎ॥"

অনেক বর্ণের ও অনেক আকারের উপল দেখা যায়—সে সমুদায়ই উপরত্ন। সে সকল উপরত্ন দৃশ্যতঃ রত্নতুল্য হইলেও তাহাদের মূল্যসম্বন্ধে কোন বিধি নাই।

অয়স্কান্তমণি ও দুগ্ধপাষাণ (মার্বেল পাথর) প্রভৃতিও উপরত্নমধ্যে গণ্য।

উপরোক্ত ভাবপ্রকাশের বচনে "কাচ" শব্দ দেখিয়া কাচের প্রাচীনত্ব পক্ষে সংশয় জন্মিতে পারে না। তথাপি অন্যান্য প্রাচীন গ্রন্থ হইতেও দুই চারিটি কাচ শব্দের উল্লেখ প্রদর্শিত হইতেছে।

আজকাল কাচের উন্নতি দেখিয়া অনেকেই মনে করিয়া থাকেন, যে কাচ ইংরাজজাতির আবিষ্কৃত বস্তু। বস্তুতঃ তাহা নহে। অন্যূন ৩০০০ তিন সহস্র বৎসর পূর্ব্বে এদেশে কাচের ব্যবহার ছিল, ইহা সপ্রমাণ হয়। উক্ত সময়ের লোকেরা কাচের প্রকৃতি বিষয়ে অনভিজ্ঞ ছিলেন না, ইহাও জানা যায়। পঞ্চতন্ত্র নামক পুরাতন গ্রন্থে লিখিত আছে যে, "কাচঃ কাঞ্চনসংসর্গাৎ ধত্তে মারকতীং দ্যুতিম্।" এই উল্লেখটি পুরাণ হইতে সংগৃহীত। এতদ্ভিন্ন "আকরে পদ্মরাগাণাং জন্ম কাচমণেঃ কুতঃ?" এই বচনটিও বহু প্রাচীন। সুশ্রুত নামক প্রাচীন বৈদ্যকগ্রন্থেও কাচের ভূয়োভূয়ঃ উল্লেখ দৃষ্ট হয়। যথা—

"পানীয়ং পানকং মদ্যং মৃন্ময়েষু প্রদাপয়েৎ।
কাচস্ফটিকপাত্রেষু শীতলেষু শুভেষু চ॥"

জল, সরবৎ ও মদ্য, মৃন্ময়পাত্র, কাচপাত্র ও স্ফাটিকপাত্রে ব্যবহার করিবে। এই সকল পাত্র শীতল ও শুভ অর্থাৎ দোষাবহ নহে। অপিচ,—

"অনুশস্ত্রাণি তু ত্বক্‌সারস্ফটিক-কাচকুরুবিন্দাঃ।"

সুশ্রুত ঋষি শস্ত্রচিকিৎসাপ্রকরণে প্রধান প্রধান অস্ত্রের উল্লেখ করিয়া অবশেষে কতকগুলি অনুশস্ত্রের কথা বলিয়াছেন তন্মধ্যে ত্বক্‌সার, অর্থাৎ বাঁশের চ্যাঁচাড়ি, কাচ, ও কুরুবিন্দ নামক প্রস্তরই প্রধান। এই দ্রব্যের দ্বারা আংশিক শস্ত্রকার্য্য সমাধা হয় বলিয়া অনুশস্ত্র আখ্যা প্রদত্ত হইয়াছে। অদ্যাপি পর্য্যন্ত পল্লীগ্রামের দাই, বাঁশের চ্যাঁচাড়ি দিয়া নবপ্রসূত শিশুদিগের নাড়ী-ছেদকার্য্য সমাধা করিয়া থাকে।

অনেকের ভ্রম আছে যে, "প্রাচীনকালে কাচ ছিল না। যেখানে যেখানে কাচের উল্লেখ আছে—তাহা কাচ নহে। তাহা স্ফটিক। বর্ত্তমান ক্ষারসম্ভূত কাচ তখন কেহই বিদিত ছিল না।" একথা যে নিতান্তই ভ্রমোচ্চারিত তাহা উপরোক্ত শ্লোকে কাচ ও স্ফটিক পৃথকরূপে উল্লিখিত থাকায় সপ্রমাণ হইতেছে। ক্ষারসম্ভূত কাচ যে তৎকালে বর্ত্তমান ছিল এবং কাচের প্রকৃতি যে ক্ষার তাহা নিম্নলিখিত মেদিনীকোষের উল্লেখ দেখিলে সপ্রমাণ হয়।

"ক্ষারঃ পুং লবণে কাচে।"

লবণ ও কাচ অর্থে ক্ষার শব্দ পুংলিঙ্গ। মেদিনীকারের মতে ক্ষার ও কাচ, নামমাত্রে ভিন্ন, বস্তুতঃ পদার্থ এক। অমরসিংহও "কাচঃ ক্ষারঃ" এইরূপ উল্লেখ করিয়া কাচের নামান্তর ক্ষার বলিয়াছেন। সুতরাং উত্তম বুঝা গেল যে, প্রাচীন

কালের লোকেরা কাচের প্রকৃতি বা উপাদান সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ ছিলেন না। এতদ্ভিন্ন আমরা কাচের "ক্ষারমণি" নামও প্রাপ্ত হইয়াছি। চন্দ্রগুপ্তের সমসাময়িক বাৎস্যায়ন মুনি যে ন্যায়সূত্রের ব্যাখ্যা প্রচার করিয়া ছাত্রবর্গের মহোপকার করিয়াছেন, ব্যাসশিষ্য অক্ষপাদ ঋষিকৃত সেই ন্যায়সূত্রেও কাচের উল্লেখ আছে। যথা—

"অপ্রাপ্যগ্রহণং কাচাভ্রপটল-
স্ফটিকান্তরিতোপলব্ধেঃ।" ( ৪৪ সূত্র )

এই সূত্র প্রত্যক্ষ প্রমাণ বিনির্ণয়প্রসঙ্গে লিখিত। চক্ষুরিন্দ্রিয় যে কাচ, অভ্র ও স্ফটিক ভেদ করিয়া গিয়া তদন্তরালস্থ বস্তুকে গ্রহণ করে, এ সূত্রে তাহাই বলা হইতেছে। সুতরাং কাচ আর স্ফটিক যে বিভিন্ন পদার্থ এবং তাহা ৩০০০ সহস্র বৎসরের পূর্ব্বের লোকেরা বিদিত ছিল—ইহা বলা বাহুল্য। মহাভারত ও উপনিষদাদি প্রাচীন গ্রন্থে যেভাবে আদর্শ ও দর্পণাদি শব্দের উল্লেখ দৃষ্ট হয়, তাহা কাচ বলিয়া গ্রহণ করিলেও করা যায়। অত্যন্ত আদিম অবস্থায় এদেশে তীক্ষ্ণ লৌহ ও অন্যান্য ধাতুবিশেষকে প্রতিবিম্বপাতযোগ্য ( পলিস ) নির্ম্মল করিয়া তাহাকে দর্পণ বা আদর্শ নামে আত্মমূর্ত্তি দর্শনার্থ ব্যবহার করিত বটে, কিন্তু মহাভারতাদির সময় কাচময় ও স্ফটিকময় দর্পণের ব্যবহার আরম্ভ হইয়াছিল সন্দেহ নাই। অসুরগুরু মহর্ষি শুক্রাচার্য্য স্বকৃত রাজনীতিগ্রন্থে "কাচাদেঃ করণং কলা।" ইত্যাদি ক্রমে কাচ প্রস্তুত করিবার উপদেশ করিয়াছেন। এতদনুসারেও কাচ এদেশের বহু প্রাচীন ও এদেশেরও কৃতিসাধ্য বস্তু।

প্রাচীন মিশর দেশে কাচের ব্যবহার ছিল। ১৮০০ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বের নৃপতিগণের সমাধির উপরে নানাবর্ণের কাচের কারুকার্য্য পরিলক্ষিত হয়। রাজ্ঞী হাতাসুর সময়ের নীল, লোহিত ও বিবিধ বর্ণের কাচনির্ম্মিত পানপাত্র, পুষ্পগুচ্ছাধার প্রভৃতি সম্প্রতি "ব্রিটিশ মিউসিয়মে" প্রেরিত হইয়াছে। এ সকল ১৪৪৫ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে প্রস্তুত হইয়াছিল। হিরোডোটস্ লিখিয়াছেন, ইথোপিয়ন্‌রা কাচের আধারমধ্যে মৃতদেহ রাখিত, কিন্তু এপর্য্যন্ত মিশর দেশের প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণ ঐরূপ আধার দর্শন করেন নাই। আসেরিয়া নিম্‌রডের ধ্বংশ মধ্যে বিবিধ আকারের কাচপাত্র মৃত্তিকা মধ্য হইতে প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। ঐ সকল প্রাচীন সময়ের কাচ প্রভাহীন ও স্বচ্ছ নহে। ইউরোপীয়গণ দ্বারা কাচের উৎকর্ষ সংসাধিত হইয়াছে এবং প্রতিবৎসর ইহার উন্নতি হইতেছে। এমন কি,

সম্প্রতি ভাইনায় কাচের কাপড় পর্য্যন্ত প্রস্তুত হইয়াছে। মিউনিচ, নারেন্‌বর্জ, প্যারিশ, বারমিংহ্যাম, এডিন্‌বরা প্রভৃতি স্থানে কাচের উপর বিবিধ উৎকৃষ্ট চিত্র প্রস্তুত হইয়া থাকে।

---

## রুধিরাখ্য।

রুধিরাখ্য নামধেয় মণিকে কেহ স্বল্পরত্ন মধ্যে কেহ বা উপরত্ন মধ্যে গণনা করিয়া গিয়াছেন। বৃহৎসংহিতা ও অগ্নিপুরাণ প্রভৃতি বহুগ্রন্থে ইহার উল্লেখ আছে; কিন্তু তাহার কান্তি, গুণ, বর্ণ, কি পরীক্ষা কিরূপ? তাহা বর্ণিত হয় নাই। কেবল একমাত্র গরুড়পুরাণে ইহার যৎকিঞ্চিৎ বর্ণনা দৃষ্ট হয়। যথা—

"হুতভুগ্রূপমাদায় দানবস্য যথেপ্সিতম্।
নর্ম্মদায়াং নিচিক্ষেপ কিঞ্চিদ্ধীনাদি ভূতলে॥
তত্রেন্দ্রগোপকলিতং শুকবক্ত্রবর্ণং
সংস্থানতঃ প্রকটপীলুসমানমাত্রম্।
নানাপ্রকারবিহিতং রুধিরাখ্যরত্ন-
মুদ্ধৃত্য তস্য খলু সর্ব্বসমানমেব॥
মধ্যেন্দুপাণ্ডুরমতীববিশুদ্ধবর্ণং
তচ্চেন্দ্রনীলসদৃশং পটলং তুলে স্যাৎ।
সৈশ্বর্য্যভৃত্যজননং কথিতং তদেব
পক্কঞ্চ তৎ কিল ভবেৎ সুরবজ্রবর্ণম্॥"

হুতাশন সেই দানবের রূপ যথেপ্সিত গ্রহণ করিয়া নর্ম্মদা নদীতে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন।

তাহাতে মকমলীপোকার চিহ্নবিশিষ্ট শুকচঞ্চুতুল্য এক প্রকার মণি উৎপন্ন হইয়াছে। ইহা প্রমাণে প্রায় বড় পীলুফলের ন্যায় হয় এবং তাহা উত্তোলন করিলে পর শিল্পীরা তাহাকে নানা আকারপ্রকারবিশিষ্ট করিয়া থাকে।

যাহার মধ্যস্থল জ্যোৎস্নার ন্যায় বিশুদ্ধ শুভ্রবর্ণ ও পার্শ্ব ইন্দ্রনীল তুল্য হয়, কথিত আছে যে, তাহা ধারণ করিলে ঐশ্বর্য্য বৃদ্ধি হয়। এই রত্ন পক্ক হইলে বজ্র-বর্ণ হইয়া থাকে।

---

## ভীষ্মরত্ন।

ভীষ্মরত্ন বা ভীষ্মমণির উৎপত্তি ও পরীক্ষাদির বিষয় গরুড়পুরাণে উক্ত হইয়াছে। হিমালয়ের উত্তর প্রদেশে ইহার জন্ম হয়। ইহার বর্ণ দুগ্ধাপেক্ষাও শুক্লবর্ণ এবং ইহা এক প্রকার বিষপাথর মধ্যে গণ্য।

"হিমবত্যুত্তরে দেশে বীর্য্যং পতিতং সুরদ্বিষস্তস্য।
সম্প্রাপ্তমুত্তমানামাকরতাং ভীষ্মরত্নানাম্॥"

হিমালয়ের উত্তরবর্ত্তী দেশে সেই অসুরের বীর্য্য পতিত হইয়াছিল। তাহা হইতেই সেই দেশে অত্যুত্তম ভীষ্মরত্নের আকর সকল উৎপন্ন হইয়াছে।

"শুক্লাঃ শঙ্খাব্জনিভাঃ শ্যোনাকসন্নিভাঃ প্রভাবন্তঃ।
প্রভবন্তি ততস্তরুণা বজ্রনিভা ভীষ্মপাষাণাঃ॥"

শুভ্রবর্ণ শঙ্খ ও পদ্মতুল্য আভাবিশিষ্ট, কতক শোণালুপুষ্পের ন্যায় দ্যুতিবিশিষ্ট, এবং তরুণ অবস্থায় হীরকের ন্যায় তেজস্বান্ ভীষ্মমণি সকল প্রাদুর্ভূত হইয়া থাকে

"হিমাদ্রিপ্রতিবদ্ধং শুদ্ধমপি শ্রদ্ধয়া বিধত্তে যঃ।
ভীষ্মমণিং গ্রীবাদিষু স সম্পদং সর্ব্বদা লভতে॥
গুণযুক্তস্য তস্যৈব ধারণান্মুনিপুঙ্গব।
বিষাণিতানি নশ্যন্তি সর্ব্বাণ্যেব মহীতলে॥
বিষমা না বাধতে যে তমরণ্যনিবাসিনঃ সমীপেঽপি।
দ্বোপিবৃকশরভকুঞ্জরসিংহব্যাঘ্রাদয়ো হিংস্রাঃ॥
তস্যোৎকবলিতকৃতিনো ভবন্তি ভয়ং নচাপি সমুপস্থিতম্।
ভীষ্মমণির্গুণযুক্তঃ সম্যক্ সম্প্রাপ্তাঙ্গুলিত্রিতয়ঃ।
পিতৃতর্পণে পিতৃণাং তৃপ্তির্ব্বহুবার্ষিকী ভবতি॥
শাম্যন্ত্যভুতান্যপি সর্পাণ্ডজাখুবৃশ্চিকবিষাণি।
সলিলাগ্নিবৈরিতস্করভয়ানি ভীমানি নশ্যন্তি॥
শৈবালবলাহকাভং পরুষং পীতপ্রভং প্রভাহীনম্।
মলিনদ্যুতিং বিবর্ণং দূরাৎপরিবর্জয়েৎ প্রাজ্ঞঃ॥
মূল্যং প্রকল্প্য মেষাং বিবুধবরৈর্দেশকালবিজ্ঞানাৎ॥
দূরেভূতানাং বহু কিঞ্চিন্নিকটপ্রসূতানাম্॥"

গরুড়পুরাণ।

যে ব্যক্তি হিমপর্ব্বতসমুদ্ভূত বিশুদ্ধ ভীষ্মমণি শ্রদ্ধাপূর্ব্বক গ্রীবাদি স্থানে ধারণ করে সে সর্ব্বকালে সম্প্রীতি লাভ করে।

হে মুনিশ্রেষ্ঠ! সেই গুণসম্পন্ন ভীষ্মমণি ধারণ করিলে তদ্দ্বারা পৃথিবীতে যত প্রকার বিষ আছে তৎসমস্তই নষ্ট হয়।

ভীষণ অরণ্যচর হিংস্র-জন্তুরা সমীপাগত হইয়াও সেই মণিকে অতিক্রম করিতে পারে না। অর্থাৎ ভীষ্মমণিকে ব্যাঘ্রাদি জন্তুরাও ভয় করে।

ভীষ্মরত্ন-ধারণকর্ত্তার কোন ভয়ই উপস্থিত হয় না। গুণযুক্ত ভীষ্মমণি অঙ্গুলি-ত্রয়ে ধারণ করিয়া পিতৃলোকের উদ্দেশে তর্পণ করিলে পিতৃলোকের বহুবর্ষব্যাপিনী তৃপ্তি হয়।

সর্প, বৃশ্চিক, অণ্ডজ ও আখু অর্থাৎ ইন্দুরের বিষ এতদ্দ্বারা নষ্ট হয় এবং ভয়-ঙ্কর সলিলভয়, অগ্নিভয় ও চৌরভয় থাকে না।

পণ্ডিত ব্যক্তি সৈবাল ও বকবর্ণ, কর্কশ, পীতাভ, নিষ্প্রভ, মলিন, ও বিবর্ণ ভীষ্মমণি দূরে পরিত্যাগ করিবেন।

বিজ্ঞ ব্যক্তিরা ইহার দেশ, কাল ও পাত্র বিবেচনা করিয়া মূল্যাবধারণ করি-বেন। দূরোৎপন্ন হইলে কিছু অধিক মূল্য এবং নিকটোৎপন্ন হইলে কিছু অল্প-মূল্য নির্ণয় করিবেন।

---

## পুলকমণি।

ইহাও এক প্রকার প্রস্তর এবং রত্নমধ্যে গণ্য। ইহার ভাষা নাম কি তাহা আমরা জানি না।* পরন্তু কেহ ইহাকে স্বল্পরত্ন মধ্যে কেহ বা উপরত্ন মধ্যে নিবিষ্ট করিয়াছেন। ইহার দোষ, গুণ ও পরীক্ষা অন্য কোন গ্রন্থে দেখা যায় না, কেবল একমাত্র গরুড়পুরাণ হইতেই ইহার যৎকিঞ্চিৎ বৃত্তান্ত জ্ঞাত হওয়া যায়। যথা—

"পুণ্যেষু পর্ব্বতবরেষু চ নিম্নগাসু
স্থানান্তরেষু চতথোত্তরদেশগত্বাৎ।
সংস্থাপিতাশ্চ নখরা ভুজগৈঃ প্রকাশং
সম্পূজ্য দানবপতিং প্রথিতে প্রদেশে॥"

---

* বিশেষ চেষ্টা করিলে গোরী, পিটোনিয়া, সোদণ্ডা প্রভৃতি আধুনিক নানা নামের প্রস্তর হইতে কোন এক অন্যতম নাম ঠিক করিয়া লওয়া যাইতে পারে।

"দাশার্ণবাগদবমেকলকালগাদৌ
গুঞ্জাঞ্জনক্ষৌদ্রমৃণালবর্ণাঃ।
গন্ধর্ব্ববহ্নিকদলীসদৃশাবভাসা
এতে প্রশস্তাঃ পুলকাঃ প্রসূতাঃ॥"
"শঙ্খাব্জভৃঙ্গার্কবিচিত্রভঙ্গাঃ
শূদ্রৈরূপেতাঃ পরমাঃ পবিত্রাঃ।
মঙ্গল্যযুক্তা বহুভক্তিচিত্রা
বৃদ্ধিপ্রদাস্তে পুলকা ভবন্তি॥"
"কাকশ্বরাসভশৃগালবৃকীগ্ররূপৈ-
গৃ ধ্রৈঃ সমাংসরুধিরার্দ্রমুখৈরুপেতাঃ।
মৃ ত্যুপ্রদাস্ত বিদিষা পরিবর্জনীয়া
মূল্যং পলস্য কথিতঞ্চ শতানি পঞ্চ॥"

ভুজঙ্গগণ সেই দানবপতিকে সম্যক্ পূজা করিয়া তদীয় নখ সকল পুণ্যজনক পর্ব্বতে, নদীতে ও অন্যান্য বিখ্যাত স্থানে স্থাপন করিয়াছিল; সেই কারণে সেই স্থানে পুলকমণি প্রাদুর্ভূত হইয়া থাকে।

দশার্ণদেশ, বাগদব অর্থাৎ বোগ্দাৎ দেশ, মেকল ও কালগা প্রভৃতি দেশে যে কুঁচফলের কৃষ্ণভাগের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ, মধুপিঙ্গলবর্ণ, মৃণালবর্ণ, গন্ধর্ব্ব (এক প্রকার উদ্ভিজ্জ) বর্ণ, বহ্নিবর্ণ (অল্প লোহিত শুক্লবর্ণ) ও কদলীবর্ণ পুলকমণি উৎপন্ন হয়, সে সমস্তই প্রশংসনীয়। আর যাহা শঙ্খবর্ণ, পদ্মবর্ণ, ভৃঙ্গবর্ণ, অর্কবর্ণ ও বিচিত্রাঙ্গ,—তাহাও পবিত্র, মঙ্গলাবহ ও উত্তম। এবম্প্রকারের সমস্ত পুলকই বৃদ্ধিকর বলিয়া উক্ত আছে।

কাক, কুক্কুর, গর্দ্দভ, শৃগাল, ক্ষুদ্র ব্যাঘ্র ও গৃধ্রের রক্তমাংসবিলিপ্ত মুখের ন্যায় উগ্ররূপ পুলক সকল মৃত্যুকারক, এ নিমিত্ত জ্ঞানী ব্যক্তি তাহা দূরে পরিহার করিবেন। এই মণির মূল্য প্রত্যেক পলে ৫০০ শত টাকা (তৎকালের মুদ্রা বলিয়া) নির্দ্দিষ্ট আছে।

---

# পরিশিষ্ট।

## স্যমন্তকোপাখ্যানম্ ।*

শুক উবাচ।

"আসীৎ সত্রাজিতঃ সূর্য্য-ভক্তশ্চ পরমঃ সখা।
প্রীতস্তস্মৈ মণিং প্রাদাৎ স চ তুষ্টঃ স্যমন্তকম্ ॥
স তং বিভ্রন্মণিং কণ্ঠে ভ্রাজমানো যথা রবিঃ।
প্রবিষ্টোদ্বারকাং রাজন্ তেজসা নোপলক্ষিতঃ।
তং বিলোক্য জনা দূরাৎ তেজসা মুষ্টদৃষ্টয়ঃ।
দিব্যতেঽক্ষৈর্ভগবতে শশংসুঃ সূর্য্য শঙ্কিতাঃ ॥
এষ আয়াতি সবিতা ত্বাং দিদৃক্ষুর্জগৎপতে।
মুষ্ণন্ গভস্তিচক্রেণ নৃণাং চক্ষুংষি তিগ্মগুঃ ॥
নিশম্য বালবচনং প্রহস্যাম্বুজলোচনঃ।
প্রাহ নাসৌ রবির্দেবঃ সত্রাজিন্মণিনা জ্বলন্ ॥
দিনে দিনে স্বর্ণভারানষ্টৌ স সৃজতি প্রভো।
দুর্ভিক্ষমার্য্যরিষ্টানি সর্পাধিব্যাধয়োঽশুভাঃ ॥
ন সন্তি মায়িনস্তত্র যত্রাস্তেভ্যর্চ্চিতোমণিঃ।
স যাচিতোমণিং ক্বাপি যদুরাজায় শৌরিণা ॥
নবার্থকামুকঃ প্রাদাৎ যাচ্ঞাভঙ্গমতর্কয়ন্।
তমেকদা মণিং কণ্ঠে প্রতিমুচ্য মহাপ্রভম্ ॥

---

* ভাগবতে ও বিষ্ণুপুরাণে স্যমন্তক-মণিসম্বন্ধে একটি দীর্ঘ উপাখ্যান আছে। বিষ্ণুপুরাণোক্ত উপাখ্যানটী কিছু অধিক বিস্তীর্ণ এবং ভাগবতোক্ত উপাখ্যানটী তদপেক্ষা সংক্ষিপ্ত। বিশেষ প্রয়োজন নাই বলিয়া আমরা ভাগবতোক্ত সংক্ষিপ্ত উপাখ্যানটীউদ্ধৃত করিলাম এবং তাহার বঙ্গানুবাদও সংযোজিত করিলাম। আচার্য্য হেমচন্দ্র লিখিয়াছেন যে, স্যমন্তক শ্রীকৃষ্ণের হস্তমণি অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ উহা হস্তে ধারণ করিতেন। যথা—"মণিঃ স্যমন্তকোহস্তে ভুজমধ্যে তু কৌস্তুভঃ।" পরন্তু বিষ্ণুপুরাণে ও ভাগবতে দেখা যায় যে, শ্রীকৃষ্ণ উহা গ্রহণ করেন নাই। মূলপ্রস্তাব পাঠ করিলেই পাঠকবর্গ উহার সমুদয় বৃত্তান্ত জ্ঞাত হইতে পারিবেন।

প্রসেনোঽশ্বমারুহ্য মৃগয়াং ব্যচরন্ বনে।
প্রসেনং সহয়ং হত্বা মণিমাচ্ছিদ্য কেশরী॥
গিরিং বিশন্ জাম্ববতা নিহতোমণিমিচ্ছতা।
সোঽপিচক্রে কুমারস্য মণিং ক্রীড়নকং গলে॥
অপশ্যন্ ভ্রাতরং ভ্রাতা সত্রাজিৎ পর্য্যতপ্যত।
প্রায়ঃ কৃষ্ণেন নিহতোমণিগ্রাবো বনং গতঃ॥

ভ্রাতা মমেতি তৎ শ্রুত্বা কর্ণে কর্ণেঽজপন্ জনাঃ।
ভগবাংস্তদুপশ্রুত্য দুর্যশোলিপ্তমাত্মনি॥
মাষ্টুং প্রসেনপদবীমন্বপদ্যত নাগরৈঃ।
হতং প্রসেনমশ্বঞ্চ বীক্ষ্য কেশরিনা বনে॥
তমদ্রিপৃষ্ঠে নিহত-মৃক্ষেণ দদৃশুর্জনাঃ।
ঋক্ষরাজবিলং ভীম-মন্ধেন তমসাবৃতম্॥

একোবিবেশ ভগবানবস্থাপ্য বহিঃ প্রজাঃ।
তত্র দৃষ্ট্বা মণিশ্রেষ্ঠং বালক্রীড়নকং কৃতম্॥
হর্ত্তুং কৃতমতিস্তস্মিন্নবতস্থেঽর্ভকান্তিকে।
তমপূর্ব্বং নরং দৃষ্ট্বা ধাত্রী চক্রোশ ভীরুবৎ॥
তৎ শ্রুত্বাভ্যদ্রবৎ ক্রুদ্ধো জাম্ববান্ বলিনাং বরঃ।
স বৈ ভগবতা তেন যুযুধে স্বামিনাত্মনঃ॥

আসীত্তদষ্টবিংশাহ-মিতরেতরমুষ্টিভিঃ।
ক্ষীণসত্বঃ স্বিন্নগাত্রস্তমাহাতীব বিস্মিতঃ॥
জানে ত্বাং সর্ব্বভূতানাং প্রাণা ওজঃ সহো বলম্।
বিষ্ণুং পুরাণপুরুষং প্রভবীষ্ণুমধীশ্বরম্॥
ইতি বিজ্ঞাতবিজ্ঞান-মৃক্ষরাজানমচ্যুতঃ।
ব্যাজহার মহারাজ ভগবান্ দেবকীসুতঃ॥

মণিহেতোরিহ প্রাপ্তা বয়মৃক্ষপতে বিলম্।
মিথ্যাভিশাপং প্রমৃজন্নাত্মনো মণিনামুনা॥
ইত্যুক্তঃ স্বাং দুহিতরং কন্যাং জাম্ববতীং মুদা।
অর্হনার্থং স মণিনা কৃষ্ণায়োপজহার সঃ॥

সত্রাজিতং সমাহূয় সভায়াং রাজসন্নিধৌ।
প্রাপ্তিঞ্চাখ্যায় ভগবান্ মণিং তস্মৈ ন্যবেদয়ৎ॥
সোঽনুধ্যায়ংস্তদেবাঘং বলবদ্বিগ্রহাকুলঃ।
কথং মৃজাম্যাত্মরজঃ প্রসীদেদ্বাঽচ্যুতঃ কথম্॥
এবং ব্যবসিতোবুদ্ধ্যা সত্রাজিৎ স্বসুতাং শুভাম্।
মণিঞ্চ স্বয়মুদ্যম্য কৃষ্ণায়োপজহার সঃ॥
ভগবানাহ ন মণিং প্রতীচ্ছামোবয়ং নৃপ।
তবাস্তু দেবভক্তস্য বয়ঞ্চ ফলভাগিনঃ॥

শ্রীভাগবত, ১০, ৫৬।

---

## স্যমন্তক মণির ইতিহাস।

শুকদেব কহিলেন, মহারাজ!

সূর্য্যোপাসক ও সূর্য্যভক্ত সত্রাজিৎ নামক জনৈক যাদব ছিলেন। সূর্য্যদেব সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে স্যমন্তক নামে এক মণি প্রদান করিয়াছিলেন।*

সত্রাজিৎ এক দিন সেই মণি কণ্ঠে ধারণ করিয়া, সূর্য্যের ন্যায় দেদীপ্যমান হইয়া দ্বারকাপুরে প্রবেশ করিয়াছিলেন। তিনি মণি-কিরণে এরূপ দেদীপ্যমান হইয়াছিলেন যে, দূরস্থ লোকেরা তাঁহাকে সত্রাজিৎ বলিয়া বুঝিতে পারে নাই।

মণিতেজে অভিভূতদৃষ্টি বালকেরা তাঁহাকে দূর হইতে দেখিয়া সূর্য্য মনে করিল। ভগবান্ বাসুদেব পাশ-ক্রীড়া করিতেছিলেন, বালকেরা তাঁহার সমীপস্থ হইয়া উক্ত সংবাদ বিজ্ঞাপিত করিল।

বালকেরা গিয়া বলিল, জগৎপতে! সূর্য্যদেব স্বীয় কিরণাবলির দ্বারা লোকের চক্ষু অভিভূত করত আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিতেছেন।

ভগবান্ পুণ্ডরীকাক্ষ বালকবৃন্দের সে কথা শুনিয়া হাস্য সহকারে কহিলেন, তিনি সূর্য্য নহেন—সত্রাজিৎ। সত্রাজিৎ মণির প্রভাবে উক্ত প্রকারে উজ্জ্বলিত হইয়া থাকে।

---

* বিষ্ণুপুরাণোক্ত উপাখ্যানে বর্ণিত হইয়াছে যে, সূর্য্য উহা সমুদ্রতীরে প্রদান করেন— অর্থাৎ সত্রাজিৎ উহা ইষ্টদেবতার প্রসাদে সমুদ্রে পাইয়াছিলেন।

সেই মণি প্রতিদিন ৮ ভার * সুবর্ণ সৃষ্টি করিয়া থাকে এবং সেই মণি যেস্থানে পূজিত হইয়া থাকে, সেস্থানে দুর্ভিক্ষ, মরক, উৎপাত, রোগ, শোক, ও সর্পভয় প্রভৃতি কোন অমঙ্গল থাকে না। মায়াবী প্রতারক লোকেরাও তথায় বাস করিতে পারে না।

শ্রীকৃষ্ণ কোন এক সময়ে রাজা উগ্রসেনের নিমিত্ত সত্রাজিতের নিকট উহা চাহিয়াছিলেন; কিন্তু অর্থলোভী সত্রাজিৎ তাহা তাঁহাকে প্রদান করেন নাই। কৃষ্ণের প্রার্থনা ভঙ্গ করিলে যে দোষ হইবে তাহা তিনি তৎকালে মনে করেন নাই।

সত্রাজিতের ভ্রাতা প্রসেন একদিন সেই মহাপ্রভাবিত মণি কণ্ঠে ধারণ করিয়া মৃগয়ার নিমিত্ত অশ্বারোহণে বনভ্রমণ করিতেছিলেন, এমন সময়ে এক মহাসিংহ আসিয়া তাঁহাকে ও তাঁহার অশ্বকে বিনাশ করিয়া সেই চাকচিক্যময় অদ্ভুত মণি-খণ্ড লইয়া পর্ব্বতোপরি পলায়ন করিল।

ঋক্ষরাজ জাম্ববান্ যদৃচ্ছাক্রমে তথায় আগমন করিয়াছিলেন। তিনিও সেই মণিলোভে সিংহকে বিনাশ করিলেন এবং সেই মণিটী লইয়া স্বীয় শিশু-আত্মজের কণ্ঠভূষা করিয়া দিলেন।

এদিকে সত্রাজিৎ ভ্রাতা প্রসেনের অনাগমনে নিতান্ত পরিতপ্ত হইয়া এই বলিয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন যে, আমার ভ্রাতা মণিগ্রীব হইয়া বনে গিয়াছিল, হয় ত কৃষ্ণই মণির লোভে তাহার প্রাণসংহার করিয়াছেন।

সত্রাজিতের এই বিরল বিলাপ ক্রমে লোকের কর্ণগোচর হইল। ক্রমে সকল ব্যক্তিই ঐ কথা লইয়া কর্ণাকর্ণি করিতে লাগিল এবং ক্রমে কৃষ্ণও তাহা শুনিলেন।

কৃষ্ণ নিতান্ত পরিতপ্ত হইয়া সেই অপযশ মার্জনের উদ্দেশে নাগরিক লোক-দিগকে সঙ্গে লইয়া প্রসেন যে পথে গিয়াছিল—সেই পথ অবলম্বন করিয়া চলিলেন।

সকল ব্যক্তিই বনপ্রবেশ করিয়া দেখিল, প্রসেন ও প্রসেনের অশ্ব সিংহকর্ত্তৃক

---

* ২০ তোলায় এক ভার। ৮ ভারে ১৬০ তোলা। ভাবার্থ এই যে, বিপুল ধনাগমের সময় ও নিতান্ত উন্নতির সময় ভিন্ন উহা কাহারও হস্তগত হয় না। "কহিনুর্" মণিই ইহার দৃষ্টান্ত।

বিনষ্ট হইয়া পতিত আছে। অনন্তর তাহারা কিয়দ্দূরে গিয়া দেখিল, সেই সিংহও এক ভল্লুককর্ত্তৃক হত হইয়া পর্ব্বতোপরি নিপতিত আছে এবং সেই স্থানে এক ভয়ঙ্কর অন্ধকার-পরিপূর্ণ বৃহৎ ভল্লুকের গর্ত্তও আছে।

তদ্দর্শনে শ্রীকৃষ্ণ সঙ্গী লোকদিগকে সেই স্থানে রাখিয়া একাকী সেই অন্ধতমসাচ্ছন্ন ভল্লুক-গর্ত্তে প্রবেশ করিলেন এবং কিয়দ্দূর গমন করিয়া ভল্লুকেন্দ্র জাম্ববানের পুরী দেখিতে পাইলেন।

সেখানে গিয়া দেখিলেন যে, সেই মণিরাজ এক বালকের কণ্ঠে ক্রীড়নক (খেলনা) হইয়া আছে। দেখিবামাত্র তিনি তাহা কাড়িয়া লইবার উদ্দেশে বালকের নিকটস্থ হইলেন।

বালকের রক্ষিকা (ধাত্রী) সেই আশ্চর্য্য মনুষ্যকে দেখিয়া ভয়ে কাঁদিয়া উঠিল। বলিশ্রেষ্ঠ জাম্ববান্ তাহা শুনিতে পাইয়া ক্রোধে তদভিমুখে দৌড়িয়া আসিলেন এবং আপনার প্রভু বা ইষ্টদেব ভগবান্ কৃষ্ণের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন।

অষ্টাবিংশতি দিন বাহুযুদ্ধ হইল। ২৮ দিনের পর জাম্ববান্ দুর্ব্বল হইলেন। তাঁহার গাত্রে ঘর্ম্ম জন্মিল, তিনি তখন বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া কৃষ্ণের স্তব করিতে লাগিলেন।

আমি জানিলাম আপনি সর্ব্বভূতের প্রাণ, তেজ ও বলস্বরূপ। আপনি সেই পুরাতন পুরুষ বিষ্ণু। আপনি সেই প্রভুর প্রভু ও সর্ব্বজগতের অধিষ্ঠাতা পরমেশ্বর।

ঋক্ষরাজের যখন উক্তপ্রকার জ্ঞানোদয় হইল, শ্রীকৃষ্ণ তখন তাঁহাকে বলিতে লাগিলেন।

হে ঋক্ষরাজ! ঐ মণির জন্য আমি এই গর্ত্তমধ্যে আসিয়াছি। এই মণি লইয়া গিয়া আমি আমার মিথ্যা কলঙ্ক দূর করিব।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এই প্রকার বলিলে জাম্ববান্ হৃষ্ট হইয়া শ্রীকৃষ্ণকে আপনার সর্ব্বাঙ্গ সুন্দরী জাম্ববতী নাম্নী দুহিতা ও সেই মণি উপহার প্রদান করিলেন।

অনন্তর ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সত্রাজিৎকে রাজসভা মধ্যে আহ্বান করিয়া, যেরূপে সেই মণি পাওয়া গিয়াছে তদ্বৃত্তান্ত বর্ণনপূর্ব্বক তাঁহাকে সেই মণি প্রদান করিলেন।

সত্রাজিৎ মণি পাইলেন বটে; কিন্তু তাঁহার মনে ঘোরতর চিন্তা ও ব্যাকু-

লতা উপস্থিত হইল। তিনি যে শ্রীকৃষ্ণের উপর অকারণ মিথ্যা কলঙ্কার্পণ করিয়াছেন এবং অতি বলবানের সঙ্গে তাঁহার যে বিরোধ উপস্থিত হইল, ইহাই ভাবিয়া তিনি ব্যাকুলচিত্ত হইলেন। কিরূপেইবা আমি আত্মাপরাধ ক্ষালন করি? এবং কি কার্য্য করিলেই বা শ্রীকৃষ্ণ প্রসন্ন হন? এইরূপ বহু-চিন্তার পর তিনি আত্ম-কর্ত্তব্য-নিশ্চয়পূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণকে সত্যভামা নাম্নী কন্যা প্রদান করিলেন ও যৌতুকস্বরূপে সেই মণিও তাঁহাকে প্রদান করিলেন।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সত্যভামার পাণিগ্রহণ করিলেন বটে, পরন্তু মাণটী লইলেন না। বলিলেন, রাজন্! আমি মণি গ্রহণে ইচ্ছুক নহি। ইহা আপনারই থাকুক। আপনি দেবভক্ত অর্থাৎ ধার্ম্মিক; আপনার নিকট থাকিলেই আমরা ইহার ফলভাগী হইব। *

---

## কৌস্তুভোৎপত্তিঃ †

সৌতিরুবাচ।

* * * * *

মন্থানং মন্দরং কৃত্বা তথা নেত্রঞ্চ বাসুকিম্।
দেবা মথিতুমারব্ধাঃ সমুদ্রং নিধিমম্ভসাম্॥
অমৃতার্থং ততো ব্রহ্মন্ তথৈবাসুরদানবাঃ।
একমন্তমুপাশ্লিষ্টা নাগরাজ্ঞো মহাসুরাঃ।
বিবুধাঃ সহিতাঃ সর্ব্বে যতঃ পুচ্ছং ততঃ স্থিতাঃ॥

* * * * *

নারায়ণবচঃ শ্রুত্বা বলিনস্তে মহোদধেঃ।
তৎ পয়ঃ সহিতা ভূয়শ্চক্রিরে ভৃশমাকুলম্॥

---

* অতঃপর সেই মণি কিছু দিন অক্রূরের নিকট ছিল। কিছু দিন শ্রীকৃষ্ণের হস্তে বিধৃত হইয়াছিল। শ্রীকৃষ্ণের মৃত্যুর পর দ্বারকার পূর্ব্বপ্রদেশবাসী দস্যুরা (ভিলজাতি) তাহা অপহরণ করিয়াছিল। কেহ বলেন, তাহা পাণ্ডবগণকর্ত্তৃক হস্তিনায় আনীত হইয়াছিল, বস্তুতঃ তাহার প্রকৃত তথ্য কিছুই জানা যায় না।

† মহামুনি ব্যাস মহাভারতীয় আদিপর্ব্বে অমৃত-মন্থন-কথাপ্রসঙ্গে কৌস্তুভমণির উৎপত্তিকথা বলিয়াছেন। এস্থলে সে প্রস্তাবের বহুল অংশ পরিত্যাগ করিয়া উপযুক্ত অংশটুকু লিখিত হইল।

ততঃ শতসহস্রাংশুর্ম্মথ্যমানাত্তু সাগরাৎ ।
প্রসন্নাত্মা সমুৎপন্নঃ সোমঃ শীতাংশুরুজ্জ্বলঃ ॥
শ্রীরনন্তরমুৎপন্না ঘৃতাৎ পাণ্ডরবাসিনী । *
সুরা দেবী সমুৎপন্না তুরগঃ পাণ্ডরস্তথা ।
কৌস্তভস্তু মণির্দিব্য উৎপন্নো ঘৃতসম্ভবঃ ।
মরীচিবিকচঃ শ্রীমান্ নারায়ণ উরোগতঃ ॥ †

* * * * *

"কৌস্তভস্তু মহাতেজাঃ কোটিসূর্য্যসমপ্রভঃ ।"

---

## কৌস্তুভ-মণির ইতিবৃত্ত ।

সৌতি কহিলেন,—

* * * * *

অনন্তর দেবগণ মন্দর-পর্ব্বতকে মন্থদণ্ড ও নাগরাজ বাসুকিকে মন্থরজ্জু করিয়া জলনিধি সমুদ্রের মন্থন আরম্ভ করিলেন।

হে ব্রহ্মন্! অনন্তর অমৃতার্থী অসুরগণ সেই নাগরাজের শীর্ষদেশ এবং দেবগণ তাহার পুচ্ছদেশ ধারণ করতঃ স্থিত হইলেন।

* * * * * *

অনন্তর বিষ্ণু-বাক্য শ্রবণ করিয়া, বিষ্ণুতেজে তেজীয়ান্ সেই সকল দেব ও অসুর পুনর্ব্বার মকরালয় সমুদ্রকে আলোড়িত করিতে লাগিলেন।

অনন্তর সেই মথ্যমান সমুদ্র হইতে শতসহস্র কিরণযুক্ত উজ্জ্বল ও প্রসন্ন-স্বভাব চন্দ্র উৎপন্ন হইলেন।

তৎপরে সুশুভ্রবসনধারিণী লক্ষ্মী, সুরা-দেবী, ও উচ্চৈঃশ্রবা নামক অশ্ব উৎপন্ন হইল।

তৎপরে কিরণোজ্জ্বল ও শ্রীসম্পন্ন দিব্য কৌস্তভমণি উৎপন্ন হইল। এবং তাহা ভগবান্ নারায়ণের উরোভূষণ হইল। এই কৌস্তভমণি মহাতেজস্বী এবং কোটি সূর্য্যের ন্যায় প্রভাশালী।

---

* ঘৃতং জলং তস্মাৎ শ্রীরুৎপন্না। ক্রমৌষধিরসাৎ জলস্য ক্ষীরত্বং ততোঽমৃতমিতি ক্রমেণ ন্যায়মাত্রং বিবক্ষিতম্।

† মরীচিবিকচঃ রশ্মিভিরুজ্জ্বলঃ। নারায়ণ উরোগত ইত্যত্র সন্ধিরার্ষঃ।

## রত্নালঙ্কার।

পূর্ব্বকালে যে সকল রত্নালঙ্কার ব্যবহৃত হইত, তত্তাবতের একটী সবিবরণ-তালিকা প্রদত্ত হইতেছে। অমরবিবেক, মানসোল্লাস * হেমকোষ ও তট্টীকা হইতে সংগ্রহ করিয়া প্রথমতঃ রমণীদিগের শিরোভূষণ বা মস্তকাভরণগুলির বর্ণনা করা যাইতেছে।

### শিরোলঙ্কার।

[ গর্ভক—ললামক—বালপাশ্য—পারিতথ্য—হংসতিলক—দণ্ডক—চূড়ামণ্ডন—চূড়িকা ও লম্বন। ]

গর্ভক বা প্রভ্রষ্টক।—

"গর্ভকঃ কেশমধ্যগম্।" বন্ধন দৃঢ় রাখিবার জন্য কেশের মধ্যে এক প্রকার কাঁটা প্রবেশ করাইয়া থাকে, তাহার নাম গর্ভক।

ললামক।—

"শিখালম্বিপুরোন্যস্তং যত্তজ্জ্ঞেয়ং ললামকম্।" চুল বাঁধিয়া তাহার মূলদেশে আবদ্ধ অথচ সম্মুখভাগে বিন্যস্ত অর্থাৎ ঝুলিতে থাকে, এরূপ অলঙ্কারকে ললামক বলা যায়।

বালপাশ্য।—

"প্রথমং বালবন্ধনং" চুলে যে পাশাকৃতি রত্নালঙ্কার জড়ান হয়, তাহার নাম বালপাশ্য।

পারিতথ্য।—

"সীমন্তভূষণং তদ্বৎ পারিতথ্যমুদাহৃতম্।"

তদ্রূপ প্রকারের সীমন্তভূষণের নাম পারিতথ্য। ইহার ভাষা নাম "শিঁথি"।

হংসতিলক।—

"অশ্বত্থপত্রসংস্কাশং সুবর্ণেন বিনির্ম্মিতম্।
মাণিক্যবজ্রখচিতমায়তৈর্ম্মৌক্তিকৈর্যুতম্॥

---

* এই মানসোল্লাস গ্রন্থ চালুক্যবংশীয় রাজা সোমেশ্বরকৃত। এই সোমরাজ কোন্ সময়ে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার পুস্তক দ্বারা জানা যায় না। কিন্তু ভোজরাজ যুক্তিকল্পতরু গ্রন্থে "প্রোক্তং সোম-মহীভূতা" বলিয়া এক সোমরাজের উল্লেখ করিয়াছেন। এই সোম আর মানসোল্লাস গ্রন্থকার সোম যদি এক ব্যক্তি হন, তাহা হইলে মানসোল্লাস গ্রন্থকার ভোজরাজের সমকালিক বা কিঞ্চিৎ পূর্ব্বকালবর্ত্তী। ভোজরাজ আনুমানিক খ্রীষ্টীয় ১০ম শতাব্দীতে বর্ত্তমান ছিলেন।

তত্র মুক্তাফলৈঃ পার্শ্বেঃ ... ... বিরাজিতম্।
তাভ্যাং বহির্ম্মরালাভং নানারত্নৈঃ প্রকল্পয়েৎ।
তদূর্দ্ধং বজ্রমাণিক্য-মৌক্তিকৈঃ কৃতবন্ধনম্।
তদিদং হংসতিলকং যোষিৎসীমন্তভূষণম্॥"

অশ্বত্থপত্রাকৃতি, মণিমুক্তাখচিত, সুবর্ণনির্ম্মিত শিরোভূষণের নাম হংসতিলক। ইহা এক্ষণকার পান্‌পাত্‌ নামক চুলফুলের ন্যায় ছিল।

দণ্ডক।—

"ক্বণৎকাঞ্চনপট্টেন পিনদ্ধং বলয়াকৃতি।
মুক্তাজালস্তদূর্দ্ধে চ কৃতং দণ্ডকমুচ্যতে॥"

শব্দায়মান স্বর্ণপত্রে পিনদ্ধ অর্থাৎ গাঁথা, উচ্চভাগ মুক্তাজালে বিজড়িত, এরূপ বলয়াকৃতি শিরোভূষণকে দণ্ডক নাম দেওয়া হয়। (অদ্যাপি হিন্দুস্থানে ইহার ব্যবহার আছে, পরন্তু তাহার তদ্দেশীয় ভাষা নাম জ্ঞাত নহি)।

চূড়ামণ্ডন।—

"ক্রমশোবর্দ্ধমানং তৎ চূড়ামণ্ডনমুত্তমম্।
কেতকীদলসংকাশং ক্বণৎকাঞ্চনকল্পিতম্।
দণ্ডকস্যোর্দ্ধভাগস্থ ভূষণং তদুদাহৃতম্॥"

সেই দণ্ডকের উপরিভাগের শোভার্থ চূড়ামণ্ডন নামক অত্যুত্তম অলঙ্কার কল্পিত হইয়া থাকে। ইহা সুবর্ণের দ্বারা নির্ম্মিত এবং ইহার আকার কেতকী-পুষ্পের দলের ন্যায়।

চূড়িকা।—

"সৌবর্ণৈঃ কল্পিতং পদ্মং নানারত্নবিরাজিতম্।
চূড়িকা পরভাগস্থ ভূষণং পরিকীর্ত্তিতম্॥"

সুবর্ণের দ্বারা পদ্ম বা তৎসদৃশ পুষ্প নির্ম্মাণ করিয়া নানা প্রকার রত্নের দ্বারা খচিত করিলে তাহা চূড়িকা নাম প্রাপ্ত হয়। এই চূড়িকা মস্তকের পরভাগের ভূষণ। (কেহ কেহ বলেন, পুরোভাগের ভূষণ)।

লম্বন।—

"সৌবর্ণৈঃ কুসুমৈঃ কৢপ্তং মুক্তাসরসমন্বিতম্।
বৃহন্মাণিক্যনীলৈশ্চ লম্বনং চূড়িভূষণম্॥"

ছোট ছোট সোণার ফুল, তাহাতে ছোট ছোট মুক্তাহার আবদ্ধ, এবং

মধ্য স্থানটী মাণিক্য বা ইন্দ্রনীলযুক্ত। এরূপ ভূষণের নাম লম্বন (ঝুলিতে থাকে বলিয়া লম্বন) এবং ইহা পূর্ব্বোক্ত চূড়িকার ভূষণ অর্থাৎ ইহা চূড়িকায় ঝুলান থাকে।

পূর্ব্বে স্ত্রীলোকেরা এই সাত প্রকার শিরোভূষণ ধারণ করিত। এক্ষণে ইহা অপেক্ষা সংখ্যায় অধিক হয় নাই, কেবল আকারপ্রকার ভিন্ন হইয়া গিয়াছে।

কর্ণাভরণ।

[ মুক্তাকণ্টক—দ্বিরাজিক—ত্রিরাজিক—স্বর্ণমধ্য—বজ্রগর্ভ—ভূরিমণ্ডন—কুণ্ডল—কর্ণপূর—কর্ণিকা—শৃঙ্খল—কর্ণেন্দু। ]

মুক্তাকণ্টক।—

"কেবলৈর্ম্মৌক্তিকৈরেব তুল্যপংক্তিনিষেবিতম্।
মুক্তাকণ্টকসংজ্ঞন্তৎ কর্ণভূষণমুত্তমম্॥"

কেবল মুক্তার দ্বারা মুক্তাকণ্টক নামক উত্তম কর্ণাভরণ প্রস্তুত হয়। উহা ঠিক সমানাকার মুক্তার পঙ্‌ক্তিগুচ্ছ।

দ্বিরাজিক।—

"বলয়দ্বয়বিন্যস্তমুক্তাফলবিরাজিতম্।
মধ্যেনীলেন সংযুক্তং দ্বিরাজিকমুদাহৃতম্॥"

সুবর্ণ নির্ম্মিত বলয়াকৃতি দুই ষ্টেনের দুই পার্শ্বে মুক্তা, তন্মধ্যে নীলমণি। এরূপ কর্ণভূষার নাম দ্বিরাজিক। (এক্ষণে ইহা হিন্দুস্থানে "বীর বউলী" নামে খ্যাত)।

ত্রিরাজিক।—

"এবং ত্রিরাজিকং প্রোক্তং পূর্ণমধ্যঞ্চ মৌক্তিকং।"

তদ্রূপ কর্ণাভরণের মধ্যভাগ মুক্তাপূর্ণ হইলে তাহা ত্রিরাজিক নামে উক্ত হয়।

স্বর্ণমধ্য।—

"তৎ স্বর্ণমধ্যমাখ্যাতং মুক্তাফলবিভূষণম্।"

সেই কর্ণাভরণ যদি স্বর্ণমধ্য হয়, তবে তাহার নাম স্বর্ণমধ্য।

বজ্রগর্ভ।—

"মৌক্তিকানি বহিঃ পঙক্ত্যোস্তদন্তর্নলকং ততঃ।
বজ্রাণি চ ততোপ্যন্ত-র্বজ্রগর্ভমিতীরিতম্॥"

দুই পাশে দুই দুই মুক্তা-পঙ্‌ক্তি, মধ্যস্থলে হীরক, তাহাতে রত্ন-নোলক

ঝুলান, এরূপ কর্ণাভরণের নাম বজ্রগর্ভ। ইহার পরিবর্ত্তে এক্ষণে "চৌদানী" ব্যবহৃত হইতেছে।

ভূরিমণ্ডন।—

"এবং বহিঃস্থমুক্তং যৎ মধ্যং বজ্রশ্চ পূরিতম্।"
মধ্যমাণিক্যসংযুক্তং ভূরিমণ্ডনমুচ্যতে॥"

পার্শ্বে মুক্তা, মধ্যে হীরক, তন্মধ্যে মাণিক্য অর্থাৎ পান্না, এরূপ কর্ণাভরণের নাম ভূরিমণ্ডন।

কুণ্ডল।—

"সোপানক্রমবিন্যস্তং বজ্রপঙ্‌ক্তিবিরাজিতম্।
ষড়ষ্টনেমিভিঃ কান্তং কুণ্ডলং তৎ প্রচক্ষ্যতে॥"

সোপান (সিঁড়ী) পরিপাটীর অনুরূপক্রমে গঠিত, হীরকের পঙ্‌ক্তির দ্বারা খচিত ৬ কি ৮ নেমি অর্থাৎ চক্রপ্রান্তাকার দ্বারা সুদৃশ্য, এরূপ কর্ণাভরণকে আলঙ্কারিকেরা কুণ্ডল বলিয়া থাকেন। (এখন কুণ্ডল পরা উঠিয়া গিয়াছে।)

কর্ণপূর।—

"পুষ্পাকৃতিঃ কর্ণভূষা কর্ণপূরং প্রচক্ষ্যতে।"

পুষ্পাকৃতি কর্ণাভরণের নাম কর্ণপূর। এখনও "চাঁপা" "ঝুম্‌কা" প্রভৃতি কর্ণপূরনামক কর্ণাভরণ ব্যবহৃত হইতে দেখা যায়।

কর্ণিকা।—

"কর্ণিকা তাড়পত্রং স্যাৎ।"

তাড়পত্র নামক কর্ণভূষণ আর কর্ণিকা একই পদার্থ। হিন্দুস্থানে ইহা "তানবড়্" নামে প্রসিদ্ধ।

শৃঙ্খলা।—

"শোধিতেন সুবর্ণেন রুচিরেণাতিকান্তিনা।
শৃঙ্খলা বিবিধাঃ কার্য্যাস্তাটঙ্ককটকানি চ॥"

অতি বিশুদ্ধ সুকান্তি সুবর্ণের দ্বারা নানাবিধ শৃঙ্খল, তাড়ঙ্ক ও কটক প্রস্তুত করিবেক।

কর্ণেন্দু।—

"কর্ণেন্দুঃ কর্ণপৃষ্ঠগঃ।"

কর্ণের পৃষ্ঠদিকে যাহা স্থাপিত করিতে হয়, তাহার নাম কর্ণেন্দু ও বালিকা।

ললাটভূষণ।

ললাটিকা।—

"পত্রপাশ্যা ললাটিকা"

পত্রপাশ্যা ও ললাটিকা এই দুই সাধারণ নাম। ফল, নানাপ্রকার ললাট-ভূষণ হইয়া থাকে। ( পূর্ব্বে যে টিকা পরিত তাহাই তৎকালের ললাটিকা। এখন আর তাহা পরে না, শিঁথির ঝোলনা-চাঁদের দ্বারাই এক্ষণে ললাটিকার কার্য্য সমাধা হয়। )

কণ্ঠভূষণ।*

[ ললন্তিকা,—প্রালম্বিকা—উরঃসূত্রিকা—মুক্তাবলী—দেবচ্ছন্দ—গুচ্ছ—গুচ্ছার্দ্ধ—গোস্তন—অর্দ্ধহার—মানবক—একাবলী—নক্ষত্রমালা—সরিকা—বজ্রসঙ্কলিকা।

ললন্তিকা।—

"আনাভিলম্বিতা ভূষা লম্বনঞ্চ ললন্তিকা।"

নাভি পর্য্যন্ত লম্বিত সাধারণ কণ্ঠভূষার নাম লম্বন ও ললন্তিকা।

প্রালম্বিকা।—

"স্বর্ণৈঃ প্রালম্বিকা।—"

তাদৃশ সোণার হার প্রালম্বিকা নামে উক্ত হয়।

উরঃসূত্রিকা।—

"উরঃসূত্রিকা মৌক্তিকৈঃ কৃতা।"

উক্ত ললন্তিকা যদি মুক্তা ব্যাপ্ত হয়,তাহা হইলে তাহাকে উরঃসূত্রিকা বলা যায়।

মুক্তাবলী।

ইহা মুক্তাহারের সাধারণ নাম। পরন্তু রচনাবিশেষে বিশেষ বিশেষ নাম আছে। যথা—

দেবচ্ছন্দ।—

"দেবচ্ছন্দোঽসৌ শতযষ্টিকা।"

শতলতার মুক্তাহারের নাম দেবচ্ছন্দ। ( লতা অর্থাৎ লহর। )

* মানসোল্লাস প্রভৃতি গ্রন্থে সর্ব্বাঙ্গের অলঙ্কারের বর্ণনা আছে, কিন্তু নাসিকাভরণের উল্লেখ নাই। ইহাতে বোধ হয় সহস্রাধিক বর্ষ পূর্ব্বে এতদ্দেশের নারীজাতীর মধ্যে ইয়ুরোপীর মহিলা-দিগের ন্যায় নাসিকাভরণ ব্যবহারের প্রথা ছিল না, থাকিলে অবশ্যই কোন না কোন প্রকার উল্লেখ থাকিত।

গুচ্ছ।—

"দ্বাত্রিংশদ্ যষ্টিকো গুচ্ছঃ।"

৩২ লহর মুক্তাহারের নাম গুচ্ছ।

গুচ্ছার্দ্ধ।—

"চতুর্ব্বিংশতিযষ্টিকো-গুচ্ছার্দ্ধঃ।"

২৪ লহর মুক্তাহার গুচ্ছার্দ্ধ নামে খ্যাত।

গোস্তন।—

"চতুর্যষ্টিকোগোস্তনঃ।"

৪ লহর মুক্তাহার গোস্তন নামধেয়।

অর্দ্ধহার।—

"দ্বাদশযষ্টিকোঽর্দ্ধহারঃ।"

১২ লহর মুক্তাহার অর্দ্ধহার নামে খ্যাত।

মানবক।—

"বিংশতিযষ্টিকো মানবকঃ।"

২০ লহর মুক্তাহারের নাম মানবক।

একাবলী।—

"একাবল্যেকযষ্টিকা।"

১ লহর মুক্তাহারের নাম একাবলী।

নক্ষত্রমালা।—

"সৈব নক্ষত্রমালা স্যাৎ সপ্তবিংশতিমৌক্তিকৈঃ।"

ঐ একাবলী মালা যদি ২৭টী স্থূল মুক্তার দ্বারা রচিত হয়, (কণ্ঠ আঁটা হয়,) তবে তাহার নাম নক্ষত্রমালা।

মানসোল্লাস গ্রন্থে মুক্তাহার রচনা সম্বন্ধে কিছু বিশেষ নিয়ম আছে। যথা—

"স্থূলমুক্তাফলৈঃ কার্য্যা কণ্ঠে ত্বেকাবলী বরা।
মধ্যে মুক্তাফলৈঃ কুর্য্যাৎ ভ্রামরং সুবিচক্ষণম্॥"

বড় বড় মুক্তার দ্বারা উৎকৃষ্ট একাবলী মালা প্রস্তুত করিবেক এবং মধ্যমাকার মুক্তার দ্বারা ভ্রমর নামক কণ্ঠী প্রস্তুত করিবেক।

"তথা পঞ্চসরং কুর্য্যাৎ নবসপ্তসরং তথা।
উপান্তে নীলমাণিক্যমিশ্রিতং সুমনোহরম্॥

কাঞ্চনীভির্মৃণালীভিঃ পংক্তিস্থাভিঃ সুশোভিতান্।
ক্রমশো হীয়মানাংশ্চ সরান্ কুর্য্যান্মনোরমান্॥
গুটীকৃতমৃণালীভির্হারে সর্ব্বান্ সমান্ সমান্।
নীলমাণিক্যসংযুক্তান্ পূর্ব্বং হি পরিকল্পয়েৎ॥
নীলৈর্মুক্তাস্তথা মুক্তা মধ্যে সিদ্ধান্তিকা যুতাঃ।
নীললবণিকা খ্যাতা হরিন্মাণিক্যজাস্তথা॥
নীলমাণিক্যসংযুক্তা, মুক্তাঃ পূর্ব্বং ক্রমেণ চ।
কৃতা বর্ণসরো নাম দর্শনীয়ো মনোহরঃ॥
এত এব সরা হীনা মৃণালীভিঃ সুসংহিতাঃ।
আনাভিলম্বিতা ভূষা ব্রহ্মসূত্রমিতীরিতা॥"

একাবলীর ন্যায় ৫। ৭ ও ৯ সংখ্যক সর অর্থাৎ লহর বা লতা গ্রন্থন করিবেক। তাহার উপান্ত্য স্থানে মনোহর নীলমাণিক্য সংযুক্ত করিবেক। পংক্তিগুলি সুবর্ণময় মৃণালিকার দ্বারা সুশোভিত করিবেক। সর বা লহরগুলি ক্রমে ছোট ও সুদৃশ্য করা আবশ্যক। ইহার যতগুলি সর অর্থাৎ লহর থাকিবেক, সমস্তগুলিতে গুটিকাকৃতি মৃণালিকা ও নীলম্ সকল সংযুক্ত বা গ্রথিত করিবেক। মধ্যে সিদ্ধান্তিকা অর্থাৎ "ধুক্‌ধুকী" যোগ করিবেক। এরূপ কণ্ঠভূষার নাম "নীললবণিকা"।

হরিন্মণি ও নীলমণির সংযোগে পূর্ব্বোল্লিখিত পরিপাটীক্রমে "বর্ণসর" নামক কণ্ঠভূষা কৃত হইয়া থাকে। এই বর্ণসর বা কণ্ঠী দেখিতে অতীব মনোহর। পূর্ব্বোক্ত নীললবণিকায় লহর না করিয়া যদি কেবল মৃণালিকার দ্বারা সংহত অর্থাৎ "লপে গাঁথা" হয়, তবে তাহা বর্ণসর নাম প্রাপ্ত হয়। যে কোন কণ্ঠভূষা হউক, নাভিপর্য্যন্ত লম্বিত হইলে তাহা "ব্রহ্মসূত্র" নামে খ্যাত হয়।

সরিকা।—

"নবভির্দশভির্ব্বাপি স্থূলমুক্তাফলৈঃ কৃতা।
কণ্ঠপ্রমাণরচিতা সরিকা গলভূষণম্॥"

৯ কি ১০টী বৃহৎ মুক্তার দ্বারা কণ্ঠপরিমাণ অর্থাৎ গলায় আঁটিয়া থাকে এরূপ পরিমাণের মুক্তাহার "সরিকা" নামে খ্যাত।

বজ্রসংকলিকা।—

"তস্যা বহিশ্চ সংলগ্না লম্বনী নীলনির্ম্মিতা।

...  ...  বজ্রসংকলিকা শুভা॥"

সেই সরিকার বহির্ভাগে নীলকান্তনির্ম্মিত লম্বনী অর্থাৎ "থোপ্না" সংযোজিত থাকিলে তাহার নাম "বজ্রসংকলিকা"।

## উরোভূষণ।

[ পদক ও বন্ধুক। ]

পদক।—

সুবর্ণোপরি বিন্যস্তরত্নরাজিসমন্বিতম্।

হরিন্মাণিক্য নীলেন।

*  *  *  *

মধ্যদেশনিবিষ্টেন মণিনা পরিশোভিতম্।

পদকং রুচিরং রম্যং বক্ষঃস্থলবিভূষণম্॥"

সুবর্ণের পত্রাকৃতি আকৃতি প্রস্তুত করিয়া তাহাতে নানা রত্নের কারুকার্য্য করিবেক। হরিদ্বর্ণ, রক্তবর্ণ, ও নীলবর্ণ মণির দ্বারা প্রান্তভাগ সমস্ত চিত্রিত করিবেক এবং মধ্যে কোন এক উজ্জ্বল মণি সন্নিবিষ্ট করিবেক। এরূপ বক্ষো-ভূষণের নাম পদক এবং উহা দেখিতে রমণীয়।

বন্ধুক।—

"নানারত্নবিচিত্রঞ্চ মধ্যনায়কসংযুতম্।

সুরত্নৈর্লম্বিতং রম্যং পদকং বন্ধুকং বিদুঃ॥"

উক্ত পদক যদি লম্বিত অর্থাৎ রত্নরজ্জুর দ্বারা বক্ষে ঝুলাইবার উপযুক্ত হয়, তবে তাহার নাম বন্ধুক। এই দুই প্রকার পদক প্রায় স্ত্রীপুরুষ উভয় জাতির ব্যবহার্য্য।

## বাহুভূষণ।

[ কেয়ূর—অঙ্গদ—পঞ্চকা—কটক—বলয়—কঙ্কণ। ]

কেয়ূর।—

"সিংহবক্ত্রসমাকারং নানারত্নবিচিত্রিতম্।

সুসূক্ষ্মৈর্লম্বনৈর্যুক্তং কেয়ূরং বাহুভূষণম্॥"

রত্নবিচিত্রিত সিংহমুখাকৃতি লম্বনযুক্ত বাহুভূষণের নাম কেয়ূর। কনুয়ের উপরি-ভাগে যে "তাবিজ্" ও "বাজু" পরিধান করে, তাহাই পূর্ব্বকালের কেয়ূর। ইহার হিন্দুস্থানী নাম "বাহুবট" ও "বাজুবন্দ্"। "থোপ্না" না থাকিলে তাহা অঙ্গদ নামে উক্ত হয়। এই অঙ্গদ আর এখনকার "বাঘমুখো অনন্ত" প্রায় সমান। পূর্ব্বে ইহার গাত্রে মুক্তাজড়িত করা হইত। এখনও বড় ত্রুটি হয় না। যথা—

"সুবর্ণমণিবিন্যস্তমুক্তাজালকমঙ্গদম্।"

পঞ্চকা।—

"পঞ্চকা প্রতিসংযুক্তং বাহুসন্ধিবিভূষণম্।"

স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র এক একটী রত্ন বা স্বর্ণগুলিকা সংযুক্ত করিয়া গাঁথিলে তাহা পঞ্চকা আখ্যা প্রাপ্ত হয়। ইহা বাহুসন্ধি বা করসন্ধির আভরণ। ইহার হিন্দু-স্থানীয় নাম "পৌচী" আর বাঙ্গালা নাম "পৌইচা"।

কটক।—

"সুবর্ণোপরি বিন্যস্তনানারত্নবিরাজিতম্।
হস্তস্য কটকং রম্যং স্বপ্রভাপরিশোভিতম্॥"

সুবর্ণময় মৃণালাকৃতির উপর নানা রত্ন খচিত করিলে তাহা কটক নামে উক্ত হয়। ইহা অতি সুরম্য ও প্রভাপরিশোভিত অর্থাৎ "ঝক্‌ঝকে"। এইরূপ অলঙ্কার এক্ষণে "ডায়মন্‌ডকাটা বলয়" নামে ব্যবহৃত হইতেছে।

অঙ্গদ ও বলয়।—

"সিংহবক্ত্রসমাকারৌ স্বর্ণরত্নবিনির্ম্মিতৌ।
মুক্তাগুচ্ছকসংযুক্তৌ নীলমাণিক্যলম্বনৌ॥
কঞ্চুকৌ কীলকৌ কার্য্যৌ ভুজভূষণকৌ বধৌ।
নামতো বাহুবলয়ৌ পুংসি তাবঙ্গদাভিধৌ॥"

সোণার "বাঘমুখো" বলয়, তদ্গাত্রে মুক্তা জড়িত, নীলমের লম্বন এবং কীলিত অর্থাৎ "খিল্‌ওয়ালা"। এই শ্রেষ্ঠ বাহুভূষণ স্ত্রীহস্তে বলয়, আর পুরুষের হস্তে অঙ্গদ নামে ব্যবহৃত হয়।

চূড়।—

"কাঞ্চনীভিঃ শলাকাভিঃ সুসূক্ষ্মাভির্ব্বিনির্ম্মিতৌ।
মণিবন্ধমিতাদূর্দ্ধং বলয়ৈর্বহিতঃ ক্রমাৎ॥

প্রাদেশমাত্রকং দৈর্ঘ্যং বিস্তারে বাহুবেধনম্।
দ্বিধা বিভজ্য কর্ত্তব্যং গ্রথিতং কীলকেন তু ॥
অতীব রমণীয়ং তৎ চূড়মিত্যভিধীয়তে” ॥

সূক্ষ্ম-স্বর্ণশলাকার দ্বারা নির্ম্মিত, প্রাদেশপরিমাণ দীর্ঘ, বাহুপরিমাণ বিস্তার, দুই থাকে বিভক্ত, কীলক দ্বারা গ্রথিত অর্থাৎ আবদ্ধ, এই সুন্দর বাহুভূষণের নাম চূড় এবং ইহা বলয়ের উপরে পরিতে হয়। এই চূড় এক্ষণে অনেক প্রকার হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

অর্দ্ধচূড়।—

“অনেনৈব প্রকারেণ তদর্দ্ধেন বিনির্ম্মিতম্।
অর্দ্ধচূড়মিতি খ্যাতং স্ত্রীণাং প্রিয়তমং সদা ॥”

ঐ প্রকার সোণার তারের দ্বারা উহার অর্দ্ধেক পরিমাণে নির্ম্মিত হইলে তাহা অর্দ্ধচূড় নামে খ্যাত হয় এবং ইহা স্ত্রীলোকেরা সর্ব্বদাই ভাল বাসে। ( বাস্তবিক এখনকার বিলাসিনীরাও হাপ্ চূড় পরিতে ভাল বাসেন। ) এতদ্ভিন্ন কঙ্কণ, বলয়, পারিহাস্য ও আবাপ নামক কর-ভূষণ ছিল। এক্ষণে তদপেক্ষা অনেক অধিক প্রকার কর-ভূষণের সৃষ্টি হইয়াছে।

## অঙ্গুরীয় বা অঙ্গুলী-ভূষণ।

[ দ্বিহীরক—বজ্র—রবিমণ্ডল—নন্দ্যাবর্ত্ত—নবরত্ন—বজ্রবেষ্টিত—ত্রিহীরক—শুক্তি-মুদ্রিকা—অঙ্গুলী-মুদ্রিকা—মুদ্রা-মুদ্রিকা। ]

দ্বিহীরক।—

“বজ্রদ্বিতয়মধ্যস্থং হরিন্মাণিক্যনীলকম্।
দ্বিহীরকমিতি খ্যাতমঙ্গুলীয়কমুত্তমম্ ॥”

অনেক প্রকার অঙ্গুরীয় আছে, তন্মধ্যে দ্বিহীরক নামক অঙ্গুরীয়ের লক্ষণ এই যে, দুই দিকে দুই খানি হীরা, মধ্যে হরিন্মণি বা নীলমণি। এই দ্বিহীরক অঙ্গুরীয়ক অতি উত্তম।

বজ্র।—

“ত্রিকোণবিনিবিষ্টৈশ্চ পবিভিঃ পরিশোভিতম্।
মধ্যে রত্নসমাযুক্তমন্তে বজ্রমিতীরিতম্ ॥”

ত্রিকোণাকার, মধ্যভাগে হীরক, পার্শ্বত্রয়ে অন্যান্য রত্ন, এইরূপ অঙ্গুরীয়ের নাম বজ্র।

রবিমণ্ডল।—

"বৃত্তাকারৈর্বিনিবিষ্টঃ কুলিশৈরপি বেষ্টিতম্।
মধ্যে চ মণিনা যুক্তং রবিমণ্ডলমীরিতম্॥"

গোলাকার, চারিদিকে হীরকখণ্ডে খচিত, মধ্যভাগে মণি,—এরূপ অঙ্গুরীয়ের নাম রবিমণ্ডল।

নন্দ্যাবর্ত্ত।—

"ঋজ্বায়তচতুষ্কোণক্রমোন্নতনিবেশিভিঃ।
বজ্রমধ্যগমাণিক্যং নন্দ্যাবর্ত্তাঙ্গুলীয়কম্॥"

সরল দীর্ঘ অথচ ক্রমোন্নত,—এরূপ চতুষ্কোণাকার গঠনের মধ্যে বৃহৎ হীরক বা বৃহন্মাণিক্য থাকিলে তাহা নন্দ্যাবর্ত্ত নামে খ্যাত হয়।

নবগ্রহ বা নবরত্ন।—

"মাণিক্যেন সুরঙ্গেণ মৌক্তিকেন সুশোভিনা।
প্রবালেনাপি রম্যেণ তথা মরকতেন চ॥
পুষ্পরাগেণ বজ্রেণ নীলেন পরিশোভিনা।
গোমেদকেন রত্নেন বৈদূর্য্যেণাভিনির্ম্মিতম্॥
রত্নৈর্নবগ্রহচ্ছায়ৈর্নবভিঃ পরিকল্পিতম্।
নবগ্রহমিতি খ্যাতমঙ্গুলীয়কমুত্তমম্॥"

সুরাগ মাণিক্য, সুন্দর মুক্তা, রমণীয় প্রবাল, সুন্দর মরকত, শোভান্বিত পুষ্পরাগ, উত্তম হীরক, শ্রেষ্ঠ ইন্দ্রনীল ও উৎকৃষ্ট বৈদূর্য্য,—নবগ্রহের এই নবরত্নের দ্বারা মনোহররূপে নির্ম্মিত অঙ্গুরীয়ক নবগ্রহ নামে খ্যাত। এই অঙ্গুরীয়ক অতি উত্তম। (এরূপ অঙ্গুরী অদ্যাপি দৃষ্ট হয়।)

বজ্রবেষ্টিত।—

"অঙ্গুলীবেষ্টকং বজ্রৈর্ব্বেষ্টিতং বজ্রবেষ্টিতম্॥
অন্যরত্নৈশ্চ যত্নেন তদ্বদ্বেষ্টকমুচ্যতে॥"

হীরকের বেষ্টিত বেষ্টক (বেড়) বজ্রবেষ্টক এবং অন্য রত্নের দ্বারা বেষ্টিত বা বেড় হইলে সেই সেই রত্নের নামানুরূপ বেষ্টিত নাম প্রাপ্ত হইবে। অর্থাৎ মুক্তা-বেষ্টিত, পদ্মরাগ-বেষ্টিত ইত্যাদি।

ত্রিহীরক।—

"হীরয়োরুভয়োর্ম্মধ্যে কীলিতং হীরমুত্তমম্।
ত্রিহীরকমিতি খ্যাতমঙ্গুলীয়কমুত্তমম্॥"

দুই পার্শ্বে দুখানি ছোট হীরা ও মধ্যে একখানি উত্তম বড় হীরা যদি কীলিত করিয়া অর্থাৎ তারের দ্বারা বন্ধন করিয়া অঙ্গুরীয়ক প্রস্তুত করা হয়, তবে তাহার নাম ত্রিহীরক। ইহা অতি উত্তম।

শুক্তি-মুদ্রিকা।—

"যত্তু নাগফণাকারং বহুরত্নবিভূষিতম্।
অঙ্গুলীবলয়ে বজ্রৈর্বেষ্টিতে শুক্তি-মুদ্রিকা॥"

যাহা ফণিফণার আকারে গঠিত ও বহুরত্নে বিভূষিত এবং যাহার বলয়ভাগ হীরকে বেষ্টিত, তাদৃশ অঙ্গুরীয়ের নাম শুক্তি-মুদ্রিকা।

মুদ্রা, মুদ্রিকা, অঙ্গুলিমুদ্রা।—

"সাক্ষরাঽঙ্গুলিমুদ্রা স্যাৎ।"

সেই সেই প্রকারের অঙ্গুরী যদি অক্ষরযুক্ত অর্থাৎ নাম-খোদিত হয়, তবে তাহার তিন নাম মুদ্রা, মুদ্রিকা ও অঙ্গুলিমুদ্রা।

"অন্যৈশ্চ বিবিধৈরত্নৈঃ সন্নিবেশবিশেষতঃ।
নানারূপাভিধানৈশ্চ কল্পিতা মুদ্রিকাঃ শুভাঃ॥"

অন্যান্য বিবিধ রত্নের দ্বারা বিশেষ বিশেষ সন্নিবেশ অর্থাৎ ভিন্ন ভিন্নভাবে সাজান বা গঠনের দ্বারা নানাপ্রকারের ও নানা নামের মুদ্রিকা নির্ম্মিত হইয়া থাকে।

## কটিভূষণ।

[ কাঞ্চী—মেখলা—রসনা—কলাপ—কাঞ্চীদাম—শৃঙ্খল ]

কাঞ্চী —

"একযষ্টির্ভবেৎ কাঞ্চী—।"

এক "লহর" হারাকৃতি অথবা রজ্জুর আকৃতি কটিভূষণের নাম কাঞ্চী। এক্ষণে ইহা "গোট্" নামে খ্যাত।

মেখলা।—

"মেখলাত্বষ্টযষ্টিকা।"

৮ লহরী কাঞ্চীর নাম মেখলা। এখনকার "চন্দ্রহার" আর পূর্ব্বকালের "মেখলা" প্রায় একাকার।

রসনা।—

"রসনা ষোড়শ জ্ঞেয়া।"

১৬ লহর হইলে তাহার নাম রসনা।

কলাপ।—

"কলাপঃ পঞ্চবিংশকঃ।"

২৫ লহর হইলে কলাপ আখ্যা প্রাপ্ত হয়। ২৫ লহরের চন্দ্রহার ব্যবহার করা এক্ষণকার রমণীর দুঃসাধ্য।

কাঞ্চীদাম।—

"চতুরঙ্গুলবিস্তারং জঘনাভোগবেষ্টিতম্।
সৌবর্ণরত্নরচিত * * লম্বনৈর্যুতম্॥
হেমঘর্ঘরঘণ্টাভির্নির্ম্মিতং রবসংযুতম্।
কাঞ্চীদামেতি বিখ্যাতং কটিভূষণমুত্তমম্॥"

৪ অঙ্গুল বিস্তৃত, সুবর্ণ ও অন্যান্য রত্নের দ্বারা নির্ম্মিত, লম্বনযুক্ত, সুবর্ণ ঘণ্টিকাযুক্ত, শব্দায়মান ও জঘনদ্বয়ের বেষ্টনকারী, এরূপ কটিভূষণের নাম কাঞ্চীদাম। ইহা এক্ষণে বালক বালিকার ব্যবহার্য্য "কোমরপাট্টা" নাম প্রাপ্ত হইয়াছে।

শৃঙ্খল।—

"পুংস্কট্যাং শৃঙ্খলং—"।

পুরুষের কটিভূষণের নাম শৃঙ্খল। ইহার গঠনও প্রায় শৃঙ্খলের অর্থাৎ "শিকলীর" ন্যায়। (হিন্দুস্থানী ও উড়িয়া ভিন্ন এখন আর কেহ শৃঙ্খল পরেনা।)

## পাদভূষণ।

পাদচূড়।—

"হস্তচূড়কবৎ * * জঙ্ঘাকাণ্ডপ্রমাণকৌ।
নানারত্নৈশ্চ রচিতৌ বিখ্যাতৌ পাদচূড়কৌ॥"

হস্তচুড়ের ন্যায় কাঞ্চনী শলাকার দ্বারা নির্ম্মিত, জঙ্ঘাদণ্ডের পরিমাণানুরূপ পরিমাণবিশিষ্ট, নানারত্নে খচিত,—এরূপ পদভূষণ পাদচূড় নামে খ্যাত। (ইহার গঠনচ্ছবি এক্ষণে অনুভবারূঢ় হয় না।—

পাদকটক।—

"সুবর্ণরচিতৌ কার্য্যৌ ত্রিভাগৌ কৃতখণ্ডনৌ।
সন্ধিদেশেষু সংশ্লিষ্টৌ কীলকেন চ কীলিতৌ॥
চতুরস্রৌ ষড়স্রৌ বা তথাষ্টাস্রৌ চ কারয়েৎ।
সৌবর্ণৈর্বুদ্বুদৈরম্যঃ পঙ্‌ক্তিস্থৈর্ব্বা বিরাজিতৌ॥
শ্লক্ষ্ণৌ বা কুঞ্চিসংযুক্তৌ নাদবন্তাবথাপি বা।
রত্নৈর্ব্বা বিবিধৈর্যুক্তৌ কটকৌ পাদভূষণৌ॥"

সুবর্ণরচিত, ভাগত্রয়যুক্ত অর্থাৎ "তে-থাকা" অথচ খণ্ডিত। সন্ধিস্থান কীলকদ্বারা আবদ্ধ, চতুষ্কোণ, ষট্‌কোণ অথবা আট্ কোণ, অর্থাৎ "আট্‌পোলে" অথবা সুবর্ণ বুদ্বুদের পঙ্‌ক্তিসমূহদ্বারা শোভিত, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শব্দকারী সুন্দর সুদৃশ্য কুঞ্চিকাযুক্ত,—এরূপ পাদাভরণের নাম পাদকটক। হিন্দুস্থানে ইহা "পৈজন্" ও বঙ্গদেশে "পাইজোর" নামে বিখ্যাত।

পাদপদ্ম।—

"ত্রিপঞ্চশৃঙ্খলাযুক্তৌ নানারত্নশতৈঃ কৃতৌ।
কীলকাবিব সন্ধিতৌ পাদপদ্মাবিতীরিতৌ॥"

৩ ও ৫টী শৃঙ্খলযুক্ত ( অঙ্গুলিতে বাঁধিবার জন্য ) বহুবিধ বহুরত্নের দ্বারা গঠিত, কীলকের ন্যায় সন্ধিত,—এরূপ পদভূষণের নাম পাদপদ্ম। ইহা এক্ষণে "চরণচাপ" ও "চরণপদ্ম" নামে বিখ্যাত।

পাদঘর্ঘরিকা।—

"কিঙ্কিণ্যঃ স্বর্ণরচিতা গুণগুম্ফিতবিগ্রহাঃ।
নাদবত্যঃ সরম্যাস্তাঃ পাদঘর্ঘরিকাভিধাঃ॥"

স্বর্ণের ক্ষুদ্রঘণ্টিকা সকল সূত্রের দ্বারা গ্রথিত, এরূপ শব্দায়মান পদালঙ্কারের নাম কিঙ্কিনী ও পাদঘর্ঘরিকা অর্থাৎ পায়ের "ঘাঘ্‌রা ও "ঘুংঘুর্"।

পাপকণ্টক।—

"তাদৃগ্রূপসমাকারা নানারত্নৈর্ব্বিনির্ম্মিতাঃ।
ধ্বনিহীনাঃ সুশোভাঢ্যাঃ কণ্টকাঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ॥"

ঠিক্ সেইরূপ আকারের রত্ননির্ম্মিত ঘুংঘুর্ যদি ধ্বনিবর্জ্জিত হয়, তাহা হইলে তাহাকে পাদকণ্টক বলা যায়। ( ঘুংঘুরগুলি নীরেট করিলেই শব্দবর্জ্জিত হয়। )

মুদ্রিকা।—

"আয়তাশ্চ সুরক্তাশ্চ কণ্টকা রত্ননির্ম্মিতাঃ।
স্থূলাশ্চ ধ্বনিসংযুক্তাঃ কথিতা মুদ্রিকা বরাঃ।"

আয়ত ও সুরক্ত রত্ননির্ম্মিত কণ্টক যদি মোটা ও শব্দকারী হয়, তবে তাহাকে মুদ্রিকা নাম দেওয়া যায়। এক্ষণকার "কড়াইদার মল" আর এই মুদ্রিকা প্রায় তুল্য কার্য্যকারী। *

এই সকল অলঙ্কারের মধ্যে প্রায় সমস্তই স্ত্রীলোকের ব্যবহার্য্য বটে; কিন্তু হিন্দুস্থানী পুরুষদিগকেও এই সকলের কোন কোনটীকে কিঞ্চিৎ বিকৃত করিয়া ধারণ করিতে দেখা যায়। পুরুষের জন্য শেখর, মুকুল, শিরোবেষ্টন, (শির পেঁচ্) এবং কিরীট ও মুকুট—এই কয়েক প্রকার শিরোভূষণ নির্দ্দিষ্ট আছে মাত্র।

## ধাতু।

রত্নতত্ত্ববেত্তৃগণ ধাতুকেও রত্ন মধ্যে গণনা করিয়া থাকেন। এজন্য আমরা এতদ্ গ্রন্থে ধাতুসম্বন্ধেও কতিপয় বিবরণ ব্যক্ত করিতে বাধ্য হইলাম।

কোন পণ্ডিত বাতপিত্তশ্লেষ্মাদি শরীরধারক বস্তুকে ধাতুসংজ্ঞা প্রদান করেন। কেহ বা পৃথিব্যাদি মহাভূতকে, কেহ বা প্রস্তর-বিকার গৈরিকাদি (গেরুমাটী) প্রভৃতি পদার্থকে, কেহ বা গিরিজাত বহু পদার্থকে ধাতু মধ্যে গণনা করিয়া থাকেন। এক জন প্রস্তর-তত্ত্ববিৎ পণ্ডিত একাদশবিধ পর্ব্বতপ্রভব ধাতুর নামোল্লেখ করিয়াছেন মাত্র; অবশিষ্ট গৈরিক পদার্থের নামোল্লেখ করেন নাই। যথা—

"সুবর্ণরৌপ্যতাম্রাণি হরিতালং মনঃশিলা।
গৈরিকাঞ্জনকাসীসং সীসলোহং সহিঙ্গুলম্।
গন্ধকোঽভ্রকমিত্যাদ্যা ধাতবো গিরিসম্ভবাঃ॥"

* পায়ে সুবর্ণ কি অন্য কোন রত্ন ধারণ করিতে নাই, এ সংস্কার কেবল দাক্ষিণাত্যবাসীদিগের নাই। অদ্যাপি মাড়বারিরা নির্ভয়ে স্বর্ণনির্ম্মিত পাদভূষণ ধারণ করিয়া থাকে এবং তাহাতে হীরকাদি বিন্যস্ত করিতে সংকুচিত হয় না। এই মানসোল্লাস রচয়িতা সোমরাজ এক জন দাক্ষিণাত্যবাসী রাজা। সেই জন্যই তিনি স্বর্ণরত্নাদির পদাভরণ রচনা করিতে বলিয়াছেন। বাঙ্গালী গ্রন্থকার হইলে "পায়ে সোণা দিতে নাই" বলিয়াই মূর্চ্ছিত হইতেন।

সুবর্ণ, রৌপ্য, তাম্র, হরিতাল, মনঃশিলা ( মনছাল ), গৈরিক ( গেরুমাটী ), অঞ্জন ( সুর্ম্মা ), কাসীস ( হিরাকস ), সীসক, লৌহ, হিঙ্গুল, গন্ধক, ও অভ্র ইত্যাদি অনেক প্রকার ধাতু আছে। সে সমস্তই গিরি-সম্ভব অর্থাৎ পর্ব্বতাঙ্গে উৎপন্ন হয়। প্রয়োজন অনুসারে কেহ নবধাতুর সঙ্কলন করিয়াছেন। যথা—

"হেমতারারনাগাশ্চ তাম্ররঙ্গে চ তীক্ষ্ণকম্।
কাংস্যকং কান্তলৌহঞ্চ ধাতবো নব কীর্ত্তিতাঃ॥"

সুখবোধ।

সুবর্ণ, রৌপ্য, পিত্তল, সীসক, তামা, রাঙ, ইস্পাত, কাংস্য, কান্ত লৌহ,—এই নবধাতু "নবধাতু" নামে কথিত হয়। ইহার মধ্যে কতকগুলি প্রধান ধাতু এবং কতকগুলি সঙ্কর ধাতু বলিয়া গণনা করা হইয়াছে।

প্রয়োজনানুরোধে কেহ বা অষ্ট ধাতুর সঙ্কলন করিয়াছেন। যথা—

"হিরণ্যং রজতং কাংস্যং তাম্রং সীসকমেব চ।
রঙ্গমায়সরৈত্যঞ্চ ধাতবোহষ্টৌ প্রকীর্ত্তিতাঃ॥"

দানসাগর।

সুবর্ণ, রৌপ্য, কাংস্য, তাম্র, সীসক, রাঙ, লৌহ এবং পিত্তল,—এই অষ্টধাবস্তু "অষ্টধাতু" নামে বিখ্যাত।

কেহবা অন্য প্রকারে অষ্টধাতুর গণনা করিয়াছেন। যথা—

"সুবর্ণং রজতং তাম্রং লৌহং কুপ্যং সপারদম্।
রঙ্গঞ্চ সীসকঞ্চৈব ইত্যষ্টৌ দেবসম্ভবাঃ॥"

বৈদ্যক।

সোণা, রূপা, তামা, লোহা, দস্তা, পারা, রাঙ ও সীসা,—এই আট প্রকার ধাতু "অষ্টধাতু" নামে খ্যাত এবং এ সকলগুলিই দেবতা হইতে জন্ম লাভ করিয়াছে।

কোন কোন গ্রন্থে সপ্ত ধাতুর গণনা দৃষ্ট হয়। যথা—

"স্বর্ণং রৌপ্যঞ্চ তাম্রঞ্চ রঙ্গং যশদমেবচ।
সীসং লৌহঞ্চ সপ্তৈতে ধাতবো গিরিসম্ভবাঃ॥"

ভাবপ্রকাশ।

সোণা, রূপা, তামা, রাঙ, দস্তা, সীসে, লোহা,—এই সপ্ত প্রকার ধাতু "সপ্ত ধাতু" বলিয়া গণ্য এবং ইহাদের সকলগুলিই গিরিসম্ভূত।

শুক্রনীতি নামক গ্রন্থে দেখা যায় যে, গিরিজাত ধাতু সকল তিন শ্রেণীভুক্ত। ধাতু, সঙ্কর ধাতু ও উপধাতু। যাহা অমিশ্র, তাহা ধাতু। যাহা দুই বা ততোধিক ধাতুর সংযোগে জন্মে, তাহা সঙ্কর ধাতু এবং যাহা অতি সুলভ, ঘনতা বর্জ্জিত ও সামান্য, তাহা উপধাতু।

"সুবর্ণং রজতং তাম্রং রঙ্গং সীসঞ্চ রঙ্গকম্।
লৌহঞ্চ ধাতবঃ সপ্ত হ্যেষামন্যেতু সঙ্করাঃ॥"
শুক্রনীতি।

সোণা, রূপা, তামা, রাঙ, সীসে, দস্তা, ও লৌহ,—এই সাতটী মূল ধাতু; এতদ্ভিন্ন আর সমস্তই সঙ্কর অর্থাৎ মিশ্র ধাতু।

"রঙ্গতাম্রভবং কাংস্যং পিত্তলং তাম্ররঙ্গজম্।"
শুক্রনীতি।

রাঙ ও তামা মিশ্রিত করিয়া কাংস্য এবং তামা ও রাঙ বা দস্তা মিশ্রিত হইলে পিত্তল জন্মে। এইরূপ ভিন্ন ভিন্ন ধাতুর সংযোগে ভিন্ন ভিন্ন ধাতু উৎপন্ন করা যায়। কাংস্যে রাঙের ভাগ অধিক দিতে হইবে। ইহা বুঝাইবার নিমিত্ত রঙ্গ ও তাম্র শব্দের সন্নিপাত করা হইয়াছে।

"সপ্তোপধাতবঃ স্বর্ণমাক্ষিকং তারমাক্ষিকম্।
তুত্থং কাংস্যঞ্চ রীতিশ্চ সিন্দূরঞ্চ শিলাজতুঃ॥"

স্বর্ণমাক্ষিক, রৌপ্যমাক্ষিক, এই দুই দ্রব্য প্রস্তরের গাত্রে জন্মে। তুতে, কাঁসা, পিত্তল, সিন্দুর ও শিলাজতু,—এই সাত প্রকার বস্তু উপধাতু, তদ্ভিন্ন সমস্তই ধাতু বলিয়া গণ্য।

এই সকল ধাতু, উপধাতু, ও সঙ্কর ধাতু সম্বন্ধে অনেক বক্তব্য থাকিলেও আমরা সংক্ষেপের জন্য অল্প কথাই বলিব। রাসায়নিক গুণ দোষ কি উৎপত্তি-প্রক্রিয়া কিছুই বলিব না। কত প্রকার ধাতু আছে এবং তাহাদের কাহার কিরূপ লক্ষণ, এতদ্ভিন্ন অন্য কোন কথাই বলা হইবে না। স্বর্ণ ধাতুটী সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলিয়া কেবল তাহারই বিষয়ে অধিক কথা বলা হইল। তথাপি তাহার উৎপত্তি-প্রক্রিয়া ও ভৈষজ্যোপযোগী গুণ বলা হইল না। শুক্রনীতিকার বলেন যে,—

"রত্নে স্বাভাবিকা দোষাঃ সন্তি ধাতুষু কৃত্রিমাঃ।
যতো ধাতূন্ সম্পরীক্ষ্য তন্মূল্যং কল্পয়েদ্বুধঃ॥"

রত্নে স্বাভাবিক দোষই অধিক ; পরন্তু ধাতুতে কৃত্রিম দোষই অধিক দৃষ্ট হয়। এ নিমিত্ত পরীক্ষা করিয়া সে সকলের মূল্য কল্পনা করা কর্ত্তব্য।

## সুবর্ণ।

"স্বর্ণং শ্রেষ্ঠতরং মতম্।"

শুক্রনীতি।

প্রধান সপ্ত ধাতুর মধ্যে সুবর্ণই শ্রেষ্ঠ ও মূল্যবান্। রাজনির্ঘণ্ট গ্রন্থে ইহার গুণ, দোষ, ও পরীক্ষাদি উক্ত হইয়াছে। রাজনির্ঘণ্টকার বলেন যে, তিন প্রকার সুবর্ণ আছে। এক পারদসম্ভূত, দ্বিতীয় লৌহ-সঙ্কর-জাত এবং তৃতীয় ভূমি হইতে স্বতঃ উৎপন্ন। এই তিন প্রকারের মধ্যে * যাহা আকর ভূমি হইতে স্বতঃ উৎপন্ন হয়, তাহাই উত্তম। যথা—

"তত্রৈকং রসবেধজং তদপরং জাতং স্বয়ং ভূমিজম্।
কিঞ্চান্যদ্বহু লৌহসঙ্করভবং চেতি ত্রিধা কাঞ্চনম্॥"

রসবেধজ অর্থাৎ পারদসংযোগে এক প্রকার সুবর্ণ উৎপন্ন হয়, ভূমি হইতে স্বতঃই এক প্রকার সুবর্ণ জন্মে এবং লৌহের সাঙ্কর্য্য হইতে অন্য এক প্রকার সুবর্ণ জন্মে। এই তিন প্রকার সুবর্ণের ভিন্ন ভিন্ন বর্ণ বা রঙ হইয়া থাকে। যথা—

"তত্রাদ্যং কল্পীতং রক্তমপরং রক্তং ততোহন্যদ্‌যথা।
গৌরাভং তদিতিক্রমেণ গদিতং স্যাৎ পূর্ব্বপূর্ব্বোত্তমম্॥"

প্রথমোক্ত প্রকারের সুবর্ণ অল্প পীত বর্ণ, দ্বিতীয় প্রকার সুবর্ণ, রক্তবর্ণ এবং তৃতীয়বিধ সুবর্ণ ঈষৎ গৌরবর্ণ। এই ত্রিবিধ সুবর্ণের মধ্যে প্রথম অর্থাৎ রসবেধজ সুবর্ণই উত্তম, কেবল ভূমিজ সুবর্ণ অপেক্ষাকৃত অধম এবং লৌহসঙ্করজাত সুবর্ণ সর্ব্বাপেক্ষা অধম। অর্থাৎ অল্পপীত মিশ্রিত রক্তবর্ণের কাঞ্চন যেমন উত্তম, কেবল রক্তবর্ণ কাঞ্চন তেমন উত্তম নহে। যে কাঞ্চনে শ্বেত অর্থাৎ শাদা আভা থাকে—তাহা অত্যন্ত অধম। "রসবেধজ" শব্দ শুনিয়া মনে করিবেন না যে,

---

* সুবর্ণের অপর একটী নাম "অষ্টাপদ" তাহার অর্থ "অষ্টষু লৌহেষু পদং স্থানং যস্য" আট প্রকার ধাতুতে যাহার স্থান অর্থাৎ স্থিতি আছে। এই নাম ও নির্ব্বাচন অনুসারে লৌহ মধ্যেও সুবর্ণাংশের অস্তিত্ব অনুভূত হয়। কান্তলৌহ প্রভৃতি আট প্রকার তৈজস পদার্থের সাংকর্য্য হইতে যে সুবর্ণ উৎপন্ন হয়, তাহাই "লৌহ-সঙ্করজাত"। লৌহে যে সুবর্ণের পরমাণু আছে, তাহা বিশ্বাস্য কি না জানি না। কেননা কোন প্রকার রসায়ন বিদ্যার দ্বারা উহা অদ্যাপি জানা যায় নাই।

গ্রন্থকার পারদ দ্বারা কৃত্রিম সুবর্ণের কথা বলিতেছেন। ইহাও আকরসম্ভূত। পরন্তু আকরে যদি পারদীয় পরমাণু থাকে—আর কনকোৎপত্তিকালে যদি সেই সকল পরমাণু তাহাতে অনুবিদ্ধ হয়, তবেই তাদৃশ কনক জন্মে এবং তাহা কেবল ভূমিজ কনক ও লৌহপরমাণুবিদ্ধ কনক হইতে অত্যন্ত পৃথক্। পারদীয় পরমাণুর দ্বারা অনুবিদ্ধ হয় বলিয়া তাহা অল্প পীতাভ হয়। আর লৌহ পরমাণুর বেধ হইলে তাহার শাদা রঙ হয়। আর যাহাতে পারদ কি অন্য কোন ধাতুর পরমাণুর বেধ না*থাকে তাহা রক্তবর্ণ হয়*। উত্তম বলিয়া শাস্ত্রকারেরা প্রথমোক্ত প্রকারের কনককে "দেবকনক" বলিয়া থাকেন। এই দেবকনকের পরীক্ষা ও গুণ এইরূপ—

"দাহেঽতিরক্তমথ বচ্চ সিতং ছিদায়াং
কাশ্মীরকান্তি চ বিভাতি নিকাষপট্টে।
স্নিগ্ধঞ্চ গৌরবমুপৈতি চ যত্তুলায়াং
জানীত দেবকনকং মৃদুরক্তপীতম্" ॥

রাজনির্ঘণ্ট।

"দাহে রক্তং সিতং ছেদে নিকষে কুঙ্কুম-প্রভম্।
তারশুল্কাগ্নিভং স্নিগ্ধং কোমলং গুরুহেম সৎ ॥"

ভাবপ্রকাশ।

যখন দগ্ধ হইতে থাকে, তখন রক্তবর্ণ। যখন ছেদন করা যায়, তখন সেই ছেদন স্থান শুভ্রবর্ণ। যখন কষ্টিপাথরে ঘর্ষণ করা যায়, তখন কুঙ্কুম-বর্ণ। অতএব দাহ, ছেদ ও নিকষে ঘর্ষণ দ্বারা যদি উক্ত ত্রিবিধ বর্ণ উপলব্ধ হয়, তবেই তাহা উত্তম কনক। অপিচ যদি স্নিগ্ধতা থাকে ও ওজনে ভারি হয় এবং কোমল হয়, তবে সেই কনকই উত্তম।

সদোষ সুবর্ণের লক্ষণ এইরূপ,—

"শ্বেতঞ্চ কঠিনং রুক্ষং বিবর্ণং সমলং দলম্।
দাহে ছেদেঽসিতং শ্বেতং কষে ত্যাজ্যং লঘু স্ফুটম্ ॥"

---

* খনিজ সুবর্ণে ভিন্ন ভিন্ন ধাতুর পরমাণুর মিশ্রণ থাকায় শাস্ত্রকারেরা উহাকে পাঞ্চভৌতিক বলিয়া থাকেন। যাহাতে কাহারও মিশ্রণ নাই, তাহা অত্যন্ত বিশুদ্ধ। তাহা কেবল তৈজস পরমাণুর দ্বারা উৎপন্ন। তাদৃশ কনককে বাষ্পাকারে পরিণত করিলে কেবল তৈজস পরমাণুই লব্ধ হয়, প্রকারান্তরের পরমাণু পাওয়া যায় না।

যে সুবর্ণে কোমলতা নাই, যাহাতে স্নিগ্ধতা নাই অর্থাৎ রুক্ষ, যাহার বর্ণ মনোহর নহে অথবা বিবর্ণ; যাহাতে মালিন্য বা শ্যামিকা আছে, যাহাতে দলদোষ আছে, যাহা দগ্ধ করিলে ও কর্ত্তন করিলে কাল বোধ হয়; যাহা কষ্টি পাথরে ঘর্ষণ করিলে শাদা দাগ লাগে, ওজন করিলে যাহা হাল্‌কা হয়, তাড়ন করিলে যাহা স্ফুটিত (ফুটা) হয়, তাহা পরিত্যাজ্য অর্থাৎ সে সকল সুবর্ণ ভাল নহে।

শুক্রনীতিগ্রন্থে সুবর্ণের অন্যবিধ পরীক্ষা দৃষ্ট হয়। যথা—

"মানসমমপি স্বর্ণং তনু স্যাৎ পৃথুলাঃ পরে।"

"একচ্ছিদ্রসমাকৃষ্টে সমখণ্ডে দ্বয়োর্যদা।
ধাতোঃ সূত্রং মানসমং নির্দুষ্টস্য ভবেত্তদা॥"

সম পরিমাণ এক খণ্ড উত্তম সুবর্ণ ও এক খণ্ড অন্য ধাতু একত্র করিলে সুবর্ণখণ্ড অল্পকায় এবং অন্য ধাতু পৃথুল অর্থাৎ বৃহৎকায় দেখাইবেক। এই স্বভাব অনুসারে সম পরিমাণ দুই খণ্ড সুবর্ণের মধ্যে যে খণ্ড অল্পকায়, সেই খণ্ডই উত্তম আর যে খণ্ড পৃথুল, সে খণ্ড অধম।

এক খণ্ড কৃষ্ণায়স অর্থাৎ ইস্পাতের গাত্রে ছিদ্র করিয়া যে কোন নির্দোষ দুই খণ্ড ধাতু তন্মধ্যে প্রবিষ্ট করাইয়া আকর্ষণ করিলে তাহা হইতে যুগপৎ সমপ্রমাণ-সূত্র প্রস্তুত হইবেক। এতদ্রূপ সূত্র নিষ্পাদনপ্রণালীর দ্বারাও সুবর্ণাদি ধাতুর ভাল মন্দ পরীক্ষা হয়।

"টঙ্কনৈশ্চ তথা সীসঃ শ্যামিকা দূয়তেঽগ্নিনা।"

স্বর্ণে ও রৌপ্যে যদি অন্য ধাতুর যোগ থাকে—তবে তাহা টঙ্কন অর্থাৎ সোহাগা ও সীসক একত্রিত করিয়া অগ্নিতে ধমন করিলে তাহার শ্যামিকা বা সাঙ্কর্য্য দোষ নষ্ট হইয়া যায়।

সুবর্ণের দ্বারা নানাপ্রকার ঔষধ প্রস্তুত হয়। তৎপ্রণালী বর্ণনা করা এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে বলিয়া পরিত্যক্ত হইল। * সুবর্ণের মূল্য সম্বন্ধে প্রাচীন মত এইরূপ—

* স্বভাবজাত তিন প্রকার সুবর্ণের কথা বলা হইল। এতদ্ভিন্ন পূর্ব্বকালে এক প্রকার কৃত্রিম সুবর্ণ ছিল। তাহা কিরূপ? এক্ষণে আর তাহা অনুভূত হয় না এবং সে বিদ্যা (কিমিয়া) এক্ষণে কেহ জানে না। পুরাণে ও তন্ত্রে সুবর্ণ প্রস্তুতকরণের বিবিধ বিধি আছে। পরন্তু তাহার প্রক্রিয়া বা ইতিকর্ত্তব্যতা অতি গুপ্ত। পাঠকগণের গোচরার্থ তাহার দুই একটী বিধির উল্লেখ করিতেছি। যথা—

"রজতং ষোড়শগুণং ভবেৎ স্বর্ণস্য মূল্যকম্।"

শুক্রনীতি।

স্বর্ণের মূল্য ষোড়শ গুণ রজত। অর্থাৎ ১৬ গুণ রজতের দ্বারা এক গুণ সুবর্ণ ক্রীত বিক্রীত হয়। এ প্রথা অর্থাৎ ১৬৲ টাকায় এক ভরি সোণা বিক্রয় হওয়া এক্ষণে উঠিয়া গিয়াছে। এখন ২০ গুণ মূল্য হইয়া পড়িয়াছে। এরূপ মূল্য রাজার দোষেই হইয়া থাকে, ইহা শুক্রাচার্য্য বলিয়াছেন। যথা,—

"রাজদৌষ্ট্যাচ্চ রত্নানাং মূল্যং হীনাধিকং ভবেৎ।"

---

## রজত।

"তারস্তু নির্ম্মলং শুভ্রং কোমলং কান্তিমৎ ঘনম্।"

বিশুদ্ধ রূপার বর্ণ শুভ্র অথচ কান্তি আছে। মৃদু অথচ ঘন অর্থাৎ তাড়নে স্ফুটিত হয় না। রূপার কোন দোষ আছে কি না, তাহা অগ্নির দ্বারা জ্ঞাত হওয়া যায়। ইহার মূল্য তাম্র মূল্যের উপদেশ ও স্বর্ণ মূল্যের উপদেশ দ্বারা ব্যক্ত হইয়াছে।

"পীতং ধূস্তুরপুষ্পঞ্চ সীসকঞ্চ পলং মতম্।
পাঠা লাঙ্গলশাখায়া মলমাবর্ত্তনাৎ ভবেৎ॥"

[ স্বর্ণমিত্তিশেষঃ ] ( গরুড়পুরাণ, ১৮৮ অধ্যায়। )

"অথবা পরমেশানি মৃৎপাত্রে স্থাপয়েদ্রসম্।
বল্লীরসেন তদ্দ্রব্যং শোধয়েদ্বহুযত্নতঃ।
ধুতনারীরসেনৈব তথৈব শোধনঞ্চরেৎ।
এবং কৃতে তু গুটিকা যদি স্যাৎ দৃঢ়বন্ধনম্।
ধূস্তুরঞ্চ সমানীয় মধ্যে শস্যঞ্চ কারয়েৎ।
কৃষ্ণাখ্যা তুলসীযোগে তথা ঘৃতকুমারিকা।
এবং কৃতে বহ্নিযোগে ভস্মসাৎ জায়তে কিল।
ভস্মযোগে ভবেৎ স্বর্ণং ধনদায়াঃ প্রসাদতঃ।
বিবর্ণং জায়তে দ্রব্যং যদি পূজাং ন চাচরেৎ॥"

মাতৃকাভেদ তন্ত্র, ৩ পটল।

ভাবপ্রকাশ গ্রন্থকার রৌপ্য রত্নের উৎপত্তি ও দোষ গুণাদি বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলেন যে, রৌপ্য রুদ্রদেবতার অশ্রুজলে জন্মিয়াছিল। পুরাণে ও বৈদিক শ্রুতিতেও উক্ত কথা লিখিত আছে। ভাবপ্রকাশে রৌপ্যের লক্ষণ, গুণ ও পরীক্ষা যেরূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে—তাহা এই—

"রূপ্যন্তু রজতং তারং চন্দ্রকান্তি সিতপ্রভম্।
গুরু স্নিগ্ধং মৃদু শ্বেতং দাহে ছেদে ঘনক্ষমম্॥
বর্ণাঢ্যং চন্দ্রবৎ স্বচ্ছং রৌপ্যং নবগুণং শুভম্।
রূপ্যং শীতং কষায়াম্লং স্বাদু পাকরসং সরম্॥
বয়সঃ স্থাপনং স্নিগ্ধং লেখনং বাতপিত্তজিৎ।
প্রমেহাদিকরোগাংশ্চ নাশয়ন্ত্যচিরাৎ ধ্রুবম্॥"

উত্তম রজতের লক্ষণ এই যে, তাহার কান্তি চন্দ্রকিরণের ন্যায় শুভ্র। দাহ-কালেও সে শুভ্রতা নষ্ট হয় না। ছেদনকালেও কোমলতা ও শুভ্রতা দৃষ্ট হয়। দেখিতে স্নিগ্ধ, ওজনে ভারি। লৌহের দ্বারা তাড়না করিলে অর্থাৎ আঘাত করিলে তাহা চ্যাপ্টা হইবে, তথাপি স্ফুটিত হইবে না। এরূপ লক্ষণাক্রান্ত উত্তম রজতের ৯টী গুণ আছে। যথা—শীতলত্ব, কষায়যুক্তত্ব, অম্লত্ব (এই কষায়াম্ল রসটী কষ্টিক নামে খ্যাত), স্বাদুপাকিত্ব, সারকত্ব, রসায়নকরত্ব, স্নিগ্ধকারিত্ব, লেখনত্ব, বাতপিত্তনাশকত্ব এবং প্রমেহ প্রভৃতি বহুরোগনাশিত্ব।

খনিজাত উত্তম রৌপ্য ভিন্ন অন্য এক প্রকার কৃত্রিম রৌপ্য আছে। তাহা পারদ ও সীসক প্রভৃতির যোগে প্রস্তুত হয়। সে রূপা দেখিতে রূপার ন্যায় বটে, কিন্তু তদ্দ্বারা কোন উপকার হয় না। যথা—

"কৃত্রিমঞ্চ ভবেত্তদ্ধি বঙ্গাদিরসযোগতঃ।"

কৃত্রিম রূপা বঙ্গ অর্থাৎ সীসক প্রভৃতি কএক প্রকার দ্রব্য ও পারদের যোগে প্রস্তুত হইয়া থাকে। সেই কৃত্রিম রূপা ও সদোষ রূপার লক্ষণ এইরূপ। যথা—

"কঠিনং কৃত্রিমং রুক্ষং রক্তং পীতং দলং লঘু।
দাহচ্ছেদঘনৈর্নষ্টং রৌপ্যং দুষ্টং প্রকীর্ত্তিতম্॥"

কৃত্রিম রূপা কিংবা দুষ্ট রূপার (খাদ-মিশ্রিত) লক্ষণ এই যে, তাহা অত্যন্ত কঠিন, রুক্ষ (রুকা—অর্থাৎ দেখিতে স্নিগ্ধ নহে), কাটিলে কর্ত্তনস্থান রাঙ্গা দেখায়, ওজনে হাল্‌কা হয়, দলিত করিলে পীতবর্ণ হয় এবং দগ্ধ করিয়া বা ছিন্ন করিয়া আঘাত করিলে ফাটিয়া যায়। সদোষ রৌপ্য ঔষধে লাগে না।

## তাম্র

রূপক-প্রিয় হিন্দুরা সকল বিষয়েই রূপক বর্ণনা করিতেন। এই তাম্র ধাতুকেও কার্ত্তিকের শুক্র বলিয়া বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। যথা—

"শুক্রং যৎ কার্ত্তিকেয়স্য পতিতং ধরণীতলে।
তস্মাত্তাম্রং সমুৎপন্নমিদমাহুঃ পুরাবিদঃ॥"

এইরূপ কল্পনার তাৎপর্য্য কি? তাহা বোধগম্য হইবার নহে।

"জবাকুসুমসঙ্কাশং স্নিগ্ধং মৃদু ঘনক্ষমম্।
লৌহনাগোজ্ঝিতং তাম্রং মারণায় প্রশস্যতে।
কৃষ্ণং রুক্ষমতিস্তব্ধং শ্বেতঞ্চাপি ঘনাসহম।
লোহনাগযুতি তঞ্চৈবাল্পং দুষ্টং প্রকীর্ত্তিতম্॥"

জবাফুলের ন্যায় রক্তকান্তি, স্নিগ্ধ, কোমল, ঘন অর্থাৎ সংহত, আঘাতসহ, লৌহ কি রাঙ কি সীসের সংস্রব না থাকে, (এ সকল থাকিলে তামা কিছু কৃষ্ণ বর্ণ হয়), এরূপ তাম্রই মারণের উপযুক্ত অর্থাৎ তাদৃশ বিশুদ্ধ তাম্রদ্বারা ঔষধ প্রস্তুত হয়। আর যাহা কৃষ্ণবর্ণ, রুক্ষ, অতি কঠিন, আঘাতে স্ফুটিত হয়, সীসে কি রাঙ্গের সংস্রব থাকে, তাহা সদোষ অর্থাৎ সে তাম্র ভাল নহে। তাম্রের মূল্য সম্বন্ধে এরূপ লিপি দৃষ্ট হয়।

"তাম্রং রজতমূল্যং স্যাৎ প্রায়োঽশীতিগুণং তথা।"

শুক্রনীতি।

প্রায় অশীতিগুণ তাম্র এক রজতের মূল্য। অর্থাৎ এক তোলা রজতের বিনিময়ে অশীতি তোলা তাম্র পাওয়া যাইতে পারে।

---

## লৌহ।

লৌহ অনেক প্রকার। ভিন্ন ভিন্ন লৌহের তীক্ষ্ণ, পিণ্ড, কালায়স ও কান্ত প্রভৃতি ভিন্ন নাম ও লক্ষণ আছে। সে সকল বলিতে হইলে প্রস্তাব বাড়িয়া যায়। লৌহ অতি অল্প মূল্যের বস্তু বটে, কিন্তু তাহার দ্বারা যন্ত্র কিংবা অস্ত্রাদি নির্ম্মিত হইলে তাহা মহামূল্য হইয়া পড়ে। শুক্রনীতিকার বলিয়াছেন যে,—

"যন্ত্রশস্ত্রাস্ত্ররূপং যন্মহামূল্যং ভবেদয়ঃ।"

যে লৌহ যন্ত্র, শস্ত্র, ও অস্ত্ররূপ প্রাপ্ত হয়, তাহা মহামূল্য। এতদ্ভিন্ন রঙ্গ,

সীসক, যশদ ও পারদ প্রভৃতি আরও কয়েকটি ধাতু আছে, তাহাদিগকে পরিত্যাগ করা গেল। কেননা, সেগুলির লক্ষণালক্ষণ জানিবার কোন কুতূহল বা প্রয়োজন দৃষ্ট হয় না। এই সকল ধাতু পরস্পর মিশ্রিত করিয়া বহুপ্রকার মিশ্র ধাতু উৎপাদন করা যাইতে পারে। বৃহৎসংহিতাগ্রন্থে বজ্রসংঘাত নামক এক প্রকার মিশ্র ধাতুর উল্লেখ আছে; তাহা এস্থলে শিল্পিগণের উপকারার্থ উদ্ধৃত করিলাম।

"অষ্টৌ সীসকভাগাঃ কাংসস্থ দ্বৌ তু রীতিকাভাগঃ।
ময়কথিতো যোগোঽয়ং বিজ্ঞেয়ো বজ্রসংঘাতঃ॥"

৮ ভাগ সীসে, ২ ভাগ কাঁসা ও ১ ভাগ পিত্তল একত্রে বিদ্রুত বা গালিত করিয়া যে মিশ্র ধাতু জন্মিবে, তাহার নাম বজ্রসংঘাত। ধাতুটী "বর্ষসহস্রাযুতস্থায়ী" দশহাজার বৎসরেও নষ্ট হয় না এবং "বজ্রাদপি কঠিনতরঃ" বজ্র অপেক্ষাও কঠিন।

---

*Printed by I. C. Bose & co., Stanhope Press,*
*249, Bow Bazar Street, Calcutta.*

# অগস্তিমতম্।

নাম

রত্নশাস্ত্রম্।

ডাক্তার

শ্রীরামদাস সেনেন

সংশোধ্য।

"Go little booke ; God send thee good passage."

*Chaucer.*

কলিকাতা নগর্য্যাম্

১২৭নং মস্‌জিদ্ বাড়ী ষ্ট্রীটস্থ

বেদান্তযন্ত্রে

শ্রীনীলাম্বরবিদ্যারত্নেন

মুদ্রিতং প্রকাশিতঞ্চ।

1883.

# বিজ্ঞাপনম্।

—*—

প্রাক্ চতুঃসম্বৎসরাদেকদা খল্বস্মাকং মতিরভূৎ ভরতখণ্ডবাসিভিঃ পুরাতনৈ-রার্য্যজনৈঃ কৃতং কিমপি রত্নশাস্ত্রমিদানীং লভ্যতে ন বেতি। অথ তৎপ্রাপ্তয়ে বয়ং সার্দ্ধত্রিসংবৎসরং যাবৎ মহান্তং যত্নমাস্থিতাঃ। তৎ আরভ্য তেন চ মহতা যত্নেন ব্যয়েন চ মহতা জীর্ণতরং ক্ষুদ্রতরমশুদ্ধতরঞ্চৈকং পুস্তকমাসদমগাস্তিমতন্নাম। অনন্তরং তাবৎ তৎপ্রত্নং বা নূত্নং বেতি বিচিকিৎসা জাতা। ততশ্চ দৃষ্টং কোলাচলমল্লিনাথ-সূরিণা প্রত্নেন পণ্ডিতবর্য্যেণ কালিদাসকৃত-কুমারোৎপত্তি-কাব্যব্যাখ্যানাবসরে এতস্যৈবাগস্তিমত-গ্রন্থস্যোল্লেখঃ কৃত ইতি সুতরামস্য প্রাচীনত্বৈব প্রতিভাতি। সোঽয়মিদানীং প্রাচীনতরো গ্রন্থো মদীয়াধ্যাপক-বেদান্তবাগীশোপনামক-শ্রীকালীবর দেবশর্ম্মণঃ সকাশাৎ সহায়তাং লব্ধা যথামতি সংশোধ্য চান্তরান্তরা চ ক্ষুদ্রটিপ্পণমুল্লিখ্য যন্ত্রাক্ষরৈর্মুদ্রিতঃ।

অত্রেদমন্যদ্বিজ্ঞাপ্যতে। অভাবে পুস্তকত্রয়মিতি ন্যায্যা পুরাতনী বাক্ গ্রন্থশোধনবিধৌ বহুপুস্তকদর্শনমুপদিশতি। তিষ্ঠতু তাবৎ বহুপুস্তকদর্শনং প্রত্যুত পুস্তকদ্বয়মপি ন লব্ধম্। যচ্চ পুস্তকমেকং লব্ধং তদপ্যশুদ্ধতমম্। সুতরামত্রা-বিশুদ্ধিসম্ভাব এব সম্ভাব্যতে। অতোবয়ং বিদ্বজ্জনসকাশে সানুনয়ং প্রার্থয়ামহে কৃপালুভির্নিপুণমতিভির্ভবদ্ভিরিদং পরিশোধনীয়মিত্যলং বহুনেতি॥

ব্রহ্মপুরবাস্তব্যস্য।

শ্রীরামদাস সেনস্য।

# অগস্তিমতম্।

---

অগস্তিমতং নাম রত্নশাস্ত্রম্।

পৃচ্ছন্তি মুনয়ঃ সর্ব্বে কৃতাঞ্জলিপুটাঃ স্থিতাঃ।
মুনীনাং ত্বং মুনে! শ্রেষ্ঠঃ অগস্ত্যায় নমোঽস্তু তে ॥ ১ ॥
দেবদানবদৈত্যেন্দ্রবিদ্যাধরমহোরগৈঃ।
কিরীটকটিসূত্রেষু কণ্ঠাদ্যাভরণেষু চ ॥ ২ ॥
সংযোজিতানাং রত্নানাং কথয়োৎপত্তিকারণম্।
মুনীনাং বচনং শ্রুত্বা মুনিশ্রেষ্ঠোঽব্রবীদিদম্ ॥ ৩ ॥
উৎপত্তিমাকরান্ বর্ণান্ জাতিদোষগুণাংস্তথা।
মূল্যং মণ্ডলকঞ্চৈব গ্রাহকং হস্তসংজ্ঞকম্ ॥ ৪ ॥

অগস্তিরুবাচ।

অবধ্যঃ সর্ব্বদেবানাং বলোনামাসুরোঽভবৎ।
ত্রিদিবেশোপকারায় ত্রিদশৈঃ প্রার্থিতো মখে ॥ ৫ ॥
ততস্তেনাত্মনঃ কায়ো দেবানাং সম্মুখে ধৃতঃ।
দেহে সমর্পিতে শক্র স্তদ্বজ্রেণাহনাচ্ছিরঃ ॥ ৬ ॥
জাতানি রত্নকূটানি বজ্রেণাহতমস্তকে।
বজ্রসংজ্ঞা কৃতা দেবৈঃ সর্ব্বরত্নোত্তমোত্তমে ॥ ৭ ॥

---

( ২ ) হে মুনে ইত্যগস্ত্যসম্বোধনম্। কটিসূত্রং পুংসাং কটিভূষণম্।
( ৩ ) মুনিশ্রেষ্ঠঃ অগস্ত্যঃ। ইদমিতি পরবচনস্থং রত্নানামুৎপত্ত্যাদিকম্।
( ৪ ) মণ্ডল গ্রাহকয়োর্লক্ষণমগ্রে স্ফুটীভবিষ্যতি।
( ৫ ) উৎপত্তিমাহ অবধ্য ইতি। ত্রিদিবেশ ইন্দ্রঃ। ত্রিদশাঃ দেবাঃ মখঃ যজ্ঞঃ।
( ৬ ) কায়োদেহঃ। ধৃত ইত্যত্র কৃত ইত্যপি পঠ্যতে কচিৎ। সমর্পিত ইতি তদর্থঃ কার্য্যঃ।
( ৭ ) কূটং সমূহ আহতমস্তকে ইত্যস্মাৎ তস্মিন্ ইতি পূরণীয়ম্।
তস্মিন্ আহতমস্তকে সতীত্যর্থঃ। হীরকে বজ্রমিতি সংজ্ঞা নাম।
বজ্রস্য প্রাশস্ত্যাতিশয়দ্যোতনার্থমুত্তমদ্বয়ম্।

শীর্ষে বর্ণোত্তমোজাতো-ভুজয়োঃ ক্ষত্রিয়ঃ স্মৃতঃ।
বৈশ্যোনাভিপ্রদেশে তু পদ্ভ্যাং শূদ্র উদাহৃতঃ ॥ ৮ ॥
সুরদৈত্যোরগৈঃ সিদ্ধৈ-যক্ষরাক্ষসকিন্নরাঃ।
গৃহীত্বা সুলভাঃ সর্ব্বে ত্রৈলোক্যে বিপ্রকাশিতাঃ ॥ ৯ ॥
অষ্টৌ বজ্রাকরাঃ শ্রেষ্ঠা যুগচ্ছন্দানুবর্ত্তিনঃ।
দ্বৌ দ্বৌ চ পরিবর্ত্তেতে কৃতাদিষু যথাক্রমম্ ॥ ১০ ॥
কৃতে কোশলকালিঙ্গৌ ত্রেতায়াং বঙ্গহৈমজৌ।
দ্বাপরে পৌণ্ড্রসৌরাষ্ট্রৌ কলৌ সূর্পারবেণুগৌ ॥ ১১
বিখ্যাতিরথ দীপ্তিশ্চ যুগাদ্ধেন বিনশ্যতি।
সংক্রমেত্তস্য মাহাত্ম্য-মাকরাদন্যমাকরম্ ॥ ১২ ॥
জম্বুদ্বীপাকরাঃ প্রোক্তা যুগেষু পরিবর্ত্তিনঃ।
দ্বীপান্তরাকরা যে তু তেষাং ন পরিবর্ত্তিতা ॥ ১৩ ॥
বজ্রং জাতিবিশেষেণ চতুর্ব্বর্ণসমন্বিতম্।
প্রযত্নেন তু তদ্বর্ণো-বিচার্য্যশ্চ পৃথক্ পৃথক্ ॥ ১৪ ॥
শঙ্খাভঃ স্ফটিকপ্রভঃ শশিরুচিঃ স্নিগ্ধশ্চ বর্ণোত্তমঃ
আরক্তঃ কাপিপিঙ্গচারুবিশদশ্চোর্ব্বীপতিঃ সংজ্ঞয়া।
বৈশ্যঃ স্যাৎ সিতপীতবর্ণরুচিরো ধৌতাগ্নিদীপ্তির্ভবেৎ
শূদ্রোঽপি প্রাক্তভাবশাৎ বিরচিতো বর্ণশ্চতুর্থো বুধৈঃ ॥ ১৫ ॥

---

(৮) রত্নানাং জাতিমাহ শীর্ষ ইতি। বর্ণোত্তমঃ ব্রাহ্মণঃ ব্রাহ্মণজাতীয়ং রত্নমিত্যর্থঃ এবমন্যত্রা-প্যূহ্যম্।

(১০) আকরানাহ অষ্টাবিতি। যুগং সত্যাদিলক্ষণঃ কালঃ। ছন্দঃ বশতা। যুগবশাৎ পরিবর্ত্তনস্বভাবা ইত্যর্থঃ।

(১১) কৃতে সত্যাখ্যে যুগে। বঙ্গঃ বঙ্গাখ্যোদেশঃ। হেমঃ হিমগিরিসন্নিহিতোদেশঃ। তজ্জৌ আকরৌ ইতি যাবৎ। পৌণ্ড্রঃ বেহারাখ্যো দেশঃ। সূর্পারকোঽপি দেশভেদঃ। বেণুর্ব্বংশঃ তদুপলক্ষিতা নদী বেণ্বা। লক্ষিতলক্ষণয়া তত্তীরসন্নিহিতো দেশো বেণুগ ইত্যনেনোচ্যতে "বেণ্বা তটীয়াঃ শুভাঃ" ইত্যন্যত্র দর্শনাৎ।

(১৩) জম্বুদ্বীপস্থা আকরা যুগে যুগে পরিবর্ত্তন্তে। যে তু দ্বীপান্তরস্থা আকরা তেষাং পরিবর্ত্তনং নাস্তীত্যর্থঃ।

(১৪) বর্ণানাহ বজ্রমিতি। বজ্রং হীরকম্। দুঃপ্রমেদজ্ঞানতয়া প্রযত্নেন বিচার্য্যঃ নিরূপণীয় ইত্যর্থঃ।

(১৫) বর্ণোত্তমঃ ব্রাহ্মণঃ। উর্ব্বীপতিঃ ক্ষত্রিয়ঃ। অগ্নিঃ ইন্দ্রগোপাখ্যঃ কীটঃ। তদ্বদ্দীপ্তিঃ শ্বেতপীতবর্ণশ্চ। সংজ্ঞয়া নাম্না বৈশ্যজাতীয়ং বজ্রমিত্যর্থঃ। বিরচিতঃ বিখ্যাতিং প্রাপিতঃ।

খ্যাতমেতদ্বিশেষেণ বজ্রাণাং বর্ণলক্ষণম্।
ধারণাৎ যৎ ফলং পুংসাং কথয়ামি পৃথক্ পৃথক্ ॥ ১৬ ॥
চতুর্ব্বেদেষু যজ্‌জ্ঞানং সর্ব্বযজ্ঞেষু যৎ ফলম্।
সপ্তজন্মস্ববাপ্নোতি বিপ্রত্বং বিপ্রধারণাৎ ॥ ১৭ ॥
সর্ব্বাবয়বসম্পূর্ণঃ ক্ষত্রিয়স্য চ ধারণাৎ।
ভবেচ্ছূরোমহাংশ্চৈব দুর্জয়ো ভয়দো দ্বিষাম্ ॥ ১৮ ॥
প্রগল্‌ভঃ কুশলো ধন্যঃ কলাবিদ্ধনসংগ্রহী।
প্রাপ্নোতি ফলমেতাবদ্বৈশ্যবজ্রস্য ধারণাৎ ॥ ১৯ ॥
বহূপার্জ্জিতবিত্তশ্চ ধনধান্যসমৃদ্ধিমান্।
সাধুঃ পরোপকারী স্যাচ্ছূদ্রবজ্রস্য ধারণাৎ ॥ ২০ ॥
প্রাপ্নোতি পরমং মূল্যং শূদ্রোঽপি শুভলক্ষণঃ।
ন পুনর্ব্বর্ণসামর্থ্য-লক্ষণৈর্ব্বর্জ্জিতং যদি ॥ ২১ ॥
অকালমৃত্যুসর্পাগ্নিশত্রুব্যাধিভয়ানি চ।
দূরাদেব প্রণশ্যন্তি চতুর্ব্বর্ণাশ্রয়ে গৃহে ॥ ২২ ॥
দোষাঃ পঞ্চ গুণাঃ পঞ্চ ছায়া চৈব চতুর্ব্বিধা।
মূল্যং দ্বাদশকং প্রোক্তং বজ্রস্যাস্য মহাত্মনঃ ॥ ২৩ ॥
মলং বিন্দুর্যবোরেখা ভবেৎ কাকপদস্তথা।
দোষাঃ স্থানবশাদেব শুভাশুভফলপ্রদাঃ ॥ ২৪ ॥
ধারাসু সংস্থিতং কোণে বজ্রস্যান্তর্ভবেত্তদা।
ত্রিস্থানেষু মলং প্রোক্তং রত্নশাস্ত্রবিশারদৈঃ ॥ ২৫ ॥

---

(১৬) ফলমাহ ধারণাদিতি। বিশেষেণ খ্যাতমিত্যনেন তস্য বর্ণান্তরতাপি ভবতীতি সূচিতম্। বর্ণলক্ষণং বর্ণভেদচিহ্নম্।
(১৭) বিপ্রধারণাৎ ব্রাহ্মণবজ্রধারণাৎ।
(১৮) ক্ষত্রিয়স্য ক্ষত্রিয়জাতীয়বজ্রস্য। দ্বিষাং শত্রূণাম্।
(২১) পরমম্ উৎকৃষ্টম্ অধিকমিত্যর্থঃ। শুভলক্ষণাদিহীনং চেৎ ন পরমং মূল্যং প্রাপ্নোতি হীনমেব তস্য মূল্যমিত্যর্থঃ।
(২২) গৃহে চতুর্ব্বর্ণাশ্রয়ে ব্রাহ্মণাদিচতুর্জ্জাতীয়হীরকান্বিতে সতীত্যর্থঃ।
(২৩) দোষাদীন্ গণয়তি দোষা ইতি। মহাত্মনঃ মহাপ্রভাবশালিনঃ।
(২৪) দোষান্ গণয়তি মলমিতি। দোষা অপি স্থানবিশেষে স্থিতাঃ শুভফলদাস্তথা গুণা অপি স্থানবিশেষাশ্রিতা অশুভফলদা ভবন্তীত্যর্থঃ। মলং বিন্দুঃ যবঃ রেখা কাকপদম্ ইতি পঞ্চ দোষাঃ।
(২৫) মলং ব্যাখ্যাতি ধারাস্বিতি ধারাসু কোণে চ অন্তঃ মধ্যে চ ইতি ত্রিষু স্থানেষু সংস্থিতং মলং মলাখ্যোদোষ ইতি রত্নশাস্ত্রজ্ঞৈঃ প্রোক্তম্।

বজ্রে র্ভয়ং ভবেন্মধ্যে তথা ধারাসু দংষ্ট্রিণঃ।
রত্নবিদ্ভিরিদং জ্ঞেয়ং যশস্যং কোণমাশ্রিতম্॥ ২৬ ॥
আবর্ত্তোবর্ত্তিকা চৈব রক্তবিন্দুর্যবাকৃতিঃ।
গুণদোষান্বিতে বজ্রে বিন্দুর্জ্ঞেয়শ্চতুর্ব্বিধঃ॥ ২৭ ॥
আয়ুঃ শ্রীর্ব্বিপুলাবর্ত্তে বর্ত্তিকায়াং ভয়ং ভবেৎ।
স্ত্রীপুত্রক্ষয়কৃদ্রক্তং দেশত্যাগো যবাত্মকে॥ ২৮ ॥
রক্তপীতসিতা জ্ঞেয়া বর্ণা যবপদাশ্রয়াঃ।
তেষু দোষগুণাঃ সর্ব্বে লক্ষিতাশ্চ পৃথক্ পৃথক্॥ ২৯ ॥
গজবাজিক্ষয়ো রক্তে পাতে বংশক্ষয়স্তথা।
আয়ুর্ধান্যং ধনং লক্ষ্মীঃ শ্বেতে যবপদাশ্রয়ে॥ ৩০ ।
সব্যা চৈবাপসব্যা চ ছেদাচ্ছেদোর্দ্ধগাপি বা।
বজ্রে চতুর্ব্বিধা রেখা বুধৈশ্চৈবোপলক্ষিতা।। ৩১ ॥
সব্যা চায়ুঃপ্রদা জ্ঞেয়া-পসব্যা ত্বশুভা মতা।
উর্দ্ধগাসিপ্রহারায় ছেদাচ্ছেদা চ বন্ধনে॥ ৩২ ॥
ষট্‌কোণে লঘুতীক্ষ্ণে চ বৃহদষ্টদলেঽপি বা।
বজ্রে কাকপদোপেতে ধ্রুবং মৃত্যুং বিনির্দিশেৎ॥ ৩৩ ॥
সবাহ্যাভ্যন্তরে ভিন্নং ভিন্নকোটি সবর্ত্তুলম্।
ন সামর্থ্যং ভবেৎ তস্য শুভাশুভফলপ্রদম্॥ ৩৪ ॥
লঘু চাষ্টাঙ্গষট্‌কোণং তীক্ষ্ণধারং সুনির্ম্মলম্।
গুণৈঃ পঞ্চভিরাযুক্তং তদ্বজ্রং দেবভূষণম্॥ ৩৫ ॥

---

( ২৬ ) কোণমাশ্রিতং মলং যশস্যং যশঃকরম্।
( ২৭ ) বিন্দুদোষং বর্ণয়তি আবর্ত্ত ইতি। বজ্রে হীরকে।
( ২৮ ) "শ্রিয়ঃ পুত্রক্ষয়ং রক্তে" ইতি পুস্তকান্তরপাঠঃ। রক্তং রক্তবিন্দুযুতং বজ্রম্। রক্তে ইতি পাঠেঽপি তথা অর্থঃ।
( ২৯ ) যবপদাখ্যদোষং বিবৃণোতি রক্তেতি। দোষগুণাঃ স্থানবিশেষে স্থিতা দোষা গুণাশ্চেত্যর্থঃ।
( ৩১ ) রেখাদোষং বর্ণয়তি সব্যেতি। সব্যা বামাশ্রিতা। অপসব্যা দক্ষিণভাগাশ্রিতা। ছেদাচ্ছেদা উর্দ্ধগা ইতি ছেদঃ।
( ৩৩ ) কাকপদং কথয়তি ষড়িতি। ষট্‌কোণাদিসপ্তগুণান্বিতমপি বজ্রং কাকপদযুতং চেৎ তর্হি তদ্ধারণাৎ মৃত্যুমাপ্নোতীত্যর্থঃ।
( ৩৪ ) বাহ্যভগ্নস্য অন্তর্ভগ্নস্য ভিন্নধারস্য বর্ত্তুলস্য চ বজ্রস্য শুভাশুভফলপ্রদং সামর্থ্যং নাস্তীত্যর্থঃ।
( ৩৫ ) গুণানাহ লঘ্বিতি। লঘুত্বং অষ্টাঙ্গত্বং অষ্টদলত্বং ষট্‌কোণত্বং তীক্ষ্ণধারত্বং সুনির্ম্মলত্বঞ্চেতি পঞ্চ বজ্রগুণাঃ। তদ্‌যুক্তং বজ্রং দেবভূষণং দুর্লভমিত্যর্থঃ।

শ্বেতা রক্তা চ পীতা চ কৃষ্ণা ছায়া চতুর্ব্বিধা।
অসিছায়োদ্ভবাঃ সর্ব্বা এষ ছায়াবিনিশ্চয়ঃ ॥ ৩৬ ॥
ধারাঙ্গতলকোটীভিঃ শিরোলক্ষণসংযুতম্।
তদ্বজ্রং তুলয়া ধৃত্বা পশ্চান্মূল্যং বিনির্দ্দিশেৎ॥ ৩৭ ॥
অষ্টভিঃ সিতসিদ্ধার্থৈস্তন্দুলৈকং প্রকীর্ত্তিতম্।
তত্তন্দুলপ্রমাণেন বজ্রতৌল্যং স্মৃতং বুধৈঃ ॥ ৩৮ ॥
পূর্ব্বং পিণ্ডসমং কুর্য্যাৎ বজ্রতৌল্যং প্রমাণতঃ।
তৎপিণ্ডস্ত্রিবিধোজ্ঞেয়ো লঘুসামান্যগৌরবৈঃ ॥ ৩৯ ॥
গুরুত্বে চাধমং মূল্যং সামান্যে মধ্যমন্তথা।
লাঘবে চোত্তমং মূল্য-মুত্তমাধমমধ্যমম্ ॥ ৪০ ॥
গুরুত্বে ত্রিবিধং মূল্যং ত্রিবিধং লাঘবে তু বা।
সামান্যে ষড়্বিধং জ্ঞেয়-মেতৎ দ্বাদশধা স্মৃতম্ ॥ ৪১ ॥
মনসা কুরুতে পিণ্ডং যবমাত্রিকতন্দুলম্।
তৎপিণ্ডং সমমন্যেন জ্ঞাত্বা মূল্যং বিনির্দ্দিশেৎ ॥ ৪২ ॥
গাত্রেণ যবমাত্রং স্যাৎ গুরুত্বং তন্দুলেন চ।
মূল্যং পঞ্চশতং তস্য বজ্রস্য তু বিনির্দ্দিশেৎ ॥ ৪৩ ॥
যবদ্বয়ঘনং পিণ্ডে লাঘবে তন্দুলোপমম্।
মূল্যং চতুর্গুণং তস্য ত্রিভিশ্চাষ্টগুণং ভবেৎ ॥ ৪৪ ॥

---

(৩৬) ছায়া আহ শ্বেতেতি। অসিঃ বিম্বপাতযোগ্যঃ খড়্গঃ। লক্ষণয়া দর্পণং তত্র ধৃত্বা ছায়াবিভাগো জ্ঞেয় ইতি ভাবঃ।

(৩৭) মূল্যং বক্তুমুপক্রমতে ধারেতি। ধারাদিগুণযুতং বজ্রং তুলায়ামারোপ্য যন্ত্রবিশেষেণ তোলয়িত্বা পশ্চাৎ বক্ষ্যমাণপ্রণাল্যা মূল্যং কল্পয়েদিত্যর্থঃ।

(৩৮) বজ্রতৌল্যং বজ্রস্য তুলাযন্ত্রনির্ণীতপরিমাণম্। তৎপ্রণালীমাহ অষ্টেতি। সিতসিদ্ধার্থঃ শ্বেতসর্ষপঃ। 'তণ্ডুলৈকম্' ইতি বা পাঠঃ।

(৩৯) পিণ্ডং শরীরম্। দৃশ্যাকারমিতি যাবৎ।

(৪০) বজ্রং দৃশ্যতঃ তন্দুলপরিমাণাকারং গৃহীত্বা তৎতন্দুলেন সহ তোলয়েৎ। তত্র বজ্রপিণ্ডং যদি গুরু স্যাৎ তদা অধমমল্পং মূল্যং কল্পয়েৎ। সমানশ্চেৎ মধ্যমং মূল্যং। লঘু চেৎ উত্তমম্ অধিকং মূল্যং কল্পয়েদিতি ভাবঃ। পুনরপি তেষাং ভেদমাহ গুরুত্বে ইতি।

(৪৩) যবমাত্রং যবপরিমাণম্।

(৪৪) ত্রিভিরিতি ত্রিভির্যবৈরুপমিতশ্চেৎ তদা অষ্টগুণ-মূল্যম্।

পিণ্ডগাত্রং ভবেদ্বজ্রং তৌল্যং পিণ্ডসমং যদি।
পঞ্চাশল্লভতে মূল্যং রত্নশাস্ত্রৈরুদাহৃতম্ ॥ ৪৫ ॥
পিণ্ডস্তু দ্বিগুণং কার্য্যং তৌল্যঞ্চ দ্বিগুণং ভবেৎ।
মূল্যং চতুর্গুণং তস্য ত্রিভিশ্চাষ্টগুণংভবেৎ ॥ ৪৬ ॥
চতুর্ভির্দ্বাদশং প্রোক্তং পঞ্চভিঃ ষোড়শং ভবেৎ।
ষট্‌পিণ্ডস্য ভবেন্মূল্যং খ্যাপয়েদ্বিংশতির্গুণম্ ॥ ৪৭ ॥
সপ্তমে পিণ্ডমূল্যঞ্চ সহস্রৈকং বিনির্দ্দিশেৎ।
যাবৎপিণ্ডং নিবন্ধঞ্চ স্থাপয়েচ্চ যথাক্রমম্ ॥ ৪৮ ॥
পিণ্ডমাত্রং ভবেদ্বজ্রং পাদাংশে লঘুতা যদি।
অষ্টাদশগুণং মূল্যং স্থাপয়েল্লক্ষণং বুধৈঃ ॥ ৪৯ ॥
দ্বিপদং লঘু বজ্রং স্যাৎ ষট্‌ত্রিংশৎ স্থাপয়েদ্‌গুণান্।
ত্রিপাদস্তরতে তোয়ে দ্বিসপ্ততিগুণং ভবেৎ ॥ ৫০ ॥
যাবৎপিণ্ডস্য গাত্রাণি লাঘবেন গুণেন চ।
বজ্রেস্তৎ পরমং মূল্যং দ্বিসপ্ততিসহস্রকম্ ॥ ৫১ ॥
পিণ্ডং যবাদ্দ্বিকং বজ্রং তৌল্যং তৎ গুরুতাং ব্রজেৎ।
ক্ষীয়তে দ্বিগুণং মূল্যং তেষাঞ্চৈব ক্রমেণ তু ॥ ৫২ ॥
দোষপ্রকাশোবজ্রেষু স্বল্পমাত্রোঽপি যো ভবেৎ।
হীনত্বং প্রাপ্যতে তস্য মূল্যং তাবদ্‌গুণাদিহ ॥ ৫৩ ॥
দোষসংযুক্তসংস্থানং মহামণ্ডলমধ্যতঃ।
কর্ম্মজ্ঞৈস্থাপিতঞ্চৈব লাঘবত্বং চতুর্বিধম্ ॥ ৫৪ ॥

---

(৪৫) লভতে ইত্যত্র ভবতে ইতি পাঠোঽপি দৃশ্যতে। তত্র ভূপ্রাপ্তাবাত্মনেপদং জ্ঞেয়ম্। অর্থস্তু প্রাপ্নোতীতি।

(৪৮) খ্যাপয়েদিত্যত্র স্থাপয়েদিতি পাঠোঽপি।

(৪৯) পাদাংশঃ চতুর্থোভাগঃ।

(৫০) দ্বিপদং অর্দ্ধপরিমাণম্। তরতে জলে ন নিমজ্জতীত্যর্থঃ।

(৫২) যবাৎ দ্বিকং যবদ্বয়পরিমিতাকারমিত্যর্থঃ।

(৫৩) অত্রেদমুক্তং ভবতি। তণ্ডুলপিণ্ডং বজ্রং তুলয়া ধৃতং তৌল্যেন তণ্ডুলপ্রমাণং যথা যথা হীয়তে তথা তথা তস্যোৎকৃষ্টতয়া উৎকৃষ্টমেব মূল্যং ভবতি এবং যথা যথা গৌরবং তথা তথা তস্যাপকৃষ্টতয়া অপকৃষ্টমেব মূল্যং ভবতি। এবং রীত্যা পিণ্ডং পরিকল্প্য পশ্চাৎ তৌল্যপ্রমাণতো মূল্যনিশ্চয়ং কুর্য্যাৎ। তথা গুণদোষাদিকমপি মূল্যাবধারণে কারণং জ্ঞেয়ম্।

কর্ম্মজ্ঞোলঘুপাণিঃ সন্ দৃঢ়চিত্তবশানুগঃ ।
শাস্ত্রসংজ্ঞাং সমাস্থায় তুলাকর্ম্ম সমারভেৎ । ৫৫ ॥
জ্যোতির্বিনা কথং বক্তুং কাচতুল্যমরীচিভিঃ ।
ন চ বেদৈকমেকেন বিনা লক্ষণতক্ষণম । ৫৬ ॥
কৃত্বা করতলে বজ্রং শাস্ত্রদৃষ্টেন কর্ম্মণা ।
কৃশাঙ্গানি শিরো বিদ্যাৎ বিস্তীর্ণাঙ্গং তলং স্মৃতম্ ॥ ৫৭ ॥
উত্তমাঙ্গোত্তমস্থানে শোভতে সচরাচরে ।
হেমমাসাদ্য বজ্রাণি শোভতে নাপ্যধোমুখম্ ॥ ৫৮ ॥
কোণোধারাশ্চ বজ্রস্য শিবং হি মুখমুচ্যতে ।
ন কীলয়েদ্‌বুধস্তেন যদিচ্ছেদুভয়োঃ শিবম্ ॥ ৫৯ ॥
যদি কীলয়তে কশ্চিদজ্ঞানাচ্ছাস্ত্রবর্জিতঃ ।
তস্য বজ্রং হি শিরসি পতেদ্বংশ ইবাসিনা ? ॥ ৬০ ॥
শৃণ্বন্তু মুনয়ঃ সর্ব্বে রত্নানান্তু পরীক্ষকম্ ।
মণ্ডলী নাম বিখ্যাতো যত্র মূল্যং প্রকুর্ব্বতে ॥ ৬১ ॥
অষ্টধা রত্নশাস্ত্রেষু পরদ্বীপাস্থিতেষু চ ।
সবাহ্যাভ্যন্তরং রত্নং যো জানাতি স মণ্ডলী ॥ ৬২ ॥
জাতীরাগস্তথারঙ্গো-বর্ত্তিগাত্রগুণাকরাঃ ।
দোষশ্ছায়া চ মূল্যঞ্চ লক্ষ্যং দশবিধং স্মৃতম্ ॥ ৬৩ ॥
আকরে পূর্ব্বদেশে চ কাশ্মীরে মধ্যদেশতঃ ।
সিংহলে সিন্ধুপার্শ্বে চ তেষু স্থানেষু বিক্রয়ঃ ॥ ৬৪ ॥
চাতুর্ব্বর্ণ্যেষু যো বাহ্যো ভগ্নাঙ্গো হীনলক্ষণঃ ।
ন যোগ্যতা ভবেৎতস্য প্রবেশে মণ্ডলেষ্বপি ॥ ৬৫ ॥

---

( ৫৫ ) শাস্ত্রসংজ্ঞাং শাস্ত্রজ্ঞানম্ । শাস্ত্রমত্র রত্নশাস্ত্রম্ ।
( ৫৬ ) লক্ষণতক্ষণং লক্ষণবিচারণাম্ । লক্ষণজ্ঞানেনৈব হি মণের্জ্ঞানমিতি ভাবঃ ।
( ৫৯ ) অতো বজ্রস্য মুখং যত্নতো জ্ঞেয়মিতি ভাবঃ ।
( ৬১ ) মণ্ডললক্ষণমাহ শৃণ্বিতি । পরীক্ষকং মণ্ডলকম্ ।
( ৬২ ) মণ্ডলীলক্ষণমাহ অষ্টধেতি । অষ্টধা অষ্টপ্রকারেষু ।
( ৬৩ ) লক্ষ্যং লক্ষণেন নির্ণেয়ম্ ।
( ৬৫ ) যঃ মণিঃ চাতুর্ব্বর্ণ্যবাহ্যঃ ভগ্নাঙ্গাদিলক্ষণহীনশ্চ তস্য পরীক্ষকেষু প্রবেশো নাস্তি স পরীক্ষকৈরগ্রাহ্য ইতি ভাবঃ ।

যস্মান্মণ্ডলমধ্যে তু সুরদৈত্যোরগগ্রহাঃ।
অবতীর্ণা অথো সাক্ষাৎ তন্মধ্যে নাত্র সংশয়ঃ॥ ৬৬॥
এতৈর্গুণৈঃ সমাযুক্তো-যোগ্যোমণ্ডলিকোভবেৎ।
ত্রিদিবৈর্দুর্লভো দেশো ধন্যো যত্র স তিষ্ঠতি॥ ৬৭॥
গ্রাহকো ভক্তিপূর্ব্বেণ সমাহ্বয়বিচক্ষণঃ।
আসনং গন্ধমাল্যানি মণ্ডলী তস্য দাপয়েৎ॥ ৬৮॥
বীক্ষ্য সম্যক্ গুণান্ দোষান্ রত্নানাঞ্চ বিশারদঃ।
পাদশোরত্নসংজ্ঞা চ লক্ষ্যমেকৈকসন্নিধৌ॥ ৬৯॥
অজ্ঞানাৎ কথয়েৎ মূল্যং রত্নানাঞ্চ কদাচন।
ন কুর্য্যাদ্বিগ্রহং তস্য মণ্ডলী যস্য বিক্রয়ী॥ ৭০॥
অধমস্যোত্তমং মূল্যমুত্তমস্যাধমং তথা।
ভয়ান্মোহাৎতথা লোভাৎ সদ্যঃ কষ্টং ভবেন্মুখে॥ ৭১॥
পূর্ব্বং প্রসারয়েৎ পাণিং ভাণ্ডাদ্যস্য চ দাপয়েৎ।
দাপয়েৎ করসংজ্ঞাঞ্চ বিক্রয়ং চাত্মনঃ প্রিয়ম্॥ ৭২॥
প্রমাদাদধিকং মূল্যং ভাণ্ডাদ্যৈঃ কথিতং ক্বচিৎ।
ন দোষো ন গুণস্তেষাং মণ্ডলী তদ্বিচারয়েৎ॥ ৭৩॥
সর্ব্বে তে রত্নশাস্ত্রজ্ঞা মধ্যং মণ্ডলিনঃ স্থিতাঃ।
দেশকালবশান্মূল্যং বহূনাঞ্চাপি সংস্মৃতম্॥ ৭৪॥
কদাচিৎ সর্ব্বরত্নানাং গ্রন্থার্থকুশলোভবেৎ।
স কুর্য্যান্মূল্যমেকোবৈ যদি সাক্ষাদয়ং ভবেৎ॥ ৭৫॥
বজ্রাণাং কৃত্রিমঞ্চৈব রূপং কুর্ব্বন্তি যেঽধমাঃ।
লক্ষয়েৎতচ্চ শাস্ত্রজ্ঞা শাণক্ষোদবিলেখনৈঃ॥ ৭৬॥

---

(৬৮) গ্রাহকলক্ষণমাহ গ্রাহক ইতি। সমাহ্বয়বিচক্ষণঃ জনাহ্বান-চতুরঃ। মণ্ডলী পরীক্ষকঃ বিক্রেতা বা।

(৭০) বিগ্রহঃ কলহঃ বিরুদ্ধতয়া গ্রহণং বা।

(৭২) হস্তসংজ্ঞামাহ পূর্ব্বমিতি। ভাণ্ডাদ্যঃ মণিস্বামী।

(৭৩) মণ্ডলী পরীক্ষকঃ।

(৭৫) ভবেৎ তিষ্ঠতি।

(৭৬) শাণক্ষোদবিলেখনৈঃ শাণঃ তীক্ষ্ণতাকারকো যন্ত্রভেদঃ। ক্ষোদঃ কর্ত্তনং ঘর্ষণং বা। বিলেখনম্ উৎকর্ত্তনং আস্ফোড়নং বা। এতৈর্ব্বজ্রস্য কৃত্রিমং রূপং লক্ষয়েৎ।

লোহানি যানি সর্ব্বাণি সর্ব্বরত্নানি যানি চ।
তানি বজ্রেণ লিখ্যন্তে বজ্রং তৈর্ন বিলিখ্যতে ॥ ৭৭ ॥
অভেদ্যমন্যজাতীনাং লোহরত্নানি সন্নিধৌ।
ন তেষাং ভেদসামর্থ্যং বজ্রং বজ্রেণ ভিদ্যতে ॥ ৭৮ ॥

রসেন্দ্রবজ্রৌ হ্যভয়াবভেদৌ
স্বয়ং নিরুক্তৌ বলিনা পরেষাম্।
বলিপ্রদিষ্টং বিবুধেষু সেবনম্
রসন বজ্রং জঠরেণ দোষাঃ ॥ ৭৯ ॥

ইতি বজ্রপরীক্ষা।

---

অথ মুক্তা।

ঋষয় ঊচুঃ।

শ্রুতং বজ্রপরিজ্ঞানং যথোক্তং মুনিপুঙ্গব।
মৌক্তিকস্য যথোৎপত্তি-র্যথা তিষ্ঠতি লক্ষণম্ ॥ ১ ॥
তৌল্যং মৌল্যং প্রমাণঞ্চ কথয়স্ব পৃথক্ পৃথক্।
যেন বিজ্ঞানমাত্রেণ ভবেৎ পূজ্যোঽবনীপতেঃ ॥ ২ ॥

অগস্তিরুবাচ।

শ্রূয়তাং তদ্যথাতত্ত্বং কথয়ামি সমাসতঃ।
যেন সিধ্যতি বিজ্ঞানং মণ্ডলানাং যথাপুরা ॥ ৩ ॥
জীমূতকরিমৎস্যাহিবংশশঙ্খবরাহজাঃ।
শুক্ত্যুদ্ভবাশ্চ বিজ্ঞেয়া অষ্টৌ মৌক্তিকজাতয়ঃ॥ ৪ ॥

---

(৭৭) সর্ব্বাণি লোহানি রত্নানি চ বজ্রৈরুল্লিখ্যন্তে ন তু বজ্রং তৈরুল্লিখ্যতে ইত্যপি কৃত্রিমাণাং পরীক্ষান্তরম্।
(৭৯) অন্যজাতীনাং বিজাতীয়রত্নানাং লোহাদীনাঞ্চ সন্নিধৌ বজ্রং অভেদ্যম্। তেষাং বজ্রভেদসামর্থ্যং নাস্তীত্যর্থঃ।
(২) অবনীপতেঃ রাজ্ঞঃ পূজ্যো ভবতি জ্ঞাতা ইতি শেষঃ।
(৩) সমাসতঃ সংক্ষেপেণ। বিজ্ঞানং মুক্তাবিষয়কং জ্ঞানম্। অপুরা ইতি ছেদঃ। ইদানীমিতি তদর্থঃ।
(৪) জীমূতো মেঘঃ। করী গজঃ। অহিঃ সর্পঃ।

ইতি বিখ্যাতমুনয়ো লোকে মৌক্তিকহেতবঃ।
তেষামেকং মহার্ঘ্যন্তু শুক্তিজা লোকবিশ্রুতাঃ ॥ ৫ ॥
ঘনজং মৌক্তিকং তাবন্মহীং যাবদ্‌গমিষ্যতি।
ত্রিদশাশ্চান্তরীক্ষেষু হরন্ত্যাশু স্বমালয়ম্ ॥ ৬ ॥
বিদ্যুৎস্ফুরিতসঙ্কাশং দুর্নিরীক্ষ্যং রবির্যথা।
নাশোধ্যং সুরসিদ্ধানাং নান্যোভবতি ভাজনম্ ॥ ৭ ॥
গজেন্দ্রকুম্ভজাতানি মৌক্তিকানি বিশেষতঃ।
তেষাং গুণাশ্চ বক্ষ্যন্তে রত্নশাস্ত্রোদিতাঃ ক্রমাৎ ॥ ৮ ॥
মন্দা দীপ্তির্ভবেত্তেষাং ধাত্রীফলপৃথূনি চ।
আতাম্রপীতবর্ণানি গজকুম্ভোদ্ভবানি বৈ ॥ ৯ ॥
গণ্ডূবিষয়সংজাত দন্তিকুম্ভসমুদ্ভবাঃ।
মৌক্তিকাশ্চাধমা জ্ঞেয়া রত্নশাস্ত্রবিশারদৈঃ ॥ ১০ ॥
তিমিজা মৌক্তিকা যে চ সুবৃত্তা লাঘবান্বিতা।
গুঞ্জাফলপ্রমাণাঃস্যু র্নাত্যন্তবিমলপ্রভাঃ ॥ ১১ ॥
পাটলীপুষ্পসংকাশা দৃশ্যন্তে নাল্পভাগিভিঃ।
জ্ঞাতব্যা রত্নশাস্ত্রজ্ঞৈ-স্তিমিমস্তকমৌক্তিকাঃ ॥ ১২ ॥
পাতালাধিপগোত্রেষু ফণিষূদ্ভুতমৌক্তিকাঃ।
দুর্লভা নরলোকেঽস্মিন্ তান্ন পশ্যতি পাপকৃৎ ॥ ১৩ ॥
সুবৃত্তং ফণিজঞ্চৈব নীলছায়োজ্জ্বলপ্রভম্।
রাজ্যং শ্রীরত্নসম্পত্তি-গজবাজিপুরঃসরম্ ॥ ১৪ ॥

---

(৫) বিখ্যাতমুনয়ঃ হে প্রসিদ্ধাঃ ঋষয়ঃ। তেষাং মধ্যে একং প্রধানং আদ্যমিত্যর্থঃ। মহার্ঘ্যং মহামূল্যম্। শুক্তিজাস্তু প্রসিদ্ধাঃ সুলভাশ্চ। যদ্বা শুক্তিজং লোকবিশ্রুতমিতি পাঠঃ।

(৬) জীমূতজং মৌক্তিকমাহ ঘনেতি। ঘনজং মৌক্তিকং পৃথিব্যাং নায়াতীতি ভাবঃ।

(৭) অন্যঃ সুরাদীনামন্যঃ ভাজনং তল্লাভয়োগ্যপাত্রং ন ভবতি।

(৮) করিজমাহ গজেতি গজেন্দ্রকুম্ভজাতানি চ মহার্ঘ্যাণি ইত্যর্থঃ।

(৯) তেষাং গজকুম্ভজাতানাং মধ্যে কিঞ্চিন্মৌক্তিকং মন্দদীপ্তি জায়তে। কানি চ ধাত্রী-ফলবৎ স্থূলানি ভবন্তি।

(১০) গণ্ডূ তদাখ্যায়া প্রসিদ্ধা বিষয়োদেশঃ। দন্তী হস্তী। মৎস্যজমাহ তিমীতি।

(১২) অল্পভাগ্যৈর্ন দৃশ্যন্ত ইত্যন্বয়ঃ।

(১৩) অহিজমাহ পাতালেতি। পাতালাধিপগোত্রেষু বাসুকিকুলজেষু।

কঙ্কোলীফলমাসাদ্য নিবিড়ং শশিসুপ্রভম্।
প্রাপ্নোতি বংশজং বাপি গৃহে যস্য সুমৌক্তিকম্॥ ১৫॥
সিদ্ধিং পশ্যন্তি যদ্রত্নে যাতুধানাঃ সুরাস্তথা।
রক্ষাবলিবিধানানি কুর্য্যাত্তত্র প্রযত্নতঃ॥ ১৬॥
চতুর্ভির্বৈদিকৈর্ম্মন্ত্রৈ জুহুয়াত্তদ্ধুতাশনে।
শুভে লগ্নে মুহূর্ত্তেঽপি স্ববেশ্মনি নিবেশয়েৎ॥ ১৭॥
যত্র তন্মৌক্তিকং তিষ্ঠেৎ দ্বাদশাদিত্যসুপ্রভম্।
শঙ্খদুন্দুভিনির্ঘোষং ত্রিসন্ধ্যন্তত্র কারয়েৎ॥ ১৯॥
যস্য হস্তে চ তদ্রত্নং দুঃখং বিষয়জং রুজঃ।
দূরতস্তস্য নশ্যন্তি তমোভানূদয়ে যথা॥ ১৯॥
খ্যাতেষু কুলভূভৃৎসু নির্ম্মিতেষু সুরৈঃ পুরা।
বেণবস্তত্র জায়ন্তে প্রসূতির্মৌক্তিকস্য তে॥ ২০॥
বদরীফলমাত্রন্তু দীপ্ত্যা বর্ষোপলৈঃ সমম্।
ত্বক্‌সারজন্তু বিজ্ঞেয়ং প্রমাণং বর্ণতঃ সমম্॥ ২১॥
দানবারিমুখস্পর্শ-পাঞ্চজন্যস্য সন্ততিঃ।
প্রসূতির্মৌক্তিকস্যাসৌ পবিত্রা পাপনাশিনী॥ ২২॥
সন্ধ্যারাগসমা দীপ্তিঃ কপোতাণ্ডপ্রমাণতঃ।
তদ্রূপং তেষু সচ্ছায়ং সর্ব্বদোষাপহারকম্॥ ২৩॥
মর্ত্ত্যানাং ন ভবেৎ সাধ্যং নাল্পপুণ্যেন শঙ্খজম্।
দুর্গম্যে বিষমস্থানে পয়োধেঃ সংবসত্যসৌ॥ ২৪

---

(১৫) কঙ্কোলীফলং তদ্বৎপ্রমাণম্। যস্য গৃহে বৃত্তাদিগুণোপেতং ফণিজং সুমৌক্তিকং বংশজং বেণুজাতং বা মৌক্তিকং বর্ত্ততে স তৎ আসাদ্য স্ত্রীরত্নাদিপুরঃসরং রাজ্যং প্রাপ্নোতি ইতি দ্বয়োঃ সম্বন্ধঃ। কঙ্কোলীফলং বদরীফলম্।

(১৬) পশ্যন্তি জানন্তি। তেষাং প্রলোভনিবারণায় তত্র রক্ষাদিবিধানানি কুর্য্যাৎ।

(১৭) রক্ষাদিবিধানমাহ চতুর্ভিরিতি।

(১৯) রুজঃ ক্লেশাঃ। দুঃখমিত্যনেন নশ্যন্তীতি সংখ্যাব্যত্যয়োনানুষঙ্গঃ। তমঃ অন্ধকারঃ। ভানুঃ সূর্য্যঃ।

(২০) বেণুজমাহ খ্যাতেতি। কুলভূভৃৎসু কুলপর্ব্বতেষষ্টসু। সুরৈঃ নির্ম্মিতেষু উৎপাদিতেষু। প্রসূতিঃ উৎপত্তিঃ।

(২২) বদরীফলমাত্রং বদরীফলপ্রমাণম্। বর্ষোপলৈঃ করকাভিঃ। ত্বক্‌সারজং বেণুজম্। বর্ণতঃ সমং আকারবর্ণবদ্‌বর্ণবিশিষ্টম্।

(২২) শঙ্খজমাহ দানেতি। দানবারিঃ বিষ্ণুঃ।

(২৪) অল্পপুণ্যেন ন সাধ্যং দুষ্প্রাপ্যমিতি যাবৎ। বরাহজমাহ আদীতি।

আদিশূকরবংশেষু সঞ্জাতাঃ শূকরোত্তমাঃ ।
জগতীজনিতা বাপি চরন্ত্যেকাকিনো বনে ॥ ২৫
তদ্বরাহশিরোজাতা মৌক্তিকাঃ প্রথিতা ভুবি ।
লোকে পলপ্রমাণাঃ স্যু স্তদ্দংষ্ট্রাঙ্কুরসন্নিভাঃ ॥ ২৬ ॥
বরাহজস্য রত্নস্য বর্ণোভাতিঃ প্রমাণতঃ ।
জ্ঞাতব্যং রত্নশাস্ত্রজ্ঞৈঃ খ্যাতমেতৎ সবিস্তরম্ ॥ ২৭ ॥
বজ্রপাতপরিভ্রষ্টা দন্তপঙ্‌ক্তির্ব্বলস্য চ ।
যত্র যত্র প্রপাতাস্তে আকরা মৌক্তিকস্য তু ॥ ২৮ ॥
পতিতা জলধের্ম্মধ্যে সমুৎপন্নাশ্চ শুক্তিজাঃ ।
স্বাতিপজন্যসংযোগাচ্ছুক্তির্গর্ভং বিভর্ত্তি সা ॥ ২৯ ॥
সিংহলং প্রথমোজ্ঞেয় মারবাটো দ্বিতীয়কঃ ।
পারসীকং তৃতীয়ঞ্চ চতুর্থং বর্ব্বরাকরম্ ॥ ৩০ ॥
সুস্নিগ্ধং মধুবর্ণঞ্চ সুচ্ছায়ং সিংহলাকরে ।
আরবাটং শুচি স্নিগ্ধ মাপীতঞ্চ শশিপ্রভম্ ॥ ৩১ ॥
শীতলং নির্ম্মলঞ্চৈব পারসীকাকরোদ্ভবম্ ।
বর্ব্বরাকরজং রূক্ষং বর্ণৈরাকরমাদিশেৎ ॥ ৩২ ॥
রুক্মাভা রত্নরুক্‌শুক্তিস্তৎপ্রসূতিঃ সুদুর্লভা ।
আসমুদ্রান্তবিখ্যাতা জ্ঞাতব্যা রত্নপারগৈঃ ৩৩ ॥
তদ্ভবং মৌক্তিকং জ্ঞেয়ং জাতীফলসদৃক্ সদা ।
কুসুমাভং সুবৃত্তঞ্চ কিঞ্চিৎস্নিগ্ধঞ্চ কোমলম্ ॥ ৩৪ ॥
তস্য মূল্যং প্রবক্ষ্যামি রত্নশাস্ত্রোদিতং ক্রমাৎ ।
সহস্রপুরুষোৎসেধাং কাঞ্চনৈরূপয়েন্মহীম্ ॥ ৩৫ ॥

---

( ২৬ ) পলমত্র লৌকিকমানেন সাষ্টরক্তিদ্বিমাষকপরিমাণম্ ।

( ২৭ ) ভাতিঃ দীপ্তিঃ । সা চ তদ্দন্তসদৃশবর্ণা ।

( ২৮ ) মৌক্তিকস্য আকরাঃ উৎপত্তিস্থানানি । প্রপাতাঃ জলপতনস্থানানি । ভৃগুভূম্যোবা ।

( ৩০ ) আরবাটঃ আরব্ ইতি খ্যাতো দেশঃ । বর্ব্বরঃ দক্ষিণসমুদ্রতীরবর্ত্তিদেশঃ । পারসীক-সিংহলৌ প্রসিদ্ধৌ ।

( ৩১ ) শুচি শুভ্রম্ । মধুবর্ণঃ ঈষৎপিঙ্গলবর্ণঃ ।

( ৩৩ ) রুক্মং সুবর্ণং রজতং বা । তদাভা যা শুক্তিঃ সা রুক্মিণীত্যুচ্যতে । তৎপ্রসূতির্মুক্তা সুদুর্লভা সুবিখ্যাতা চেত্যর্থঃ ।

( ৩৪ ) তদ্ভবং রুক্মাভশুক্তিভবম্ ।

ন চোক্তং গুণহীনেষু রত্নশাস্ত্রেষু মূল্যতা।
সর্ব্বাবয়বসম্পূর্ণা উত্তমাধমমধ্যমাঃ ॥ ৩৬ ॥
নব দোষা গুণাঃ পঞ্চ ছায়া চ ত্রিবিধা মতা।
মূল্যং তৌল্যগুণং প্রোক্তং মৌক্তিকস্য মহামুনে।
চতুর্ভিশ্চ মহাদোষৈঃ সামান্যৈঃ পঞ্চভিঃ স্মৃতম্ ॥ ৩৭॥
শুক্তিস্পর্শস্তু মৎস্যাখ্যং জঠরস্তুতিরক্তকম্।
মহাদোষাশ্চ চত্বারস্ত্যাজ্যা লক্ষণবিজ্জনৈঃ ॥ ৩৮ ॥
নির্ব্বৃত্তং চিপিটং ত্র্যস্রং দীর্ঘপার্শ্বে চ যৎকৃতম্।
সামান্যান্ পঞ্চ দোষাংশ্চ রত্নদোষান্ পরীক্ষয়েৎ ॥ ৩৯ ॥
শুক্তিস্পর্শে ভবেৎ কষ্টং মৎস্যাখ্যঃ সুকৃতং হরেৎ।
জঠরে চ দরিদ্রত্ব-মারক্তে মরণং ধ্রুবম্ ॥ ৪০ ॥
নির্ব্বৃত্তে দুর্ভগত্বঞ্চ চাপল্যঞ্চ চিপীটকে।
ত্র্যস্রে নৈব চ শৌর্য্যত্বং মতিভ্রংশশ্চ দীর্ঘকে ॥ ৪১ ॥
আলস্যঞ্চ নিরুদ্যোগো মৃত্যুঃ পার্শ্বে চ যৎকৃতে।
সামান্যাঃ পঞ্চ দোষাশ্চ রত্নশাস্ত্রে প্রকীর্ত্তিতাঃ ॥ ৪২ ॥
সুতারঞ্চ গুরু স্নিগ্ধং সুবৃত্তং নির্ম্মলং স্ফুটম্।
পঠ্যন্তে সর্ব্বশাস্ত্রেষু মৌক্তিকস্যাপি ষড়্ গুণাঃ ॥ ৪৩ ॥
সর্ব্বলক্ষণসম্পূর্ণং শাস্ত্রোক্তং মৌক্তিকং যদি।
ধারণাত্তস্য যৎপুণ্যং যৎফলং লক্ষ্যতেঽধুনা ॥ ৪৪ ॥
শ্রূয়তামৃষয়ঃ সর্ব্বে রত্নশাস্ত্রেষু দর্শিতম্।
সপ্তজন্মকৃতং পাপং ধারণাত্তস্য তৎক্ষণাৎ ॥ ৪৫ ॥
গোবিপ্রগুরুকন্যানাং বধে যৎ পাতকং ভবেৎ।
তৎসর্ব্বং নশ্যতি ক্ষিপ্রং মৌক্তিকস্য চ ধারণাৎ ॥ ৪৬ ॥

---

(৩৬) গুণহীনানাং মূল্যতা রত্নশাস্ত্রে নোক্তা। তেষামত্যল্পমূল্যমিত্যর্থঃ। তেষ্বপি উত্তমাধমমধ্যমাঃ সন্তীতি বাক্যশেষঃ।
(৩৮) একদেশে চেৎ শুক্তিখণ্ডং লক্ষ্যতে তদা তৎ শুক্তিস্পর্শাখ্যো দোষঃ।
(৪০) আ সম্যক্ রক্তং অতিরক্তমিতি যাবৎ। যদ্বা অরক্তং রাগহীনং।
(৪১) চিপীটকে ইত্যত্র চপাটিকে ইতি পাঠঃ ক্বচিৎ.
(৪২) যৎকৃতে দোষে মৃত্যুরিত্যন্বয়ঃ।
(৪৪) সর্ব্বলক্ষণসম্পন্নং স্যাদিতি পূরণীয়ম্।

মধুরা পীতশুক্লে চ ছায়া চ ত্রিবিধা স্মৃতা।
জ্ঞাতব্যা রত্নশাস্ত্রজ্ঞৈ রুক্তোচ্ছায়াবিনির্ণয়ঃ ॥ ৪৭ ॥
আকরোত্তমসঞ্জাতং গুরু স্নিগ্ধং সুবৃত্তকম্।
মধুবর্ণাঢ্যসুচ্ছায়ং তেষাং মূল্যং বিনির্দিশেৎ ॥ ৪৮ ॥
মঙ্গলীকৃতয়ঃ শাস্ত্রে সপাদরূপকং স্মৃতম্।
রূপকং ধর্ম্মতুলয়া কলঞ্জস্তৈব রূপকম্ ॥ ৪৯ ॥
মাঞ্জালীকৃতয়ঃ শাস্ত্রে মাষইত্যভিধীয়তে।
মাষাশ্চত্বার একত্র শাণইত্যুচ্যতে বুধৈঃ ॥ ৫০ ॥
শাণদ্বয়ং কলঞ্জঃ স্যাদগস্ত্যস্যমতং মম।
রূপকৈর্দ্দশভিনিক্তং কলিঞ্জঃ কথ্যতে সদা ॥ ৫১
অত্র তালপদেনাপি মাষকশ্চ নিগদ্যতে।
তালৈরষ্টভিরেবাপি কলঞ্জ ইতি কথ্যতে ॥ ৫২
মাঞ্জাল্যভ্যুষিতত্রাসে জলবিন্দুসমন্বিতম্।
অষ্টতালবিধং মূল্যং মৌক্তিকস্য কিনির্দিশেৎ ॥ ৫৩
পাদদ্বয়ং স্যান্মাঞ্জালী বিঞ্চিন্ন্যূনং ভবেদপি।
মাঞ্জালীত্রিতয়স্যাপি পাদানষ্টৌ বিনির্দিশেৎ ॥ ৫৪
তাসাং নামতুলোজ্ঞেয়ো-জলবিন্দুষু মৌক্তিকঃ
অষ্টভিঃ পদমুক্তৈস্তৈঃ শাস্ত্রোক্তং মূল্যমাদিশেৎ ॥ ৫৫
সপ্তভির্দ্বাদশং প্রোক্তং ষষ্ট্যা ষোড়শমাদিশেৎ।
পঞ্চাশীতিচতুর্ব্বিংশ-তালৈস্তু পঞ্চবিংশতঃ ॥ ৫৬
ত্রিংশে কলঞ্জমুদ্ধৃত্য অষ্টতালং বিনির্দিশেৎ।
ত্রিবিংশতিঃ সপ্তভিশ্চ কলিঞ্জৈর্মূল্যমাদিশেৎ ॥
কলিঞ্জমুদ্ধৃতে ত্রাসে গুঞ্জাদেকসমং যদি।
ত্রিভিশ্চাত্র প্রমাণেন তেষাং মৌল্যং বিনির্দিশেৎ ॥ ৫৮ ॥

---

(৪৭) মধুরা মধুবর্ণা। পীতশুক্লে চ পীতা শুক্লা চেত্যর্থঃ।
(৪৮) সুচ্ছায়ং মনোজ্ঞকান্তিম্।
(৪৯) কলঞ্জঃ পরিমাণবিশেষঃ। রূপকমপি তথা।
(৫০) শাস্ত্রে রত্নশাস্ত্রে।
(৫১) নিক্তং তুলয়া তুলিতম্।

ত্রিভির্গুঞ্জাদিকং যাবন্মৌক্তিকানি চ ধারয়েৎ।
ত্রিগুণং পশ্যতে মূল্য-মেকৈকস্য ক্রমেণ তু ॥ ৫৯ ॥
গুঞ্জাদ্ধিকৈশ্চতুর্ভিশ্চ পঞ্চাশন্মূল্যমাদিশেৎ।
পঞ্চমে চতুরশীতিঃ ষষ্ঠে দ্বষ্টোত্তরং শতম্ ॥ ৬০ ॥
দ্বিশতঞ্চ চতুর্ণাঞ্চ সপ্তমে চ বিনির্দিশেৎ।
নৈতৎ সপ্তশতাশীতিরষ্টাধিক্যং বিনির্দিশেৎ ॥ ৬১ ॥
দশমেকং সহস্রন্তু অষ্টষষ্টিং বিনির্দিশেৎ।
একাদশে সহস্রৈক-মষ্টাশীতিচতুঃশতম্ ॥ ৬২ ॥
দ্বাদশে দ্বিসহস্রাণি দ্বিশতঞ্চ বিনির্দিশেৎ।
সপ্তষষ্ট্যাং শতাধিক্যং দ্বে সহস্রে বিনির্দিশেৎ ॥ ৬৩ ॥
চতুর্দশে দ্বিসহস্রাণি সপ্ততিশ্চোত্তরে ত্রয়ম্।
পঞ্চদশে ভবেন্মূল্যং ... ... ... রাশিবর্ত্তকঃ ॥ ৬৪ ॥
অতঊর্দ্ধত্রিকে মধ্যে পাদমূল্যং নিবর্ত্ততে ॥ ৬৫ ॥
... ... ... ... সংজ্ঞয়াং যাবদষ্টশতানি চ।
সহস্রে চ শতং বিদ্যাদ্-দ্বিগুণেনোনবিংশতিঃ ॥ ৬৬ ॥
সহস্রৈকশতং ন্যূনে খ্যাপয়েৎ ভূপদে পদে।
বিংশমেকোত্তরং যাবৎ ক্ষিপেদ্রাশিক্রমেণ তু ॥ ৬৭ ॥
জাতং পরৈকবিংশত্যা ত্রিগুণং বৈ ক্রমেণ তু।
চতুস্ত্রিকৈশ্চতুর্গুণ্যা পঞ্চ পঞ্চগুণৈঃ স্মৃতম্ ॥ ৬৮ ॥
গুণা দশ প্রশংসন্তি যাবত্রিংশাষ্টসম্ভবাৎ।
দ্বৌ কলঞ্জৌ ত্রিকস্থানে বিংশগুণ্যং প্রয়োজয়েৎ ॥ ৬৯ ॥
প্রাজ্ঞস্তঞ্চ বিজানীয়াত্তস্য মূল্যঞ্চ উত্তমম্।
দ্বৌ কলঞ্জৌ ... ... জলবিন্দুং লভেৎ ক্বচিৎ ॥ ৭০ ॥
সুরৈরর্চনযোগ্যাস্তন্নরৈরেতন্ন ধার্য্যতে।
লক্ষমেকং ভবেৎ সম্যক্ সপ্তদশসহস্রকৈঃ ॥ ৭১ ॥
বর্দ্ধতে বর্দ্ধতে মূল্যং ক্ষীণে ক্ষীণস্তথৈব চ।
পূর্ণচন্দ্রনিভং কান্ত্যা সুবৃত্তং মৌক্তিকং ভবেৎ ॥ ৭২ ॥

---

(৫৯) পশ্যতে পশ্যতি যদেত্যির্থঃ।

ক্ষীয়ন্তে সমভাগানি শেষমেকমবাপ্নুয়াৎ।
যৎসর্ব্বাঙ্গময়ে যস্মিন্ মৎস্যাখ্যে সদশেঽপি বা। ৭৩ ॥
অধমন্তদ্বদেদ্বিদ্বান্ তস্য মূল্যং বিনির্দ্দিশেৎ।
রাগশর্করেরেখাশ্চ স্ফুটিতং পর্শ্ববেধিতম্ ॥ ৭৪।
অধমং তদ্বদেৎ বিদ্বান্ তস্য মূল্যং বিনির্দ্দিশেৎ।
সূক্ষ্মোঽপি বিমলচ্ছায়ো-বৃত্তোমধুনিভো গুরুঃ ॥ ৭৫ ॥
সিতস্নিগ্ধগুরুত্বঞ্চ তজ্জ্ঞেয়ং মৌক্তিকোত্তমম্।
ন্যূনাতিরিক্তমূল্যানি বিনা শাস্ত্রেণ কেবলম্ ॥ ৭৬ ॥
ন শক্লোম্যহমাখ্যাতুং প্রলয়ে সমুপস্থিতে।
কদাচিদ্ভবতি ছায়াপীতত্বং মৌক্তিকস্য তু ॥ ৭৭ ॥
বিভবাদিক্ষয়স্তস্য বর্জ্জয়েত্তৎপ্রযত্নতঃ।
পুরা বিগ্রহতুঙ্গাখ্যা সমুদ্রাস্তং বিনির্দ্দিশেৎ ॥ ৭৮ ॥
শাস্ত্রোক্তমথ সংখ্যা চ বুধস্তন্মার্গমাদিশেৎ।
ক্ষীয়তে বর্দ্ধতে চৈব যুক্তকালপ্রবর্ত্তনম্ ॥ ৭৯ ॥
ত্রিংশদ্বিগ্রহতুঙ্গৈশ্চ দিনৈরেকং বিনির্দ্দিশেৎ।
হেম্না তত্ত্ববুধঃ প্রাজ্ঞঃ সম্যক্ শাস্ত্রপ্রয়োগতঃ ॥ ৮০ ॥
ছায়া চ দার্থকশ্চৈব রচিকা সিক্তমেব চ।
রূপ্যং পূর্ব্বঞ্চ বিজ্ঞেয়ং দ্রব্যসংখ্যাপ্রমাণকম্ ॥ ৮১ ॥
ত্রয়োদশং ধারণঞ্চ রক্তসংজ্ঞাং বিনির্দ্দিশেৎ।
বিংশত্যা দার্থকং জ্ঞেয়ং ত্রিংশত্যা সিক্তকং ভবেৎ ॥ ৮২ ॥
অসিতে ধারণে কূপ্যং পূর্ণ ার্দ্ধসিতং ভবেৎ।
উৎপত্তির্জাতিরিত্যেবং মৌক্তিকানাঞ্চ লক্ষণম্।
তৌল্যং প্রমাণঞ্চ তথা শাস্ত্রার্থেন বিচারয়েৎ ॥ ৮৩ ॥

---

(৭৩) মৎস্যাখ্যো দোষবিশেষঃ।
(৭৪) রাগশর্করাদয়োঽপি মুক্তাদোষাঃ।
(৭৫) মধুনিভঃ মধুবর্ণাভঃ।
(৭৮) পীতচ্ছায়মুক্তাধারণে ধনাদিক্ষয়ো জায়তে অতঃ সা ন ধার্য্যা।
(৮১) রূপ্যমিত্যত্র কূপ্যমিতি কচিৎ।

মৌক্তিকে যদি সন্দেহঃ কৃত্রিমে সহজেঽপি চ।
পরীক্ষা তত্র কর্ত্তব্যা রত্নশাস্ত্রবিশারদৈঃ ॥ ৮৪ ॥
ক্ষিপেৎ গোমূত্রভাণ্ডেষু লবণক্ষারসংযুতম্।
স্বেদয়েদেকরাত্রিঞ্চ শ্বেতবস্ত্রেণ বেষ্টয়েৎ ॥ ৮৫ ॥
হস্তে মৌক্তিকমাদায় ব্রীহিভিস্তদ্বিমর্দ্দয়েৎ।
বিকৃতিং নৈবমন্বেতি মৌক্তিকং দেবভূষণম্ ॥ ৮৬ ॥
কৃত্রিমান্ মৌক্তিকান্ কেচিৎ কুর্ব্বন্তি নিপুণা জনাঃ।
প্রগল্ভোরত্নশাস্ত্রজ্ঞঃ শাস্ত্রোক্তেন বিচারয়েৎ ॥ ৮৭ ॥

ইতি মৌক্তিকপরীক্ষা।

---

( ৮৪ ) সন্দেহ ইতি পরীক্ষা কর্ত্তব্যা। তৎপ্রকারমাহ মৌক্তিক ইতি।

( ৮৭ ) শাস্ত্রোক্তেন রত্নশাস্ত্রোক্ত প্রণাল্যা।

# অথ পদ্মরাগপরীক্ষা।

অগস্তিরুবাচ।

—*—

ত্রৈলোক্যহিতকামার্থং পুরেন্দ্রেণ হতোঽসুরঃ।
বিন্দুমাত্রমসৃক্তস্য যাবন্ন পততে ভুবি॥ ১ ॥
গৃহীত্বা তৎক্ষণাদ্ভানুস্তাবদ্দৃষ্টোদশাননঃ।
তদ্ভয়াত্তেন বিক্ষিপ্তং অসৃক্তস্য মহীতলে॥ ২ ॥
নদ্যাং রাবণগঙ্গায়াং দেশে সিংহলকোদ্ভবে।
তটদ্বয়ে চ তন্মধ্যে বিক্ষিপ্তং রুধিরং তথা॥ ৩ ॥
রাত্রৌ তদন্তসাং মধ্যে তীরদ্বয়সমাশ্রিতম্।
খদ্যোতবহ্নিবদ্দীপ্তং মূর্দ্ধ্নি বহ্নিপ্রকাশিতম্॥ ৪ ॥
পদ্মরাগং সমুদ্ভূতং ত্রিধা ভেদৈকজাতয়ঃ।
সুগন্ধিঃ কুরুবিন্দশ্চ পদ্মরাগমনুত্তমম্॥ ৫ ॥
উৎপত্তিস্থানমেকস্য বর্ণভেদাৎ পৃথক্ পৃথক্।
কথয়ামি সমাসেন লোকানাস্ত হিতায় বৈ॥ ৬ ॥
শৃণুধ্বং মুনয়ঃ সর্ব্বে মণিশাস্ত্রস্য নির্ণয়ম্।
উৎপত্তিমাকরাংশ্চৈব গুণান্ দোষাংশ্চ মূল্যতাম্॥ ৭ ॥
একৈকস্য পৃথক্ বক্ষ্যে ছায়া তেভ্যঃ পৃথক্ পৃথক্।
সিংহলে কালপুরে চ রন্ধ্রে চ তুম্বুরে তথা।
এতে রত্নাকরাঃ সর্ব্বে মধ্যলোকে প্রকাশিতাঃ॥ ৮
সিংহলে চাতিরক্তশ্চ পাতং কালপুরে তথ।

---

( ১ ) অসৃক্ রক্তম্।
( ৩ ) তন্মধ্যে তস্যা রাবণগঙ্গায়া মধ্যে তত্তটদ্বয়ে চ।
( ৪ ) ঊর্দ্ধজ্যোতিরিত্যর্থঃ।
( ৮ ) একৈকস্য সুগন্ধেঃ কুরুবিন্দোঃ পদ্মরাগস্যেতি প্রত্যেকস্য। কালপুরঃ দেশবিশেষঃ। রন্ধ্রোঽপি তথা। তুম্বুরুরপি দেশবিশেষঃ।

তাম্রভান্থনিভং রন্ধ্রে হরিচ্ছায়ন্তু তুম্বুরে।
নামধারকরত্নানি তুম্বুরে রত্নজাতয়ঃ ॥ ৯ ॥
ত্রিবর্গে চাষ্টধা দোষাস্তদ্বর্গে গুণসংযুতম্।
ছায়া তু ষোড়শী প্রোক্তা মূল্যং ত্রিংশাধিকং স্মৃতম্ ॥ ১০ ॥
বিচ্ছায়ং দ্বিপদং ভিন্নং কর্করং লশুনাপদম্।
কোমলং জলধূম্রে চ মণিদোষাষ্টধা স্মৃতাঃ ॥ ১১ ॥
অন্যোন্যমনেকত্বং ত্রিভির্মধ্যে দ্বয়েঽপি বা।
যৎফলং ধারণাত্তেষাং তদ্বক্ষ্যামি বিশেষতঃ ॥ ১২ ॥
যদুক্তং পূর্ব্বমুনিভির্ম্মণীনাঞ্চ গুণাগুণম্।
পদ্মরাগস্য মধ্যে তু কুরুবিন্দং সুগন্ধিকম্ ॥ ১৩ ॥
যস্য হস্তে তু তদ্রত্নং স ভবেৎ পৃথিবীপতিঃ।
বিকৃতিচ্ছায়সম্পন্নং ত্রিষু বর্ণেষু যৎ কচিৎ ॥ ১৪ ॥
দেশত্যাগো ভবেত্তস্য বিরোধো বন্ধুভিঃ সহ।
সিংহলে সরিতোঞ্জাতং দ্বিপদঞ্চ মণিং কচিৎ ॥ ১৫ ॥
ধারয়ন্তি চ যেঽজ্ঞানাৎ শৃণু প্রাপ্নোতি যৎফলম্।
রণেষু প্রাঙ্মুখত্বঞ্চ খড়্গাপা ঃং লভেচ্ছিরে ॥ ১৬ ॥
অপ্রাপ্তগুণদোষস্ত ত্যজেল্লক্ষণবিন্মুনিঃ।
ভিন্নদোষৈস্ত সংযুক্তো-মূর্খৈর্যৈস্ত করে ধৃতঃ ॥ ১৭ ॥
দোষস্তেষাং প্রবক্ষামি শৃণুধ্বং মুনয়ঃ স্ফুটম্।
পুত্রশোকঞ্চ বৈধব্যং বংশচ্ছেদঞ্চ তৎক্ষণাৎ ॥ ১৮ ॥
বিনা মূল্যেন তৎ প্রাপ্তং ত্যজেল্লক্ষণবিন্মুনিঃ।
কর্করাদোষপাষাণৈর্মণয়ঃ কায়মাশ্রিতাঃ ॥ ১৯ ॥
গৃহীতা যানি কুর্ব্বন্তি তানি বক্ষ্যাম্যহং মুনে।
যস্য হস্তে তু তদ্রত্নং শতমষ্টোত্তরাময়ম্ ॥ ২০ ॥

---

(১০) ত্রিবর্গে ত্রিসংখ্যাবিশিষ্টসমূহে সুগন্ধাদিত্রিকে ইতি যাবৎ।

(১১) বিচ্ছায়ং—বিবিধচ্ছায়ায়ুতম্। বিকৃতবর্ণং বা। বিচ্ছায়মিতি বা পাঠঃ। দোষাষ্টধা ইত্যত্র বিসর্গলোপেঽপি সন্ধিরার্ষঃ।

(১৪) বিচ্ছায়মণিধারণাৎ দেশত্যাগোভবেদিতি দোষঃ।

(১৬) শিরে ইতি সর্ব্বে সান্তা অদন্তা ইতি নিয়মাৎ।

(১৯) কায়ং দেহং আশ্রিতাঃ শরীরে ধৃতা ইত্যর্থঃ।

(২০) আময়ো রোগঃ। অষ্টোত্তরশতং রোগং উপৈতীত্যন্বয়ঃ।

স পুত্রপশুবান্ধব্যানুপৈতি চাক্ষয়ান্ গুণান্।
ন গুণেন চ দোষোঽস্তি ন চার্থো নৈব চাদরঃ ॥ ২১ ॥
লশুনাপদমত্রত্বং নাধমং নৈব চোত্তমম্।
পক্ককঙ্কোলকাভানি অশোকপল্লবানিভম্ ॥ ২২ ॥
মধুবিন্দুনিভঞ্চৈব কোমলং ত্রিবিধং স্মৃতম্।
ধনায়াশোকপত্রাভং চিরশ্রীর্ম্মধুনা নিভম্ ॥ ২৩ ॥
শ্রিয়মায়ুঃ ক্ষয়ং যাতি কঙ্কোলীফলসন্নিভে।
রঙ্গহীনং জলং রত্নং যস্য বেশ্মনি তিষ্ঠতি ॥ ২৪ ॥
অতিবাদমমিত্রত্বং চিন্তাশোকভয়ং সদা।
সিংহলে সরিদুদ্ভূতো-ধূম্রবর্ণনিভোমণিঃ ॥ ২৫ ॥
বধচ্ছায়াভয়ং তস্য যস্য হস্তে স বিদ্যতে।
খ্যাতা চাষ্টবিধা দোষা রত্নশাস্ত্রেষু যে স্মৃতাঃ ॥ ২৬ ॥
গুণবদ্ধারণাৎ পুণ্যং মুনয়ঃ শৃণুতো হি তৎ।
স্নিগ্ধচ্ছায়া গুরুত্বঞ্চ নির্ম্মলং রঙ্গসংযুতম্ ॥ ২৭ ॥
পদ্মরাগমণেশ্চৈব চত্বারশ্চ মহাগুণাঃ।
গবাং ভূমিষু কন্যানাং অশ্বমেধে শতক্রতৌ ॥ ২৮ ॥
দত্তেষ্বনুষ্ঠিতং পুণ্যং পদ্মরাগস্য ধারণাৎ।
নানাবিধাশ্চ তে বর্ণা মণীনাং কায়সংস্থিতাঃ ॥ ২৯ ॥
সান্দ্রা লাক্ষারসাভাশ্চ পদ্মবর্ণাশ্চ দূরতঃ।
দাড়িমীবীজসঙ্কাশা লোধ্রপুষ্পসমত্বিষঃ ॥ ৩০ ॥
বন্ধূকপুষ্পশোভাঢ্যা মাঞ্জিষ্ঠা কুঙ্কুমপ্রভাঃ।
সন্ধ্যারাগযুতাঃ সর্ব্বে ভবন্তি স্ফুটবর্চসঃ ॥ ৩১ ॥

---

(২২) লশুনাপদকমিতি পাঠভেদঃ। কঙ্কোলফলং কাঙ্কোল্, কাঁকরোল অথবা বনকপুর ইতিখ্যাতম্।
(২৩) ধনায় ধনহেতবে ভবতি।
(২৫) অতিবাদং কলহঃ। অমিত্রত্বং শত্রুতা।
(২৭) শৃণুত উ ইতিচ্ছেদঃ। উ সম্বোধনে।
(২৮) চতুর্ভিশ্চ মহাগুণৈরিতি বা পাঠঃ। মহাগুণৈর্ব্বিশিষ্টঃ। গবাং ভূমিষু গোষ্ঠেষু। কন্যানাং দানে ইতি যোজ্যম্।
(৩০) সান্দ্রা নিবিড়া। লাক্ষারসাভা অলক্তকবর্ণাঃ। ত্বিট্ দীপ্তিঃ।

পারিজাতকপুষ্পাভা কুসুম্ভকুসুমপ্রভা।
হিঙ্গুলদ্যুতিসঙ্কাশাঃ শাল্মলীপুষ্পসন্নিভা॥ ৩২॥
চকোরসারসাক্ষাভাঃ কোকিলাক্ষনিভাঃ পুনঃ।
প্রদ্যোতা রাগতঃ সর্ব্বে তদ্বর্ণমণয়ঃ স্মৃতাঃ।
তেষাং বর্ণবিভাগোঽয়ং কথিতশ্চ সুবিস্তরম্॥ ৩৩॥

ঋষয় উচুঃ।

সর্ব্বেষাং মণিরত্নানাং ত্বয়োক্তশ্চ সমুচ্চয়ঃ।
তদ্ভেদং শ্রোতুমিচ্ছামঃ কথয়স্ব যথাতথম্॥ ৩৪॥
কো বর্ণঃ পদ্মরাগস্য কুরুবিন্দস্য কো ভবেৎ।
কথং সৌগন্ধিকস্যাপি বর্ণভেদাঃ পৃথক্ পৃথক্॥ ৩৫॥

অগস্তিরুবাচ।

পদ্মিনীপুষ্পসঙ্কাশঃ খদ্যোতাগ্নিসমপ্রভঃ।
কোকিলাক্ষনিভো যশ্চ সারসাক্ষিসমপ্রভঃ॥ ৩৬॥
চকোরনেত্রসম্ভাসঃ সপ্তবর্ণসমন্বিতঃ।
পদ্মরাগঃ সবিজ্ঞেয়-শ্ছায়াভেদেন লক্ষ্যতে॥ ৩৭॥
শশাঙ্কলোধ্রসিন্দূর-গুঞ্জাবন্ধূককিংশুকৈঃ।
অতিরক্তং সুপীতঞ্চ কুরুবিন্দমুদাহৃতম্॥ ৩৮॥
ঈষন্নীলং সুরক্তঞ্চ জ্ঞেয়ং সৌগন্ধিকং বুধৈঃ।
লাক্ষারসনিভঞ্চৈব হিঙ্গুলকুসুমপ্রভম্॥ ৩৯॥
ছায়া চাত্র ত্রয়াণাঞ্চ কথিতা চ সুবিস্তরম্।
মূল্যং তস্য প্রবক্ষ্যামি শৃণুধ্বং মুনয়ঃ সদা॥ ৪০॥
ত্রিবর্গেণ বিধির্মূল্যমেকৈকস্য ত্রিভিস্ত্রিভিঃ।
কান্তিরঙ্গৈকবিংশত্যা মূল্যং ত্রিংশদ্বিধং ভবেৎ॥ ৪১॥

---

(৩৩) রাগতঃ রাগেণ রক্তবর্ণতয়া প্রদ্যোতাঃ প্রকৃষ্টদ্যুতিমন্তঃ।
(৩৪) সমুচ্চয়ঃ সমুদায়ঃ সংগ্রহোবা। তদ্ভেদং তেষাং বিশেষম।
(৩৬) খদ্যোতঃ স্বনামখ্যাতঃ কীটঃ।
(৩৭) যঃ মণিঃ প্রোক্তসপ্তবর্ণবিশিষ্টঃ সঃ পদ্মরাগঃ।
(৩৮) শশরক্তাদিভিরুপমীয়মানমতিরক্তং সুপীতং বা রক্তং কুরুবিন্দসংজ্ঞকমিত্যর্থঃ।
(৩৯) ত্রয়াণাং পদ্মরাগকুরুবিন্দসৌগন্ধিকানাং ছায়া বর্ণঃ।

ঊর্দ্ধবর্ত্তিস্তথা দীপ্তিঃ পার্শ্ববর্ত্তিশ্চ যোমণিঃ।
পিণ্ডরঙ্গঃ স বিজ্ঞেয় উত্তমাধমমধ্যমৈঃ॥ ৪২॥
যোমণির্ম্মুচ্যতে বাহে বহ্নিরাশিসমদ্যুতিঃ।
কান্তিরঙ্গঃ স বিজ্ঞেয়ো রত্নশাস্ত্রবিশারদৈঃ॥ ৪৩॥
বালার্কদিঙ্‌মুখঞ্চৈব দর্পণে ধারয়েন্মণিম্।
ছায়ামধ্যে মণীনান্তু কান্তিরঙ্গং বিনির্দিশেৎ॥ ৪৪॥
তৎকান্তিং সর্ষপৈর্গৌরৈঃ প্রমাণৈর্ধারয়েদ্‌বুধঃ।
তদ্বক্ষ্যে লক্ষণৈরঙ্গৈঃ সর্ষপৈর্নাভিবিংশকৈঃ॥ ৪৫॥
মূর্দ্ধ্নিকান্তিপ্রমাণস্তু কশ্চিদ্ভবতি যোমণিঃ।
বিংশমেকোত্তরং রঙ্গে ক্ষত্রিয়ং তং বিনির্দ্দিশেৎ॥ ৪৬॥
যবার্দ্ধং যবমেকন্তু দ্বৌ যবা ... ... ... ...।
মাষা যন্মণয়োৎসর্গং যবমেকন্তু মানসম্॥ ৪৭॥ ?
ঊর্দ্ধবর্ত্তিমণিশ্চৈব যবোৎসর্গপ্রমাণতঃ।
যন্মাত্রমণিবিস্তারং তেষাং মূল্যং কথম্ভবেৎ॥ ৪৮॥
দশোত্তরশতে দ্বে চ পদ্মরাগস্য মূল্যতাম্।
কুরুবিন্দে পদন্যূনং সৌগন্ধে চার্দ্ধমূল্যতা॥ ৪৯॥
দ্বিশতঞ্চ শতাদর্দ্ধং পঞ্চাশার্দ্ধশতাধিকম্।
শতপঞ্চাধিকে পার্শ্বে সপ্তসপ্তত্যধোভবেৎ॥ ৫০॥
সৌগন্ধিকে ঊর্দ্ধবর্ত্তি-সপ্তপঞ্চাধিকোভবেৎ।
সপ্তসপ্ততিপার্শ্বে চ পঞ্চাশার্দ্ধৈরধঃ স্মৃতঃ॥ ৫১॥
যবত্রয়প্রমাণেন একৈকং বর্দ্ধতে যদি।
স্থাপয়েদ্‌দ্বিগুণং মূল্যং যাবন্মাত্রোঽষ্টভির্ভবেৎ॥ ৫২॥
মণিমাত্রা চ পাদাংশ-ন্যূনা চৈব ভবেৎ ক্বচিৎ।
ক্রীয়তে দ্বিগুণং মূল্যং কথয়ামি মহামুনে॥ ৫৩॥
কান্তিসর্ষপকান্তিস্তু একৈকং বর্দ্ধতে যদি।
স্থাপয়েদ্‌দ্বিগুণং তেষাং যাবদ্বিংশতিসর্ষপাঃ॥ ৫৪॥

---

(৪৪) ঊর্দ্ধবর্ত্তিঃ ঊর্দ্ধগামিনী প্রভা।
(৪৬) একোত্তরং একাধিকম। রঙ্গে পরিভাষাবিশেষে।
(৪৯) চতুর্থাংশহীনম্।
(৫৩) মাত্রা পরিমাণম্।

কুরুবিন্দং সুগন্ধিশ্চ কান্তিরঙ্গং ভবেৎ যদি।
পাদাংশং ক্ষীয়তে মূল্যং তেষাঞ্চৈব ক্রমেণ তু॥ ৫৫ ॥
মাত্রাধিকশ্চ কান্তিশ্চ, কশ্চিদ্ভবতি যোমণিঃ।
উভৌ তেষাঞ্চ মূল্যঞ্চ তন্মূল্যং স্থাপয়েদ্বুধঃ॥ ৫৬॥
অধমা অধিমাত্রস্তু বিশ্বকান্তিশ্চ যোভবেৎ।
ক্ষীয়তে গাত্রমূল্যানি কান্তিমূল্যং বিনির্দিশেৎ॥ ৫৭ ॥
ষড়্‌বিংশৎকোটিভিশ্চৈব লক্ষমেকোনবিংশতিঃ।
চতুস্তালসহস্রাণি পদ্মরাগঃ পরং স্মৃতম্॥ ৫৮ ॥
সুচ্ছায়ানিভগাত্রাণি লক্ষণৈঃ সংযুতানি চ।
সিংহলস্যাপি ষড়্‌ভাগং রন্ধ্রতুম্বুরয়োর্ভবেৎ॥ ৫৯ ॥
কালপূরাকরে যে চ মণয়োলক্ষণান্বিতাঃ।
ত্রিভাগং সিংহলস্যাপি লঘুমূল্যং নিয়োজয়েৎ॥ ৬০ ॥
দীপ্তিলক্ষণসংযুক্তং প্রাপ্যতে মূল্যমুত্তমম্।
দীপ্তিলক্ষণহীনঞ্চ কিঞ্চিন্মূল্যং বিনির্দিশেৎ॥ ৬১ ॥
আকরে চোত্তমে জাতো-লক্ষণৈর্ধার্য্যতে যদি।
প্রমাণঞ্চ লভেত্তেষাং জ্ঞাত্বা মূল্যঞ্চ আদিশেৎ॥ ৬২ ॥
লঘুত্বং কোমলত্বঞ্চ পদ্মরাগে পরিত্যজেৎ।
লঘু বজ্রং প্রশংসন্তি .. ... ... ... ॥ ৬৩ ॥
সন্দেহোজায়তে কশ্চিৎ কৃত্রিমে সহজেঽপি বা।
লক্ষয়েৎ স্থানসংযুক্ত মুভৌ চাপি পরস্পরম্॥ ৬৪ ॥
অজাতির্নশ্যতে জাত্যা জাতির্ভাতিং প্রকাশয়েৎ।
লক্ষণেনৈব লক্ষ্যন্তু সন্দেহানি পরিত্যজেৎ॥ ৬৫ ॥
নীলং বা পদ্মরাগং বা লক্ষণৈর্ব্বা বিলক্ষ্যতে।
ন চান্যৈর্লক্ষ্যতে লক্ষ্যং শাণৈনাপি বিলেখয়েৎ॥ ৬৬ ॥

ইতি পদ্মরাগপরীক্ষা।

---

(৫৭) অধিমাত্রং অধিকপরিমাণম্। বিশ্বকান্তিঃ পূর্ণকান্তিঃ।
(৬০) কালপূরাখ্যদেশস্থে আকরে। কালপূরাকরে বা পাঠঃ।
(৬৫) জাত্যমণিনা অজাতির্নাশংভঙ্গমাপ্নোতি। জাত্যমণেস্তু দীপ্তির্ভবেৎ।
(৬৬) শাণৈর্যন্ত্রবিশেষৈর্ন বিলেখয়েৎ ঘর্ষণনিমিত্তক্ষয়ং প্রাপ্নোতি।

# অথ ইন্দ্রনীল-পরীক্ষা।

অগস্তিরুবাচ।

—:++:—

দানবেন্দ্রং সুরেন্দ্রেণ হতোবজ্রেণ মস্তকে।
তেন বজ্রপ্রহারেণ পতিতো ধরণীতলে॥ ১ ॥
অসৃক্‌পিত্তানি বিক্ষিপ্তা বিক্ষিপ্তানি দিশোদশ।
পতিতে লোচনে যত্র দানবস্য মহাত্মনঃ ॥ ২ ॥
মহাদ্রিশোভনে নীল ... ... ... ...।
বিষয়ে সিংহলে চৈব গঙ্গাতুল্যা মহানদী॥ ৩ ॥
তীরদ্বয়ে চ তন্মধ্যে বিক্ষিপ্তে নয়নে যথা।
ঈষন্মাত্রে পৃথক্ স্থানে কালিঙ্গবিষয়ে তথা ॥ ৪ ॥
পতিতে লোচনে যত্র তত্র জাতা মহাকরাঃ।
সিংহলস্যাকরাদ্যে চ সমুদ্ভূতাঃ সুশোভনাঃ ॥ ৫ ॥
মহানীলাস্তু বিজ্ঞেয়াঃ কলিঙ্গস্য তথোদ্ভবাঃ।
নামধারকবিজ্ঞেয়া-স্ত্রিষু লোকেষু বিশ্রুতাঃ ॥ ৬ ॥
সিংহলীয়াকরৌ দ্বৌ চ উত্তমাধমসংজ্ঞকৌ।
সিংহলস্যাকরোদ্ভূতা মহানীলাস্তু যে স্মৃতাঃ ॥ ৭ ॥
চতুর্ব্বর্ণং বিজানীয়াৎ ছায়াভেদেন লক্ষয়েৎ।
ঈষৎসিতশ্চ যোনীলো জ্ঞেয়োবর্ণোত্তমস্তথা ॥ ৮ ॥
কিঞ্চিদারক্তনীলশ্চ বিজ্ঞেয়ঃ ক্ষত্রিয়স্তথা।
বৈশ্যস্তু নীলপীতাভঃ শূদ্রোযোনীলকৃষ্ণভঃ ॥ ৯ ॥
কালপূরাকরে নীলঃ শ্যেনচক্ষুনিভোমতঃ।
চতুর্ব্বর্ণৈস্তথা খ্যাতাঃ শূদ্রবৈশ্যনৃপদ্বিজাঃ ॥ ১০ ॥

---

(১) দানবেন্দ্রঃ বলাসুরঃ।
(২) অসৃক্ বিক্ষিপ্তা, পিত্তানি চ বিক্ষিপ্তানি।
(৩) বিষয়ে দেশে। সিংহলে দেশে ইতি সামানাধিকরণ্যেনাম্বয়ঃ।

পূর্ব্বং যথা ময়া খ্যাতং নীলানাং বর্ণলক্ষণম্।
যৎপুণ্যং ধারণাত্তেষাং শূদ্রবৈশ্যনৃপদ্বিজৈঃ ॥ ১১ ॥
আকরোৎপত্তিবর্ণানা-মাখ্যাতা মুনিপুঙ্গবৈঃ।
দোষাস্তস্য প্রবক্ষ্যামি গুণাশ্ছায়া চ মূল্যতাম্ ॥ ১২ ।
নীলস্য ষড়্বিধা দোষা গুণাশ্চত্বার এব চ।
ছায়াশ্চৈকাদশ প্রোক্তা মূল্যং ষোড়শকং তথা ॥ ১৩ ॥
অভ্রিকাপটলচ্ছায়া কর্করা ত্রাসভিন্নকে।
মৃদা পাষাণকং ষট্ চ মহানীলস্য দূষণম্ ॥ ১৪ ॥
অভ্রছায়ন্ত নীলং যো-হ্যজ্ঞানাৎ ধারয়েৎ ক্বচিৎ।
বিভবায়ুঃক্ষয়ং যাতি বিদ্যুৎপাতোঽপি মস্তকে ॥ ১৫ ॥
কর্করাদোষসংযুক্ত-ধারণাচ্চৈব কিং ভবেৎ ?
দেশত্যাগোদরিদ্রত্বং ধৃতে দোষৈর্ন মুচ্যতে ॥ ১৬ ॥
ধন্বন্তরিঃ স্বয়ং বাপি ব্যাধিদোষান্ন মুঞ্চতি।
ত্রাসেন সহ সংযুক্তঃ কো দোষস্তস্য সম্ভবেৎ ॥ ? ১৭ ॥
ব্যাঘ্রান্মহাহিঋক্ষেভ্যো-দংষ্ট্রিভ্যশ্চ ভয়ং ভবেৎ।
সবাহ্যভিন্নদোষস্য ইন্দ্রনীলস্য দূষণম্ ॥ ১৮ ॥
বৈধব্যং পুত্রশোকশ্চ ধৃতে দোষৈর্ন মুচ্যতে।
ইন্দ্রনীলস্য মধ্যে তু মৃদশ্ছায়া চ বা ভবেৎ ॥ ১৯ ॥
ধৃতে নখাগ্রকেশেষু সদ্যঃ কুষ্ঠী ভবেন্নরঃ।
অশ্মপাষাণনীলানাং কায়মধ্যে ভবেদ্‌যদি ॥ ২০ ॥
রণে পরাঙ্মুখত্বঞ্চ খড়্গপাতশ্চ মস্তকে।
ইন্দ্রনীলস্য দোষাশ্চ খ্যাতাঃ সদ্যঃ সুবিস্তরম্ ॥ ২১ ॥

---

(১৪) মৃত ইতি পাঠোঽপি।
(১৫) মস্তকে বিদ্যুৎপাতোঽপি ভবেদিতি বাক্যশেষঃ।
(১৬) কর্করাদোষদুষ্টমণৌ ধৃতে সতি।
(১৮) বাহ্যভগ্নতা অন্তর্ভগ্নতা চেতি দ্বিবিধোভিন্নদোষ ইতি ধন্বন্তরে। তদ্ধারণে দূষণং দোষমাহ বৈধব্যমিতি।
(১৯) মৃদশ্ছায়া মৃত্তিকাবৎ শ্যামলতা।
(২০) তস্য কুনখিত্বং পালিত্যঞ্চ জায়ত ইতি ভাবার্থঃ। পাষাণাখ্যদোষমাহ অশ্মেতি। কায়মধ্যে ইন্দ্রনীলস্যাঙ্গে যদি সাধারণপ্রস্তরনৈল্যং দৃশ্যতে তর্হি পাষাণাখ্যোদোষঃ। তদ্ধারণে দোষমাহ রণে ইতি।

গুণাস্তেষাং প্রবক্ষ্যামি শৃণুধ্বং মুনয়ঃ পৃথক্ ।
গুরুঃ স্নিগ্ধশ্চ রঙ্গাঢ্যঃ স্বাশ্ববৎপার্শ্বরঞ্জনম্ ॥ ২২ ॥
ইন্দ্রনীলঃ সমাখ্যাতশ্চতুর্ভিশ্চ মহাগুণৈঃ ।
ইন্দ্রনীলমণেশ্ছায়াং কথয়ামি মহামুনে ॥ ২৩ ॥
নীলীরসনিভাঃ কেচিৎ নীলকণ্ঠনিভাঃ পরে ।
লক্ষ্মীপতিনিভাঃ কেচিৎ ধবলীপুষ্পসন্নিভাঃ ॥ ২৪ ॥
অতসীপুষ্পসঙ্কাশা কৃষ্ণাশ্চ গিরিকর্ণিবৎ ।
মত্তকোকিলকণ্ঠাভা ময়ূরগলবর্চসঃ ॥ ২৫ ॥
অলিপক্ষ্মনিভাঃ কেচিৎ শিরীষকুসুমত্বিষঃ ।
কৃষ্ণেন্দীবরভাঃ কেচিচ্ছায়াশ্চৈকাদশ স্মৃতাঃ ॥ ২৬ ॥
দোষহীনং গুণাঢ্যঞ্চ আকারৈশ্চোত্তমং যদি ।
তেষাং মূল্যং প্রবক্ষ্যামি শাস্ত্রদৃষ্টেন কর্ম্মণা ॥ ২৭ ॥
পিণ্ডস্থোঽপি প্রকাশো বা লক্ষণৈঃ সংবৃতো যদি ।
ষোড়শং মূল্যমুদ্দিষ্টং রত্নশাস্ত্রমনীষিভিঃ ॥ ২৮ ॥
ক্ষীরমধ্যে ক্ষিপেন্নীল মানীলঞ্চ পয়োভবেৎ ।
ইন্দ্রনীলঃ স বিজ্ঞেয়ঃ শাস্ত্রোক্তেন পরীক্ষিতঃ ॥ ২৯ ॥
শক্তিরেষা গুণা যস্য ইন্দ্রনীলস্য লক্ষণম্ ।
রঞ্জয়েদাত্মপার্শ্বস্থো-ন ত্যাজ্যোঽপি হন্তি যঃ ॥ ৩০ ॥
কান্তিরক্তেষু যন্মূল্যং পদ্মরাগেষু যৎ স্মৃতম্ ।
তদ্ যোজয়েদীন্দ্রনীলে যবমাত্রং ভবেদ্‌যদি ॥ ৩১ ॥
স্নিগ্ধঞ্চ নীলবর্ণাঢ্যং পিণ্ডস্থং সম্প্রকাশিতম্ ।
হীনং সৌগন্ধিকং বাপি তন্মূল্যং যোজয়েদ্বুধঃ ॥ ৩২ ॥

---

(২২) স্বাত্মবৎপার্শ্বরঞ্জনমিতি নীল্যা পার্শ্বস্থবস্তু রঞ্জনম্।

(২৪) নীলীরসঃ নীলনামকক্ষুপনিযাসঃ। নীলকণ্ঠঃ স্বনামখ্যাতঃ পক্ষী। লক্ষ্মীপতিঃ বিষ্ণুঃ তদ্বর্ণশ্চ শ্যামঃ। ধবলীপুষ্পং ধববৃক্ষপুষ্পম্। চীনকর্পূরং বা।

(২৫) অতসী শনঃ "তিষি" ইতি যস্য ভাষা। গিরিকর্ণিকা অপরাজিতাপুষ্পম্।

(২৬) অলিঃ ভ্রমরঃ তস্য পক্ষ্মঃ তদ্গাত্ররুহং লোম। ইন্দীবরং নীলপদ্মম্।

(২৯) শাস্ত্রোক্তেন শাস্ত্রযুক্ত্যা।

(৩১) যবমাত্রং যবপরিমাণম্।

অষ্টদোষবিনির্ম্মুক্ত-উত্তমাকরসন্নিভঃ।
পিণ্ডস্য অর্দ্ধমূল্যানি বালবৃদ্ধে নিয়োজয়েৎ ॥ ৩৩ ॥
পার্শ্বরঞ্জননীলানাং যবমাত্রপ্রমাণতঃ।
ভবেৎ পঞ্চশতং মূল্যং রত্নশাস্ত্রে ব্যুদাহৃতম্ ॥ ৩৪ ॥
যবমাত্রপ্রমাণেন লক্ষণৈঃ সংযুতং যদি।
পিণ্ডস্যমেকমূল্যঞ্চ পঞ্চাশদ্বা বিনির্দিশেৎ ॥ ৩৫ ॥
যবমাত্রাষ্টভির্যাবদিন্দ্রনীলশ্চ যো ভবেৎ।
চতুঃষষ্টিসহস্রাণি পরং মূল্যং সমাদিশেৎ ॥ ৩৫ ॥
বিস্তরেণ ময়াখ্যাতং মহারত্নস্য মূল্যকম্।
পুনঃ সংক্ষেপমাত্রেণ বালবৃদ্ধস্য লক্ষণম্ ॥ ৩৬ ॥

হিমাংশুসিক্তং হ্যুদয়ে চ কালে
যথা চ পুষ্পং ত্বতসীসমুত্থম্।
তথাসমচ্ছায়সমৃদ্ধিলক্ষণং
তমিন্দ্রনীলং বিবুধাঃ শ্রয়ন্তি ॥ ৩৭ ॥
ঘর্ম্মাংশুশুষ্ক ত্বতসীসমুত্থং
মধ্যাহ্নকালে রবিরশ্মিদীপ্তম্।
সংকোচকে কৃষ্ণবিবর্ণরূক্ষং
সা জীর্ণবর্ণাচ্চ ভবেন্ন দীপ্তিঃ ॥ ৩৮ ॥
তুষারতপ্তং রবিরশ্মিতপ্তং
সূর্য্যেঽস্তমানে পরিপক্কলূনম্।
আপাণ্ডুদূর্ব্বাঙ্কুরস্নিগ্ধভাবং
শৈবালনীলাচ্চ ভবেচ্চ দীপ্তিঃ ॥ ৩৯ ॥

নীলচ্ছায়াশ্চ পাষাণা দৃশ্যন্তে চ পৃথগ্বিধাঃ।
শাস্ত্রবাহ্যে ন তান্ জ্ঞাতুং মঘবাপি ন শক্যতে ॥ ৪০ ॥
বিভবায়ুষ্যমারোগ্যং সৌভাগ্যং শৌর্য্যসন্ততিঃ।
ধারণাদিন্দ্রনীলস্য সুপ্রীতঃ শতিকোভবেৎ ॥ ৪১ ॥

ইতি ইন্দ্রনীলপরীক্ষা।

---

(৩৩) বালঃ নবোদ্ভবঃ। বৃদ্ধঃ বহুকালোৎপন্নতয়া জীর্ণঃ। এতয়োর্লক্ষণমগ্রেঽভিহিতম্।
(৩৪) যঃ পার্শ্বং রঞ্জয়তি স নীলঃ পার্শ্বরঞ্জনঃ।
(৩৫) পরম্ উৎকৃষ্টম্।
(৩৬) লক্ষণং চিহ্নং বচ্মীতি বাক্যশেষঃ।
(৪০) মঘবা ইন্দ্রঃ। শাস্ত্রবাহ্যেন শাস্ত্রোক্তপরীক্ষাদ্যুপায়ং বিনা।
(৪১) শতিকঃ বহুধনশালী। শতশব্দোঽত্র বহূনামুপলক্ষকঃ।

# অথ মকরত পরীক্ষা।

ঋষয়উচুঃ।

---

পুনঃ পৃচ্ছন্তি তে সর্ব্বে মুনয়শ্চ মহাদরাৎ।
কথ্যতাং পঞ্চমং রত্নং মহামারকতং মুনে॥ ১॥

অগস্তিরুবাচ।

রত্নাশ্চ বিবিধা জাতা দানবস্য শরীরতঃ।
তস্য পিত্তং গৃহীত্বা তু পাতালাধিপতির্যযৌ॥ ২॥
সন্তুষ্টশ্চান্তরীক্ষে তু যাবদ্গচ্ছেৎ স্বমালয়ম্।
তাবৎসম্পশ্যতে সৌরি-র্জননীমোক্ষকারণম্॥ ৩॥
তস্য বেগগতিং জ্ঞাত্বা মূর্চ্ছিতঃ পন্নগাধিপঃ।
গতিভঙ্গোরগোজাতো-বিহ্বলোভ্রান্তলোচনঃ॥ ৪॥
প্রভ্রষ্টং তস্য তৎপিত্তং মুখস্থং ধরণীতলে।
পতিতং দুর্গমে স্থানে বিষমে দুর্দ্ধরেঽপি চ॥ ৫॥
তুরুস্কবিষয়ে স্থানে উদধেস্তীরসন্নিধৌ।
ধরণীন্দ্রগিরিস্তত্র ত্রিষু লোকেষু বিশ্রুতঃ॥ ৬॥
তত্র জাতাকরাঃ শ্রেষ্ঠা মরকতস্য মহামুনে।
আকরা নৈব সিধ্যন্তি অল্পভাগ্যৈন রৈঃ ক্বচিৎ॥ ৭॥
সাধকাভাগ্যকালেন মহারত্নন্ত পশ্যতি।
সপ্ত দোষা গুণাঃ পঞ্চ মরকতস্য মহামুনে॥ ৮॥

---

(২) পাতালাধিপতিঃ বাসুকিনাগঃ।
(৩) সৌরিঃ সূর্য্যভ্রাতা গরুড়ঃ তস্য জননী বিনতা। মোক্ষস্তু দাস্যাৎ।
(৪) মূর্চ্ছিতঃ ভয়েন মোহমাপন্নঃ। গতিভঙ্গঃ উরগঃ ইতি ছেদঃ। সন্ধিরার্ষঃ। বিহ্বলঃ ভয়াদিতি যাবৎ।
(৫) তস্য বাসুকেঃ সকাশাৎ। প্রভ্রষ্টং তৎ পিত্তম্।
(৭) জাতাঃ আকরা ইতি ছেদঃ। সন্ধিস্ত্বার্ষঃ। নৈব সিধ্যন্তি নাসাদ্যন্তে।

রূক্ষঞ্চৈব চ বিস্ফোটং পাষাণং মলিনস্তথা।
শর্করোজঠরশ্চৈব সর্ব্বৈঃ সহ সপ্তমঃ ॥ ৯ ॥
রূক্ষদোষৈশ্চ সংযুক্তো-ব্যাধিরষ্টোত্তরং শতম্।
বিস্ফোটে খড়্গঘাতঞ্চ ললাটে হৃদরে শিরে ॥ ১০ ॥
বান্ধবৈঃ সুহৃদৈর্দ্দুঃখং পাষাণৈঃ সংযুতেঽপি চ।
বধিরোঽন্ধোভবেৎ ক্ষিপ্রং ধৃতে চ মলিনে ভবেৎ ॥ ১১ ॥
বৈধব্যং পুত্রশোকশ্চ কর্করাদোষধারণাৎ।
জঠরে দোষসংযুক্তে দংষ্ট্রিনোহি ভয়ং ভবেৎ ॥ ১২ ॥
সর্ব্বদোষৈস্তুসংযুক্তঃ স মণিস্ত্যজ্যতে ধ্রুবম্।
ধ্রুবং মৃত্যুমবাপ্নোতি যস্য হস্তে স বিদ্যতে ॥ ১৩ ॥
আকরোৎপত্তিদোষা যে কথিতাস্তে সুবিস্তরাৎ।
গুণাশ্ছায়া চ মূল্যানি বক্ষ্যামি শ্রূয়তাং মুনে ॥ ১৪ ॥
যানি রত্নানি তিষ্ঠন্তি গুণপঞ্চযুতানি চ।
কালকূটাদিসর্ব্বেষাং বিষবেগঃ প্রণশ্যতি ॥ ১৫ ॥
সু চ্ছায়ং গুরুবর্ণশ্চ স্নিগ্ধচ্ছায়মবেণুকম্।
গুণাঃ পঞ্চ সমাযুক্তং তৈস্তদ্রত্নং বিষাপহম্ ॥ ১৬ ॥
নলিনীদলমধ্যে তু জলবিন্দু যথা স্থিতম্।
তথা মরকতচ্ছায়া নির্ম্মলং গুরু সম্ভবেৎ ॥ ১৭ ॥
কৃত্বা করতলে চৈব ভাস্করাভিমুখং ধৃতম্।
রঞ্জয়েদাত্মপার্শ্বন্তন্ মহামারকতং স্মৃতম্ ॥ ১৮ ॥
গজবাজিরথৈর্দ্দৈত্তৈর্ব্বিপ্রাণাং বিষুবায়নে।
তৎপুণ্যং ধারয়েৎ যঃ স মরক্তস্তু ন সংশয়ঃ ॥ ১৯ ॥
ভুজঙ্গরিপুপক্ষাভং চাষপক্ষনিভং ভবেৎ।
হরিৎকাচনিভং কিঞ্চিৎ শৈবালসন্নিভং ভবেৎ ॥ ২০ ॥
কিঞ্চিৎ শাদ্বলসঙ্কাশং তথা বালশুকস্য চ।
পক্ষাগ্রবর্চসং তদ্বৎ খদ্যোতপৃষ্ঠবর্চসম্ ॥ ২০ ॥
ভানুকস্য করে ছিত্বা যা ছায়া সবলা ভবেৎ।
কিঞ্চিচ্ছিরীষপুষ্পাভা ছায়া চাষ্টবিধা স্মৃতা ॥ ১২ ॥

(২০) ভুজঙ্গরিপুঃ ময়ূরঃ তৎপিচ্ছবর্ণমিত্যর্থঃ। চাষঃ নীলকণ্ঠপক্ষী।

সহজৈকা ভবেৎ ছায়া ত্রিভিঃ শ্যামলিকা ভবেৎ।
ভেদাশ্চতুর্ব্বিধাঃ সন্তি মহামারকতস্য চ ॥ ২২ ॥
কা ছায়া সহজা ভাতি শুকপক্ষনিভা কথম্।
শিরীষকুসুমস্যৈব তুথকস্য কথং ভবেৎ ॥ ২৩ ॥
হরিতছায়মধ্যে তু কৃষ্ণাভা যদি সংস্পৃশেৎ।
তুথকঃ স ভবেৎ কান্তি-র্ব্বিজ্ঞেয়া কৃষ্ণশ্যামলা ২৪
হরিৎকষায়মধ্যে তু সিতাভা কিঞ্চিদুদ্ভবেৎ।
শিরীষকুসুমাভাতিঃ সা জ্ঞেয়া সিতশ্যামলা ॥ ২৫ ॥
মহামরক্তমধ্যে তু হেমজ্যোতির্যদা ভবেৎ।
তদ্বর্ণঃ শুকপক্ষাভো-জ্ঞাতব্যা সা তু শ্যামলা ॥ ২৬ ॥
ভাসহীনস্তু বর্ণাঢ্যং সুস্নিগ্ধশৈবলপ্রভম্।
সদ্রত্নং কান্তিমন্মধ্যে মরক্তং তদ্বিষাপহম্ ॥ ২৭ ॥
ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়োবৈশ্যঃ শূদ্রশ্চেতি চতুর্থকঃ।
ছায়াভেদেন বিজ্ঞেয়া-শ্চতুর্বর্ণক্রমেণ তু ॥ ২৮ ॥
প্রমাণগুণসম্পন্নং শ্যামলশ্চ বিশেষতঃ।
মূল্যং দ্বাদশকঞ্চৈব বক্ষ্যামি শ্রূয়তাং মুনে ॥ ২৯ ॥
যথা চ পদ্মরাগস্য খ্যাতং মূল্যঞ্চ সর্ব্বতঃ।
তথা মরকতস্যাপি শ্যামলে মূল্যমাদিশেৎ ॥ ৩০ ॥
বিস্তারকান্তেস্তন্মূল্যং মরক্তে সহজে ভবেৎ।
শুকাভা চোর্দ্ধবর্ত্তিশ্চ পার্শ্বে চ সিতশ্যামলা ॥ ৩১ ॥
কথিতাস্তমধ্যেরঙ্গে-র্যন্মূল্যং তুথকে হি তৎ।
ভবেৎ পঞ্চবিধং মূল্যং মরক্তে সহজেঽপি বা ॥ ৩২ ॥

---

(২৪) তুথকঃ "তুতিয়া" ইতি প্রসিদ্ধ উপধাতুঃ।

(২৫) সিতশ্যামলেত্যত্র ছন্দোঽনুরোধাৎ তকারস্য লঘুত্বম্। অথবা শামলা ইতি পারিভাষিকঃ শব্দঃ।

(৩০) খ্যাতং কথিতম্।

(২৬) মরক্তং মরকতম্।

(২৭) কান্তিমন্মধ্যে কান্তিমতাং মধ্যে রত্নানাং মধ্যে।

শুকে চ দ্বিশতং মূল্যং দশোত্তরং বিনির্দ্দিশেৎ।
শিরীষাভে শতৈকঞ্চ পঞ্চাশদষ্টকং ভবেৎ ॥ ৩৩ ॥
শতং পঞ্চাধিকং মৌল্যং যাবদ্‌গাত্রাষ্টকং ভবেৎ।
যবমাত্রপ্রমাণেন একৈকং বর্দ্ধতে যদি ॥ ৩৪ ॥
স্থাপয়েদ্দ্বিগুণং মূল্যং যবমাত্রাষ্টকং ভবেৎ।
মাত্রৈরষ্টভিশ্চেৎ যস্তু লক্ষণৈঃ সংযুতোপি বা ॥ ৩৫ ॥
চতুঃষষ্টিসহস্রাণি পরমং মূল্যমাদিশেৎ।
দোষাচ্চ পদ্মরাগাণাং যথা মূল্যং বিহীয়তে ॥ ৩৬ ॥
তথা মরকতে মূল্যং ক্ষীয়তে চ ন সংশয়ঃ।
সহজে রঞ্জনে কান্তৌ সমবর্ত্তে চ লাঘবে।
তথা চ বর্দ্ধতে মূল্যং মণ্ডলী দ্রাক্ প্রদাপয়েৎ ॥ ৩৭ ॥
দানবেন্দ্রাবনীত্যাগান্‌-মণয়শ্চ বিনির্গতাঃ।
লোকত্রয়হিতার্থায় ত্রিদশৈশ্চ প্রকাশিতাঃ ॥ ৩৮ ॥

ইতি মরকত-পরীক্ষা।

---

( ৩৩ ) শুকে শুকপক্ষিপক্ষাভে।
( ৩৫ ) মাত্রৈঃ যবাদিকৈঃ প্রমাণৈঃ।
( ৩৭ ) রঞ্জনাদ্যাধিক্যে মূল্যাধিক্যমিতি ভাবঃ।
( ৩৮ ) দানবেন্দ্রাবনীত্যাগাৎ বলাসুরস্ত মরণাৎপরমিতি যাবৎ।

# অথ প্রকীর্ণকম্ ।

অগস্তিরুবাচ।

---

স্ফুরন্তী-দাড়িমীরাগ-মশোকং মধুবর্ত্তিকম্ ।
কান্ত্যাতিরক্তং গন্ধাঢ্যং ন চ রঙ্গত্রিরঙ্গয়োঃ ॥ ১ ॥
কনকাভং বিরূক্ষঞ্চ মেঘৈস্তন্নীলকাধিকম্ ॥
গোমেদকঞ্চ বৈদূর্য্যং মরক্তঞ্চ চতুর্ব্বিধম্ ॥ ২ ॥
করস্ফটিকগর্ভেষু রাগাণামেকবিংশতিঃ ।
লক্ষ্যতে তেন লক্ষ্যন্তু রাগভেদৈঃ পৃথক্ পৃথক্ ॥ ৩ ॥
বজ্রমেকং পরিত্যজ্য রত্নানি ইতরে দশ।
লঘুত্বং কোমলত্বঞ্চ শাস্ত্রৈর্ব্বিদ্বান্ পরিত্যজেৎ ॥ ৪ ॥
রত্নমেকাদশং প্রোক্তং সর্ব্বৈঃ স্ফটিকসংজ্ঞকম্ ।
তয়োর্বাহ্যানি তত্রৈব প্রবালং বজ্রমৌক্তিকৈঃ ॥ ৫ ॥
জলবিন্দুশ্চ বজ্রঞ্চ পদ্মরাগেন্দ্রনীলয়োঃ ।
মরক্তেষু চ সম্পৃক্তং মহারত্নেষু পঞ্চষু ॥ ৬ ॥
পুষ্পরাগঞ্চ বৈদূর্য্যং গোমেদস্ফটিকপ্রভম্ ।
পঞ্চোপরত্নমেতেষাং প্রবালং বজ্রমৌক্তিকৈঃ ॥ ৭ ॥
গুরুত্বং লাঘবত্বঞ্চ বজ্রাণাং মৌক্তিকেষু চ ।
তৌল্যেন পশ্যতে মূল্যং শাস্ত্রোক্তেন তু মণ্ডলী ॥ ৮ ॥
পদ্মরাগেন্দ্রনীলানাং মরক্তানান্তথৈব চ ।
যবমাত্রপ্রমাণেন মণ্ডলী মূল্যমাদিশেৎ ॥ ৯ ॥

---

(১) মধুশ্চৈত্রঃ তত্র যজ্জায়তে তৎ অশোকং পুষ্পম্ ।
(২) বিরূক্ষং রূক্ষতাশূন্যম্ ।
(৪) রত্নানি ইত্যত্র সন্ধ্যাভাব আর্ষঃ। লঘুত্বমত্র ক্ষুদ্রতমত্বম্ ।
(৫) সর্ব্বৈঃ রত্নৈঃ সহ ইত্যর্থঃ ।
(৭) গোমেদস্ফটিকপ্রভং বৈদূর্য্যমিত্যন্বয়ঃ কার্য্যঃ
(৮) পশ্যতে ইত্যাত্মনেপদমার্ষম্। মণ্ডলী পরীক্ষকঃ।

যত্র গাত্রাষ্টভিশ্চৈব শাস্ত্রোক্তস্তু প্রমাণতঃ।
অধউর্দ্ধমধঃ কার্য্যং কর্ম্মমধ্যে নিয়োজয়েৎ॥ ১০॥
ছেদনোল্লে খনৈশ্চৈব স্থাপনে শোভকৃৎ যথা।
ধার্য্যত্বঞ্চ প্রমাণেন তেনৈব ধর উচ্যতে॥ ১১॥
গাত্ররঙ্গ গুণা দোষা মূল্যানি হ্যাকরাস্তথা।
শাস্ত্রহীনা ন পশ্যন্তি যদি সাক্ষাদহং ভবে॥ ১২॥
ন হি শাস্ত্রং বিনা চক্ষূ-রত্নানামাকরাদিকম্।
সাধ্যতে ত্রিদশৈস্তস্মাৎ পরীক্ষা রত্নবিজ্জনৈঃ॥ ১৩॥
শীতলশ্চ তলাশোকো-মেরুশৃঙ্গশ্চতুর্ম্মুখম্।
শক্তিনেত্রং রবিঃ পুষ্পং মঙ্গল্যানি বিভূষণা॥ ১৪॥
স্থাপনা দশধা প্রোক্তা দশানাং মার্গতঃ স্বয়ম্।
মার্গতঃ ষড়্বিধা জ্ঞেয়াঃ কর্ণস্যাভরণাঃ শুভাঃ॥ ১৫॥
বরগামাকরা কীর্ত্তির্মেহঃ কুসুমচন্দ্রমাঃ।
পারিজাতচতুর্থৌক্তৈ-র্লক্ষ্যশ্চ্ছে চ্ছাসহৈর্দশ॥ ১৬॥
চতুর্বিধা শিখা ত্রীণি পঞ্চমঞ্চ ইতি স্মৃতম্।
কণ্ঠাভরণকং দৃষ্ট্বা রত্নশাস্ত্রৈরুদাহৃতম্॥ ১৭॥
তন্মিশ্রিতং দ্বয়োর্মালা ত্রিভিঃ সারথিরুচ্যতে।
কণ্ঠাভরণকে দেয়া রত্নশাস্ত্রবিশারদৈঃ॥ ১৮॥
পঞ্চভিঃ ক্রমহারশ্চ কনকৈশ্চ চিতানি চ।
তেষাং মধ্যে বহূক্তানি তাং সংজ্ঞাং খ্যাপয়েদ্বুধঃ॥ ১৯॥
কর্ণাভরণবৃত্তৌ চ রত্নশাস্ত্রবিশারদঃ।
পঞ্চভিশ্চ মহারত্নৈঃ কনকৈঃ খচিতানি চ॥ ২০॥

---

(১০) কর্ম্ম অত্র পরিকর্ম্ম।
(১১) শোভকৃৎ ভবতীতি পূর্য্যম্।
(১২) গাত্রং মূল্যানিশ্চায়কং পারিভাষিকং প্রমাণম্। রঙ্গং রাগঃ। আকরা উৎপত্তিস্থানানি।
(১৩) সাধ্যন্তে জ্ঞায়তে। পরীক্ষা কর্ত্তব্যেতি শেষঃ।
(১৪) শীতলেত্যাদিকং পারিভাষিকং নাম।
(১৯) পঞ্চভিঃ রত্নৈরিতি যাবৎ।

সদোষমল্পমূল্যত্বাৎ বহুমূল্যং গুণান্বিতম্।
পরীক্ষিতঞ্চ তদ্রত্নং কার্য্যং শ্রীসুখদায়কম্॥ ২১ ॥
ভানবে পদ্মরাগঞ্চ মৌক্তিকং সোম উচ্যতে।
প্রবালোঽঙ্গারকে চৈব বুধে মরকতং তথা॥ ২২ ॥
বৃহস্পতৌ পুষ্পরাগং শুক্রে বজ্রং তথৈব চ।
ইন্দ্রনীলং শনৌ জ্ঞেয়ং গোমেদোরাহুরুচ্যতে।
বৈদূর্য্যং কেতবে স্যাত্তু গ্রহাণামিদমীপ্সিতম্॥ ১: ॥
ইত্যগস্তিমতং সমাপ্তম্।

(২২) অঙ্গারকে মঙ্গলগ্রহে প্রবালঃ প্রবালম্।

# অথ রত্নসংগ্রহঃ।

প্রণম্য পরমং ব্রহ্ম সাধুকৃত্যমহাত্মনাম্।
যোগ্যোমহর্ষিসিংহেন ক্রিয়তে রত্নসংগ্রহঃ ॥ ১ ॥
রত্নেষু প্রবরং বজ্রং বজ্রং স্যাদৈবতাশ্রয়ম্।
তচ্চতুর্ধা সিতং রক্তং পীতং কৃষ্ণং যথাক্রমম্ ॥ ২ ॥
মতঙ্গসূর্পারহিমাচলেষু কলিঙ্গকচ্ছান্ধ্রককোশলেষু।
ভবন্তি বজ্রাণি তু পীতকৃষ্ণ
তাম্রাণি পীতোজ্জ্বলশোভনানি ॥ ৩ ॥
গোমেদপুষ্পরাগাভ্যাং কাচস্ফটিকরোহিতৈঃ।
কৃত্রিমংজায়তেবজ্রং শাণৈস্তত্তৎ পরীক্ষয়েৎ ॥ ৪ ॥
কলঙ্ক-কাকপদক-মল-ত্রাস-বিবর্জিতম্।
কোটিধারাগ্রপার্শ্বৈশ্চ সমং বজ্রং প্রশস্যতে ॥ ৫ ॥

ইতি বজ্রম্।

শুক্তিবারাহশঙ্খাহি-বংশাবভ্রতিমিকুঞ্জরাঃ।
মুক্তানাং জাতয়োহষ্টৌ বহু বেধ্যঞ্চ শুক্তিজম্ ॥ ৬ ॥
বৃত্তং ভারং গুরু স্নিগ্ধং কোমলং নির্ম্মলং ভবেৎ।
মধুবর্ণা সিতা রক্তা ছায়া শ্লাঘ্যা চ মৌক্তিকে ॥ ৭ ॥

ইতি মৌক্তিকম্।

রন্ধ্রে কালপুরে চৈব তুম্বরে সিংহলে তথা।
অধমা মধ্যমা হীনা উত্তমা চ যথাক্রমম্ ॥ ৮ ॥
গুঞ্জাকুঙ্কুমমঞ্জিষ্ঠা বন্ধূকচ্ছবিরুত্তমা।
গুরুস্তেজোহধিকঃ স্বচ্ছস্তেষাং রত্নং প্রশস্যতে ॥ ৯ ॥

---

( ১ ) সাধুকৃত্যেন সৎকর্ম্মণা মহান্ আত্মা যেষামিতি বিগ্রহঃ।
( ৩ ) মতঙ্গাদিদেশে বজ্রাণি ভবন্তি উৎপদ্যন্ত ইতি তে বজ্রাণামাকরাঃ।
( ৪ ) শাণৈঃ শাণ-ক্ষোদ বিলেখনৈরিতি যাবৎ ; শাণস্তু ঘর্ষণযন্ত্রং শণসূত্রনির্ম্মিতবস্ত্রবিশেষোবা।
( ৬ ) অষ্টৌ জাতয়ঃ উৎপত্তিস্থানানি। বহু প্রচুরম্। বেধ্যং ছিদ্রযোগ্যম্।

১৬৭

ইতি পদ্মরাগঃ।

ইন্দ্রনীলো মহানীলো নীলোনীল ইতি ত্রিধা।
ইন্দ্রনীলোঘনৈর্ব্বর্ণৈ-র্ম্মহানীলোঽম্বুদদ্যুতিঃ ॥ ১০ ॥
নীলস্তৃণরুচির্জ্ঞেয়ঃ সিংহলে স্বর্গসিন্ধুজঃ।
শ্লাঘ্যঃ কর্কটিরগ্রামে মৃত্তিকাত্রাসবর্জিতঃ ॥ ১১

ইতি ইন্দ্রনীলম্।

গরুড়োদ্গারেন্দ্রগোপ-বংশপত্রকতুত্থকাঃ।
চত্বারশ্চ মারকতাঃ শুদ্ধোয়ঃ স্যাদ্বিষাপহঃ ॥ ১২ ॥
ম্লেচ্ছদেশে মহানীলঃ কীরপক্ষনিভোভবেৎ।
বিন্দুকর্ব্বূরক্ষত্বমলাশ্মরহিতঃ শুভঃ ॥ ১৩ ॥

ইতি মরকতম্।

সর্ব্ববর্ণেষু লশুনোঽঙ্কিতোমূর্দ্ধ্নিরেখয়া।
ভ্রমরেখান্বিতঃ শুদ্ধো-বিকলাক্ষশ্চ মধ্যমঃ ॥ ১৪ ॥

ইতি লসুনম্।

কর্কোদ্ভবং ভবেৎ পীতং কিঞ্চিত্তাম্রঞ্চ সিংহলে।
বিন্দুব্রণত্রাসযুতং নেষ্যতেঽদীপ্তিমদ্গুরু ॥ ১৫ ॥

ইতি পুষ্পরাগঃ।

গোমূত্রাভস্তু গোমেদঃ পুষ্পরাগঃ সুবর্ণভঃ।
শঙ্খাব্জতুল্যঃ পুলকো-ভবেদ্রক্তং প্রবালকম্ ॥ ১৬ ॥

ইতি গোমেদঃ।

---

( ৯ ) ছবিঃ বর্ণাঢ্যতা। উত্তমা পদ্মরাগরত্নস্যেতি শেষঃ

( ১০ ) নীলঃ নীলমণিঃ ইন্দ্রনীলাদিভেদেন ত্রিধা। ঘনৈঃ নিবিড়ৈঃ। বর্ণৈঃ। অম্বুদদ্যুতিঃ মেঘকান্তিঃ।

( ১১ ) তৃণরুচিঃ তুরস্কদেশীয়-নলিকানামক-তৃণকান্তিঃ সিংহলস্থরাবণ গঙ্গানামকস্থানোদ্ভবঃ কর্কটিরনামকগ্রামোদ্ভবশ্চ মণিঃ শ্লাঘ্যঃ প্রশস্যঃ। মৃত্তিকাত্রাসৌ দোষবিশেষৌ।

( ১২ ) গরুড়োদ্গারঃ শিখিগ্রীবা। ইন্দ্রগোপঃ বর্ষাকীটঃ। বংশপত্রঃ প্রসিদ্ধঃ। তুত্থকং তুতিয়া ইতি খ্যাতম্। ইত্যেবং বর্ণতশ্চতুর্ব্বিধং মরকতং তত্র যঃ মণিঃ বিষনাশকঃ স শুদ্ধঃ শ্রেষ্ঠ ইত্যর্থঃ।

( ১৩ ) কীরঃ শুকপক্ষী। বিন্দুপ্রভৃতি দোষবর্জিত শ্রেৎ শুভঃ প্রশস্ত ইত্যর্থঃ।

( ১৪ ) বিকলাক্ষ ইত্যত্র বিড়ালাক্ষঃ পাঠঃ সাধুঃ। ভ্রমরেখা আবর্ত্তাকাররেখা।

চন্দ্রকান্তোঽমৃতস্রাবী সূর্য্যকান্তোঽগ্নিকারকঃ।
জলকান্তোজলস্ফোটী হংসগর্ভোবিষাপহঃ ॥ ১৭ ॥

ইতি স্ফটিকম্।

ভবেৎ সসারগর্ভস্ত নীরক্ষীরবিবেচকঃ।
রুচকঃ শ্যামলছায়ঃ সগর্ভরুচলক্ষণঃ ॥ ১৮ ॥

ইতি রুচকম্।

রত্নবিদ্ভিশ্চ মুনিভীরত্নান্যুক্তান্যনেকশঃ।
ভবন্তি যবনাদীনাং সৌভাগ্যজ্ঞানলঙ্কৃতৌ ? ॥ ১৯ ॥
দৃষ্টিনির্ম্মলকৃন্নীলং পীতং সৌভাগ্যদায়কম।
রক্তরত্নং ভবেদ্বশ্যং মেচকং বিষনাশনম্ ॥ ২০ ॥
তত্র বর্ণযুতা কেচিৎ স্ফটিকাধিকনির্ম্মলম্।
কৃত্রিমং জায়তে রত্নং তস্মাত্তচ্চ পরীক্ষয়েৎ ॥ ২১ ॥

ইতি রত্নসংগ্রহঃ সমাপ্তঃ।

---
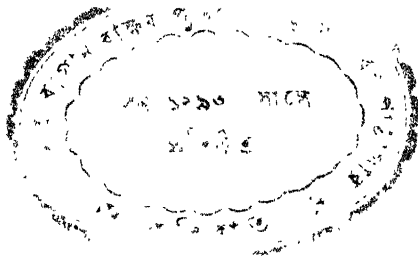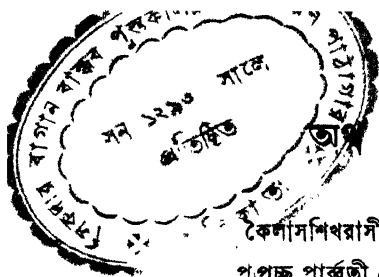
# অথ মণিপরীক্ষা।

কৈলাসশিখরাসীনং দেবদেবং জগৎপতিম্।
পপ্রচ্ছ পার্ব্বতী দেবী তত্ত্বং পরমদুর্লভম্॥ ১॥
মণীনাং লক্ষণং দেব কথয়স্ব প্রসাদতঃ।
যেন সিদ্ধ্যন্তি জায়ন্তে সাধকা গতকল্মষাঃ॥ ২॥
মহাদেব মহাঘোর কুর্ব্বন্তি রিপুমর্দ্দনম্।
কবিত্বং দীর্ঘজীবিত্বং কুরুতেঽত্র যথা প্রভো॥ ৩॥
অষ্টৌ গুণাঃ ফলং যত্র ত্বৎপ্রসাদান্মহেশ্বরঃ।
জ্ঞানমার্গঞ্চ মোক্ষঞ্চ শূলরোগঞ্চ দারুণম্॥ ৪॥
চক্ষূরোগং শিরোরোগং বিষোপপরিতস্তথা।
স্ফুটং বদ যথাবত্ত্বং প্রসাদান্মে মহেশ্বর॥ ৫॥
উবাচ শঙ্করো দেবো তয়া চ পরিপৃচ্ছিতঃ।
যন্ন কস্যচিদাখ্যাতং তদ্বদামি বরাননে॥ ৬॥
পুরাহং বিষ্ণুনা যুক্তো-ব্রহ্মণা সহ সুন্দরি।
শুক্লতীর্থে গতা দেবি রেবাতীরে সুশোভনে॥ ৭॥
রত্নপর্ব্বতনামা চ তত্র তিষ্ঠতি ভূধরঃ।
ইন্দ্রেণ স্থাপিতোদেবি রক্ষকঃ সুরবন্দিতঃ॥ ৮॥
তস্য দর্শনমাত্রেণ সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে।
রোগী রোগবিনির্ম্মুক্তো-জায়তে নাত্র সংশয়ঃ॥ ৯॥
দেব্যা আয়তনে যস্তু চিতাং দহতি মানবঃ।
স যাতি পরমং স্থানং শিবদর্শনসংযুতম্॥ ১০॥
অষ্টম্যাং স্নাতি যঃ কুণ্ডে পূজয়িত্বা ততঃ শিবম্।
সর্ব্বপাপবিনির্ম্মুক্তো-মম লোকং সমেতি সঃ॥ ১১॥
ইত্থং দেবগণাঃ সর্ব্বে কুণ্ডে স্নাত্বা ক্ষণং স্থিতাঃ।
গারুত্মং স্থাপিতং লিঙ্গং সর্ব্বপাপবিমোচকম্।
তস্য দর্শনমাত্রং হি ব্রহ্মহত্যাং ব্যপোহতি॥ ১২॥
অষ্টম্যাঞ্চ চতুর্দ্দশ্যাং পূর্ণিমায়াং বিশেষতঃ।
যঃ পূজয়তি পুণ্যাত্মা মম লোকং স গচ্ছতি॥ ১৩॥

কেদারং পূজয়েদ্‌যস্তু পুণ্যাত্মা ভাগ্যভাজনঃ।
সর্ব্বার্থসিদ্ধিসম্পন্নং প্রাপ্নোতি পরমং পদম্‌ ॥ ১৪ ॥
ইন্দ্রেন স্থাপিতং বজ্রং শ্লোকশ্চ ধনদেন তু।
ময়াপি স্থাপিতা মন্ত্রাঃ কথিতাশ্চ বরাননে ॥ ১৫ ॥
গরুত্মতঃ সমুদ্গারান্‌-মণিকালা মহানদী।
বিনিঃসৃতা মহাতেজা সর্ব্বপাপপ্রণাশিনী ॥ ১৬ ॥
তস্যা প্রভাবতোদেবি মণয়ঃ শুভলক্ষণাঃ।
ভোগদা মোক্ষদাশ্চৈব রোগদোষবিঘাতকাঃ ॥ ১৭ ॥

শ্রীদেব্যুবাচ।

মণীনাং লক্ষণং ব্রূহি যথাবদ্‌বৃষভধ্বজ।
কেনোপায়েন তে গ্রাহ্যা দেবপূজা কথং বিভো ॥ ১৮ ॥
কীদৃশঞ্চ ব্রতং কার্য্যং কিং দানং কস্য পূজনম্‌।
কা চ ভক্তিঃ ক্রিয়া কা চ সর্ব্বং মে বদ ভৈরব ॥ ১৯ ॥

শ্রীভৈরব উবাচ।

কেদারভবনং গত্বা কলশানাং শতাষ্টকম্‌।
শ্রীমৎকেদারনাথায় মনসা কৃতভাবনা ॥ ২০ ॥
ক্ষেত্রপালং যথাশক্ত্যা উপহারৈরনুত্তমৈঃ।
পূজয়িত্বা প্রযত্নেন সাধকঃ ফলকাঙ্ক্ষয়া ॥ ২১ ॥
এবং পূজ্য মহাভক্ত্যা প্রণম্য চ পুনঃ পুনঃ।
বলিং দত্বা বিধানেন দিক্ষু সর্ব্বাসু যত্নতঃ ॥ ২২ ॥
শিবস্থানে তু কর্ত্তব্যো জপঃ সুরসমর্চিতে।
ততোগত্বা মহানদ্যাং মণিরত্নানি বীক্ষতে ॥ ২৩ ॥
মন্ত্রসন্নদ্ধকায়শ্চ গোজিহ্বালেপভূষিতঃ।
অথ তেষাং মণীনাঞ্চ কর্ত্তব্যং সুপরীক্ষণম্‌ ॥ ২৪ ॥

---

(১৫) শ্লোকোমন্ত্রঃ। স্থাপিতঃ প্রকাশিতঃ।
(১৬) গরুত্মতঃ গরুড়স্য।
(২১) সিদ্ধিমাপ্নোতি ইতি বাক্যশেষঃ।
(২২) পূজ্য পূজয়িত্বা আর্ষোষপ্‌প্রত্যয়ঃ।
(২৪) গোজিহ্বা লতাভেদঃ।

গোপিতং যন্ময়া পূর্ব্বং তন্মে নিগদতঃ শৃণু ।
প্রতপ্তহেমবর্ণাভো-নীলরেখাসমন্বিতঃ ॥ ২৫ ॥
শ্বেতরেখাধরোনিত্যং পীতরেখাসমাযুতঃ ।
রক্তরেখাসমাযুক্তঃ কৃষ্ণরেখাবিভূষিতঃ ॥ ২৬ ॥
এতৈশ্চিহ্নৈঃ সমাযুক্তো-নীলকণ্ঠ ইতি স্মৃতঃ ।
দদাতি বিপুলান্ ভোগান্ জ্ঞানমার্গং সুদুর্লভম্ ॥ ২৭ ॥
কবিত্বং দীর্ঘজীবিত্বং কুরুতে নাত্র সংশয়ঃ ।
তারাভোহেমবর্ণাভ-শ্চতুর্ব্বিন্দুবিভূষিতঃ ॥ ২৮ ॥
কৃষ্ণবিন্দুধরোযস্তু বিড়ালসমলোচনঃ ।
স ভবেদ্ধনলাভায় নাত্র কার্য্যা বিচারণা ॥ ২৯ ॥
রক্তপাদপবর্ণাভ ইন্দ্রনীলসমুদ্ভবঃ ।
শ্বেতরেখাসমাযুক্তো-হ্যর্থকার্য্যে মহাদ্যুতিঃ ॥ ৩০ ॥
স বিষ্ণুরিতি বিখ্যাতঃ সর্ব্বৈশ্বর্য্যফলপ্রদঃ ।
শুদ্ধস্ফটিকসঙ্কাশো-নীলরেখাবিভূষিতঃ ॥ ৩১ ॥
কৃষ্ণবিন্দুধরঃ শুক্লঃ সমাধিঃ সর্ব্বকামদঃ ।
পীতশ্চ শ্বেতরেখা চ মণিঃ স্বচ্ছশ্চ দৃশ্যতে ॥ ৩২ ॥
গুণানামাকরঃ সোহি বহুরোগান্নিহন্তি চ।
যঃ পারাবতকণ্ঠাভঃ স ব্যাপ্তোবিন্দুভিঃ শতৈঃ
আস্তীকস্য কুলোৎপন্নঃ সর্পার্ব্বিষদর্পহা ॥ ৩৩ ॥
তৎপ্রক্ষালিতবারিপানবিধিনা নশ্যেদ্বিষং দারুণম্,
সারংসাগরমৎপ্রভুদ্যুতিধরোমস্তেভাবিন্দ্বাকৃতিঃ ।
শ্বেতৈর্ব্বিন্দুভিরন্বিতোবরতনুর্ভাস্বান্ মণির্ব্বিন্দুকঃ ।
যৎসত্যং বনিতাসুতোবহুবিধং হন্যাদ্বিষং দারুণম্ ॥ ৩৪ ॥
সংগ্রামে জয়তে রিপূন্ বহুবিধান্ ভোগান্ মণির্যচ্ছতি,
কিঞ্চিন্নীলপদং ততোমাণরুচিঃ কিঞ্চিচ্চ বিদ্যুৎপ্রভঃ ।

---

(২৫) গোপিতং রক্ষিতং ন কথিতমিতি বা ।
(২৮) তারঃ রৌপ্যং পারদং বা ।
(৩০) রক্তপাদপঃ হংসপদী। রক্তপারদ ইতি পাঠে হিঙ্গুলম্। অর্থকার্য্যে প্রযোজ্য ইতি বাক্যশেষঃ ।
(৩৪) করিকুম্ভস্থ-শোণবিন্দুতুল্যচিহ্নযুক্ত ইতি যাবৎ ।

কিঞ্চল্লোচনসুপ্রভোবহুবিধারেখাযুতোবর্ত্তুলঃ।
বিখ্যাতঃ স মহামণির্ব্বিষহরোবদ্ধো নরাণাং করে ॥ ৩৫ ॥
ভূতানাঞ্চ পতেশ্চ সোমসদৃশস্তস্মাৎ পৃথিব্যাং প্রিয়ো
নানারত্নসমদ্যুতির্ব্বহুবিধৈরেখাগণৈরঙ্কিতঃ।
শুদ্ধোবিন্দুগণৈর্যুতঃ সুবিমলোনাগেন্দ্রদর্পাপহঃ,
সত্যং কাঞ্চনচিত্রলাভকরণে স্পষ্টোময়াসৌ মণিঃ ॥ ৩৬ ॥

*        *        *        *

প্রখ্যাতশ্চ স্বসিদ্ধজন্মজননৈঃ পুণ্যৈ সতাং গোচরঃ ॥ ৩৭ ॥
নীলবর্ণোভবেদ্‌যস্তু বিন্দুপঞ্চকভূষিতঃ।
বিশুদ্ধাঙ্গোরণে বৃত্তঃ প্রসিদ্ধোবনিতাশ্রিতঃ ॥ ৩৮ ॥
সিন্দূরবর্ণসঙ্কাশোযস্তঙ্গৈরেখকাশিতঃ।
কৃষ্ণবর্ণস্তু দৃশ্যেত নিঃশেষাবিষবর্দ্ধনঃ ॥ ৩৯ ॥
কাংস্যবর্ণোভবেদ্‌যস্তু নানারেখাসমাকুলঃ।
নানাবিন্দুসমাকীর্ণো জ্বরতাপং ব্যপোহতি। ৪০ ॥
পীতবর্ণোভবেদ্‌যস্তু দ্বিরেখঃ সিতবিন্দুকঃ।
সুজীর্ণবৃশ্চিকস্যাপি বিষং হন্তি সুদারুণম্ ॥ ৪১ ॥
শ্বেতা পীতা সমা রেখা ইন্দ্রনীলসমদ্যুতিঃ।
নেত্ররোগঞ্চ শূলঞ্চ জলপানাদ্ব্যপোহতি ॥ ৪২ ॥
হরিদ্বর্ণোভবেদ্‌যস্তু শ্বেতরেখাবিভূষিতঃ।
পীতরেখাসমাযুক্তোবিশেষাদ্গরলাপহঃ ॥ ৪৩ ॥
পীতগোধূমবর্ণোযো গজনেত্রাকৃতিঃ পুনঃ।
শ্বেতবিন্দুধরোনিত্যং ভূতস্যাজীর্ণনাশকঃ ॥ ৪৪ ॥
রক্তাঙ্গঃ শুদ্ধরেখশ্চ অর্দ্ধাঙ্গে রক্ত এব চ।
স মণীরক্তশূলঞ্চ বিশেষেণ ব্যপোহতি ॥ ৪৫ ॥
রক্তাঙ্গঃ শুদ্ধরেখশ্চ বিন্দুত্রয়সমন্বিতঃ।
অবিদ্ধো বধ্যতে হস্তে রাজবশ্যবিধায়কঃ ॥ ৪৬ ॥

---

(৪১) জীর্ণবৃশ্চিকঃ "বিচ্ছু" ইতিখ্যাতঃ কৃষ্ণবর্ণবৃশ্চিকঃ।
(৪২) জলপানাৎ তন্মণিপ্রক্ষালিতজলপানাৎ।
(৪৪) ভূতস্য প্রাণিনঃ।
(৪৫) রক্তশূলং শোণিতবিকারজাং বেদনাম্
(৪৬) বধ্যতে ধ্রিয়তে।

রক্তাঙ্গঃ শুদ্ধরেখশ্চ উর্দ্ধাঙ্গে রক্ত এব চ।
স মণীরক্তমূলশ্চেত্তত্র শূলং ব্যপোহতি ॥ ৪৭ ॥

শুদ্ধস্ফটিকসঙ্কাশং কিঞ্চিচ্চারক্তপীতকম্।
বৃশ্চিকাণাং বিষং হন্তি স মণিঃ সর্ব্বকামিকঃ ॥ ৪৮

রক্তমর্দ্ধঞ্চ কৃষ্ণার্দ্ধং শ্বেতং কিঞ্চিদ্ভবেৎ যদি।
এবংরূপো ভবেদ্‌যস্তু সর্পাদিবিষনাশনঃ ॥ ৪৯ ॥

পীতাঙ্গঃ কৃষ্ণরেখশ্চ নানাবিন্দুসমাকুলঃ।
এবংরূপোভবেদ্‌যস্তু মহাতেজোবিষাপহঃ ॥ ৫০ ॥

নীলাঙ্গঃ পীতরেখশ্চ পীতবিন্দুবিভূষিতঃ।
সর্ব্বব্যাধিহরঃ শ্বেতঃ কথিতস্তু বরাননে ॥ ৫১ ॥

কুষ্মাণ্ডপুষ্পসঙ্কাশো-নানারূপস্তু বিন্দুভিঃ।
সর্ব্বব্যাধিহরশ্চায়ং সমস্তবিষমর্দ্দনঃ ॥ ৫২ ॥

রক্তবর্ণা ভবন্তীহ নানাবিন্দুসমাকুলাঃ।
তেজস্বিনোঽভিরূপাশ্চ সর্ব্বে তে বিষমর্দ্দকাঃ ॥ ৫৩ ॥

বিন্দুনাভোমহাকান্তিঃ কৃষ্ণবিন্দুবিভূষিতঃ।
সর্ব্বরোগবিনাশোঽয়ং কথিতস্তে বরাননে ॥ ৫৪ ॥

মঞ্জিষ্ঠাপীতবর্ণাভস্তাম্রবিন্দুসমন্বিতঃ।
সর্ব্বব্যাধিহরোনিত্যং ভূতজ্বরবিনাশনঃ ॥ ৫৫ ॥

দাড়িমীপুষ্পসঙ্কাশঃ কৃষ্ণবিন্দুবিভূষিতঃ।
সৌভাগ্যজননঃ শ্রীমান্ ভ্রমরেখাত্মকঃ প্রিয়ে ॥ ৫৬ ॥

কুন্দপুষ্পপ্রভাকাশস্তূলবৎ বর্ত্তুলঃ প্রিয়ে।
এবংরূপেণ সংযুক্তঃ সমস্তবিষমর্দ্দকঃ ॥ ৫৭ ॥

গজনেত্রাকৃতির্যস্তু বিড়ালাক্ষিসমপ্রভঃ।
তার্ক্ষ্যতুল্যমহাতেজাঃ পূজনীয়োযথার্চিতঃ ॥ ৫৮ ॥

তীর্থাকারঃ সুতেজাশ্চ হ্যুত্তমানিহ দৃশ্যতে।
সমস্তবিষহোজ্ঞেয়ঃ স মণির্লীয়তে ধ্রুবম্ ॥ ৫৯ ॥

ইতি মণিসংগ্রহঃ সমাপ্তঃ।

---

(৪৭) রক্তমূলং অধোভাগে রক্তবর্ণং।
(৫৩) অভিরূপা মনোজ্ঞাঃ।
(৫৫) ভূতজ্বরঃ ভূতানাং প্রাণিনাং জ্বরঃ অথবা ভূতাবেশজনিতোজ্বরঃ সন্তাপঃ।
(৫৮) তার্ক্ষ্যঃ গরুড়ঃ।
(৫৯) তীর্থঃ ঘট্টঃ সোপানবৎ চিহ্নযুক্ত ইত্যর্থঃ।
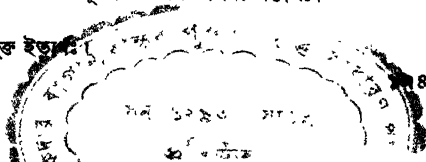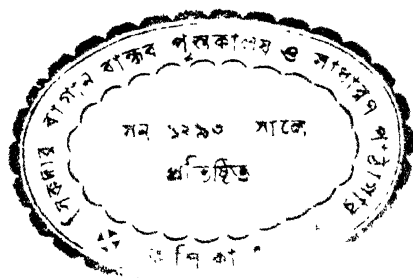
# বুদ্ধদেব।
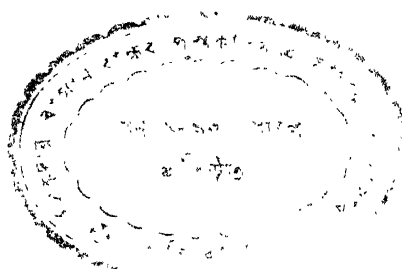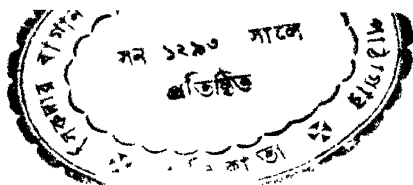
# BUDDHADEVA.

## *His Life and Teachings.*

BY

THE LATE DR. RAM DAS SEN, M.R.A.S,

**Member Ordinary, Oriental Academy, Florence ;**

**Member, Societa-Asiatica-Italiana**

"The Scripture of the Saviour of the World,
Lord Buddha—Prince Siddhartha styled on earth—
In Earth and Heavens and Hells Incomparable,
All-honoured, Wisest, Best, Most Pitiful ;
The Teacher of Nirvana and the Law."

EDWIN ARNOLD.

PUBLISHED BY

HARA LAL RAY.

৫১
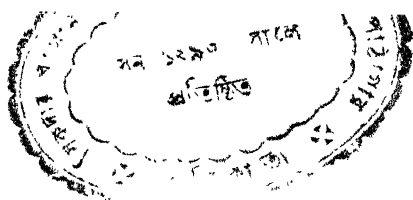
# বুদ্ধদেব।

তাঁহার জীবনী ও ধর্ম্মনীতি।

৺ডাক্তার রামদাস সেন

প্রণীত।

—:*:—

"উপশোভসে ত্বং বিশুদ্ধসত্ত্ব চন্দ্র ইব শুক্লপক্ষে
অভিবিরোচসে ত্বং বিশুদ্ধসত্ত্ব পদ্মমিব বারিমধ্যে।
নদসি ত্বং বিশুদ্ধসত্ত্ব কেশরীব বনে রাজবনচারী
বিভ্রাজসে ত্ব মগ্রসত্ত্ব পর্ব্বতরাজ ইব সাগরমধ্যে॥"

—:*:—

শ্রীহরলাল রায় কর্ত্তৃক
বহরমপুরে প্রকাশিত।

মূল্য ১৲ এক টাকা।

আমার

স্বর্গগত পরম পূজনীয়

পিতৃদেবের

অভিলাষানুসারে

তাঁহার পরমবন্ধু পূজ্যপাদ

শ্রীযুক্ত বাবু বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

মহাশয়ের শ্রীচরণে

এই গ্রন্থ

ভক্তি সহকারে উৎসর্গীকৃত

হইল।

---

শ্রীমণিমোহন সেন।

# বিজ্ঞাপন।

স্বর্গগত পূজনীয় পিতৃদেবের আদরের ধন "বুদ্ধদেব" সাধারণের হস্তে অর্পণ করিয়া জীবন সার্থক করিবার ইচ্ছা চারি বৎসর হইতে হৃদয়ে পোষণ করিতেছিলাম। তিনি সমস্ত জীবন বৌদ্ধশাস্ত্র অধ্যয়ন ও বৌদ্ধধর্ম্ম আলোচনা করিয়া ইহা প্রণয়ন করিয়াছেন, ইহাই তাঁহার শেষ পুস্তক। ইহার কিয়দংশ প্রচারাদি পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল। ১২৯৪ সালের ভাদ্র মাসে যখন পিতৃদেব পরলোক গমন করেন তখন এই পুস্তকের চারি ফরমা মাত্র মুদ্রিত হইয়াছিল। তাঁহার আশীর্ব্বাদে এবং তদীয় অধ্যাপক পূজ্যপাদ পণ্ডিত কালীবর বেদান্তবাগীশ মহাশয়ের বিশেষ সাহায্যে অবশিষ্টাংশ মুদ্রিত ও প্রচারিত করিয়া আমার সে ইচ্ছা পূর্ণ হইল। ইহার প্রচার সম্বন্ধে বেদান্ত-বাগীশ মহাশয় যথেষ্ট যত্ন করিয়াছেন এবং অনুগ্রহ করিয়া ইহার মুখবন্ধটি লিখিয়া দিয়াছেন। তাঁহার নিকট আমার হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ বাহুল্য মাত্র। মুদ্রাঙ্কণ বিষয়ে আমার হস্তে পড়িয়া "বুদ্ধদেব" অঙ্গহানি প্রাপ্ত হইয়াছে বলিয়া আমার বিশ্বাস। যাহাই হউক, "বুদ্ধদেব" এক্ষণে সাধারণের প্রীতিভাজন হইলেই যত্ন ও শ্রম সফল জ্ঞান করিব।

শ্রীমণিমোহন সেন,

বহরমপুর।

# পুস্তকের বিষয় বা সূচী।

—০—

শাক্যপরিবারের বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ, মগধে আগমন, শ্রীচণ্ডীগমন, শুদ্ধোদনের মৃত্যু, বুদ্ধকর্ত্তৃক তাঁহার সৎকার, সন্ন্যাসিনীদল, শিষ্যগণের প্রতি বুদ্ধের শেষ উপদেশ ও বুদ্ধের নির্ব্বাণ।

একাদশ পরিচ্ছেদে—ধর্ম্মসংগ্রহ বা বৌদ্ধধর্ম্মের মূল সূত্র।

পরিশিষ্টে—বৌদ্ধধর্ম্মসংক্রান্ত নানা কথা।

—0—

# উপোদ্‌ঘাত বা মুখবন্ধ।

ইহা নূতন, তাহা নূতন, এ কথা কথা-মাত্র; চিন্তাচক্ষে দেখিতে গেলে আকস্মিক অভিনবোৎপন্ন সম্পূর্ণ নূতন কিছুই নাই। মানুষকে অনেক দিন না দেখিলে সে নূতন মানুষ, জিনিসের রূপান্তর হইলে তাহা নূতন জিনিস। দেশ পূর্ব্বে দেখা না থাকিলে সে দেশ নূতন দেশ। এইরূপ নূতন ব্যতীত অন্য কোন রকমের নূতন এ পর্য্যন্ত দেখা যায় নাই। নূতন শাস্ত্র, নূতন মত, নূতন ধর্ম্ম, নূতন শিল্প, সমস্তই ঐরূপ অবস্থান্বিত। ইহা যখন ভাবি, চিন্তা করি, তখন আমার নিম্নলিখিত শ্লোকটী মনে পড়ে এবং বড় ভাল লাগে।

"যুগে যুগে সমুচ্ছিন্না রচনেয়ং বিবস্বতঃ।
প্রসাদাৎ কস্যচিদ্ভূয়ঃ প্রাদুর্ভবতি কামতঃ॥"

[ সূর্য্যসিদ্ধান্ত।

যদি কিছুই সম্পূর্ণ নূতন না থাকে তবে বুদ্ধের মত বা বৌদ্ধ ধর্ম্ম সম্পূর্ণ নূতন নহে, ইহা আমরা মুক্তকণ্ঠে সাহসের সহিত বলিতে পারি। তবে যে লোকে বলে, বৌদ্ধধর্ম্ম বেদধর্ম্মাপেক্ষা নূতন, আমার মতে তাহা প্রোক্ত প্রকারের নূতন, সম্পূর্ণ নূতন নহে। কেহ কেহ বলেন—No trace of whatever existed before the life and period of Buddha is to be found out now. এ কথা যদি শিল্পকার্য্য লক্ষ্য করিয়া উচ্চারিত হইয়া থাকে, তবে আমাদের ঐ কথার উপর তর্ক নাই, নচেৎ ঐ কথা নিতান্ত অসার। আমরা দিব্যচক্ষে দেখিতেছি, বুদ্ধ-মতের হস্ত, পদ, হৃদয়, প্রাণ, মস্তক, সমস্তই প্রাচীন বৈদিক মতের মধ্যে বিভিন্ন সংস্থানে লুক্কায়িত ছিল; বুদ্ধ সেই গুলি যোড়া লাগাইয়া লইয়াছিলেন মাত্র।

বুদ্ধদেব অর্থাৎ শাক্যসিংহ তত প্রাচীন হউন বা না হউন, তৎপ্রবর্ত্তিত ধর্ম্ম বা মত সমধিক প্রাচীন বলিয়া মনে হয়। অধিক কথা কি বলিব, বাল্মীকি রামায়ণে বৌদ্ধধর্ম্মের উল্লেখ আছে।

"যথা হি চৌরঃ স তথাহি বৌদ্ধঃ
তথাগতং নাস্তিকমত্র বিদ্ধি ॥"

[ ইত্যাদি অযোধ্যাকাণ্ড দেখ।

এতৎ প্রমাণে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রাচীনত্ব অনুমান করা যাইতে পারে; আবার ঐ শ্লোককে পক্ষান্তরে প্রক্ষিপ্ত বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। প্রক্ষিপ্ত হইলে ঐ শ্লোককে নূতন রচিত বলিতে হইবে। ইচ্ছা হয় বল, কিন্তু শাক্যসিংহ যখন শেষ মর্ত্ত্য বুদ্ধ; তাঁহার পূর্ব্বেও যখন ৫৫ জন বুদ্ধ ছিলেন, স্বর্গেও পদ্মোত্তর প্রভৃতি ৪৯ বুদ্ধ আছেন এবং তাঁহারা শাক্যসিংহের অনেক পূর্ব্বে মর্ত্ত্যলোকে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন বলিয়া প্রথিত, এবং আমাদের বায়ুপুরাণ, কল্কিপুরাণ, গণেশ ও শম্ভু প্রভৃতি উপপুরাণ মধ্যেও যখন বৌদ্ধধর্ম্মের ও বুদ্ধাবতারের কথা লিখিত আছে, তখন আর আমরা বুদ্ধোক্ত ধর্ম্মনিচয়কে শাক্যসিংহ অপেক্ষা অধিক পুরাতন না বলিয়া থাকিতে পারি না। শাক্যসিংহ শেষ মর্ত্ত্য বুদ্ধ, তিনি "বহুজনহিতায় বহুজনকৃপায়ৈ" এই মর্ত্ত্যভূমে মর্ত্ত্য শরীর পরিগ্রহ করিয়াছিলেন। তাঁহার জন্মসময়ে এ দেশ বৈদিক কর্ম্মকলাপের স্রোতে প্লাবিত হইতেছিল; জ্ঞানকাণ্ড না থাকার ন্যায় হইয়াছিল, এইমাত্র ঘটনা।

শুনিতে পাওয়া যায়, বুদ্ধদেব না-কি বেদ-নিন্দা করিয়াছিলেন। আমরা সাধ্যমত তদীয় জীবন পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিয়াছি, তাঁহার পবিত্র জীবনে উক্ত নিন্দাবাদের লেশমাত্রও দেখিতে পাই নাই। তাঁহার মনে কেবল খেদ —কেবল ক্ষোভ! জীবগণ যে বৃথা কষ্ট ভোগ করিতেছে তদ্দৃষ্টে তাঁহার মনে সর্ব্বদাই ক্ষোভের উদয় হইত। বিদ্বেষ বা নিন্দা করা তাঁহার প্রকৃতিবিরুদ্ধ। পরবর্ত্তী অসাধুচিত্ত বৌদ্ধেরাই বেদকে ভণ্ডনির্ম্মিত বলিয়া ঘৃণা করিয়াছিল, তিনি কখনও ঘৃণাক্ষরে বেদ-নিন্দা করেন নাই। তিনি ব্রাহ্মণদিগের ন্যায় বেদের অভ্রান্ততা স্বীকার করিতেন কি-না তাহা এখন স্থির বলা যায় না। তিনি অহিংসাধর্ম্মপ্রিয়, অহিংসা ধর্ম্মের উপদেশক, সুতরাং হিংসাঘটিত বৈদিক ক্রিয়াকলাপ (যাগযজ্ঞ) তাঁহার মতবহির্ভূত। তিনি সংসারত্যাগের পরিপোষক ও চিত্তনৈর্ম্মল্যকারী শুক্ল ধর্ম্মের পক্ষপাতী, তাই তিনি হিংসাঘটিত ও কামনাঘটিত বৈদিক কর্ম্ম করেন নাই এবং করিতে অন্যকেও নিষেধ করিতেন। কিন্তু যে সকল কর্ম্ম তাঁহার মতের অনুকূল, সে সকল কর্ম্মে তাঁহার নিষেধ ছিল বলিয়া বোধ হয় না। এতদ্দেশীয় জয়দেব কবি এ বিষয়ে ঠিক

কথাই বলিয়া গিয়াছেন।—"নিন্দসি যজ্ঞবিধেরহহ শ্রুতিজাতং সদয়হৃদয় দর্শিত-পশুঘাতম্।" ইহার অর্থ এই যে, যে সকল শ্রুতিতে পশুঘাতঘটিত যজ্ঞের বিধান, তুমি দয়ার্দ্র হইয়া সেই সকল শ্রুতির নিন্দা করিয়াছ। জয়দেব নিশ্চিত বুঝিয়াছিলেন যে, বুদ্ধদেব সমুদয় বেদের নিন্দা করেন নাই—কেবল যজ্ঞবিধির দোষোদ্ঘোষণ করিয়াছিলেন। এই স্থলে আমরা আবার বলি, তিনি যজ্ঞবিধির নিন্দা করেন নাই। লোকের যে তদ্বিষয়িণী প্রবলা প্রবৃত্তি বা গাঢ় অনুরাগ ছিল, তিনি তদ্দর্শনে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হইয়াছিলেন। তিনি প্রকৃত বেদবিদ্বেষ্টা হইলে ব্রাহ্মণেরা তাঁহাকে কখনই নারায়ণের অবতার বলিয়া মান্য করিতেন না। আমরা সাহস করিয়া বলিতে পারি, যে সকল যজ্ঞে হিংসাদি দোষ নাই—যাহা জ্ঞান প্রাপ্তির উপায়—আধ্যাত্মিক বা উপাসনাত্মক যজ্ঞ—সে সকল যজ্ঞ করিতে তাঁহার নিষেধ ছিল না। কেননা তিনি নিজেই তাদৃশ যজ্ঞ করিয়াছিলেন, ইহা বৌদ্ধদিগের ললিতবিস্তর প্রভৃতি গ্রন্থে লিখিত আছে। যথা—

"আত্ম পরহিত প্রতিপন্নীঽনুত্তর প্রতিপত্তি শূরঃ * * * সর্ব্ববস্তু নিরপেক্ষ পরিত্যাগঃ দানে সম্বিভাগ রতঃ সতত পাংশিত্যাগশূরঃ যষ্টযজ্ঞঃ।"

বুদ্ধদেব স্বয়ং কোন গ্রন্থ লিখেন নাই। তিনি শিষ্যদিগকে প্রশ্নানুরূপ উপদেশ প্রদান করিতেন, শিষ্যেরা তদর্থ ধারণ ও বহু বিস্তার করতঃ প্রকাশ করিতেন। ইহা ধর্ম্মকীর্ত্তি নামক জনৈক বৌদ্ধাচার্য্যের নিকটেও শুনা যায়। "তদ্বিনেয়াঃ প্রচক্রিরে"—তাঁহার বিনেয়গণ অর্থাৎ শিষ্যগণ গ্রন্থ প্রস্তুত করিয়াছিলেন।

বৌদ্ধগণ বলিয়া থাকেন, এতাদৃশ ধর্ম্ম পৃথিবীতে আর কখন প্রকাশিত হয় নাই। সেই জন্য ইহার অন্য নাম নবধর্ম্ম। এই নবধর্ম্মানুরাগিগণ বুদ্ধকে "জরা-মরণ-বিঘাতী ভিষগ্বর" বলিয়া জ্ঞান করেন। তাঁহাদিগের মতে মনুষ্য জন্ম কেবল কষ্টময়, জন্মিলেই জরা ব্যাধি মরণের অধীন হইতে হয়, তন্নিবারণার্থ সতত নির্ব্বাণ কামনায় রত থাকা অবশ্য কর্ত্তব্য। বৌদ্ধ মাত্রেরই পূর্ব্বজন্মে পর জন্মে বিশ্বাস আছে। জীব নিজ নিজ কর্ম্মের দ্বারা পুনঃ পুনঃ বিবিধ যোনি পরিভ্রমণ করে। কথিত আছে, স্বয়ং শাক্যসিংহ হস্তী ও মৃগ প্রভৃতি পশু যোনি ভোগ করিয়া অবশেষে মানুষ্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

বুদ্ধদেব যত দিন জীবিত ছিলেন ততদিন তাঁহার মত তত অধিক প্রকাশ প্রাপ্ত হয় নাই। তাঁহার মৃত্যুর পর তদীয় শিষ্যপ্রশিষ্যগণ কর্ত্তৃক বৌদ্ধধর্ম্ম

জগতের হিতের জন্য দেশে দেশে প্রচারিত হইয়াছিল। তাঁহার প্রধান তিন শিষ্য ত্রিপেটক রচনা করেন। ত্রিপেটকের প্রথম অংশ অভিধর্ম্ম, তাহা কাশ্যপ-রচিত। দ্বিতীয় অংশ সূত্র, তাহা আনন্দের রচিত। তৃতীয় অংশ বিনয়, তাহা উপালি নামক শিষ্যের দ্বারা রচিত। ইহা খৃষ্টজন্মের অন্যূন ৫৫০ বৎসর পূর্ব্বে রচিত হইয়া ৫০০ পণ্ডিত ভিক্ষুর সাহায্যে প্রচারিত হইয়াছিল। ত্রিপেটক প্রচারের পরে তিন বার বৌদ্ধসঙ্গম আহূত হয়। সেই সকল সঙ্গমে ধর্ম্মের অনেক সন্দিগ্ধ কথার মীমাংসা হইয়াছিল এবং তৎসম্বন্ধীয় অনেক গ্রন্থ রচিত ও প্রচারিত হইয়াছিল।

মগধরাজ অশোক বৌদ্ধধর্ম্মের প্রধান উন্নতিকারক। ইনি বিন্দুসরের পুত্র এবং চন্দ্রগুপ্তের পৌত্র। বৈর-নির্যাতনে স্থিরপ্রতিজ্ঞ ছিলেন বলিয়া লোকে ইঁহাকে প্রচণ্ডাশোক নামে খ্যাত করিয়াছিল। অশোক রাজসিংহাসন প্রাপ্ত হইয়া বৌদ্ধধর্ম্মের বিশেষ উন্নতি করিতে প্রবৃত্ত হইলেন, তাহা দেখিয়া লোকে ইঁহাকে ধর্ম্মাশোক আখ্যায় অভিহিত করিতে লাগিল। চারি বৎসরের মধ্যে ইনি সমুদায় ভারতবর্ষ জয় করিয়াছিলেন, মহাচীন করতলস্থ করিয়াছিলেন, অন্যান্য মহাদেশও বশীভূত করিয়াছিলেন। ইনিই বৌদ্ধগণের "দেবানাং প্রিয়ঃ প্রিয়দর্শী।" অসংখ্য প্রচারক ইঁহারই আজ্ঞায় দেশে দেশে, গ্রামে গ্রামে, নগরে নগরে, বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারিত করিয়াছিল। ইঁহারই প্রভাবে অল্পকাল মধ্যে ভারতবর্ষের প্রায় সমুদায় জাতি বৌদ্ধ হইয়াছিল। খৃঃ পূঃ ২২২ বৎসরে ইঁহার মৃত্যু হয়, তৎপরে ভারতবর্ষে আর বৌদ্ধধর্ম্মের প্রকৃত উন্নতি হয় নাই। অশোক পুত্র মহেন্দ্র; কেবল মাত্র ইনিই সিংহলে বৌদ্ধ ধর্ম্মের বহুল অংশ প্রচারিত করিয়াছিলেন।

বুদ্ধদেব কপিলের ন্যায় নিরীশ্বর। কারণ, কোনও স্থানে তিনি ঘুণাক্ষরেও ঈশ্বরপ্রসঙ্গ করেন নাই। তিনি জগতের কার্য্যকারণ ভাব যেরূপে পর্য্যালোচনা করিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহাকে স্বভাববাদী মধ্যে গণ্য করা যাইতে পারে।

বুদ্ধের নীতি অতীব মনোহর। তাহা পাঠ করিলে বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রতি ভক্তির উদ্রেক হয় এবং তাহার যথাযথ অনুসরণ করিলে প্রকৃত মনুষ্যত্ব লাভ করা যায়। সেই জন্যই সমস্ত জগতে বুদ্ধ-নীতি সমাদৃত। এমন কি, সভ্য ইউরোপ খণ্ডেও বৌদ্ধ জ্ঞানের ও বৌদ্ধ নীতির বিশেষ আদর দেখিতে পাওয়া যায়।

নেপালীয় বৌদ্ধগণের নিকট শুনা যায়, পৃথিবীতে না-কি অদ্যাপি ৮০ সহস্র বৌদ্ধগ্রন্থ আছে। সে সকলের মধ্যে এই সকল গ্রন্থ না-কি নবধর্ম্ম নামে খ্যাত। অষ্টসাহস্রিক, কারণ্ডব্যূহ, দশভূমীশ্বর, সমাধিরাজ, লঙ্কাবতার, সদ্ধর্ম্মপুণ্ডরীক, তথাগতগুহ্যক, ললিতবিস্তর ও সুবর্ণপ্রভাস। তাঁহারা আরও বলেন যে, সমুদায় বৌদ্ধগ্রন্থ দ্বাদশ শ্রেণীতে বিভক্ত। সূত্র, গেয়, ব্যাকরণ, গাথা, দান, নিদান, ইত্যুক্ত, জাতক, বৈপুল্য, অভিধর্ম্ম, অবদান ও উপদেশ। বৌদ্ধগ্রন্থ অধিকাংশই পালী প্রাকৃত ভাষায় লিখিত। কেবল এই কয়েকটী গ্রন্থ সংস্কৃতে লিখিত। প্রজ্ঞাপারমিতা, সারিপুত্র ও দেবপুত্র কৃত অভিধর্ম্ম, ধর্ম্মস্কন্ধ, কারণ্ডব্যূহ, ধর্ম্ম-বোধ, ধর্ম্মসংগ্রহ, সপ্ত বুদ্ধস্তোত্র, বিনয়সূত্র, মহান্তসূত্র, মহান্তসূত্রালঙ্কার, জাতক-মালা, চৈত্যমাহাত্ম্য, অনুমান খণ্ডন, বুদ্ধশিক্ষাসমুচ্চয়, বুদ্ধচরিত কাব্য, বুদ্ধকপাল তন্ত্র ও সঙ্কীর্ণ তন্ত্র।

আমরা সর্ব্বদর্শন সংগ্রহ পাঠকালে ৪ প্রকার বৌদ্ধ থাকার কথা শুনিয়াছিলাম। যথা—সৌত্রান্তিক, বৈভাসিক, যোগাচার ও মাধ্যমিক। ধর্ম্ম-কীর্ত্তি নামক বৌদ্ধাচার্য্যও ঐ কথা বলেন। কিন্তু খুঁজিয়া পাই না এবং বৌদ্ধগ্রন্থ দেখিয়া বুঝিতেও পারি না যে, এই গ্রন্থ সৌত্রান্তিকের, এই গ্রন্থ বৈভাসিকের, এই গ্রন্থ যোগাচারসম্মত এবং এই গ্রন্থ মাধ্যমিকদিগের। যাহাই হউক, ৪জন শিষ্যের দ্বারা যে তাঁহার মত বিভিন্ন প্রস্থানে প্রস্থিত হইয়াছিল, সে পক্ষে আর সন্দেহ নাই।

বোধিচিত্তবিবরণ নামে এক বৌদ্ধগ্রন্থ আছে। তাহাতে লিখিত আছে—

"দেশনা লোকনাথানাং সত্ত্বাশয়বশানুগাঃ।
ভিদ্যন্তে বহুধা লোকে উপায়ৈর্ব্বহুভিঃ পুনঃ॥
গম্ভীরোত্তানভেদেন ক্বচিচ্চভোয়লক্ষণা।
ভিন্নাপি দেশনা ভিন্না শূন্যতাদ্বয়লক্ষণা॥"

পূজ্যপাদ লোকনাথের (বুদ্ধের) উপদেশ একরূপ হইলেও তদীয় শিষ্য-দিগের বুদ্ধি একরূপ না থাকায় বুদ্ধমত বিভিন্নাকার প্রাপ্ত হইয়াছে।

আমরা দেখিতেছি, সত্য সত্যই বুদ্ধমত বিভিন্নাকার ধারণ করিয়াছে। বৌদ্ধ-ধর্ম্মের মূল প্রস্রবণ এক হইলেও তাহা আচার্য্যগণের মতের দ্বারা বিকৃতভাব ধারণ করিয়াছে। এমন কি, শাক্যসিংহের মত কিরূপ ছিল তাহা এখন সহজে বোধগম্য করা যায় না। ফল, বুদ্ধের নিজের মত অতি পবিত্র ছিল বলিয়াই

অনুমিত হয়। তাহা না হইলে ব্রাহ্মণেরা তাঁহাকে নারায়ণের অবতার বলিয়া সম্মানিত করিতেন না।

নিশ্চিত বুদ্ধের নিজের মত অতি পবিত্র ছিল, এই বিশ্বাসের বশীভূত হইয়া স্বর্গীয় রামদাস বাবু বিবিধ পুরাতন বৌদ্ধগ্রন্থ আহরণ পূর্ব্বক বুদ্ধের জীবন ও ধর্ম্ম অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হন। এই ক্ষুদ্র গ্রন্থ তাঁহার সেই অসাধারণ চেষ্টার ও অধ্যবসায়ের ফল. সমধিক পরিতাপের বিষয় এই যে, তিনি এ ফল ভোগ করিয়া গেলেন না। এ গ্রন্থ কোন ইংরাজি পুস্তকের অনুবাদ নহে; প্রবাদ বাক্য শুনিয়াও লিখিত নহে। নব্য হিন্দুদিগের দ্বারা বিকৃতাবস্থা প্রাপ্ত বৌদ্ধমত দেখিয়াও লিখিত নহে। ইহা ভূরি ভূরি পুরাতন বৌদ্ধগ্রন্থ পরিদর্শনের পর লিখিত হইয়াছে। ইহা পাঠ করিলে বুদ্ধের প্রকৃত বা অবিকৃত জীবন ও ধর্ম্ম অবগত হওয়া যায়। সেই জন্যই অন্যান্য পুস্তক অপেক্ষা এই পুস্তক আমাদের অধিক আদরের বস্তু। বৌদ্ধগ্রন্থ পর্য্যালোচনা করিয়া যত দূর বুঝিতে পারিয়াছি, তাহাতে সাহস পূর্ব্বক বলিতে পারি, বুদ্ধজীবন ও বৌদ্ধধর্ম্ম নিন্দনীয় নহে এবং তদুক্ত ধর্ম্ম সম্পূর্ণ নূতনও নহে। আমাদের দেশের যোগশাস্ত্রের ও অধ্যাত্মশাস্ত্রের সহিত মূল বৌদ্ধধর্ম্মের প্রায় মিল আছে। এ কথা সত্য কি মিথ্যা, পাঠকগণ তাহা মনোযোগ সহকারে মাত্র এই পুস্তক পাঠ করিলে জানিতে পারিবেন। ইংরাজি ভাষায় লিখিত বুদ্ধচরিতের অনুভাষা প্রচারিত হওয়ায় তৎপাঠে অনেক লোক বুদ্ধজীবনের প্রকৃত আদর্শে সন্দিহান হইতেছিলেন। বুদ্ধজীবন ও বুদ্ধধর্ম্ম ঠিক্ অনুভাষিতানুরূপ কি না তাহা জানিতে ইচ্ছা করিতেছিলেন। সেই কারণে লেখক অনেকগুলি মূল বৌদ্ধগ্রন্থ পর্য্যালোচনা পূর্ব্বক এই পুস্তক লিখিতে প্রবৃত্ত হন। তাঁহার আশা ছিল, লোকে আমার প্রচারিত "বুদ্ধদেব" পুস্তক পাঠ করিয়া অসন্দিগ্ধরূপে বুদ্ধজীবন ও বুদ্ধধর্ম্ম বুঝিতে সক্ষম হইবে। অনুমান করি, ইহার প্রচারে তাঁহার সেই সদভিপ্রায় সিদ্ধ হইয়াছে। অলমতিবিস্তরেণ!

বেদান্তবাগীশোপনামক-

শ্রীকালীবর শর্ম্মা।

---
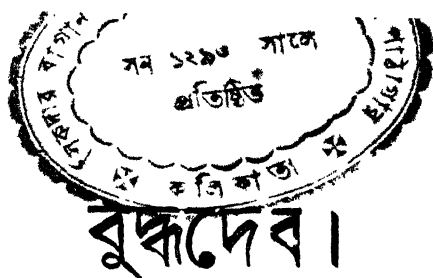
# বুদ্ধদেব।

## প্রথম পরিচ্ছেদ।

বুদ্ধদেবের আবির্ভাব-কাল—শাক্যবংশের উৎপত্তি—শাক্য নামের কারণ—কপিলবস্তু নগর—ও তাহার ইতিবৃত্ত।

বুদ্ধদেব কোন্ সময়ে জন্মিয়াছিলেন তাহা সূক্ষ্মরূপে নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। শাস্ত্রোক্ত ইতিহাস পরম্পরা অনুসন্ধান করিলে এবং তদুক্ত যুক্তির আশ্রয় লইলে কতকটা জানা যায় বটে; কিন্তু তাহাতে এমন স্থির হয় না যে, শাক্যসিংহ ঠিক্ এত বৎসর পূর্ব্বে জন্মিয়াছিলেন। অনেকানেক ইউরোপীয় পণ্ডিত এ বিষয়ের বিশেষ অনুসন্ধান করিয়াও কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই, ইহা আমরা সাহস করিয়া বলিতে পারি। অনেক ইউরোপীয় পণ্ডিত স্থির করিয়াছেন যে, বুদ্ধদেব তাঁহাদের খৃষ্ট জন্মের অন্যূন ৫০০ বৎসর পূর্ব্বে জীবিত ছিলেন। কোন কোন পণ্ডিতের মতে তিনি খৃষ্টের ৫৪৩ বৎসর পূর্ব্বে জন্মিয়াছিলেন। অন্যে বলেন, তিনি খৃষ্টের অন্যূন ৫৫০ বৎসর পূর্ব্বে উৎপন্ন হইয়াছিলেন। ইংরাজগণের এ নির্ণয় কিং-মূলক তাহা আমরা জানি না, কাযেই আমাদিগকে এ সম্বন্ধে পৃথক্ অনুসন্ধান করিতে হইল।

কাশ্মীরের ইতিহাস লেখক কহ্লণ পণ্ডিত এক স্থলে প্রসঙ্গক্রমে বলিয়াছেন, তুরুষ্কবংশীয় হুষ্ক, জুষ্ক ও কনিষ্ক, এই তিন ব্যক্তি যখন কাশ্মীরের রাজা; কাশ্মীর তখন বৌদ্ধপরিব্রাজকে পরিপূর্ণ। ভগবান্ লোকনাথের অর্থাৎ বুদ্ধের পুরপ্রয়াণের ১৫০ বৎসর পরে কাশ্মীরে ঐরূপ ঘটনা হইয়াছিল। * ঐ সময়ে নাগার্জুন নামক জনৈক বৌদ্ধ ভূপতি জন্মিয়াছিলেন।

---

* অথাভবন্ স্বনামাঙ্কপুরত্রয়বিধায়িনঃ।
হুষ্ক জুষ্ক কনিষ্কাখ্যাস্ত্রয়স্তত্রৈব পার্থিবাঃ॥

কহ্লণ পণ্ডিত ১০৭০ শকাব্দে সুব্রত পণ্ডিতের রাজকথা, ক্ষেমেন্দ্রের রাজাবলী, নীলমতপুরাণ, পূর্ব্ব-রাজগণের প্রতিষ্ঠাপিত বস্তু, অনুশাসন ও প্রশস্তি পট্ট প্রভৃতি অবলম্বন করিয়া সূক্ষ্ম বিচার পূর্ব্বক রাজতরঙ্গিণী গ্রন্থ প্রস্তুত করেন। সুতরাং তাঁহার গ্রন্থে অধিক ভ্রম থাকিবার সম্ভাবনা নাই। তিনিও বলিয়াছেন, "শান্তোঽশেষভ্রমক্রমঃ" আমার গ্রন্থে সমস্ত ভ্রমদোষ উপশান্ত হইয়াছে। তিনি যখন স্বগ্রন্থে উপরি উক্ত কালের উল্লেখ করিয়াছেন, তখন অবশ্যই আমরা উক্ত কাল সাদরে গ্রহণ করিতে পারি, বিশ্বাস করিতেও পারি। এই কাল অভ্রান্ত বলিয়া গ্রহণ করিলে, সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিলে, গণনায় কত বৎসর হয় তাহা দৃষ্ট করুন।

| | | |
|---|---|---|
| কল্যব্দের অতীত | ... ... | ৬৫৩।০ |
| গোনর্দ্দ রাজা | ... ... | ৩৫।৬ |
| দামোদর | ... ... | ৩৫।৬ |
| বাল গোনর্দ্দ | ... ... | ৩০।০ |
| ক্রমিক ৩৫ জন রাজা | ... | ১২৬৬।০ |
| লব ... | ... ... | ৩৫।০ |
| কুশেশয় | ... ... | ৩।৮ |
| খগেন্দ্র | ... ... | ৬০।০ |
| সুরেন্দ্র | ... ... | ৩০।৬ |
| গোধর | ... ... | ৩৫।৭ |
| সুবর্ণ ... | ... ... | ৬০।০ |

স বিহারস্য নির্ম্মাতা জুস্কোজুস্কপুরস্য যঃ।
জয়স্বামিপুরস্যাপি শুদ্ধধীঃ স বিধায়কঃ॥
তে তুরুষ্কান্বয়োদ্ভূতা অপি পুণ্যাশ্রয়া নৃপাঃ॥
শুষ্কলেত্রাদিদেশেষু ঃমঠচৈত্যাদি চক্রিরে॥
প্রাজ্যে রাজ্যক্ষণে তেষাং প্রায়ঃ কাশ্মীরমণ্ডলম্।
ভোজ্যমাস্তে চ বৌদ্ধানাং প্রব্রজ্যোর্জ্জিততেজসাম্॥
ততো ভগবতঃ শাক্যসিংহস্য পুরনির্বৃতেঃ।
অস্মিন্ সহ লোকধাতৌ সার্দ্ধং বর্ষশতং হ্যগাৎ॥
ইত্যাদি।

| | | | |
|---|---|---|---|
| জনক | ... | ... | ৬০।০ |
| শচীনর | ... | ... | ৭১।০ |
| * অশোক | ... | ... | ৬২।০ |
| জলৌক | ... | ... | ৩০।০ |
| দ্বিতীয় দামোদর | ... | ... | ২৫।০ |
| | | | ২৪৯২।৯ |

ঐ ঐ রাজ্যকাল সঙ্কলন দ্বারা স্থির হইয়াছে যে, যুধিষ্ঠিরাদির সমকালিক গোনর্দ্দ রাজার রাজ্যকাল আরম্ভ করিয়া দ্বিতীয় দামোদর রাজার রাজ্যকাল সমাপ্ত হইতে কলির প্রারম্ভাবধি ২৪৯২।৯ বৎসর ও মাস লাগিয়াছিল। ইহার পরেই হুষ্কজুষ্কাদি রাজার রাজ্যকাল; তাহার সংখ্যা ৬০। সমুদায় একত্রিত করিলে ২৫৫২।৯ লব্ধ হয়। ইহার ১৫০ বৎসর পূর্ব্বে শাক্যসিংহ রাজ্যপরিত্যাগ পূর্ব্বক সন্ন্যাসী হন। ২৫৫২।৯ বৎসরের ১৫০ বাদ দিলে ২৪০২।৯ থাকে। সুতরাং কহ্লণ পণ্ডিতের গণনায় কলির ২৪০২।৯ মাসের কিছু পূর্ব্বে মহাত্মা শাক্যসিংহ সন্ন্যাসী হন, ইহা নির্ণীত হয়। ধারাবাহিক পঞ্জিগণনার দ্বারা জানা যায় যে, কল্যব্দ এখন ৪৯৮৬ হইয়াছে। ৪৯৮৬ হইতে ২৪০২ বাদ দিলে ২৫৮৪ থাকে; কাযে কাযেই বলিতে হইতেছে, ভগবান্ বুদ্ধ ২৫৮৪ বৎসরের পূর্ব্বে জন্মিয়াছিলেন এবং তিনি খৃঃ পূঃ ৬৯৯ বৎসর সময়ে জীবিত ছিলেন। †

বৌদ্ধদিগের মহাবস্তু গ্রন্থে অন্য এক সন্ধান পাওয়া যায়। ঐ গ্রন্থে লিখিত আছে, ভগবান্ শাক্যসিংহ মগধের রাজা বিম্বিসারের প্রার্থনায় রাজগৃহ নগরে কিছুকাল বাস করিয়াছিলেন ‡। সুতরাং বৌদ্ধগ্রন্থের প্রমাণ অনুসারে মহাবুদ্ধ শাক্যমুনি রাজা বিম্বিসারের সমসাময়িক। রাজা বিম্বিসার চন্দ্রগুপ্তের ঊর্দ্ধতন সপ্তম পুরুষ। যথা—

* এ অশোক চন্দ্রগুপ্তের পৌত্র অশোক নহে। ইনি শচিনরের পিতৃব্যপুত্র শকুনির প্রপৌত্র এবং কাশ্মীরের রাজা। চন্দ্রগুপ্তের পৌত্র অশোক অশোকবর্দ্ধন ও প্রচণ্ডাশোক নামে বিখ্যাত।

† কেহ কেহ বলেন, রাজতরঙ্গিণীর এই নির্ণয় সম্যক্ শুদ্ধ না হইতেও পারে। কেন-না, অন্যান্য প্রমাণের সহিত উক্তনির্ণয়ের মিল হয় না এবং মুদ্রিত রাজতরঙ্গিণী পুস্তক খানি বিশেষ শুদ্ধ নহে; ইহাতে অনেক ভুল আছে।

‡ "গচ্ছ রাজগৃহং তহিং বুদ্ধো ভগবা প্রতিবসতি।
শ্রেণীয়স্য রাজ্ঞো বিম্বিসারস্য যাচিংবাসো প্রীতবসতি।"
[ মহাবস্তু অবদান।

বিম্বিসার।
|
অজাতশত্রু।
|
দর্ভক।
|
উদয়াশ্ব।
|
নন্দিবর্দ্ধন।
|
মহানন্দী।
|
নন্দ ( ৮ পুত্রসমেত )।
|
চন্দ্রগুপ্ত।

চন্দ্রগুপ্তের পূর্ব্বে নন্দগণ ১০০ বর্ষকাল সিংহাসন ভোগ করেন। নবনন্দের অন্যূন ২০০ বৎসর পূর্ব্বে রাজা বিম্বিসারের রাজ্যাধিকার ছিল * বিষ্ণুপুরাণের লিপি ও উক্ত প্রকার অনুমান সত্য হইলে,ইহাও সত্য হইবে যে,ভগবান্ শাক্যসিংহ চন্দ্রগুপ্ত রাজার অন্যূন ৩০০ তিন শত বৎসর পূর্ব্বে উৎপন্ন হইয়াছিলেন।

বিষ্ণুপুরাণের এক স্থলে উক্ত হইয়াছে যে, রাজা পরীক্ষিৎ যথন রাজ্য করেন, কলি তখন ১২০০ বৎসর অতিক্রম করিয়াছে। যথা—

"তদা প্রবৃত্তশ্চ কলির্দ্বাদশাব্দশতাত্মকঃ।"

এই সময়ের পর, সপ্তর্ষি মণ্ডল যথন পূর্ব্বাষাঢ়া নক্ষত্র গত হইবেন, নন্দ তখন সিংহাসন প্রাপ্ত হইবেন এবং কলিও সেই সময় হইতে প্রবল হইবে। যথা—

"প্রযাস্যন্তি যদাচৈতে পূর্ব্বাষাঢ়াং মহর্ষয়ঃ।
তদা নন্দাৎ প্রভৃত্যেষ কলির্বৃদ্ধিং গমিষ্যতি।"

সপ্তর্ষিগণ পরীক্ষিতের রাজ্যকালে মঘা নক্ষত্রে ছিলেন। তৎপরে তাঁহাদিগকে পূর্ব্বাষাঢ়ানক্ষত্র অতিক্রম করিতে অন্যূন ১১০০ বৎসর লাগিয়াছিল। পূর্ব্বের বারো শত, আর এই এগার শত, সমুদায় একত্রিত করিয়া কলির ২৩০০ শত বৎসর পরে নন্দরাজ্য হইয়াছিল, ইহা নিশ্চিত হয়। এই নির্ণয় সত্য হইলে ইহাও সত্য হইবে যে, কলির ২৩০০ বৎসর পরে, ২৪০০ বৎসরের মধ্যে বুদ্ধাবতার

---

* বিষ্ণুপুরাণে লিখিত আছে, শিশুনাগ হইতে মহানন্দী পর্য্যন্ত ১০ জন রাজা ৩৬২ বৎসর রাজ্য করিয়াছিলেন। দশ জন রাজার রাজ্যকাল ৩৬২ বৎসর হইলে তন্মধ্য হইতে শিশুনাগ, ক্ষেমধর্ম্মা, ক্ষত্রৌজা, এই তিন ব্যক্তির রাজ্যকাল হইতে ১৫০ বৎসর বাদ দিলে তৎপরবর্ত্তী বিম্বিসার প্রভৃতি ৭ জন রাজার রাজ্যকাল ২০০ বৎসরের কিঞ্চিৎ অধিক, ইহা সহজেই অনুমিত হইতে পারে।

ঘটনা হইয়াছিল। অতএব আমাদিগের পুরাণ শাস্ত্র অনুসারেও বুদ্ধদেবের আয়ু এক্ষণে ২৬০০ বৎসরের কিঞ্চিৎ অধিক হইয়াছে। এস্থলে ইহাও বলা উচিত যে ইউরোপীয় পণ্ডিতগণের মতে ইহাঁর আয়ু ২৪০০ শতের অধিক হয় নাই।

ভাগবত মহাপুরাণে ভবিষ্য অবতার প্রসঙ্গে বুদ্ধদেবের জন্মকাল নিম্নলিখিত প্রকারে উক্ত হইয়াছে। যথা—

"ততঃ কলৌ সম্প্রবৃত্তে সম্মোহায় সুরদ্বিষাম্।
বুদ্ধো নাম্নাজিনসুতঃ কীকটেষু ভবিষ্যতি।"

"কলৌ সম্প্রবৃত্তে" এই কথায় 'কলির সম্যক্ বৃদ্ধি আরম্ভ হইলে' এইরূপ তাৎপর্য্য লব্ধ হয়। সুতরাং বিষ্ণুপুরাণের উল্লেখ অনুসারে অর্থাৎ—

"তদা নন্দাৎ প্রভৃত্যেষ কলির্বৃদ্ধিং গমিষতি।"

মহাপদ্ম নন্দ রাজা হইলেই তৎসময়ে কলির বৃদ্ধি হইবে;—এই বচন অনুসারে স্থির হয় যে, নন্দের সময় অথবা তাঁহার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে বুদ্ধাবতার হইয়াছিল।

পূর্ব্বোক্ত ভাগবত-বচন ও এই বিষ্ণুপুরাণ-বাক্য তুল্যার্থ করিয়া বা মিলাইয়া লইলে অবশ্যই স্থির হইবে, জিনপুত্র বুদ্ধ প্রথম নন্দের কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে মধ্যগয়া প্রদেশে আবির্ভূত অর্থাৎ খ্যাতিমান্ হইয়াছিলেন। এ প্রমাণ সত্য হইলে শাক্যসিংহকে চন্দ্রগুপ্তের অনধিক ১৫০ বৎসরের পূর্ব্বের লোক বলা যাইতে পারে এবং ইহাতে ইংরাজ পণ্ডিতগণের অনুমানকে কিছু পরিমাণে সত্য বলা যাইতে পারে।

বৌদ্ধদিগের ললিতবিস্তর নামক গ্রন্থে লিখিত আছে, শাক্যসিংহের আবির্ভাবের পূর্ব্বে মগধ দেশে প্রদ্যোতন নামে এক রাজবংশ বিদ্যমান ছিল। *

নন্দের পূর্ব্ববর্ত্তী প্রদ্যোতন বংশ সত্য সত্যই বৌদ্ধ আবির্ভাবের পূর্ব্বে বিদ্যমান ছিল, ইহা আমরা আমাদের বিষ্ণুপুরাণেও দেখিতে পাই। † প্রদ্যোতনবংশ শেষ হইলে ক্ষত্রৌজা, ক্ষেমধর্ম্মা, কাকবর্ণ ও শিশুনাগ, এই চারি জন মাত্র রাজা ক্রমপ্রাপ্ত সিংহাসন ভোগ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের অব্যবহিত পরে

---

* "অপরে ত্বেবমাহুঃ। ইদং প্রদ্যোতনকুলং মহাবলঞ্চ মহাবাহনঞ্চ পরচমুশিরসি বিজয়লব্ধঞ্চ। তৎ প্রতিরূপমস্ত বোধিসত্ত্বস্য গর্ভপ্রতিসংস্থানায়েতি।"

[ললিত বিস্তর, ৩ অং।

† নন্দিবর্দ্ধনান্তাঃ পঞ্চ প্রদ্যোতনাঃ পৃথিবীং ভোক্ষ্যন্তি। ততশ্চ শিশুনাগাদয়ঃ। ইত্যাদি।

[ বিষ্ণুপুরাণ ৪ অং, ২৪ অং।

রাজা বিম্বিসার তৎপদে প্রতিষ্ঠিত হন। এই সময়ে ভগবান্ শাক্যসিংহ বুদ্ধ হইয়া মগধে ভ্রমণ করিয়াছিলেন, ইহা আমরা মহাবস্তু প্রভৃতি বৌদ্ধ গ্রন্থে দেখিতে পাই।

এই সকল অনুসন্ধানলব্ধ প্রমাণের দ্বারা যাহা উপলব্ধি হয়, তাহাতে বুদ্ধদেবকে কোনও প্রকারে খৃঃ পূঃ ৫৫০ বৎসরের অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী বলিতে পারা যায় না। উহার অধিক পূর্ব্বে তিনি ভূমণ্ডলে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন; ইহাই স্থির হয়।

### শাক্যবংশের উৎপত্তি ও শাক্য নামের কারণ।

প্রসিদ্ধি আছে, বুদ্ধদেব শাক্য নামক রাজকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন; সেই নিমিত্ত তাঁহার শাক্যসিংহ ও শাক্যমুনি এই দুই পৃথক নাম প্রচারিত আছে। শাক্যবংশের উৎপত্তি ও তাহার ইতিহাস অতীব অদ্ভুত। বৌদ্ধদিগের প্রধান প্রধান গ্রন্থে এই বংশের উৎপত্তি ও ইতিহাস বর্ণিত আছে। বৌদ্ধেরা যেরূপ বলে, তাহাতে স্থির হয়, শাক্যবংশ কোন এক পৃথক বংশ নহে; আমাদিগের পৌরাণিক সূর্য্যবংশের একটি পৃথক শাখা মাত্র। সূর্য্যবংশীয় ইক্ষাকু রাজা যে বংশের সৃষ্টি করিয়াছিলেন, সেই বংশের এক ধারা হইতে শাক্যবংশের উৎপত্তি হইয়াছিল। একখানি প্রাচীন বৌদ্ধ গ্রন্থে লিখিত আছে, ইক্ষ্বাকু বংশীয় সুজাত নামক রাজার পুত্রেরা কোন এক কারণে নির্ব্বাসিত হইয়া "শাক্য" এই অভিধা প্রাপ্ত হইয়াছিল।

বৌদ্ধদিগের "মহাবস্তু অবদানং" নামে * এক বিস্তীর্ণ গ্রন্থ আছে। এই গ্রন্থে 'রাজবংশের আদি' এতন্নামক অধ্যায়ের মধ্যভাগে শাক্যবংশের উৎপত্তি ও ইতিহাস এইরূপে বর্ণিত হইয়াছে। †

"পূর্ব্বে অযোধ্যা মহানগরে সুজাত নামে এক ইক্ষাকুবংশীয় মহা রাজা ছিলেন। এই ইক্ষ্বাকু রাজা সুজাতের (বা সঞ্জাতের) পাঁচ পুত্র ও পাঁচ কন্যা হইয়াছিল। পুত্রগণের নাম ওপুর, নিপুর, করকণ্ডক, উল্কামুখ ও হস্তিকশীর্ষ। কন্যা পাঁচটীর নাম শুদ্ধা, বিমলা, বিজিতা, জলা ও জলী। এতদ্ভিন্ন, তাঁহার "জেন্তু"

* গ্রন্থ খানি বহুপুরাতন ও সমধিক মান্য ফরাসীশ পণ্ডিত সিনার্ট ৯২০ সম্বৎ অব্দের একখানি হস্ত লিখিত পুস্তক অবলম্বন করিয়া ইহার মুদ্রণ কার্য্য সমাধা করিয়াছিলেন। তাহা দেখিয়া অনুমান হয় যে, এই গ্রন্থ বহুপুরাতন। আমাদের বিবেচনায় মহাবস্তু গ্রন্থখানি অন্যূন ১১১৬ বৎসরের পূর্ব্বের।

† পশ্চিমকো শাকেতে মহানগরে সুজাতো নাম ইক্ষ্বাকুরাজ অভূষি।

ইত্যাদি ক-চিহ্নিত পরিশিষ্ট দেখুন।

নামে আর এক পুত্র হইয়াছিল, সেটী তাঁহার সখীপুত্র। সখীর নাম জেন্তী, তৎকারণে তৎপুত্রকে লোকে "জেন্ত" বলিত। প্রথিত আছে, রাজা সুজাত এক সময়ে জেন্তীকে স্ত্রীভাবে আরাধনা করিয়াছিলেন। জেন্তী তাঁহার অভিমত পূরণ করিয়াছিল। রাজা জেন্তীর প্রতি পরিতুষ্ট হইয়া একদা তাহাকে বর-প্রার্থনা করিবার অনুরোধ করেন। বলিলেন, জেন্তি। আমি তোমাকে বর প্রদান করিব। তুমি যাহা চাহিবে, তাহাই দিব। জেন্তী বলিল, মহারাজ! আমি আমার পিতা মাতাকে জিজ্ঞাসা করিয়া পশ্চাৎ আপনার নিকট বর প্রার্থনা করিব। এই কথা বলিয়া সে তন্মুহূর্ত্তে নিজ পিতা মাতার নিকট গমন করিল ও বরবৃত্তান্ত বর্ণন করিল। বলিল, রাজা আমাকে বর দিতে চাহিয়াছেন। আমার ইচ্ছা আপনারা যাহা বলিয়া দিবেন, আমি তাহাই রাজার নিকট প্রার্থনা করিব। এই কথা শুনিয়া জেন্তীর পিতা মাতা, আপন আপন অভিমত ব্যক্ত করিল। কেহ বলিল, একখানি উৎকৃষ্ট গ্রাম চাহিয়া লও। কেহ বলিল, অনেক ধন রত্ন চাহিয়া লও।

সেই সময়ে সেই স্থানে এক পরিব্রাজিকা উপস্থিত ছিল। এই ভিক্ষুকী চতুরা, বুদ্ধিমতী ও পণ্ডিতা। সে বলিল, জেন্তি! তুমি বেশকারিণীর কন্যা, এজন্য রাজ্যের কথা দূরে থাকুক, তোমার গর্ভজাত পুত্র রাজদ্রব্যেরও অংশভাগী হইবে না। রাজার পাঁচ পুত্র আছে। তাহারা ক্ষত্রিয় কন্যার গর্ভজাত ; সুতরাং তাহারাই পিতৃরাজ্যের ও পিতৃধনের অধিকারী হইবে। এক্ষণে রাজা সুজাত তোমাকে বর দিতে চাহিয়াছেন। রাজা সুজাত সত্যবাদী, মিথ্যা বলেন না, যাহা বলেন তাহাই করেন, এনিমিত্ত আমি বলি, তুমি রাজার নিকট এইরূপ বর চাও। —'মহারাজ! আপনার পাঁচ পুত্রকে রাজ্য হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিউন— তাহাদিগকে বনবাসী করিয়া আমার পুত্র জেন্তকে যুবরাজ করুন। তাহা হইলে আপনার ও আমার এই পুত্র জেন্ত অযোধ্যা মহানগরে রাজা হইতে পারিবে।' জেন্তি! এই বর লইলেই তোমার সব সফল হইবে। অনন্তর জেন্তী ভিক্ষুকীর পরামর্শে তাহাই করিল। রাজা সুজাত জেন্তীর প্রার্থনা শুনিয়া ব্যথিত হইলেন, পুত্রস্নেহে কাতর হইলেন ; কিন্তু কি করেন, কোন ক্রমেই স্বীকৃতপ্রদানে বিমুখ হইতে পারিলেন না। "যাহা চাহিবে তাহাই দিব" এই-রূপ বলিয়া এখন আর তাহা অন্যথা করিতে পারিলেন না। বলিলেন, জেন্তি! তাহাই হউক, তোমাকে ঐ বরই দিলাম। অনন্তর, নগরবাসী ও জনপদবাসী সকলেই রাজার বরপ্রদানের কথা শুনিল। সকলেই শুনিল, রাজা স্বীয়পুত্র-

দিগকে রাজ্যবহিষ্কৃত ও বনবাসী করিয়া বিলাসিনীপুত্র জ্যেষ্ঠকে যৌবরাজ্যে অভি-
ষিক্ত করিবেন। তখন, সমস্ত লোক ঐ সংবাদে উৎকণ্ঠিত হইল। রাজপুত্র-
গণের গুণ ও মহিমা মনে করিয়া কাতর হইতে লাগিল এবং সকলেই বলিল,
কুমারগণের যে গতি, আমাদিগেরও সেই গতি, আমরাও কুমারগণের সঙ্গে
নির্ব্বাসিত হইব। রাজা সুজাত শুনিলেন, কুমারগণের সঙ্গে অযোধ্যানগরের
সকল লোকই বনগমন করিবে। শুনিয়া দুঃখিত হইলেন না, বরং হৃষ্টই হই-
লেন। তখন তিনি নগরে ঘোষণা করিয়া দিলেন, যে যে কুমারগণের সঙ্গে
প্রবাসগমন করিবে, সে সে যাহা যাহা চাহিবে আমি তাহাদিগকে তাহা
তাহাই দিব। যাহার হস্তীতে প্রয়োজন, তাহাকে হস্তীই দিব। অশ্বের
প্রয়োজন থাকিলে অশ্ব দিব, রথ চাহিলে রথ দিব, যান চাহিলে যান দিব,
শকট চাহিলে শকট দিব, বৃষ চাহিলে বৃষ দিব, ধন চাহিলে ধন দিব, বস্ত্র
চাহিলে বস্ত্র দিব, অলঙ্কার চাহিলে অলঙ্কার দিব, দাস দাসী চাহিলে দাস দাসীও
দিব। অন্য রাজপুরুষেরা আমার আজ্ঞায় যে যাহা চাহে তাহাকে তাহাই
প্রদান করিবে। অনন্তর রাজ-আজ্ঞা প্রচারিত হইলে রাজামাত্যগণ ধনাগার মুক্ত
করিল এবং যে যাহা চাহিল, তাহাকে তাহাই প্রদান করিল। এইরূপে সেই
রাজকুমারেরা সহস্র সহস্র সৈনিক পুরুষ লইয়া ও ধনরত্নাদি লইয়া অযোধ্যা
মহানগরী হইতে নির্ব্বাসিত হইয়া উত্তরাভিমুখে গমন করিল। অনন্তর কাশী-
কোশল-দেশের রাজা তদ্বৃত্তান্ত শ্রুত হইয়া রাজপুত্রদিগকে আপন রাজ্যে আন-
য়ন করাইলেন। কাশীকোশলদেশের * মনুষ্যগণ পূর্ব্ব হইতেই কুমারদিগকে
ভাল বাসিত, এক্ষণে তাহারা আরো ভালবাসিতে লাগিল। অত্যল্প দিন পরেই
কাশীকোশলের রাজার ঈর্ষা জন্মিল। তিনি ভাবিলেন, প্রজাগণ কুমারগণের
গুণে অধিক মুগ্ধ হইলে আমার প্রাণবিনাশ করিতেও পারে, কুমারদিগকে রাজা
করিতেও পারে। অতএব, ইহাদিগকে স্থান দেওয়া আর আমার উচিত নহে।
এই ভাবিয়া কাশীকোশলের রাজাও তাঁহাদিগকে রাজ্যবহিষ্কৃত ও নির্ব্বাসিত
করিয়া দিলেন। কুমারেরা তখন তদ্দেশীয় ও স্বদেশীয় বহুলোক সঙ্গে লইয়া
উত্তর দিকে গমন করিলেন। কোথায় গেলেন, কোন্ দেশে গিয়া প্রবাস-বাস

* অযোধ্যা রাজ্যের পূর্ব্বভাগ ও কাশীরাজ্যের পশ্চিমভাগ পূর্ব্বে "কাশীকোশল" নামে অভিহিত হইত। ঐ ভাগকে পূর্ব্বে পূর্ব্বকোশলও বলিত এবং কাশীরাজ্যের শাসনাধীন থাকায় কাশীকোশল বলিত।

করিলেন, তাহাও মহাবস্তু অবদান গ্রন্থে লিখিত আছে। * তাহার অনুবাদ এইরূপ :—

অনুবাদ।—হিমালয়-সমীপে, কপিল † নামে এক মহানুভব মহৈশ্বর্য্যশালী ও মহাজ্ঞানী ঋষি বাস করিতেন। তাঁহার আশ্রম স্থানটী অতি বিস্তীর্ণ, রমণীয়, পত্রপুষ্পাদিসম্পন্ন ও স্বচ্ছ-সলিলযুক্ত ছিল। এই কপিলাশ্রমের এক অংশে এক মহান্ শাকোট বন ছিল। কুমারেরা কাশীকোশল রাজ্য অর্থাৎ অযোধ্যা রাজ্যের পূর্ব্বাংশ পরিত্যাগ করিয়া বহুদূর উত্তরে গমন পূর্ব্বক সেই কপিলাশ্রমের অন্তঃসীমাসন্নিবিষ্ট বিস্তীর্ণ শাকোট বনে গিয়া বাস করিলেন। তাঁহাদের তাদৃশ বনবাস অযোধ্যাদেশে ও কাশীকোশলদেশে ক্রমে বাণিজ্যব্যবসায়ী জনগণের দ্বারা প্রচারিত হইল

একদা সেই প্রদেশের বণিক্‌গণ কাশীকোশল দেশে আগমন করিলে, কাশীকোশল দেশের লোকেরা জিজ্ঞাসা করিল তোমরা কোথা হইতে আসিয়াছ? তাহারা বলিল, আমরা হিমালয়ের নিকটস্থ শাকোটবন হইতে আসিয়াছি। ক্রমে অযোধ্যাদেশের বণিকেরাও সেই দেশে যাতায়াত আরম্ভ করিল। অন্য লোকে তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করে, তোমরা কোথায় যাইবে? তাহারা বলে আমরা হিমালয়ের নিকটস্থ কপিলাশ্রমের সীমান্তঃপ্রদেশের শাকোটবনে যাইব। এবং ক্রমে, সেই স্থানটী এদেশীয়দিগের পরিচয়গোচর হইয়া পড়িল। কুমারগণ সেই স্থানে বাস করিলেন, ক্রমে তাঁহাদের বিবাহকর্ম্ম আবশ্যক হইল। তাঁহারা সে দেশের লোকের কন্যাগ্রহণ ও সে দেশের পাত্রকে কন্যাদান করিতে ইচ্ছুক হইলেন না। পাছে তাঁহাদের জাতিদোষ ঘটে, সেই ভয়ে তাঁহারা আপনাদিগের মধ্যেই বিবাহপ্রথা প্রচলিত করিলেন। কিছুকাল পরে শাকেতবাসী রাজা সুজাতের মনে হইল, তাঁহার নির্ব্বাসিত পুত্রগণ এখন কোথায় এবং কি করিতেছে।

"রাজা সুজাতো অমাত্যানাং পৃচ্ছতি।
ভো অমাত্যা কুমারা কহিং আবসন্তি।"

ইত্যাদি। ‡

---

* খ চিহ্নিত পরিশিষ্ট দেখুন।

† এই কপিল সাঙ্খ্যবক্তা ও সগরসন্তানগণের দাহকর্ত্তা কপিল হইতে পৃথক্ ব্যক্তি। তাহার কারণ এই যে, ইনি গোতমগোত্রীয় বলিয়া বিশেষিত হইয়াছেন। যথা—

"পিতৃশাপেন কশ্চিদিক্ষ্বাকুবংশীয়ো গোতমবংশজ-কপিলমুনেরাশ্রমে শাকবৃক্ষবনে কৃতবাসাঃ শাক্য ইত্যভিধাং প্রাপ।

(ভারত) এতদ্ভিন্ন, মহাবস্তু অবদান গ্রন্থেও এইকপিল গোতম বংশজ বলিয়া পরিচিত আছেন।

‡ গ-চিহ্নিত পরিশিষ্ট দেখুন।

অনুবাদ।—রাজা সুজাত একদিন অমাত্যদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, অমাত্যগণ! আমার নির্ব্বাসিত পুত্রগণ এখন কোথায় আছে? তাহারা বলিল, রাজন! হিমালয়ের নিকট এক সুবিস্তীর্ণ শাকোট বন আছে; শুনিয়াছি, কুমারগণ সেই স্থানে বাস করিতেছেন। রাজা পুনর্ব্বার অমাত্যদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, কুমারগণের বিবাহের কি হইতেছে? কোথা হইতে তাহারা দারা আনয়ন করিতেছে? অমাত্যগণ প্রত্যুত্তর করিলেন, মহারাজ! শুনিয়াছি, কুমারেরা জাতিনাশ ভয়ে তদ্দেশীয়দিগের সহিত মিলিত না হইয়া পরস্পর পরস্পরের ভগিনী ভাগিনেয়ী প্রভৃতির সহিত বিবাহ প্রথা প্রচলিত করিয়াছেন।

রাজা সুজাত অমাত্যগণের মুখে কুমারগণের বিবাহ বৃত্তান্ত শুনিয়া সাশ্চর্য্য হইলেন। পুরোহিত ও অন্যান্য ব্রাহ্মণপণ্ডিতদিগকে আহ্বান করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, মহাশয়গণ, কুমারেরা যাহা করিয়াছে বা করিতেছে, তাহা কি তাহারা করিতে পারে? পুরোহিত ও পণ্ডিতগণ বলিলেন, মহারাজ! কুমারেরা পারে। সেরূপ কারণে তাহারা দোষদুষ্য হইতেছে না। রাজা সুজাত পুরোহিত ও পণ্ডিতগণের শক্য অর্থাৎ পারে, এই কথায় নিতান্ত পরিতুষ্ট হইলেন এবং তাহারা শক্য হইল এই কথা হইতে সেই অবধি তাহারা শক্যা এবং তৎকালের চলিত ভাষায় "শাকিয়া" এই সমাখ্যা প্রাপ্ত হইল।

সূর্য্যবংশীয় ইক্ষ্বাকুরাজার বংশধর সুজাত রাজা স্বীয় পুত্রদিগকে অযোধ্যা প্রদেশ হইতে নির্ব্বাসিত করিয়া দিলে পর তাহারা হিমালয়ের সমীপস্থ শাকোটবনে গিয়া বাস করিয়াছিল এবং স্বসম্বন্ধীয়দিগের মধ্যে বিবাহপ্রথা প্রচলিত করিয়াছিল। ঐরূপ বিবাহ করিতে পারে কি না এই প্রশ্নের প্রত্যুত্তরে পুরোহিত ও পণ্ডিত সকলেই শক্য অর্থাৎ পারে, এই কথা বলিয়াছিলেন। ক্রমে সেই কথা হইতে নির্ব্বাসিত সুজাত পুত্রেরা শক্য শাক্য ও শাকিয় এই অভিধায় অভিহিত হইয়াছিলেন। অতএব শাক্য-বংশ কোন এক পৃথক বংশ নহে; সর্ব্ববিদিত ইক্ষ্বাকুবংশই প্রোক্ত কারণে শাক্যবংশ নামে প্রথিত হইয়াছে।

রাজা সুজাত পুরাণ-প্রথিত ইক্ষ্বাকুর বংশধর কি না তদ্বিষয়ে কাহারও সন্দেহ হইতে পারে না। তাহার কারণ এই যে, মহাবস্তু অবদান গ্রন্থে রাজা সুজাতের পূর্ব্বপুরুষগণনায় মান্ধাতা নরপতির উল্লেখ আছে। * সুতরাং ইনি সূর্য্যবংশীয় ইক্ষ্বাকু রাজার বংশধর ভিন্ন অন্য কোন পৃথক্ বংশজাত নহেন।

---

* রাজ্ঞা মান্ধাতস্য পুত্র পৌত্রিকায়ো নপ্ত প্রনপ্তিকায়ো বহুনি রাজ সহস্রাণি। ইত্যাদি (মহাবস্তু অবদান দেখ।)

শাব্দিকাচার্য্য ভরত, শাক্য-নাম-নির্ব্বাচনপ্রসঙ্গে, পূর্ব্বপ্রোক্ত ইতিবৃত্তের পরিপোষক একটী বচন উল্লেখ করিয়াছেন, তদনুসারেও শাক্যবংশ ইক্ষ্বাকু বংশের শাখা বিশেষ বলিয়া স্থিরীকৃত হয়। যথা,—

"শাকবৃক্ষপ্রতিচ্ছন্নং বাসং যস্মাৎ প্রচক্রিরে।
তস্মাদিক্ষ্বাকুবংশ্যাস্তে ভুবি শাক্যা ইতি শ্রুতাঃ।'

অনুসন্ধান ও পর্য্যালোচনার দ্বারা স্থির হইল যে, ইক্ষ্বাকুবংশীয় সুজাত রাজার পুত্রপঞ্চক হইতেই শাক্যবংশের উৎপত্তি হইয়াছিল এবং সুজাত রাজার জ্যেষ্ঠ পুত্র "ওপুরই" শাক্যবংশের প্রথম বা আদি। শাক্য ওপুরের অধস্তন সপ্তম পুরুষ পরে মহাত্মা শাক্যসিংহ পৃথিবীতে উৎপন্ন হইয়াছিলেন।

হিন্দুদিগের বিষ্ণুপুরাণ অনুসন্ধান করিলেও ইক্ষ্বাকুবংশমধ্যে শাক্যবংশের মূলপুরুষ সুজাত রাজাকে দেখিতে পাওয়া যায়। বিষ্ণুপুরাণের মতে রাজা সুজাত বা সঞ্জাত ইক্ষ্বাকুবংশীয় বৃহদ্বল রাজার অধস্তন দ্বাবিংশ পুরুষ এবং রামপুত্র কুশের বংশধর। যথা,—
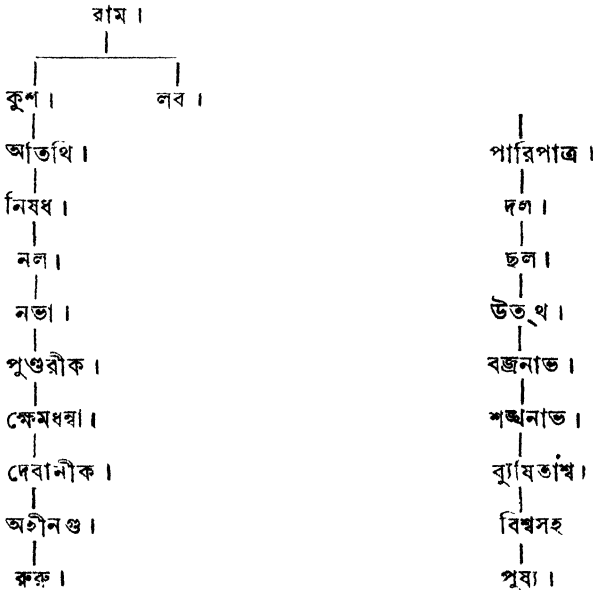
পূর্ব্বে ইক্ষ্বাকুবংশীয় দশরথ রাজা স্ত্রীর প্রার্থনায় পুত্রদিগকে বনবাসী করিয়াছিলেন, কলিতেও আবার সুজাত রাজা তাহাই করিলেন। রামনির্ব্বাসনের সহিত ইহার সাদৃশ্য থাকা মন্দ বিস্ময়-জনক নহে।

এই রামবংশীয় বৃহদ্বল রাজা ভারতযুদ্ধে অভিমন্যুর বাণে প্রাণত্যাগ করেন। তৎকালে ইহাঁর বৃহৎকর্ণ নামে এক শিশু পুত্র ছিল, সেই শিশু পুত্রই তৎকালে রাজ্যাধিকার ও বংশ উভয়ের পরিরক্ষক হইয়াছিল। আমাদের বিষ্ণুপুরাণে এই বৃহদ্বলের বংশও গণিত হইয়াছে। যথা,—

* দেশভেদে উচ্চারণের ভেদ ও বর্ণলিপির আকারভেদ থাকায় এবং নাগরী অক্ষর দেখিয়া বাঙ্গালা অক্ষর লেখার ব্যতিক্রম ঘটনা হওয়ায় এ দেশের কোন কোন পুস্তকে সুজাত, কোন পুস্তকে সঞ্জাত এবং কোন কোন পুস্তকে সঞ্জয় এইরূপ পাঠ দৃষ্ট হইলেও সুজাত সঞ্জাত ও সঞ্জয় একই ব্যক্তি বলিয়া অনুমোদন করিবার বাধা হয় না।

বিষ্ণুপুরাণোক্ত এই বংশাবলীর মধ্যে সঞ্জাতের পরেই "শাক্য" নাম থাকায় অবশ্যই আমরা বুদ্ধদেবের আদিপুরুষ সুজাতকে সঞ্জয় বা সঞ্জাত বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি এবং পূর্ব্বোক্ত বৌদ্ধ ইতিহাসকে অভ্রান্ত বলিয়া স্বীকার করিতে পারি। বুদ্ধদেব ক্ষত্রিয়কুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, ইহা ব্যক্তি মাত্রেই জানেন। তিনি যে সূর্য্যবংশীয় ইক্ষ্বাকু-কুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা সকলে বিদিত না থাকিতেও পারেন; একারণ আমরা বহু অনুসন্ধান দ্বারা তাঁহার আদিবংশ নির্ণয় করিলাম।

### কপিলবস্তু নগর ও তাহার ইতিবৃত্ত।

সুজাত রাজার নির্ব্বাসিত পুত্রেরা বহুলোক সমভিব্যাহারে হিমালয়ের উৎসঙ্গপ্রদেশে কপিল নামক ঋষির আশ্রম-নিকটস্থ শাকোট বনে বাস করিলে, ক্রমে তথায় অন্যান্য লোক গতিবিধি আরম্ভ করিল, নানাদেশীয় বণিক্ তথায় গতিবিধি করিতে লাগিল। তখন তাঁহাদের ইচ্ছা হইল, আমরা এই স্থানেই থাকিব, অন্য কোথাও যাইব না। এখানে যখন বহুলোকের গমনাগমন আরম্ভ হইয়াছে, তখন এই স্থানেই আমাদের নগর-নির্ম্মাণ করা সহজ হইবে; কিন্তু কপিল ঋষির অনুজ্ঞা ব্যতীত আমরা আমাদের ঈপ্সিত কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে পারিব না। ঋষি যদি আমাদিগকে এই স্থানে নগর নির্ম্মাণ করিতে দেন, তাহা হইলেই আমরা নগরনির্ম্মাণ নির্ব্বাহ করিতে পারিব, অন্যথা পারিব না। কুমারগণ এইরূপ মন্ত্রণার পর ঋষির নিকট আপনাদের অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলে, ঋষি তাহাতে অনুমোদন করিলেন। অনন্তর তাঁহারা সেই শাকোট বন কর্ত্তন করিয়া অতি উত্তম এক নগর প্রস্তুত করিলেন। কপিল নিজ আশ্রমে কুমারগণকে বাসস্থান নির্ম্মাণ করিতে দিয়াছিলেন, তৎকারণে সেই নবপ্রস্তুত নগরের "কপিলবস্তু" নাম প্রচারিত হইয়াছিল। এই বৃত্তান্তটী বৌদ্ধদিগের মহাবস্তু অবদান নামক প্রাচীন পুস্তকে "তেষাং দানি কুমারাণাং এতদভবৎ। ইত্যাদিক্রমে বর্ণিত হইয়াছে।

সেই অংশের অনুবাদ যথা—কিছু দিন পরে কুমারেরা মনে করিলেন, আমরা এই শাকোটবনে নিবাস রচনা করিব। বহু মনুষ্য এখানে আগমন করিতেছে; এজন্য নিশ্চিত আমরা এই স্থানে নগর প্রস্তুত করিতে পারিব। পরে কুমারেরা কপিল ঋষির নিকট গমন করিলেন। তাঁহারা ঋষির

পদবন্দনা করতঃ কহিলেন, যদি ভগবান কপিল অনুমতি দেন, তাহা হইলে আমরা এই স্থানে ঋষির নামে ( কপিল-বস্তু নামে ) নগর নির্ম্মাণ করি। ঋষি বলিলেন, যদি আমার এই আশ্রম তোমরা নগর রাজধানী কর, তাহা হইলে আমি অনুমতি দিই। কুমারগণ ঋষিকে বলিলেন, যাহা ঋষির অভিপ্রায়—তাহাই করিব। এই আশ্রম রাজধানী করিব, নগর প্রস্তুত করিব। ঋষি তখন কমণ্ডলু হইতে জলগ্রহণ করিয়া রাজপুত্রদিগের বাসের জন্য আপনার সেই আশ্রম রাজপুত্রদিগকে দান করিলেন। কুমারেরাও ক্রমে সেই স্থানে রাজধানী ও নগর প্রস্তুত করিলেন। কপিল ঋষি রাজপুত্রদিগকে বসতি করিতে দিলেন, তৎকারণে সেই প্রস্তুত-নগর কপিলবস্তু নামে খ্যাত হইল। এইরূপে কপিলবস্তু নগর স্থাপিত হইলে, ক্রমে তাহা সমৃদ্ধ হইল, বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, সুখের স্থান হইল, সুভিক্ষ হইল, জনাকীর্ণ হইল, ধনীর বাসস্থান হইল, অনেক পরিবার-যুক্ত হইল, দেশবিদেশে বিখ্যাত হইল, উৎসবযুক্ত হইল, সমাজবদ্ধ হইল, একটী প্রধান বাণিজ্যস্থান ও বণিকদিগের প্রিয়স্থান হইয়া উঠিল।

কপিল ঋষির নামে কপিলবস্তু নগর ও রাজধানী প্রস্তুত হইলে তথায় পূর্ব্বোক্ত রাজপুত্রগণের সর্ব্বজ্যেষ্ঠ "ওপুর" অভিষিক্ত রাজা হইলেন।

"ওপুরস্য রাজ্ঞো পুত্রো নিপুরো নিপুরস্য রাজ্ঞোপুত্রো করকণ্ডো করকণ্ডস্য রাজ্ঞোপুত্রো উল্কামুখো উল্কামুখস্য পুত্রো হস্তিকশীর্ষো হস্তিকশীর্ষকস্য পুত্রো সিংহহনুঃ। সিংহহনুস্য রাজ্ঞো চত্বারি পুত্রাঃ—শুদ্ধোদনো ধৌতোদনো শুক্লোদনো অমৃতোদনো অমিতা চ নাম দারিকা।"

রাজা ওপুরের পুত্র নিপুর, নিপুরের পুত্র করকণ্ডক, করকণ্ডকের পুত্র উল্কামুখ, উল্কামুখের পুত্র হস্তিকশীর্ষ, হস্তিকশীর্ষের পুত্র রাজা সিংহহনু। এই সিংহহনুর চারিপুত্র হইয়াছিল এবং এক কন্যাও হইয়াছিল। পুত্রগণের নাম শুদ্ধোদন, ধৌতোদন, শুক্লোদন, ও অমৃতোদন এবং কন্যার নাম অমিতা। শুদ্ধোদন সর্ব্বজ্যেষ্ঠ বলিয়া সিংহহনুর পরলোকের পর পৈতৃক সিংহাসন প্রাপ্ত হন। এই শুদ্ধোদন রাজার ঔরসে ও কোলিয় বংশীয় ভার্য্যা মায়াদেবীর গর্ভে ভগবান্ বুদ্ধদেব জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ইক্ষ্বাকুবংশীয় "সুজাত" রাজার জ্যেষ্ঠ পুত্র "ওপুর" সুবিখ্যাত শাক্যবংশের মূলপুরুষ। এই মূলপুরুষের অধস্তন ষষ্ঠ পুরুষ অতীত হইলে মহাত্মা শাক্য মুনির উদয় হইয়াছিল। তাহার বংশানুক্রমণী এইরূপে প্রদর্শিত ও লিখিত হইতে পারে।

সুজাত।
|
ওপুর।
|
নিপুর।
|
করকণ্ডক।
|
উল্কামুখ।
|
হস্তিকশীর্ষ।
|
সিংহ হনু।

| | | | |
|---|---|---|---|
| শুদ্ধোদন, | ধৌতোদন। | শুক্লোদন। | অমৃতোদন। |
| বুদ্ধদেব বা সিদ্ধার্থ। | | | আনন্দ। |

রাতুল বা রাহুল। রাতুল নাম সত্য হইলে বিষ্ণুপুরাণের সহিত ঐক্য হয়। ফল, অক্ষর-ব্যতিক্রম উভয় গ্রন্থেই হইতে পারে।

---

# দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

শাক্যসিংহের মাতামহকুলের ইতিহাস—শাক্যসিংহের জন্ম—বাল্য-জীবন—মূর্ত্তি, অঙ্গগঠন ও লিপিশিক্ষা।

শাক্যসিংহের মাতামহকুলের ইতিহাস নিতান্ত অদ্ভুত। রাজা শুদ্ধোদন যে কুলে বিবাহ করেন, সে কুল বা সে বংশ শাক্য হইলেও তাঁহার পাণিগৃহীতী ভার্য্যা "কোলিয়" বংশের দৌহিত্রী ছিলেন। এই কোলিয় কুল বা কোলিয় বংশ শাক্য বংশের এক কন্যা হইতে উৎপন্ন হইয়াছিল। এক পরিত্যক্ত শাক্য কন্যার গর্ভে 'কোল'-নামক জনৈক ঋষির ঔরসে এই বংশের মূল পুরুষ উৎপন্ন হইয়াছিল, ইহা আমরা মহাবস্তু অবদান গ্রন্থে দেখিতে পাইতেছি। কোলিয় বংশ উৎপত্তির ইতিবৃত্ত এইরূপ :—

সুজাত রাজার পুত্রেরা ও তৎসহাগত অন্যান্য ক্ষত্রিয়েরা শাক্য আখ্যা প্রাপ্ত হইলে, ক্রমে তাঁহাদের বংশ বিস্তার হইল। করকণ্ডক শাক্যের রাজ্য কালে কোন এক শাক্যকন্যার গলৎকুষ্ঠব্যাধি হইয়াছিল। বৈদ্যেরা অনেক চেষ্টা করিল, কিছুতেই তাহার ব্যাধিশান্তি হইল না। ক্রমে কন্যাটীর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সমস্তই একব্রণ হইয়া গেল, কোনও স্থান অক্ষত থাকিল না। হত-ভাগিনী কন্যা গলৎকুষ্ঠিনী হইয়া প্রত্যেক লোকের ঘৃণার্হা হইলেন। তাহার ভ্রাতৃগণ তাহাকে পর্ব্বতে পরিত্যাগ করা বিধেয় বোধ করিলেন। অনন্তর তাহার ভ্রাতৃগণ তাহাকে এক শকটে আরোহণ করাইয়া হিমালয় সমীপে লইয়া গেল। হিমালয়ের ক্রোড় পর্ব্বতের একটী গুহার মধ্যে তাহাকে প্রবেশ করাইয়া, তন্মধ্যে প্রভূত খাদ্য, বহুতর ভক্ষ্য, প্রচুর পানীয়, কতকগুলি কম্বল ও অন্যবিধ শয্যা প্রদান করিয়া গুহার মুখ কাষ্ঠরাশির দ্বারা প্রচ্ছন্ন করতঃ বালুকারাশির দ্বারা তাহার ছিদ্রভাগ রুদ্ধ করিয়া দিয়া কপিলবস্তু নগরে ফিরিয়া আসিল।

"তস্যা দানি দারিকায়ে তহিং গুহায়ে বসন্তীয়ে তেন নিবাতেন চ সংরোধেন চ তস্যা গুহায়ে উষ্মেন চ সর্ব্বঞ্চ কুষ্ঠব্যাধিং বিক্রতং শরীরং চৌক্ষং নির্ব্রণং সংবৃত্তং উত্তমরূপং সঞ্জাতং নাপি জ্ঞায়তে মানুষিকা এষা।"

মৃতকল্পা শাক্যদুহিতা কয়েক দিবস সেই গুহামধ্যে বাস করিয়া, বায়ুহীন স্থানে বাসের দ্বারা অথবা তাদৃশ নিরোধের দ্বারা কিংবা সেই গুহার উষ্মার

দ্বারা তাহার এরূপ নূতন শরীর ও এরূপ মনোহর রূপ হইল যে, দেখিলে তাহাকে আর মানুষী বলিয়া বিবেচনা হয় না।*

একদা এক ব্যাঘ্র যদৃচ্ছাক্রমে সেই স্থানে আসিলে, অত্যুত্তম মনুষ্য-গন্ধ তাহাকে ব্যাকুলিত করিল। কথিত আছে পশুরা গন্ধ দ্বারা জানিতে পারে। ব্যাঘ্র আজ মনুষ্যগন্ধ পাইয়া গুহামধ্যে মানুষ আছে, ইহা অনুমান করিল। মনুষ্য-লোলুপ ব্যাঘ্র গুহার মুখস্থিত পাংশুরাশি পদের দ্বারা আকর্ষণ করিতে প্রবৃত্ত হইল। ক্রমে সমস্ত বালুকা পদের দ্বারা প্রক্ষিপ্ত করিল। এই স্থানের অনতি-দূরে "কোল" নামে জনৈক রাজর্ষি বাস করিতেন। ঋষি ফল-আহরণার্থে সেই স্থানে আসিয়া দেখেন, এক ব্যাঘ্র গুহামুখস্থ পাংশু রাশি অপকর্ষণ করিতেছে। তদ্দর্শনে ঋষির কৌতূহল জন্মিল। তিনি ক্রমে তাহার নিকটগামী হইলেন। ঋষির প্রভাবে ব্যাঘ্র পলায়ন করিলে, ঋষি সেই গুহাদ্বারে গিয়া দেখেন, গুহাদ্বারে বালুকারাশি ব্যাঘ্র কর্তৃক উৎসারিত হইয়াছে, কিন্তু তাহা কতকগুলি কাষ্ঠের দ্বারা আবৃত আছে। তদ্দর্শনে ঋষি আরও কুতূহলী হইলেন। কৌতুকাবিষ্ট ঋষি গুহাদ্বারস্থ কাষ্ঠগুলি একে একে উৎসারিত করিলেন। দেখিলেন, তন্মধ্যে যেন এক দেবকন্যা উপবিষ্ট আছে। ঋষি জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কে? কন্যা প্রত্যুত্তর করিল, আমি কপিলবস্তু নগরের অমুক শাক্যের কন্যা; আমার গলৎ-কুষ্ঠ রোগ হইয়াছিল, তৎকারণে আমার প্রতি আমার ভ্রাতৃগণের ঘৃণা হওয়ায় আমাকে এইস্থানে জীবিতাবস্থায় বিসর্জ্জন দিয়া গিয়াছিল। কয়েকদিন মধ্যে আমার সে রোগ সারিয়া গিয়াছে; এক্ষণে আপনার অনুগ্রহে আমি আজ মনুষ্য মুখ দেখিয়া বাঁচিলাম—পুনর্জ্জন্ম বোধ করিলাম।

---

* মূলতান-দেশে এক ফকির আছে। সে কুষ্ঠ ব্যাধির চিকিৎসা করিয়া থাকে। শুনা যায়, অনেক লোক তাহার চিকিৎসায় আরোগ্যলাভ করিয়াছে। আমার জনৈক বন্ধু তাঁহার পরিচিত এক ব্যক্তিকে ঐ ফকিরের চিকিৎসায় অরোগী হইতে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। ফকিরের চিকিৎসাপ্রণালী এইরূপ:—

ফকির প্রথমে রোগীর গাত্রে একপ্রকার ভস্ম মাখাইয়া দেয়। তৎপরে রোগীর গাত্র এক কখনো বা দুই খণ্ড কম্বলের দ্বারা আচ্ছাদিত করে। অনন্তর তাহাকে এক পর্ব্বত মধ্যে শোয়াইয়া দেয়। রোগীর গাত্র হইতে অধিক পরিমাণে ঘর্ম্ম নির্গত হইলে রোগী যখন অসহ্য যাতনা অনুভব করে, তখন তাহাকে বাহিরে আনিয়া গাত্রের কম্বল খুলিয়া দেয়। তৎপরে তাহার আহারের ব্যবস্থা করে। ৩। ৪ দিন ব্যবস্থামত আহার করাইয়া বাটী যাইতে বলে।

এই চিকিৎসা-প্রণালীর সহিত উপরি উক্ত আখ্যায়িকার সম্পূর্ণ মিল আছে। ফকির বোধ হয়, আখ্যায়িকাটী জানিতেন, তাই তিনি উক্ত প্রকার অনুমান চিকিৎসা করিয়া থাকেন। কোন কোন বৈদ্যক গ্রন্থেও উক্ত প্রকার চিকিৎসার ব্যবস্থা থাকা দৃষ্ট হয়। আমাদের বিবেচনা হয়, এ প্রকার ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়া চিকিৎসিত হইতে পারিলে এখনও কুষ্ঠগ্রস্ত লোক কুষ্ঠরোগ হইতে পরিমুক্ত হইতে পারেন।

রাজর্ষি কোল সেই কন্যার রূপে মুগ্ধ হইলেন। ক্রমে তাঁহার ধ্যান, জ্ঞান, সমস্তই অন্তর্হিত হইল। তিনি সেই শাক্যকন্যা লইয়া আশ্রমে গার্হস্থ্য করিতে লাগিলেন।

ক্রমে সেই শাক্যদুহিতার গর্ভে কোল ঋষির ঔরসে যমজক্রমে ১৬ সন্তান জন্মিল। ঋষি-পুত্রেরা যখন পদসঞ্চারযোগ্য বয়োলাভ করিল; তখন তাহাদের মাতা তাহাদিগকে কপিলবস্তু নগরে যাইবার জন্য অনুরোধ করিল। "পুত্রগণ কপিলবস্তু নগরের অমুক শাক্য আমার পিতা, তোমাদের মাতামহ, অমুক তোমাদের মাতুল এবং আমার ভ্রাতা। এক্ষণে তোমরা সেই স্থানে তাঁহাদের নিকট যাও—অবশ্যই তাঁহারা তোমাদের বৃত্তি বিধান করিবেন। তোমার মাতামহ বংশ মহদ্বংশ; অবশ্যই তাঁহারা তোমাদিগকে গ্রহণ করিবেন।

শাক্যকন্যা ঐরূপ বলিয়া পুত্রদিগকে শাক্যবংশের আচার, ব্যবহার, রীতি, নীতি, ধর্ম্ম, সমস্তই বলিয়া দিলেন। তাহারা মাতৃকুলের আচার ব্যবহার শিক্ষা করিয়া কপিলবস্তু নগরে গমন করিল। ঋষিকুমার আগমন করিতে দেখিয়া পথিমধ্যে জনসম্বাধ উপস্থিত হইল। ঋষিবালকেরা ক্রমে শাক্যদিগের মহাসভায় গমন করিল। মাতার নিকট যেরূপ যেরূপ শিক্ষা করিয়াছিল, সেইরূপ সেইরূপ নিয়মে শাক্য-সভায় প্রবেশ করিল ও আত্মপরিচয় প্রদান করিল। শাক্যগণ ঋষিকুমারগণের শাক্যাচার দেখিয়া বিস্মিত হইয়া, জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমরা কোথা হইতে আসিতেছ, এবং কাহার বংশধর? তাহারা প্রত্যুত্তর করিল, আমরা কোলাশ্রম হইতে আসিতেছি। আমাদের মাতা অমুক শাক্যের কন্যা, আমাদের পিতা কোল ঋষি। আমাদের মাতার কুষ্ঠ ব্যাধি হইলে অমুক শাক্য তাঁহাকে গিরিগহ্বরে পরিত্যাগ করেন, অনন্তর তিনি অরোগিণী হইলে রাজর্ষি কোল তাঁহাকে বিবাহ করেন। আমরা তাঁহার পুত্র, সম্প্রতি আমরা আমাদের মাতামহকে ও মাতুলদিগকে দেখিতে আসিয়াছি।

উক্ত বালকবৃন্দের মাতামহ এপর্য্যন্ত জীবিত ছিলেন এবং তিনি ও তাঁহার পুত্রপৌত্রগণ সেই মহাসভায় উপস্থিত ছিলেন। কথিত বৃত্তান্ত শুনিয়া তাঁহারা সকলেই বিস্মিত ও আনন্দিত হইলেন। আনন্দের বিশেষ কারণ এই যে, রাজর্ষি "কোলকে" তাঁহারা জানিতেন। রাজর্ষি কোল বারাণসীর রাজা ছিলেন। তিনি জ্যেষ্ঠপুত্রের প্রতি রাজ্যভার অর্পণ করিয়া হিমালয়ে তপস্যার্থ গমন করিয়াছিলেন। তাঁহাকর্ত্তৃক শাক্যকন্যা পরিগৃহীত হইয়াছে এবং তাঁহারই ঔরসে দৌহিত্র উৎপন্ন হইয়াছে, ইহা অবশ্যই আনন্দের বিষয়।

শাক্যগণ তখন প্রীত হইয়া সেই দৌহিত্র ও ভাগিনেয়দিগকে গ্রহণ করিলেন এবং যথোচিত বৃত্তি প্রদান করিলেন। যে বালকের যে নাম সেই বালককে সেই নামে এক একখানি ক্ষুদ্র গ্রাম ও কিছু কিছু কৃষিযোগ্য ভূমি প্রদান করিলেন। যাহার নাম করভদ্র, তাহাকে "করভদ্রনিগম" এই নামে গ্রাম দেওয়া হইল। ঐরূপ কারণে, প্রদত্ত সকল গ্রামই তাহাদের স্ব স্ব নামে প্রসিদ্ধ হইল এবং তাহারা কোল ঋষি হইতে জন্মগ্রহণ করিয়াছে বলিয়া "কোলিয়" নামে খ্যাত হইল।

এইরূপে শাক্যকন্যা হইতে কোলিয় বংশ উৎপন্ন হইয়াছিল। সুভূতি নামক জনৈক শাক্য এই কোলিয় বংশের এক সুন্দরী কন্যার পাণিগ্রহণ করেন। তদ্গর্ভে মায়াদেবীর জন্ম হয়।

কপিলবস্তু নগরের অদূরে "দেবড়হো" নামক গ্রামে সুভূতিশাক্য বাস করিতেন। সুভূতি এই গ্রামের অধিপতি ও শাস্তা। ইনি পূর্ব্বোক্ত করভদ্র গ্রামের কোলিয় কুলের যে কন্যার পাণিগ্রহণ করেন, সুভূতি সেই কোলিয় কন্যার গর্ভে সাত কন্যা উৎপাদন করিয়াছিলেন। তাঁহার পুত্র হইয়াছিল কি না, তাহা জানা যায় না। কন্যাগুলির নাম যথাক্রমে বর্ণিত হইতেছে। মায়া, মহামায়া, অতিমায়া, অনন্তমায়া, চুলীয়া, কোলীসোবা ও মহাপ্রজাবতী।

রাজা সিংহহনু পরলোক গমন করিলে পর, তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র শুদ্ধোদন রাজ্যাধিকার প্রাপ্ত হইয়া উপরি উক্ত সুভূতি শাক্যের প্রথমা কন্যা মায়া, এবং তাঁহার কনিষ্ঠা কন্যা মহাপ্রজাবতী, এই দুই কন্যার পাণিগ্রহণ করেন। তাঁহার ভ্রাতৃগণ মহামায়া, অতিমায়া, অনন্তমায়া, চুলীয়া ও কোলীসোবা, ইহাদিগকে বিবাহ করিয়াছিলেন। এই বিবাহের দ্বাদশ বর্ষ পরে মহারাজ শুদ্ধোদনের ঔরসে ও মায়াদেবীর গর্ভে ভগবান্ শাক্যসিংহের জন্ম হইয়াছিল। *

### শাক্যসিংহের জন্ম ও বাল্যজীবন।

শাক্যসিংহ পৌষ মাসের পুষ্যানক্ষত্রযুক্তা পূর্ণিমা তিথিতে লুম্বিনীবনে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন; ইহা আমরা বৌদ্ধদিগের ললিতবিস্তর ও মহাবস্তু অবদান এই দুই গ্রন্থের দ্বারা জানিতে পারি। †

---

* এই ইতিহাস বৌদ্ধদিগের অবদান গ্রন্থে লিখিত আছে। বৌদ্ধদিগের গাথা ভাষা দুর্বোধ্য ও কর্কশ; এজন্য ইহার মূল শ্লোক গুলি উদ্ধৃত করিলাম না। মুদ্রিত পুস্তকে "মহা প্রজাপতি" শব্দ আছে; কিন্তু অন্য পুস্তকে "প্রজাবতী" পাঠ আছে।

† "অথ খলু মায়াদেবী লুম্বিনীবনমনুপ্রবিশ্য" ইত্যাদি ইত্যাদি, ললিতবিস্তরের ৭ম অধ্যায় দেখ এবং মহাবস্তু অবদানের দীপঙ্কর বস্তু দেখ।

লুম্বিনীবন রাজা শুদ্ধোদনের উদ্যান, ( বাগান বাটী )। ইহা কপিলবস্তু নগরের প্রান্তসীমায় অবস্থিত ছিল। রাজ্ঞী মহাদেবী গর্ভের দশম মাস আরম্ভে আপন ইচ্ছায় এই উদ্যানে আসিয়া বাস করিয়াছিলেন, এবং এই স্থানেই ভগবান্ শাক্য সিংহকে প্রসব করেন। ললিতবিস্তরগ্রন্থে লিখিত আছে,—

"পরিপূর্ণানাং দশানাং মাসানামত্যয়েন মাতুর্দক্ষিণপার্শ্বান্নিষ্ক্রামতিস্ম তস্থ স্মৃতঃ সম্প্রজানন্ অনুপলিপ্তো গর্ভমলৈর্যথা নাস্তঃ কশ্চিদুচ্যতে অন্যেষাং গর্ভ মল ইতি।"

সেই বুদ্ধদেব পূর্ণ দশ মাস জঠরবাস সমাপ্ত করিয়া জননীর দক্ষিণ কুক্ষি হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। অন্য বালক যেমন গর্ভমলে অনুলিপ্ত হইয়া প্রসূত হয়, ইনি সেরূপ গর্ভমলে লিপ্ত হন নাই। অন্য বালক যেমন অজ্ঞান অবস্থা লইয়া ভূমিষ্ঠ হয়, ইনি সেরূপ অজ্ঞানাবস্থা লইয়া প্রসূত হন নাই। জন্মকালেও ইঁহার স্মৃতি ও প্রজ্ঞা বিদ্যমান ছিল। তাই ইনি লোকগতি স্মরণ করিতে করিতে ভূমিষ্ঠ হইয়াছিলেন।

এতদ্ভিন্ন আরও অনেক অলৌকিক বর্ণনা আছে। যে সকল কথা এক্ষণে তৃপ্তিকর নহে। ইন্দ্র ও ব্রহ্মা প্রভৃতি দেবগণ আসিয়া তাঁহার পরিচর্য্যা করিয়াছিলেন, অপ্সরা ও দেবীগণ আসিয়া তাঁহার ধাত্রীর কার্য্য করিয়াছিলেন, নাগগণ আসিয়া তাঁহার স্নানকার্য্য সমাধা করিয়াছিলেন এবং জাত-মাত্রেই তিনি দিব্যচক্ষুর্দ্বারা ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান লোকচরিত বিজ্ঞাত হইয়াছিলেন। এতদ্ভিন্ন, তিনি নাকি ভূমিষ্ঠ হইয়াই কুশলমূল জানিয়াছিলেন। পূর্ব্বদিকে সপ্তপদ, দক্ষিণ দিকে সপ্তপদ, পশ্চিমদিকে সপ্তপদ ও উত্তরদিকে সপ্তপদ পরিচালন করিয়াছিলেন * এবং আনন্দকে অনেক ধর্ম্মরহস্য লোকরহস্য ও জ্ঞানরহস্য উপদেশ করিয়াছিলেন ; ইত্যাদি ইত্যাদি। †

লুম্বিনীবনে কথিত প্রকার আশ্চর্য্য শিশু ভূমিষ্ঠ হইলে রাজা শুদ্ধোদনের নিকট

---

* পূর্ব্বদিকে পদসঞ্চালনের উদ্দেশ্য, আমি প্রাণিমাত্রের কুশলমূল, ধর্ম্মের পূর্ব্বগামী ( শ্রেষ্ঠ পথপ্রদর্শক )। দক্ষিণদিকে পদবিন্যাসের দ্বারা তিনি জানাইয়াছিলেন, আমিই দেব মনুষ্যের দক্ষিণীয় অর্থাৎ প্রিয়। পশ্চিমদিকে পদক্ষেপ করিয়া জানাইয়াছিলেন, আমিই মনুষ্যের পশ্চিম জাতীয় অর্থাৎ জরামরণদুঃখের অন্তকর্ত্তা এবং উত্তরদিকে পদক্ষেপ করিয়া জানাইয়াছিলেন, আমি জীবের জীবন, সত্ত্বের শ্রেষ্ঠ ও জ্যেষ্ঠ ইত্যাদি।

† লিখিত আছে, যে দিন বুদ্ধদেব পৃথিবীতে অবতীর্ণ হন, সেই দিনে নাকি মধ্যগয়াপ্রদেশে একটি আশ্চর্য্য অশ্বত্থবৃক্ষ অঙ্কুরিত হইয়াছিল। যে অশ্বত্থের মূল দেশে উপবিষ্ট হইয়া তিনি কেবলী জ্ঞানলাভ করিয়াছিলেন, সেই অশ্বত্থ তাঁহার জন্মদিবসে বুদ্ধগয়া প্রদেশে উৎপন্ন হইয়াছিল। যথাকালে সেই অশ্বত্থ বৃক্ষ বোধিদ্রুম নামে খ্যাত হইয়াছিল এবং অদ্যাপি তাহার বংশধর বৃক্ষ বিদ্যমান আছে।

সংবাদ গেল। তৎশ্রবণে রাজা শুদ্ধোদন যারপর নাই হৃষ্ট তুষ্ট হইলেন। দান-ক্রিয়া সমারব্ধ হইল; লোক সকল হৃষ্ট তুষ্ট ও প্রফুল্ল হইয়া বিবিধ আনন্দ উৎসবে নিমগ্ন হইল। কুমারের পরিচর্য্যার্থ ও রক্ষণাবেক্ষণার্থ শত শত দাস দাসী ও রাক্ষপুরুষ সেই লুম্বিনীবনে প্রেরিত হইল। রাজা শুদ্ধোদন এখন আনন্দমগ্ন-চিত্তে ভাবিতেছেন,—

"কিমহং কুমারস্য নামধেয়ং করিষ্যামি?"

কুমারের কি নাম রাখিব?

কিয়ৎক্ষণ পরেই তাঁহার মনে হইল,—

"অস্য হি জাতমাত্রেণ মম সর্ব্বার্থসমৃদ্ধাঃ সংসিদ্ধাঃ।
অতোঽহমস্য "সর্ব্বার্থসিদ্ধ" ইতি নাম কুর্য্যাম্॥"

যে ক্ষণে আমার এই কুমার জন্মিয়াছে, আমি দেখিতেছি, সেই ক্ষণেই আমার সকল অভীষ্ট, সকল কামনা, সকল প্রয়োজন ও সকল উদ্দেশ্য সুসিদ্ধ হইয়াছে। অতএব, কুমারের "সর্ব্বার্থসিদ্ধ" এই নাম রাখিব।

অনন্তর রাজা শুদ্ধোদন মহাসমারোহে কুমারের নামকরণ নির্ব্বাহ করিলেন। "সর্ব্বার্থসিদ্ধ" এই নাম রাখা হইল। আজ হইতে শাক্যগণ কুমারকে "সর্ব্বার্থসিদ্ধ" নামে ডাকিয়া আনন্দ অনুভব করিতে লাগিল।

বুদ্ধদেবের জন্মগ্রহণের সাত দিবস পরে তাঁহার জননীর মৃত্যু হয়। ঐ সাতদিন নগরে ও বনে কোথাও অনুৎসব ছিল না। মায়াদেবীর মৃত্যু সম্বন্ধে বৌদ্ধগণের মধ্যে এইরূপ তর্ক বিতর্ক ও প্রবন্ধ থাকা দৃষ্ট হয়।

"সপ্তরাত্রজাতস্য বোধিসত্ত্বস্য মাতা মায়াদেবী কালমকরোৎ। সা কালগতা ত্রয়স্ত্রিংশদ্দেবেষু-পপন্না স্যাৎ। অথ খলু পুনর্ভিক্ষবো যুষ্মাকমেবং বোধিসত্ত্বাপরাধেন মায়াদেবী কালগতেতি ন খল্বেবং দ্রষ্টব্যম্। তৎ কস্মাদ্ধেতোঃ? এতৎ পরমং হি তস্যায়ুঃপ্রমাণমভূৎ। অতীতানামপি বোধিসত্ত্বানাং সপ্তরাত্রজাতানাং জনিত্র্যঃ কালমকুর্ব্বন্। তৎ কস্মাদ্ধেতোঃ? বিবৃদ্ধস্য হি বোধি-সত্ত্বস্য পরিপূর্ণেন্দ্রিয়স্যাভিনিষ্ক্রামতোমাতুর্হৃদয়মস্ফুটৎ।"

বোধিসত্ত্বের জন্ম দিবস হইতে সপ্তম দিবসে তাঁহার মাতা মায়াদেবী কালগতা হইয়াছিলেন। সেই কালগতা মায়াদেবী মানব দেহ পরিত্যাগ করিয়া দেবলোকে গমন করিয়াছিলেন। হে ভিক্ষুগণ! তোমরা মনে করিতে পার যে, বোধিসত্ত্বের অপরাধে তাঁহার জননী মায়াদেবীর মৃত্যু হইয়াছিল, (প্রসবের দোষেই মৃত্যু হই-য়াছিল,) এরূপ মনে করিও না। কেন-না, মায়াদেবীর ঐরূপ আয়ুঃপ্রমাণ

অবধারিত ছিল। কেবল মায়াদেবীর নহে, পূর্ব্বপূর্ব্ব বুদ্ধগণের জননীরাও প্রসবের পর সপ্তম দিবসে প্রাণত্যাগ করিয়া স্বর্গগামিনী হইয়াছিলেন। তাঁহাদের মৃত্যুর উপলক্ষ্য বা কারণ এই যে, বোধিসত্ত্বগণ পূর্ণ-ইন্দ্রিয় না হইয়া, পূর্ণজ্ঞান না হইয়া ভূমিষ্ট হন না। তাঁহারা পূর্ণেন্দ্রিয় ও পূর্ণাবয়ব হইয়াই নির্গত হন, তাই তাঁহাদের জননীদিগের হৃদয় স্ফুটিত হয়, তৎকারণে তাঁহারা কালগতা হন।

শাক্যসিংহের জন্মের পর সপ্তম দিবসে তাঁহার জননী মায়াদেবী পরলোকগামিনী হইলে, কাযেই তাঁহার আর লুম্বিনী উদ্যানে থাকা হইল না। সেই দিবসেই তাঁহাকে রাজভবনে আনয়ন করিবার উদ্যোগ হইতে লাগিল। পঞ্চ সহস্র সজ্জিত পুরুষ পূর্ণকুম্ভ লইয়া অগ্রগামী হইবে, তৎপশ্চাৎ পঞ্চ সহস্র পুরকন্যা ময়ূরপুচ্ছের ব্যজন হস্তে ধারণ করতঃ গমন করিবে, তৎপরে তালবৃন্তধরিণী কন্যাগণ যাইবে, তৎসঙ্গে অন্যান্য কন্যাগণ গন্ধোদকপূর্ণ ভৃঙ্গার হস্তে অবস্থান করিবে, রাজপথ জলসিক্ত করা হইবে, পঞ্চ সহস্র বালিকা পতাকা ধারণ করিবে, পঞ্চ সহস্র কন্যা বিচিত্র প্রলম্বনমালায় বিভূষিতা হইয়া সঙ্গে যাইবে, পঞ্চ শত ব্রাহ্মণ ঘণ্টাবাদ্য করিতে করিতে সঙ্গে যাইবেন, বিংশতি সহস্র হস্তী, বিংশতি সহস্র অশ্ব, অশীতি সহস্র রথ, তদ্ভিন্ন চত্বারিংশ সহস্র পদাতিসৈন্য সজ্জীভূত হইয়া কুমারের অনুগমন করিবে *। অনন্তর নগরবাসীরা সকলেই স্ব স্ব গৃহের দ্বারদেশ ও অন্তর্গৃহ সজ্জিত ও সুশোভিত করিতে লাগিল। তাহাদের সকলেরই ইচ্ছা, কুমারকে তাহারা এক এক দিন নিজ নিজ গৃহে রাখিবে।

অভিযান সজ্জা সমাপ্ত হইল। রাজপুরুষগণ কুমারকে লইয়া লুম্বিনীবন পরিত্যাগ করিলেন। নগরবাসিগণের অনুরোধে বা প্রার্থনায়, কুমারকে এক একবার এক এক ভবনে লইয়া যাইতে ক্রমে চারি মাস অতীত হইল।

চারি মাস পরে কুমার রাজভবন প্রাপ্ত হইলেন। শাক্যবৃদ্ধগণ কুমারের রক্ষণাবেক্ষণযোগ্যা জননী স্থানীয়া রমণীর অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। পরে স্থির হইল, কুমারের মাতৃস্বসা ( মাসী ) মহাপ্রজাবতী ; তিনিই কুমারের রক্ষণযোগ্যা ও মাতৃস্বরূপা হইতে পারেন। মহাপ্রজাবতী তদ্বার্ত্তাশ্রবণে হৃষ্টা তুষ্টা হইলেন এবং কুমারের মাতৃস্থানীয়া হইয়া প্রতিপালনভার গ্রহণ করিলেন। রাজা শুদ্ধোদন কুমারের পরিচর্য্যার্থ ৩২ জন ধাত্রী নিযুক্ত করিলেন। ৮ জন অঙ্গধাত্রী, ৮ জন

---

* ললিতবিস্তরের এই বর্ণনা সত্য হইলে কপিলবস্তু নগরকে মহানগর বলায় দোষ হইবে না এবং ইহার দ্বারা তৎকালের শ্রীসমৃদ্ধির ও সভ্যতার পরিমাণ অনুভূত হইতে পারিবে।

ক্ষীরধাত্রী, ৮ জন মলধাত্রী ও আটজন ক্রীড়াধাত্রী নিযুক্ত হইল। * ভগবান্ শাক্যসিংহ রাজা শুদ্ধোদনের গৃহে উক্তরূপে প্রতিপালিত, পরিরক্ষিত ও পরিবর্দ্ধিত হইতে লাগিলেন। শাক্যগণও কুমারের ভবিষ্যৎচিন্তায় নিমগ্ন থাকিয়া কাল-প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

পর্ব্বতরাজ হিমালয়ের পার্শ্বপ্রদেশে "অসিত" নামে এক জীর্ণতম মহর্ষি বাস করিতেন। নরদত্ত নামে তাঁহার এক ভাগিনেয় ছিল। নরদত্ত বালক, এবং বেদাধ্যায়ী মানবক। ভগবান্ শাক্যসিংহ যখন কপিলবস্তু নগরে প্রবেশ করেন, নরদত্ত তখন মাতুল অসিত মুনির নিকট বেদাধ্যয়ন করিতেছিলেন। ঐ সময়ে হিমালয়প্রদেশে অনেক প্রকার অদ্ভুত দৃশ্য আবির্ভূত হইয়া তাঁহাদের উভয়কেই বিমোহিত করিল। দেবগণ আকাশ পথে সানন্দে "বিবেক" ও "বুদ্ধ" শব্দ উচ্চারণ পূর্ব্বক এদিক ওদিক গতায়াত করিতেছিলেন, অসিত মুনি তাহা দেখিতে পাইলেন। মুনিবর দেবগণের সেই সানন্দ ব্যাপারের কারণ জানিবার জন্য ধ্যানস্থ হইলেন। ধ্যানবলে তাঁহার দিব্য চক্ষু উন্মীলিত হইল ; তদ্দ্বারা তিনি জম্বুদ্বীপের সমুদায় ঘটনা জানিতে পারিলেন এবং দেবগণের আনন্দের কারণও জ্ঞাত হইলেন। ধ্যানভঙ্গের পর তিনি নরদত্তকে ডাকিলেন। বলিলেন, নরদত্ত এই জম্বুদ্বীপে এক মহাপাত্র জন্মিয়াছে। কপিলবস্তু নগরে শুদ্ধোদন রাজার গৃহে এক অদ্ভুত বালক জন্মিয়াছে। এই বালক সর্ব্বলোকপূজ্য এবং দ্বাত্রিংশৎ মহা-লক্ষণে লক্ষিত। ইনি গৃহে থাকিলে চক্রবর্ত্তী রাজা হইবেন, ত্যাগী হইলে বুদ্ধ হইবেন। অতএব চল, আমরাও সেই অনুপম বালককে নয়নগোচর করিয়া জীবনের সার্থক্য সাধন করিব।

অনন্তর অসিত ঋষি ভাগিনেয়ের ( নরদত্তের ) সহিত রাজহংসের ন্যায় আকাশ মার্গ অবলম্বন করিয়া কপিলবস্তু মহানগরে আসিলেন। নগর প্রান্তে লোকের সমাগম দেখিয়া যোগবল উপসংহার পূর্ব্বক সাধারণ মানবের ন্যায় পদ-ব্রজে রাজদ্বারে গিয়া উপনীত হইলেন। দ্বারপালকে বলিলেন, দ্বারপতে! রাজাকে গিয়া বল, দ্বারে একজন ঋষি উপস্থিত। তিনি আপনার সন্দর্শন ইচ্ছা করেন।

---

* অঙ্গধাত্রী—যাহারা অঙ্গসংস্কার করে, বেশ ভূষা পরায় এবং স্বাস্থ্য সংরক্ষণ করে।

ক্ষীরধাত্রী—যাহারা শিশুকে কেবল স্তন্য পান করায়।

মলধাত্রী—যাহারা শিশুর মলমূত্রাদি পরিষ্কার করে।

ক্রীড়াধাত্রী—যাহারা শিশুকে হৃষ্ট রাখে, খেলা করায় ও উৎসঙ্গে লইয়া শিশুর ইচ্ছানু-গামিনী হয়।

দৌবারিক রাজসমীপে গমন পূর্ব্বক তদ্বৃত্তান্ত নিবেদন করিল। রাজা হৃষ্ট হইয়া বলিলেন, ঋষকে আনয়ন কর এবং তাঁহার জন্য আসনাদি আহরণ কর।

অনন্তর দ্বারবান্ ঋষিকে লইয়া রাজসমীপে গমন করিল। রাজা যথোচিত অভ্যর্থনাসহকারে ঋষিকে আমন্ত্রণ করিলেন। ঋষিও সানন্দচিত্তে আশীর্ব্বাদ উচ্চারণ করিয়া উপবিষ্ট হইলেন। রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন "মহর্ষে! আমার মনে হয় না, আপনি আর কখন আমাকে দর্শন দিয়া কৃতার্থ করিয়াছেন। এক্ষণে বলুন, কি উদ্দেশে আমার নিকট আপনার আগমন। ঋষি বলিলেন, তোমার একটি পুত্র হইয়াছে, তাহাকেই দেখিবার ইচ্ছায় আসিয়াছি।

রাজা বলিলেন, কিয়ৎকাল বিশ্রাম করুন, কুমার নিদ্রিত আছে, উঠিলেই আপনাকে দেখাইব। ঋষি বলিলেন, রাজন্! মহাপুরুষেরা দীর্ঘকাল নিদ্রিত থাকেন না, জাগ্রত থাকাই তাঁহাদের স্বভাব। আপনি অন্তঃপুরে যান, দেখিবেন, কুমার উঠিয়াছেন।

অনন্তর রাজা শুদ্ধোদন পুরপ্রবেশ পূর্ব্বক কুমারকে ক্রোড়ে করিয়া ঋষি-সন্নিধানে আনয়ন করিলেন। ঋষি সেই দ্বাত্রিংশল্লক্ষণান্বিত বালককে দেখিয়া মনে মনে কি অনুধ্যান করিলেন। অনন্তর সসম্ভ্রমে "অদ্ভুত বালক—অদ্ভুত বালক" এইরূপ বলিয়া উঠিলেন। সেই বৃদ্ধতম ঋষি তখন অসঙ্কোচ-চিত্তে সেই বালককে প্রদক্ষিণ, নমস্কার ও স্তুতিবন্দনাদি করিয়া আসনোপরি উপবিষ্ট হইয়া কি ভাবিতে লাগিলেন, আর অবিরলধারে অশ্রু বর্ষণ করিতে লাগিলেন।

ঋষির সেই নীরব রোদন দেখিয়া রাজা শুদ্ধোদন কিছু ভীত হইলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহর্ষে! রোদন কেন? দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিতেছেন কেন? বালকের কি কোন অমঙ্গল দেখিলেন?

ঋষি বলিলেন, মহারাজ! আমি বালকের জন্য কাঁদিতেছি না; বালকের কোন অমঙ্গলও দেখি নাই। আমি আমার নিজের জন্যই কাঁদিতেছি। মহারাজ আমি বৃদ্ধ হইয়াছি, আর অধিককাল বাঁচিব না। তোমার এই বালক বুদ্ধ হইবেন। বুদ্ধ হইয়া ধর্ম্মচক্র প্রবৃত্ত করিবেন। যে ধর্ম্ম কোনও শ্রমণ, কোনও ব্রাহ্মণ, কোনও দেব, কোনও দেবপুত্র, অথবা অন্য কেহ প্রবর্ত্তিত করিতে পারেন নাই, সেই অনুত্তম ধর্ম্ম ইনি সর্ব্বলোকের হিতের জন্য, সর্ব্বলোকের সুখের জন্য, সর্ব্বলোকের কল্যাণের জন্য প্রচারিত করিবেন। মূলে কল্যাণ, মধ্যে কল্যাণ, শেষেও কল্যাণ, শুদ্ধ, নির্ম্মল ও ব্রহ্মচর্য্যসংযুক্ত অনুত্তম ধর্ম্ম প্রচারিত করিবেন। ইঁহার ধর্ম্ম শুনিয়া জাতিধর্ম্মা প্রাণী

সকল মুক্ত হইবে। ইনিই লোকদিগকে জরা, ব্যাধি, মরণ, শোক, পরিবেদন, দুঃখ, দৌর্মনস্য ও পাপ হইতে রক্ষা করিবেন। রাগদ্বেষ-মোহাদিসন্তপ্তজীবনিবহকে ধর্ম্মজলবর্ষণের দ্বারা সুখী করিবেন। মহারাজ! উড়ুম্বর পুষ্প যেমন কদাচিৎ কখন এক আধটা উৎপন্ন হয়, ইহলোকে বুদ্ধ পুরুষও তেমনি কল্পকল্পান্তকাল অতীত হইতে হইতে কদাচিৎ কখন একবার উৎপন্ন হন। বহুকাল পরে সেই বুদ্ধ পুরুষ তোমার কুমাররূপে উৎপন্ন হইয়াছেন, অবশ্য ইনি সম্যক্ বুদ্ধ হইবেন। অবশ্যই নষ্টপ্রায় জীবনিবহকে সংসারসমুদ্র হইতে উদ্ধার করিবেন, নির্ব্বাণে স্থাপিত করিবেন। আমরা বৃদ্ধ হইয়াছি, তৎকারণে আমরা আর এই বুদ্ধরত্নের বুদ্ধাবস্থা দেখিতে পাইব না। সেই জন্যই আমি রোদন করিতেছি, সেই জন্যই আমি শ্বাস ত্যাগ করিতেছি। আমি ইঁহার আরাধনা করিতে পাইব না, এই ভাবিয়াই আমি রোদন করিতেছি, সেই জন্য আমার অশ্রু বিগলিত হইতেছে। মহারাজ আমাদের মন্ত্রশাস্ত্রে ও বেদশাস্ত্রে আমরা যাহা দেখিতেছি, তাহাতে ইনি নিশ্চিত বুদ্ধ হইবেন, প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিবেন, গৃহে থাকিবেন না। মহারাজ! দেখুন, আপনার এই কুমারে দ্বাত্রিংশৎ মহাপুরুষলক্ষণ সুস্পষ্টরূপে বিরাজিত আছে।* অতএব, হে শুদ্ধোদন! তোমার এই কুমার সম্যক্ সম্বুদ্ধ হইবেন; গৃহবাসী হইবেন না। নিশ্চিত ইনি প্রব্রজ্যাতেজ ধারণ করিবেন ও লোকহিত প্রচার করিবেন।

রাজা শুদ্ধোদন অসিত ঋষির নিকট কুমারের স্বরূপ বর্ণন শ্রবণ করিয়া তুষ্ট হইলেন—প্রীত হইলেন। তাঁহার মনের আবরণ বিদূরিত হইল, জ্ঞান স্ফূর্ত্তি পাইল, তিনি আসন হইতে উত্থিত হইয়া বোধিসত্ত্বের চরণে প্রণিপতিত হইলেন এবং একটি গাথার দ্বারা মনোভাব ব্যক্ত করিলেন।

"বন্দিতস্ত্বং সুরৈঃ সেন্দ্রৈশ্চ ঋষিভিশ্চাপি পূজিতঃ।
বৈদ্যোসর্ব্বস্য লোকস্য বন্দেঽহমপি ত্বাং বিভো॥" +

পরে রাজা শুদ্ধোদন হিমালয়বাসী অসিত ঋষিকে ও তাঁহার ভাগিনেয় নরদত্তকে আহারাদির দ্বারা পরিতৃপ্ত করিয়া বিদায় প্রদান করিলেন এবং অসিত মুনিও ভাগিনেয়ের সহিত সেই স্থান হইতে অন্তর্হিত হইলেন।

---

* দ্বাত্রিংশৎ প্রকার মহাপুরুষলক্ষণ ও অশীতিপ্রকার অনুব্যঞ্জনা পৃথক প্রস্তাবে বর্ণিত হইবে।

+ শিষ্যগণ গুরুকে কিরূপে বড় করে তাহা এই সকল বর্ণনা দেখিলে বুঝিতে পারা যায়। শুদ্ধোদন এতদূর করুন বা না করুন, বুদ্ধ শিষ্যগণ তাঁহাকে ঐরূপ করাইয়াছেন সন্দেহ নাই।

অসিত মুনি ও নরদত্ত যোগ শক্তি উদ্ভাবন পূর্ব্বক অন্যের অলক্ষ্যে আকাশ পথে শীঘ্রই হিমাচলপার্শ্বস্থ স্বীয়াশ্রমে গিয়া উপনীত হইলেন। অসিত মুনি ভাগিনেয়কে আহ্বান করিয়া বলিলেন, নরদত্ত! আমি তোমায় এক হিত-কথা বলি, শ্রবণ কর। যে দিন তুমি শুনিবে, ইহলোকে বুদ্ধ আবির্ভূত হইয়াছেন, সেই দিনেই তাঁহার শাসন অবলম্বন করিবে, শিষ্য হইবে। তাহা হইলেই তোমার হিত হইবে, সুখ হইবে, দীর্ঘ জীবনের সাফল্য হইবে।

বৌদ্ধাচার্য্যেরা বুদ্ধের বাল্যলীলা সম্বন্ধে এইরূপ অনেক অলৌকিক কথা বলিয়া গিয়াছেন। ললিতবিস্তর নামক বৌদ্ধ গ্রন্থের অষ্টমাধ্যায়ে বুদ্ধের বাল্য-লীলা বর্ণিত হইয়াছে। তাহাতে এমন সকল ঘটনার উল্লেখ আছে, যাহা পাঠ করিলে অনুবাদ করিতে আদৌ ইচ্ছা হয় না। এস্থলে তাহার নিদর্শনের স্বরূপ একটি মাত্র বিষয়ের অনুবাদ করিলাম।

অসিত ঋষি গমন করিলে, কিছু দিন পরে, শাক্যগণ সমবেত হইয়া রাজাকে গিয়া বলিল, মহারাজ! কুমারকে দেবকুলে উপনীত করিবার সময় আগত হইয়াছে। শুভদিন স্থির করিয়া কুমারকে দেবদর্শন করান হউক। রাজা বৃদ্ধ অমাত্যগণের উপদেশ ক্রমে মহামহোৎসবে কুমারকে দেবতা স্থানে লইয় গেলেন। মন্দিরস্থ দেবপ্রতিমা সকল বালকরূপী বোধিসত্ত্বকে দেখিবামাত্র আপন আপন স্থান পরিত্যাগ পূর্ব্বক বালকের চরণে আসিয়া দণ্ডবৎ প্রণাম করিল। এই অদ্ভুত ব্যাপারে শাক্যগণ সকলেই বিস্মিত হইল, আনন্দিত হইল, অন্তরীক্ষে দিব্যপুষ্পবর্ষণ ও দিব্যবাদ্য প্রভৃতি আবির্ভূত হইতে লাগিল। ইত্যাদি—ইত্যাদি।

শিষ্যের দোষে—অযথাবর্ণনায়—অতিভক্তির প্রভাবে গুরুর প্রকৃত চরিত্র প্রচ্ছন্ন হইয়া যায়—এ কথা অবশ্য স্বীকার্য্য। বুদ্ধশিষ্যেরা যদি বাড়াবাড়ি করিয়া না লিখিতেন—তাহা হইলে অবশ্যই আমরা বুদ্ধদেবের বাল্যজীবন ভালরূপে বুঝিতে পারিতাম ও বলিতে পারিতাম। যাহা হউক, তৎসম্বন্ধীয় অন্যান্য কথায় মনোনিবেশ করা যাউক।

### শাক্যসিংহের মূর্ত্তি ও অঙ্গলক্ষণ।

শাক্যসিংহের আকার, প্রকার ও শরীরের গঠন কিরূপ ছিল, তাহা বৌদ্ধ-শাস্ত্রে বর্ণিত হইয়াছে। বোধিচর্য্যাবতার, ললিতবিস্তর, মহাবস্তু অবদান ও ধর্ম্মসংগ্রহ প্রভৃতি বৌদ্ধগ্রন্থে বুদ্ধদেবের দ্বাত্রিংশৎ মহালক্ষণ ও অশীতি অনুব্যঞ্জনা বর্ণিত আছে। সেই বর্ণনা পাঠে বুদ্ধদেবের মূর্ত্তি ও অঙ্গগঠন কিরূপ ছিল,

তাহা উত্তমরূপে বোধগম্য করা যায় এবং তাহা দেখিয়া বুদ্ধের চিত্র ও চিত্রের পরিমাপ প্রস্তুত করা যাইতে পারে।

দ্বাত্রিংশৎ মহাপুরুষলক্ষণ ও অশীতি অনুব্যঞ্জনা যথাক্রমে লিখিত হইতেছে, দৃষ্ট করুন।

"চক্রাঙ্কিতপাণিপাদতলতা (১) সুপ্রতিষ্ঠিত পাণিপাদতলতা (২) জালাবলবদ্ধাঙ্গুলিপাণিপাদতলতা (৩) মৃদুতরুণহস্তপাদতলতা (৪) সপ্তোৎসেধতা (৫) দীর্ঘাঙ্গুলিতা (৬) আয়তপার্ষ্ণিতা (৭) ঋজুগাত্রতা (৮) উৎসঙ্গপাদতা (৯) ঊর্দ্ধাগ্ররোমতা (১০) ঐণেয়জঙ্ঘতা (১১) প্রলম্ববাহুতা (১২) কোষগতবস্তিগুহ্যতা (১৩) সুবর্ণবর্ণতা (১৪) শুক্লচ্ছবিতা (১৫) প্রদক্ষিণাবর্ত্তৈকরোমতা (১৬) ঊর্ণালঙ্কৃতমুখতা (১৭) সিংহপূর্ব্বার্দ্ধকায়তা (১৮) সুসংবৃতস্কন্ধতা (১৯) চিতান্তরাংশতা (২০) রসরসাগ্রতা (২১) ন্যগ্রোধপরিমণ্ডলতা (২২) উষ্ণীষশিরস্কতা (২৩) প্রভূতজিহ্বতা (২৪) সিংহহনুতা (২৫) শুক্লহনুতা (২৬) সমদন্ততা (২৭) হংসবিক্রান্তগামিতা (২৮) অবিরলদন্ততা (২৯) সমচত্বারিংশদন্ততা (৩০) অভিনীলনেত্রতারকতা (৩১) গোপনেত্রতা চেতি (৩২)।—ধর্ম্মসংগ্রহ।

ললিতবিস্তর গ্রন্থে এই লক্ষণ সকল বিস্তৃতরূপে বর্ণিত হইয়াছে। তদনুসারিণী বাঙ্গালা ব্যাখ্যা এইরূপ—

১। কুমার সর্ব্বার্থসিদ্ধের পদতলে রেখাময় চক্র চিহ্ন ছিল। তাহা ভাস্বর, তেজস্বী ও শুভ্রবর্ণ এবং সহস্র অর, নেমি ও নাভিযুক্ত।

২। সুপ্রতিষ্ঠিতসমপাদোমহারাজ! সর্ব্বার্থসিদ্ধঃ কুমারঃ। (ল, বি)

৩। কুমারের পদতল সুপ্রতিষ্ঠিত অর্থাৎ সমতল ছিল। হস্ততলও সুপ্রতিষ্ঠিত অর্থাৎ উচ্চনীচরহিত। হস্তে ও পদে শিরাজাল ও শিরাগ্রন্থি ছিল না।

৪। হস্ততল ও পদতল কোমল ও অরুণবর্ণ ছিল।

৫। অংশদ্বয় * ও নাসা প্রভৃতি সপ্ত স্থান উন্নত ছিল।

৬। কুমারের অঙ্গুল দীর্ঘ ও বৃত্ত (গোল) ছিল।

৭। পার্ষ্ণি অর্থাৎ পদ-পশ্চাদ্ভাগ কিছু আয়ত বা বিস্তৃত ছিল।

৮। দেহযষ্টি বা মধ্যকায় ঋজু অর্থাৎ অবক্র বা অভুগ্ন ছিল।

৯। উপবেশনকালে তাঁহার পদদ্বয় উৎসঙ্গে অর্থাৎ ক্রোড়ে নিহিত হইত।

১০। তাঁহার গাত্ররোম ঊর্দ্ধাগ্র ছিল।

১১। জঙ্ঘাদ্বয় হরিণ-রাজের জঙ্ঘার ন্যায় ছিল।

১২। তাঁহার দুই বাহু জানু পর্য্যন্ত প্রলম্বিত ছিল।

---

* স্কন্ধের উপরিভাগকে অংশ বলে।

১৩। তাঁহার বস্তি ও গুহ্য কোষোপগত ছিল।

১৪। তাঁহার বর্ণ সুবর্ণের সদৃশ অর্থাৎ শুক্ল, পীতভাস্বর ছিল।

১৫। তাঁহার ছবি অর্থাৎ লাবণ্য বা কান্তি শুক্লভাস্বর ছিল।

১৬। তাঁহার প্রতি রোমকূপে এক একটি রোম, এবং তাহা প্রদক্ষিণক্রমে (দক্ষিণাবর্ত্তে) শোভিত ছিল।

১৭। তাঁহার ভ্রূমধ্যে তুষারভাস্বর ঊর্ণা (জড়ুলচিহ্ন) ছিল।

১৮। তাঁহার মধ্যদেশ বা পূর্ব্বকায় সিংহের সদৃশ।

১৯। স্কন্ধদেশ মাংসল।

২০। তাঁহার অংশযুগল পৃথু ও উন্নত।

২১। তাঁহার রসনা সরস ও রক্তবর্ণ।

২২। তাঁহার মস্তক পরিমণ্ডলাকার।

২৩। শীর্ষদেশ উষ্ণীষতুল্য।

২৪। তাঁহার জিহ্বা তনু (পাতলা) ও আয়ত (লম্বা)।

২৫। তাঁহার হনুদ্বয় সিংহের হনুর ন্যায়।

২৬। তাঁহার হনুদ্বয় শুভ্রকান্তিবিশিষ্ট।

২৭। দন্ত সমুদায় সমান।

২৮। হংসের অথবা সিংহের ন্যায় গতি।

২৯। দন্তপঙ্‌ক্তি অবিরল অর্থাৎ পরস্পর অসংস্পৃষ্ট অথচ সংলগ্ন।

৩০। তাঁহার দন্তসংখ্যা ৪০।

৩১। তাঁহার নেত্রতারা মনোহর নীলবর্ণ।

৩২। তাঁহার চক্ষু বৃষভচক্ষুর সদৃশ মনোহর।

ললিতবিস্তর গ্রন্থেও দ্বাত্রিংশৎ মহালক্ষণ গণিত হইয়াছে; পরন্তু সে সকলের সহিত ইহার প্রায় তুল্যতা আছে। যথা—

উষ্ণীষশীর্ষো মহারাজ! সর্ব্বার্থসিদ্ধঃ কুমারঃ অনেন মহারাজ! প্রথমেন মহাপুরুষলক্ষণেন সমাগতঃ সর্ব্বার্থসিদ্ধঃ কুমারঃ। প্রভিন্নাঞ্জন ময়ূরকলাপাভিনীলবেল্লিতপ্রদক্ষিণাবর্ত্তকেশঃ। সমবিপুলললাটঃ। ঊর্ণা মহারাজ! সর্ব্বার্থসিদ্ধস্য ভ্রুবোর্ম্মধ্যে জাতা হিমরজতপ্রকাশা। গোপনেত্রাভিনীলনেত্রঃ। ব্রহ্মস্বরোমহারাজ! সর্ব্বার্থসিদ্ধ- কুমারঃ। রসরসাগ্রবান্ প্রভূত-তনুজিহ্বঃ। সিংহহনুঃ। সুসংবৃতস্কন্ধঃ। সপ্তচ্ছদোৎসিতাংশঃ। সুবর্ণ বর্ণচ্ছবিঃ। স্থিরঃ অনবনতপ্রলম্ববাহুঃ। সিংহপূর্ব্বার্দ্ধকায়ঃ। ন্যগ্রোধপরিমণ্ডলো মহারাজ! সর্ব্বার্থসিদ্ধঃ কুমারঃ। একৈকরোমাপ্রদক্ষিণাবর্ত্তগ্রাহিপ্রদক্ষিণম্। কোশোপগতবস্তিগুহ্যঃ। সুবিবর্ত্তিতোরুঃ। ঐণেয়মৃগরাজজঙ্ঘঃ দীর্ঘাঙ্গুলিঃ। সমায়তপাণিপাদঃ। মৃদুতরুণহস্তপাদঃ। জালাঙ্গুলিক হস্তপাদঃ দীর্ঘাঙ্গুলিধরঃ।

পাদতলয়োর্মহারাজ! সর্ব্বার্থসিদ্ধস্য কুমারস্য চক্রে জাতে চিত্রে হর্ব্বিষ্যাতা প্রভাস্বরে সিতে সহস্রারনেমিকে সনাভিকে। সুপ্রতিষ্ঠিতো সমপাদো মহারাজ! সর্ব্বার্থসিদ্ধঃ কুমারঃ। অনেন মহারাজ! দ্বাত্রিংশন্মহাপুরুষলক্ষণেন * সমন্বাগতঃ সর্ব্বার্থসিদ্ধঃ কুমারঃ। ন চ মহারাজ! চক্রবর্ত্তিনামেবংবিধানি লক্ষণানি ভবন্তি বোধিসত্ত্বানাঞ্চৈতাদৃশানি লক্ষণানি ভবন্তি।" +

[ ললিতবিস্তর। ]

হিমালয়বাসী অসিত মুনি যখন নরদত্ত ভাগিনেয়ের সহিত শুদ্ধোদন রাজার গৃহে বুদ্ধদেবকে দেখিতে আগমন করিয়াছিলেন, তখন তিনি এই সকল মহা-পুরুষ-লক্ষণ রাজা শুদ্ধোদনের নিকট বর্ণনা করিয়াছিলেন। তিনি আরও বলিয়া-ছিলেন, মহারাজ! এ সকল লক্ষণ রাজলক্ষণ নহে; ইহা বোধিসত্ত্বের লক্ষণ। বোধিসত্ত্ব মহাপুরুষেরাই এইরূপ লক্ষণাক্রান্ত হইয়া থাকেন। অতএব, হে মহারাজ! আমার নিশ্চয় বোধ হইতেছে, ভবিষ্যতে ইনি রাজছত্র পরিত্যাগ করিয়া প্রব্রজ্যা ( সন্ন্যাস ) গ্রহণ করিবেন, সম্যক্ সম্বুদ্ধ হইবেন। এতদ্ভিন্ন ইঁহার অশীতি প্রকার অনুব্যঞ্জনা আছে, ( ইহাও লক্ষণবিশেষ ) তাহা দেখিয়াও বুঝিলাম, ইনি গৃহবাসী হইবেন না, প্রব্রজ্যার্থ নির্গত হইবেন।

অশীতি অনুব্যঞ্জনা।

অনুব্যঞ্জনা অর্থাৎ শরীরের মাহাত্ম্যজ্ঞাপক বিশেষ চিহ্ন। চিত্রকরেরা প্রথমে রেখাচিত্র অঙ্কিত করিয়া পশ্চাৎ বর্ণপূরণের দ্বারা সজীবতা ধর্ম্ম আনয়ন করে এবং সেই বর্ণপূরণকে তাহারা অনুব্যঞ্জনা বলে। অতএব বুদ্ধমূর্ত্তি বুঝিতে হইলে, বুদ্ধের প্রতিমূর্ত্তি প্রস্তুত করিতে হইলে, প্রোক্ত মহালক্ষণের পর অনু-ব্যঞ্জক লক্ষণ অনুসন্ধান করিতে হইল। অনুব্যঞ্জক লক্ষণ ব্যতীত অবৈকল্য অর্থাৎ ঠিক মূর্ত্তি হইবে না।

বুদ্ধদেবের শরীরাশ্রিত অনুব্যঞ্জক লক্ষণ সমূহ ললিতবিস্তর গ্রন্থে উত্তমরূপ বর্ণিত আছে এবং ধর্ম্মসংগ্রহগ্রন্থেও আছে। মহাবস্তু অবদান ও অন্যান্য বৌদ্ধ গ্রন্থে ঐ সকল লক্ষণের উল্লেখ আছে মাত্র, বুঝিবার উপযুক্ত বর্ণনা নাই। অতএব প্রথমে ধর্ম্মসংগ্রহগ্রন্থের বর্ণনা ব্যক্ত করিব, পশ্চাৎ ললিতবিস্তরের বর্ণনা উদ্ধৃত করিব।

তাম্রনখতা ( ১ ) স্নিগ্ধনখতা ( ২ ) তুঙ্গনখতা ( ৩ ) ছত্রাঙ্গুলিতা ( ৪ ) চিত্রাঙ্গুলিতা ( ৫ )

---

* গণনা করিলে ৩২শের অধিক হয়। সুতরাং বিবেচনা হইতেছে, এসিয়াটিক সোসাইটীর মুদ্রিত পুস্তকের পাঠ ঠিক নহে।

+ ইহার অর্থ অব্যবহিত পূর্ব্বে বলা হইয়াছে।

অনুপূর্ব্বাঙ্গুলিতা ( ৬ ) গূঢ়শিরতা ( ৭ ) নিগ্রন্থিশিরতা ( ৮ ) গূঢ়গুল্‌ফতা ( ৯ ) অবিষমপাদতা ( ১০ ) সিংহবিক্রান্তগামিতা ( ১১ ) নাগবিক্রান্তগামিতা ( ১২ ) হংসবিক্রান্তগামিতা ( ১৩ ) বৃষভ-বিক্রান্তগামিতা ( ১৪ ) প্রদক্ষিণগামিতা ( ১৫ ) চারুগামিতা ( ১৬ ) অবক্রগামিতা ( ১৭ ) বৃত্তগাত্রতা ( ১৮ ) মৃষ্টগাত্রতা ( ১৯ ) অনুপূর্ব্বগাত্রতা ( ২০ ) শুচিগাত্রতা ( ২১ ) মৃদুগাত্রতা ( ২২ ) বিশুদ্ধগাত্রতা ( ২৩ ) পরিপূর্ণব্যঞ্জনতা ( ২৪ ) পৃথুচারুমণ্ডলগাত্রতা ( ২৫ ) সমক্রমতা ( ২৬ ) বিশুদ্ধনেত্রতা ( ২৭ ) সুকুমারগাত্রতা ( ২৮ ) অদীনগাত্রতা ( ২৮ ) সোৎসাহগাত্রতা (৩০) গম্ভীরকুক্ষিতা ( ৩১ ) প্রসন্নগাত্রতা ( ৩২ ) সুবিভক্তাঙ্গপ্রত্যঙ্গতা ( ৩৩ ) বিতিমিরশুদ্ধালোকতা ( ৩৫ ) বৃত্তকুক্ষিতা ( ২৫ ) মৃষ্টকুক্ষিতা ( ৩৬ ) অভুগ্নকুক্ষিতা ( ৩৭ ) ক্ষামকুক্ষিতা ( ৩৮ ) গম্ভীরনাভিতা ( ৩৯ ) প্রদক্ষিণাবর্ত্তনাভিতা ( ৪০ ) সমন্তপ্রাসাদিকতা ( ৪১ ) শুচিসমুচ্চায়তা (৪২) ব্যপগততিলকগাত্রতা ( ৪৩ ) তুলসদৃশসুকুমারগাত্রতা (৪৪) স্নিগ্ধপাণিলেখতা ( ৪৫ ) গম্ভীরপাণি-লেখতা ( ৪৬ ) আয়তপাণিলেখতা ( ৩৭ ) নাত্যায়তবচনতা ( ৪৮ ) বিম্বপ্রতিবিম্বোষ্ঠতা (৪৯) মৃদুজিহ্বতা (৫০) তনুজিহ্বতা (৫১) রক্তজিহ্বতা (৫২) মেঘগর্জ্জিতঘোষতা ( ৫৩ ) মধুরচারু মধুস্বরতা (৫৪) বৃত্তদংষ্ট্রতা (৫৫) তীক্ষ্ণদংষ্ট্রতা (৫৬) শুক্লদংষ্ট্রতা (৫৭) সমদংষ্ট্রতা (৫৮) তুঙ্গনাসতা (৬০) শুচি-নাসতা ( ৬১ ) বিশালনেত্রতা ( ৬২ ) চিত্রপক্ষ্মতা ( ৬৩ ) সিতাসিতকমলদলনয়নতা (৬৪ আয়তভ্রূকতা ( ৬৫ ) শুক্লভ্রূকতা ( ৬৬ ) সুস্নিগ্ধভ্রূকতা ( ৬৭ ) পীনায়তভুজতা (৬৮) সমকর্ণতা) (৬৯) অনুপহতকর্ণেন্দ্রিয়তা ) (৭০) অবিম্লানললাটতা (৭১) পৃথুললাটতা (৭২) সুপরিপূর্ণোত্তমাঙ্গতা (৭৩) ভ্রমরসদৃশকেশতা ( ৭৪ ) চিত্রকেশতা ( ৭৫ ) গূঢ়কেশতা বা ( গুড়াকেশতা ) ( ৭৬ ) অসমুচ্ছ্রিতকেশতা (৭৭) অপরুষকেশতা ( ৭৮ ) সুরভিকেশতা ( ৭৯ ) শ্রীবৎসস্বস্তিকনন্দ্যাবর্ত্ত-লক্ষিতপাণিপাদতলতা চেতি।”

[ ধর্ম্মসংগ্রহ।

এই অশীতি প্রকার অনুব্যঞ্জনার বাঙ্গালা অর্থ এইরূপ :—

১। নখ তাম্রবর্ণ অর্থাৎ আরক্ত।

২। নখ স্নিগ্ধ অর্থাৎ আর্দ্রবৎ।

৩। নখ উচ্চ অর্থাৎ মধ্যভাগ উচ্ছ্রিত।

৪। অঙ্গুলি ছত্রচিহ্নবিশিষ্ট।

৫। অঙ্গুলি চিত্র অর্থাৎ প্রাকৃতলোকের অঙ্গুলির ন্যায় নহে।

৬। অঙ্গুলি পূর্ব্বাপরক্রমে সুবিভক্ত।

৭। শিরা দেখা যায় না।

৮। শিরাগ্রন্থি দৃষ্ট হয় না।

৯। গুল্‌ফ গূঢ়।

১0। দুই পা সমান অর্থাৎ ছোটবড় নহে।

১১। সিংহের ন্যায় গতি ( পাদক্ষেপ )

১২। নাগের ন্যায় গতি। ( পদচালনা )

১৩। হংসের ন্যায় পদবিন্যাস্।

১৪। মত্ত বৃষভের ন্যায় স্বচ্ছন্দগতি।

১৫। দক্ষিণক্রমে গমন ( দক্ষিণ চরণ প্রথমে বিন্যাস )

১৬। মনোহর অর্থাৎ লীলাযুক্ত গতি।

১৭। সরলগতি।

১৮। গাত্র বৃত্ত অর্থাৎ গোল ও মাংসল। ( সকল স্থান মাংসল নহে, উরু প্রভৃতি স্থান )।

১৯। গাত্র পরিমৃষ্ট ( যেন এইমাত্র পরিমার্জ্জিত করা হইয়াছে )।

২০। অঙ্গ সকল পূর্ব্বাপরক্রমে সুবিভক্ত।

২১। গাত্রকান্তি উজ্জ্বল।

২২। অঙ্গ কোমল।

২৩। সকল অঙ্গ শুদ্ধ অর্থাৎ পবিত্র বা পরিষ্কার।

২৪। সকল অঙ্গ ও সকল লক্ষণ পূর্ণ। ( খণ্ডিত নহে )।

২৫। শরীর স্থূল, মনোহর ও সুবৃত্ত।

২৬। ক্রম অর্থাৎ পদবিক্ষেপ সমান।

২৭। চক্ষু বিশুদ্ধ অর্থাৎ পবিত্রতাভাব-পরিপূর্ণ।

২৮। শরীর কোমল।

২৯। দেহে দৈন্য ও খেদ লক্ষিত হয় না।

৩০। শরীর উৎসাহযুক্ত।

৩১। কুক্ষি গম্ভীর। ( ভুঁড়ি ছিল না )।

৩২। অঙ্গ সকল প্রসন্ন। ( যেন হাঁসচে )।

৩৩। অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সুবিভক্ত। ( যেখানে বা যে অঙ্গ যেমন হওয়া উচিত সে স্থানে বা সে অঙ্গ সেইরূপ।

৩৪। শরীরের জ্যোতি বা কান্তি নিস্তিমির আলোকের ন্যায়।

৩৫। কুক্ষি বৃত্ত অর্থাৎ চ্যাপটা নহে।

৩৬। কুক্ষি মার্জ্জিত অর্থাৎ ঔজ্জ্বল্য বিশিষ্ট।

৩৭। কুক্ষি অভুগ্ন অর্থাৎ কোল-কুঁজো নহে।

৩৮। কুক্ষি ক্ষীণ অর্থাৎ কৃশ ( স্থূল নহে )।

৩৯। নাভি গম্ভীর।

৪০। নাভির আবর্ত্ত দক্ষিণ দিকে।

৪১। অঙ্গ সকল দর্শকের আনন্দজনক।

৪২। আচার ব্যবহার বিশুদ্ধ (বিশুদ্ধাচারের দ্বারা অঙ্গের এক প্রকার অসাধারণ সৌষ্ঠব জন্মে। সে সৌষ্ঠব অনির্ব্বচনীয়)।

৪৩। গাত্রে তিল ছিল না।

৪৪। হস্ততল তুলসদৃশ কোমল।

৪৫। হস্তের রেখা স্নিগ্ধ।

৪৬। হস্তের রেখা গম্ভীর।

৪৭। হস্তের রেখা দীর্ঘ।

৪৮। বচন ও স্বর অতি উচ্চ নহে, কর্কশও নহে, অথচ গাম্ভীর্য্য যুক্ত।

৪৯। ওষ্ঠ বিম্বের ন্যায়। (বিম্ব এক প্রকার ফল, তাহার বর্ণ আরক্ত)।

৫০। জিহ্বা কোমল।

৫১। জিহ্বা তনু অর্থাৎ পাতলা (মোটা নহে। ইহা যোগীর লক্ষণ)।

৫২। জিহ্বা রক্তবর্ণ।

৫৩। গলার স্বর মেঘগর্জ্জিতের ন্যায় গভীর।

৫৪। স্বর মিষ্ট ও মনোহর।

৫৫। দাঁত সুবৃত্ত।

৫৬। দাঁত তীক্ষ্ণ।

৫৭। দাঁত শুভ্রবর্ণ।

৫৮। দন্তপংক্তি সমান।

৫৯। দন্ত সকল পূর্ব্বাপরক্রমে সুবিভক্ত বা সাজান।

৬০। নাসিকা উন্নত।

৬১। নাসা উজ্জ্বল।

৬২। নেত্র বিশাল।

৬৩। নেত্রের পক্ষ্ম (চোকের ভঁয়া) অদ্ভুত অর্থাৎ অতি সুদৃশ্য।

৬৪। চোখের শ্বেত ও মণি বা তারা শ্বেতপদ্মের ও নীলপদ্মের পাবাড়র ন্যায় সুশোভন।

৬৫। ভ্রূযুগল আয়ত।

৬৬। ভ্রূ উজ্জ্বল।

৬৭। ভ্রূ সুস্নিগ্ধ।

৬৮। বাহু পীন ও আয়ত।

৬৯। কর্ণদ্বয় সমান।

৭০। কর্ণেন্দ্রিয় তেজস্বী।

৭১। ললাট সুপ্রসন্ন। (ম্লান নহে)।

৭২। ললাট পৃথু অর্থাৎ বিস্তীর্ণ ও উচ্চ।

৭৩। উত্তমাঙ্গ বা মস্তক পরিপূর্ণ অর্থাৎ কোন স্থানে উচ্চ নীচ ভাব নাই।

৭৪। কেশ ভ্রমরের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ।

৭৫। কেশ আশ্চর্য্য (অন্যের সেরূপ কেশ নাই)।

৭৬। নিদ্রা স্বাধীন।

৭৭। কেশ ঈষৎ কুঞ্চিত।

৭৮। কেশ স্নিগ্ধ (রুক্ষ নহে)।

৭৯। কেশ সুগন্ধ।

৮০। হস্ততলে ও পদতলে শ্রীবৎস স্বস্তিক ও নন্দ্যাবর্ত্ত, এই তিন প্রকার চিহ্ন আছে। (স্বস্তিক অর্থাৎ ত্রিকোণ)।

ললিতবিস্তর গ্রন্থে বুদ্ধশরীরের অশীতি অনুব্যঞ্জনা এইরূপে বর্ণিত হইয়াছে।

"তদ্ যথা—তুঙ্গনখশ্চ মহারাজ! সর্ব্বার্থসিদ্ধঃ কুমারঃ। তাম্রনখশ্চ স্নিগ্ধনখশ্চ বৃত্তাঙ্গুলিশ্চ অনুপূর্ব্বচিত্রাঙ্গুলিশ্চ গূঢ়গুল্ফশ্চ ঘনসন্ধিশ্চ অবিষমসমপাদশ্চায়তপাদপার্ষ্ণিশ্চ মহারাজ! সর্ব্বার্থসিদ্ধঃ কুমারঃ। স্নিগ্ধপাণিলেখশ্চ তুল্যপাণিলেখশ্চ গম্ভীরপাণিলেখশ্চাজিহ্মপাণিলেখশ্চ আনুপূর্ব্বপাণিলেখশ্চ বিম্বোষ্ঠানুচ্চশব্দবচনশ্চ মৃদুতরুণতাম্রজিহ্বশ্চ গজগর্জিতাভিস্তনিতমেঘ স্বরমধুরমঞ্জুঘোষশ্চ পরিপূর্ণ ব্যঞ্জনশ্চ মহারাজ! সর্ব্বার্থসিদ্ধঃ কুমারঃ।"—ইত্যাদি।*

অসিত মুনি রাজা শুদ্ধোদনকে বলিয়াছিলেন, মহারাজ! এই সকল অনুব্যঞ্জন চিহ্ন থাকিলে সে ব্যক্তি নিশ্চিত প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিবে, গৃহবাসী হইবে না। এ সকল চিহ্ন বোধিসত্ত্ব ভিন্ন প্রাকৃত মনুষ্যের থাকে না।

### শাক্যসিংহের লিপিশিক্ষা।

কুমার শাক্যসিংহ শুদ্ধোদনের গৃহে দিন দিন বাড়িতে লাগিলেন। ক্রমে

---

* সমস্ত অংশ উদ্ধৃত করিবার আবশ্যক নাই। প্রবন্ধের বৃথা কার্কশ্য নিন্দনীয়। কতক গুলি সংস্কৃত দিলে প্রবন্ধটী কর্কশ হইতে পারে, কর্কশ হইলে পাঠক মাত্রেই বিরক্ত হইতে পারেন।

তাঁহার বিদ্যারম্ভ কাল আগত হইল। রাজা শুদ্ধোদন শুভদিনে মহামহোৎসব-সহকারে কুমারকে লিপিশালায় প্রেরণ করিলেন। আজ রাজপুত্র সিদ্ধার্থের বিদ্যারম্ভ হইবে, লিপি শিক্ষা আরম্ভ হইবে। শুনিয়া নগরবাসী জনগণের, বিশেষতঃ বালকবৃন্দের আহ্লাদের পরিসীমা নাই, কপিলনগর আজ যেন হর্ষে মাতিয়া উঠিয়াছে।

লিপিশালার প্রধান শিক্ষকের নাম বিশ্বামিত্র। আজ্ বালকাচার্য্য বিশ্বামিত্র মনে মনে "সুপ্রভাত" প্রভৃতি সুখ-ভাবনা ভাবিতেছেন, এমন সময়ে তাঁহার লিপিশালাসম্মুখে মহাসমারোহ উপস্থিত হইল। অগ্রে শত শত শাক্যবালক, মধ্যে রাজা ও রাজপুত্র সিদ্ধার্থ, পশ্চাতে অসংখ্য জনসম্বাধ ও হয় হস্তী প্রভৃতি যান ও যাত্রিগণ লিপিশালা অভিমুখে আগমন করিতেছে।

বালকরূপী বোধিসত্ত্ব যথাসময়ে ও যথানিয়মে পাঠশালায় প্রবেশ করিলেন; করিয়া তত্রস্থ প্রধান শিক্ষক বিশ্বামিত্রের সমীপবর্ত্তী হইলেন। বিশ্বামিত্র অল্পক্ষণ পূর্ব্বে ভাবিতেছিলেন, "রাজপুত্রের গুরু হইব," এক্ষণে তাঁহার সে মোহ অপগত হইল। তাঁহার জ্ঞান হইল, কোন বালক তাঁহার নিকট শিষ্য হইতে আইসে নাই, এক অনিবার্য্য ও অপূর্ব্ব তেজ তাঁহাকে প্রবুদ্ধ করিবার জন্য তাঁহার সম্মুখে আবির্ভূত হইয়াছে। বালকরূপী বোধিসত্ত্বের অঙ্গশ্রী ও তেজ দেখিবামাত্র তাঁহার দর্শনপথ অবরুদ্ধ হইল। তিনি বিস্ময়ে ও মোহে লীনচিত্ত হইলেন এবং মূর্চ্ছা প্রাপ্ত হইলেন।

ললিতবিস্তরনামক বৌদ্ধ ইতিহাসে লিখিত আছে, বালকাচার্য্য বিশ্বামিত্র শাক্যসিংহের তেজে অভিভূত ও ভূপতিত হইলে পর শুভাঙ্গ নামক দেবপুত্র সহসা তথায় আবির্ভূত হইয়া বিশ্বামিত্র ব্রাহ্মণকে হস্তধারণ পূর্ব্বক উত্থাপিত করিয়াছিলেন এবং নিম্নলিখিত গাথা গান করিয়াছিলেন।

"শাস্ত্রাণি যানি প্রচরন্তি চ দেবলোকে,
সংখ্যা লিপিশ্চ গণনাপি চ ধাতুতন্ত্রম্।
যে শিল্পযোগ পৃথু লৌকিক অপ্রমেয়া,
স্তেষেষু শিক্ষিতু পুরা বহু কল্পকোট্যঃ॥
কিন্তু জনস্য অনুবর্ত্তনতাং করোতি,
লিপিশালমাগতঃ সুশিক্ষিতশিক্ষণার্থম্।
পরিপাচনার্থং বহুদারক অগ্রযানে,
অন্যাংশ্চ সত্ত্বনিযুতানমৃতে বিনেতুম্।

নৈতস্ত আচরিতু উত্তরি বা ত্রিলোকে,
সর্ব্বেষু দেবমনুজেম্বয়মেব জ্যেষ্ঠঃ।
নামানি তেষু লিপিনাং নহি বেথ যূয়ং,
যত্রৈষ শিক্ষিতু পুরা বহুকল্পকোট্যঃ।"

[ ললিতবিস্তর।

তাৎপর্য্য এই যে, ইহলোকের কথা দূরে থাকুক, দেবলোকেও যে সকল শাস্ত্র, সংখ্যা, লিপি ও গণনা প্রভৃতি প্রচলিত আছে, সে সমস্ত ইনি পূর্ব্বে শিখিয়াছেন।

ইনি কোটিকোটি কল্প লোকশিক্ষার নিমিত্ত মনুষ্যগণের অনুকরণ করিতেছেন, এবং শিক্ষিতশিক্ষার নিমিত্ত বহুবালক অগ্রগামী করিয়া এই লিপিশালায় আগমন করিয়াছেন। তাঁহার এইরূপ করিবার উদ্দেশ্য কেবল লোকশিক্ষা, সত্ত্বপরিপাক ও অন্যান্য সমস্ত প্রাণীকে বিনীত করা ও মুক্ত করা।

তিন লোকে যাহা প্রচারিত আছে, তাহার কিছুই ইঁহার অবিদিত নাই। কি দেব, কি মনুষ্য, সকলের মধ্যে ইনি শ্রেষ্ঠ। ইনি বহুকল্প পূর্ব্বে যাহা শিখিয়া রাখিয়াছেন, তোমরা তাহার নামও জান না। সে সকল লিপির কিছুই জান না।

অনন্তর, সেই দেবপুত্র এই গাত্রাত্রয় গান করিয়া তন্মুহূর্ত্তে সেই স্থানেই অন্তর্হিত হইলেন। এই অদ্ভুত ব্যাপারে তত্রস্থ জনগণ মুগ্ধপ্রায় হইল। অনন্তর, রাজা শুদ্ধোদন ও অমাত্যবর্গ কুমারকে লিপিশালার অধ্যক্ষ বিশ্বামিত্রের নিকট অর্পণ করিয়া যথাগতস্থানে গমন করিলেন, কেবল দাস দাসী ও ধাত্রীগণ কুমারের রক্ষণার্থ তথায় অবস্থান করিল।

ললিতবিস্তরনামক বৌদ্ধ গ্রন্থে এই স্থানে এক অদ্ভুত বর্ণনা আছে, তাহা দেখিয়া বিবেচনা হয়, প্রাচীনকালের সকল লোকই অলৌকিক বর্ণনা ভাল বাসিত। যথা—

বালকাচার্য্য বিশ্বামিত্র শুভ মুহূর্ত্ত দেখিয়া কুমারকে আহ্বান করিলেন। কুমার বোধিসত্ত্ব চন্দনকাষ্ঠনির্ম্মিত লিপিফলক* হস্তে করত বিশ্বামিত্রকে বলিলেন।

"কতমাং ভো উপাধ্যায়! লিপিং মে শিক্ষয়িষ্যসি? ব্রাহ্মীং খরোষ্ট্রীং পুস্করসারীং অঙ্গলিপিং বঙ্গলিপিং মগধলিপিং মাঙ্গল্যলিপিং মনুষ্যলিপিং অঙ্গুলীয়লিপিং শকারিলিপিং ব্রহ্মবল্লিলিপিং দ্রাবিড়লিপিং কিনারিলিপিং দক্ষিণলিপিং উগ্রলিপিং সংখ্যালিপিং অনুলোমলিপিং অর্দ্ধধনুর্লিপিং

* অতি প্রাচীনকাল হইতে বর্ত্তমানকালের কিছু পূর্ব্ব পর্য্যন্ত কাষ্ঠফলকে লেখার প্রথা প্রচলিত ছিল। এমন কি আমরাও বালককালে দোকানদারদিগকে ও পাঠশালার ছাত্রদিগকে কাষ্ঠফলকে লিখিতে দেখিয়াছি।

দরদলিপিং খাশুলিপিং চীনলিপিং হূণলিপিং মধ্যাক্ষর-বিস্তরলিপিং পুষ্পলিপিং দেবলিপিং নাগলিপিং যক্ষলিপিং গন্ধর্ব্বলিপিং কিন্নরলিপিং মহোরগলিপিং অসুরলিপিং গরুড়লিপিং মৃগচক্রলিপিং চক্রলিপিং বায়ুমরুল্লিপিং ভৌমদেবলিপিং অন্তরীক্ষদেবলিপিং উত্তরকুরুদ্বীপলিপিং অপরগৌড়ানলিপিং পূর্ব্ববিদেহলিপিং উৎক্ষেপলিপিং নিক্ষেপলিপিং বিক্ষেপলিপিং প্রক্ষেপলিপিং সাগরলিপিং বজ্রলিপিং লেখপ্রতিলেখলিপিং অনুদ্রুতলিপিং শাস্ত্রাবর্ত্তলিপিং গণনাবর্ত্তলিপিং উৎক্ষেপাবর্ত্তলিপিং নিক্ষেপাবর্ত্তলিপিং পাদলিখিতলিপিং দ্বিরুত্তরপদসন্ধিলিপিং যাবদ্দশোত্তরপদ-সন্ধিলিপিং অধ্যাহারিণীলিপিং সর্ব্বরুতসংগ্রহণলিপিং বিদ্যানুলোমালিপিং বিমিশ্রিতলিপিং ঋষিতপস্তপ্তাং রোচমানাং ধরণীপ্রেক্ষণলিপিং সর্ব্বৌষধিনিঃষ্যন্দাং সর্ব্বসারসংগ্রহণীং সর্ব্বভূত-রুতগ্রহণীং আসাং ভো উপাধ্যায়! চতুঃষষ্টিলিপীনাং কতমাং লিপিং মাং ত্বং শিক্ষয়িষ্যসি?"

হে গুরো! আমাকে কোন্ লিপি শিখাইবেন? ব্রাহ্মী লিপি? না খরোষ্ঠী লিপি? অথবা অঙ্গলিপি, বঙ্গলিপি, ও মগধ লিপি প্রভৃতি চৌষট্টি লিপির কোন লিপি শিখাইবেন।*

---

* সংস্কৃতলিপিতালিকাটির সম্পূর্ণ অনুবাদ দিতে পারিলাম না। কারণ, ঐ সকল লিপি-বোধক শব্দের প্রকৃত অর্থ কি? তাহা আমরা বুঝি না। ৬৪ প্রকারলিপির উল্লেখ আছে; কিন্তু তন্মধ্যে আমরা ব্রাহ্মী, খরোষ্ঠী, অঙ্গলিপি, বঙ্গলিপি, মগধলিপি, শকারিলিপি, দরদলিপি, দ্রাবিড়লিপি, চীনলিপি, হূণলিপি, পাশ্যলিপি বা খশলিপি,—এই বারটি মাত্র শব্দের যৎকিঞ্চিৎ আভাস বা অর্থ বুঝিতে পারি, অবশিষ্ট গুলির কিছুই বুঝিতে পারি না। কাজেই উহার বঙ্গানু-বাদ পরিত্যক্ত হইল। যদি কোন বিজ্ঞ পাঠক ঐসকল শব্দের অর্থ বা তাৎপর্য্য বুঝিতে পারেন, তাহা হইলে তাঁহারা যেন আমাকে অনুগ্রহ করিয়া জানান। ঐ গুলি বুঝিতে পারিলে উহার দ্বারা ভারতবর্ষীয় ভাষার ও দেশের প্রাচীনত্ব উত্তমরূপে সমর্থিত হইতে পারে। যদি কেহ বলেন, উহা বুদ্ধদেবের কথা নহে, উহা গ্রন্থকারের বর্ণনামাত্র, তাহা বলিলেও উহার প্রাচীনত্ব সপ্রমাণ হইবে। কেননা, অন্যুন সার্দ্ধেক সহস্র বৎসরের পূর্ব্বের মহাবস্তু অবদান নামক অন্য একখানি গ্রন্থেও ঐ সকল দেশের ও ঐ সকল ভাষার উল্লেখ আছে। যথা—বুদ্ধশিষ্য মহাকাশ্যপ মহাকাত্যায়নকে বলিতেছেন,—

"যা ইমা লোকে সংজ্ঞা ব্রাহ্মী, পুষ্করসারী, খরোষ্ঠী, যাবনী, ব্রহ্মবাণী, পুষ্পলিপি, কুতলিপি, শক্তিনলিপি, ব্যত্যস্তলিপি, লেখলিপি, মুদ্রালিপি, উকর-মাধুর দরদ-চীন-হূণ-পরা, অঙ্গর বঙ্গা, দ্রাবিড়া, সীহলাএমিদা, দর্দ্দুরা, রমঠ ভয়—বৈছেত্তুকা, গুল্মলা, হস্তদা, কসুলা, কেতকা, কুস্বরা, লতিকা, অজরিদেযু, অকথরসন্ধং সর্ব্বা এষা বোধিসত্ত্বানাং নীতিঃ।"

এই গণনার মধ্যে "মুদ্রালিপির" উল্লেখ আছে। উহা যদি ঠিক নামানুরূপ তাৎপর্য্যে প্রযুক্ত হইয়া থাকে, তাহা হইলে আমরা সাহস করিয়া বলিতে পারি, বুদ্ধদেবের অথবা তাঁহার পূর্ব্বে অর্থাৎ তিনসহস্রাধিক বর্ষের পূর্ব্বে মুদ্রালিপি প্রচলিত ছিল। তখন কাষ্ঠফলকে অক্ষর খোদিত করিয়া অঙ্কিত করা হইত। বৌদ্ধগ্রন্থের এই প্রমাণ আমাদের ব্যবস্থা শাস্ত্র দেখিলে অবশ্যই বলবান্ হইবে। কেননা, আমাদের দেশের প্রাচীন স্মৃতিশাস্ত্রেও মুদ্রালিপির উল্লেখ আছে। চণ্ডীপাঠ ও পুরাণপারায়ণ-ব্যবস্থা প্রসঙ্গে লিখিত হইয়াছে, মুদ্রালিপি পাঠ করিলে পুণ্যফল হয় না। মুদ্রালিপি না থাকিলে কি প্রকারে তাহা নিষিদ্ধ হইতে পারে? সুতরাং বিবেচনা করিতে হইবে স্মৃতিকালেও মুদ্রালিপি বা ছাপার অক্ষর প্রচলিত ছিল। স্মৃতিতেও মুদ্রা লিপির প্রসিদ্ধি আছে।

শুনিয়া বিশ্বামিত্র অবাক্। তিনি বিস্ময়ে পরিপূর্ণ হইলেন, তাঁহার বিদ্যাভিমান তিরোহিত হইল, দর্প অন্তর্হিত হইল। তিনি ভাবিলেন, ইনি ত বালক নন্, নিশ্চিত ইনি কোন জ্ঞানমূর্ত্তি অথবা বিদ্যার অবতার। কিয়ৎক্ষণ পরে তিনি নিম্নলিখিত গাথাটি গান করিলেন।

আশ্চর্য্যং শুদ্ধসত্ত্বস্য লোকে লোকানুবর্ত্তিনঃ।
শিক্ষিতঃ সর্ব্বশাস্ত্রেষু লিপিশালামুপাগতঃ॥
যেষামহং নামধেয়ং লিপীনাং ন প্রজানমি।
তত্রৈষঃ শিক্ষিতঃ সন্তো লিপিশালামুপাগতঃ॥
বক্ত্রং চাস্য ন পশ্যামি মূর্দ্ধানং তস্য নৈবচ।
শিক্ষয়িষ্যে কথং হ্যেনং লিপিপ্রজ্ঞাপারগতম্॥
দেবাতিদেবো হ্যতিদেবঃ সর্ব্বদেবোত্তমোবিভুঃ।
অসমশ্চ বিশিষ্টশ্চ লোকেধপ্রতিপুদ্গলঃ॥
অস্যৈব ত্বনুভাবেন প্রজ্ঞোপায়ং বিশেষতঃ।
শিক্ষিতং শিক্ষয়িষ্যামি সর্ব্বলোকে পরায়ণম্॥

[ ললিতবিস্তর।

ইহলোকে মনুষ্যরূপধারী শুদ্ধসত্ত্বের লিপিশালায় আগমন হওয়া অতি আশ্চর্য্য। কেন না, তিনি সর্ব্বকালে সর্ব্বশাস্ত্রে সুশিক্ষিত। আমি যে সকল লিপির নামও জানি না, সেই সকল লিপিতে সুশিক্ষিত থাকিয়াও ইনি লিপিশালায় আগমন করিয়াছেন। আমি ইঁহার মুখপানে চাহিতে অক্ষম, মস্তক দেখিতেও অক্ষম, কি প্রকারে আমি এই লিপি-জ্ঞান-পারদর্শীকে লিপিশিক্ষা দিব। ইনি দেব, অতিদেব, সকল দেবতার মধ্যে উত্তম দেবতা। ইঁহার সমান নাই এবং ইঁহার সদৃশ সত্ত্ব বা জীব নাই। ইঁহারই প্রভাবে প্রজ্ঞালাভের উপায় শিক্ষা করা যায় এবং এই সর্ব্বলোকাশ্রয়কে আমি কি শিখাইব?

মহাত্মা শাক্যসিংহের বিদ্যারম্ভ কালের এইরূপ ইতিহাস আমাদিগকে চমৎকৃত করিতেছে এবং আমাদিগকে সত্যমিথ্যাসংশয়ে বিলোড়িত করিতেছে। যাহাই হউক, এই ঘটনার পর কি হইয়াছিল, একবার তাহারও অনুসন্ধান করা যাউক।

বালক-গুরু বিশ্বামিত্র ভয়ে, মোহে ও বিস্ময়ে জড়ীভূত হইলে ভগবান্ শাক্যমুনি তৎপরে আর তাঁহাকে কিছুই বলেন নাই। সামান্য বালকের ন্যায় লিপিফলকহস্তে গুরুর অভিমুখে উপবিষ্ট হইয়া যথানিয়মে উপদেশ প্রতীক্ষা

করিয়াছিলেন। মোহভঙ্গের পর গুরু বিশ্বামিত্র প্রোক্তঘটনাকে জাগ্রৎস্বপ্ন অথবা ভ্রমের প্রতারণা বিবেচনা করিলেন। অনন্তর যথানিয়মে অ-কারাদি বর্ণ সকল একে একে উপদেশ করিতে লাগিলেন।

কথিত আছে, ভগবান ( শাক্যসিংহ ) যখন যে-বর্ণ উচ্চারণ করিয়াছিলেন, তখনই সেই বর্ণের এক একটী বৈরাগ্যসূচক রহস্য অর্থ আকাশ হইতে প্রতি-ধ্বনিত হইয়াছিল।

গুরু উপদেশ কারলেন, অ।

শাক্যসিংহ বলিলেন, অ।

আকাশে ধ্বনিত হইল,—"অনিত্যঃ সর্ব্বঃ সংসারস্কন্ধঃ।" সমস্ত সংসার অনিত্য।

গুরু উপদেশ করিলেন, আ।

বুদ্ধদেব উচ্চারণ করিলেন, আ।

আকাশে ধ্বনিত হইল,—"আত্মপরহিতঃ কার্য্যঃ।" আপনাব ও পরের হিত করিবেক।

গুরু বলিলেন, ই।

শাক্য বলিলেন, ই।

আকাশে ধ্বনিত হইল,—"ইন্দ্রিয়বৈপুল্যম্ মা কুরু।" ইন্দ্রিয়দিগকে পুষ্ট করিও না।

গুরু উপদেশ করিলেন, ঈ।

শাক্য উচ্চারণ করিলেন, ঈ।

আকাশে উচ্চারিত হইল,—"ঈতিবহুলং জগৎ।" জগৎ ঈতি পরিপূর্ণ অর্থাৎ বিঘ্নপরিপূর্ণ।

গুরু বলিলেন, উ।

সিদ্ধার্থও বলিলেন, উ।

আকাশে শব্দ হইল, "উপদ্রববহুলং জগৎ।" জগতে উপদ্রবই অধিক।

প্রত্যেক বর্ণের উচ্চারণকালে আকাশে এক একটী প্রতিশব্দ উত্থিত হইয়াছিল।* সেই সকল অমানুষ বাক্য শ্রবণ করিয়া গুরু ও শিষ্যবৃন্দ যারপর

* পুস্তক-কায়া বাড়িয়া যাইবে, এই ভয়ে সকল অক্ষরের প্রতিশব্দ দিলাম না। ফল, ৫০টী অক্ষরের ৫০টী প্রতিশব্দ আছে এবং ৫০টিই ধর্ম্মমূলক। এই সকল কথা ললিতবিস্তর গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত হইল।

নাই বিস্মিত হইয়াছিলেন। বৌদ্ধ শাস্ত্রে ইহাও লিখিত আছে, ঐ সকল অমানুষ বাক্য বুদ্ধের প্রভাবেই আকাশে অভিব্যঞ্জিত হইয়াছিল এবং ঐ সকল অমানুষ প্রতিশব্দের এক একটী প্রতিশব্দ ধর্ম্মবীজ অথবা বৌদ্ধধর্ম্মের অঙ্গ। শেষ কথা এই যে, ৫০ অক্ষরে ৫০টী আকাশ বাণী হইয়াছিল এবং সেই ৫০ আকাশবাণীই বৌদ্ধধর্ম্মের সার।

কুমার শাক্যসিংহ লিপিশালায় থাকিয়া প্রোক্তপ্রকারে প্রথমে বর্ণ, তৎপরে বাক্য-যোজন, তৎপরে শাস্ত্র সমুদায় শিক্ষা করিলেন। পরন্তু এই সকল শিক্ষা করিতে তাঁহার অধিক সময় অতিপাতিত হয় নাই।

বৌদ্ধগ্রন্থে, আরও লিখিত আছে, ভগবান্ বুদ্ধদেব যখন লিপিশালে থাকিয়া লিপিশিক্ষা করেন, তৎকালে সেই পাঠশালায় নাকি দ্বাদশ সহস্র বালক লিপি-শিক্ষার্থ উপস্থিত ছিল এবং সেই সকল বালকদিগকে তিনি গোপনে সম্যক্ জ্ঞান উপদেশ করিতেন। সম্যক্ জ্ঞান কি? বুদ্ধদেবের অভিমত সম্যক্ জ্ঞান কি? তাহা পশ্চাৎ ব্যক্ত হইবে।

---

## তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

### শাক্যসিংহের কৌমার জীবনের অপর একটী কথা এবং বিবাহ।

বুদ্ধদেব শিশুকাল হইতেই ধ্যানশিক্ষা করিয়া আসিতেছিলেন। এক্ষণে তাঁহার সেই শিক্ষা বা সেই ধ্যান যৌবনআগমে পরিপাক প্রাপ্ত হইল। ইতিহাস-লেখকেরা ইঁহার বাল্যজীবনের ইতিহাসেও অলৌকিক ক্ষমতা প্রবেশ করাইয়া-ছেন, কাযেই ইঁহার প্রকৃত চরিত্র প্রচ্ছন্ন আছে। ললিতবিস্তর নামক বুদ্ধ-ইতিহাস গ্রন্থে ইঁহার কৌমারচরিত্র সম্বন্ধে অনেক অলৌকিক বর্ণনা আছে, তন্মধ্য হইতে একটী মাত্র কথা আমরা উদ্ধৃত করিলাম। এই কথাটীই ইঁহার ভবিষ্যদ্বৈরাগ্যের সোপান অথবা বীজ।

শাক্যসিংহ ক্রমে বয়ঃপ্রাপ্ত হইলেন। সময়ে অনেক কুমার তাঁহার সহচর হইল। একদা তিনি বয়স্যদিগের সঙ্গে এক কৃষিগ্রাম পরিদর্শনে গমন করিলেন। সেখানে তিনি কৃষকদিগের কার্য্য ও স্বভাবচরিত্রাদি পর্য্যবেক্ষণ করিয়া তথা হইতে এক উদ্যানমধ্যে প্রবেশ করিলেন। সহচরেরা এদিক ওদিক গমন

করিল, ক্রীড়াসক্ত হইয়া কুমারের সঙ্গ পরিত্যাগ করিল ; এই অবকাশে ভগবান্ বোধিসত্ত্ব সেই উদ্যান হইতে বহির্নিক্রান্ত হইয়া তন্নিকটস্থ কোন এক রমণীয় প্রদেশে একাকী ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। দেখিতে পাইলেন, অদূরে একটী রমণীয় জম্বুবৃক্ষ ছায়াবিস্তার করতঃ বিরাজিত আছে। দেখিয়া প্রীত হইলেন এবং ধীরে ধীরে তাহার তলদেশে গিয়া উপবিষ্ট হইলেন।

ধ্যানোপযুক্ত রমণীয় প্রদেশ দেখিয়া তাঁহার ধ্যানেচ্ছা হইল। প্রথমে তিনি চিত্তকে একাগ্র করিলেন। চিত্তের কামনা ও অন্যান্য অকুশলবৃত্তি সকল নিরুত্থান করিয়া সবিতর্ক ও সবিচার ধ্যান অবলম্বন পূর্ব্বক প্রথমতঃ প্রীতিসুখ নামক ধ্যান-সুখ অনুভব করিতে লাগিলেন। সবিতর্ক ও সবিচার ধ্যানের দ্বারা আত্মপ্রসাদ আগত হইলে তাঁহার চিত্ত তখন এক অখণ্ডাকার বৃত্তি ধারণ করিল। তখন তিনি নির্ব্বিতর্ক-নির্ব্বিচার নামক দ্বিতীয় ধ্যানে নিমগ্ন হইলেন, হইয়া অনির্ব্বচনীয় প্রীতিসুখ প্রাপ্ত হইলেন। অল্পক্ষণ মাত্র প্রীতিসুখ অনুভব করিয়া তদূর্দ্ধবর্ত্তী তৃতীয় ধ্যান আচরণ করিলেন। তৃতীয়ধ্যানে প্রীতিসুখেও উপেক্ষা হয়, যাবজ্জীবনের ও যাবজ্জন্মের দৃষ্ট, শ্রুত ও অনুমিত পদার্থরাশির স্মরণ হয় এবং প্রতিসম্বেদন নামক প্রজ্ঞা বিশেষের উদয় হয়। লোকে যাহাকে নির্ম্মল প্রজ্ঞা অথবা অপ্রতিহত জ্ঞান বলে, যে জ্ঞান আবির্ভূত হইলে, জগত্রয় করামলকবৎ প্রতিভাত হয়, সেই জ্ঞানের অন্য নাম প্রতিসম্বেদন ও সম্প্রজ্ঞা।

অনন্তর তিনি এতদূর্দ্ধবর্ত্তী নির্ম্মল চতুর্থ ধ্যান আহরণ করিলেন। চতুর্থ ধ্যানে সুখের নাশ, দুঃখের অন্ত, সৌমনস্যের ও দৌর্ম্মনস্যের অভাব, সুখ-দুঃখের উপেক্ষা, স্মরণশক্তির পরিশুদ্ধি ও শরীরাদির অদর্শন হয়। কুমার শাক্যসিংহ এখন সেই জম্বুবৃক্ষমূলে উপবিষ্ট হইয়া এতাদৃশ চতুর্থ ধ্যানে নিমগ্ন হইলেন।

বুদ্ধদেব জম্বুমূলে চতুর্থ ধ্যানে নিমগ্ন আছেন, এমন সময়ে পাঁচ জন মহানুভব ঋষি দক্ষিণ দিক্ হইতে আকাশপথে সেই জম্বুবনের উপর দিয়া উত্তর দিকে যাইতেছিলেন। যেই মাত্র তাঁহারা জম্বুবনের উপরে আসিয়াছেন, অমনি তাঁহারা শক্তিহীন, ক্ষমতাহীন ও প্রত্যাহত হইলেন। আর যাইতে পারিলেন না। তাঁহারা আশ্চর্য্য হইয়া ভয়ে ও বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া নিম্নলিখিত গাথায় বলাবলি করিতে লাগিলেন।—

"বয়মিহ মণিবজ্রকূটং গিরিং
মেরুমভ্যুদ্গতং তির্য্যগর্থং বিদারয়িকম্।

গজাইব সহকারশাখাকুলাং বৃক্ষবৃন্দাং
প্রদারিত নির্ধাবিতা নেকশঃ ॥
বয়মিহ মরুনাং পুরে চাপি শক্রা গতা
যক্ষগন্ধর্ব্ববেশ্মনি চোর্দ্ধং নভে নিশ্রিতাঃ।
ইমং পুনর্ব্বনখণ্ডমাসাদ্য সীদাম ভোঃ
কস্য লক্ষ্মীর্নিবর্ত্তেতি ঋদ্ধের্বলম্।"

আমরা মহাগজের ন্যায় সুমেরুমস্তকস্থিত বন বিদীর্ণ করিয়া গমন করিয়া থাকি। বায়ুপুরে, ইন্দ্রপুরে ও যক্ষগন্ধর্ব্বাদির নগরে গমন করিয়া থাকি। কিন্তু আজ আমরা এই জম্বুবনে আসিয়া অবসন্ন হইলাম! ইহা কাহার যোগবল? কাহার প্রভাব? কাহার ঐশ্বর্য্যবলক্রমে আমাদের অপ্রমেয় ঐশ্বর্য্যবল প্রতিহত হইল? শুনিয়া সেই বনের বনদেবতা অলক্ষ্যে প্রত্যুত্তর করিলেন:—

"নৃপতিকুলোদিতঃ শাক্যরাজাত্মজোবালসূর্য্যপ্রকাশপ্রভঃ।
স্ফুটিতকমলগর্ভবর্ণপ্রভশ্চারুচন্দ্রাননো লোকে জ্যেষ্ঠো বিদুঃ।
অয়মিহ বনমাশ্রিতো ধ্যানচিন্তাপরো দেবগন্ধর্ব্বনাগেন্দ্রযক্ষার্চিতঃ।
ভবশতগুণকোটিসংবর্দ্ধিতস্তস্য লক্ষ্মী নিবর্ত্তেতি ঋদ্ধের্বলমা।"

যিনি রাজকুলে জন্মিয়াছেন, যিনি শাক্যরাজার আত্মজ, যাঁহার শরীরপ্রভা সূর্য্য-প্রভাব তুল্য, যাঁহার বর্ণ প্রফুল্লকমলের গর্ভবর্ণের সমান, যিনি সর্ব্বলোকের শ্রেষ্ঠ, তিনিই এই বনে ধ্যান করিতেছেন, তিনিই তোমাদের যোগবল প্রতিহত করিয়াছেন।

ঋষিগণ দৈববাণী শুনিয়া অধস্তল অবলোকন করিয়া দেখিলেন যে, শোভায় ও তেজে জাজ্বল্যমান এক নব বালক নিমীলিতনেত্রে উপবিষ্ট আছেন। দেখিয়া তাঁহারা মনে ভাবিলেন, ইনি কে? ধনাধিপতি কুবের? অথবা রুদ্র? কিংবা সহস্ররশ্মি সূর্য্য? অথবা ইনি নিষ্পাপ বুদ্ধ?

পুনর্ব্বার দৈববাণী হইল,—"যে শ্রী কুবেরে, যে শ্রী ইন্দ্রে, যে শ্রী ব্রহ্মায়, যে শ্রী গ্রহনক্ষত্রে, সেই শ্রী এই শাক্যতনয়ের কান্তি হইতে অপগত নহে।"

অনন্তর ঋষিরা ধরণীতলে অবতরণ করতঃ ধ্যানস্থ বুদ্ধদেবকে স্তুতি করিতে লাগিলেন। এক ঋষি বলিলেন,—

"লোকে ক্লেশাগ্নিসন্তপ্তে প্রাদুর্ভূতোহয়ং হ্রদঃ।
অয়ং তং প্রাপ্স্যতে ধর্ম্মং যজ্জগন্মোচয়িষ্যতি॥"

লোক সকল ক্লেশরূপ অগ্নিতে উত্তপ্ত হইয়াছে। তাহাদের জন্য এই সুশীতল হ্রদ প্রাদুর্ভূত হইয়াছে। যে ধর্ম্ম জগৎকে মুক্ত করিবে, ইনি সেই ধর্ম্ম পাইবেন।

অন্য ঋষি বলিলেন,—

"অজ্ঞানতিমিরে লোকে প্রাদুর্ভূতঃ প্রদীপকঃ।
অয়ং তং প্রাপ্স্যতে ধর্ম্মং যজ্জগন্মোচয়িষ্যতি ॥"

লোক সকল অজ্ঞান-অন্ধকারে পরিপূর্ণ হইয়াছে। যে অন্ধকার বিনাশের জন্য এই প্রদীপ আবির্ভূত। যে ধর্ম্মে জগতের মুক্তি হইবে, ইনি সেই ধর্ম্ম পাইবেন।

অপর ঋষি বলিলেন,—

"শোকসাগরকান্তারে যানশ্রেষ্ঠমুপস্থিতম্।
অয়ং তং প্রাপ্স্যতে ধর্ম্মং যজ্জগত্তারয়িষ্যতি ॥"

দুষ্পার শোকসমুদ্রের নৌকা আগত হইয়াছে। অথবা দুর্গম সংসার-গহনের যান আগত হইয়াছে। যে ধর্ম্ম জগৎকে উত্তীর্ণ করিবে, শোকসমুদ্রের পরপারে লইয়া যাইবে, ইনি সেই ধর্ম্ম পাইবেন।

অন্য ঋষি বলিলেন, —

"জরাব্যাধিকিলিষ্টানাং প্রাদুর্ভূতোভিষগ্বরঃ।
অয়ং তং প্রাপ্স্যতে ধর্ম্মং জাতিমৃত্যুপ্রমোচকম্ ॥"

জরাব্যাধিক্লিষ্টা সংসাররোগীদিগের জন্য বৈদ্যরাজ আবির্ভূত হইয়াছেন। যে ধর্ম্ম জরামৃত্যু হইতে বিমুক্ত করে, ইনি সেই ধর্ম্ম পাইবেন।

ঋষিগণ এইরূপ গাথাগান করিয়া প্রদক্ষিণপূর্ব্বক প্রণাম করিলেন; তৎপরে পুনর্ব্বার আকাশপথে গমন করিলেন।

এদিকে রাজা শুদ্ধোদন কুমারকে না দেখিয়া উদ্বিগ্ন হইয়াছেন। তিনি জানেন না যে, তাঁহার কুমার কৃষিগ্রামের জম্বূবনে গিয়া ধ্যান করিতেছেন। রাজা কেন, এ ঘটনা কেহই জানেন না। রাজা নিতান্ত উদ্বিগ্ন হইয়া অমাত্য-দিগকে আহ্বান করিলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন, কুমার কোথায়? অনন্তর অমাত্য ও অনুচর সকলেই কুমারের অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইল।

এক জন অমাত্য কৃষাণগ্রামের জম্বূবনে গিয়া দেখিল, কুমার নিবিড়শাখ জম্বূবৃক্ষের তলদেশে তৃণনির্ম্মিত আসনে উপবিষ্ট হইয়া গভীর ধ্যানে নিমগ্ন আছেন। আরও এক আশ্চর্য্য দেখিল।—মধ্যাহ্নকাল অতীত হইয়াছে, অপরাহ্নতাপ্রযুক্ত অন্যান্যবৃক্ষের ছায়া পরিবর্ত্তিত হইয়াছে; কিন্তু সেই জম্বুবৃক্ষের ছায়া কিঞ্চিন্মাত্রও পরিবর্ত্তিত হয় নাই। কুমারের শরীর শীতল করিয়া

রাখিয়াছে। এই অদ্ভুত ব্যাপার সন্দর্শনে অমাত্যের মনে প্রীতি ও বিস্ময় উভয়ই উৎপন্ন হইল। অমাত্য আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া সে সংবাদ তৎক্ষণাৎ রাজ-সকাশে বহন করিল।

রাজা শুদ্ধোদন অমাত্যমুখে ঐ অদ্ভুত বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া অবিলম্বে সেই জম্বুতলে গমন করিলেন। কুমার তখনও ধ্যানস্থ। রাজা দেখিলেন, যেন এক অনির্ব্বাচ্য তেজোরাশি রমণীয়তম মূর্ত্তিতে কোন এক অনির্ব্বাচ্য ভাব ধ্যান করিতেছেন। দেখিয়া রাজার চৈতন্য হইল, পুত্রভাব অপগত হইল। কে যেন তাঁহাকে অনুরোধ করিল,—আকর্ষণ করিল,—তাই তিনি পুত্রভাব ভুলিয়া গিয়া বুদ্ধভাবে বুদ্ধদেবকে প্রণাম করিলেন।

কুমার শাক্যসিংহ প্রাতঃকালাবধি অপরাহ্ণ পর্য্যন্ত ধ্যানস্থ থাকিয়া সৌগত জ্ঞানের দ্বারা শাক্যগণের ঋদ্ধি পরিদর্শনপূর্ব্বক প্রতিবুদ্ধ হইলেন। অর্থাৎ তাঁহার সমাধি ভঙ্গ হইল। সমাধিভঙ্গের পর, তৎস্থানে পিতা সমাগত হইয়াছেন দেখিয়া, প্রথমে তাঁহার চরণ স্পর্শ করিলেন, অনন্তর তাঁহার সহিত নিম্নলিখিত প্রকারে আলাপ করিতে লাগিলেন।

"পিতঃ! আপনি হিংসাময়ী কৃষি পরিত্যাগ করুন। এই কার্য্য নিতান্ত গর্হিত। ইহাতে পদে পদে হিংসা ঘটনা হয়। সুবর্ণে প্রয়োজন থাকিলে সুবর্ণ বৃষ্টি করিব, বস্ত্রের প্রয়োজন হইলে বস্ত্রবর্ষণ হইবে, অন্য যা কিছু চাহেন—সমস্তই পাইবেন—আপনি এই হিংসারূপা কৃষি পরিত্যাগ করুন। সর্ব্বজগতের সুখোদ্দেশে উদ্যুক্ত হউন।"

কুমার শাক্যসিংহ পিতার কৃষিগ্রাম দেখিতে গিয়া দুঃখিত হইয়াছিলেন। তাঁহার চিত্ত পরদুঃখে বিচলিত হইয়াছিল। তাই তিনি ধ্যানস্থ হইয়া, সমাহিত হইয়া, চিত্তচাঞ্চল্যের অবরোধ, দুঃখের বিঘাত, শাক্যকুলের ভবিষ্য ঋদ্ধি, সম্যক্ জ্ঞানের লাভোপায়, জগতের দুঃখবিনাশ,—এই সকল বিষয়ের অনুসন্ধান করিতে-ছিলেন। পিতা আগমন করিলে, তাঁহার ধ্যান ভঙ্গ হইল। তিনি যে আপনার বোধিত্বলাভের জন্য ও জগতের হিতের জন্য চিত্তৈকতানতা উত্থাপন করিয়া-ছিলেন, ধ্যানভঙ্গ হইলেও তাহার বেগ তখন পর্য্যন্তও ছিল। তাই তিনি পিতাকে ও সমাগত শাক্যদিগকে দুঃখান্তকর উপদেশ সকল দিয়াছিলেন। উপদেশ দেওয়া শেষ হইলে, তিনি স্বজনসমূহে পরিবৃত হইয়া প্রফুল্লমনে কপিল-বস্তু নগরে পুনঃপ্রবেশ করিয়াছিলেন।

## শাক্যসিংহের বিবাহ।

শাক্যগণ যে দিবস শাক্যসিংহকে কৃষিগ্রামের জম্বুবৃক্ষমূলে সমস্ত দিবা ধ্যানসুখে অতিবাহিত করিতে দেখিয়াছিল—সেই দিন হইতেই তাহাদের মনে কুমারের গার্হস্থ্য সম্বন্ধে বিশেষ অভিশঙ্কা জন্মিয়াছিল। তদবধি তাহারা সর্ব্বদাই ভাবিত, মৌহূর্ত্তিকগণের গণনার প্রথম পক্ষ * সত্য হইলে, নিশ্চিত এই রাজবংশ উচ্ছেদ প্রাপ্ত হইবে।

রাজা শুদ্ধোদন একদা প্রধান প্রধান শাক্যের সহিত সভামধ্যে উপবিষ্ট আছেন, এমন সময়ে তাঁহার অমাত্যগণ তাঁহাকে বলিতে লাগিল :—

"মহারাজ! কুমার ভূমিষ্ঠ হইলে মৌহূর্ত্তিকগণ যাহা বলিয়াছিল, তাহা আপনার স্মরণ থাকিতে পারে। কুমারের অঙ্গ-লক্ষণ পরীক্ষা করিয়া তাঁহারা বলিয়াছিলেন।—

''যদি কুমারোঽভিনিষ্ক্রমিষ্যতি তথাগতো ভবিষ্যতি অর্হন্ সম্যক্ সম্বুদ্ধঃ উত নাভিনিষ্ক্রমিষ্যতি রাজা ভবিষ্যতি চক্রবর্ত্তী সপ্তরত্নসমন্বাগতঃ।''

এই কুমার যদি গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হন, গৃহত্যাগ করেন, তাহা হইলে ইনি তথাগত অর্থাৎ বুদ্ধ হইবেন। আর যদি গৃহে থাকেন, তাহা হইলে ইনি ধার্ম্মিকপ্রবর চক্রবর্ত্তী রাজা হইবেন এবং সপ্তরত্ন † প্রাপ্ত হইবেন। অতএব হে মহারাজ! আমাদের বিবেচনায় কুমারকে শীঘ্র শীঘ্র গৃহনিবিষ্ট অর্থাৎ বিবাহিত করা উচিত। স্ত্রীগণবেষ্টিত থাকিলে কুমার রতি বা সুখ অনুভব করিবেন, তাহা হইলে আর নিষ্ক্রান্ত হইতে পারিবেন না। এই কার্য্য শীঘ্র নির্ব্বাহ করা উচিত। করিলে অবশ্যই এই চক্রবর্ত্তী বংশ অনুচ্ছেদ-দশা প্রাপ্ত হইবে, আমরাও অন্যান্য রাজগণের নিকট সম্মানিত থাকিব।"

রাজা বলিলেন, "তবে আপনারা কুমারের উপযুক্তা কন্যা অনুসন্ধান করুন।"

বলিবা মাত্র শত শত শাক্য, হর্ষে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল এবং "আমার কন্যা কুমারের অনুরূপা,—আমার কন্যা কুমারের অনুরূপা।" এই বলিয়া উচ্চরব করিতে লাগিল।

রাজা শুদ্ধোদন কিছুক্ষণ মৌনী থাকিয়া অবশেষে বলিলেন, "বড়ই দুষ্কর!—

---

* শাক্যসিংহ ভূমিষ্ঠ হইলে গণকগণ গণনা করিয়া বলিয়াছিল, এই কুমার যদি অভিনিষ্ক্রম করেন, অর্থাৎ গৃহত্যাগ করিয়া যান, তাহা হইলে ইনি বুদ্ধ হইবেন। আর যদি গৃহে থাকেন, তাহা হইলে চক্রবর্ত্তী রাজা হইবেন।

† অশ্বরত্ন, ছত্ররত্ন, অমাত্যরত্ন, প্রভৃতি।

কুমার নিতান্ত দুরাসদ!—আপনারা যান,—কুমারকে গিয়া বলুন,—তুমি কোন্ কন্যার পাণিগ্রহণ করিবে।”

অনন্তর শাক্যগণ কুমারের নিকট গমন করিল। রাজার প্রস্তাব বিজ্ঞাপিত করিয়া বলিল “কুমার! আপনি কোন্ কন্যার পাণিগ্রহণ করিতে ইচ্ছুক, তাহা বলুন।”

কুমার প্রত্যুত্তর করিলেন, “সপ্তাহ পরে প্রত্যুত্তর দিব।” শুনিয়া অমাত্যগণ যথাগত স্থানে গমন করিল।

অমাত্যগণ গমন করিলে, কুমার মনে মনে বিচার করিতে লাগিলেন।—কামের অনন্ত দোষ, তাহা আমি জানি কামই সকল দুঃখের, সকল শোকের মূল, ইহা আমি বিদিত আছি। কাম ভয়ঙ্কর খড়্গধারার তুল্য, প্রজ্বলিত অগ্নিসম, ইহাও আমি জ্ঞাত আছি। আমার কামভোগে ইচ্ছা নাই, তাহাতে অনুরাগও নাই। যে আমি প্রতিদিন বৃক্ষমূলে সমাধিসুখে শান্তচিত্তে বাস করিব, সেই আমি কিপ্রকারে স্ত্রীগৃহে থাকিব? যে আমি মৌনত্রয়* অবলম্বন করতঃ বিজন বনে শোভা পাইব, সেই আমি কি স্ত্রীসংবৃত্ত হইয়া গৃহমধ্যে শোভা পাইতে পারি? পুনর্ব্বার অন্যদিক্ ভাবিয়া দেখিলেন। ভাবিলেন, না,—বিকারের মধ্যে থাকিয়া নির্ব্বিকার শিক্ষা দেওয়াই কর্ত্তব্য,—সত্ত্বপরিপাক প্রদর্শন করাই উচিত,—পরিবারদিগকেও বিনয় শিখান উচিত। পদ্ম কর্দ্দমেই বৃদ্ধি পায়, জলমধ্যেই শোভা পায়। অতএব, বোধিসত্ত্ব যদি পরিবার লাভ করেন, তথাপি তিনি শত শত প্রাণীকে মুক্ত করিতে পারেন। পূর্ব্ব পূর্ব্ব বোধিসত্ত্বেরাও ভার্য্যা-পুত্র ও গৃহধর্ম্ম দেখাইয়া গিয়াছেন, অথচ তাঁহারা অনুরাগী ছিলেন না,—বিষয়ব্যাসক্ত ছিলেন না,—ধ্যানভ্রষ্টও হন নাই,—সুখচ্যুতও হন নাই। কি খেদ! যাহাই হউক, আমিও পূর্ব্ব বুদ্ধের দৃষ্টান্তে লোক শিক্ষা দিব, তাঁহাদেরই গুণ প্রচার করিব!

এইরূপ স্থির করিয়া তিনি একটী গাথা গান করিলেন। † সপ্তদিবস আগত হইলে তিনি অন্য একটী গাথা পত্রারূঢ় করিয়া পিতৃসমীপে প্রেরণ করিলেন। গাথাটী এই;—

---

* বাক্যমৌন, ইন্দ্রিয়মৌন ও চিত্তমৌন অর্থাৎ কথা না বলা, সুখেন্দ্রিয় পরিচালন না করা এবং চিত্তবৃত্তিনিরোধ করা।

† গাথাটী ললিতবিস্তর গ্রন্থে আছে। ইচ্ছা হয়-ত ঘ-চিহ্নিত পরিশিষ্ঠ দেখুন। প্রবন্ধ কর্কশ হইবে ভাবিয়া গাথাটী অন্য স্থানে দিলাম।

"ন চ প্রাকৃতা মম বধুরনরূপ যা স্যাৎ
যস্যা ন ঈর্ষ্যাদিগুণাঃ সদ সত্যবাক্যা।
যা মহ্য চিত্তমভিধারয়তেহ প্রমত্তা
রূপেণ জন্মকুলগোত্রতয়া সুমুদ্ধা। ১
যা গাথলেখলিখিতে গুণ অর্থ যুক্তা,
যা কস্য ঈদৃশ ভবেন্মম তাং বরেথাঃ।
ন মমার্থ প্রাকৃত জনেন অসংস্কৃতেন,
যস্যা গুণা কথমমী মম তাং বরেথাঃ ॥২
যা রূপযৌবনবরা ন চ রূপমত্তা,
মাতা স্বসা বৈ যথ বর্ত্ততি মৈত্রচিত্তা।
ত্যাগে রতা শ্রমণব্রাহ্মণদানশীলা,
তাং তাদৃশীং মম বধূং বরয়স্ব তাত! ॥৩
যস্যাবমানুরখিলা ন চ দোষমস্তি,
ন চ শাঠ্য ঈর্ষ্য ন চ মায় ন চ ব্রহ্মভ্রষ্টা।
স্বপ্নান্তরেঽপি পুরুষে ন পরেভি রক্তা,
তুষ্টা স্বকেন পতিনা সদ সংযত অপ্রমত্তা ॥৪
ন চ গর্ব্বিতা ন অপি উদ্ধত ন প্রগল্‌ভা,
নির্মানমানবিগতাপি ন চ চেটীভূতা।
ন চ পানগৃদ্ধ ন রসেষু ন শব্দগন্ধে,
নির্লোভ ভিক্ষ বিগতা স্বধনেন তুষ্টা। ॥ ৫
সত্যে স্থিতা ন পিচ চঞ্চল নৈব ভ্রান্তা,
ন চ উদ্ধতা ন চ স্থিতা হিরিবস্ত্রছন্না।
ন চ দৃষ্টিমঙ্গলরতা সদ ধর্ম্মযুক্তা।
কায়েন বাচ মনসা সদ শুদ্ধভাবা। ৬
ন চ স্ত্যানমিদ্ধবহুলা ন চ মানমূঢ়া,
মীমাংসযুক্ত সুকৃতা সদ ধর্ম্মচারী।
শ্বশ্রৌ চ তস্য শ্বশুরে যথ শাস্ত্র প্রেমা,
দাসী কলত্র জনি যাদৃশমাত্মপ্রেম ॥৭
শাস্ত্রে বিধিজ্ঞ কুশলা গণিকা যথৈব,
পশ্চাৎ স্বপেৎ প্রথমমুত্থিততে চ শয্যাৎ।
মৈত্রানুবর্ত্তি অকুহাপি চ মাতৃভূতা,
এতাদৃশীপি নৃপতে! বধুকাং বৃণীষ ॥৮

* * * * *

ব্রাহ্মণীং ক্ষত্রিয়াং কন্যাং বৈশ্যাং শূদ্রীং তথৈবচ
যস্যা এতে গুণাঃ সন্তি তাং মে কন্যাং প্রবেদয়" ॥৯

যিনি প্রাকৃতা রমণী নহেন, যাঁহার ঈর্ষাদি মন্দগুণ নাই, যিনি সর্ব্বকালে সত্যবাদিনী, যিনি সদা সাবধান থাকিয়া আমার প্রতি চিত্তধারণ করিবেন, যাঁহার রূপ, কুল, গোত্র ও জন্ম, সমস্তই বিশুদ্ধ, সেই রমণী আমার অনুরূপা বধূ। ১

যে কন্যা গাথা লিপির অর্থ ও গুণ জ্ঞাত আছে, সেই কন্যা আমার পত্নী হইবার যোগ্যা, এবং আমার নিমিত্ত সেই কন্যাকে বরণ করুন। যে কন্যা আমার অনুরূপা হইবে, সেই কন্যার গুণ কহিতেছি। সেই সকল গুণ যাহাতে থাকিবে, তাহাকেই আমার নিমিত্ত প্রার্থনা করুন, অসংস্কৃত ও প্রাকৃত ( অশুদ্ধ ) মনুষ্যে আমার প্রয়োজন নাই। ২

যে, রূপে ও যৌবনে উত্তমা অথচ রূপমত্তা বা যৌবনমত্তা নহে, যে মাতার ন্যায় অথবা ভগিনীর ন্যায় মৈত্রচিত্তা অর্থাৎ সর্ব্বদা কল্যাণপ্রার্থিনী, যে ত্যাগশীলা, যে শ্রমণ ও ব্রাহ্মণদিগকে* দান করিতে ভালবাসে, হে পিতঃ! তাদৃশী কন্যাই আমারবধূ হইবার যোগ্যা, তাহাকেই বরণ বা গ্রহণ করুন। ৩

সমস্ত দোষ যাহার নিকট তিরস্কৃত এবং যাহার কোন দোষ নাই, শঠতা, ঈর্ষা, মায়া, এ সকল কিছুই নাই, যে স্বপ্নেও পর-পুরুষে আসক্ত হয় না, এবং স্বীয় পতিতে সদা সন্তুষ্টা থাকে, এবং সদা সাবধান ও সংযতচিত্ত থাকে। ৪

যে গর্ব্বিতা নহে, উদ্ধতা নহে, প্রগল্‌ভা নহে; মানিনী নহে, অথচ চেটীর ন্যায়ও নহে, পানাভিলাষিণী নহে, রস, গন্ধ ও শব্দ, এ সকল অভিলাষিণী নহে, নির্লোভ, প্রার্থিনী নহে, আপন ধনে সুসন্তুষ্টা থাকে। ৫—

সত্যনিষ্ঠা অচঞ্চলা, অভ্রান্তা, অনুদ্ধতা, লজ্জাবতী, মঙ্গলদর্শনে অভিরতা, সর্ব্বদা ধর্ম্মপরায়ণা, সদাসর্ব্বদা কায়মনোবাক্যে শুদ্ধভাবা। ৬—

ধর্ম্মে ও ধ্যানে আলস্যশূন্যা, ঋদ্ধিযুক্তা, মানমূঢ়া নহে, সর্ব্বদা মীমাংসাযুক্তা অর্থাৎ বিচারদর্শিনী, ধর্ম্মচারিণী, শ্বশ্রূর প্রতি ও শ্বশুরের প্রতি যথাশাস্ত্র প্রণয়বতী, দাস দাসীর প্রতি ও অন্যান্য জনগণের প্রতি আত্মসমদর্শিনী। ৭

---

* শ্রমণ সন্ন্যাসী। বুদ্ধদেব ব্রাহ্মণদ্বেষী ছিলেন, এইরূপ কুসংস্কার অনেকের মনে আছে। কতকগুলি অজ্ঞলোক ইহার মূল। কোনও বৌদ্ধ গ্রন্থে বুদ্ধকে ব্রাহ্মণনিন্দা করিতে দেখা যায় না, বরং ভক্তি করিতেই দেখা যায়। উপরোক্ত বুদ্ধ বাক্যটী তাহার অন্যতম নিদর্শন। ৪ শ্লোকে "ন চ ব্রহ্মভ্রষ্টা" কথা আছে, তদনুসারে ইহাঁকে বেদজ্ঞানপ্রিয় বলিতেও পারা যায়।

শাস্ত্রে ও শাস্ত্রোক্ত কার্য্যে কুশলা, পশ্চাৎ শয়ন ও অগ্রে উত্থান করে, সর্ব্বভূতে মৈত্রী স্থাপন করে, কুহক জানে না, মাতার ন্যায় কল্যাণবতী হয়, হে মহারাজ! আপনি ঈদৃশী বধূ আমার নিমিত্ত প্রার্থনা করুন। ৮

ব্রাহ্মণকন্যা, ক্ষত্রিয়কন্যা, বৈশ্যকন্যা, অথবা শূদ্রকন্যা, যাহাতে ঐ সকল গুণ থাকিবেক, সেই কন্যার সহিত আমার বিবাহবন্ধ নির্ব্বাহ করুন। ৯

গাথা লিপি পাঠ করিয়া সভাস্থ শাক্যগণ প্রমুদিত হইল। রাজা শুদ্ধোদন পুরোহিতের হস্তে গাথালিপি অর্পণ করিয়া বলিলেন, কপিলবস্তু মহানগরে ঈদৃশী গুণবতী আছে কি না অনুসন্ধান করিয়া দেখুন।

ন কুলেন ন গোত্রেণ কুমারো মম বিস্মিতঃ।
গুণে সত্যে চ ধর্ম্মে চ তত্রাস্য রমতে মনঃ॥

আমার কুমার কুল গোত্র প্রভৃতিতে বিস্মিত নহে। যাহাতে গুণ, সত্য ও ধর্ম্ম আছে, তাহাতেই কুমারের মন রত।

পুরোহিত গাথালিপি লইয়া কপিলবস্তু নগরের গৃহে গৃহে ভ্রমণ করিলেন; কিন্তু কুমারের অনুরূপা কন্যা দেখিলেন না। অনন্তর সর্ব্বশেষে দণ্ডপাণি-শাক্যের গৃহে গিয়া দেখিলেন, দণ্ডপাণি-শাক্যের গোপা নাম্নী এক কন্যা আছে, সেই কন্যাটীই যথোক্ত-রূপগুণসম্পন্না। পুরোহিত উপবিষ্ট হইলে, গোপা তাঁহার সমীপগামিনী হইল। চরণবন্দনপূর্ব্বক বলিল, মহাব্রাহ্মণ! কি কার্য্যে আপনার আগমন হইয়াছে? পুরোহিত বলিলেন, শুদ্ধোদনের পুত্র পরমরূপবান্, তেজ ও গুণযুক্ত; তাঁহাতে দ্বাত্রিংশৎ মহাপুরুষ-লক্ষণ বিদ্যমান আছে। তিনি গাথা লিখিয়া দিয়াছেন, এবং বলিয়াছেন, যাহাতে এই সকল গুণ থাকিবে, সেই কন্যা আমার পত্নী হইবে।

পুরোহিত এই কথা বলিয়া গাথালিপি গোপার হস্তে ন্যস্ত করিলেন। গাথালিপি পাঠ করিয়া গোপা ঈষৎ হাস্য করতঃ গাথাভাষায় প্রত্যুত্তর করিলেন,—

"মহেতি ব্রাহ্মণ গুণা অনুরূপ সর্ব্বে
সোমে পতির্ভবতু সৌম্যসুরূপরূপঃ।
ভণ হি কুমার যদি কার্য্যে মা বিলম্বং
মা হীন প্রাকৃত জনেন ভবেয় বাসঃ॥"

হে ব্রাহ্মণ! আমাতে সমস্ত অনুরূপ গুণ আছে। সেই সুশোভন সৌম্যমূর্ত্তি কুমার আমার পতি হউন। আপনি কুমারকে গিয়া বলুন, যদি তিনি

আমাকে পত্নীত্বে গ্রহণ করেন, তবে যেন বিলম্ব না করেন এবং আমার যেন হীন-জনের সঙ্গে বসতি করিতে না হয়।

অনন্তর পুরোহিত রাজার নিকট গমন করিলেন এবং সমুদয় বৃত্তান্ত বিজ্ঞাপিত করিলেন।

রাজা তখন মনে মনে বিচার করিলেন, কুমার নিতান্ত দুরাসদ! কি জানি, পাছে কোন অন্যথা ঘটনা হয়! অতএব এমন কার্য্য করা উচিত—যাহাতে আর অন্যথা হইবার সম্ভাবনা নাই। বহু কন্যা সম্মিলিত হউক, তন্মধ্যে যৎপ্রতি কুমারের চক্ষু নিবিষ্ট হইবে, তাহাকেই আমি বধূত্বে গ্রহণ করিব। এরূপ করিলে অবশ্যই সকলদিক্ রক্ষিত হইবে।

অনন্তর তিনি নগরে ঘণ্টা ঘোষণা করিয়া দিলেন। এইরূপে ঘোষিত হইল, সপ্তম দিবসে কুমার সিদ্ধার্থ কন্যাদিগকে পুরস্কার প্রদান করিবেন, সেই দিবস নগরের সকল কন্যাকেই পুরস্কার গৃহে যাইতে হইবে।

সপ্তম দিবস আগত হইলে ভগবান্ বোধিসত্ত্ব পুরস্কারগৃহে গমনপূর্ব্বক ভদ্রাসনোপরি উপবিষ্ট হইলেন। অনন্তর নগরের কুমারিকাগণ একে একে বোধিসত্ত্বকে দেখিতেও পুরস্কার লইতে প্রবেশ করিতে লাগিলেন। পুরস্কারগৃহে যত কন্যা প্রবেশ করিল—কেহই কুমারের তেজ ও শ্রী সহ্য করিতে পারিল না। সকলেই পুরস্কার লইয়া তন্মুহূর্ত্তেই প্রত্যাবর্ত্তন করিল; কেহই তাঁহার সমক্ষে দাঁড়াইতে পারিল না।

অনন্তর দণ্ডপাণি-তনয়া গোপা দাসীগণপরিবৃতা হইয়া পুরস্কার সভায় প্রবেশ পূর্ব্বক অতি বিনীতভাবে বোধিসত্ত্বের সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইলেন এবং অনিমেষ নয়নে বোধিসত্ত্বের তেজঃশ্রী দেখিতে লাগিলেন। বোধিসত্ত্বও তাঁহার গুণ ও শ্রী অনুভব করিতে লাগিলেন। পুরস্কার্য্য দ্রব্য তখন নিঃশেষিত হইয়া গিয়াছিল, কিছুই ছিল না, তৎকারণে মনে মনে বিচার করিতেছিলেন; ইহাকে কি পুরস্কার দেওয়া উচিত। এদিকে গোপা পুরস্কার লাভে বিলম্ব দেখিয়া হাস্যপ্রভা বিস্তার করতঃ কুমারের নিকটগামিনী হইয়া বলিলেন, কুমার! কি অপরাধ করিয়াছি? আপনি আমাকে ঘৃণা করিতেছেন কেন?

কুমার বলিলেন, আমি তোমাকে ঘৃণা করিতেছি না। তুমি বিলম্বে আসিয়াছ, তাই মনে মনে বিচার করিতেছি, তোমাকে কি দিয়া পরিতুষ্ট করিব। এই বলিয়া তিনি নিজ বহুমূল্য অঙ্গুরীয় উন্মোচনপূর্ব্বক গোপার হস্তে অর্পণ করিলেন।

গোপা প্রসন্নবদনে গ্রহণ করিলেন এবং বলিলেন, ইহাই আমি আপনার নিকট আশা করিতেছিলাম। গোপা ঐ কথা বলিয়া স্বীয় অঙ্গুরীয় উন্মোচন পূর্ব্বক বলিলেন, কুমার! আপনিও আমার এই অঙ্গুরীয় গ্রহণ করুন। আমি আপনাকে নিরলঙ্কার দেখিতে ইচ্ছুক নহি।

অনন্তর এই বৃত্তান্ত রাজার নিকট নিবেদিত হইলে, রাজা শুদ্ধোদন পুরোহিত ব্রাহ্মণের দ্বারা দণ্ডপাণিকে বলিয়া পাঠাইলেন, আপনার কন্যা আমার তনয়কে প্রদান করুন। দণ্ডপাণি-শাক্য রাজার সে প্রস্তাবে সম্মত হইলেন না। তিনিও বলিয়া পাঠাইলেন, আমরা শিল্পজ্ঞ ব্যতীত অন্যপাত্রে কন্যা সমর্পণ করি না, ইহা আমাদের কুলধর্ম্ম। আপনার পুত্র সুখে পরিবর্দ্ধিত; কোনও প্রকার শিল্প জানেন না, যুদ্ধাদি জানেন না, এ নিমিত্ত আমি কুমারকে কন্যাপ্রদান করিব না।”

পুরোহিত এই বার্ত্তা রাজসকাশে নিবেদন করিলে, রাজা শুদ্ধোদন বিমনা ও দুঃখিত হইলেন। এদিকে কুমার তদ্বৃত্তান্ত শ্রুত হইয়া রাজসকাশে গমন করিলেন। কৃতাঞ্জলিপুটে নিবেদন :করিলেন, “মহারাজ! কি জন্য আপনি বিমনা ও দুঃখিত হইয়াছেন?” রাজা প্রত্যুত্তর করিলেন, “তাহা তোমার শুনিতে নাই।” কুমার পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিলেন, রাজাও পুনর্ব্বার বলিলেন “না, তাহা তুমি শুনিও না।” অনন্তর পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসিত হইতে লাগিলে, রাজা আর ব্যক্ত না করিয়া থাকিতে পারিলেন না।

কুমার বোধিসত্ব পিতাকে দণ্ডপাণি-শাক্যের প্রস্তাবে দুঃখিত দেখিয়া হাস্য-সহকারে বলিলেন, “মহারাজ! এ নগরে আমার সমান শিল্পজ্ঞ কে আছে? আপনি দুঃখিত হইবেন না। আমি সমস্ত শিল্পই জ্ঞাত আছি।” শুনিয়া রাজার মুখকমল বিকসিত হইল। তিনি বলিলেন, পুত্র! তুমি শিল্প দেখাইতে পারিবে? কুমার বলিলেন, পারিব, আপনি শিল্পীদিগকে আহ্বান করুন।

অনন্তর রাজা শুদ্ধোদন কপিলবস্তু মহানগরে ঘণ্টা ঘোষণা করিয়া দিলেন। ঘোষিত হইল, সপ্তম দিবসে কুমার আপনার শিল্পপ্রদর্শন করিবেন, শিল্পিমাত্রেই যেন ঐ দিবস শিল্পপ্রদর্শন গৃহে সম্মিলিত হন।

সপ্তম দিবস আগত হইলে শিল্পবাটিকা সজ্জিত হইল। ক্রমে পঞ্চশত শাক্যকুমার শিল্পপ্রদর্শনার্থ সমাগত হইল। একদিকে শিল্পিগণ, অন্যদিকে দর্শকগণ, মধ্যে জয়পতাকা। একজন বৃদ্ধ শাক্য উঠিয়া মহাসভামধ্যে উচ্চৈঃস্বরে

নিম্নলিখিত বাক্য শুনাইল।—"যে কুমার আজ্ এই সভায় অসি, ধনুর্ব্বাণ, যুদ্ধ ও অন্যান্য কর্ম্মশিল্প দেখাইয়া জয়লাভ করিতে পারিবে, দণ্ডপাণিশাক্য, স্বীয় গোপা নাম্নী কন্যাকে সেই কুমারের সহধর্ম্মিণী করিবেন।

অনন্তর কুমারগণ আপন আপন বল, বীর্য্য ও শিক্ষা প্রভৃতি দেখাইতে প্রবৃত্ত হইল। প্রথমে দেবদত্ত, পরে সুন্দরনন্দন, তৎপরে কুমার বোধিসত্ত্ব শিল্পপ্রদর্শন গৃহে প্রবিষ্ট হইলেন। দেবদত্ত আগমন কালে নগরদ্বারাবস্থিত এক মত্ত হস্তীকে চপেট প্রহারে বধ করিয়াছিলেন।* তৎপরে সুন্দরনন্দ তাহাকে দ্বারদেশ হইতে স্থানান্তরিত করিয়াছিলেন। অনন্তর বোধিসত্ত্ব তাহাকে পদাঙ্গুলির দ্বারা নগরবহির্ভাগে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। এইরূপে কুমার বোধিসত্ত্ব সর্ব্বপ্রথমে বল-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া যশোভাজন হইয়াছিলেন।

সভাপ্রবেশের পর সর্ব্বপ্রথমে লিপিশিল্পের ও লিপিজ্ঞানের আলোচনা হইল। কুমার বোধিসত্ত্ব তাহাতেও শ্রেষ্ঠ হইলেন। শাক্য কুমারগণের গুরু বিশ্বামিত্র মধ্যস্থ ছিলেন, তিনি উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন, মনুষ্যলোকে ও অন্যান্যলোকে যে কোন লিপি আছে,—কুমার বোধিসত্ত্ব সে সমস্তই বিদিত আছেন। কুমার বোধিসত্ত্ব যাহা বিদিত আছেন—আমরা তাহার নামও জানি না।

কুমার লিপিজ্ঞানে জয়লাভ্ করিলে সংখ্যাশিল্পের আলোচনা আরম্ভ হইল। ইহাতেও তিনি জয়লাভ করিলেন। অর্জ্জুন-নামক গণক সংখ্যাজ্ঞান বিচারের সাক্ষী ছিলেন, তিনি গাথা ভাষা অবলম্বন পূর্ব্বক উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া উঠিলেন, এই জ্ঞানসাগর কুমার গণনাপথে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।

অনন্তর যুদ্ধশিল্পের প্রস্তাব হইল। নন্দ, আনন্দ, সুন্দরনন্দ ও দেবদত্ত প্রভৃতি শাক্য কুমারগণ একে একে কুমার বোধিসত্ত্বের সহিত যুদ্ধ করিলেন, পরন্তু সকলেই পরাজিত হইলেন। সকলে একত্রিত হইয়া যুদ্ধ করিলেন, তাহাতেও তাঁহারা জয় লাভ করিতে পারিলেন না। পরে বাণক্ষেপ পরীক্ষা আরব্ধ হইল। কুমার বোধিসত্ত্ব তাহাতেও জয়লাভ করিলেন। পরে ধনুঃ-পরীক্ষা আরম্ভ হইল। শত শত কঠোর ধনু আনীত হইল, কুমার বোধিসত্ত্ব সে সমস্তই করায়ত্ত করতঃ গুণযুক্ত করিয়া দিলেন। এই কার্য্য অন্য কেহ পারে নাই। এই অবসরে কুমার উচ্চৈঃস্বরে সভাস্থ জনগণকে জিজ্ঞাসা করি-

* এই হস্তী যে স্থানে পতিত হইয়াছিল, সেই স্থানে গর্ত্ত হইয়াছিল। অদ্যাপি তাহা হস্তি গর্ত্ত নামে বিখ্যাত আছে।

লেন, "এই নগরে এমন কোন ধনু আছে—যাহা আমার বল সহ্য করিতে পারে?" শুনিয়া রাজা প্রত্যুত্তর করিলেন, "পুত্র! তোমার পিতামহ সিংহহনু; তাঁহার এক ধনু আছে, শাক্যগণ পুষ্প চন্দন দিয়া তাহার পূজা করিয়া থাকেন। সেই ধনুতে অদ্যাবধি কেহ গুণযোজনা করিতে পারেন নাই। গুণযোজনা দূরে থাকুক, তুলিতেও সমর্থ নহেন। অনন্তর সেই ধনু সভামধ্যে আনীত হইল। কুমারগণ একে একে চেষ্টা করিলেন, জ্যা-যোজনা দূরে থাকুক, কেহই তাহা তুলিতেও শক্ত হইলেন না। কিন্তু কুমার বোধিসত্ত্ব তাহা অবলীলা-ক্রমে উঠাইলেন, গুণযোজনা করিলেন, তাহাতে বাণযোজনাও করিলেন। অনন্তর আকর্ণ-অকর্ষণপূর্ব্বক দশ ক্রোশ দূরে সেই বাণ পরিত্যাগ করিলেন।*

এবং লঙ্কিতে, প্রাকৃচলিতে, লিপি-মুদ্রা-গণনা-সংখ্যা-সালম্ভ-ধনুর্ব্বেদে, জবিতে, প্লবিতে, তরণে, ইষস্ত্রে, হস্তিগ্রীবায়াং, অশ্বপৃষ্টে, রথে, ধনুষ্কলাপে, স্থৈর্য্যে, স্থাম্নি সুশৌর্য্যে, বাহুব্যায়ামে, অঙ্কুশগ্রহে, পাশগ্রহে, উদ্যাননির্যাণে, অবযানে, মুষ্টিবন্ধনে, শিক্ষাবন্ধে, ছেদ্যে, ভেদ্যে, তরণে, স্ফালনে, অক্ষুণ্ণবেধিত্বে, দৃঢ়প্রহারিত্বে, অক্ষ ক্রীড়ায়াং, কাব্য-ব্যাকরণে, গ্রন্থরচিতে, রূপে, রূপকর্ম্মণি, অধীতে, অগ্নিকর্ম্মণি বীণায়াং, বাদ্যনৃত্যে, গীতজবিতে, আখ্যাতে, হাস্যে, লাস্যে, নাট্যে, বিড়ম্বিতে, মাল্যগ্রন্থনে, সংবাহিতে, মণিরাগে, বস্ত্ররাগে, অযোকৃতে, স্বপ্নাধ্যায়ে, শকুনিরুতে, স্ত্রীলক্ষণে, পুরুষ-লক্ষণে, অশ্বলক্ষণে, হস্তিলক্ষণে, গোলক্ষণে, অজলক্ষণে, মিশ্রিতলক্ষণে, কৈটভেশ্বরলক্ষণে, নিঘণ্টৌ, নিগমে, পুরাণে, ইতিহাসে, বেদে, ব্যাকরণে, নিরুক্তে, শিক্ষায়াং, ছন্দসি, যজ্ঞকল্পে, জ্যোতিষি, সাংখ্যে, যোগে, ক্রিয়াকল্পে, বৈশেষিকে, অর্থবিদ্যায়াং, বার্হস্পত্যে, আশ্চর্য্যে, আসুরে, মৃগচেষ্টিতে, হেতুবিদ্যায়াং, জতুযন্ত্রে মধুচ্ছিষ্টকৃতে, সূচীকর্ম্মণি, বিদলকর্ম্মণি, পত্রচ্ছেদ্যে, গন্ধযুক্তৌ,—ইত্যেবমাদ্যাসু সর্ব্বকর্ম্মকলাসুলৌকিকবৈদিকেষু দিব্যমানুষ্যকাতিক্রান্তাসু সর্ব্বত্র বোধিসত্ত্ব এব বিশিষ্যতে। †

ভগবান্ বোধিসত্ত্ব এবংক্রমে সর্ব্বপ্রকার কর্ম্মকলায় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া পরি-গণিত হইলেন। শাক্যগণ তাঁহাকে সাহ্লাদে ও সোৎসাহে সম্মানিত করিলেন। গোপার মন ও নয়ন কুমারের প্রতি একান্ত অনুরক্ত হইল। তদীয় পিতা দণ্ডপাণি তখন হৃষ্ট হইয়া কুমার সিদ্ধার্থকে কন্যাসম্প্রদান করিলেন। মহাসমা-রোহে কুমারের বিবাহকার্য্য সমাপ্ত হইল। কিরূপ প্রথা বা কিম্বিধ বিধান

---

* বৌদ্ধশাস্ত্রে লেখা আছে, এই বাণ যে স্থানে পতিত হইয়াছিল, সেই স্থানে একটী মহান্ গর্ত্ত হইয়াছিল। সেই গর্ত্ত এক্ষণে 'শরকূপ' নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে।

† অতি প্রাচীন কালে অর্থাৎ বুদ্ধদেবের সময়ে কি কি শাস্ত্র ও কর্ম্মশিল্প বিদ্যমান ছিল, তাহা এই শিল্পতালিকার দ্বারা জানা যায়। পাঠকগণ বিবেচনা করিয়া দেখুন, পূর্ব্বে এ দেশ কি পরিমাণ ও কিরূপ উন্নত ছিল।

অবলম্বন করিয়া কুমারের বিবাহ হইল, তাহা কোনও গ্রন্থে সবিশেষ লিখিত হয় নাই। ইহাতে অনুমান হয়, তদানীন্তন কালের ক্ষাত্রবিধান অনুসারেই কুমারের বিবাহ কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছিল।

ললিতবিস্তর গ্রন্থে লিখিত আছে, কুমার শাক্যসিংহের সহস্র স্ত্রী ছিল। তন্মধ্যে গোপাই শাক্যসিংহের প্রধানা মহিষী ছিলেন। শাক্যসিংহের অনেক ভার্য্যা ছিল, এ কথা সাধারণ লোকের অজ্ঞাত আছে।

---

## চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

শাক্যসিংহের প্রতি পূর্ব্ব বুদ্ধগণের অথবা দেবগণের সঞ্চোদনা—শুদ্ধোদনের স্বপ্নদর্শন—শাক্যসিংহের উদ্যানযাত্রা ও বৈরাগ্যকারণ।

মহাত্মা শাক্যসিংহ দারপরিগ্রহপূর্ব্বক কিয়ৎকাল পরমসুখে অন্তঃপুরবাস করিলেন। বাল্যকাল হইতেই তাঁহার মনে বৈরাগ্য-বীজ অঙ্কুরিত হইয়া আসিতেছিল, ক্রমে তাহা এখন পরিপুষ্ট হইল। বৌদ্ধ-যতিগণ বলিয়া থাকেন, এবং তাঁহাদের গ্রন্থেও লিখিত আছে, দেবগণ বোধিসত্ত্বের দীর্ঘকাল অন্তঃপুর-বাস সন্দর্শন করিয়া ভীত, ত্রস্ত ও দুঃখিত হইয়াছিলেন। পরে তাঁহারা এইরূপ পরামর্শ স্থির করিয়াছিলেন যে, "সঙ্গীতিতুর্য্যনিনাদৈরেবৈভিরেবংরূপৈর্ধর্ম্মমুচ্চৈঃ সঞ্চোদয়িতব্যাঃ।" অর্থাৎ অন্তঃপুর মধ্যগত ভগবান্ বোধিসত্ত্বকে তুর্য্যনিনাদ উপলক্ষে ধর্ম্মবিষয়ে সঞ্চোদিত করা আবশ্যক।

একদা তিনি অন্তঃপুরমধ্যে রমণীজনের বেণুবীণাদি-ধ্বনিসমন্বিত সংগীত শ্রবণ করিতেছেন, এমন সময়ে এক মহদাশ্চর্য্য ঘটনা হইল। জনৈক সুন্দরী বেণুনিনাদ করিতেছিলেন, তাঁহার সেই বেণুনিনাদ হইতে সহসা বৈরাগ্যোদ্দীপক গাথা নির্গত হইল। রমণী তাহা জানিলেন না, কেবল রাজপুত্র তাহা শুনিলেন। রমণী আপন মনে বংশীনিস্বনে গান করিতেছেন, কিন্তু শাক্যসিংহ তাহার অন্যথা শুনিতেছেন। তিনি শুনিতেছেন, বাঁশী তাঁহাকে সম্বোধন করতঃ কহিতেছে,—

"পূর্ব্বন্তে অযুক্তু প্রণিধী অভূযি বীর
দৃষ্টেমাং জনত সদা অনাথভূতাং।
শোচিষ্যে জর মরণং তথান্তদুঃখান্
বুদ্ধিত্বা পদমজরং পরমশোকম্‌।।"
"তৎসাধো পুরবরত ইতঃ শীঘ্রং
নিষ্ক্রম্যা পরম ঋষিভিশ্চ চীর্ণং।
আক্রম্য ধরণিতলপ্রদেশং—

*　　*　　*

সম্বুদ্ধ্যা অসদৃশ জিনজ্ঞানম্‌।।"
"পূর্ব্বে তে ধন রতন বিচিত্রা।
ত্যক্তা ভুৎ কর চরণ প্রিয়াত্মা।
এষোঽযং তব সময়ো মহর্ষে।
ধর্ম্মৌঘং জগি বিভজ অনন্তম্‌।।"
"শীলং তে শুভ বিমল মথণ্ডং
পূর্ব্বন্তে বরশত তম ভাষী।
শীলে নানতি সদৃশ মহর্ষে।
মোচেহি জগু বিবিধ কিলোশৈঃ।।"

*　　*　　*

তাং পূর্ব্বাং গিরবরমনুচিন্ত্য
নিষ্ক্রম্যা পুরবরত ইতঃ শীঘ্রং।
বুদ্ধিত্বা পদমমৃতমশোকং
তর্পিষ্যে অমৃতরসেন তৃষার্ত্তান্‌।।"

*　　*　　*

"তব প্রণিধী পুরীমে বহুকল্পাং লোকে প্রদীপা।
জর মরণ গ্রসিতে অহু লোকেত্রানু ভবিষ্যে।।
স্মর পুরিম প্রণিধী নরসিংহপতে।
অযু সময়ো ত্বমিহা দ্বিপদেন্দ্রা নিষ্ক্রমায়।।" *

---

* ললিতবিস্তরগ্রন্থে এইরূপ অনেকগুলি বৈরাগ্যোদ্দীপক গাথা লিখিত আছে। প্রস্তাব-কার্কশ্যভয়ে সে সকল লিখিত হইল না। ফল কথা এই যে, প্রত্যেক গাথায় বুদ্ধদেবের পূর্ব্ব-প্রতিজ্ঞা, সংসারের অসারতা ও অনিত্যতা, বৈরাগ্যের শুভকাম, নিষ্কর্ম্মের উপায়, তাহার পূর্ব্ব-সাধন প্রভৃতি বর্ণিত হইয়াছে। বৌদ্ধগণ বলেন, শাক্যসিংহ সংগীত শ্রবণ প্রসঙ্গে ঐ সকল দেবগাথা শুনিয়া তন্মুহূর্ত্তেই ত্যাগধর্ম্মগ্রহণের সংকল্পধারণ করিয়াছিলেন।

*　　*　　*　　*

"ইয়মীদৃশ গাথ নিশ্চরী তূর্যসংগীতিরবাত্ত্ নারীণাম্।
যং শ্রুত্ব মিদং বিবর্জিয়া চিত্তপ্রেমেতি বরাগ্রা বোধয়েতি।"

অর্থাৎ হে বীর! পূর্ব্বে তুমি জনসমূহকে অনাথপ্রায় দেখিয়া, তাহাদের জরা মরণ ও অন্যান্য দুঃখ দেখিয়া, তাহাদের দুঃখে দুঃখিত হইয়া, এইরূপ প্রণিধান করিয়াছিলে যে, আমি ইহাদের নিমিত্ত অজর অমর ও অদুঃখপদ প্রকাশ করিব।

হে সাধো! সেই জন্যই আমরা বলিতেছি, এই পুরশ্রেষ্ঠ হইতে শীঘ্র নিষ্ক্রান্ত হও এবং এই পৃথিবীতে পরমর্ষিগণের আচরিত অনুপম বুদ্ধ জ্ঞান উপদেশ কর।

পূর্ব্বে তুমি বিচিত্র ধনরত্নাদি পরিত্যাগ করিয়াছিলে। হে মহর্ষে! এ-ই আপনার যোগ্য সময়, এ-ই নিয়ম, এক্ষণে আপনি এই জগতে অনন্ত বা অনশ্বর ধর্ম্ম বিতরণ করুন।

তোমার শীল (চরিত্র) শুভ, মলরহিত ও অখণ্ড। পূর্ব্বে তুমি বর শত বা শত শত প্রার্থনা প্রদান করিয়াছিলে। হে মহর্ষে তোমার সদৃশ শীলবান্ অন্য কেহই নাই। এক্ষণে তুমি জগৎকে বিবিধ ক্লেশ হইতে মুক্ত কর।

পূর্ব্বের সেই বর—সেই কথা—সেই প্রতিজ্ঞা—স্মরণ কর। এই পুরবর হইতে শীঘ্র নির্গত হও। অক্ষয়, অব্যয়, অশোক ও অমৃত (মোক্ষ) পদ বুদ্ধি-গম্য করিয়া তৃষ্ণার্ত্তদিগকে অমৃতরসে পরিতৃপ্ত কর।

পূর্ব্বে তোমার বহুকল্পব্যাপী প্রণিধান (দৃঢ় সংকল্প) হইয়াছিল। হে নর-সিংহপতে! পূর্ব্বে তুমি জরামরণগ্রস্ত এই লোক আমি অনুভব করিব—বুদ্ধিগম্য করিব—এইরূপ প্রণিধান করিয়াছিলে। হে মনুষ্যেন্দ্র! তোমার নিষ্ক্রমণ সময় এই।

নারীদিগের তূর্য্যনিনাদ হইতে এইরূপ গাথা সকল নির্গত হইল। গাথা গান শুনিয়া ভগবান্ শাক্য-সিংহ এই অনিত্য অধ্রুব জগৎ ত্যাগ করিয়া চিত্তকে শ্রেষ্ঠজ্ঞান লাভের জন্য অতিশয় প্রেমযুক্ত করিলেন অর্থাৎ তাঁহার চিত্ত গাথারবে অত্যন্ত উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিল—তিনি সংসারত্যাগ মনঃস্থ করিলেন।

সেই রাত্রিকালের নিবিড় আনন্দের সময় বুদ্ধদেব তূর্য্যসংগীতির পরিবর্ত্তে

গাথা সংগীত শুনিতে পাইলেন। বংশী গাথা গান করিল, বীণাও গাথাগান করিল, মৃদঙ্গও গাথা ধ্বনি ব্যক্ত করিল,—শুনিয়া শাক্য-সিংহের মুখবর্ণ পরিবর্ত্তিত হইল। তিনি তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিলেন। ক্রমে অন্তঃপুর নিস্তব্ধ হইল। পুরাঙ্গনাগণ নিদ্রিত হইল। বুদ্ধদেব অমনি ধ্যান নিমীলিত নেত্রে কর্ত্তব্যচিন্তায় নিমগ্ন হইলেন। অল্পক্ষণ পরে সেই দিবসের সেই রাত্রিতেই তিনি সংসার-ত্যাগের দৃঢ়সংকল্প ধারণ করিলেন।

ঐ দিন নিশাশেষে রাজা শুদ্ধোদন স্বপ্ন দেখিতেছেন,—"অর্দ্ধরাত্র অতীত হইয়াছে, জগৎ নিস্তব্ধ, জীবগণ নিদ্রায় অভিভূত, এমন সময়ে কুমার সিদ্ধার্থ অঙ্গাভরণ উন্মোচনপূর্ব্বক পরিব্রাজকবেশে রাজপুরী পরিত্যাগ করিয়া দক্ষিণাভি-মুখে গমন করিতেছেন এবং সমস্ত দেবগণ সানন্দে তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতেছেন।"

বহুকাল হইতেই রাজার মনে সন্দেহ সঞ্চিত হইতেছিল, আজ সেই চির-সন্দিগ্ধ বিষয় স্বপ্নগোচর হইল। "যেমন তিনি স্বপ্ন দেখিলেন, যেমন তিনি দেখি-লেন, তাঁহার কুমার রাজ্য ধন স্ত্রী পুত্র সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল, অমনি তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ হইল। ভয়ভীত হইয়া এদিক্ ওদিক্ চতুর্দ্দিকে দৃষ্টি পরিচালন করিতে লাগিলেন। হৃদয় শুষ্ক হইল এবং কাঁপিয়া উঠিল। মুখ শুষ্ক হইয়া আসিল। কষ্টস্বরে কঞ্চুকীকে ডাকিলেন। বলিলেন, কঞ্চুকি! শীঘ্র বল আমার কুমার কোথায় শীঘ্র বল। কুমার, অন্তঃপুরে আছে কি না, শীঘ্র জানিয়া আইস।"

কঞ্চুকী বলিল, মহারাজ! কুমার অন্তঃপুরেই আছেন, ইহা আমি জ্ঞাত আছি।

রাজা মনে মনে স্বপ্নদৃষ্ট বিষয়ের আন্দোলন করিতে লাগিলেন। তাঁহার সুখ যেন চিরকালের জন্য অন্তর্হিত হইল। হৃদয়ে শোক-শল্য প্রবিষ্ট হইল। তাঁহার স্থির বিশ্বাস হইল, তাঁহার কুমার গৃহে থাকিবে না, রাজা হইবে না, রাজ্যভোগ করিবে না, নিশ্চিত সন্ন্যাসী হইবে। তিনি আরও ভাবিলেন, আমার কুমার অচিরাৎ সন্ন্যাসী হইবে, তাই আমি স্বপ্নে এই সকল পূর্ব্বনিমিত্ত দেখিতেছি।

অনন্তর তিনি মনে মনে বিচার করিয়া অবশেষে এই রূপ স্থির করিলেন যে, আজ হইতে কুমারকে আর উদ্যানভূমে অথবা গ্রামান্তসীমায় যাইতে দেওয়া

হইবে না। কুমারকে এই পুরবরমধ্যে ও স্ত্রীগণমধ্যে ক্রীড়ারত রাখিতে হইবে। তাহা হইলে আর কুমারের নিষ্ক্রমপ্রবৃত্তি উদ্দীপিত হইতে পারিবে না।

পরদিন প্রভাতে রাজা শুদ্ধোদন কর্ম্মকরদিগকে কুমারের জন্য গ্রীষ্ম, বর্ষা ও হেমন্ত,—এই ত্রি-ঋতু-যোগ্য সুরম্য প্রাসাদ প্রস্তুত করিতে আদেশ করিলেন। কর্ম্মকরেরা রাজাজ্ঞাপ্রাপ্ত হইয়া শীঘ্রই গ্রীষ্মকালের জন্য শীতলগৃহ, বর্ষাকালের জন্য সাধারণ গৃহ এবং হিমকালের জন্য ঈষদুষ্ণ গৃহ প্রস্তুত করিল। পুরপ্রবেশের সোপান সকল এরূপ কৌশলে প্রস্তুত করা হইল যে, সোপানে পদক্ষেপ মাত্রেই যেন তাহার শব্দ অর্দ্ধ যোজন দূরে গমন করে এবং সোপানারূঢ় পুরুষ যেন উৎক্ষিপ্ত ও নিক্ষিপ্ত হয়। এরূপ সোপান প্রস্তুত করিবার উদ্দেশ্য এই যে, কুমার জনসাধারণের অগোচরে বা অজ্ঞাত অবস্থায় পলায়ন করিতে সমর্থ হইবেন না। পূর্ব্বে দৈবজ্ঞগণ বলিয়াছিলেন, কুমার মঙ্গল দ্বার দিয়া নিষ্ক্রান্ত হইবেন, সেই কথা স্মরণ করিয়া তিনি মঙ্গল দ্বারে সুমহৎ লৌহ-কবাট সংলগ্ন করাইলেন। এরূপ কবাট প্রস্তুত করান হইল যে, তাহার এক এক কবাট পাঁচ শত বলবান্ পুরুষ ব্যতীত উদ্‌ঘাটিত ও অবঘাটিত হইতে পারে না এবং তাহার শব্দ যেন অর্দ্ধযোজন পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়। কুমার ঈদৃশ দুর্লঙ্ঘ্য-পুরে বাস করিতে লাগিলেন এবং গীত, বাদ্য, নৃত্য ও সুন্দরী ললনা সদা সর্ব্বদা তাঁহার উপাসনায় প্রবৃত্ত থাকিল।

### উদ্যানযাত্রা ও বৈরাগ্যকারণ।

বোধিসত্ত্বের চিত্ত দিন দিন বৈরাগ্যের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। রাজ-ভোগ তাঁহার বিষতুল্য বোধ হইতে লাগিল। রাজা শুদ্ধোদন যে দিন কুমারের সন্ন্যাস-স্বপ্ন দেখিয়া কাতর হইয়াছিলেন, সেই দিন অবধি তাঁহার চিত্ত কুমারের গৃহবাস সম্বন্ধে নিতান্ত সন্দিহান হওয়ায় তিনি সর্ব্ব শাক্যগণকে আহ্বান করিয়া বলিয়াছিলেন, দেখিও—কুমার যেন বহিরুদ্যানে গমন না করে. আমার কুমার যাহাতে গৃহবাসী হয়, রাজধর্ম্মে অনুরক্ত হয়, ভোগসুখে ভুলিয়া থাকে, তোমরা সতত সাবধান থাকিয়া তাহারই যত্ন করিবে। তাহা হইলে আমার পরম হিত হইবে।

একদা সিদ্ধার্থ প্রাতঃ-প্রবুদ্ধ হইয়া সারথিকে আহ্বান করিয়া বলিলেন, সারথি! রথ যোজনা কর,—আমি উদ্যানদর্শনে গমন করিব। সারথি তদ্বৃত্তান্ত

রাজগোচর করিলে রাজা মনে মনে চিন্তা করিলেন, কুমারকে আমি উদ্যানযাত্রায় যাইতে দেই না, ইহা ভাল হইতেছে না। কুমার যদি স্ত্রীগণের সহিত সুভূমি দর্শনার্থ উদ্যান ভূমে গমন করে, তাহা হইলে তাহার আনন্দ অনুভূত হইবে, আনন্দ অনুভূত হইলে নিষ্ক্রমচিন্তা দূর হইলেও হইতে পারিবে।

এইরূপ চিন্তার পর রাজা সারথিকে বলিলেন, সারথি! কুমার অদ্য হইতে সপ্তম দিবসে উদ্যানযাত্রা করিবেন, তন্নিমিত্ত নগর সমলঙ্কৃত হউক।

অনন্তর রাজা শুদ্ধোদন পুত্রস্নেহে সমাকৃষ্ট হইয়া নগরমধ্যে ঘণ্টাঘোষণা করিলেন।—"অদ্য হইতে সপ্তম দিবসে কুমার সিদ্ধার্থ উদ্যানদর্শনে গমন করিবেন, সমস্ত শাক্যকুল সাবধান হউক।—যেন কোন প্রতিকূল দর্শন না হয়।

নির্দ্দিষ্ট দিবস আগত হইলে নগর সমলঙ্কৃত হইল। উদ্যান ভূমি ধ্বজপতাকাদির দ্বারা শোভিত হইল। পথ সকল সিক্ত ও কুসুমাবকীর্ণ হইল। স্থানে স্থানে পূর্ণকুম্ভ ও কদলীবৃক্ষ স্থাপিত হইল এবং তোরণ বহিস্তোরণ প্রভৃতি পত্র পুষ্প বিতানে মণ্ডিত হইল। সৈন্য সকল সুসজ্জিত এবং সমস্ত রাজপরিবার অনুগমনে উদ্যুক্ত। শাক্য নগর আজ্ উৎসবময়! কেন না, কুমার আজ্ উদ্যান দর্শনে গমন করিবেন! নির্দ্দিষ্ট সময় আগত হইলে সারথি আক্রীড়-রথ আনয়ন করিল এবং কুমার সিদ্ধার্থ তাহাতে আরোহণ করিলেন। সারথি আজ্ঞাপ্রাপ্ত হইবা মাত্র, অশ্বপরিচালন আরম্ভ করিল, দেখিতে দেখিতে নগরের পূর্ব্বদ্বার অতিক্রম করিলেন।

পথে, পাছে কোন প্রতিকূল দর্শন হয়, এ নিমিত্ত রাজা শুদ্ধোদন পূর্ব্ব হইতেই নগরবাসীদিগকে সতর্ক করিয়াছিলেন, পরন্তু তত সতর্কতার মধ্যেও অবশ্যম্ভাবী প্রতিকূলদর্শন অনিবার্য্যরূপে উপস্থিত হইলে। কোথা হইতে এক গলিতাঙ্গ বৃদ্ধ তাঁহার সম্মুখে অবতীর্ণ হইল। * অনুযায়িগণ অনেক পশ্চাতে পড়িয়াছে, সারথি বুদ্ধদেবকে লইয়া অগ্রবর্ত্তী হইয়াছেন, এমন সময়ে পথিমধ্যে বুদ্ধের নয়নাগ্রে ঐ গলিতকায় বৃদ্ধ উদিত হইল। বুদ্ধদেব দেখিতেছেন—

* বৌদ্ধেরা বলে, এবং "ললিতবিস্তর" নামক বৌদ্ধগ্রন্থে লিখিত আছে, এই বৃদ্ধ প্রকৃত নহে, ইহা বোধিসত্ত্বের প্রভাব বা দেবমায়া। বুদ্ধদেবের ইচ্ছানুসারে কোন এক দেবতা ঐরূপ মায়ামূর্ত্তি গ্রহণ করিয়া তদীয় নেত্রপথে উপস্থিত হইয়াছিল। ইহাই তাঁহার প্রব্রজ্যার প্রথম উপলক্ষ্য হউক, এই অভিপ্রায়েই বুদ্ধদেব না-কি নিজে ঐ মায়া বিস্তার করিয়াছিলেন।

"জীর্ণোবৃদ্ধো মহল্লকো ধমনীসন্ততগাত্রঃ
খণ্ডদন্তো বলীনিচিতকায়ঃ পলিতকেশঃ
কুব্জো গোপানসীবক্রো বিভগ্নো দণ্ডপরায়ণঃ
আতুরো গতযৌবনঃ খুরখুরাবসক্তকণ্ঠঃ পুরতঃ
প্রাগ্‌ভারেণ কায়েন দণ্ডমবষ্টভ্য প্রবেপয়মানঃ
সর্ব্বাঙ্গপ্রত্যঙ্গৈঃ পুরতোমার্গস্যোপদর্শিতোঽভূৎ।"

[ ললিত বি, ১৪ অ,

এক জীর্ণদেহ পুরুষ—তাহার সর্ব্বাঙ্গে শিরাজাল। দন্ত নাই, পড়িয়া গিয়াছে,—শরীরের সমস্ত মাংস ও চর্ম্ম লোল, ঝুলিয়া পড়িয়াছে,—কেশ সকল শাদা,—মুখ খোদল,—অঙ্গসন্ধি ভগ্ন বা শিথিল হইয়া গিয়াছে,—যষ্টি অবলম্বন করিয়া হাঁটিতেছে,—কুব্জ ও রুগ্ন কোল্ কুঁজো হইয়া যষ্টিধারণ পূর্ব্বক অতিকষ্টে দেহভার বহন করিতেছে ও হাঁপাইতেছে বা কাঁপিতেছে,—হাঁটিতে পারিতেছে না।

এ ব্যক্তি কে, বোধিসত্ত্ব তাহা জানেন, জানিয়াও তিনি সারথিকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—

"কিং সারথে! পুরুষ দুর্ব্বল অল্পস্যাম
উচ্ছুষ্কমাংসরুধিরত্বচস্নায়ুনদ্ধঃ।
শ্বেতশিরো বিরলদন্তকৃশাঙ্গরূপঃ
আলম্ব্য দণ্ডং ব্রজতেঽ সুখং স্খলন্তঃ।

সারথি, এ এত দুর্ব্বল কেন? অল্পবল ও অল্পবীর্য্য কেন? ইহার রক্তমাংস ও চর্ম্ম শুকাইয়া গিয়াছে কেন? মস্তক শ্বেতবর্ণ, দন্ত বিগলিত, অঙ্গ কৃশ, এ ব্যক্তি যষ্টির আশ্রয় লইয়া কেন এত কষ্টে গমন করিতেছে?

সারথি বলিল,—

"এষ হি দেবপুরুষো জরয়াভিভূতঃ
ক্ষীণেন্দ্রিয়ঃ সুদুঃখিতো বলবীর্য্যহীনো।
বন্ধুজনেন পরিভূত অনাথভূতঃ
কার্য্যাসমর্থ অপবিদ্ধ বনেব দারু॥"

কুমার! এই পুরুষ বৃদ্ধ হইয়াছে, জরাপ্রভাবে জীর্ণ ও অভিভূত হইয়াছে, ইহার ইন্দ্রিয়গণ এখন নিস্তেজ ও ক্ষীণ, এ এখন বলবীর্য্যবিহীন ও অত্যন্ত দুঃখিত। এ এখন বন্ধুজন, স্ত্রী, পুত্র ও পরিবার কর্ত্তৃক পরিভূত—তিরস্কৃত—

সুতরাং অনাথ। যেমন বনস্থ জীর্ণ কাষ্ঠ অকর্ম্মণ্য, এও এখন তদ্রূপ অকর্ম্মণ্য। তাই ইহার অত কষ্ট!

বোধিসত্ত্ব পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিলেন।

"কুলধর্ম্ম এষ অয়মস্য হিতং ভণাহি
অথচাপি সর্ব্বজগতোঽস্য ইয়ং হ্যবস্থা।
শীঘ্রং ভণাহি বচনং থভূযুতমেতৎ
শ্রুত্বা তথার্থমিহ যোনি সঞ্চিন্তয়িষ্যে॥"

সারথি! শীঘ্র বল, ঐরূপ হওয়া কি উহার কুলধর্ম্ম? অথবা সকল জগতের এইরূপ অবস্থা? সত্য কথা বল, শীঘ্র বল, শুনিয়া আমি অনুরূপ (উৎপত্তিস্থানের) বিষয় ভাবিব।

সারথি প্রত্যুত্তর করিল,—

'নৈতস্য দেব কুলধর্ম্ম ন রাষ্ট্রধর্ম্মঃ
সর্ব্বে জগস্য জর যৌবন ধর্ষয়াতি।
তুভ্যংপি মাতৃ পিতৃ বান্ধব জ্ঞাতি সঙ্ঘো
জরয়া অমুক্তং ন হি অন্যগতির্জগস্য॥"

কুমার! ইহা উহার কুলধর্ম্ম নহে, দেশধর্ম্ম নহে, তোমার রাজ্যের ধর্ম্মও নহে। সকল জগতের এইরূপ অবস্থা। জরা জায়মান মাত্রেরই যৌবন নষ্ট করিয়া থাকে, তুমিও উহার হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইবে না। তোমার পিতা মাতা বন্ধু কেহই জরামুক্ত নহে। জগতের গতি এইরূপ, অন্য গতি নাই।

শুনিয়া বোধিসত্ত্ব বলিলেন,—

"ধিক্ সারথে! অবুধবালজনস্য বুদ্ধিঃ
যদ যৌবনেন মদত্ত জরাং ন পশ্যো।
আবর্ত্তয়াশ্বিহ রথং পুনরহং প্রবেক্ষ্যে
কিং মহ্য ক্রীড়রতিভির্জরয়াশ্রিতস্য॥"

সারথি! অবোধ মূর্খ জনের বুদ্ধিকে ধিক্! যেহেতু তাহারা জরা না দেখিয়াই মাতিয়া উঠে। শীঘ্র রথ ফিরাও, ক্রীড়া সুখে আমার প্রয়োজন নাই; আমি পুনর্ব্বার পুরপ্রবেশ করিব। জরাগ্রস্তের আবার ক্রীড়া কি?

জরাজীর্ণ বৃদ্ধ পুরুষ দেখিয়া কুমার সিদ্ধার্থের পূর্ব্বসঞ্চিত বৈরাগ্য অধিকতর উদ্দীপ্ত হইল। কিয়ৎক্ষণ তিনি সমাধি অবলম্বন করিয়া আপনার কর্ত্তব্য অবধারণ করিলেন এবং সারথিকে বলিলেন, রথ ফিরাও, আমি ক্রীড়াসুখ চাহি

না। সে দিন আর তাঁহার উদ্যানে যাওয়া হইল না, প্রত্যাবর্ত্তিত হইয়া পুর প্রবেশ করিলেন।

কতিপয় দিবস অতীত হইল, পুনর্ব্বার রাজ-আজ্ঞায় কুমারের উদ্যান যাত্রা বিহিত হইল। পুনর্ব্বার কুমার মহাসমারোহে আক্রীড়রথে আরোহণপূর্ব্বক শাক্য মহানগরের দক্ষিণ দ্বার দিয়া উদ্যানাভিমুখে নিষ্ক্রান্ত হইবামাত্র পুনরপি পথিমধ্যে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর প্রতিকূল নেত্রগোচর হইল। দেখিলেন,—এক ব্যাধিগ্রস্ত মনুষ্য,—তাহার সর্ব্বাঙ্গ জর্জ্জরিত,—শরীর বিবর্ণ,—জরাপ্রভাবে অভিভূত,—দেহ বলহীন,—তাহার সকল শরীর বিষ্ঠামূত্রম্রক্ষিত,—তাহার চিত্ত দুঃখে নিমগ্ন,—উত্থানশক্তি নাই,—সে অতি কষ্টে শ্বাস প্রশ্বাস ত্যাগ করিতেছে। বুদ্ধদেব জানেন, তথাপি তিনি এই মৃতকল্প মনুষ্যকে দেখিয়া সারথিকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—

> কিং সারথে! পুরুষ রূপ বিবর্ণ গাত্রঃ
> —সর্ব্বেন্দ্রিয়েভি বিকলো গুরু প্রশ্বসন্তঃ।
> সর্ব্বাঙ্গশুষ্ক উদরাকুল প্রাপ্তকৃচ্ছ্র
> মূত্রে পুরীষ স্বকি তিষ্ঠতি কুৎসনীয়ে

সারথি! একি? এ পুরুষ কে? রূপহীন ও বিবর্ণগাত্র এ পুরুষ কে? ইহার ইন্দ্রিয় সকল এত বিকল কেন? কষ্টে শ্বাস প্রশ্বাস ত্যাগ করিতেছে কেন? ইহার অঙ্গ সকল শুষ্ক কেন? এ এত ব্যাকুল ও এত কষ্টদশা প্রাপ্ত হইল কেন? কেন এ স্বকীয় কুৎসিত বিষ্ঠামূত্রে অনুলিপ্ত হইয়া কষ্ট পাইতেছে?

সারথি বলিল,—

> "এষোহি দেব পুরুষঃ পরমং গিলানো
> ব্যাধী ভয়ং উপগতো মরণান্তপ্রাপ্তঃ।
> আরোগ্যতেজরহিতো বলবীর্য্যহীনো
> অত্রাণবিপ্রশরণো হ্যপরায়ণশ্চ।"

হে দেব! এ পুরুষ অতিশয় গ্লানিযুক্ত—ব্যাধিভয় প্রাপ্ত হইয়াছে। ইহার মৃত্যু নিকট। এ পুরুষ আরোগ্যতেজ অর্থাৎ কান্তিরহিত ও বলহীন হইয়াছে। ইহার আর ত্রাণ নাই এবং এ শীঘ্রই অনাশ্রয় হইবে।

শুনিয়া বোধিসত্ত্ব বলিতে লাগিলেন;—

"আরোগ্যতা চ ভবতে যথ স্বপ্নক্রীড়া
ব্যাধির্ভয়ঞ্চ ইম ঈদৃশ ঘোররূপং।
কো নাম বিজ্ঞপুরুষো ইন দৃষ্ট বস্থ্যাং
ক্রীড়া রতিঞ্চ জনয়েৎ শুভসংজ্ঞিতাং বা ?"

আরোগ্য স্বপ্নক্রীড়ার ন্যায় মিথ্যা। এরূপ ব্যাধিভয় ও এরূপ ঘোর দুরবস্থা দেখিয়া, জানিয়া শুনিয়া কোন্ অভিজ্ঞ পুরুষ ক্রীড়াকে ভাল বলিতে পারে? সুখ মনে করিতে পারে? এবং ক্রীড়ায় রতি বা আসক্তি জন্মাইতে পারে?

সারথি! রথ ফিরাও—আমি উদ্যান ক্রীড়ায় যাইব না।

এইরূপে সে দিনও ভগবান্ বোধিসত্ত্ব প্রতিনিবৃত্ত হইয়া পুনরপি পুরপ্রবেশ করিলেন। পুনরপি কতিপয় অহঃ অতীত হইলে পুনর্ব্বার উদ্যানযাত্রা অনুষ্ঠিত হইল। সে দিন ভগবান্ বোধিসত্ত্ব নগরের পশ্চিম দ্বার দিয়া নিষ্ক্রান্ত হইলেন; হইবামাত্র সে দিনও পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক অনিষ্টদর্শন হইল। দেখিলেন, সম্মুখভাগে রোরুদ্যমান জ্ঞাতিগণকর্তৃক এক শব-দেহ বাহিত হইতেছে। জ্ঞাততত্ত্ব শাক্যরাজ তাহার মর্ম্ম জ্ঞাত থাকিয়াও সারথিকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—

"কিং সারথে! পুরুষ মঞ্চোপরি গৃহিতো
উদ্ধৃত কেশ নখ পাংশু শিরে ক্ষিপন্তি।
পরিচারয়িত্ব বিহরন্ত্য রস্তাড়য়ন্তো
নানা বিলাপ বচনানি উদীরয়ন্তঃ?"

সারথি! এ কি? কেন ঐ সকল পুরুষ এক নিস্পন্দ পুরুষকে খাটের উপর রাখিয়া লইয়া যাইতেছে? কেনই বা উহারা রোদন করিতেছে? কেশলুঞ্চন করিতেছে? মস্তকে ধূলিনিক্ষেপ করিতেছে? বক্ষে করাঘাত করিতেছে? এবং নানাপ্রকার বিলাপ বাক্য বলিতেছে?

সারথি প্রত্যুত্তর করিল,—

এষোহি দেব পুরুষো মৃতু জম্বুদ্বীপে
নহি ভূয় মাতৃ পিতৃ দ্রক্ষ্যতি পুত্র দারাং।
অপহায় ভোগ গৃহ মাতৃ পিতৃ মিত্র জ্ঞাতিসংঘং
পরলোকে প্রাপ্ত নহি দ্রক্ষতি ভূয় জ্ঞাতিং।"

রাজন্! এ পুরুষ মৃত হইয়াছে, এ আর পিতা মাতা স্ত্রী পুত্র দেখিবে না। এ ব্যক্তি ভোগ, গৃহ, পিতা, মাতা, বন্ধু ও জ্ঞাতিগণ পরিত্যাগ করিয়া পরলোক গমন করিয়াছে, পুনর্ব্বার এ জ্ঞাতিগণ দেখিতে পাইবে না।

শুনিয়া বোধিসত্ত্ব বলিতে লাগিলেন,—

"ধিক্ যৌবনেন জরয়া সমভিদ্রুতেন
আরোগ্য ধিক্ বিবিধ ব্যাধি পরাহতেন।
ধিক্ জীবিতেন পুরুষো ন চিরস্থিতেন
ধিক্ পণ্ডিতস্য পুরুষস্য রতিপ্রসঙ্গঃ।"
"যদি জর ন ভবেয়া নৈব ব্যাধির্ন মৃত্যুঃ
তথপিচ মহদ্দুঃখং পঞ্চস্কন্ধং ধরন্তো।
কিং পুন জর ব্যাধি মৃত্যু নিত্যানুবন্ধাঃ
সাধু প্রতিনিবর্ত্ত্য চিন্তয়িষ্যে প্রমোচং।"

যাহা জরায় অভিদ্রুত হয়,—গলিয়া যায়,—তাদৃক্ যৌবনকে ধিক্! যাহা নানা প্রকার ব্যাধিতে পরাহত,—তাদৃশ আরোগ্যকে ধিক্। যাহা চিরস্থায়ী নহে,—ক্ষণভঙ্গুর,—তাদৃশ জীবনকে ধিক্! এবং পণ্ডিতগণের ও অভিজ্ঞ-গণের রতিপ্রসঙ্গকেও ধিক্!

যদি জরা না হয়, ব্যাধি না হয়, মৃত্যু না হয়, তথাপি মহৎ কষ্ট! মহৎ দুঃখ! কেননা, দেহীরা পঞ্চস্কন্ধধারী। * যখন জরাব্যাধি না হইলেও দুঃখ—তখন আর জরাব্যাধিগ্রস্তের কথা কি? সারথি! রথ ফিরাও—আমি আর উন্মত্ততার পথে যাইব না,—প্রতিনিবৃত্ত হইয়া উত্তমরূপে মুক্তি চিন্তা করিব।

এইরূপে সে দিনও তিনি প্রতিনিবৃত্ত হইলেন। তৎপরে পুনর্ব্বার একদিন পনির্যাণকালে পথিমধ্যে এক প্রশান্ত ভিক্ষুমূর্ত্তি দেখিতে পাইলেন। † দেখিবা মাত্র সারথিকে জিজ্ঞাসা করিলেন।—

"কিং সারথে! পুরুষ শান্ত প্রশান্তচিত্তো
নোৎক্ষিপ্তচক্ষু ব্রজতে যুগমাত্রদর্শী
কাষায়বস্ত্রবসনো সুপ্রশান্তচারী
পাত্রং গৃহীত্ব ন চ উদ্ধত উন্নতো বা।"

সারথি! ঐ শান্ত ও শান্ত-চিত্ত পুরুষ কে? উঁহার চক্ষু উৎক্ষিপ্ত হইতেছে না,—সমদৃষ্টিযুক্ত এবং ঐ পুরুষ চারিহস্ত মাত্র দেখিয়া গমন করিতেছে। উনি কে? পরিধান কাষায়-বস্ত্র, চর্য্যায় সুপ্রশান্ত, হস্তে একটী জলপাত্র মাত্র। উনি উদ্ধত ও উন্নত নহেন; উনি কে?

* এই পঞ্চস্কন্ধ ও তদনুগত দুঃখ বুদ্ধের ধর্ম্মনির্ণয় প্রকরণে বলা হইবে।

† বৌদ্ধেরা বলে, এ মূর্ত্তিও মায়ামূর্ত্তি।

সারথি বলিলেন,—

"এষোহি দেব পুরুষ ইতি ভিক্ষু নামা
অপহায় কামরতয়ঃ সুবিনীতচারী।
প্রব্রজ্যা প্রাপ্তঃ সমমাত্মন এষমানো
সরাগদ্বেষ বিগতো তিষ্ঠতি পিণ্ডচর্য্যা।"

যুবরাজ! ঐ পুরুষ ভিক্ষু, উনি কাম ও ক্রীড়া রতি পরিত্যাগ করিয়া বিনীত-চারী হইয়াছেন; সন্ন্যাস বা প্রব্রজ্যা অবলম্বন করিয়া আত্মার শমত্ব ইচ্ছা করিতেছেন। উহাঁর রাগ ও দ্বেষ কিছুই নাই। উনি কেবলমাত্র পিণ্ডচর্য্যায় অবস্থিত আছেন, অর্থাৎ শরীর ধারণের উপযুক্ত ভিক্ষালব্ধ আহার মাত্র ইচ্ছা করেন, অন্য সমস্ত পরিত্যাগ করিয়াছেন।

এবার বোধিসত্ত্ব প্রফুল্লমুখে বলিলেন,—

"সাধু সুভাষিত মিদং মম রোচতে চ
প্রব্রজ্যা নাম বিদুমিঃ সততং প্রশস্তা।
হিতমাত্মনশ্চ পরসত্ত্বহিতঞ্চ যত্র
সুখজীবিতং সুমধুর মমৃতং ফলঞ্চ।"

সাধু সারথি! সাধু। উত্তম কথাই বলিয়াছ। ইহাতেই আমার রুচি, ইহাই প্রশংস্য। বিদ্বান্ পুরুষেরা প্রব্রজ্যাকে নিরন্তর প্রশংসা করিয়াছেন। যাহাতে আত্মহিত পরহিত উভয়ই আছে, যে জীবন সুখজীবন, যাহার ফল সুমধুর ও অমৃত (অর্থাৎ অক্ষয় অব্যয়,) সেই প্রব্রজ্যা অর্থাৎ সন্ন্যাস অভিজ্ঞগণের সর্ব্বদা প্রশংস্য। রথ ফিরাও—আমিও এই উত্তম পথ আশ্রয় করিব।

শাক্যসিংহ আজ নিতান্ত বিষণ্ণ। পুরনির্যাণ হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া নির-ন্তরিত বৈরাগ্য-ভার বহনের সঙ্কল্প ধারণ করিলেন।

এদিকে রাজা শুদ্ধোদন তদ্বৃত্তান্ত জ্ঞাত হইয়া নিতান্ত খেদ প্রাপ্ত হইলেন। পুরমধ্যে ক্রমে হাহাকারকারিত সন্তাপাগ্নি প্রজ্বলিত হইল। রাজপুত্র সিদ্ধার্থ যাহাতে পুরবহির্গত হইতে না পারেন, পুনরপি তাহার দৃঢ়তর উপায় বিহিত হইতে লাগিল। ভয়প্রাপ্ত রাজা রাজ পুরুষদিগকে পুররক্ষার্থ আদেশ করিলেন। আজ্ঞাপ্রাপ্ত রাজপুরুষগণের দ্বারা নিম্ন-লিখিত কার্য্য অনুষ্ঠিত হইতে লাগিল।—

ভূয়স্যা মাত্রয়া বোধিসত্ত্বস্য পরিরক্ষণার্থং
প্রাকারান্ মাপয়েতে স্ম। পরিখাঃ খানয়তি স্ম।

দ্বারাণি চ গাঢ়ানি কারয়তি স্ম। আরক্ষান্
স্থাপয়তি স্ম। শূরাংশ্চোদয়তি স্ম। চতুর্ষু
নগরদ্বারেষু চতুরো মহাসেনাব্যূহান্ স্থাপয়তি স্ম।
বোধিসত্ত্বস্য পরিরক্ষণার্থং। য এনং রাত্রিন্দিবং
রক্ষন্তি স্ম। মা বোধিসত্ত্বোঽভিনিষ্ক্রমিষ্যতীতি।
অন্তঃপুরে আজ্ঞাং দদাতি স্ম। মাস্ম কদাচিৎ
সঙ্গীতিং বিচ্ছেৎস্থথ। স্ত্রীমায়াশ্চোপদর্শয়ত।
নিবধ্নীত কুমারং যথানুরক্তচিত্তো ন নির্গচ্ছেৎ প্রব্রজ্যায়ৈ।"

বোধিসত্ত্বের রক্ষার্থ প্রাকার সকল উচ্চ হইতে উচ্চতর করা হইল। পরিখা সকল খানিত হইল। দ্বার সকল দৃঢ় করা হইল। রক্ষিপুরুষ স্থাপিত হইল। নগরদ্বারে সেনাব্যূহ স্থাপিত হইল। তাহারা দিবারাত্র অতন্দ্রিতচিত্তে বোধিসত্ত্বের রক্ষার্থ জাগরিত থাকিল। অন্তঃপুরমধ্যে আজ্ঞা প্রচারিত হইল যে, ক্ষণকালের নিমিত্তেও যেন সঙ্গীতবিচ্ছেদ না হয় এবং স্ত্রীমায়া যেন অনুক্ষণ প্রদর্শিত হয়। কুমার যাহাতে স্ত্রীমায়ায় বদ্ধ ও নিবিষ্টচিত্ত হয়, প্রব্রজ্যার নিমিত্ত বহির্গমন না করে, সতত তাহারই চেষ্টা করা হউক।

কথিত আছে, ঐ দিন শাক্য-মহানগর কুমারের নিষ্ক্রমণশঙ্কায় অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়াছিল এবং সর্ব্বশাক্যগণ মিলিত হইয়া সেই দিবস ও সেই রাত্রি নিদ্রালস্যাদি রহিত, ভীত, ত্রস্ত ও উদ্বিগ্ন হইয়া অতিবাহিত করিয়াছিল।

---

## পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

শাক্যগণের দুর্নিমিত্ত দর্শন—গোপার স্বপ্ন—শাক্যসিংহের নিষ্ক্রমচিন্তা—
শুদ্ধোদনের সহিত কথোপকথন—অন্তঃপুরের অবস্থা—
পুরপরিত্যাগ ও ছন্দক-সংবাদ।

রাজা চারি দিন চারিবার উদ্যান-যাত্রার উদ্যোগ করিলেন, কিন্তু শাক্যসিংহ চারিদিনই প্রতিনিবৃত্ত হইলেন। তিনি দিব্য চক্ষে দেখিতেছেন, জগৎ অনিত্য অধ্রুব ও স্বপ্নতুল্য। সেই চারি দিনের শেষ দিনই তাঁহার শেষ দিন—সংসারবাসের শেষ দিন—ভোগের চরম দিন। সেই দিন হইতেই তিনি নির্জ্জনসেবী,

ধ্যান-রত ও নির্ব্বাণ-প্রাপ্তির উপায়চিন্তায় অভিনিবিষ্ট। প্রবল নিষ্ক্রম-চিন্তা তাঁহাকে আক্রমণ করিয়াছে; সেই জন্যই তিনি নিরন্তর নির্জনবাসী। নির্জনে বসিয়া একাকী কি চিন্তা করেন, কেহ তাঁহার নিকট গমনে সক্ষম হয় না।

ক্রমে রাজা, প্রজা, রাজপরিবার, সমস্ত লোকই শঙ্কাসঙ্কুল হইয়া উঠিল। সকলেই নানা দুর্নিমিত্ত দেখিতে লাগিল। কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া অন্ধের ন্যায়, বধিরের ন্যায় পঙ্গুর ন্যায়, খঞ্জের ন্যায়, মূকের ন্যায়, উন্মত্তের ন্যায় ও জড়ের ন্যায় হতচেতন হইতে লাগিল।

রাজা শুদ্ধোদন ভবিষ্য-অনিষ্টের সূচক দুর্নিমিত্ত সকল লক্ষ্য করিয়া কাতর হইলেন এবং শাক্যকুলের সমৃদ্ধি অচিরাৎ উচ্ছেদ প্রাপ্ত হইবে ভাবিয়া আপনাকে ধিক্কার প্রদান করিতে লাগিলেন।

ললিতবিস্তর প্রভৃতি বৌদ্ধ পুস্তকে লিখিত আছে, শাক্যসিংহের সংসার-ত্যাগের পূর্ব্বে নিম্নলিখিত দুর্নিমিত্ত ও নগরের দুরবস্থা সংঘটন হইয়াছিল। যথা—

১। হংস, ক্রৌঞ্চ, ময়ূর, শুক, সারিকা,—ইহারা রব-পরিত্যাগ করিয়াছিল এবং প্রাসাদ-মস্তকে ও তোরণ প্রভৃতি স্থানে বসিত না।

২। কি ক্রূর জন্তু, কি অক্রূর জন্তু, সকলেই দুঃখিত, দুর্ম্মনা ও চিন্তাকুল হইয়া অধোমুখে কাল-কর্ত্তন করিয়াছিল।

৩। সরোবরে ও পুষ্করিণীতে পদ্মফুল ফুটে নাই যাহা ফুটিয়াছিল, তাহা ফুটিবামাত্র ম্লান ও বিশীর্ণ হইয়া গিয়াছিল।

৪। বৃক্ষের পত্র, পুষ্প, ফল, সমস্তই ঝরিয়া গিয়াছিল, আর পল্লবিত, পুষ্পিত ও ফলিত হয় নাই।

৫। অকস্মাৎ গীত-গৃহ-স্থিত বীণা প্রভৃতি তন্ত্র-যন্ত্রের তন্ত্র (তার) ছিন্ন হইয়াছিল, বাজাইতে গেলে বাজিত না।

৬। ভেরী ও মৃদঙ্গ প্রভৃতি চর্ম্মনদ্ধ বাদ্যযন্ত্র সকল বাজিত না, কেহ বাজাইতে গেলে ছিঁড়িয়া যাইত!

৭। সমস্ত নগর নিদ্রায় অভিভূত, মোহে আচ্ছন্ন, কর্ত্তব্যজ্ঞানে বঞ্চিত এবং সর্ব্বদা সুব্যাকুল বা চঞ্চলচিত্ত।

৮। কাহারও মনে গান-বাদ্য-নৃত্য-ক্রীড়ার ও অন্যান্য আমোদের ইচ্ছা হয় নাই।

৯। তদ্দর্শনে রাজা শুদ্ধোদন ভীত, ত্রস্ত, দীন ও অত্যন্ত দুর্ম্মনা হইয়া ঘোর দুর্নিমিত্ত দর্শনে অপার বিপদ সমুদ্র অনুভব করিয়াছিলেন।

গোপার স্বপ্নদর্শন।

১০। সেই দিবস অর্দ্ধরাত্র অতীত হইলে শাক্যবধূ গোপা শাক্যসিংহের সহিত এক শয্যায় শয়ানা থাকিয়া ভয়জনক ত্রাসজনক কম্পজনক এক অদ্ভুত স্বপ্ন দেখিতে পাইলেন। দেখিলেন,—

সর্ব্বেয়ং পৃথিবী প্রকম্পিতমভূৎ শৈলাসকূটাবতী।
বৃক্ষা মারুত ঈরিতাঃ ক্ষিতি পতি উৎপাটা মূলোদ্ধৃতাঃ।
চন্দ্রা সূর্য্য ন ভাতু ভূমিপতিতৌ সজ্যোতিষাং লক্ষিতৌ।
কেশানদৃশি লূন দক্ষিণভুজে মুকুটঞ্চ বিধ্বংসিতং।
হস্তৌ ছিন্ন তথৈব ছিন্নচরণৌ নগ্না দৃশী আত্মনং।
মুক্তাহার তথৈব তে মরমণীশ্ছন্না দৃশী আত্মনঃ।
শয়নস্যাদৃশি ছিন্ন পাদ চতুরী ধরণীতস্মিং স্বপী।
ছত্রে দণ্ড সুচিত্র শ্রীমরুচিরং ছিন্না দৃশী পার্থিবে।
সর্ব্বে আমণা বিকীর্ণি পতিতা মুহ্যন্তি তে ধারিণা।
ভর্ত্তুশ্চাভরণা সবস্ত্রমুকুটাং শয্যাং গতো ব্যাকুলা।
উল্কাং পশ্যতি নিষ্ক্রমন্তি নগরাৎ তমসাভিভূতং পুরং।
ছিন্নাঞ্জালিসদৃশাতি সুপিনে রত্নামিকাং শোভনাম্।
মুক্তাহারুপ্রলম্বমান পতিতা ক্ষুভিতো মহাসাগরো।
মেরুং পর্ব্বতরাজমদৃশি তদা স্থানাত্তু সংকম্পিতং।
এতানীদৃশ শাক্যকণ্ঠ সুপিনাং সুপিনান্তরে অদৃশি।
দৃষ্ট্বা সা প্রতিবুদ্ধ ঘূর্ণনয়না স্বং স্বামিনং অব্রবীৎ।
দেবা কিং স ভবিষ্যতে খলু ভণা সুপিনান্তরাণীদৃশাং।
ভ্রান্তা মে স্মৃতি নো চ পশ্যসি পুনঃ শোকার্দ্দিতং মে মনঃ।"

গোপা স্বপ্ন দেখিতেছেন—

গ্রাম নগর পর্ব্বত প্রভৃতির সহিত সমগ্রা পৃথিবী কাঁপিতেছে—প্রবল বায়ু বহমান হইয়া বৃক্ষকুল উৎক্ষিপ্ত করিতেছে—তাহারা একে একে সমূলে উৎপাটিত হইয়া ভূপতিত হইতেছে—আকাশে চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ প্রভৃতি নিষ্প্রভ—নক্ষত্র সকল খসিয়া পড়িতেছে—দক্ষিণহস্তের দ্বারা আপনিই আপনার কেশ ছিন্ন করিয়াছেন—মুকুট বিধ্বস্ত করিয়াছেন—আপনার হস্ত পদ যেন আপনা আপনি ছিন্ন হইয়া

গেল—বস্ত্রহীনা বা নগ্না হইয়াছেন—মুক্তাহার ছিন্ন হইয়া গিয়াছে—খট্টার পদচতুষ্টয় নাই,—ভগ্ন হইয়াছে—তিনি ধরায় শয়ন করিয়া আছেন। রাজার ছত্রদণ্ড চামর এ সকল ছিন্ন ভিন্ন ও ভূপতিত হইয়াছে—আপনার ও স্বামীর সুরুচির আভরণ ইতস্ততোবিক্ষিপ্ত এবং ভূপতিত। রাজার রাজমুকুট নাই—তাহা দেখিয়া তিনি ব্যাকুলা হইতেছেন। পরে দেখিলেন, নগরদ্বার দিয়া এক জ্যোতিঃপিণ্ড নিষ্ক্রান্ত হইতেছে—সমস্তপুরী ঘোর অন্ধকারে পূর্ণ হইয়াছে—জালক সকল ছিন্ন—শোভন রত্নরাজি বিকীর্ণ—মুক্তাহার খসিয়া পড়িল—মহাসাগর উচ্ছলিত হইয়াছে—পর্ব্বতরাজ সুমেরু স্থানভ্রষ্ট হইয়া কম্পমান হইতেছে!

শাক্যবধূ গোপা অর্দ্ধরাত্র সময়ে ঈদৃশ ভীষণ স্বপ্ন দেখিলেন, তৎক্ষণাৎ তাঁহার নিদ্রাচ্ছেদ হইল। প্রতিবুদ্ধ হইয়া তিনি ভয়ে বিহ্বলা হইয়া স্বামীকে বলিতে লাগিলেন,—"দেব! বলুন, শীঘ্র বলুন, আমার কি হইবে! আমি এইরূপ (কথিত প্রকার) স্বপ্ন দেখিয়াছি, দেখিয়া জ্ঞান-হারা হইয়াছি। কিছুই বুঝিতেছি না, আমার মন শোকে, দুঃখে ও ভয়ে ব্যাকুল হইয়াছে!"

শুনিয়া বুদ্ধদেব সান্ত্ববাক্যে বলিতে লাগিলেন,—

"—ভব প্রমুদিতা পাপং ন তে বিদ্যতে।
যে সত্বাঃ কৃত পুন পুর্ব্বচরিতো ত্রক্ষ্যন্তি স্বপ্না ইমে,
কোঽন্যঃ পশ্য অনেক দুঃখ বিহিত স্বপ্নান্তরাণোদশাং।"

গোপে! তোমার ভয় নাই। তুমি যাহা দেখিয়াছ, তাহা ভয়হেতু নহে, প্রত্যুত পুণ্যহেতু। ভয় পরিত্যাগ কর, প্রমুদিত হও, তোমার কিছু মাত্র পাপ নাই। পূর্ব্বে যাহারা অনেক পুণ্য করিয়াছে তাহারাই ঐরূপ স্বপ্ন দেখে, পাপমতির ঐরূপ স্বপ্ন হয় না। তুমি যাহা দেখিয়াছ, তাহার ভবিষ্য ফল বলিতেছি, শুন—

তুমি যে পৃথিবীকে কাঁপিতে দেখিয়াছ, তাহার ফলে দেব, যক্ষ, নাগ, রাক্ষস এবং অন্যান্য সকল জীব তোমাকে অচিরাৎ পূজ্যা ও শ্রেষ্ঠা করিবে।

তুমি বৃক্ষমুল উৎপতিত ও কেশপাশ ছিন্ন হইতে দেখিয়াছ, তাহার ফলে তুমি শীঘ্রই ক্লেশজাল ছিন্ন করিবে এবং দৃষ্টিজাল (জ্ঞান) উদ্ধৃত করিবে।

তুমি যে চন্দ্র সূর্য্য নিষ্প্রভ ও জ্যোতিষ্কমণ্ডল বিক্ষিপ্ত হইতে দেখিয়াছ, তাহার ফলে তুমি শীঘ্রই ক্লেশশত্রু বিনাশ করিয়া পূজ্যা ও প্রশংসনীয়া হইবে।

তুমি যে মুক্তাহার বিকীর্ণ ও আপনাকে নগ্ন হইতে দেখিয়াছ, তাহার ফলে তুমি অচিরাৎ এই স্ত্রীকায়া পরিত্যাগ করিয়া পুরুষকায়া (যাহা আত্মার স্বরূপ তাহাই) লাভ করিবে।

তুমি যে মস্তক ও চরণ প্রভগ্ন এবং ছত্রচামরাদির শীর্ণতা দর্শন করিয়াছ, তাহারই ফলে তুমি অবিলম্বে পাপচতুষ্টয় হইতে উত্তীর্ণ হইয়া আমাকে ত্রিলোক-মধ্যে একছত্র হইতে দেখিবে।

তুমি আমার ভূষণাদি উন্মোচিত হইতে দেখিয়াছ, তাহারই ফলে তুমি আমাকে দ্বাত্রিংশল্লক্ষণে ভূষিত ও লোকপূজ্য হইতে দেখিবে।

গোপে! তুমি যে নগর হইতে সম্মিলিত কোটী দীপ নির্গত হইতে দেখিয়াছ, তাহার ফলে তুমি দেখিবে, শীঘ্রই আমি লোকের মোহান্ধকার নষ্ট করিয়া তাহাদের প্রতি প্রজ্ঞালোক বিস্তার করিব।

গোপে! তুমি দেখিয়াছ, আমার মুক্তাহার বিশীর্ণ হইয়াছে, স্বর্ণসূত্র ছিন্ন হইয়াছে, ইহার ফলে তুমি শীঘ্রই দেখিবে, আমি ক্লেশজাল বিধ্বস্ত করিয়া জ্ঞান-সূত্রের উদ্ধার ও সংস্কার করিয়াছি!

"হর্ষং বিন্দা মাচ খেদং জনেহি
তুষ্টিং বিন্দা ভঞ্জহী চ প্রীতিং।
ক্ষিপ্রং ভেষ্যে প্রীতি প্রামোদ্য লভতী
মেহি গোপে! ভদ্রকান্তে নিমিত্তাঃ॥"

গোপে! তুমি ভীত হইও না, আহ্লাদিতা হও। শোক করিও না, হর্ষ আহরণ কর। তুমি যাহা দেখিয়াছ, তাহা দুর্নিমিত্ত নহে, সুনিমিত্ত। শীঘ্রই তুমি প্রীতিসুখে সুখিনী হইবে, পাপজাল ধ্বস্ত করিয়া আত্মোদ্ধারে ক্ষমবতী হইবে।

ভগবান্ শাক্যসিংহ এই রূপে ভয়-ভীতা গোপাকে সান্ত্বনা করিলেন। বুদ্ধিমতী গোপা বিশ্বস্তচিত্তে পতিবাক্য শ্রবণ করিয়া আশ্বস্তা হইলেন এবং প্রমুদিতচিত্তে পুনর্নিদ্রাগতা হইলেন।

### নিষ্ক্রম-চিন্তা।

রাত্রি গভীর, পুরবাসিগণ নিদ্রিত, কেবল কুমার সিদ্ধার্থ একাকী সেই নিঃশব্দ নিশীথসময়ে চিন্তান্বিত। কিসের চিন্তা? নিষ্ক্রমণের চিন্তা—পুরপরিত্যাগের

চিন্তা। তিনি ভাবিলেন, পিতা শুদ্ধোদনের অজ্ঞাতসারে ও বিনা অনুজ্ঞায় পুরপরিত্যাগ করা আমার বিধেয় নহে। করিলে অকৃতজ্ঞতা ও অন্যায় করা হয়। অতএব, আমি পিতার নিকট অনুজ্ঞাত হইয়াই নিষ্ক্রান্ত হইব।

অনন্তর তিনি সেই অর্দ্ধরাত্রসময়ে একাকী অলক্ষ্যে পিতৃভবনে গমন করিলেন। তাঁহার গমনে শুদ্ধোদনের শয়ন-কক্ষ আলোকিত হইল এবং রাজাও তৎপ্রভাবে প্রতিবুদ্ধ হইলেন। শুদ্ধোদন নেত্র উন্মীলিত করিয়া দেখেন, গৃহ আলোকময় হইয়াছে। ব্যগ্র হইয়া কঞ্চুকীকে আহ্বান করিলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন, কঞ্চুকিন্! সূর্য্য উদিত হইয়াছে? কঞ্চুকী প্রত্যুত্তর করিল, মহারাজ! এখনও রাত্রির শেষ অর্দ্ধ ব্যতিক্রান্ত হয় নাই। সূর্য্যপ্রভা উদিত হইলে ভিত্তিতে ছায়া দর্শন হয়, শরীর উষ্ণ হয়, দেহে ঘর্ম্ম উৎপন্ন হয়, হংস, ময়ূর, শুক, কোকিল, চক্রবাক প্রভৃতি পক্ষিগণ রব করে, এ সকল লক্ষণ এখনও লুপ্ত আছে। মহারাজ! এ প্রভা সূর্য্যপ্রভা নহে, এ প্রভা সুখস্পর্শা ও মনোহারিণী। আমার জ্ঞান হইতেছে, আমাদের গুণধর রাজপুত্র এখানে আসিতেছেন।

রাজা শুদ্ধোদন চকিত-নয়ন বিস্ফারিত করিলেন এবং তন্মুহূর্ত্তে দেখিলেন, কুমার গুণধর তাঁহার অভিমুখে দণ্ডায়মান। রাজা তখন সসম্ভ্রমে ও সস্নেহে নিকটাগত পুত্রের সম্মানার্থ শয্যাপরিত্যাগ করিলেন। কুমার সিদ্ধার্থও পিতৃগৌরবে নিয়ন্ত্রিত হইয়া তদীয়চরণে দণ্ডবৎ প্রণাম করত করপুটবিধানে বিনম্রবাক্যে বলিতে লাগিলেন।—

কথোপকথন।

"মহারাজ! আমায় বাধা দিবেন না এবং আমার জন্য খেদ করিবেন না। হে দেব! আপনি আমায় রাজ্যের সহিত ও স্বজনগণের সহিত ক্ষমা করিবেন। এক্ষণে আমার নিষ্ক্রমকাল আগত হইয়াছে, আশীর্ব্বাদ করুন, যেন আমার মনোরথ সিদ্ধ ও নির্ব্বিঘ্ন হয়।

শুনিয়া রাজা শুদ্ধোদন বলিতে লাগিলেন,—

"তমশ্রুপূর্ণ নয়নো নৃপতির্বভাষে<br>
কিঞ্চিৎ প্রয়োজন ভবেৎ বিনিবর্ত্তনে তে।<br>
কিং যাচসে মম বরং বদ সর্ব্ব দাস্যে<br>
অনুগৃহ্য রাজকুল মাঞ্চ ইদঞ্চ রাষ্ট্রম্॥"

রাজা শুদ্ধোদন অশ্রুপূর্ণ নয়নে বলিলেন—"পুত্র! তোমার বিনিবৃত্তি-বিষয়ে আমার কি কর্ত্তব্য আছে, বল। তুমি আমার নিকট কি বর চাও—বল। আমি সমস্তই দিব, যাহা চাহিবে তাহাই দিব, অন্যথা করিব না। এই রাজকুলের প্রতি, আমার প্রতি, এবং এই রাজ্যের প্রতি, অনুগ্রহ কর,—ইহা অন্যথা করিও না।

"তদ বোধিসত্ত্ব অবচী মধুরপ্রলাপী
ইচ্ছামি দেব! চতুরো বর তান্মি দেহি।
যদি শক্যতে দদিতু মহ্য বসোতি তত্র
তদ্রক্ষসে সদ গৃহে ন চ নিষ্ক্রমিষ্যে।"
"ইচ্ছামি দেব। জর মহ্য ন আক্রমেয়া
শুভবর্ণ যৌবনস্থিতো ভবি নিত্য কালং।
আরোগ্য প্রাপ্ত ভবি নোচ ভবেত ব্যাধি
রমিতাযুষশ্চ ভবি নো চ ভবেত মৃত্যুঃ॥"
'সম্পত্তিতশ্চ বিপুলা ন ভবেদ্বিপত্তী
রাজা শুনিত্ব বচনং পরমং দুখার্ত্তঃ।
অস্থান যাচসি কুমার! ন মেহত্র শক্তিঃ
জর ব্যাধি মৃত্যু ভয়তশ্চ বিপত্তিতশ্চ॥"
* * * *
কল্পস্থিতীয় ঋষয়ো হি ন জাতু মুক্তাঃ।"

শুনিয়া মধুরভাষী ভগবান্ বোধিসত্ত্ব বলিলেন, দেব! যদি পারেন ত আমাকে চারিটি মাত্র বর দিউন। যদি আপনার শক্তি থাকে, আর আমাকে পশ্চাদুক্ত বরচতুষ্টয় দিতে পারেন, তাহা হইলে আমি গৃহবাসে থাকিতে পারি এবং তাহা হইলে আপনিও আমাকে সদা সর্ব্বদা গৃহে দেখিতে পাইবেন। আমি নিষ্ক্রান্ত হইব না।

হে দেব! আমি ইচ্ছা করি, যেন জরা আমাকে আক্রমণ না করে, অভিভূত না করে, এবং শুভ্রবর্ণ (লাবণ্যশোভী) যৌবন যেন অনন্তকালের নিমিত্ত স্থির থাকে। (১)

আমি অরোগিতাপ্রাপ্তি ইচ্ছা করি। কোনও কালে যেন আমার ব্যাধি না হয়। (২)

আমি অপরিমিত আয়ু প্রার্থনা করি, অমরত্ব বাঞ্ছা করি, কখনও যেন আমার মৃত্যু না হয়। (৩)

আমি বিপুল সম্পত্তি ইচ্ছা করি। সে সম্পত্তি যেন অন্যের অতুল্য হইয়া চিরস্থায়িনী হয়, কোনও কালে যেন তাহাতে বিপত্তি না হয়। (৪)

বোধিসত্ত্বের ঈদৃক্ বাক্য ঈদৃক্ প্রার্থনা শুনিয়া রাজা যার পর নাই দুঃখ-কাতর হইলেন। বলিলেন, পুত্র! যাহা হইবার নহে—পাইবার নহে—তুমি তাহাই চাহিতেছ। আমি ঐ বর দিতে অশক্ত—জরা-ব্যাধি-মৃত্যু-ভয় হইতে ও বিপদ্‌প্রাপ্তি হইতে উদ্ধার করিতে অক্ষম। কল্পকল্পান্ত কাল তপোনুষ্ঠান করিয়া ঋষিরাও ঐ সকল হইতে মুক্ত হইতে পারেন নাই।

বোধিসত্ত্ব পুনর্ব্বার বলিলেন,—

"হন্ত শৃণুষ্ব নৃপতে! অপরং বরৈকম্
অস্যাচ্যুতস্য প্রতি সন্ধি ন মে ভবেয়া।"

মহারাজ! যদি ঐ বর দিতে না পারেন, তবে অন্য এক বর দিউন। সে বর এই যে, আমি এই সংসার হইতে প্রচ্যুত হইলে আপনি কাতর হইবেন না এবং আমার যেন পুনর্ব্বার এ বিষয়ে (সংসারবিষয়ে) প্রতিসন্ধান না হয়।

শ্রুতৈষমেব বচনং নরপুঙ্গবস্য
উক্তা তনুঞ্চ করি ছিন্দতি পুত্রস্নেহম্।
অনুমোদনী হিতকরা জগতি প্রমোক্ষম্
অভিপ্রায় তুভ্য পরি পূর্য্যতু যন্মতস্তে॥"

রাজা তখন নিতান্ত কাতর হইয়া শ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক পুত্রস্নেহ ছেদ করতঃ প্রত্যুত্তর করিলেন, হে হিতকর! তুমি যে জগতের মোক্ষ ইচ্ছা করিয়াছ, তোমার সে ইচ্ছা—সে অভিপ্রায়—পূর্ণ হউক। তুমি যাহা মনে করিয়াছ, তাহা সিদ্ধ হউক।

অন্য একটী ঘটনা।।

সেই অর্দ্ধরাত্র সময়ে অনুজ্ঞাপ্রাপ্ত শাক্যসিংহ পিতৃভবন হইতে স্বভবনে প্রত্যাগত হইলেন। এই কার্য্য বা এই ঘটনা পৌরজনের অজ্ঞাতসারেই সাধিত হইল। রাজা অত্যন্ত দুর্ম্মনা হইয়া কিয়ৎক্ষণ কর্ত্তব্যচিন্তা করিলেন, কিন্তু কর্ত্তব্য স্থির করিতে পারিলেন না। অনন্তর তিনি সেই রাত্র্যর্দ্ধসময়ে সমুদয় শাক্যগণকে আহ্বান করিয়া তদ্বৃত্তান্ত জ্ঞাপন করিলেন এবং বলিলেন, আমার কুমার নিশ্চিত পুরপরিত্যাগ করিবে—সন্ন্যাসী হইবে—এক্ষণে আমাদের কর্ত্তব্য কি?

শাক্যগণ বলিল, মহারাজ! ভয় কি, আমরা অনেক, কুমার একক। তাঁহার কি শক্তি আছে যে তিনি বলপূর্ব্বক গৃহবহির্গত হইতে পারিবেন?

অতঃপর সেই রাত্রেই নগরদ্বারে শত শত কৃতাস্ত্র শাক্যকুমার স্থাপিত হইল। অন্তঃপুরপথে ও বহিঃপুরপথে প্রধান পুরুষেরা বোধিসত্ত্বের রক্ষার্থ নিয়োজিত হইল। রাজা স্বয়ং স্বগৃহে জাগরিত থাকিলেন।

এদিকে অন্তঃপুরমধ্যগতা মহাপ্রজাবতী চেটীদিগকে ডাকিয়া আজ্ঞা প্রদান করিলেন, সমস্ত অন্তঃপুর আলোকিত কর—কোনও স্থানে যেন অল্পমাত্রও অন্ধকার না থাকে এবং তোমরা সকলেই সর্ব্বদা সাবহিত হইয়া রাত্রি জাগরণ কর।

"সঙ্গীতি যোজয়থা জাগরথ অতন্দ্রিতা ইমাং রজনীং
প্রতিরক্ষথা কুমারং যথা অবিদিতো ন গচ্ছেয়া॥"

সঙ্গীত আরম্ভ হউক, রাজা, রাজপুরুষ ও পুরবাসিগণ তন্দ্রাশূন্য হইয়া জাগরণ করুক,—কুমারকে রক্ষা করুক। যাহাতে কুমার অলক্ষ্যে বা অজ্ঞাতসারে বনগমন করিতে না পারে, সকলে সতর্ক থাকিয়া তাহাই করুক।

ক্রমে সেই নিষ্ক্রম-রাত্রি অতি ভীষণাকার ধারণ করিল। অন্তঃপুরে ও নগরে শোক, মোহ, ভয়, বিষাদ ও হাহাকার প্রবিষ্ট হইল। নগরদ্বার, পুরদ্বার, গৃহদ্বার, সমস্তই অবরুদ্ধ। দ্বারে দ্বারে, পথে পথে, গৃহে গৃহে, রক্ষিপুরুষ নিযুক্ত। দীপের উজ্জ্বল আলোকে কপিলবস্তু নগর আজ দিবাতুল্য হইয়াছে কিন্তু সকলেই শোকমোহে ব্যাকুল, কর্ত্তব্যবিমূঢ় ও মৌন হইয়া ঘোর বিপদ অনুভব করিতেছে।

ললিতবিস্তরনামক বৌদ্ধগ্রন্থে লিখিত আছে, ভগবান্ শাক্যসিংহ যে-রাত্রে পুরপরিত্যাগ করেন,—সে রাত্রে অন্য এক অদ্ভুত ঘটনা হইয়াছিল। সমস্ত শাক্যকুল সর্ব্বপ্রকার চেষ্টার সহিত সর্ব্বদা সাবধান থাকিয়াও বোধিসত্ত্বকে রক্ষা করিতে পারেন নাই। তাহার কারণ এই যে, সেই সময়ে এক অভূতপূর্ব্ব দেবমায়া প্রাদুর্ভূত হইয়া সমস্ত নগর হতচেতন করিয়াছিল। সেই কারণে তাঁহার পুর-নিষ্ক্রম বা গৃহপরিত্যাগ কেহ জানিতে পারে নাই। ললিত-বিস্তর-গ্রন্থে এই স্থানটিতে এইরূপ বর্ণনা আছে।—

কপিলবস্তু নগরের সেই শোকরাত্রি যারপর নাই ভীষণভাব ধারণ করিলে, দেবগণের মধ্যে নিম্নলিখিত প্রকার আন্দোলন হইতে লাগিল।—

ইন্দ্র ও বৈশ্রবণ বলিলেন, দেবগণ! অদ্য ভগবান্ নিষ্ক্রান্ত হইবেন, তোমরা তাঁহার পূজার্থ সাহায্য কর।

ললিতব্যূহ-নামক দেবপুত্র বলিলেন, আমি এই মুহূর্ত্তেই কপিলবস্তু নগরের স্ত্রী, পুরুষ, বালক, বালিকা, বৃদ্ধ, সকলকেই মহাপ্রস্বাপনে নিমগ্ন করিব।

শান্ত-সুমতি-নামক দেবপুত্র বলিলেন, আমি অশ্বের ও হস্তী প্রভৃতির শব্দ অন্তর্হিত করিব।

ব্যূহমতি-নামক দেবপুত্র বলিলেন, আমি আকাশে পথ-সৃষ্টি করিব, সেই পথে ভগবান্ নিষ্ক্রান্ত হইবেন।

হস্তিরাজ ঐরাবত বলিলেন, আমি আমার শুণ্ডাগ্রভাগ বিস্তীর্ণ করিব, তাহাতে চতুর্দ্দোল স্থাপিত হইবে, ভগবান্ তদুপরি আরোহণ করিয়া পুর নিষ্ক্রমণ নির্ব্বাহ করিবেন।

ইন্দ্র বলিলেন, আমি স্বয়ং নগরদ্বার বিবৃত করিব এবং পথ দেখাইয়া অনুগামী হইব।

ধর্ম্মচারি-নামক দেবপুত্র বলিলেন, আমি আজ রাজান্তঃপুর বিকৃত ও বীভৎস-ভাবে পরিণত করিব। তাহা হইলে অবশ্যই বোধিসত্ত্ব নিষ্ক্রমার্থ ত্বরাবান্ হইবেন।

সঞ্চোদক-নামক দেবপুত্র বলিলেন, আমি ভগবান্‌কে শয্যা হইতে উত্থাপিত করিব।

পরে বরুণ ও সাগর প্রভৃতি দেবগণ বলিলেন, আমরাও বোধিসত্ত্বের পূজার্থ সময়ানুরূপ সাহায্য করিব এবং চন্দনচূর্ণ বর্ষণাদি করিব।*

অনন্তর সেই মধ্যরাত্রসময়ে ভগবান্ সিদ্ধার্থ স্বীয় শয়নকক্ষে উপবিষ্ট থাকিয়া পূর্ব্ববুদ্ধগণের চরিত্র, সর্ব্বজীবের হিত ও প্রাণিগণের সংসার-গতি ভাবিতে লাগিলেন। সেই সময়ে কপিলবস্তু মহানগরে মহাপ্রস্বাপন উপস্থিত হইল। দেবমায়াভিভূত জীবগণ যেন মহানিদ্রায় হতচেতন হইল। ধর্ম্মচারি নামক দেবপুত্র সেই মুহূর্ত্তে অন্তঃপুরগত নর-নারীর বৈকৃত্য উৎপাদন করত নিম্নলিখিত গাথাবাক্যের দ্বারা ভগবান্‌কে প্রতিবোধিত করিতে লাগিলেন।—

"কথং তবাস্মিন্ প্রজায়তে রতিঃ
শ্মশানমধ্যে সমবস্থিতস্য।" †

---

* এই সকল দেবতা বৌদ্ধগণের মতে বৌদ্ধ।

† প্রভো! এই শ্মশান মধ্যে থাকিতে আপনার আসক্তি কেন

গাথাগান শ্রবণ করিয়া ভগবান্ শাক্যমুনি অন্তঃপুরের চতুর্দ্দিক্ অবলোকন করিতে লাগিলেন। তৎকালে যাহা দেখিলেন, তাহাতে তাঁহার নির্ব্বেদ দ্বিগুণিতবেগে বর্দ্ধিত হইল। যাহা দেখিলেন, তাহা সমস্তই বীভৎস।

অন্তঃপুরের অবস্থা।

যে সকল রমণী শাক্যপুরে সুন্দরী বলিয়া প্রথিত ছিল, মায়া-নিদ্রার প্রভাবে আজ তাহারা অত্যন্ত ঘোররূপা হইয়াছে। ফলতঃ সকল নারীই চেতন-হারা হইলে বিকৃতাকার হয়। বোধিসত্ত্ব অন্তঃপুরশায়িনী রমণীগণের বিকৃতাবস্থা দেখিতেছেন—

কেহ বিবস্ত্রা, কেহ বিকৃতবস্ত্রা, কাহার কেশ স্রস্ত, ভ্রষ্ট, লুণ্ঠিত,—কাহার অঙ্গাভরণ বিকীর্ণ ও বিশীর্ণ,—কেহ ভ্রষ্ট মুকুট, কেহ বিহতস্কন্ধা, কেহ ঘৃণ্যদেহা, কাহার মুখ বিকৃত, কাহার চক্ষু বিবর্ত্তিত, কাহার মুখ দিয়া লালাস্রাব হইতেছে, কেহ বিকৃত-আস্যে সশব্দ হাস্য করিতেছে, কাহার মুখদিয়া প্রলাপবাক্য নির্গত হইতেছে, কেহ দন্ত কড়মড় করিতেছে, কেহ বিকৃতমুখে নিদ্রিত, কাহার রূপ বিগলিত, কেহ হস্ত লম্বমান করিয়া পতিত, কেহ বদন বাকাইয়া আছে, কেহ শীর্ষ উচ্ছ্রিত করিয়া আছে, কেহ মুখের অবগুণ্ঠন মস্তকে দিয়াছে, কাহার গাত্র ভুগ্ন, কাহায় মুখ বিবর্ত্তিত, কেহ কুব্জ, কেহ খুর খুর করিয়া কাসিতেছে, কাহার নাসাবায়ু প্রবল-শব্দে নির্গত হইতেছে, কাহারও বা অপান বায়ু ঘোরশব্দে বহির্গত হইতেছে, কেহ মৃদঙ্গ আলিঙ্গন করিয়া পরিবর্ত্তিতমস্তকে পড়িয়া আছে, কেহ দন্তদ্বারা বদনস্থ বংশী চর্ব্বণ করিতেছে, কেহ বিবৃতাস্য হইয়া (হাঁ করিয়া) পতিত, এবং কেহ বা বিবর্ত্তিতনয়নে নিদ্রিত। ইত্যাদি।

এই সকল দেখিয়া বোধিসত্ত্বের মনে অধিকতর ঘৃণা ও নির্ব্বেদ জন্মিল। তিনি তখন তাঁহার সেই অন্তঃপুরকে শ্মশান বলিয়া স্থির করিলেন। ভাবিলেন, হায়! আমি এতদিন এই রাক্ষসীগণের রতিতে বৃথা মুগ্ধ হইয়া বঞ্চিত হইয়াছি। আরও ভাবিলেন, মূর্খেরাই এই সংসারে বধ্যের ন্যায় বিনষ্ট হয়,—অজ্ঞানীরাই বিষ্ঠাপূর্ণ চিত্রঘটে অনুরক্ত হয়,—মূর্খেরাই চৌরের ন্যায় অবরুদ্ধ হয়,—বরাহের ন্যায় অশুচিমধ্যে নিমগ্ন থাকে,—কুক্কুরের ন্যায় অস্থিকঙ্করমধ্যে প্রবিষ্ট থাকে,—পতঙ্গের ন্যায় দীপশিখায় পুড়িয়া মরে,—ইত্যাদি।* অনন্তর স্বীয় শরীরের বিষয় চিন্তা করিতে লাগিলেন। তাহাতে তিনি দেখিলেন," অশুচিসমুত্থিতমশুচি-

* ললিতবিস্তরগ্রন্থে এইরূপ অনেক কথা আছে।

সন্তবমশুচিস্রবন্নিত্যমনিত্যম্।" শরীর মাত্রেই অশুচি পদার্থে উদ্ভূত, অশুচি-পদার্থে লিপ্ত ও পরিপূর্ণ এবং সর্ব্বদাই ইহা হইতে অশুচি-নিস্রাব হইতেছে। শরীর অতি ঘৃণ্য!

এই সময়ে আকাশ প্রদেশে নিম্নলিখিত গাথা গীত হইতে লাগিল।—

"কর্ম্মক্ষেত্ররুহং তৃষ্ণাসলিলজং সৎকায়সংজ্ঞীকৃতং
অশ্রু খেদক দাহ মূত্র বিকৃতং শোণিতবিন্দ্বাকুলং
বস্তি পূয় বসাস্থ মস্তক রসৈঃ পূর্ণং তথা কিল্বিষৈঃ
নিত্য প্রস্রবিতং হ্যমেধ্যসংকুলং দুর্গন্ধি নানাবিধং
অস্থী দন্ত সকেশরোমবিকৃতং চর্ম্মাবৃতং লোমশং
অন্তঃপ্লীহ যকৃৎ বসোধ রসনৈ রেভিশ্চিতং দুর্ব্বলম্
মজ্জা স্নায়ু নিবদ্ধ যন্ত্রসদৃশং মাংসেন শোভীকৃতং
নানাব্যাধিপ্রকীর্ণ শোককলিলং ক্ষুত্তর্ষসম্পীড়িতং
জন্তুনাং নিরয়ং অনেকসুষিরং মৃত্যুজরাকাঙ্ক্ষিতং
দৃশা কোহি বিচক্ষণো রিপুনিভং মন্যে শরীরং স্বকং?"

এটা কি? শরীরটা কি? ইহা তৃষ্ণারূপ সলিলের সেচনে কর্ম্মরূপক্ষেত্রে উৎপন্ন।—"সৎ" এতদ্রূপ সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত। ইহা কেবল অশ্রু স্বেদ মূত্র ও পুরীষ-প্রভৃতিবিকারে বিকৃত, প্রপূরিত, শোণিত বিন্দুতে আচিত, বসা অস্থক ও মস্তক-রসে পরিপূর্ণ, পাপপরিপূর্ণ, সর্ব্বদা স্রবমাণ, অমেধ্যব্যাপ্ত, দুর্গন্ধময়, অস্থি দন্ত কেশ ও রোম প্রভৃতিতে আচিত, চর্ম্মে আবৃত এবং ইহার উপরে লোম, ইহার মধ্যভাগ কোমল প্লীহা যকৃৎ রস রক্ত ও মল প্রভৃতি কুৎসিত পদার্থে পরিপূর্ণ, ইহা নিতান্ত দুর্ব্বল, এবং মজ্জা স্নায়ু ও পেশী প্রভৃতিতে গ্রথিত বা আবদ্ধ, যন্ত্রাকার মাংসের দ্বারা শোভিত বা সজ্জিত, নানাপ্রকার ব্যাধি ও শোক প্রভৃতিতে আবিল,—ক্ষুধাতৃষ্ণায় প্রপীড়িত, কীটসমূহের আলয়, নরকের আধার, বহুছিদ্র, মৃত্যু ও জরার আবাসস্থান। এবংবিধ শরীর শত্রুতুল্য মহাপকারী। ইহার প্রকৃত তথ্য জানিয়া শুনিয়া, বুঝিতে পারিয়া, কোন্ বুদ্ধিমান্ ইহাকে আপনার বস্তু মনে করিতে পারে? কে ইহাতে আমিত্ব বন্ধন করিয়া স্থির থাকিতে বা নিশ্চিন্ত থাকিতে পারে? ইহাতে আমিত্ববোধ না থাকাই শ্রেয়স্কর।

### পুরনির্যাণ ও ছন্দক-সংবাদ।

অর্দ্ধরাত্র অতীত, পুরবাসিগণ মায়ানিদ্রায় অভিভূত, শাক্যসিংহ ভাবিলেন, অয়মেব সময়ঃ—এই আমার উত্তম সময়, এ-ই আমার পুরনিষ্ক্রমণের উত্তম অবসর। অনন্তর তিনি মনে মনে সন্ন্যাস সংকল্প করিয়া শয্যাস্তৃত পর্য্যঙ্ক হইতে

অবতরণ করিলেন। পূর্ব্বাভিমুখে দণ্ডায়মান হইয়া, দক্ষিণ হস্তের দ্বারা রত্ন-জালিকা অবনামিত করিলেন। অর্থাৎ শরীরস্থ রত্নাভরণ সকল উন্মুক্ত করিলেন। অনন্তর দ্বারদেশে দাঁড়াইয়া হস্তদ্বয় পুটবদ্ধকরতঃ পূর্ব্ববুদ্ধদিগকে স্মরণ ও নমস্কার করিলেন। "নমঃ সর্ব্ববুদ্ধেভ্যঃ।" আমি সমুদয় বুদ্ধদিগকে নমস্কার করি, এই বলিয়া পূর্ব্ববুদ্ধদিগকে নমস্কার করিলেন। ঐ সময়ে গগনতলে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া দেখেন, আকাশে দেবগণ তাঁহার পূজার্থ আগমন করিয়া নতকায়ে অবস্থান করিতেছেন এবং নক্ষত্ররাজ চন্দ্র পুষ্যনক্ষত্রের সহিত একত্রাবস্থান করিতেছেন। কার্য্যসাধক সুসময় সমাগত দেখিয়া, তিনি ছন্দক-নামক স্বানুচরকে আহ্বান করিলেন এবং বলিলেন,—

"ছন্দকা চ খলু মা বিলম্ব হে অশ্বরাজ দদ মে অলঙ্কৃতং।
সর্ব্বসিদ্ধি মম এতি মঙ্গলা অর্থসিদ্ধি ধ্রুবমদ্য ভেষ্যতে॥"

হে ছন্দক! বিলম্ব করিও না, শীঘ্র আমাকে একটী সজ্জিত অশ্ব দাও, আমার সমুদয় সিদ্ধি আগত বা নিকট, নিশ্চিত অদ্য আমার অভীষ্টসিদ্ধি হইবে।

শুনিয়া ছন্দক উদ্বিগ্নমনে কিয়ৎক্ষণ কি চিন্তা করিলেন। অনন্তর বলিলেন, নৃপসিংহ! রাজন্! কোথায় যাইবেন?

বোধিসত্ত্ব বলিলেন,—ছন্দক! যাহার জন্য আমি পূর্ব্বে বারবার শরীরপর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিয়াছি, রাজ্য ধন উত্তমা ভার্য্যা পরিত্যাগ করিয়াছি, এবং শীল, ক্ষমা, দয়া ও প্রজ্ঞা প্রভৃতি পরিগ্রহপূর্ব্বক ধ্যান-রত থাকিয়া কালকর্ত্তন করিয়াছি, অদ্য আমার সেই সময় বা সেই উদ্দেশ্য উপস্থিত।

আমি পিঞ্জরাবস্থিত জীবনিবহের জরা-মরণ-রূপ-পাপ-মোচনার্থ বহুকল্প ব্যাপিয়া যে শিবশান্তি বোধ লাভের স্পৃহা করিয়া আসিতেছি, আজ আমার সেই শিবশান্তি বোধ লাভের সময় উপস্থিত হইয়াছে।

ছন্দক বলিলেন,—আমি শুনিয়াছি, আপনি প্রসূত হইবামাত্র দৈবজ্ঞ ব্রাহ্মণের সম্মুখে নীত হইয়াছিলেন এবং তাঁহারাও আপনার ভবিষ্য বৃত্তান্ত ব্যক্ত করিয়াছিলেন। আপনি দৈবজ্ঞগণের সম্মুখে নীত হইলে, দৈবজ্ঞগণ মহারাজ শুদ্ধোদনকে বলিয়াছিলেন, "মহারাজ! আপনার এই রাজকুলের উন্নতি উপস্থিত। আপনার এই পুত্র শতপুণ্যলক্ষণে লক্ষিত হইতেছেন; সুতরাং ইনি চক্রবর্ত্তী, চতুর্দ্বীপেশ্বর ও সপ্তরত্নসমন্বিত হইবেন। যদি ইনি জীবগণের দুঃখে দুঃখিত হইয়া অন্তঃপুর পরিত্যাগ করেন, তাহা হইলে ইনি বুদ্ধ হইয়া, এই পাপদগ্ধ

প্রজাদিগকে ধর্ম্মসলিলে অভিষিক্ত ও তৃপ্ত করিবেন। যাহাই হউক, এক্ষণে আমার একটী কথা শুনিলে আমি সুখী হইব, কৃতার্থ হইব।

শুনিয়া বোধিসত্ত্ব বলিলেন, বল।

ছন্দক বলিতে লাগিলেন,—দেব! ইহ সংসারে লোক সকল যে উদ্দেশে অনেক প্রকার ব্রত তপস্যাদি করিয়া থাকে, আপনি সেই দেব-মনুষ্য-সম্পত্তি বিনা তপস্যায় লাভ করিয়াছেন। আপনি রাজা ও রাজপুত্র, যুবা ও দর্শনীয়, তরুণ ও কোমল শরীর, আজও আপনার কেশপাশ ভ্রমরকৃষ্ণ আছে। আজও আপনার ক্রীড়া কৌতুক ও কামভোগ অসমাপ্ত আছে। এই জন্যই বলিতেছি, এখন আপনি অমরাধিপতি ইন্দ্রের ন্যায় রাজমান থাকুন, সুখবিশেষ ভোগ করুন পশ্চাৎ যখন যাইবেন, যখন আপনি নিষ্কণ্টকে যাইতে পারিবেন, তখনই আপনি সন্ন্যাসার্থ পুরপরিত্যাগ করিবেন, বাধা বিঘ্ন হইবে না। নিশ্চিত তখন আপনার মনোরথ সফল হইবে। কিন্তু এখন না।

বোধিসত্ত্ব বলিলেন,—"ছন্দক! কাম্য ও কাম সমস্তই অনিত্য অস্থির ও অশাশ্বত। সমস্তই অপরিণামধর্ম্মী, নীহারের ন্যায় ক্ষণস্থায়ী, রিক্তমুষ্টির ন্যায় অসার, কদলীকাণ্ডের ন্যায় ভঙ্গুর ও দুর্ব্বল, অপক্বভোজনের ন্যায় পরিণামদুঃখদ, মারুতলতার ন্যায় অসুখপ্রদ, ফেনবুদ্বুদের ন্যায় বিপরিণামী, মায়ামরীচিসদৃশ, জ্ঞানবিপর্য্যয় হইতে উদ্ভূত, স্বপ্নের ন্যায় দুর্ভোগ্য, দুঃখপূরিতসাগরের ন্যায় দূরব-গাহ, এবং সর্পমস্তকের ন্যায় দুস্পৃশ্য। ইহা দেখিয়া পণ্ডিতগণ ইহাকে সভয়, সদোষ ও বিবর্জনীয় বলিয়া উপদেশ করিয়া থাকেন। প্রাজ্ঞগণ ইহার নিন্দা করেন, অজ্ঞান ও মূর্খ লোকেরাই ইহার পরিগ্রহ করিয়া থাকে।"

ছন্দক দণ্ডাহতের ন্যায় ও শল্যবিদ্ধের ন্যায় বেদনা প্রাপ্ত হইয়া সাশ্রুনয়নে পুনর্ব্বার বলিলেন ;—দেব! সংসারের শত লোক তীব্রতর ব্রত ও নিয়ম ধারণ করিতেছে, অজিনপরিধায়ী, জটাধর, কেশশ্মশ্রুধর ও পিণ্যাক-ভক্ষ হইয়া গোব্রত প্রভৃতি বহন করিতেছে। তাহাদের কামনা—আমরা শ্রেষ্ঠ হইব, বিশিষ্ট হইব, লোকপালক হইব, দেবত্বলাভ করিব, অথবা দেবগণের সহচর হইব। হে নরবর্য্য! আপনি সে-সমস্তই লাভ করিয়াছেন। আপনার রাজ্য স্ফীত, সুভিক্ষ ও নিরু-পদ্রব। আপনার উদ্যান মনোহর, প্রাসাদ সুরম্য, স্ত্রী সুন্দরী, এই জন্যই অনু-রোধ করি, আপনি এ সকল ত্যাগ করিয়া যাইবেন না, যথাসুখে ও স্বচ্ছন্দে এ সকল ভোগ করুন, দেবরাজের ন্যায় বিহার করুন।

বোধিসত্ত্ব বলিলেন, ছন্দক! শুন, পূর্ব্বজন্মে আমি অসংখ্য দুঃখ ভোগ করিয়াছি। পূর্ব্বে ঐ সকল কাম্য কামনা দোষে বন্ধন, অবরোধ, তাড়ন, তর্জ্জন ও জরা ব্যাধি প্রভৃতি শত শত দুঃসহ যন্ত্রণা অনুভব করিয়াছি। ছন্দক! এ সমস্তই মিথ্যা, মিথ্যাপ্রত্যয়-সমুৎপাদিত, অজ্ঞানমূলক, অভ্রের ন্যায় অনিত্য, বিদ্যুতের ন্যায় ক্ষণিক, নীহারের ন্যায় লয়শীল, এবং রিক্ত, তুচ্ছ ও অসার। ইহা আত্মা নহে, এ সকল আত্মাতে নাই, আত্মার সহিত ইহাদের সম্পর্কও নাই। এ সমস্তই অসার ও অধ্রুব। এই নিমিত্তই আমার মন বিষয়ে অনুরক্ত ও সংসক্ত হয় না। অতএব হে ছন্দক! তুমি আমাকে শীঘ্র একটি সজ্জিত অশ্ব দাও, বিলম্ব করিও না!

ছন্দক পুনরপি বাষ্পাবরুদ্ধ কণ্ঠে প্রত্যুত্তর দান করিল। বলিল, শক্যরাজ! কিছুকাল এ সকল ভোগ করুন, সুখ অনুভব করুন, পরে আপনি বনে যাইবেন।

বোধিসত্ত্ব বলিলেন, ছন্দক! এ সকল কাম্যকাম আমি অপরিমিত ও অনন্ত কল্প অনেক প্রকারে উপভোগ করিয়াছি। রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দ,—এ সমস্তই অনুভবগোচর করিয়াছি। দিব্য-ভোগ ও মানুষ-ভোগ উপভোগ করিয়াছি। তথাপি আমার তৃপ্তি হয় নাই। তৃষ্ণার অন্ত নাই। পূর্ব্বে আমি চতুর্দ্বীপের রাজা হইয়া স্ত্রী-গৃহ-মধ্যে বসতি করিয়াছি। ইন্দ্রত্ব করিয়াছি, যমত্বও করিয়াছি। আমি অনন্তকাম উপভোগ করিয়াছি, কিন্তু আমার তৃপ্তি হয় নাই। ছন্দক! পূর্ব্বে যখন অত্ততেও তৃপ্ত হই নাই, আজ কেন এই অল্পতর কামে তৃপ্তি হইবে? ছন্দক! আমি যাইব, নিশ্চিত যাইব, সংবিৎপদে গমন করিব। ছন্দক আমি দৃঢ়তর ধর্ম্মরূপ নৌকায় আরোহণ করিয়া এই ভয়ানক ভবার্ণব উত্তীর্ণ হইব। জগৎকাণ্ড উত্তীর্ণ করিব, নিজেও উত্তীর্ণ হইব, তুমি বাধা দিও না।

ছন্দক এবার অনেক রোদন করিলেন। অনন্তর বলিলেন, "তবে কি যাওয়াই নিশ্চয়?"

বোধিসত্ত্ব বলিলেন, নিশ্চয়। শুন, ছন্দক! জীবের মোক্ষার্থ ও হিতার্থ আমি যাহা নিশ্চয় করিয়াছি তাহা দৃঢ়; সুমেরুর ন্যায় দৃঢ়। কিছুতেই তাহা বিচলিত হইবে না।

ছন্দক পুনর্ব্বার দীর্ঘনিশ্বাস সহকারে জিজ্ঞাসা করিলেন, আর্য্যপুত্রের নিশ্চয় কিরূপ দৃঢ়?

বোধিসত্ত্ব বলিলেন, বজ্রের ন্যায়, অশনির ন্যায়, শক্তির ন্যায়, কুঠারের ন্যায় ও প্রস্তরের ন্যায় দৃঢ়।

বজ্রপাত, অশনিবৃষ্টি, কুঠার, শক্তি, শর ও শীলাবর্ষণ হইলেও আমি স্বাভিলাষ হইতে প্রচ্যুত হইব না। মস্তকে বিদ্যুৎ, বজ্র, তপ্তলৌহ ও প্রজ্বলিত শৈলশিখর নিপতিত হইলেও পুনর্ব্বার গৃহাভিলাষ উৎপাদন করিব না।

শুনিয়া ছন্দক অবাক্, নিস্পন্দ ও সংজ্ঞাহীন।

এই স্থানে বৌদ্ধগণ বলিয়া থাকেন, ভগবান্ শাক্যসিংহের তাদৃশ দৃঢ়নিশ্চয় দেখিয়া বিমানবাহী দেবগণ হর্ষে পুষ্পবৃষ্টি ও আনন্দ নিনাদ করিয়াছিলেন এবং নিম্নলিখিত গাথা গান করিয়াছিলেন।

"ন রজ্যতে পুরুষবরস্য মানসং
নভো যথা তম রজ ধূমকেতুভিঃ।
ন লিপ্যতে বিষয়সুখেষু নির্ম্মল
জলে যথা নবনলিনং সমুদ্গতম্॥"

[ এই শ্রেষ্ঠ পুরুষের মন কিছুতেই অনুরক্ত নহে। আকাশে তম বা অন্ধকার, রজঃ বা ধূলি, এবং ধূমকেতু প্রভৃতি কেবল দৃশ্য হয়, অন্যে দেখে মাত্র কিন্তু আকাশে সংসক্ত হয় না। ভগবান্ শাক্যসিংহের চিত্তও তদ্রূপ। যেহেতু ইনি বিষয়সুখে লিপ্ত হন না, পূর্ণনির্ম্মল, সেই হেতু, জলে যেমন নবনলিন উদ্গত হয়, অথচ তাহা জলে অলিপ্ত, তেমনি আমাদের এই ভগবানেরও চিত্ত বিষয়ে সঞ্চারিত, অথচ তাহাতে অলিপ্ত।

রাত্রি এখন অনেক। অর্দ্ধরাত্র আগত। আজ্ ভীষণ অর্দ্ধরাত্র সময়ে কপিলবস্তু মহানগর মহা প্রস্বাপনে অভিভূত। জীবমাত্রেই নিদ্রিত ও অচেতন। কেবল মাত্র ভগবান শাক্যসিংহ ও ছন্দক জাগরিত। ছন্দক অনেক রোদন করিলেন, অনুনয় বিনয় করিলেন, কিছুতেই দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ভগবানের মনঃ প্রতিনিবৃত্ত হইল না। ছন্দক একান্তে দণ্ডায়মান থাকিয়া নীরবে রোদন করিতেছেন। ভগবানও পুনঃ পুনঃ "অশ্ব দাও" বলিয়া উত্তেজনা করিতেছেন। সমস্ত নগর সুপ্ত, মহাপ্রস্বাপনে অভিভূত। অর্দ্ধরাত্র পরিপূর্ণ হইল, চন্দ্র নির্ম্মল-আকাশে পুষ্যনক্ষত্রের সহিত উদিত হইলেন, শাক্যসিংহ দেখিলেন, পুরনিষ্ক্রমের শুভক্ষণ বা শুভ সময় আগত হইয়াছে। তাহা দেখিয়া ভগবান্ শাক্যসিংহ রোরুদ্যমান ছন্দককে পুনর্ব্বার বলিলেন।

"ছন্দক! আর কেন দুঃখ দাও? আর কেন বিলম্ব কর? শীঘ্র আমায় একটি সজ্জিত অশ্ব দাও—বিলম্ব করিও না" শুনিয়া ছন্দক পুনর্ব্বার বলিলেন,—

আর্য্যপুত্র! আপনি কালজ্ঞ—কোন্ কালে কি করিতে হয়, তাহা উত্তম রূপ জানেন। আপনি সময়জ্ঞ—কোন সময়ে কি করিতে হয় তাহা বিশেষরূপ জানেন। আপনি নিয়মজ্ঞ—কোন কার্য্য কি নিয়মে করিতে হয়, তাহাও জানেন। আমি দেখিতেছি, এই কাল আপনার গমনের উপযুক্ত নহে। তবে কেন আপনি বার বার আমাকে আদেশ করিতেছেন? শুনিয়া বোধিসত্ত্ব বলিলেন, "ছন্দক! ইহাই আমার সেই কাল—সেই শুভক্ষণ। ইহা অকাল বা অসময় নহে।"

ছন্দক বলিলেন, দেব! ইহা কোন্ বিষয়ের কাল? বুদ্ধদেব বলিলেন, ছন্দক!

"যন্ময়া প্রার্থিতু দীর্ঘ রাত্রংসত্ত্বত্রাণার্থ পরিমার্গতাহি।
অবাপ্য বোধিসজরামরং পদং মোচে জগত্তস্য ক্ষণা উপস্থিতঃ॥"

আমি যাহা জীবপরিত্রাণের জন্য বহুকাল অন্বেষণ করিতেছি, প্রার্থনা করিতেছি, হে ছন্দক! সেই অজর অমর বুদ্ধপদ লাভ করিয়া জগৎ ত্রাণ করিবার উপযুক্ত শুভক্ষণ এত দিন পরে অদ্য উপস্থিত হইয়াছে। আর বিলম্ব করিও না, খেদ করিও না, বাধা দিও না, শীঘ্র আমায় একটি সজ্জিত অশ্ব দাও।

শ্রুত্বা ছন্দক অশ্রুপূর্ণ নয়ন স্তং স্বামিনমব্রীৎ.
ক ত্বং যাস্যসি সত্ত্বসারথিবর! কি মশ্ব কায্যঞ্চ তে?
দ্বারাস্তে পিহিতা দৃঢ়ার্গল কৃতাঃ কো দাস্যতে তান্ তব?"

শুনিয়া ছন্দক রোদন করিতে লাগিলেন এবং বলিলেন, আপনি কোথায় যাইবেন? অশ্ব লইয়া কি করিবেন? সমস্ত দ্বার পিহিত—আবদ্ধ; কে আপনাকে তাহা খুলিয়া দিবে? ছন্দক এই কথা বলিবামাত্র—

"শক্রেণ মনসাথ চেতনবসাৎ তে দ্বার মুক্তাঃ কৃতাঃ।"

ইন্দ্র কর্ত্তৃক সমস্ত দ্বার উন্মুক্ত হইল, ছন্দক দেখিলেন, সমস্তদ্বার উন্মুক্ত।

"দৃষ্ট্বা ছন্দক হর্ষিতঃ পুন দুখী অশ্রুণি সোহবর্ত্তয়া।"

দ্বার উন্মুক্ত দেখিয়া ছন্দক হৃষ্ট হইলেন, পরক্ষণেই আবার দুঃখিত হইলেন। তাঁহার চক্ষে অজস্র অশ্রু নির্গলিত হইল।

দেবাঃ কোটি সহস্র হৃষ্ট মনসঃ স্তং ছন্দকমব্রুবন্।
সাধু ছন্দক! দেহি কণ্ঠকবরং মা খেদয়ো নায়কম।"

ঐ সময়ে আকাশবাণী হইল। অন্তরীক্ষচর দেবগণ হৃষ্টচিত্তে ছন্দককে সম্বোধনপূর্ব্বক বলিলেন, ছন্দক! আর কেন, শীঘ্র অশ্ব দাও, প্রভুকে দুঃখ দিও না।

বোধিসত্ত্ব বলিলেন, ছন্দক! ঐ দেখ, আকাশে স্বর্গীয় জ্যোতির শোভা দেখ। ঐ দেখ, শচীপতি ইন্দ্র তোমার দ্বার দেশে উপস্থিত।

ছন্দক তখন অদৃষ্টচর দেবগণের তাদৃশ বচন শ্রবণ করিয়া থাকিতে পারিলেন না, সুজাত নামক একটি সজ্জিত অশ্ব আনিয়া দিলেন। রোদন করিতে করিতে বলিলেন, প্রভো! এই অশ্ব, গ্রহণ করুন। আপনার অভীষ্ট নির্ব্বিঘ্ন হউক, সিদ্ধ হউক।

আরূঢ়ঃ শশিপূর্ণমণ্ডলনিভং তমশ্বরাজোত্তমম্,
মালা পাণি বিশুদ্ধ পদ্ম বিমলা স্নগ্ধক অশ্বোত্তমে,

ভগবান্ শাক্যসিংহ আর বিলম্ব করিলেন না, হৃষ্টচিত্তে অশ্বোপরি আরোহণ করিলেন। খেদ, দৈন্য, ভয়, শঙ্কা, মায়া, মমতা, কিছুমাত্র পরিলক্ষিত হইল না, কিছুতেই তিনি ব্যথিত বা কাতর হইলেন না, অনায়াসেই প্রফুল্লচিত্তে অশ্বোপরি আরোহণ করিলেন! সেই পূর্ণচন্দ্রপ্রভ অশ্বরাজের পৃষ্ঠদেশে হস্তার্পণ পূর্ব্বক তদুপরি আরোহণ করিলেন।

কথিত আছে, ভগবান্ শাক্যসিংহের গমনকালে ইন্দ্র ও ব্রহ্মা তাঁহার পথপ্রদর্শক হইয়া অগ্রে অগ্রে গমন করিয়াছিলেন। সেই সময়ে তাঁহার গন্তব্য-পথে পুষ্পবর্ষণ হইয়াছিল, দিব্য বাদিত্রবাদিত হইয়াছিল, দেবগণ ও অসুরগণ তাঁহার স্তুতি পাঠ করিয়াছিল। এই লোমহর্ষণ: ব্যাপার সেই অর্দ্ধরাত্র সময়ে সংঘটিত হইল, ছন্দক ভিন্ন অন্য কেহ জানিল না। শাক্যপুরের পুরদেবতা (রাজলক্ষ্মী) মূর্ত্তিমতী হইয়া এই মহাপুরুষের নেত্রপথে উদিত হইয়াছিলেন, তিনিও রোরুদ্যমানা হইয়া করুণ বিলাপ করিয়াছিলেন, * কিছুতেই এই মহাপুরুষের দৃঢ় প্রতিজ্ঞা শিথিল হয় নাই। রোরুদ্যমান ছন্দক পশ্চাতে, তিনি অগ্রে। ছন্দক পাদচারে, তিনি অশ্বপৃষ্ঠে। সমস্ত নগর মহা প্রস্বাপনে অচেতন, সুতরাং তিনি নির্ব্বিঘ্নে ও বিনা বাধায় স্বভবন হইতে ঐরূপ বিধানে বহির্গত হইয়াছিলেন। বহির্গত হইয়া একবার রাজভবনের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়াছিলেন এবং নিম্নলিখিত প্রকার প্রতিজ্ঞা ও সম্ভাষণ করিয়াছিলেন।

"ব্যবলোক্য চৈব ভবনং মতিমান্
মধুরস্বরোগির মুদীরিতবান্ :

---

* এ সকল কথা ললিতবিস্তর গ্রন্থে বিস্তৃতরূপে বর্ণিত আছে, অনাবশ্যকবোধে পরিত্যক্ত হইল।

নাহং প্রবেক্ষ্যি কপিলস্য পুর
অপ্রাপ জাতি মরণান্তকরম্ ॥
স্থানাসনং শয়ন চংক্রমণং
ন করিষ্যেহং কপিলবস্তু মুখং
যাবন্ন লব্ধং বরবোধি ময়া
অজরামরং পদবরং হ্যমৃতম্।" *

রাজ্যসুখে প্রলোভন, স্ত্রী পুত্রাদির স্নেহ, ইন্দ্রিয় সেবার সুখ, এ সমস্তই তিনি মনোবলে পরাভূত করিয়াছিলেন। তাঁহার অশ্ব দক্ষিণপূর্ব্বাভিমুখে চলিল, ছন্দক তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ পদসঞ্চারে চলিলেন। ক্রমে রাজধানীর সীমা অতিক্রান্ত হইল। নগরসীমা ও রাজ্যসীমা পশ্চাৎ পাতিত হইল, তথাপি রাত্রের শেষ হইল না। তাঁহার অশ্ব অবিশ্রান্ত পদচালনা করিতেছে, ছন্দকও সমবেগে পদচালনা করিতেছেন। ক্রমে তাঁহারা স্বরাজ্যসীমা অতিক্রম করিয়া ক্রোড্য দেশে পদার্পণ করিলেন। ক্রমে ক্রোড্যদেশ অতিক্রান্ত হইল; সম্মুখে মল্লদেশ। অচিরাৎ তাহাও অতিক্রম করিলেন। যখন তাঁহারা মল্লদেশ অতিক্রম করিয়া মৈনেয় দেশের বেণুবনসমীপে আগমন করিলেন, তখন তাঁহাদের রাত্রি প্রভাতা হইল। ললিতবিস্তর গ্রন্থে লিখিত আছে, এই স্থান কপিলবস্তু নগর হইতে ৬ যোজন দূর। †

রাত্রি প্রভাত হইল ভগবান বুদ্ধ এই সময়ে অশ্বপৃষ্ঠ পরিত্যাগ করিয়া মৃত্তিকোপরি উপবিষ্ট হইলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে ছন্দককে বলিলেন ছন্দক! তুমি এই অশ্ব ও আভরণ গ্রহণ কর এবং গৃহে গমন কর। এই বলিয়া একে একে সমুদয় আভরণ উন্মোচন করিলেন এবং ছন্দকের হস্তে অর্পণ করিলেন। ছন্দক অনেক রোদন করিল, অনুনয় করিল, অনুরোধ করিল, প্রার্থনা করিল, বিনয় বচন বলিল, কিন্তু প্রভু বুদ্ধ সে সকল কথায় কর্ণপাত না করিয়া পুনর্ব্বার বলিলেন—

---

* প্রশস্তচেতা রাজকুমার নগরমুখ নিরীক্ষণ পূর্ব্বক মধুরস্বরে বলিলেন, যত দিন না আমি অজর অমর মোক্ষপদ প্রাপক বুদ্ধজ্ঞান লাভ করিব, তত দিন এই কপিলপুরে প্রবেশ, উপবেশন, ভ্রমণ, ভোজন, কিছুই করিব না। অধিক কি ইহার অভিমুখেও আসিব না।

† ৪ ক্রোশে এক যোজন, ৬ যোজনে ২৪ ক্রোশ। কোন লেখক লিখিয়াছেন, ৪৫ ক্রোশ দূরে অনোমা নদীর তীরে তাঁহাদের রাত্রি প্রভাত হইয়াছিল। স্বদেশী না বিদেশক কথা কতদূর আদরণীয়, তাহা পাঠকগণ বিবেচনা করিবেন।

ছন্দো গৃহীত্ব কপিলপুরং প্রযাহি
মাতাপিতৃণাং মম বচনেন পৃচ্ছে্ঃ
গতঃ কুমারো নচ পুনঃ শোচিথাঃ
বুদ্ধিত্ব বোধি পুনরহ মাগমিষ্যে
ধর্ম্মং শুনিত্ব ভবিষ্যথ শান্তচিত্তাঃ।

ছন্দক! তুমি এই অশ্ব ও এই আভরণ লইয়া কপিলপুরে যাও, আমার পিতা মাতা যাহাতে শোকসন্তপ্ত না হন, তাহা করিও। বলিও, কুমার গিয়াছে বলিয়া আপনারা শোক করিবেন না, কুমার বোধি অর্থাৎ সম্যক্ জ্ঞান জ্ঞাত হইয়া পুনর্ব্বার আসিবেন, তখন সে ধর্ম্ম শুনিয়া আপনারা শান্তচিত্ত হইবেন, সুখী হইবেন।

"নে মস্তি শক্তি বলপরাকমো বা
হনেয়ু মহ্য নরবন জ্ঞাতি সংঘাঃ
ছন্দা ক নীতো গুণধর বোধিসত্বঃ ?

ছন্দক কাঁদিয়া বলিল, প্রভো! আমার শক্তি নাই—নিঃশক্তি হইয়াছি। বল নাই—দুর্ব্বল হইয়াছি। পরাক্রম নাই—নিস্তেজ হইয়াছি। হে প্রভো! রাজপরিবারগণ, রাজার জ্ঞাতিগণ, শাক্যগণ আমাকে প্রহার করিবে, আর বলিবে "তুই গুণধরকে কোথায় লইয়া গিয়াছিলি? এবং কোথায় রাখিয়া আইলি?"

বোধিসত্ত্ব বলিলেন, ভয় কি? ভীত হইও না, আমি বলিতেছি, তোমাকে কেহ মারিবে না।

আমার জ্ঞাতিগণ—রাজা ও রাজপুরুষগণ—কেহ তোমাকে মারিবে না, সকলেই তোমার প্রতি তুষ্ট হইবে। আমার প্রেমে তাহারা সকলেই তোমাকে আদর করিবে।

ছন্দক আর কিছুই বলিতে পারিল না, তাহার কণ্ঠ অবরুদ্ধ হইয়া গেল। বার বার প্রভু-আজ্ঞা অবহেলা অসঙ্গত ভাবিয়া ছন্দক অগত্যা রোদনসহকারে প্রদত্ত আভরণাদি গ্রহণ করিল, অতি কষ্টে শাক্যপুর গমনে সম্মত হইল।

ললিতবিস্তর নামক বৌদ্ধ গ্রন্থে লিখিত আছে, ছন্দক যে স্থান হইতে ফিরিয়াছিল, সেই স্থানে এক চৈত্য (স্মারক স্তম্ভ বা বৃক্ষ) স্থাপিত হইয়াছিল। সেই চৈত্য অদ্যাপি বিদ্যমান আছে * এবং লোকে তাহাকে 'ছন্দকনিবর্ত্তন' নামে খ্যাত করিয়াছে।

---

* ললিতবিস্তর লেখকের সময় পর্য্যন্ত ছিল, কিন্তু এখন আছে কিনা তাহা আমরা জানিনা!

ছন্দক কিয়দ্দূর গমন করিলে সিদ্ধার্থ মনে মনে বিচার করিলেন, আমি সন্ন্যাসী হইলাম অথচ চূড়া ( সুদীর্ঘ কেশ ) থাকিল ইহা কি প্রকার হইবে? ভাবিয়া তিনি এক খড়্গোর * দ্বারা ভ্রমরকৃষ্ণ দীর্ঘকেশ ছেদন করিয়া অন্তরীক্ষে নিক্ষেপ করিলেন।

বৌদ্ধ গ্রন্থে লিখিত আছে, ভগবান্ বুদ্ধদেব কেশ পাশ ছেদন করিয়া দূরে নিক্ষেপ করিলে, দেবগণ তাহা পূজার নিমিত্ত গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং সেই চূড়া-চ্ছেদস্থানে চৈত্য স্থাপিত হইবায় সে চৈত্য চূড়াপ্রতিগ্রহণ নাম প্রাপ্ত হইয়াছিল।

শরীর নিরলঙ্কার ও মস্তক কেশবিহীন হইল, তথাপি সিদ্ধার্থের মন পরিতুষ্ট হইল না। তিনি স্বপরিধেয় কৌষিক বা কাশিক বস্ত্রের † প্রতি দৃষ্টি করিতে লাগিলেন। ভাবিলেন এ বস্ত্র সন্ন্যাসীদের বস্ত্র নহে। যদি বনবাসের উপযুক্ত কাষায় বস্ত্র পাই, তাহা হইলে ভাল হয়। এই সময়ে এক ব্যাধ তাঁহার সন্মুখে কাষায়বস্ত্র পরিধানপূর্ব্বক সমাগত হইল। তাহা দেখিয়া ভগবান্ বোধিসত্ব হৃষ্টচিত্তে ব্যাধকে সম্বোধন পূর্ব্বক বলিলেন, মহাশয়! আপনি যদি আমাকে অপনার পরিহিত বস্ত্র দেন, তাহা হইলে আমি এই কৌশিক বস্ত্র আপনাকে দেই ‡। ব্যাধ বলিল হাঁ—এই বস্ত্রই আপনার শোভনীয় এবং ঐ বস্ত্র আমার শোভনীয়। বুদ্ধদেব বলিলেন, সেই জন্যই উহা আমি যাচ্ঞা করিতেছি।

ব্যাধ তন্মুহূর্ত্তে আপনার পরিহিত কাষায় বস্ত্র উন্মোচন পূর্ব্বক বুদ্ধদেবকে প্রদান করিল, বুদ্ধদেবও আপনার কৌষিক বস্ত্র ব্যাধকে প্রদান করিলেন।

ললিতবিস্তর গ্রন্থে লিখিত আছে, এই ব্যাধ প্রকৃত ব্যাধ নহে, ইনি এক দেবপুত্র। ব্যাধরূপী দেবপুত্র ভগবানের প্রদত্ত বস্ত্র মস্তকে ধারণ পূর্ব্বক দেবলোকে গমন করিল, ছন্দক তাহা নাকি দূর হইতে দেখিতে পাইয়াছিল। সেই বস্ত্র পরিবর্ত্তনের স্থানেও এক উচ্চতর চৈত্য স্থাপিত হইয়াছিল। সেই চৈত্য না-কি অদ্যাপি কাষায়গ্রহণ নামে খ্যাত আছে।

---

* খড়্গা কোথায় ছিল, তাহা লিখিত নাই।

† কৌষিক—রেশমি কাপড়। কাশিক—কাশীদেশের বস্ত্র।

‡ এই বস্ত্র পরিবর্ত্তনকথা নানাজনে নানারূপ লিখিয়াছে কিন্তু মূল গ্রন্থে যাহা আছে তাহাই লিখিত হইল।

এইরূপে ভগবান বুদ্ধদেব রাজ্য, রাজভোগ, স্ত্রী, পুত্র, বন্ধু, বান্ধব, দাস, দাসী, সকল পরিত্যাগ করিয়া সমুদায় সংসারবন্ধন ছিন্ন করিয়া অশোক ও অমৃতপদ অন্বেষণার্থ ভিক্ষুবেশ ধারণ করিলেন। তাঁহার অনুচর ছন্দক দূর হইতে প্রভুর তাদৃশ বেশ সন্দর্শন করিয়া যার পর নাই ব্যথা প্রাপ্ত হইয়া অবিরল ধারে রোদন করিতে করিতে কপিলবস্তু নগরে গমন করিল। কণ্টকনামা তাঁহার অশ্ব প্রভুবিরহে কাতর হইয়া অলিতপদে রোদন করিতে করিতে অতি-কষ্টে ছন্দকের অনুগামী হইল।

---

## ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

শাক্যসিংহের বৈশালী গমন—মগধপ্রবেশ—রাজগৃহ নগরে বাস—বিম্বিসার রাজার সহিত সাক্ষাৎ—পুনর্বৈশালীগমন—মগধে পুনরাগমন এবং মগধবিহার।

"ইতি হি বোধিসত্ত্বো লুব্ধক-রূপায় দেবপুত্রায়
কাশিকানি বস্ত্রাণি দত্ত তস্য সকাশাত কাষায়াণি বস্ত্রাণি
গৃহীত্বা স্বয়মেব প্রব্রজ্যাং লোকানুবর্তনাং উপাদায়
সত্ত্বপুরুষস্পার্থে সত্ত্বপরিপাচনার্থম্॥"

[ ললিত বিস্তর।

ভগবান্ শাক্যসিংহ রাজা, রাজপুত্র, যুবা ও দর্শনীয়, কোন রূপ অভাব তাঁহাকে স্পর্শ করে নাই, ও কোনরূপ ক্ষোভ বা বেদনা তাঁহাকে আঘাত করে নাই, তথাপি তিনি গৃহে থাকিতে পারিলেন না—সন্ন্যাসী হইলেন। রাত্রিকালে পৌরবর্গ প্রসুপ্ত হইলে তিনি যে ছন্দকের সাহায্যে গৃহ বহির্গত হইয়াছিলেন, এক্ষণে রাত্রি প্রভাতে তিনি তাহাকেও পরিত্যাগ করিলেন। ছন্দক কাঁদিতে কাঁদিতে শাক্যপুরাভিমুখে গমন করিল—শাক্যসিংহ এখন একক। সঙ্গে কেহই নাই, তথাপি নির্ভীক ও নিঃশঙ্ক। রাজপরিচ্ছদ পরিহিত ছিল, তাহা তিনি এক ব্যাধকে দিয়াছেন, ব্যাধের নিকট হইতে গৈরিকরঞ্জিত কৌপীন বস্ত্র গ্রহণ করিয়া পরিধান করিয়াছেন। মস্তকে সুন্দর কেশ ছিল, তাহাও ছিন্ন করিয়াছেন। এক্ষণে লোকানুবর্ত্তন লোকহিত ও জ্ঞানলাভ উদ্দেশে সন্ন্যাসব্রতে দীক্ষিত হইয়াছেন।

কপিলবস্তু নগর পরিত্যাগ করিয়া পূর্ব্ব দক্ষিণ ছয় যোজন পথ অতিক্রমের পর মৈনেয় দেশের অনুবৈনেয় নামক ক্ষুদ্র গ্রামে তাঁহাদের রাত্রি প্রভাত

হইয়াছিল। সেই স্থানে তিনি ছন্দককে বিসর্জ্জন দেন এবং কথিত প্রকারে সন্ন্যাসবেশ ধারণ করেন। সেদিন মধ্যাহ্নকালে তিনি 'শাকিয়া' নাম্নী ব্রাহ্মণীর আশ্রমে আতিথ্য স্বীকার দ্বারা মাধ্যাহ্নিক আহার সমাপ্ত করিয়া পুনরপি পূর্ব্বদিকে গমন করিলেন। পরদিন পদ্মানাম্নী ব্রাহ্মণীর আলয়ে মাধ্যাহ্নিক ভক্ষণ নির্ব্বাহ করিলেন। তৎপর দিবস পূর্ব্বাভিমুখে গমন করত মধ্যাহ্নকালে রৈবত-ঋষির আশ্রমপ্রাপ্ত হইলেন। সে দিবস রৈবতাশ্রমে অতিবাহিত হইল। তৎপরদিন ত্রিমদণ্ড নামক রাজপুত্রের গৃহে ভিক্ষা লাভ করিয়া বৈশালী নাম্নী * মহানগরীতে গমন করিলেন। যে সময়ে ভগবান্ শাক্যসিংহ বৈশালী গমন করেন, সেই সময়ে সেই নগরে আরাড়কালাম নামক জনৈক খ্যাত্যাপন্ন সন্ন্যাসী বাস করিতেন। এই সন্ন্যাসীর তিন শত শিষ্য ছিল। ভগবান্ বোধিসত্ত্ব নগরমধ্যে গমন করিতেছিলেন, ধর্ম্মগুরু আরাড়কালাম তাহা দেখিতে পাইলেন। বোধিসত্ত্বের আকার প্রকার দেখিয়া তিনি বিস্মিত মোহিত ও পরিতৃপ্ত হইয়া শিষ্যবর্গকে বলিলেন, দেখ দেখ, কি আশ্চর্য্য রূপ! কি অদ্ভুত আকৃতি! অনন্তর তিনি ভগবানকে আহ্বান করিলেন, ভগবান্ তৎসমীপগামী হইলেন।

বুদ্ধদেব আরাড়কালামের শিষ্যত্ব স্বীকার করিয়া কিছুদিন তৎসন্নিধানে বাস করিলেন, কিন্তু অভিলষিত শিক্ষা বা জ্ঞানলাভ করিতে পারিলেন না। আরাড়কালাম আকিঞ্চন্যব্রত শিক্ষা দিতেন বা স্বেচ্ছাবিহারসিদ্ধিসাধন উপদেশ করিতেন, বুদ্ধদেব তাহা অল্প দিবসেই অধিগত করিলেন। একদা তিনি গুরু আরাড়কালামের নিকট গমন করিয়া বলিলেন, আপনি কি এতাবৎ ধর্ম্মই জানেন? অধিক জানেন না? গুরু প্রত্যুত্তর করিলেন, আমি এই পর্য্যন্তই জানি, অধিক জানি না। শুনিয়া ভগবান্ বলিলেন, আমিও আপনার ধর্ম্ম সাক্ষাৎ করিয়াছি।

অনন্তর আরাড়কালাম বলিলেন, আইস, এক্ষণে আমরা দুই জনে এই সকল শিষ্য অনুশাসন করিব।

কিছু দিন গেল, বুদ্ধ ভাবিলেন, আরাড়ের এ ধর্ম্ম নৈর্ব্বাণিক অর্থাৎ নির্ব্বাণলাভের উপায় নহে। এক্ষণে সম্যক্ দুঃখ বিনাশের জন্য অন্য কোন গুরুর

* বৈশালী নগর পাটনার উত্তর পশ্চিম গঙ্গার পারে অবস্থিত ছিল। এই নগর এক সময়ে বিলক্ষণ সমৃদ্ধিশালী ছিল। ইহার আধুনিক নাম বিসার। বৈশালীর অপভ্রংশে বিসার-শব্দ হইয়াছে।

নিকট ব্রহ্মচর্য্য করিব, সর্ব্বোত্তর ধর্ম্মের অনুসন্ধান করিব। এইরূপ চিন্তার পর তিনি বৈশালী পরিত্যাগ করিয়া মগধে আগমন করিলেন।

তখন মগধের রাজধানী বা প্রধান নগর রাজগৃহ। রাজার নাম, বিম্বিসার। নগরের প্রান্তসীমায় পাণ্ডবশৈল। * একক অসহায় সর্ব্বত্যাগী শাক্যসিংহ নির্জ্জনবাস মনোনীত করিয়া এই পাণ্ডবশৈলের পার্শ্বপ্রদেশের আশ্রয় লইলেন।

একদা তিনি ভিক্ষার্থ রাজগৃহ মহানগরে প্রবেশ করিলে, নগর-বাসী জনগণ তাঁহার অদ্ভুতমূর্ত্তি দেখিয়া মুগ্ধপ্রায় হইল। এই অপরূপ রূপ অদ্ভুত সন্ন্যাসী যাঁহার যাহার নেত্রপথে পতিত হইলেন, তাহারা আর নয়ন ফিরাইয়া অন্যদিকে নিক্ষেপ করিতে সমর্থ হইল না। সকলেই একদৃষ্টে সেই মোহনীয় সন্ন্যাসমূর্ত্তি দেখিতে লাগিল। গৃহীর গৃহকার্য্য গেল, পথিকের গন্তব্যস্থানে যাওয়া হইল না, বণিকের ক্রয় বিক্রয় বন্ধ হইল, নারীগণ চিত্রার্পিতরূপিণী হইল। কেহ মনে করিল—দেবরাজ ইন্দ্র আগমন করিয়াছেন; অন্যে মনে করিল—দেবপুত্র; অপরে মনে করিল—বৈশ্রবণ; কেহ কেহ বিবেচনা করিল,—পর্ব্বতরাজ বিন্ধ্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা পাদচারে ভ্রমণ করিতেছেন।

রাজা বিম্বিসার শুনিলেন, নগরে এক অপরূপরূপ ভিক্ষু আগমন করিয়াছে। অত্যুচ্চ প্রাসাদ তল হইতে ভিক্ষুকের তাদৃশ জ্বলন্ত মূর্ত্তি দেখিয়া রাজার নয়ন মন মুগ্ধ হইল। তিনি ভিক্ষুককে ভিক্ষাদান করিলেন, এবং পার্শ্বস্থ রক্ষী পুরুষকে জনান্তিকে বলিয়া দিলেন, দেখ, এই পুরুষ কোথায় যায়।

অনন্তর লব্ধভিক্ষ শাক্যসিংহ পাণ্ডবশৈলাভিমুখে গমন করিলে বিম্বিসারের প্রেরিত পুরুষ অলক্ষ্যে তাঁহার পশ্চাদ্‌গামী হইল। কিয়ৎক্ষণ পরে সে প্রত্যাবর্ত্তিত হইয়া সংবাদ দিল, "ভিক্ষুক পাণ্ডবশৈলে বাস করে।"

পরদিন প্রাতে রাজা বিম্বিসার পরিজন বর্গের সহিত পাণ্ডবশৈল গমন করিলেন। দেখিলেন, দেবরূপী বোধিসত্ত্ব গুহাসমীপে স্বস্তিকাসনে উপবিষ্ট আছেন। রাজা ভক্তিসহকারে 'অঙ্গ-নমন পুরঃসর' তাঁহার চরণ বন্দনা করিলেন, পরে বিবিধ কথা উত্থাপন করিলেন। কথান্তে প্রস্তাব করিলেন, আপনি আমার এই রাজ্যগ্রহণ করুন, করিয়া এই স্থানেই সুখে কালাতিপাত করুন।

---

* রাজগৃহ এক্ষণে রাজগির্ নামে খ্যাত। এখানে অদ্যাপি প্রাচীন মহানগরের বিবিধ ধ্বংসচিহ্ন বিদ্যমান আছে। রাজগির্ পাহাড়ের দক্ষিণ পশ্চিমদিকে যে রত্নগির্ নামক পাহাড় আছে, বুদ্ধের সময়ে সেই পাহাড় পাণ্ডবশৈল নামে পরিচিত ছিল।

শাক্যসিংহ বলিলেন, মহারাজ! আপনি চিরায়ু হউন, চিরকাল রাজ্যপালন করুন, আমি শান্তি-কামনায় রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী হইয়াছি।

শুনিয়া মগধেশ্বর বিম্বিসার পুনর্ব্বার বলিলেন,—

"পরম প্রমুদিতোঽস্মি দর্শনাৎ তে

* * *

ভবহি মম সহায়ু সর্ব্বরাজ্যং।
অহ তব দাস্তে প্রভূতং ভুঙ্ক্ষ্ব কামান্॥"

আপনাকে দেখিয়া আমি যৎপরোনাস্তি প্রীত হইয়াছি। আপনি আমার এই সমুদায় রাজ্যের সহায় হউন। আমি আপনাকে প্রচুরতর কাম্যপ্রদান করিব, আপনি তাহা ভোগ করুন।

"মা চ পুনর্ব্বনে বসাহি শূন্যে
মাভূশ্চ তৃণেষু বসাহি ভূমিবাসং।
পরম সুকুমারু তুভ্যকায়ঃ
ইহ মম রাজ্যে বসাহি ভুঙ্ক্ষ্ব কামান্॥"

আপনি আর এই জনশূন্য বনে থাকিবেন না। তৃণাসনে বসিবেন না। ভূমিবাস পরিত্যাগ করুন। আপনার শরীর অতি সুকুমার—অতি কোমল। আমার এই রাজ্যে বা রাজসিংহাসনে বসুন এবং কামভোগ করুন।

বুদ্ধ বলিলেন,——

"স্বস্তি ধরণীপাল তেস্তু নিত্যং
ন চ অহং কামগুণেভিরর্থীংকোস্মি।"

হে ধরণীপতে! তোমার কুশল হউক, আমি কামগুণের প্রার্থী নহি।

"কামং বিষ-সমা অনন্ত-দোষা
নরকে প্রপাতন প্রেত তির্য্যক যোনী।
বিদুভির্ব্বিগর্হিতা চাপ্যনাংঘ্যকামাঃ
জহিত ময়া যশ্চ পক্কখেট পিণ্ডং॥"

কাম বিষতুল্য, কামের অশেষ, দোষ, কামই মনুষ্যকে নরকে পতিত করে, প্রেত যোনিতে ও তির্য্যক যোনিতে নিপাতিত করে। কাম অতি অশ্রেষ্ঠ—অপদার্থ—তজ্জন্য জ্ঞানী লোক উহার নিন্দা করিয়া থাকেন। আমি উহা ব্যাধান্নের ন্যায় অথবা প্রতিদোষ-দুষ্ট পশুমাংসের ন্যায় পরিত্যাগ করিয়াছি।

"কাম দ্রুমফলা যথা পতন্তি
যথা ইব অভ্র বলাহকা ব্রজন্তি।
অধ্রুব চপলগামি মারুতং বা
বিকিরণ সর্ব্বশুভস্য বঞ্চনীয়াঃ॥"

কাম বৃক্ষফলের ন্যায় গলিতবৃন্ত হয়, কাম চঞ্চল বায়ুগামী মেঘের ন্যায় বিকীর্ণ হইয়া যায় এবং সমুদয় মঙ্গলের প্রতারক।

"কাম অলভমানা দহন্তে তথাপি
লব্ধা ন তৃপ্তি বিন্দবন্তি।
যদা পুরে অবশগু তজ্জয়ন্তে
তদ মহদ্দুঃখ জনেন্তি ঘোর কামা॥"

কাম লব্ধ না হইলে শরীর, মন দগ্ধ করে, লব্ধ হইলেও পরিতৃপ্তকর হয় না। কাম যখন বেগবান্ হয়, তখন আর তাহাকে জয় করা যায় না। কাম যখন অজেয় হয়, তখন তাহা মহৎ দুঃখ জন্মায়। কাম অতি ভয়ানক।

"কাম ধরণিপাল যে চ দিব্যাঃ
তথ অপি মানুষ কাম যে প্রণীতাঃ।
একু নরু লভেতি সর্ব্বকামাং
ন চ সো তৃপ্তি লভতে ভুয় এবঃ॥"

হে মহারাজ! কাম দিব্য ও মানুষ (স্বর্গলোকের ও মনুষ্য লোকের) অনুসারে অনেক, কিন্তু এক জনকেও সকল কাম লাভ করিতে এবং তদ্দ্বারা পরিতৃপ্ত হইতে দেখা যায় না।

যে তু ধরণিপাল শান্তদান্তাঃ
আর্য্যা নাশ্রব ধর্ম্মপূর্ণ সংজ্ঞাঃ
প্রজ্ঞ বিদুষ তৃপ্ত তে সুতৃপ্তাঃ।
ন চ পুন কাম গুণেষু কাচি তৃপ্তিঃ॥"

হে ভূপাল! যাহারা শান্ত, দান্ত, আর্য্য, যাহারা আশ্রব হইতে অর্থাৎ কর্ম্মাশয় হইতে বিমুক্ত, ধর্ম্মপূর্ণ, সম্যক্‌জ্ঞানযুক্ত, প্রজ্ঞাবিৎ, তাহারাই তৃপ্ত হয়, তৃপ্তি লাভ করে, অন্য নহে। কামে কিছু মাত্র বা কোনরূপ তৃপ্তি নাই।

"কাম ধরণিপাস সেবমানা
পূর্ব্ব মন্তু ন বিদ্যন্তি কোটি সংস্কৃতস্য

লবণ জলযথাহি নর পিত্বা
ভুয় তৃষ্ণু বর্দ্ধতি কাম সেবমানে ॥"

হে ধরণীপতে! কোটি কোটি বিত্ত থাকিলেও কামসেবকের কাম: সমাপ্ত হয় না। যেমন লবণাক্ত জল পান করিলে মনুষ্যের পিপাসা শান্তি হয় না, নিবৃত্তি হয় না, প্রত্যুত অধিক পিপাসা হয়, কামভোগও সেইরূপ।

"অপিচ ধরণিপাল পশ্য কায়ং
অধ্রুব সংসারকু দুঃখ যন্ত্রমেতৎ।
নবভির্ব্রণমুখৈঃ সদা শ্রবন্তং
ন মম নরাধিপ কাম ছন্দরাগঃ ॥"

আরও দেখুন, মহারাজ! এই শরীর নিতান্ত অধ্রুব, অসার ও কুৎসিত। ইহা একটি দুঃখের যন্ত্র। সর্ব্বদাই ইহার নবদ্বার শ্রবিত হইতেছে। হে নরনাথ! কামে আমার অনুরাগ নাই।

"অহমপি বিপুলান্ বিজহ্য কামান্।
তথ পিচ ইস্ত্রি সহস্রান্ দর্শনীয়ান্।
অনভিরণভবেষু নির্গতো হৃহং
পরমশিবা বরবোধি প্রাপ্তু কামঃ ॥"

আমি বিপুল ভোগ সাধক মহারাজ্য (কাম) এবং সহস্র সুন্দরী নারী পরিত্যাগ করিয়া উৎকৃষ্টতম বোধ উপার্জ্জনের ইচ্ছায় বহির্গত হইয়াছি।

মগধরাজ বিম্বিসার সন্ন্যাসীর বাগ্বিন্যাসে মুগ্ধ হইলেন। তাঁহার চৈতন্যোদয় হইল। কিয়ৎক্ষণ পরে জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি কোথা হইতে ও কোন্ দিক্ হইতে আসিয়াছেন? আপনার জন্মস্থান কোথায়? আপনার পিতার নাম কি? মাতার নাম কি? আপনি ব্রাহ্মণ না ক্ষত্রিয়? আপনি কি রাজা? হে সন্ন্যাসিন্! অনুগ্রহ করিয়া এই সকল কথা আমাকে বলুন।

বুদ্ধ বলিলেন,—মহারাজ! বোধ হয় আপনি শাক্যদিগের রাজা ও রাজধানী কপিলবস্তু নগরের কথা শুনিয়াছেন। তাহা পরমসমৃদ্ধ ও শ্রেষ্ঠ। তাহার অধিপতি রাজা শুদ্ধোদন আমার পিতা। আমি সেই স্থান হইতে প্রব্রজিত হইয়াছি।

শুনিবামাত্র রাজা বিম্বিসার উৎফুল্লনয়নে ও হাস্যবদনে বলিলেন, আজ আমার পরম সৌভাগ্য! ভাগ্যক্রমেই আজ আপনার দর্শন পাইলাম। যাঁহা হইতে

আপনার জন্ম হইয়াছে, আমরা তাঁহারই। এক্ষণে আমার অপরাধ ক্ষমা করুন। আমি ও আমার এই পরিজন সমুদয়ই আপনার শাস্য। এক্ষণে আমার প্রার্থনা, আপনি বোধিপ্রাপ্ত হইলে, আমাকে দর্শন দিবেন এবং অনুগ্রহ করিবেন। হে প্রভো! হে ধর্ম্মস্বামিন্! আমার দ্বিতীয় অভিলাষ এই যে, কিছু দিন এই স্থানে থাকিয়া আমাদিগকে সুচরিতার্থ করুন।

রাজা বিম্বিসার এইরূপে ভিক্ষুবেশী বুদ্ধদেবের সন্দর্শন লাভ করিয়া এবং বক্তব্য শেষ করিয়া পুনরপি দণ্ডবৎ প্রণাম করিলেন, অনন্তর স্বভবনে গমন করিলেন।

বৌদ্ধদিগের মহাবস্তু-অবদান নামক পুরাতন গ্রন্থে লিখিত আছে, ভগবান শাক্যসিংহ রাজা বিম্বিসারের প্রার্থনায় দীর্ঘকাল রাজগৃহে বাস করিয়াছিলেন। বুদ্ধের রাজগৃহ বাস কালে, বৈশালী নগরীতে ঘোরতর মারীভয় হইয়াছিল। জনৈক সন্ন্যাসীর পরামর্শে বশিষ্ঠ বংশীয় জনগণ কর্ত্তৃক তিনি মারীভয় বিনাশার্থ বৈশালী নগরে নীত হইয়াছিলেন এবং বিম্বিসারও তাঁহার অনুগমন করিয়াছিলেন। বৃত্তান্তটি শুনিতে ভাল লাগে, এজন্য তাহাও এস্থলে উদ্ধৃত করা গেল। এই গল্পের দ্বারা তাৎকালিক লোকের বিশ্বাসের বিষয় জানা যায়।

হিমগিরির ক্রোড়পর্ব্বতে কুণ্ডলা নাম্নী এক যক্ষিণী বাস করিত। তাহার এক সহস্র পুত্র হইয়াছিল। যক্ষিণী মৃতা হইলে তাহার পুত্রেরা বৈশালীতে আসিয়া অলক্ষ্যে তদ্দেশবাসিগণের তেজোহরণ করিতে লাগিল। তাহাতে তদ্দেশের লোক সংক্রামক পীড়ায় আক্রান্ত হইয়া মরিতে লাগিল। যখন তাহারা দেখিল, অমানুষ ব্যাধি উৎপন্ন হইতেছে, ঔষধে তাহার শান্তি হইতেছে না, তখন তাহারা দেবারাধনায় প্রবৃত্ত হইল। যখন তাহাতেও মরক নিবৃত্ত হইল না, তখন তাহারা কাশ্যপ-পূরণ নামক জনৈক ঋষিকে আহ্বান করিল। কাশ্যপ পুরণ বৈশালীতে আসিলেন; কিন্তু মরকনিবৃত্তি হইল না। পরে পরিব্রাজক গোশালীর পুত্রকে আনা হইল, তিনিও মরক নিবারণ করিতে সক্ষম হইলেন না। অনন্তর মরক-নিবারণার্থ কাত্যায়নগোত্রীয় কুমুদ মুনিকে আনা হইল, তিনিও বিফলপ্রযত্ন হইলেন। ইহার পরে কেশকম্বল নামক জনৈক সন্ন্যাসী আগমন করিলেন, তিনিও কোন প্রতিকার করিতে পারিলেন না। এইরূপে নির্গ্রন্থ প্রভৃতি অনেক মুনি ঋষির সমাগম হইল; অথচ মরকনিবৃত্তি হইল না। পরে এক দিন দৈববাণী হইল, এ সকল লোকের দ্বারা মরকনিবৃত্তি হইবে না। ভগবান্ বুদ্ধ বিম্বিসারের প্রার্থনায়

রাজগৃহে বাস করিতেছেন, তাঁহারই পদস্পর্শে বৈশালী দেশের সমস্ত উপদ্রব নষ্ট হইবে ; অমানব-ব্যাধি নিবৃত্ত হইবে।

তৎকালে বৈশালীদেশে যে সকল ভদ্রবংশ বাস করিতেছিল, সে সকল বংশ লেচ্ছবী ও বাসিষ্টাহ এই দুই শ্রেণীতে বিখ্যাত ছিল। লেচ্ছবীদিগের রাজার নাম তোমর। বাসিষ্ট বংশের কোন রাজা ছিল না। লেচ্ছবী রাজ তোমর দৈববাণী শ্রবণের পর বহুযত্নে রাজগৃহ হইতে বুদ্ধদেবকে আনয়ন করিয়াছিলেন। রাজা বিম্বিসারও ভগবান্ বুদ্ধের অনুগামী হইয়াছিলেন।

মহাবস্তুগ্রন্থে লিখিত আছে, রাজগৃহ হইতে গঙ্গানদী পর্য্যন্ত যে প্রশস্ত পথ ছিল, তাহা উত্তমরূপে সিক্ত, পরিমার্জ্জিত ও সজ্জিত করা হইয়াছিল এবং দুই ক্রোশ অন্তর এক একটি মণ্ডপ-সংবিধান অর্থাৎ পটমণ্ডপ বা বাসোপযুক্ত স্থান প্রস্তুত করা হইয়াছিল। বৈশালী দেশের লেচ্ছবীরাও বৈশালী হইতে গঙ্গানদী পর্য্যন্ত ঐরূপ সংবিধান করিয়াছিল। অনন্তর ভগবান্ গঙ্গাতীর্থে গমনপূর্ব্বক নৌকারোহণ করিলেন। নৌকার দ্বারা গঙ্গানদী উত্তীর্ণ হইয়া গঙ্গার পশ্চিম-তীরে এক দিন বাস করিলেন। অনন্তর লেচ্ছবী ও বাসিষ্টগণে পরিবৃত হইয়া বৈশালী-দেশে গমন করিলেন *। বুদ্ধের আগমনে দেশ সুভিক্ষ ও নিরুপদ্রব হইল এবং মরকভয়ও বিনাশপ্রাপ্ত হইল।

বৌদ্ধগণ বলিয়া থাকেন এবং মহাবস্তুগ্রন্থেও লিখিত আছে, বুদ্ধদেব বৈশালী গমন করিয়া মরকভয় নিবারণার্থ স্বস্ত্যয়ন গাথা গান করিয়াছিলেন। ইহার দ্বারা অনুমান করা যায় যে, পূর্ব্বে জ্ঞানী অজ্ঞানী সকল লোকেরই স্বস্ত্যয়ন-কার্য্যে বিশ্বাস ছিল। বুদ্ধদেব বৈশালী গমন করিয়া মরক-ভয় নিবারণার্থ যে স্বস্ত্যয়ন গাথা গান করিয়াছিলেন, পাঠকবর্গের গোচরার্থ আমরা এস্থলে তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত করিলাম।

ভগবানং দানি বৈশালীয়ে সাভ্যন্তর বাহিরায়ে স্বস্ত্যায়নং করোতি। স্বস্ত্যয়ন গাথাং ভাষতি।

নমোস্তু বুদ্ধায় নমোস্তু বোধয়ে
নমো বিমুক্তায় নমো বিমুক্তয়ে।

---

* রাজগৃহের উত্তরে পাটনার নীচে গঙ্গানদী। সেই গঙ্গার পশ্চিম পারে, অন্যূন ৬।৭ ক্রোশ-দূরে বৈশালী নগর ছিল, ইহা মহাবস্তু অবদান গ্রন্থের বর্ণনা অনুসারে অনুমিত হয়। মহাবস্তু গ্রন্থের ছত্রবস্তু প্রকরণের আরম্ভে লিখিত আছে, "অথ ভগবান্ অনন্নুপূর্ব্বেণ বৈশালী-মনুপ্রাপ্তঃ।" অনন্তর ভগবান পূর্ব্বদিকের বিপরীত দিক্ আভিমুখ্যক্রমে গমন করিয়া বৈশালী-দেশ প্রাপ্ত হইলেন। ইহা দেখিয়া অনুমান হয়, বৈশালীনগর রাজগৃহ হইতে পশ্চিমোত্তর দিকে অবস্থিত ছিল।

নমোস্তু জ্ঞানস্য নমোস্তু জ্ঞানিনো
লোকাগ্র শ্রেষ্ঠায় নমো করোথ ॥
যানীহ ভূতানি সমাগতানি
ভুম্যানি বা যানি অ অন্তরীক্ষে।
সর্ব্বানি বা আত্তমনানি ভূত্বা
শৃণ্বন্তু সন্ত্যয়নং জিনেন ভাষিতম্।
ইমস্মিং বা লোকে পরস্মিং বা পুনঃ
স্বর্গেষু বাযং রত্তনং পৃণীতং।
ন তং সমং অস্তি তথাগতেন
দেবাতিদেবেন নরোত্তমেন ॥
ইমং পি বুদ্ধে রতনং প্রণীতং
এতেন সত্যেন সু স্বস্তি ভোতু
মনুষ্যাতো বা অমনুষ্যাতো বা

*　　*　　*　　*

যং বুদ্ধশ্রেষ্ঠো পরিবর্ণয়ং শুচিং
যমাহু আনন্তরিয়ং সমাধিং।
সম্ভাধিনো তস্য মনো ন বিদ্যতে

*　　*　　*　　*

ইদং পি ধর্ম্মে রত্তনং প্রণীতং
এতেন সত্যেন সু স্বস্তি ভোতু।
মনুষ্যাতো বা অমনুষ্যাতো বা

*　　*　　*　　*

ইত্যাদি।*

লিখিত আছে, ভগবান এই স্বস্ত্যয়ন গাথা গান করিলে বৈশালীদেশের সমস্ত উপদ্রব শান্ত হইয়াছিল। তথায় তিনি কতিপয় অহ বাস করিয়া, পুনর্ব্বার মগধ দেশে আগমন করিয়াছিলেন।

---

* মহাবস্তু অবদান গ্রন্থের ছত্রবস্তু প্রকরণ দেখুন। এই ঘটনা অর্থাৎ বৈশালীগমন ও তদ্দেশের মরকনিবারণ যদিও শাক্যসিংহের বুদ্ধ হইবার পরে হইয়াছিল, পূর্ব্বে হয় নাই, তথাপি কোন এক উদ্দেশ্য রক্ষার জন্য এতৎস্থলে প্রকটিত করা হইল। পরে আর এ অংশ লিখিত হইবে না।

## সপ্তম পরিচ্ছেদ।

শাক্যসিংহের রামপুত্র-রুদ্রকের নিকট গমন—শিষ্যলাভ—রাজ গৃহ ত্যাগ করিয়া গয়ার গমন—কর্ত্তব্যচিন্তা—জ্ঞানসোপান—উরুবিল্লগমন—তাৎকালিক ধর্ম্মভাব বর্ণনা।

শাক্যসিংহ যখন মগধস্থ পাণ্ডবশৈলের গুহায় বাস করেন, সেই সময়ে রামপুত্র-রুদ্রক নামা জনৈক সংঘপতি পরিব্রাজক রাজগৃহ-নগরে আগমন করিয়াছিলেন। ইঁহার সঙ্গে সাত শত শিষ্য ছিল। রুদ্রক সাত শত শিষ্যের নেতা ও ধর্ম্মোপ-দেষ্টা। শাক্যসিংহ শুনিলেন, রুদ্রক নামা জনৈক বহুমানাস্পদ পণ্ডিত ও পূজিত আচার্য্য-রাজগৃহ নগরে আসিয়া বাস করিতেছেন, এবং তিনি সপ্ত শত শিষ্যের জ্ঞান গুরু। একদা রুদ্রকের সহিত শাক্যমুনির সাক্ষাৎ ঘটনা হইলে শাক্যমুনি মনে করিলেন, "অহমস্যান্তিকমুপসংক্রম্য ব্রততপমারভেয়ম্।" আমি ইঁহার নিকটে থাকিয়া ব্রত তপ ও সমাধি প্রভৃতি করিব। অনুমান হয়, ইনি আমা অপেক্ষা বিশিষ্টজ্ঞানী নহেন; তথাপি আমি ইঁহার শিষ্য হইয়া ইঁহার জ্ঞান ও সমাধি প্রত্যক্ষ করিব। এতদ্বিজ্ঞাত সংস্কৃত সমাধির অসারতা প্রদর্শন করিব। এবং নিজ সমাধির গুণবিশেষ উদ্ভাবন করিবার চেষ্টা করিব *। এইরূপ চিন্তা করিয়া ভগবান্ শাক্যসিংহ পরিব্রাজকাচার্য্য রামপুত্র রুদ্রকের শিষ্য হইলেন।

একদা শাক্যসিংহ রুদ্রককে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনার উপদেষ্টা কে? এবং আপনি কিরূপ ধর্ম্ম জ্ঞাত আছেন?"

রুদ্রক বলিলেন, "আমি স্বয়ংশিক্ষিত ও স্বয়ংজ্ঞাত।"

শাক্যমুনি পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি কিরূপ ধর্ম্ম জ্ঞাত আছেন।"

রুদ্রক বলিলেন, "নৈবসংজ্ঞান" ও "অসংজ্ঞায়তন" "নামক সমাধির উপায় জ্ঞাত আছি!"

শাক্যমুনি বলিলেন, "আমি তাহা আপনার নিকট লাভ করিতে ইচ্ছুক।"

রুদ্রক বলিলেন, "তাহাই হউক, তাহাই লাভ কর।"

---

* "রুদ্রকস্য রামপুত্রস্য সকাশ মুপসংক্রম্যাস্য সমাধিগুণবিশেষোদ্ভাবনার্থং শিষ্যত্ব মভ্যুপগম্য সংস্কৃতসমাধীনাং অসারতামুপদর্শয়েয়ম্।"
ইত্যাদি ললিতবিস্তর ১৭ অধ্যায় দেখ।

অনন্তর শাক্যমুনি রুদ্রকের নিকট উপদেশ গ্রহণ না করিয়া কোন এক নির্জন প্রদেশে গমন পূর্ব্বক ধ্যানস্থ হইলেন। পূর্ব্বোপার্জিত পুণ্যবিশেষের বলে, তপশ্চরণের প্রভাবে, ব্রহ্মচর্য্য সহকৃত প্রণিধান সহস্রের ফলে, শত শত প্রকারে সমাধি তাঁহার জ্ঞানগোচর হইয়াছিল; এক্ষণে তিনি ধ্যানস্থ হইয়া রুদ্রকের সমাধি বিনা উপদেশে আপনা আপনি জ্ঞাত হইতে পারিলেন। এক দিন রুদ্রকের অভিমুখীন হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহাশয়! ঐ দুই সমাধির পরে আর কোন জ্ঞাতব্য আছে কি না।" শুনিয়া রুদ্রক বলিলেন, "নাই।"

বোধিসত্ত্ব মনে মনে চিন্তা করিলেন, "রুদ্রকের শ্রদ্ধা, বীর্য্য, স্মৃতি, সমাধি ও প্রজ্ঞা অতিতুচ্ছ—অতি অকিঞ্চিৎকর। রুদ্রকের জ্ঞেয়-পথে নির্ব্বেদ, বিরাগ, নিরোধ, উপশম, সম্বোধ ও নির্ব্বাণ লাভের সম্ভাবনা নাই। অতএব "অলং মমানেন" ইহাতে আমার প্রয়োজন নাই।" এইরূপ চিন্তা করিয়া জ্ঞানপ্রবীর শক্যসিংহ সেই সশিষ্য রুদ্রক রামপুত্রকে পরিত্যাগ করিয়া স্থানান্তর গমন করিলেন।

শাক্যসিংহ রুদ্রকের নিকট অধিক দিন থাকিলেন না, শিষ্যও হইলেন না, অথচ স্বল্পায়াসে রুদ্রকের বিদ্যা অধিগত করিয়া চলিয়া গেলেন, এই ব্যাপার দেখিয়া রুদ্রকের পাঁচ জন প্রধান শিষ্য, পরস্পর বিচার করিল, চিন্তা করিল, "আমরা যাহার জন্য বহুকাল ব্রততপঃ করিতেছি, যত্ন করিতেছি, অথচ লাভ করিতে পারিতেছি না, গৌতম তাহা অতি স্বল্পদিনে ও সামান্য কষ্টে লাভ করিল, অথচ তাহা তাহার রুচিকর—তৃপ্তিকর হইল না। সে ইহা অপেক্ষাও অধিক জ্ঞান অন্বেষণ করে। গৌতমের যেরূপ ক্ষমতা—তাহাতে বোধ হয় গৌতম শীঘ্রই লোকাতীত, সর্ব্বোত্তর পথ দেখিতে পাইবে, সর্ব্বোৎকৃষ্ট উপদেষ্টা হইবে। যদি এখন হইতে গৌতমের শিষ্য হই, তাহা হইলে গৌতম অবশ্যই আমাদিগকে স্বীয়সাক্ষাৎকৃত ধর্ম্ম উপদেশ করিবে।" অনন্তর সেই শিষ্যপঞ্চক পরস্পর ঐরূপ পরামর্শ করিয়া অবশেষে রুদ্রকের শিষ্যতা ত্যাগ করিয়া গৌতম শাক্যসিংহের শিষ্যতা গ্রহণ করিল।* ভগবান্ শাক্যসিংহ এত দিন একাকী ভ্রমণ করিতেন, এক্ষণে তিনি শিষ্যপঞ্চকে পরিবৃত হইলেন। শিষ্যপঞ্চক লাভের পর তাঁহার রাজগৃহ-বাস ভাল লাগিল না; সুতরাং তিনি মগধের নানা স্থান ভ্রমণ করিতে লাগিলেন।

* এই পাঁচ জন শাক্যসিংহের প্রথম শিষ্য—বুদ্ধ হইবার পূর্ব্বের শিষ্য। ইহাদের নাম পরে ব্যক্ত হইবে।

রাজগৃহ নগরের পশ্চিম দক্ষিণ ৬ ক্রোশ দূরে সুপ্রসিদ্ধ গয়া নামক স্থানে * অন্য এক দল সন্ন্যাসী বাস করিত। তাহারা কোন এক পর্ব্বোৎসব উপলক্ষে বোধিসত্ত্বকে আহ্বান করিলে, বোধিসত্ত্ব শিষ্যসহ গয়ায় আগমন করিয়াছিলেন। তৎকালে গয়া অতি সুরম্য স্থান ছিল (এখনও বটে); সুতরাং তিনি এক্ষণে রমণীয় গয়াবাস মনোনীত করিলেন।

মুক্তিপ্রার্থী শাক্যসিংহ সর্ব্বদাই চিন্তা করিতেন, কি উপায়ে তাঁহার মুক্তিলাভ হইবে। পাঁচ জন শিষ্য ছায়ার ন্যায় তাঁহার অনুবর্ত্তন করিত। তিনি শিষ্য সহ ধ্যানপরায়ণ ও ভিক্ষাব্রতী হইয়া রমণীয় গয়পর্ব্বতে বাস করিতেন।

এক দিন সহসা তাঁহার মনোমধ্যে এই জ্ঞান উদিত হইল যে, "যে সকল ব্রাহ্মণ ও শ্রমণ (সন্ন্যাসী) শরীরে ও মনে কামনার বিষয় হইতে দূরে গমন করিতে পারে নাই, অথচ কামনার বিষয় সমূহের আনন্দাদি হইতে নিবৃত্ত হইয়াছেন, নিবৃত্ত হইয়া আত্মা ও শরীর সম্পর্কীয় বিবিধ দুঃখ অনুভব করিতেছেন, তাঁহারা কখনই মনুষ্যধর্ম্ম হইতে উত্তীর্ণ হইয়া আর্য্যবিজ্ঞানবিশেষ সাক্ষাৎকার করিতে সমর্থ হইবেন না। যেমন অগ্নিপ্রার্থী পুরুষ আর্দ্রকাষ্ঠ লইয়া আর্দ্রকাষ্ঠে ঘর্ষণ করিলে অগ্নি পায় না, সেই রূপ, যাঁহারা কামনার বিষয় হইতে দূরে গমন করেন নাই, অথবা গমন করিয়াছেন, কিন্তু কামকে ও কামনার আনন্দাদিকে অতিক্রম করিতে পারিতেছেন না, তাঁহারা মনুষ্য ধর্ম্মাতীত আর্য্যজ্ঞানদর্শনবিশেষ লাভ করিতে পারেন না। যে অগ্নি চাহিবে—তাহাকে শুষ্ক কাষ্ঠ লইয়া শুষ্ক কাষ্ঠ ঘর্ষণ করিতে হইবে। কিন্তু আমি এখন কামনার বিষয় হইতে—অধিকার হইতে—শরীরে ও মনে দূরে অবস্থিতি করিতেছি—আনন্দাদি হইতেও নিবৃত্ত হইয়াছি—সুতরাং এক্ষণে আমি যদ্দ্বারা আত্মার পুনরাগমন হয়—পুনরুৎপত্তি হয়—যদ্দ্বারা শরীরে ক্লেশাদি হয়—সেই বেদনা (জ্ঞান ও জ্ঞানসংস্কার) আমি নিরুদ্ধ করিতে বা বিনাশ করিতে সমর্থ হইব। নিশ্চিত আমি ঐ মনুষ্যধর্ম্ম হইতে উত্তীর্ণ হইয়া আর্য্যজ্ঞানবিশেষ সাক্ষাৎকার করিতে পারক হইব।"

গয়াবিহারী তপস্বী বুদ্ধদেবের মনে বর্ণিতপ্রকার প্রতীতি দৃঢ়তর অঙ্কিত

---

* গয়া অতি প্রাচীন ও প্রসিদ্ধ স্থান। বুদ্ধের সময়েও এই স্থান প্রসিদ্ধ ছিল। গয়ার বিষ্ণুপাদপদ্ম পূর্ব্বে তত প্রসিদ্ধ ছিল না। মহাভারতে দেখা যায়, যুধিষ্ঠির তীর্থযাত্রা প্রসঙ্গে গয়ায় আসিয়া গয়-পর্ব্বতে বাস ও ফল্গুতীর্থে স্নানদানাদি করিয়াছিলেন। বিষ্ণুপদের শ্রাদ্ধাদি করেন নাই। ইহাতে কেহ কেহ অনুমান করেন, বিষ্ণুপদ বুদ্ধের পরে প্রখ্যাত হইয়াছে।

হইল। তখন তিনি এইরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইলেন যে, যেমন ইন্দ্রিয়দিগকে ও চিত্তকে বিষয় হইতে ও আনন্দাদি হইতে নিবৃত্ত করিতে হইবে, তেমনি, তদনুরূপ কঠোরনির্য্যাতন দ্বারা আত্মাকে, চিত্তকে ও শরীরকে কৃশদুর্ব্বল করিতেও হইবে। তাঁহার তখন এইরূপ দৃঢ় বিশ্বাস হইল যে, কৃচ্ছ্রসাধনে মনুষ্যের অনুত্তম অলৌকিক শক্তি জন্মে, তদ্বলে তাহার সম্পূর্ণরূপ আত্মদৃষ্টি প্রসূত হয়।

একদা তিনি যদৃচ্ছাক্রমে ভ্রমণ করিতে করিতে উরুবিল্ল গ্রামের নিকটে এক সুরম্য স্থানে গিয়া উপনীত হইলেন। সেখানে দেখিলেন স্বচ্ছসলিলা নৈরঞ্জনা অনল্পবেগে প্রবাহিত হইতেছে। তাহার অবতরণ স্থান (স্নানের ঘাট) অতি পরিপাটী! তীরদ্রুম সকল নিবিড় ও লতাকুঞ্জে শোভিত। ইহার অনতিদূরে অনেকগুলি গোচরগ্রাম। যতদূর চক্ষু যায়—তত দূরই শ্যামবর্ণ শস্যক্ষেত্র, দেখিলে শরীর মন শীতল হয়।* এই সুরম্য স্থান দেখিয়া ভগবান্ বোধিসত্ত্বের মন বড়ই প্রফুল্ল হইল এবং এই স্থানে থাকিয়া ধ্যান ধারণা সমাধিরূপ তপশ্চর্য্যা করা মনস্থ করিলেন। আরও ভাবিলেন, এই ভূপ্রদেশ অত্যন্ত রমণীয়, এই স্থানে থাকিলেই মনের ও মনোবৃত্তির লয় সাধিত হইতে পারিবে। আর আমার অন্য প্রয়োজন নাই, একণে ইহাই আমার অনুরূপ ও যথেষ্ট। এইরূপ চিন্তার পর তিনি শিষ্যসহ তপস্যার্থ এই মনোরম্য স্থান গ্রহণ করিলেন।

প্রথম দিনে তিনি আপনার উদ্দেশ্য, আপনার প্রথম কর্ত্তব্য, জগতের অবস্থা তাৎকালিক লোকের জ্ঞানধর্ম্মাদির প্রণালী, পর্য্যালোচনা করিলেন। তিনি ভাবিলেন, আমি পূর্ণপাপকালে † জম্বুদ্বীপে অবতীর্ণ হইয়াছি। এই কালের লোকের মোহ বা মিথ্যাদৃষ্টিবশতঃ অনুপযুক্ত কৃচ্ছ্রসাধন দ্বারা বৃথা শুদ্ধি ইচ্ছা

---

* উরুবিল্ল। এক্ষণে ইহা উরাইল নামে পরিচিত। এই উরাইল বর্ত্তমান বুধগয়ার পূর্ব্বদিকে অর্দ্ধক্রোশ পরিমিত দূরে অবস্থিত আছে। পূর্ব্বে ইহাকে উরুবিল্ল বলিত। উরুবিল্ল-নামক জনৈক সেনাপতি এই স্থানে বাস করিত বলিয়া প্রথমে উরুবিল্ল সেনাপতি গ্রাম বলিয়া বিখ্যাত হয়, তৎপরে কেবল মাত্র উরুবিল্ল নামে পরিচিত হয়। এখন ইহা উরাইল। "যেনোরুবিল্ল সেনাপতিগ্রামক স্তদনুসৃতস্তদনুপ্রাপ্তোঽভূৎ" ইত্যাদি ললিতবিস্তর দেখ। নৈরঞ্জনা—ইহা ফল্গুনদীর একটা শাখা। গোচরগ্রাম—গোপপল্লী। গোয়ালেরা প্রভূত তৃণপত্রাদিযুক্ত স্থানেই বাস করে।

† পূর্ণপাপকাল অর্থাৎ কলিকাল। "পঞ্চকষায়কালেঽহমিহ জম্বুদ্বীপে ঽবতীর্ণঃ।" এই ললিতবিস্তরের লিখিত বুদ্ধবাক্যটির অর্থ "আমি কলিকালে জম্বুদ্বীপে অবতীর্ণ হইয়াছি।" বুদ্ধদেব জানিতেন, আমি কলিকালে জন্মিয়াছি এবং এই কাল পাপকাল।" বুদ্ধদেবের এই জ্ঞানে বিশেষ রহস্য আছে।

করিতেছে। যথার্থ বস্তু কি? শুদ্ধি কি? পথ কি? যথার্থ তপস্যা কি? তাহা জানিতেছ না। তদ্‌যথা—কেহ মন্ত্রবিচার, কেহ মন্ত্রবর্জন, কেহ মৎস্যমাংস ত্যাগ, কেহ বার্ষিক ব্রত, কেহ মাসিকব্রত, কেহ সুরাপানত্যাগ, কেহ ফলপত্রভক্ষণ, কেহ অযাচিতান্ন ভক্ষণ, কেহ ভিক্ষান্নভোজন, কেহ শাকভোজন, কেহ কুশপত্রশায়ী, কেহ পঞ্চগব্যপায়ী, কেহ গার্হস্থ্য, কেহ বানপ্রস্থ, কেহ গোব্রত, কেহ মৌন, কেহ বীরাসনাদি, কেহ একাহার, কেহ নিরাহার, কেহ ২।৩।৪।৫।৬ দিন অন্তরে ভোজন, কেহ দ্বাদশাহসাধ্য ব্রত, কেহ পঞ্চদশাহব্রত, কেহ চান্দ্রায়ণ কেহ পক্ষিপক্ষধারণ, কেহ মুঞ্জ নামক তৃণের আসন, কেহ কুশাসন, কেহ বল্কলাসন, কেহ কম্বলাসন, কেহ মৃগচর্ম্মাসন, কেহ আর্দ্রবস্ত্র, কেহ কৌপীনবস্ত্র, কেহ ভস্মশয়ন, কেহ স্থণ্ডিলশয়ন, কেহ প্রস্তরশয়ন, কেহ চর্ম্মশয্যাশয়ন, কেহ এক বস্ত্র, কেহ দ্বিবস্ত্র, কেহ নগ্ন, কেহ তীর্থস্নান, কেহ পুণ্যস্নান, কেহ কেশধারণ, কেহ জটাধারণ, কেহ ধূলিম্রক্ষণ, কেহ ভস্মম্রক্ষণ, কেহ মৃত্তিকালেপন, কেহ রোমধারণ, কেহ মুঞ্জ নামক তৃণের মেখলা ধারণ, কেহ হস্তে করঙ্ক ধারণ, ত্রিদণ্ডধারণ, কপালপাত্রধারণ, খট্টাঙ্গধারণ, প্রভৃতি দ্বারা শুদ্ধি হয়—পাপক্ষয় হয়—মনে করিতেছে। কেহ ধূমপান, অগ্নি সেবা, সূর্য্যনিরীক্ষণ পূর্ব্বক তপস্যা করিতেছে। কেহ বা পঞ্চতপা, কেহ একপদ, কেহ উর্দ্ধপদ, কেহ উর্দ্ধবাহু হইয়া তপঃসঞ্চয় করিতেছে। তুষাগ্নিমরণ, কুম্ভকদ্বারা মরণ, ভৃগুপতন, অগ্নিপ্রবেশ, জলপ্রবেশ, অনশনমরণ ও তীর্থমরণের দ্বারা অভীষ্টলাভ অন্বেষণ করিতেছে। কেহ প্রণবজপের দ্বারা, কেহ বষট্‌কারের অর্থাৎ যজ্ঞের দ্বারা, কেহ স্বধার দ্বারা অর্থাৎ শ্রাদ্ধের দ্বারা, কেহ বা স্বাহাকারের অর্থাৎ হোমের দ্বারা নিষ্পাপ হইবার চেষ্টা করিতেছে। কেহ প্রার্থনা, স্তুতি, নমস্কার দেবতার্চন, মন্ত্রজপ, অধ্যয়ন ও নির্ম্মাল্যাদিধারণে পবিত্র হইবার ইচ্ছা করিতেছে। অনেক লোকেই অহংপবিত্র ভ্রমে ব্রহ্মা, ইন্দ্র, রুদ্র, বিষ্ণু, দেবী, কুমার কার্ত্তিকেয়, মাতৃগণ, কাত্যায়নী, চন্দ্র, সূর্য্য, কুবের, বরুণ, বাসব, অশ্বিনীকুমার, নাগ, যক্ষ গন্ধর্ব্ব, অসুর, গরুড়, কিন্নর, মহাসর্প, রাক্ষস, প্রেত, ভূত, পিশাচ প্রভৃতিকে নমস্কার করিতেছে এবং ঐ সকলকে সার বিবেচনা করিতেছে।

পুণ্যলাভ প্রত্যাশায় অনেক লোকেই গিরি, নদী, উৎস, সরোবর, হ্রদ, তড়াগ, সাগর, পল্বল, পুষ্করিণী, কূপ, চত্বর, প্রভৃতি স্থানের আশ্রয় লইতেছে এবং ত্রিশূল প্রভৃতিকে নমস্কার করিতেছে। দধি, ঘৃত, সর্ষপ, যব, দূর্ব্বা মণি, কনক ও

রজত প্রভৃতির দ্বারা মঙ্গল হয়, বিবেচনা করিতেছে। এই উৎকট সময়ে প্রত্যেক অজ্ঞানাচ্ছন্ন জীব সংসারভয়ে ভীত হইয়া তৎপরিত্রাণার্থ ঐরূপ ঐরূপ ক্রিয়াকলাপের আশ্রয় লইতেছে; কিন্তু হায়! ঐ সকল হইতে যে সংসারভয় নিবারিত হয় না—তাহা তাহারা একবারও মনে করিতেছে না।

কেহ মনে করিতেছে, পুত্রের দ্বারাই আমাদের স্বর্গ ও অপবর্গ হইবে। সমস্ত জীবলোক এবম্প্রকার মিথ্যাপথে গমন করতঃ অশরণে শরণ, অমঙ্গলে মঙ্গল ও অশুদ্ধে শুদ্ধ জ্ঞান করিয়া নষ্ট হইতেছে। এই সময়ে ইহাদিগকে প্রকৃত পথ কি? প্রকৃত মঙ্গল কি? প্রকৃত শুদ্ধতা কি? তাহা জানাইব। যথার্থ ব্রত-তপস্যা কিরূপ? তাহা আমি শিখাইব, ধ্যান কি তাহাও শিখাইব, ধর্ম্মবিনাশ-পূর্ব্বক ভববন্ধন-নাশক যথার্থ যোগ কি? তাহাও দেখাইব। *

এইরূপ চিন্তার পর লোকহিতপ্রার্থী ভগবান শাক্যসিংহ সেই নির্ম্মলসলিলা নৈরঞ্জনার তীরবনে সুদুশ্চর যাড়্বার্ষিক তপস্যায় মনোনিবেশ করিলেন এবং তাঁহার সেই পাঁচ জন শিষ্য তাঁহার দেহ রক্ষার্থ যত্নতৎপর থাকিল।

---

## অষ্টম পরিচ্ছেদ।

শাক্যসিংহের তপস্যা—বোধিমূলে গমন—ধ্যানযোগ—মারবিজয়—নির্বাণ লাভ—ধর্ম্ম-প্রচার-চিন্তা—আহার-গ্রহণ।

কথিত আছে, বুদ্ধদেব নৈরঞ্জনানদীতীরে ৬ বৎসর পর্য্যন্ত উৎকটতর তপস্যা করিয়াছিলেন এবং অবিচ্ছেদে ৬ বৎসর তাদৃশ উৎকট তপস্যা করিয়াও তিনি নির্ব্বাণ বা অভিমত জ্ঞান লাভ করিতে পারেন নাই। অবশেষে বোধি-দ্রুম তলে গমন পূর্ব্বক ধ্যানের অভিনব পথ উদ্ভাবন করতঃ কেবল ও বিশুদ্ধ নির্ব্বাণ জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

---

* এই অনুবাদিত বুদ্ধবাক্য পাঠ করিয়া দেখুন, বুদ্ধদেবের সময় এদেশে কিরূপ ধর্ম্মভাব ও কিরূপ ধার্ম্মিক সম্প্রদায় বিদ্যমান ছিল। এই বুদ্ধ বাক্য পাঠে জানা যায়, তৎকালে এদেশে সমুদায় বৈদিক ধর্ম্ম, স্মার্ত্তধর্ম্ম ও পৌরাণিক ধর্ম্ম বিদ্যমান ও প্রচলিত ছিল। কেবল মাত্র আধুনিক তন্ত্রোক্ত অনুষ্ঠান ছিল না। তৎকালে তন্ত্রশাস্ত্র অধিক প্রচারিত থাকিলে অবশ্যই তাহার কোন না কোন অংশ ঐ সকল বাক্যের সহিত সংকলিত হইত। এই বুদ্ধবাক্য দেখিয়া অনুমিত হয়: বর্ত্তমান তন্ত্রশাস্ত্র বুদ্ধের পরে এবং স্মৃতি ও পুরাণ, বুদ্ধের অনেক পূর্ব্বে রচিত হইয়াছিল। দু একটী কথা যাহা আছে, তাহা পৌরাণিক অর্থাৎ পুরাণাদিতেও আছে।

ভগবান্ শাক্যসিংহ যেরূপ উৎকট তপস্যা করিয়াছিলেন সেরূপ উৎকট তপস্যা কেহ কখনও করিতে পারিয়াছিলেন, কি না সন্দেহ। বৌদ্ধেরা বলে, যাহারা ভবিষ্যতে বুদ্ধ হইবে এবং যাহারা আস্ফানক-ধ্যান করিতে সমর্থ, তাহারাই কেবল তাদৃশ দুশ্চর তপস্যা করিতে পারে, অন্যে পারে না। (আস্ফানক ধ্যান কি তাহা পরে ব্যক্ত হইবে।)

বুদ্ধদেব শিষ্যগণের নিকট বলিয়াছিলেন—"শিষ্যগণ! আমি ইহলোকে অদ্ভুত অনুষ্ঠান দেখাইবার জন্য, শাস্ত্রকারগণের দর্পবিঘাতের জন্য, পরপ্রবাদীদিগকে নিগ্রহ করিবার জন্য, কর্ম্মক্রিয়াপরিত্যাগীদিগের কর্ম্মে প্রবৃত্তি জন্মাইবার জন্য, পুণ্য উদ্ভাবনের জন্য, জ্ঞানবল লাভের জন্য, বুদ্ধজ্ঞানসাক্ষাৎকারের জন্য, ধ্যানের অঙ্গবিভাগ স্থির করিবার জন্য, চিত্তের স্থিরতা ও মনের প্রভূত বল উৎপাদনের জন্য, তাদৃশ উৎকট তপস্যা করিয়াছিলাম।"* বুদ্ধের এই কথায় বেশ বুঝা যাইতেছে, বুদ্ধদেব তপস্যাকে সফল বলিয়া জানিতেন বা মনে করিতেন, এবং তপস্যা করিলে যে ঐ সকল ফল অবশ্যম্ভাবী, ইহাও তাঁহার বিশ্বাস ছিল।

হিন্দুদিগের পুরাণাদি-শাস্ত্রে ঋষিমুনিদিগের যেরূপ দুশ্চর তপস্যাপ্রণালী শুনা যায়, শাক্যসিংহের তপস্যাপ্রণালীও প্রায় সেইরূপ। পরন্তু তাঁহার উদ্দেশ্যের সহিত পূর্ব্বমুনিদিগের উদ্দেশ্যের একরূপতা ছিল কি না সন্দেহ। শাক্যসিংহের তপস্যায়, আর পূর্ব্বমুনিগণের তপস্যায়, উদ্দেশ্যবিষয়ে প্রভেদ থাকাতেই বিভিন্ন বলিয়া প্রতীত হয়, কিন্তু বাহ্যিক অনুষ্ঠানে কিছুমাত্র বিভিন্নতা দেখা যায় না।

শাক্যসিংহের তপস্যা কিরূপ? তিনি কি প্রকার তপস্যার অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন? তাহা অনুপূর্ব্বাক্রমে বর্ণিত হইতেছে। তদ্ যথা—

দৃঢ়প্রতিজ্ঞ শাক্যসিংহ বুদ্ধসংকল্পধারণ ও প্রবল উৎসাহ আহরণ পূর্ব্বক নৈরঞ্জনাতীরে তৃণময় ভূমিতে যোগাসন ন্যস্ত করিয়া উপবিষ্ট হইলেন। পরে প্রবলবল চিত্তের দ্বারা স্বকীয় শরীর নিগৃহীত করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।† যেমন বলবান্ পুরুষ দুর্ব্বল পুরুষের গলদেশ ধারণপূর্ব্বক নিষ্পীড়িত করে, ভগবান্ শাক্যসিংহ তদ্রূপ ইচ্ছাবেগসমুদ্দীপিত প্রবলবল চিত্তের দ্বারা শরীরকে নিষ্পীড়িত বা নিগৃহীত করিতে লাগিলেন। শরীরক্রিয়া ও ইন্দ্রিয়বৃত্তি যতই নিষ্পীড়িত

---

* ললিতবিস্তরের ১৭ অধ্যায় দেখ।

† অর্থাৎ শারীরিক ক্রিয়া রুদ্ধ করিতে লাগিলেন।

হইতে লাগিল, নিরুদ্ধ হইতে লাগিল, ততই তাঁহার কক্ষ ও ললাট দিয়া ঘর্ম্ম-নিস্রাব হইতে লাগিল। নিদারুণ শীতকাল, বিশেষতঃ রাত্রি, তাহাতে আবার নিরাচ্ছাদিত নদীতীর,—তথাপি তাঁহার দেহে ঘর্ম্মস্রোত বহিল। *

নিগ্রহযোগ আয়ত্ত হইলে, শাক্যসিংহ ভাবিলেন, এখন আমি আস্ফানক ধ্যান করিব। কুম্ভকযোগে মনোবৃত্তির লয় করার অথবা বাহ্যচৈতন্য লুপ্ত করার নাম আস্ফানক ধ্যান। এই ধ্যানের কোনরূপ অবলম্বন নাই; সুতরাং ইহা নিরালম্ব-ধ্যান। শ্বাসপ্রশ্বাস রুদ্ধ করিয়া, মনোবৃত্তির অনুত্থান করতঃ এই ধ্যান নিষ্পন্ন করিতে হয়। ললিতবিস্তর গ্রন্থে লিখিত আছে, "আশ্বাস-প্রশ্বাসানুপরোধয়তি—সন্নিরোধয়তি। অকম্প্রং তদ্ধ্যানম্ অবিকল্প্রমনিঙ্গমমপ্রনীতমস্পন্দনং সর্ব্বত্রানুগতঞ্চ সর্ব্বত্র চানি মৃতম্।" আস্ফানকধ্যানে শ্বাস প্রশ্বাস রুদ্ধ করিতে হয়। এ ধ্যান নিষ্কম্প, নিশ্চল, নিস্পন্দ, সর্ব্বানুগত ও সর্ব্বত্র অনিঃসৃত অর্থাৎ পূর্ণ। "আকাশসমং তজ্ঝ্যানং তেন চোচ্যতে আস্ফানকমিতি।" এই আস্ফানক ধ্যান আকাশের ন্যায় অর্থাৎ আকাশের স্ফুরণ যদ্রূপ ইহাতে চিত্তের অবস্থা তদ্রূপ। † অনন্তর আস্ফানক ধ্যান অনুষ্ঠিত হইলে তাঁহার মুখ নাসিকার বায়ু অর্থাৎ শ্বাস প্রশ্বাস অবরুদ্ধ হইল। মুখনাসিকাপথ অবরুদ্ধ হইলে, শরীরে কুম্ভবৎ পরিপূর্ণ বাহ্য বায়ু প্রবলবেগে মহাশব্দে কর্ণছিদ্র দিয়া বহির্গত হইতে লাগিল। তাহা দেখিয়া তিনি পুনরপি আস্ফানক ধ্যান অবলম্বন করিলেন অর্থাৎ কুম্ভিত বায়ু যাহাতে কর্ণপথে না যায়, তদুপযোগী উপায় অবলম্বন করিলেন। এই দ্বিতীয় আস্ফানক ধ্যানে তাঁহার মুখ, নাসিকা, শ্রোত্র, সমস্তই রুদ্ধ হইল। কুম্ভিত বায়ু তখন উর্দ্ধগামী হইয়া, তাঁহার শিরঃকপালে গিয়া (মাথার খুলির অভ্যন্তর ভাগে গিয়া) আঘাত করিল। এই তৃতীয় উদ্ঘাত কালে তাঁহার কুণ্ডলী (চেতনা শক্তি) শিরঃকপালে অর্থাৎ চিত্তস্থানে (মস্তিষ্কে) গিয়া একীভূত বা বিলয় প্রাপ্ত হইল। এখন তিনি নিশ্চল, নিস্পন্দ। ‡ বুদ্ধদেবের এই কুম্ভকসমাধি লিখিতে গিয়া আর্য্যযোগীর নিম্নলিখিত কথাটী মনে পড়িল।—

* আমাদের যোগশাস্ত্রে যাহাকে শম-দম-সাধন বলে, বৌদ্ধেরা তাহাকে শরীরনিগ্রহ বলে। শাক্যসিংহ কয়েক মাস ব্যাপিয়া এই নিগ্রহ সাধন করিলেন এবং তাহাতে সিদ্ধিলাভও করিলেন।

† আমাদের যোগ শাস্ত্রে ইহাকে কুম্ভক-সমাধি বলে।

‡ "তদ্ যথাপি নাম ভিক্ষবঃ পুরুষঃ কুণ্ডয়া শক্ত্যা শিবঃ কপালমুপহন্যাৎ।" ইত্যাদি। লং। কেহ কেহ কুণ্ডা শব্দের মৃৎপাত্র অর্থ লক্ষ্য করিয়া এইরূপ অর্থ করিয়া থাকেন। "যেমন কোন পুরুষ বলপূর্ব্বক মস্তকে কুণ্ডাঘাত করে, অবরুদ্ধ বায়ুও সেইরূপ আঘাত করিল।"

"যং ধ্যায়ন্তি বুধাঃ সমাধিসময়ে
শুদ্ধং বিয়ৎ-সন্নিভম্" ইত্যাদি।

এই সময়ে কোন দর্শক লোক তাঁহাকে মৃত বিবেচনা করিয়াছিলেন। বৌদ্ধেরা বলে, এবং ললিতবিস্তর গ্রন্থেও লিখিত আছে, এই দিবসের অর্দ্ধরাত্রে বুদ্ধমাতা মায়াদেবী স্বর্গ হইতে বোধিসত্ত্বকে দেখিতে আসিয়াছিলেন। পুত্রের তাদৃশ অবস্থা দেখিয়া তিনিও রোদন করিয়াছিলেন। তদ্ যথা—

"যদা জাতোঽসি মে পুত্র! বনে লুম্বিনিসাহ্বয়ে।
সিংহবচ্চাগৃহীত স্বং ক্রান্তঃ সপ্ত পদান্ স্বয়ম্॥
দিশশ্চালোক্য চতুরো বাচা তে বাহৃতা শুভা।
ইয়ং মে পশ্চিমা জাতিঃ সা তে ন পরিপূরিতা॥
অসিতেনাসিনি দৃষ্টো বুদ্ধোলোকে ভবিষ্যতি।
ক্ষুন্নং ব্যাকরণং তস্য ন দৃষ্টা তেন নিত্যতা॥
চক্রবর্ত্তিশ্রিয়ং পুত্র! নাপি ভুক্তা মনোরমা।
ন চ বোধিমনুপ্রাপ্তা জাতোঽসি নিধনং বনে॥
পুত্তার্থে কং প্রপদ্যামি কস্য ক্রন্দামি দুঃখিতা।
* * * *

পুত্র! তুমি যখন লুম্বিনি-বনে জন্মগ্রহণ কর, তখন তুমি সিংহবিক্রমে সপ্ত পদ গমন করিয়াছিলে। চতুর্দ্দিক নিরীক্ষণ করিয়া বলিয়াছিলে, এই আমার শেষ জন্ম, আর আমি জন্মগ্রহণ করিব না। কিন্তু হায়! তোমার সে বাক্য সফল হইল না। অসিত মুনি বলিয়াছিলেন, তুমি বুদ্ধ হইবে; কিন্তু এক্ষণে দেখিতেছি, সেই ঋষিবাক্য মিথ্যা হইল। পুত্র! তুমি মনোরম রাজশ্রী ভোগ করিলে না, বুদ্ধও হইলে না। বনে জন্মিয়াছিলে, এখন বনেই নিধনপ্রাপ্ত হইলে! এখন আমি পুত্র বলিয়া কাহার নিকট যাইব, কাহার নিকটেই বা কাঁদিব!

রোদনশব্দে বুদ্ধের যোগভঙ্গ হইল—নিমীলিতনেত্র উন্মীলিত হইল। তিনি দেখিলেন, এক দিব্যরূপা নারী রোদন করিতেছেন। জিজ্ঞাসা করিলেন,—

"কৈষাতীব করুণং রুদতে
প্রকীর্ণকেশী চ বিবৃত্তশোভা।
পুত্তং হ্যতীব পরিদেবয়ন্তী
বিচেষ্টমানা ধরণীতলস্থা॥"

কে তুমি আলুলায়িতকেশে ও দুঃখে অশোভমানা হইয়া অত্যন্ত করুণ বিলাপ করিতেছ? পুত্র পুত্র বলিয়া রোদন করিতেছ? আর ধূল্যবলুণ্ঠিতা হইতেছ?

মায়াদেবী প্রত্যুত্তর করিলেন,—

"ময়া তু দশ মাসান্ বৈ কুক্ষৌ বজ্রইব ধৃতঃ।
সা তেঽহং পুত্তকা মাতা বিলপামি সুদুঃখিতা॥"

পুত্র! আমি তোমাকে দশ মাস গর্ভে ধারণ করিয়াছিলাম, আমি তোমার মাতা। অতি দুঃখে বিলাপ করিতেছি!

শুনিয়া বোধিসত্ত্ব দয়ার্দ্র হইলেন এবং আশ্বাসবাক্য উচ্চারণ করিলেন। বলিলেন, "ন ভেতব্যম্—শ্রম তে সফলং করিষ্যামি।" ভয় নাই—আমি আপনার কষ্ট দূর করিব। অসিত মুনির বাক্য মিথ্যা হইবে না—নিশ্চিত আমি বুদ্ধ হইব।

"অপি শতধা বসুধা বিকীর্য্যতে
মেরুঃ প্লবে চাম্ভসি রত্ন-শৃঙ্গঃ।
চন্দ্রার্ক তারাগণ ভূপতেত
পৃথগ্‌জনো নৈব অহং ম্রিয়েঽহম্॥"

যদি পৃথিবী শতধা বিকীর্ণ হয়, সুমেরু পর্ব্বত জলে প্লবমান হয়, চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ তারকা ভূপতিত হয়, তথাপি আমি প্রাকৃত মনুষ্যের ন্যায় মরিব না।

আপনি শোক করিবেন না, আমার জন্য চিন্তা করিবেন না, শীঘ্রই দেখিবেন, আমি বোধিপ্রাপ্ত হইয়াছি।

এইরূপে ভগবান্ বোধিসত্ত্ব দুঃখিনী জননীকে আশ্বাসিত করিয়াছিলেন, এবং মায়াদেবীও কথঞ্চিৎ আশ্বস্তা হইয়া অপ্সরোগণ সহ পুনর্ব্বার তুষিতপুরে গমন করিয়াছিলেন।

কিছুকাল গত হইল। একদা শাক্যসিংহের মনে হইল, ব্রাহ্মণগণ ও যতিগণ বলিয়া থাকেন, অল্পাহার দ্বারা চিত্তশুদ্ধি হয়; অতএব আমিও অল্পাহার আশ্রয় করিব। অনন্তর তিনি কোন দিন একটী মাত্র কোলফল, একটী মাত্র তিল, কখন একটী তণ্ডুল, কখন বা বারিমাত্র আহার করিয়া জীবন ধারণ করিতে লাগিলেন এবং অহরহ ও নিরন্তর আস্ফানক ধ্যানে নিমগ্ন থাকিলেন। ক্রমে তাঁহার শরীর অত্যন্ত ক্ষীণ হইল, তথাপি ধ্যান পরিত্যাগ করিলেন না এবং আহার গ্রহণও করিলেন না। কিছুকাল অতীত হইলে, পুনর্ব্বার তাঁহার মনে হইল, শ্রমণ ব্রাহ্মণেরা অনাহার দ্বারা বুদ্ধি নির্ম্মল হওয়ার কথা বলিয়া থাকেন; অতএব আমিও অনাহার ব্রত অবলম্বন করিব। পরে অনাহার-ব্রতেও কয়েক বৎসর অতিবাহিত হইল। এই সময়ে তাঁহার শরীর এতকৃশ ও দুর্ব্বল হইয়াছিল যে, কেবলমাত্র কয়েক খানি শুষ্ক অস্থি ভিন্ন অন্য কিছুই তাঁহার শরীরে পরিদৃশ্য হইত না এবং ঈদৃক্ অবস্থাতেও তিনি ধ্যানচ্যুত হন নাই।

ললিতবিস্তর গ্রন্থে লিখিত আছে, ভগবান্ শাক্যসিংহ বুদ্ধজ্ঞান লাভের প্রত্যাশায় ছয় বৎসর অল্পাশন ও অনশন ব্রত অবলম্বন করিয়া নিয়তকাল অচলবৎ, স্থিরবৎ, স্থাণুবৎ ও নিস্পন্দ জড়বৎ স্থিরভাবে বাহ্যজ্ঞানশূন্য সমাধিতে অবস্থিত ছিলেন। শত শত শীত, বাত, আতপ, বর্ষা, ঝঞ্ঝা, বিদ্যুৎ, বজ্র,—তাঁহার শরীরের উপর দিয়া চলিয়া গিয়াছিল, তথাপি সে সমস্তে তাঁহার ভ্রূক্ষেপও হয় নাই। প্রতিজ্ঞাপূর্ব্বক একাসনে কালকর্ত্তন করিয়াছিলেন, একদিনও ভাল করিয়া জানু প্রসারণ করেন নাই। তাঁহার শরীর এত নির্ম্মাংস, কৃশ ও দুর্ব্বল হইয়াছিল যে, একগাছি তৃণ বা কার্পাসসূত্র তাঁহার নাসা দিয়া প্রবিষ্ট করাইয়া কর্ণ দিয়া বাহির করা যাইত এবং কর্ণ দিয়া প্রবিষ্ট করাইয়া মুখদিয়া বাহির করা যাইত। তাঁহার আকার এমনই বিকৃত হইয়াছিল যে, গোপবালক প্রভৃতি তাঁহাকে পাংশু-পিশাচ মনে করিয়া তাঁহার গাত্রে ধূলিনিক্ষেপ পূর্ব্বক কৌতুক করিত। তাদৃক্ কঠোর তপঃসাধনে তাঁহার কাঞ্চননিভ কান্তি কালিমায় পরিণত হইয়াছিল। শরীরের রক্তমাংস শুকাইয়া গিয়াছিল। নয়ন কোটরমগ্ন, কণ্ঠা রহিরাগত, পঞ্জর দৃশ্যমান এবং মেরুদণ্ড উত্থিত হইয়াছিল। যখন ছয় বৎসর পূর্ণ হয়, তখন তাঁহার উঠিবার শক্তি ছিল না।

ঐ গ্রন্থে ইহাও লিখিত আছে যে, রাজা শুদ্ধোদন চরপুরুষের দ্বারা শাক্যসিংহের এই তপোবৃত্তান্ত জ্ঞাত হইয়া প্রতিদিন তাঁহার সংবাদ লইতেন এবং তাঁহার পরিদর্শনার্থ লোক নিযুক্ত করিয়াছিলেন।

কথিত আছে, এই সময়ে কামাধিপতি মার তাঁহাকে তপস্যা হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিবার চেষ্টা করিয়াছিল এবং নিম্নলিখিত প্রকারে প্রতিলোভিত করিয়াছিল। যথা,—

"শাক্যপুত্র! সমুত্তিষ্ঠ কায়খেদেন কিং তব।
জীবতো জীবিতং শ্রেয়ো জীবন্ ধর্ম্ম চরিষ্যসি॥
কৃশো বিবর্ণো দীনস্ত্বং অন্তিকে মরণং তব।
সহস্রভাগে মরণং এক ভাগে চ জীবিতম্॥
দুঃখোমার্গঃ প্রহাণস্য দুষ্করশ্চিত্তনিগ্রহঃ।
ইমাং বাচং তদা মারো বোধিসত্ত্বমথাব্রবীৎ॥"

জ্ঞানবীর শাক্যসিংহ কামের ঈদৃক্ প্রলোভনে মুগ্ধ হন নাই; প্রত্যুত পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর উৎসাহ আহরণ করিয়াছিলেন। তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া বলিয়াছিলেন—

"প্রমত্তবন্ধো, পাপীয়াং যেনার্থেন ত্বমাগতঃ :
অণুমাত্রং হি মে পুণ্যৈরর্থো মার! ন বিদ্যতে॥
অর্থো যেষান্তু পুণ্যেন তানেবং বক্তু মর্হসি॥"

ইত্যাদি।

প্রমত্ত পুরুষের বন্ধু অরে পাপিষ্ঠ কাম! তুই স্বকার্য্য সাধন করিতে আসিয়াছিস্। আমি পুণ্যপ্রার্থী নহি। যে পুণ্য কামনা করে, তাহাকে গিয়া তুই ঐ সকল কথা বল্। তুই আমার মরণের কথা বলিতেছিস্ কিন্তু আমি মরণ মানি না। কেন না, মরণান্তই আমার জীবন। আমি তোর কথা শুনিব না, ব্রহ্মচর্য্যেই অবস্থান করিব। সমাহিত ব্যক্তির শরীর শুষ্ক হইলে মাংস শুষ্ক হয়, মাংস ক্ষীণ হইলে চিত্ত নির্ম্মল হয়, চিত্ত নির্ম্মল হইলে প্রজ্ঞা জন্মে, প্রজ্ঞা জন্মিলে শক্তিভাক্ উৎসাহ জন্মে, তদ্বলে তথন সমাধি প্রতিষ্ঠা (স্থিতি) লাভ করে। আমিও ঐরূপে তপস্যা করিব এবং সর্ব্বোত্তম বুদ্ধজ্ঞান লাভ করিব।*

এইরূপে তিনি কামকে পরাভূত করিলেন ; কাম প্রতিগমন করিলে তিনি মনে মনে চিন্তা করিলেন,—

"নায়ং মার্গোবোধের্নায়ং মার্গো আযত্যাং জাতিজরামরণসম্ভবানামস্তংগমায়।" আমি যাহা করিতেছি, ইহা (এই আস্ফানক ধ্যান) বোধ-লাভের পথ নহে সুতরাং ভবিষ্যৎ জন্ম-জরা-মরণ-নিবারণের উপায়ও নহে। পরে এই ভাব মনে উঠিল যে, "যোঽহং পিতুরুদ্যানে জম্বুচ্ছায়ায়াং নিষণ্ণো বিবিক্তং কামৈর্বিবিক্তং পাপকৈরকুশলৈর্ধর্ম্মৈঃ সবিতর্কং সবিচারং বিবেকজং প্রীতিসুখং প্রথমং ধ্যানং উপসম্পদ্য যাবৎ চতুর্থধ্যানমুপসম্পদ্য ব্যহার্ষং স্যাৎ স মার্গো বোধেজাতিজরামরণ-দুঃখসমুদয়ানামসম্ভবায়াস্তং গমায়।"

পূর্ব্বে আমি যে পিতার উদ্যানে জম্বু-বৃক্ষ-ছায়ায় উপবিষ্ট হইয়া কামমুক্ত, পাপমুক্ত ও অকুশলধর্ম্মবর্জ্জিত হইয়া বিবেকজাত সবিতর্ক ও সবিচার নামক প্রথম সমাধি করিতাম, পরে চতুর্থধ্যানে অর্থাৎ নির্বীজ সমাধিতে বিহার করিতাম, তাহাই বোধিলাভের, নির্ব্বাণজ্ঞান লাভের, ভবিষ্যৎ-জন্ম-জরা-মরণ-বিনাশের পথ বা উপায়। কিন্তু, সে পথ এরূপ দুর্ব্বল শরীরের গন্তব্য নহে, প্রাপ্যও

---

* কোন এক লক্ষ্য লাভের উদ্দেশে কষ্টকর কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া শীঘ্র লক্ষ্য লাভ না হইলে, মনের নানা প্রকার লক্ষ্যবিপর্য্যয়কারী আন্দোলিতাবস্থা জন্মে। কষ্ট করিতে ইচ্ছা হয় না। সেই সকল আন্দোলনের নাম কাম বা সুখপ্রলোভন। শাক্যসিংহের মনে চকিতের ন্যায় ঐরূপ আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছিল ; কিন্তু তিনি তাহা বিক্রম দ্বারা দূরীকৃতকরিয়াছিলেন।

নহে। এ শরীরে আমি বোধিদ্রুম-তলে যাইতে অক্ষম। এজন্য, এক্ষণে আমার ঔদরিক আহার দ্বারা অগ্রে বলসঞ্চার করা আবশ্যক। মনে মনে এইরূপ বিচার করিয়া বোধিসত্ত্ব শিষ্যদিগকে ডাকিয়া বলিলেন, আমি উদর পূর্ণ করিয়া আহার করিব। পরে প্রথম দিনে তিনি মুদ্গযূষ পান করিলেন অনন্তর দিবসে কুল্মাষ-যুক্ত অন্ন ভক্ষণ করিলেন।

তাঁহার সেই শিষ্যপঞ্চক শাক্যসিংহের তাদৃশ আহারতৎপরতা দেখিয়া ভাবিল এই গৌতম ছয় বৎসর এত কঠোর তপস্যা করিয়াও মনুষ্যোত্তর ধর্ম্ম সাক্ষাৎকার করিতে পারিল না। এক্ষণে এ ঔদরিক হইল। এখন আর এই ঔদরিকের নিকটে থাকিয়া ফল কি? এটা নিতান্তই বালক, সুখপ্রসক্ত ও কপট। এই-রূপ চিন্তা করিয়া সেই শিষ্যপঞ্চক তাঁহাকে ত্যাগ পূর্ব্বক কাশী গমন করিল, এবং তত্রস্থ মৃগদায় ও ঋষিপত্তন নামক স্থানে গিয়া তপশ্চরণে প্রবৃত্ত হইল।

উরুবিল্বের নিকটে নন্দিক নামে এক গ্রাম ছিল। সেই গ্রামের অধিপতির একটী কন্যা ছিল। কন্যাটীর নাম সুজাতা। সুজাতা অতিশয় সাধ্বী, ব্রত-পরায়ণা ও পতিব্রতা। সাধু সন্ন্যাসী ও শ্রমণদিগের প্রতি তাঁহার অতিশয় ভক্তি ছিল। এমন কি তিনি সাধু সন্ন্যাসীর সেবা না করিয়া জলগ্রহণ করিতেন না। এই সুজাতা, যে দিন শুনিয়াছিল, নৈরঞ্জনাতীরে একজন পরম তপস্বী আসিয়াছেন, সেই হইতেই তিনি প্রতিদিন নিজ সখীগণসহ এই নব সন্ন্যাসীর সেবা ও বন্দনা করিতে নৈরঞ্জনাতীরে আসিতেন। তাঁহার সঙ্গে অন্যান্য কন্যাও আসিত। শাক্যসিংহ যখন কেবল মাত্র তিল, তণ্ডুল ও কোল ফল ভক্ষণ করিতেন, তখন এই সুজাতাই তাঁহাকে ঐ সকল উপস্থিত করিয়া দিত। এক্ষণে এই সুজাতাই আবার তাঁহাকে মুদ্গযূষ ও অন্ন আনিয়া দিতে লাগিল। সুজাতার প্রদত্ত অন্নভোজনে ক্রমে তাঁহার দেহে পূর্ব্ববৎ বলবর্ণাদি আগমন করিল। শরীরে বলসঞ্চার হইলে তিনি আর সুজাতার আনীত ভক্ষ্য গ্রহণ করেন নাই, নিকটবর্ত্তী গোচর গ্রামে গিয়া অন্নভিক্ষা করিয়া তদ্দ্বারা আহারকার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন।

একদিন দেখিলেন, তাঁহার পরিধেয় কাষায় বসন ছয় বৎসরের বর্ষায় এক-বারে গলিত হইয়া গিয়াছে। তদ্দর্শনে তাঁহার বস্ত্র আহরণের ইচ্ছা জন্মিল। পূর্ব্বোক্ত সুজাতার রাধানাম্নী এক দাসী ছিল, সে মৃতা হওয়ায় তাহার বস্ত্রবেষ্টিত শবদেহ শ্মশানে নিক্ষিপ্ত ছিল। শাক্যসিংহ তাহা দেখিতে পাইয়া সেই শবস্পৃষ্ট

বস্ত্র গ্রহণ করিলেন এবং পুষ্করিণীজলে প্রক্ষালন পূর্ব্বক পরিধান করিলেন। এইরূপে কতিপয় দিবস অতিবাহিত করিয়া শুভদিনে ও শুভক্ষণে নৈরঞ্জনাজলে অবগাহনপূর্ব্বক শুচি ও শীতল হইয়া বোধিজ্ঞান উপার্জ্জনের উদ্দেশে বোধিবৃক্ষের অভিমুখে যাত্রা করিলেন। *

---

## নবম পরিচ্ছেদ।

—:*:—

শাক্যসিংহের বোধিবৃক্ষমূলে গমন—মার বিজয়—ধ্যানযোগ ও নির্ব্বাণ-জ্ঞান-লাভ।

"ইতি বোধিসত্ত্বো নদ্যাং নৈরঞ্জনায়াং
স্নাত্বাচ ভুক্ত্বা কায় বলস্থামং সঞ্জনব্য
যেন ষোড়শাকারসম্প্রন্নপৃথিবীপ্রদেশে
মহাবোধিদ্রুমরাজমূলং তেন প্রতস্থে।"

[ ললিত বিং।

মহানুভব শাক্যসিংহ সম্যক্ সম্বুদ্ধ হইবার জন্য এবার অধিকতর দৃঢ় সংকল্প ধারণ করিলেন। স্বচ্ছজলা নৈরঞ্জনায় স্নান ও যথেপ্সিত ভোজন করায় তাঁহার শরীরে বল-সঞ্চার হইয়াছে, এখন তিনি সহজে বোধিবৃক্ষমূলে যাইতে সক্ষম। মহাপুরুষগণ যেরূপ পদবিক্ষেপে গমন করেন, জ্ঞানবীর শাক্যসিংহ আজ সেইরূপ পদবিক্ষেপ অবলম্বন করিয়া বোধিবৃক্ষমূলে গমন করিলেন।

নৈরঞ্জনাতীর হইতে এক ক্রোশ দূরে সেই বৃক্ষরাজ শাখাবিস্তার করতঃ বিদ্যমান ছিল। এই এক ক্রোশ পথ তিনি মৃদুপদসঞ্চারে অতিক্রম করিলেন, তাহাতে অল্পমাত্র ক্লেশানুভব হইল না। কথিত আছে এবং বৌদ্ধদিগের গ্রন্থে লিখিত আছে, ভগবান্ শাক্যসিংহ যখন বোধিবৃক্ষমূলে গমন করেন, তখন তাঁহার শরীর হইতে এক অলৌকিক ও অদ্ভুত প্রভা নির্গত হইয়াছিল এবং সমস্ত জীবলোকের দুঃখ অন্তর্হিত হইয়াছিল।

---

* ললিতবিস্তর গ্রন্থে লিখিত আছে, ভগবান্ বলিষ্ঠ হইলে নন্দিকগ্রামপতিদুহিতা সুজাতা একদিন তাঁহাকে ভোজনার্থ নিমন্ত্রণ ও স্বগৃহে আহ্বান করিয়াছিল এবং ভগবান্‌ও তাঁহার ভক্তিতে পরিতুষ্ট হইয়া সুজাতার গৃহে একদিন ভোজন করিয়াছিলেন।

বৃক্ষমূলে যাইবামাত্র তাঁহার চিত্ত প্রফুল্ল হইল। তিনি ভাবিতে লাগিলেন, এবার আমি কিসে বসিয়া, কোন্ আসনে বসিয়া, বুদ্ধজ্ঞান সাধন করিব? পরে স্থির করিলেন, এবার তৃণাসনে বসিয়া বুদ্ধজ্ঞান অনুসন্ধান করিব। অদূরে স্বস্তিক নামক জনৈক যাবসিক (ঘাস্যুড়ে) ঘাস কাটিতেছিল, ভগবান্ শাক্যসিংহ তাহা দেখিতে পাইয়া তাহার নিকটে গমন করিলেন এবং বিনয় ও মধুর বচনে বলিলেন, ভাই! যদি তুমি আমাকে কিছু ঘাস দাও তাহা হইলে আমার মহান্ উপকার হয়। স্বস্তিক মহাপুরুষের বাক্য অবহেলা করিল না, বাছিয়া বাছিয়া কোমল সুগন্ধ ও ময়ূরগ্রীবা সদৃশ সুদৃশ্য তৃণপুল প্রদান করিল। তিনি তাহা হৃষ্টচিত্তে গ্রহণ করিলেন এবং সে সকল বহন করিয়া বৃক্ষমূলে আনয়ন করিলেন।

প্রথমে তিনি সাতবার বৃক্ষরাজকে প্রদক্ষিণ করিলেন, নমস্কার করিলেন, অনন্তর তন্মূলে সেই আহৃত তৃণের আসন প্রস্তুত করিলেন। তৃণের অগ্রভাগ মধ্যে, মূলভাগ বাহিরে, এতদ্রূপ করিয়া ক্রমে আসন প্রস্তুত হইল। সেই আসনে যোগাসন কল্পনা করিয়া ভগবান্ শাক্যসিংহ পূর্ব্বাভিমুখে ঋজুকায়ে উপবিষ্ট হইলেন। নেত্রদ্বয় নিমীলিত হইল, প্রণিধান বল আহৃত হইল, স্মৃতি-বল উন্নীত হইল, মনোমধ্যে সংকল্প পরিপূরিত হইল, প্রতিজ্ঞা বাক্যে তাহা প্রকটিত হইল। প্রতিজ্ঞা বাক্যটী এই——

"ইহাসনে শুষ্যতু মে শরীরং
ত্বগস্থিমাংসং প্রলয়ঞ্চ যাতু।
অপ্রাপ্য বোধিং বহুকল্পদুর্লভাং
নৈবাসনাৎ কায়মিতশ্চলিষ্যতে॥"

শরীর শুষ্কই হউক, আর ত্বক অস্থি মাংস প্রলয় প্রাপ্তই হউক, বহু কল্প দুর্লভ বুদ্ধজ্ঞান না পাওয়া পর্য্যন্ত যেন এ শরীর বিচলিত না হয়।

### মার বিজয়।

কথিত আছে এবং ললিত বিস্তর প্রভৃতি বৌদ্ধগ্রন্থে লিখিত আছে, সেই সময়ে ভগবানের সহিত মার-সেনার (কাম-সৈন্যের) ঘোরতর যুদ্ধ হইয়াছিল এবং ভগবান্ সে যুদ্ধে জয়লাভ করিয়াছিলেন। মার পূর্ব্বে ইঁহাকে বার বার ভুলাইবার চেষ্টা করিয়াছিল, এবার ভুলান নহে, প্রলোভিত করা নহে; এবার যুদ্ধ। কাম এবার সসৈন্যে বদ্ধপরিকর হইয়া ভগবানকে নানাপ্রকার বিভীষিকা দেখাইতে লাগিল এবং বিনাশ করিবার চেষ্টায় ছিদ্র খুঁজিতে লাগিল; কিন্তু

কিছুতেই সে কৃতকার্য্য হইতে পারিল না। অবশেষে সে নিজেই পরাস্ত হইয়া পলায়ন করিল। ভূত, প্রেত, ডাকিনী, শঙ্খিনী, সিংহ, ব্যাঘ্র, নাগ, যক্ষ, প্রভৃতির সদৃশ ভীষণ কামানুচর ও কামসৈন্যগণ ছিন্ন ভিন্ন মৃত ও পলায়নপরায়ণ হল, কেহই তাহার তেজ সহ্য করিতে সমর্থ হইল না। *

ধ্যানযোগ ও নির্ব্বাণজ্ঞান লাভ।

সানুচর মার ( কামাধিপতি ) পরাজয় অন্তে তাঁহার চিত্ত কামবিমুক্ত হইল, সমস্ত অকুশলমূল উন্মূলিত হইল, এখন তিনি সবিতর্ক সবিচার নামক প্রথম ধ্যানে ( সমাধি ) নিবিষ্ট হইলেন। এই ধ্যান বিবেকপ্রভব ও প্রীতিসুখপ্রকাশক। অর্থাৎ সাত্ত্বিক প্রকাশ বিশেষের উদ্দীপক বা উৎপাদক। যথা——

"সবিতর্কং সবিচারং বিবেকজং প্রীতিসুখং
প্রথমং ধ্যানমুপসম্পদ্য বিহরতি স্ম।" †

[ ললিতবিস্তর, ২২ অধ্যায়।

অনন্তর সবিতর্ক ও সবিচার সমাধির বলে অধ্যাত্মপ্রসাদ উপস্থিত হইলে চিত্তের একোতিভাব অর্থাৎ একত্বপ্রযুক্ত নির্বিতর্ক ও নির্বিচার নামক দ্বিতীয়াবস্থা উপস্থিত হইল ‡। এই অবস্থার পরেই প্রীতি বিরাগী ও উপেক্ষক হইলেন। যথা—

সবিতর্ক সবিচারাণাং ব্যুপসমাদধ্য আত্মসম্প্রমাদাৎ
চেতস একোতিভাবাৎ অবিতর্কমবিচারং সমাধিজং
প্রীতিসুখং দ্বিতীয়ং ধ্যানমুপসম্পদ্য বিহরতি স্ম।

[ ললিতবিস্তার, ২২ অধ্যায়।

---

* কষ্টপ্রদ দুশ্চর তপস্যার দুই প্রকার প্রতিবন্ধক দেখা যায়। এক ভোগের প্রলোভন, ভোগ ছাড়িতে না পারা ; দ্বিতীয় নানা প্রকার ভয়—দুঃখ ও মরণত্রাস প্রভৃতি। পূর্ব্বে ভোগস্পৃহা জয় করিয়াছিলেন, এবার মরণত্রাস প্রভৃতি জয় করিলেন। অহং মম জ্ঞানই কাম। এই কামই লোককে তপস্যা করিতে দেয় না।. যদিও কেহ প্রলোভন পরিত্যাগে সমর্থ হয়, তথাপি ভয়ও মরণত্রাস পরিত্যাগ করিতে পারে না। বুদ্ধদেব এবার তাহাও পরিত্যাগ করিলেন।

† বুদ্ধদেব কিরূপ ধ্যান করিয়া নির্ব্বাণ ও জ্ঞানলাভ করিয়াছিলেন, বঙ্গীয় কোনও লেখক তাহা বুঝাইয়া দেন নাই। অপিচ, মিথ্যা লোকপ্রবাদ রটিয়াছে যে, বুদ্ধদেব স্বাধীন পথে অর্থাৎ নিজ উদ্ভাবিত উপায়ে নির্ব্বাণ ও তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু আমরা দেখিতেছি, বুদ্ধদেব কিছুমাত্র নিজে উদ্ভাবন করেন নাই। তিনি যে-প্রণালী অবলম্বন করিয়া মোক্ষতত্ত্ব জ্ঞাত হইয়াছিলেন ও মুক্ত হইয়াছিলেন, সে-প্রণালী সমস্তই পাতঞ্জলসূত্রের প্রণালী। একথা কেন বলি? তাহা এই প্রস্তাবেই ব্যক্ত হইবে

‡ আত্মপ্রসাদ—চিত্তস্থ সর্ব্বপ্রকার ক্লেশবাসনা লুপ্ত হওয়ার নাম আত্ম-প্রসাদ। একোতিভাব—একত্বপ্রাপ্তি। যতক্ষণ চিত্তে বাসনা ( জ্ঞানকর্ম্মের সংস্কার ) থাকে, ততক্ষণ তাহা এক নহে, অনেক। ক্লেশবাসনা নষ্ট হইলেই চিত্ত এক হয় অর্থাৎ চিত্তের স্বরূপসত্তা মাত্র থাকে, অন্য কিছু থাকে না। কাযেই এক হয়।

অনন্তর তাঁহার নিষ্প্রতীক নামক তৃতীয় ধ্যান বা সমাধির তৃতীয়াবস্থা উপস্থিত হইল। ক্রমে এই ধ্যান সুখ দুঃখাদি ও সুখদুঃখাদির সংস্কারশূন্য নির্বীজ নামক চতুর্থ ভূমিতে স্থিত হইল। যথা—

"স উপেক্ষকঃ স্মৃতিমান্ সুখবিহারী নিষ্প্রতীকং তৃতীয়ং
ধ্যানমুপসম্পদ্য বিহরতি স্ম। স সুখস্য চ প্রহানাৎ
দুঃখস্য চ প্রহানাৎ পূর্ব্বমেব চ সৌমনসদৌর্ম্মনস্যয়ো
রস্তংগমাৎ অদুঃখাসুখমুপেক্ষাস্মৃতিবিশুদ্ধং চতুর্থং
ধ্যানমুপসম্পদ্য বিহরতিস্ম।"

[ ললিতবিস্তর, ২২ অধ্যায়।

ধ্যানের এই চতুর্থ অবস্থা উৎপন্ন হইলে, আত্মসাক্ষাৎ দর্শনগোচর হইলে, জীবের জীবত্বনাশ সুতরাং স্বরূপসাক্ষাৎকার হয় এবং নির্ব্বাণ বা মোক্ষপদ লব্ধ হয়। মহাযোগী শাক্যসিংহ এক্ষণে এই চতুর্থাবস্থা সাক্ষাৎকার করিয়া সম্যক্ সম্বুদ্ধ হইলেন, কৃতার্থ হইলেন, এই স্থানেই তাঁহার প্রয়োজন শেষ হইল। এত দিন পরে তিনি পূর্ণমনোরথ হইলেন।

যাঁহারা বলেন, শাক্যসিংহ হিন্দুদিগের যোগপ্রণালী লইয়া সিদ্ধ হন নাই, নিজ-উদ্ভাবিত উপায়ে সিদ্ধ হইয়াছিলেন; বিবেচনা হয়, তাঁহারা হিন্দুযোগ জ্ঞাত নহেন। কেন-না, পাতঞ্জল প্রভৃতি হিন্দুযোগ সম্মুখে রাখিয়া ললিতবিস্তর এবং মহাবস্তু অবদান প্রভৃতি উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট বৌদ্ধগ্রন্থ আলোচনা করিলে স্পষ্টই দেখা যায়, শাক্যসিংহের ধ্যান বা যোগ ও পতঞ্জলির প্রদর্শিত ধ্যান ও যোগ সম্পূর্ণরূপে ও সর্ব্বাংশে সমান।

শাক্যসিংহ এবার যে বোধিদ্রুমমূলে তৃণসংস্কৃত আসনে উপবিষ্ট হইয়াছিলেন, এ আসন ও এ উপবেশন পাতঞ্জল মতের বহির্ভূত নহে *। শাক্যসিংহ যে প্রথমে সবিতর্ক সবিচার ( সমাধি ), পরে নির্ব্বিতর্ক নির্বিচার সমাধি, তৎপরে নিষ্প্রতীক ধ্যান বা সমাধি, তৎপরে সুখদুঃখাদিশূন্য ও স্মৃতি পরিহীন চতুর্থ সমাধি করিয়া কৃতকৃতার্থ হইয়াছিলেন, এ ক্রম বা এ প্রণালী পাতঞ্জল শাস্ত্রেও উক্ত আছে। মহামুনি পতঞ্জলি যাহা বলিয়া গিয়াছেন, ভগবান্ বুদ্ধদেব ঠিক্ তাহাই করিয়াছিলেন, কিছুমাত্র ব্যতিক্রম করেন নাই।

পতঞ্জলি বলিয়াছেন, "অবিশুদ্ধিক্ষয়ে জ্ঞানদীপ্তিঃ" চিত্তের অশুদ্ধতা নষ্ট হইলে প্রথমে জ্ঞানশক্তি উদ্দীপিত হইবে, অনন্তর তাহা সেই সেই ধ্যানের বা সমাধির

* যাঁহারা বুদ্ধের প্রস্তরমূর্ত্তি দেখিয়াছেন, তাঁহারা মিলাইয়া দেখিবেন, বুদ্ধদেব যোগশাস্ত্রোক্ত পদ্মাসনে উপবিষ্ট আছেন।

উপযুক্ত হইবে। বস্তুতঃ চিত্তের কামাদি দোষ ক্ষয় প্রাপ্ত না হইলে, কায়িক বাচিক মানসিক কর্ম্মসংস্কার নিঃশক্তি না হইলে, সে চিত্ত ভাব্যপদার্থে স্থিরলগ্ন হইতে পারে না। শাক্যমুনিও প্রথমে চিত্তকে কামাদিমুক্ত করিয়াছিলেন এবং অকুশল ধর্ম্ম সকল ক্ষীণ করিয়া ছিলেন।

পতঞ্জলি উপদেশ করিয়াছেন, "বিতর্কবিচারানন্দাস্মিতানুগমাৎ সম্প্রজ্ঞাতঃ" অর্থাৎ যোগিগণের প্রথমে সবিতর্ক, সবিচার, সানন্দ ও সাস্মিতা নামক সংপ্রজ্ঞাত সমাধি হয়। শাক্যমুনিরও ঠিক্ তাহাই হইয়াছিল। *

পতঞ্জলি বলিয়াছেন, 'স্মৃতিপরিশুদ্ধৌ স্বরূপশূন্যে বাঽর্থমাত্রনির্ভাসা নির্বিতর্কা।' এবং এতয়ৈব নির্বিচারা চ সূক্ষ্মবিষয়া ব্যাখ্যাতা।" তাহারই পরে ভাব্যবস্তুর নামাদি বিস্মরণ হওয়ায়, চিত্তের তন্মাত্রাকারতা দৃঢ় হওয়ায়, নির্বিতর্কও নির্বিচার সমাপত্তি হইয়া থাকে। ভগবান্ শাক্যমুনিরও তাহাই হইয়াছিল। †

পতঞ্জলি বলিয়াছেন, "তা এব সবীজঃ সমাধিঃ" "নির্বিচার বৈশারদ্যেঽধ্যাত্ম-প্রসাদঃ।" ঋতম্ভরা তত্র প্রজ্ঞা।" অর্থাৎ ঐ সকল সমাধি সবীজ অর্থাৎ সপ্রতীক। নির্বিচার সমাধি হইলে আত্মপ্রসাদ উপস্থিত হয়, তখন পূর্ব্বপ্রতীক লুপ্ত হইয়া যায়; এই সময়ে ঋতম্ভরা নামক এক প্রকার প্রজ্ঞালোক উদিত হয়। এই ঘটনা ভগবান্ শাক্যমুনিরও হইয়াছিল। ‡

ভগবান্ পতঞ্জলি মুনি বলিয়াছেন, "তস্যাপি নিরোধে সর্ব্ববৃত্তিনিরোধাৎ নির্বীজঃ সমাধিঃ" অর্থাৎ তৎপরে সম্প্রজ্ঞাতাঙ্গ সে বৃত্তিটিও লুপ্ত হয়, সুতরাং তখন সর্ব্ববৃত্তি নিরোধ হেতু প্রকৃত নির্বীজ বা নিষ্প্রতীক সমাধি জন্মে। চিত্ত তখন নিরালম্ব অর্থাৎ স্বরূপশূন্যের ন্যায় ও অভাব প্রাপ্তের ন্যায়, (না থাকার মত) হয়, তৎকারণে তখন সুখদুঃখ উপেক্ষা স্মৃতি সংস্কার সমস্তই তিরোহিত হয়। ইহাই সর্ব্বযোগের শেষ প্রান্ত, ইহাই যোগীর পরম প্রার্থনীয়। এই পর্য্যন্ত উঠিতে পারিলেই মোক্ষ লাভ হইয়া থাকে। মহাযোগী শাক্যসিংহ এক্ষণে এই চরমপ্রান্তে আসিয়াছেন, তাঁহার চিরসম্ভৃত আশা আজ্ এই প্রান্তে আসিয়া পূর্ণ হইয়াছে। §

---

* "সবিতর্কং সবিচারং বিবেকজং প্রীতিসুখং প্রথমং ধ্যানং উপসম্পদ্য বিহরতি স্ম। বিবেকজং ও প্রীতিসুখং এই দুই শব্দ পাতঞ্জলোক্ত সাস্মিতা ও সানন্দ শব্দের সমানার্থক। সবিতর্ক কি? সবিচার কি? এ সকল কুতূহল পাতঞ্জলানুবাদ দেখিলে নিবিবৃত্ত হইবে।

† আত্মপ্রসাদাৎ চেতস একোত্তিভাবাৎ অবিতর্কমবিচারং সমাধিজং প্রীতিসুখং দ্বিতীয়ং ধ্যানমিত্যাদি। ল, বি, দেখ।

‡ উপেক্ষকঃ স্মৃতিমান্ সুখবিহারী নিষ্প্রতীকং তৃতীয়ং ধ্যানমুপসম্পদ্য বিহরতি স্ম। ল, বি দেখ।

§ স সুখস্যচ প্রহানাৎ দুঃখস্যচ প্রহানাৎ পূর্ব্বমেবচ সৌমনস্য দৌর্ম্মনস্যয়োরস্তংগমাৎ অদুঃখা-সুখং উপেক্ষা স্মৃতি বিশুদ্ধং চতুর্থধ্যান মুপসম্পদ্য বিহরতি স্ম। ল, বি।

পাঠকগণ এক্ষণে আপনারা পতঞ্জলির উপদেশ ও শাক্যসিংহের সাধনপ্রণালী নিপুণ হইয়া বিচার করিয়া দেখুন, উভয় প্রণালী এক কি না। আর এক কথা জিজ্ঞাসা করিতে পারেন। তিনি কি ভাবিয়াছিলেন? অর্থাৎ আমি কি? দেহ কি? দেহের সহিত আমার সম্বন্ধ কি? সুখ দুঃখ কি? আমিত্বের সহিত ঐ সকল কেন উপস্থিত হয়? এই সকল ধ্যান করিয়াছিলেন? না অন্য কিছু ধ্যান করিয়াছিলেন? এ প্রশ্নের প্রত্যুত্তর শাক্যসিংহের ব্যুত্থানকালের কথার দ্বারা জানা যায়। তিনি যে শিষ্যদিগের নিকট আপনার জ্ঞাতব্য সাক্ষাৎকারের উপায়, প্রণালী ও বিবরণ ব্যক্ত করিয়াছিলেন, সেই বিবরণের দ্বারা তাঁহার মনে কি ছিল তাহা জানা যায়।

মহামুনি পতঞ্জলি বলিয়াছেন, যোগিদিগের ভাব্য দ্বিবিধ। এক ঈশ্বর, অপর তত্ত্ব। তত্ত্ব আবার দুই প্রকার। এক জড়তত্ত্ব, অপর অজড়-তত্ত্ব অর্থাৎ চেতন-তত্ত্ব। চেতন ও আত্মা তুল্য কথা। ভূত, ভৌতিক, ইন্দ্রিয়, ইহাদের কার্য্য-কারণভাব, এ সকল জড়তত্ত্ব মধ্যে গণ্য। এ সমস্তই যোগীদিগের ভাব্য অর্থাৎ ধ্যানের বিষয়। এই সকলের স্বরূপ প্রত্যক্ষ করিবার জন্য যোগীরা সমাধি অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। মহাযোগী শাক্যসিংহ ঈশ্বরতত্ত্ব প্রত্যক্ষ করিবার জন্য তত কষ্ট করেন নাই। তিনি চিজ্জড়ের সংযোগ বিনাশার্থ চিত্তত্ত্ব ও জড়তত্ত্ব ভাবিয়াছিলেন। এ কথা এই জন্য বলি, তিনি নির্ব্বাণ-জ্ঞান লাভের পর চিজ্জড়-তত্ত্ব ভিন্ন ঈশ্বরের কথা কিছু মাত্র বলেন নাই। নিয়ম এই যে, যে যে বিষয়ে সমাধিপ্রয়োগ করে, সে সেই বিষয়ই জানিতে পারে, জানিয়া কৃতার্থ হয়। অনন্তর সে শিষ্যকে তাহাই উপদেশ করে। অতএব, শাক্যসিংহ যখন কেবল মাত্র আত্মতত্ত্ব ও জগতত্ত্ব জানিয়াছিলেন এবং শিষ্যদিগকে কেবল তাহাই বলিয়াছিলেন, তখন স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে, ঈশ্বরতত্ত্ব তাঁহার সমাধির ভাব্য বা আলম্বন ছিল না। একমাত্র আত্মতত্ত্বই তাঁহার সমাধির মুখ্য ভাব্য ছিল এবং শেষে তিনি তাহাতেই কৃতার্থ হইয়াছিলেন। তিনি কথিত প্রকার যোগের প্রভাবে যেরূপ জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন, সে সমস্তই বিবিধ বৌদ্ধগ্রন্থে বর্ণিত আছে। তন্মধ্যে ললিত বিস্তরের বর্ণনা কিছু অধিক বিশদ ও বিস্তৃত; এ কারণ ললিত বিস্তর হইতে আমরা বুদ্ধজ্ঞানের ক্রম বা প্রণালী অনুবাদিত করিয়া পাঠকগণকে উপহার দিলাম। অন্যান্য গ্রন্থের ক্রমও গ্রন্থশেষে অর্থাৎ বৌদ্ধধর্ম্ম বিভাগে বলা হইবে : অধিক প্রসঙ্গাগত কথায় প্রয়োজন নাই, এক্ষণে পুনঃ প্রস্তাবিত বর্ণনায় প্রবৃত্ত হওয়া যাউক।

"এবং খলু ভিক্ষবো বোধিসত্ত্বো রাত্র্যাং প্রথমে যামে বিদ্যাং সাক্ষাৎ করোতি স্ম তমো-বিহন্তি স্ম আলোকমুৎপাদয়তি স্ম।"

সমস্ত দিবস ধ্যানে অতিবাহিত হইলে রাত্রের প্রথমপ্রহরে ভগবানের জ্ঞান-দর্শন হইল, অজ্ঞানান্ধকার নষ্ট হইল, আলোক বিশেষ সাক্ষাৎকৃত হইল, তদ্দ্বারা তিনি সমস্ত জীবলোকের সুগতি দুর্গতির কারণ ও পূর্ব্বজন্মবৃত্তান্ত জানিতে পারিলেন। *

"রাত্র্যাং মধ্যমে যামে পূর্ব্বনিবাসানুস্মৃতিজ্ঞানদর্শনবিদ্যাসাক্ষাৎ ক্রিয়ায়ৈ চিত্তমভিনির্হরতিস্ম নির্নাময়তি স্ম। স আত্মনঃ পরসত্ত্বানাঞ্চ অনেকবিধপূর্ব্বনিবাসাননুস্মরতিস্ম।"

অনন্তর তিনি রাত্রির মধ্যম প্রহরে আপনার ও অন্যান্য জীবের পূর্ব্ব জন্ম দেখিবার জন্য, জানিবার জন্য, চিত্তপ্রয়োগ বা সংযম করিলেন। করিবামাত্র তিনি আপনার ও অন্যান্য প্রাণীর অসংখ্য প্রকার পূর্ব্বজন্মবৃত্তান্ত জানিতে পারিলেন। †

"রাত্র্যাং পশ্চিমে যামে অরুণোপঘাটনকালসময়ে নন্দীমুখ্যাং রাত্রৌ দুঃখসমুদয়াস্তংগতায় আশ্রবক্ষয়দর্শনবিদ্যা সাক্ষাৎক্রিয়ায়ৈ চিত্তমভিনির্হরতিস্ম নির্নারতিস্ম।" ‡

অনন্তর তিনি রাত্রির শেষ প্রহরে নন্দী মুখীরাত্রিতে (প্রত্যূষ সময়ের কিছু পূর্ব্বে) সর্ব্বদুঃখ বিনাশের জন্য, আশ্রয় ক্ষয়কারী জ্ঞানের সাক্ষাৎকার জন্য, চিত্তকে তদভিমুখী করিলেন, নির্নামিত করিলেন। অর্থাৎ প্রত্যক্‌প্রবণ করিলেন। অনন্তর দুঃখ মূল কি? তাহা জানিবার জন্য প্রণিধান করিলেন। সেই মুহূর্ত্তেই দেখিতে পাইলেন,—

কৃচ্ছোবতায়ং লোকে উৎপন্নো যদুত জীবতে (জীয়তে) ম্রিয়তে চ্যবতে উপপদ্যতে অথচ পুনরস্য মহতো দুঃখস্কন্ধস্য নিঃসরণং ন জানাতি। জরাব্যাধি মরণাদিকস্যান্তঃক্রিয়া ন প্রজনায়তে—।"

অনবরত কষ্ট সংসারস্রোত প্রবাহিত হইতেছে, অনবরত লোকসকল জন্মিয়াছে, জন্মিতেছে, বাঁচিতেছে, মরিতেছে, চ্যুত হইতেছে; কিন্তু এই মহান্

---

* আমাদের পাতঞ্জল যোগেও লেখা আছে, "তজ্জয়াৎ প্রজ্ঞালোক" সূত্র প্রাত সংযম বিজিত হইলে, বশীভূত হইলে, জ্ঞাতব্যপ্রবিবেক কারক আলোক বা প্রকাশ বিশেষ জন্মে। তদ্দ্বারা যোগী সংসারগতি জানিতে পারেন।

† আমাদের পাতঞ্জলেও "সংস্কারসাক্ষাৎকরণাৎ পূর্ব্বজাতিজ্ঞানম্" প্রভৃতি সিদ্ধির কথা আছে। পাতঞ্জল শাস্ত্র উত্তমরূপ আলোচিত হইলে বুদ্ধ যোগের সহিত পাতঞ্জলযোগের অত্যল্প প্রভেদও দৃষ্ট হইবে না।

‡ বুদ্ধের এই সংযম, এই জ্ঞানপ্রবাহ, আমাদের পাতঞ্জল মতে বিবেক খ্যাতির অর্থাৎ আত্ম-তত্ত্ব জানিবার পূর্ব্বাঙ্গ। ইহার পাতঞ্জলোক্ত নাম তারকজ্ঞান। পতঞ্জলি মুনি স্বকৃত গ্রন্থের বিভূতিপাদের চৌত্রিশ সূত্রে ও ছত্রিশ সূত্রে তারক-জ্ঞানের স্বরূপ ও ফল বর্ণন করিয়াছেন দৃষ্ট করিবেন।

দুঃখ স্কন্ধ হইতে নিঃসৃত হইবার পথ জানিতেছে না বা পাইতেছে না! জরা-ব্যাধিমরণাদির অন্তঃক্রিয়া (নাশক কার্য্য বা উপায়) জানিতেছে না! অনন্তর প্রণিধান করিলেন, "কস্মিন্ সতি জরামরণং ভবতি? কিংপ্রত্যয়ঞ্চ পুনর্জরামরণম্?" কি থাকাতে জরামরণাদি হয়? জরামরণাদির মূল কি? কারণ কি?

প্রণিধান মাত্র প্রতিভাত হইল, "জাত্যাং সত্যাং জরামরণং ভবতি জাতি-প্রত্যয়ং হি জরামরণম্।"—জাতি থাকাতেই জরা মরণ হইতেছে, সুতরাং জাতিই জরামরণাদির কারণ। (জাতি=জন্ম বা শরীরোৎপত্তি) অনন্তর কি থাকাতে জাতি, জন্ম বা শরীর হইতেছে? জাতির মূল কারণ কি? এতদ্রূপ তৃতীয় প্রণিধানে জানিতে পারিলেন, "ভবে সতি জাতির্ভবতি ভব-প্রত্যয়া চ পুনর্জাতিঃ।" ভব থাকাতেই জাতি বা জন্ম হয়, সুতরাং ভবই জাতির বা জন্মের কারণ। (ভব=কর্ম্মমূলক ধর্ম্মাধর্ম্ম, ভাবনাপ্রভব সংস্কার)। অনন্তর ভবের মূল জানিবার জন্য চতুর্থ প্রণিধান আহরণ করিলেন। তাহাতে দেখিতে পাইলেন, "উপাদানে সতি ভবো ভবত্যুপাদানপ্রত্যয়ো ভবঃ।" উপাদান থাকাতেই জীবের ভব অর্থাৎ ধর্ম্মাধর্ম্ম সঞ্চিত হয়, তৎকারণে উপাদানই ভবের মূল। (উপাদান=কায়িক, বাচিক ও মানসিক ব্যাপার বা চেষ্টা)। কি থাকাতে উপাদান হই-তেছে? উপাদানের মূল কি? এ তত্ত্বও তাঁহার প্রত্যক্ষ হইল। তিনি দিব্য-চক্ষে দেখিতে পাইলেন, "তৃষ্ণায়াং সত্যাং উপাদানং ভবতি তৃষ্ণাপ্রত্যয়ং হ্যপা-দানম্।" তৃষ্ণা থাকাতেই উপাদান অর্থাৎ কায়িক, বাচিক ও মানসিক চেষ্টা জন্মিতেছে। অতএব, তৃষ্ণাই উপাদানের কারণ। (তৃষ্ণা=মানসস্পৃহা। অথবা সুখস্পৃহা)। পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা জন্মিল, তৃষ্ণার মূল কি? তৃষ্ণা কেন হয়? তৃষ্ণোৎপত্তির বীজ কি? অমনি প্রতিভাত হইল, "বেদনায়াং সত্যাং তৃষ্ণা ভবতি বেদনাপ্রত্যয়া হি তৃষ্ণা।" বেদনা থাকাতেই তৃষ্ণা জন্মিতেছে; সুতরাং বেদ-নাই তৃষ্ণার বীজ। (বেদনা=অনুকূল-প্রতিকূল অনুভব অর্থাৎ সুখ দুঃখাদির বোধ)।

বেদনা কিংমূলক? কেন বেদনা জন্মে? প্রণিধানমাত্র দেখিতে পাই-লেন, "স্পর্শে সতি বেদনা ভবতি স্পর্শপ্রত্যয়া হি বেদনা।" স্পর্শ থাকাতেই বেদনা জন্মিতেছে, সুতরাং স্পর্শই বেদনার এক-মাত্র কারণ। (স্পর্শ=নাম, রূপ ইন্দ্রিয়,—এই তিনের সমাহার বা সংযোগ। অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গণ যে নামরূপাদির আকার বা স্বরূপ প্রকাশ করে, সেই প্রকাশক্রিয়াই বৌদ্ধ মতের স্পর্শ)।

স্পর্শের কারণ কি ? কি থাকাতে ঐরূপ স্পর্শ হইতেছে ? তাহাও তিনি সেই সমাধিবলে জানিয়াছিলেন। তিনি দেখিতে পাইলেন, "ষড়ায়তনে সতি স্পর্শো ভবতি ষড়ায়তনপ্রত্যয়ো হি পুনঃ স্পর্শঃ।" অর্থাৎ ষড়ায়তন আছে বলিয়াই তদেকদেশে স্পর্শ আছে ; সুতরাং ষড়ায়তনই স্পর্শের হেতু। ( ষড়ায়-তন = নামরূপসম্মিশ্রিত ইন্দ্রিয়। অর্থাৎ শরীরাকারে পরিণত ভৌতিক কায়ার অন্তর্গত ইন্দ্রিয় )।

কি থাকতে ষড়ায়তন জন্মিয়াছে ও জন্মিতেছে ? ষড়ায়তনের বীজ কি ? তাঁহার সমাধিপ্রজ্ঞা এ প্রশ্নেরও প্রত্যুত্তর প্রদান করিল। তিনি দিব্য জ্ঞানে দেখিতে পাইলেন, "নাম নামরূপে সতি ষড়ায়তনং নামরূপং প্রত্যয়ং হি ষড়ায়তনম্।" নামরূপ থাকাতেই ষড়ায়তনের উৎপত্তি হয়। ( নামরূপ = সূক্ষ্ম বা পরমাণু নামক ক্ষিতি জল বায়ু ও তেজ। এই সকলই রূপ ও বস্তু-আকারে পরিণত হয় )।

অবশেষে দেখিলেন, প্রোক্ত নামরূপের মূল কারণ বিজ্ঞান। একমাত্র বিজ্ঞা-নই নামরূপ নির্ব্বাহ করিতেছে! ( অর্থাৎ বাহ্যবস্তু সকলের উৎপাদক পৃথক নহে, সত্যও নহে, এক বিজ্ঞানই বিবিধ আকারে প্রকাশ পাইতেছে )

বিজ্ঞানের মূল সংস্কার বা ( পূর্ব্বপূর্ব্বক্ষণবিনাশী বাসনা। বাসনা = বিজ্ঞানের বিনাশ সহ তত্তদ্বিজ্ঞানের অনুবৃত্তাকার সংস্কার )।

এবম্প্রণিধানের চরম প্রান্তে গিয়া দেখিলেন, সর্ব্ব মূল বিজ্ঞান-বাসনার অদ্বি-তীয় কারণ অবিদ্যা। "অবিদ্যায়াং সত্যাং সংস্কারা ভবন্তি অবিদ্যাপ্রত্যয়া হি সংস্কারাঃ।" ইহার অর্থ এই যে, অবিদ্যা থাকাতেই জীবের ক্ষণে ক্ষণে প্রোক্ত-লক্ষণ সংস্কার প্রবাহাকারে জন্মিতেছে এবং সেই জন্যই পুনঃপুনঃ বিষয়-উপলক্ষে রাগ দ্বেষ মোহ প্রভৃতি হইতেছে।

অবিদ্যা = অহং ও মম। জীবের অহং মমই যাবৎ অনর্থের মূল, সংস্কারবীজ ও যাবৎ বিজ্ঞানের আধার। অবিদ্যাকে নষ্ট করিতে পারিলে, অহং-কার মম-কার নিরুদ্ধ করিতে পারিলে, এই অনর্থ সংসার হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যায়। আমি-ত্বের নিরোধ হইলেই জীবত্ব নির্ব্বাপিত হয় কিন্তু আমিত্ব-বিনাশ নিরোধ ব্যতীত অন্য উপায়ে হয় না।

রাত্রির শেষ যামে মহাযোগী শাক্যসিংহ ঐরূপে প্রতিবুদ্ধ হইলেন। তাঁহার বুদ্ধিসত্ত্ব ভাস্বর হইল। তিনি স্পষ্ট দেখিতে পাইলেন,—

"অবিদ্যাপ্রত্যয়াঃ সংস্কারাঃ, সংস্কারপ্রত্যয়ং বিজ্ঞানং, বিজ্ঞানপ্রত্যয়ং নাম রূপং, নামরূপপ্রত্যয়ং ষড়ায়তনং ষড়ায়তনপ্রত্যয়ঃ স্পর্শঃ, স্পর্শপ্রত্যয়া বেদনা, বেদনাপ্রত্যয়া তৃষ্ণা, তৃষ্ণাপ্রত্যয়মুপাদানং, উপদানপ্রত্যয়ো ভবঃ ভবপ্রত্যয়া জাতিঃ, জাতিপ্রত্যয়া জরা মরণ শোক পরিদেবন দুঃখ দৌর্ম্মনস্যোপায়াশাঃ সম্ভবন্ত্যেবং কেবলস্য মহতো দুঃখস্কন্ধস্য সমুদয়ঃ।"—

অহং মমাকার মিথ্যা প্রত্যয় হইতেই সংস্কার জন্মে, সংস্কার হইতে বিজ্ঞানধারা প্রবাহিত হয়, বিজ্ঞান নামরূপের নির্ব্বাহক, নামরূপের পরিবর্ত্তনেই ষড়ায়তন অর্থাৎ সেন্দ্রিয় দেহ হয়, দেহ মূলক স্পর্শ, স্পর্শহইতে বেদনা, বেদনা হইতে তৃষ্ণা, তৃষ্ণাই জীবকে ধর্ম্মাধর্ম্ম করাইতেছে, ধর্ম্মাধর্ম্ম হইতেই জন্ম বা শরীরোৎপত্তি এবং শরীরহেতুক জরামরণ, শোক পরিদেবনা, দুঃখ, দুর্ম্মনস্কতা ও আয়াস প্রভৃতি হইতেছে।

অবশেষে উহার ব্যুৎক্রমও দেখিতে পাইলেন। তিনি দেখিলেন, জাতিনিরোধ হইলে অর্থাৎ জন্মনিবারণ হইলে জরা মরণাদি নিবারিত হয় এবং ধর্ম্মাধর্ম্ম ত্যাগ হইলে জন্মও নিবারিত হয়। ইত্যাদি।—

অবিদ্যায়ামসত্যাং সংস্কারা ন ভবন্তি, অবিদ্যানিরোধাৎ বিজ্ঞান-নিরোধঃ। এবং যাবজ্জাতিনিরোধাৎ জরামরণ শোকপরিদেবনদুঃখদৌর্ম্মনস্যাপায়াসা নিরুধ্যন্তে। এবমস্য মহতো দুঃখস্কন্দস্য নিরোধো ভবতি।"

অবিদ্যা না থাকিলে অর্থাৎ অহং মম না থাকিলে সংস্কার হইবে না, সংস্কারের অভাবে বিজ্ঞানাভাব হইবে, এবং জন্ম না হইলে জরা, মরণ শোক, পরিদেবনা (ক্রন্দনাদি পরিতাপ,) দুঃখ, দৌর্ম্মনস্য, অপায় ও আয়াস, এ সকল কিছুই ভোগ করিতে হইবে না।

রাত্রির শেষ যামে শাক্যমুনির চিত্তে এবম্ভূত মনুষ্যোত্তর জ্ঞান বা মহান্ আলোক প্রাদুর্ভূত হইল। তাঁহার বহুজন্মের আশা আজ সম্পূর্ণ হইল। তিনি বুদ্ধ হইলেন, বুদ্ধ-জ্ঞান পাইলেন, এখন আর অবিদ্যা (অহং মম) তাঁহাকে অভিভূত করিতে পারিবে না।

বুদ্ধ হওয়ার কিছুকাল পরে তিনি শিষ্যদিগকে এই বৃত্তান্ত বলিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন, ভিক্ষুগণ! আমি এইরূপে ও এত কষ্টে সংস্কারস্কন্ধের যথার্থতত্ত্ব ও তাহা হইতে নিঃসৃত হইবার উপায় পরিজ্ঞাত হইয়াছি।

এইরূপে মহাযোগী শাক্যসিংহ গয়াপর্ব্বত নিকটস্থ অলৌকিক লক্ষণ-সম্পন্ন অশ্বত্থ তরুমূলে উপবিষ্ট হইয়া প্রথমে সম্প্রজ্ঞাত সমাধির দ্বারা আত্মতত্ত্ব ও সংস্কারতত্ত্ব পরিজ্ঞাত হইয়াছিলেন, অবশেষে অসংপ্রজ্ঞাত বা নির্ব্বীজ সমাধি সাধন করিয়া অহং মম নামক অবিদ্যা বীজ দগ্ধ করিয়া কৃতার্থ হইয়াছিলেন।

কথিত আছে, শাক্যসিংহ যখন বৃক্ষমূলে নির্বীজ সমাধি সাধন করিয়া সম্যক্ সংবুদ্ধ হন, তখন সমুদয় দেবগণ আকাশে পুষ্পবৃষ্টি করিয়াছিলেন।*

---

## দশম পরিচ্ছেদ।

বোধিবৃক্ষতলে বাস—দেবগণের আনন্দ—পুনর্ব্বার মার সন্দর্শন—মুচিলিন্দনাগ ভবনে গমন—তারায়ণবনে ভ্রমণ—তথায় বিহার—বণিক সংবাদ—ধর্ম্মপ্রচারের ইচ্ছা—বনদেবতাগণের উক্তি—মগধভ্রমণ—বারাণসী গমন—শিষ্যলাভ ও ধর্ম্মপ্রচার।

ভগবান্ শাক্যসিংহ বুদ্ধজ্ঞান লাভ করিয়া সপ্তাহ পর্য্যন্ত সেই আসনে ও সেই বৃক্ষমূলে অপার আনন্দে নিমগ্ন থাকিলেন। ভাবিলেন, অহো! আমি আজ্ এই স্থানে যার পর নাই শ্রেষ্ঠ সম্যক্ সম্বোধি লাভ করিয়াছি! এই স্থানেই আমি আজ্ জন্ম-জরা-মরণ-দুঃখের অন্ত করিয়াছি!

কথিত আছে, বৌদ্ধগ্রন্থে লিখিত আছে, ভগবান্ বোধিজ্ঞান লাভ করিলে সেই মুহূর্ত্তে না-কি তাঁহার বুদ্ধবিক্রীড়িত (বুদ্ধচেষ্টা) উপস্থিত হইয়াছিল। অপিচ, ঐ সময়ে উক্তস্থানে শুদ্ধবাস-কায়িক, আভাস্বর, সুব্রহ্ম, শুক্লপাক্ষিক ও পরিনির্ম্মিত বশী প্রভৃতি দেবগণ সানন্দে পুষ্পবর্ষণ, গাথাগান ও স্তুতি নমস্কারাদি করিয়াছিলেন এবং কিঙ্করের ন্যায় আজ্ঞাপ্রার্থী হইয়া করপুটে তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছিলেন। প্রথমে শুদ্ধবাস কায়িক দেবগণ এইরূপ গথা গান করিয়াছিলেন।

উৎপন্নো লোকপ্রদ্যোতো লোকনাথঃ প্রভঙ্করঃ।
অন্ধীভূতস্য লোকস্য চক্ষুর্দাতা রণঞ্জহঃ॥
ভগবান্ বিজিতসংগ্রামঃ পুণ্যৈঃ পূর্ণোমনোরথঃ।
সম্পূর্ণঃ শুক্লধর্ম্মৈশ্চ জগন্তি তর্পয়িষ্যতি॥

(ইত্যাদি, ললিতবিস্তর গ্রন্থের ২৩ অধ্যায় দেখ)।

দেবগণ স্তুতি করিতেছেন, কিন্তু ভগবান্ নির্নিমেষ নয়নে সেইদ্রুমরাজের আতলশীর্ষ অবলোকন করিতেছেন। এইরূপে সপ্তাহ অতীত হইল। সপ্তাহের পর দেবপুত্রগণ ভগবানের অনুমতি ক্রমে গন্ধোদকপূর্ণ সহস্র সহস্র কুম্ভ লইয়া ভগবানের ও বোধিবৃক্ষের অভিষেক কার্য্য সম্পন্ন করিলেন। অনন্তর দ্বিতীয়

* শাক্যসিংহের এই বুদ্ধজ্ঞান ও সাধনপ্রণালী প্রাচীন হিন্দুদিগের তত্ত্বজ্ঞানের ও তত্ত্বজ্ঞান সাধনের বহির্ভূত বলিয়া বোধ হয় না। ক-চিহ্নিত পরিশিষ্ট দেখুন, তাহাতে দেখিতে পাইবেন, বুদ্ধের নির্ব্বাণের সহিত বা সম্যক্ সম্বোধির সহিত প্রাচীন ঋষিদিগের তত্ত্বজ্ঞানের ও তত্ত্বজ্ঞানের ফলের বিশেষ বৈলক্ষণ্য নাই।

সপ্তাহে নিকটস্থ সমস্ত শুভদেশ ভ্রমণ করিলেন। তৃতীয় সপ্তাহে পুনর্ব্বার বোধি-বৃক্ষমূলে আগমন করিয়া সজল নয়নে, স্নেহদৃষ্টিতে, সানুরাগ ও সস্পৃহচিত্তে ও অনিমিষে চক্ষে বৃক্ষরাজকে দেখিতে লাগিলেন—আর "আমি ইহাঁরই মূলে সার ও শ্রেষ্ঠ সম্যক্ বুদ্ধজ্ঞান লাভ করিয়াছি" ভাবিয়া আনন্দিত হইতে লাগিলেন। ক্রমে তৃতীয় সপ্তাহ গত হইল। চতুর্থ সপ্তাহ আগত হইলে, ভগবান্ পুনর্ব্বার পর্য্যটনে প্রবৃত্ত হইলেন। এই সময়ে ভগবানের চিত্ত আর একবার বিচলিত হইয়াছিল। এ বিচলন অন্যরূপ নহে, এ বিচলন 'এখন নির্ব্বাপিত হইব কি না', এতদ্রূপ চিন্তাবিশেষ। এই বিচলনভাব বর্ণনার জন্য বৌদ্ধগণ বলিয়া থাকেন যে, বুদ্ধ হইবার পরেও ভগবানের সহিত মার-দেবের পুনঃসাক্ষাৎ হইয়াছিল। এ বিষয়ে ললিতবিস্তর গ্রন্থের লিপিপরিপাটী এইরূপ—

"মারঃ খলু পাপীয়ান্ যেন তথাগতঃ
তেন উপসংক্রম্য তথাগতমেতদবোচৎ।
পরি নির্ব্বাতু ভগবান্ পরি নির্ব্বাতু সুগত।
সময় ইদানীং ভগবতঃ পরিনির্ব্বাণায়।"

অর্থ এই যে, পাপিষ্ঠ কাম আসিয়া ঐ সময়ে ভগবান্কে বলিল, হে ভগবন্! হে সুগত! আপনি নির্ব্বাপিত হউন,—নির্ব্বাপিত হউন। ভগবানের নির্ব্বাণ-প্রাপ্তির শুভকাল এই।

শুনিয়া, ভগবান প্রত্যুত্তর করিলেন, 'ন তাবদহং পাপীয়ন্! পরিনির্ব্বাস্যামি যাবন্মে ন স্থবিরা ভিক্ষবো ভবিষ্যন্তি দান্তা ব্যক্তা বিনীতা বিশারদা বহুশ্রুতা ধর্ম্মানুধর্ম্মপ্রতিপন্নাঃ।"—অর্থ এই যে, রে পাপিষ্ঠ! যত দিন না আমার, উপদেশ দানে সক্ষম, দমগুণযুক্ত, ভিক্ষু, বিনীত, বিশারদ, পণ্ডিত ও ধর্ম্ম-রহস্য জ্ঞাতা বুদ্ধিমান্ শিষ্য হইবে ততদিন আমি নির্ব্বাপিত হইব না।" ইত্যাদি।

ক্রমে চতুর্থ সপ্তাহ গত হইল। পঞ্চম সপ্তাহে তিনি মুচিলিন্দ নাগের ভবনে গমন করিলেন। বৌদ্ধগণ বলিয়া থাকেন, বৌদ্ধদিগের গ্রন্থমধ্যেও লেখা আছে, এই পঞ্চম সপ্তাহে না-কি অনবরত মেঘ, জলবর্ষণ, বজ্রপাত, ঝঞ্ঝাপাত হইয়াছিল এবং সেই সূর্য্যালোকরহিত অকাল দুর্দ্দিনে তিনি নাগভবনে বাস করিয়াছিলেন। নাগরাজ মুচিলিন্দের মনে হইয়াছিল, ভগবান্ শীতবাতে ক্লিষ্ট হইতেছেন। ঐরূপ ভাবে পরিভাবিত হইয়া নাগরাজ মুচিলিন্দ এবং অন্যান্য নাগগণ না-কি তাঁহার শরীর পরিবেষ্টনপূর্ব্বক তাঁহাকে শীত বাতাদি ক্লেশ হইতে মুক্ত করিয়াছিল। অকাল দুর্দ্দিন নষ্ট হইলে নাগগণ তদীয় চরণে দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া স্ব স্ব আলয়ে গমন করিয়াছিল, এ সংবাদ বৌদ্ধমণ্ডলীয় পরিজ্ঞাত আছে।

ষষ্ঠ সপ্তাহ আগত হইলে তিনি বুদ্ধজ্ঞানে দেখিতে পাইলেন, লোক সকল অনবরত জন্ম, জরা, ব্যাধি, শোক, পরিদেবনা, দৌর্ম্মনস্য ও মরণাদি বিবিধ ক্লেশে দগ্ধ হইতেছে, কিন্তু কেহই পরিত্রাণের উপায় জানিতেছে না। এই সময় তাঁহার মুখ হইতে নিম্নলিখিত মহাবাক্যটী নির্গত হইয়াছিল—

"অয়ং লোকঃ সন্তাপজাতঃ শব্দস্পর্শ রসরূপ সর্ব্বগন্ধৈঃ।
ভবভীতো ভবং ভূয়ো মার্গতে ভবতৃষ্ণয়া॥"

এই সকল লোক নিরন্তর শব্দ, স্পর্শ, রস, রূপ ও গন্ধের দ্বারা সন্তপ্ত হইতেছে। একদিকে ইহারা সংসারভয়ে অত্যন্ত ভীত, অন্যদিকে আবার সংসারতৃষ্ণায় ব্যাকুল (অর্থাৎ ইহারা সংসারকে ভয়ও করে, আবার ভালও বাসে)। ইহারা সংসার ভয়ে ভীত হইলেও সংসার-তৃষ্ণায় আক্রান্ত হইয়া পুনঃ পুনঃ ভিন্ন ভিন্ন সংসার কামনা করিতেছে—অন্বেষণ করিতেছে।

ষষ্ঠ সপ্তাহ ঐরূপ চিন্তায় অতিবাহিত হইল। অনন্তর সপ্তম সপ্তাহ আগত হইলে তিনি নৈরঞ্জনাতীরস্থ তারায়ণ-বনে গমন করিলেন। ভগবান্ যখন তারায়ণ-বৃক্ষ-তলে বাস করেন, তখন দাক্ষিণাত্য দেশ হইতে 'ত্রপুষ' ও 'ভল্লিক' নামধেয় দুইজন বণিক্ সেই বন দিয়া উত্তর দেশে যাইতেছিল। বণিক্‌দ্বয় পণ্ডিত ও কার্য্যদক্ষ। ইহারা উত্তরদেশবাসী, দক্ষিণদেশে বাণিজ্য করিতে গিয়াছিল, এক্ষণে তাহারা স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছে। সঙ্গে রথ, শকট, পদাতি সৈন্য ও অশ্বারোহী অনেক আছে। তাহাদের প্রচুর সম্পত্তি শকটের দ্বারা বাহিত হইতেছে। তাহারা তারায়ণ-সমীপে আসিলে সহসা তাহাদের শকটবাহী বলী-বর্দ্দের গতি অবরুদ্ধ হইল। শকটচক্র মৃত্তিকা মধ্যে নিমগ্ন হইল ও বরত্রাদি ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গেল। এ সকল ঘটনা কেন হইল, তাহা কেহই বুঝিতে পারিল না। বণিকেরা ভয়ভীত ও বিস্মিত হইয়া পরস্পর বলাবলি করিতে লাগিল ও ভাবিতে লাগিল, ইহার কারণ কি! আমাদের উৎকৃষ্ট বলীবর্দ্দদ্বয় যখন শকট বহনে অক্ষম হইল, দৃঢ়োত্তম শকট যখন ভূমিমগ্ন হইল, তখন, নিশ্চিত কোন অমঙ্গল নিকটাগত অথবা অগ্রপথে কোন মহাভয় বিদ্যমান্ আছে, সন্দেহ নাই। অনন্তর তাহারা অগ্রপথ অনুসন্ধানার্থ অশ্বারোহী দূত প্রেরণ করিল। তাহারা কিয়দ্দূর পর্য্যবেক্ষণ করিয়া প্রত্যাগত হইলে, বণিক্‌গণ জিজ্ঞাসা করিল, কি দেখিলে? অগ্রপথে কি কোন মহাভয় উপস্থিত আছে? দূতগণ প্রত্যুত্তর করিল, প্রভো! ভয় পাইবেন না। দেখিলাম, অগ্রপথে এক অগ্নিকল্প মহাপুরুষ উপবিষ্ট আছেন।

অনুমান হয়, তাঁহারই প্রভাবে আমাদের গতিরোধ উপস্থিত হইয়াছে। অনন্তর দূতবাক্য শ্রবণে সমুদয় বণিক্ সসম্ভ্রমে ভগবানের সমীপবর্ত্তী হইল। তাহারা দেখিল, যেন অচিরোদিত দ্বিতীয় দিবাকর ভূপৃষ্ঠে বিরাজ করিতেছেন। তদ্দৃষ্টে বণিক্‌গণ মনে মনে তর্কণা আরম্ভ করিল। কাহারও মনে হইল, ইনি ইন্দ্র। অন্যে মনে করিল, কুবের। অপরে মনে করিল, সূর্য্য অথবা চন্দ্র। কেহ কেহ মনে করিল, বনদেবতা অথবা গিরিদেবতা। এইরূপ বিতর্কে কিয়ৎক্ষণ অতিবাহিত হইল। অনন্তর তাহারা তৎপরিধেয় কাষায় বসন দৃষ্টে বুঝিল, সমীপবর্ত্তী পুরুষ দেবতা নহে, বনদেবতাও নহে। তিনি একজন তেজস্বী সন্ন্যাসী। তখন তাহারা সানন্দচিত্তে ও আশ্বস্তচিত্তে বলাবলি করিতে লাগিল, ইনি পরম তেজস্বী ভিক্ষাভোজী সন্ন্যাসী। সম্প্রতি আহারকাল উপস্থিত। সঙ্গে যতিযোগ্য কোন খাদ্য আছে কি না, দেখ। থাকে ত তদ্দ্বারা ইহাঁর তৃপ্তি উৎপাদন করিয়া আমরা ধন্য হইবার চেষ্টা করিব। অনন্তর তাহারা মধু ও ইক্ষুখণ্ড ভগবানের সমীপে উপস্থাপিত করতঃ পুটাঞ্জলি হস্তে নিবেদন করিল, ভগবন্! সেবকগণের নিকট এই যৎকিঞ্চিৎ ভিক্ষা গ্রহণ করুন। ভগবানও দয়াপ্রকটনার্থ বণিক্‌গণ প্রদত্ত সেই ভিক্ষা গ্রহণ করিবার ইচ্ছা করিলেন। ভাবিলেন, ভিক্ষুগণের হস্তে ভিক্ষাগ্রহণ সাধু নহে। দেবগণ ভগবানের অভিপ্রায় জ্ঞাত হইয়া সুবর্ণ পাত্র, রজত পাত্র, কাষ্ঠপাত্র ও প্রস্তরপাত্র ভগবৎ সমীপে উপস্থাপিত করিলেন। ভোজন পাত্র উপস্থিত দেখিয়া ভগবান্ শাক্যমুনি মনে মনে বিচার করিতে লাগিলেন—পূর্ব্ব বুদ্ধগণ কোন্ পাত্রে ভিক্ষা গ্রহণ করিতেন! আবার সেই মুহূর্ত্তেই তাঁহার মনে হইল, তাঁহারা প্রস্তর পাত্রে ভিক্ষা গ্রহণ করিতেন, আমিও প্রস্তরপাত্রে উপস্থিত ভিক্ষা গ্রহণ করি।* এইরূপ বিচার করিয়া ভগবান্ দেবদত্ত প্রস্তরপাত্র গ্রহণপূর্ব্বক বণিক্‌প্রদত্ত মধু ও ইক্ষুখণ্ড গ্রহণ করিলেন।

ভগবান্ শাক্যমুনি তারায়ণমূলে সপ্ত দিবস অভুক্ত ছিলেন, কিছুমাত্র পান ভোজন করেন নাই, সপ্তাহের পর আজ বণিকপ্রদত্ত ভিক্ষার দ্বারা পরিতৃপ্ত হইলেন। বণিকগণও ভগবান্‌কে ভোজন করাইয়া স্তুতি নতি বন্দনাদির দ্বারা তাঁহার পরিতোষ উৎপাদন করতঃ আজ্ঞা গ্রহণান্তে স্বশিবিরে গমন করিল। বণিক্‌গণ

---

* বুদ্ধদেব শিলাপাত্রে ভিক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া বৌদ্ধগণের মতে শিলাপাত্রই প্রশস্ত। অভাবে কাষ্ঠ পাত্র।

কতিপয় দিবস মহামুনি সমীপে বাস করিয়াছিল, পরে তাহারা আজ্ঞাপ্রাপ্ত হইয়া স্বদেশে গমন করিয়াছিল, এ সংবাদ ললিত বিস্তর গ্রন্থে পাওয়া যাইতেছে।

বণিক্‌গণ গমন করিলে, ভগবান্ একাকী সেই তারায়ণবৃক্ষ-মূলে বাস করিতে লাগিলেন। একদিন তাঁহার মনে হইল, আমার এরূপ নির্জ্জনবাস যোগ্য কি অযোগ্য? উচিত কি অনুচিত? আমি যে ধর্ম্ম প্রাপ্ত হইয়াছি, তাহা অতি গম্ভীর ও অতি দুর্ব্বোধ্য! ইহা গ্রহণ করে, এরূপ জীবই বা কৈ? আমার নির্ব্বাণ শূন্যতার অনুপলব্ধি, তৃষ্ণানিরোধ ও বিরাগনিরোধ, এতৎস্বরূপ। আমি যদি এ ধর্ম্ম অন্যকে না বলি, উপদেশ না করি, তাহা হইলে এ ধর্ম্ম কেহই জানিতে পারিবে না। যদি বলিতে হয়, তবে ইহার গ্রহণোপযুক্ত পাত্র পাওয়া আবশ্যক। তাহাই বা কোথায় পাই! আমার নির্জন-বাসই শ্রেয় * * * অতএব, এই সময়ে দৈববাণী হইল—

> "নশ্যতি বতাহয়ং লোকঃ প্রণশ্যতি বতাহয়ং লোকঃ যত্র হি নাম তথাগতোঽহন্নুত্তরাং সম্যক্‌সম্বোধিং অভিসম্বুধ্য অল্পোৎসুকতায়ৈ চিত্তমতিনাময়তি ন ধর্ম্মদেশনায়াং, তৎসাধু দেশয়তু ভগবন্। দেশয়তু সুগত! ধর্ম্মম্। সন্তি সত্ত্বাঃ স্বাকারাঃ সুবিজ্ঞাপকাঃ শক্তা ভব্যাঃ প্রতিবলা ভগবতা ভাষিতস্যার্থ মাজ্ঞাতুম্।" ইত্যাদি ললিত বিস্তর গ্রন্থ দেখ।

কি খেদ! এই লোক নাশপ্রাপ্ত হইল! এই লোক প্রনষ্ট হইল! কারণ ভগবান্ তথাগত (বুদ্ধ) সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বোধিজ্ঞান বা সম্যক্ জ্ঞান পাইয়াও নির্জ্জনবাস মনোনীত করিতেছেন, উপদেশদানে মনোনিবেশ করিতেছেন না। হে ভগবন্ হে সুগত! আপনি উত্তমরূপে ধর্ম্মোপদেশ করুন, করুন, করুন। এখনও এরূপ প্রাণী অনেক আছে, যাহারা আপনার আজ্ঞা পালন করিতে, আপনার উপদেশ, আপনার কথা, গ্রহণ করিতে ও বুঝিতে সমর্থ হইবে।

সে দিন গেল। অন্য দিন পুনর্ব্বার ভাবিলেন, আমার জ্ঞাত ধর্ম্ম অন্যকে উপদেশ করিব কি-না। আমি দেখিতেছি, লুক্কায়িত থাকিয়া অল্পোৎসুকতা অবলম্বন করাই ভাল। কারণ, আমি যে ধর্ম্ম বুঝিয়াছি, জানিয়াছি, তাহা অতি গম্ভীর। অতি সূক্ষ্ম, দুর্ব্বোধ, অতর্ক্য, তর্কসহায়, পণ্ডিত-জ্ঞেয়, কেবল অনুভবযোগ্য, সর্ব্বলোকবিরুদ্ধ সুতরাং লোকশত্রু, শূন্যতানুপলম্ভ-স্বরূপ, * তৃষ্ণাক্ষয়,

---

* অনেকে মনে করেন, নির্ব্বাণ ও শূন্য সমান কথা। কিন্তু তাহা নহে। বুদ্ধদেব বলিতেছেন, আমার নির্ব্বাণ শূন্যতা নহে।

রাগসম্বন্ধরহিত, নিরোধরূপ ও নির্ব্বাণ। যদি আমি এ ধর্ম্ম বলি, উপদেশ করি, তাহা হইলে, হয় ত ইহা কেহ বুঝিবে না। যদি না বুঝে, তাহা হইলে আমাকে ঘৃণা করিবেক, অবজ্ঞা করিবেক। অতএব, আমি অল্পোৎসুকতা অবলম্বন পূর্ব্বক নির্জ্জন-বিহার করিব, প্রচার-চেষ্টা করিব না।

বৌদ্ধগ্রন্থে লিখিত আছে, ভগবান্ লোকনাথ রাত্রিকালে তারায়ণ মূলে উক্ত প্রকার চিন্তা করিতেছেন, এমন সময়ে দেবগণ তাঁহার চরণসমীপে সমাগত হইয়া স্তুতি ও নমস্কারাদি করিতে লাগিলেন। অনন্তর তাঁহাদের প্রার্থনায় অগত্যা ধর্ম্ম-প্রচারে সম্মত হইলেন। দেবগণ তখন আনন্দে পরিপূর্ণ হইয়া বলিতে লাগিলেন,—

> "অদ্য মার্ষাস্তথাগতেনার্হতা সম্যক সম্বুদ্ধেন ধর্ম্ম-
> চক্র প্রবর্ত্তনায়ে প্রতিশ্রুতম্। তদ্ভবিষ্যতি বহুজন
> হিতায় বহুজন সুখায় লোকানুকম্পায়ৈ মহতোজন-
> সংঘস্যার্থায় হিতায় সুখায় দেবানাঞ্চ মনুষ্যানাঞ্চ।
> পরিহাস্যন্তে বত ভো মার্ষা অসুরাঃ কায়াঃ বিরজি-
> ষ্যন্তে বহবশ্চ সত্ত্বা লোকে অপি নির্ব্বাস্যন্তীতি।"

হে মহাভাগ সকল! আজ সম্যক্ সম্বুদ্ধ তথাগত (বুদ্ধ) ধর্ম্মপ্রচার করিতে সম্মত হইলেন, প্রতিশ্রুত হইলেন। ইহাঁর ধর্ম্ম বহু জনের হিত ও সুখ প্রদান করিবেক। লোকানুগ্রহের নিমিত্তই ইহাঁর ধর্ম্মপ্রচার। ইহাঁর ধর্ম্মে বহু জনের, বহু মনুষ্যের ও বহু দেবতার হিত ও সুখ হইবে। দুঃখের বিষয় এই যে, অসুরেরা পরিহাস করিবেক। কারণ, ইহাঁর ধর্ম্মে অনেক প্রাণী প্রজ্ঞাসম্পন্ন হইবেক এবং অনেক প্রাণী নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইবেক।

এই স্থানে বৌদ্ধগণ বলিয়া থাকেন, বুদ্ধদেব নবধর্ম্ম প্রচারের সঙ্কল্প ধারণ করিলে, দেবগণ হৃষ্ট হইয়াছিলেন এবং কোন্ স্থানে সর্ব্বপ্রথমে নবধর্ম্ম প্রচারিত হইবে, তাহা জানিবার জন্য তথাগত-সকাশে আগমন করিয়াছিলেন। দেবগণ জিজ্ঞাসা করিলেন, ভগবন্! প্রথমে কোন্ স্থানে ধর্ম্মচক্র প্রবর্ত্তিত হইবে? ভগবান্ প্রত্যুত্তর করিলেন, বারাণসীর ঋষিপতনে মৃগদাবে। দেবগণ বলিলেন, ভগবন্! বারাণসী জনপরিপূর্ণ এবং মৃগদাব অরণ্য, এজন্য অন্য কোন সমৃদ্ধ নগরে ধর্ম্মচক্র পরিবর্ত্তিত হউক। ভদ্রমুখ-নামক দেবতা বলিলেন, বারাণসী সহস্র সহস্র পুরাতন ঋষির পরিষেবিত, পূর্ব্ববুদ্ধগণের পূজিত, অতএব বারাণসীতেই ধর্ম্ম চক্র প্রবর্ত্তিত হউক। ভগবান্ বলিলেন, তোমাদের ইচ্ছা পূর্ণ হউক।*

---

* বারাণসী অতি পুরাতন নগর, বহুকাল হইতে প্রসিদ্ধ বিদ্যা ও ধর্ম্ম চর্চ্চার প্রধান স্থান,

দেবগণ প্রতিগমন করিলে শাক্যমুনি চিন্তা করিতে লাগিলেন, "কস্মাদহং সর্ব্বপ্রথমং ধর্ম্মং দেশয়েয়ম্ ?" এক্ষণে আমি কোন ব্যক্তিকে সর্ব্বপ্রথমে আমার স্বোপার্জ্জিত নির্ব্বাণ ধর্ম্ম উপদেশ করি! শ্রদ্ধাবান্ অপরোক্ষজ্ঞানী বিনয়ী রাগাদিদোষ শূন্য ধার্ম্মিক ও মোক্ষমার্গাভিমুখ ব্যতীত অন্য নর আমার ধর্ম্ম বুঝিতে পারিবেক না ; প্রত্যুত অবজ্ঞা করিবেক। যে ব্যক্তি মদীয় ধর্ম্ম শুনিবেক, শুনিয়া বুঝিবেক, বুঝিয়া গ্রহণ ও ধারণ করিবেক, অবজ্ঞা করিবেক না, সেই ব্যক্তিকেই সর্ব্বপ্রথমে ধর্ম্মোপদেশ দিতে পারিব। কিন্তু সেরূপ সৎপাত্র কে ? কিয়ৎক্ষণ চিন্তার পর স্মরণ হইল, রামপুত্র রুদ্রক ঐ সকল গুণে অলঙ্কৃত ছিলেন। রুদ্রক মদীয় ধর্ম্ম শ্রবণ করিলে, বুঝিবেন, গ্রহণ করিবেন ; এবং ধারণ ও করিবেন। অবজ্ঞা করিবেন না। তিনি এখন কোথায় ? ধ্যান করিয়া দেখিলেন, জানিলেন, তিনি সপ্ত দিবস অতীত হইল, কালগত হইয়াছেন। রুদ্রক নাই, কালধর্ম্ম প্রাপ্ত হইয়াছেন, জানিয়া শাক্যমুনি দুঃখিতের ন্যায় হইয়া নিম্নলিখিত কএকটী কথা উচ্চারণ করিলেন।

"রুদ্রক যে আমার ধর্ম্ম না শুনিয়া কালগত হইয়াছেন, ইহাতে আমি দুঃখিত হইলাম। তিনি যদি আমার ধর্ম্ম শুনিতেন, তাহা হইলে তিনি নিশ্চিত আমার ধর্ম্ম গ্রহণ করিতেন, ত্যাগ বা অবজ্ঞা করিতেন না।"

পুনর্ব্বার চিন্তা করিতে মনে হইল, আরাড় কালাম * শুদ্ধসত্ত্ব ও বিনেয়গুণ-সম্পন্ন। আরাড় কালাম মদীয় ধর্ম্ম শুনিলে অবশ্যই গ্রহণ করিবেন। তিনিই বা কোথায় ? ধ্যান-নিমীলিত নেত্রে অনুসন্ধান করিয়া দেখিলেন, জানিতে পারিলেন, তিনিও অদ্য তিন দিবস কালগত হইয়াছেন। আরাড় কালাম নাই, জানিয়া দুঃখিত হইলেন। মনে মনে বলিলেন, হা! কালাম আমার ধর্ম্ম না শুনিয়া কালগত হইয়াছেন! অন্য বার চিন্তা করিতে স্মরণ হইল, নৈরঞ্জনা-তীরে তিনি যখন উৎকট কুম্ভক যোগের অনুষ্ঠান করেন, তখন যে তাঁহার পাঁচ-

---

মুনি ঋষি পণ্ডিতগণের আবাস ভূমি, এই স্থানের লোকদিগকে বশীভূত ও দীক্ষিত করিতে পারিলে, অন্য স্থানের জনগণকে সহজে বিনেয় ( শিষ্য ) করা যাইতে পারিবে। এই স্থানে প্রতিষ্ঠালাভ করিতে পারিলে, তচ্চতুর্দ্দিক সহজেই হস্তগত করা যাইতে পারিবে। বুদ্ধদেব এই অভিপ্রায়ে প্রথমে কাশীগমন মনোনীত করিয়াছিলেন।

* বুদ্ধ জ্ঞান লাভের পূর্ব্বে শাক্যসিংহ এই দুই মহাপুরুষের ( রুদ্রকের ও কালামের ) শিষ্যত্ব স্বীকার পূর্ব্বক কিছুদিন অবস্থিতি করিয়াছিলেন।

জন শিষ্য বা সহচর ছিল, সেই শিষ্য বা সহচর পাঁচ জন তাঁহার নবধর্ম্ম উপদেশের যোগ্যপাত্র। বুদ্ধদেব এবারও ভাবিলেন, তাঁহারা সকলেই সুবিজ্ঞ, অপরোক্ষজ্ঞানী, ব্রহ্মচারী ও মোক্ষান্বেষী। তাঁহারা যদি আমার নবধর্ম্ম শুনেন-ত বিস্মিত হইবেন না। গ্রহণ ও ধারণ করিবেন, অবহেলা করিবেন না। তাঁহারা এখন কোথায়? প্রণিধান বলে জানিতে পারিলেন, তাঁহারা বারাণসীর ঋষিপতন মৃগদায়ে (এই স্থান এক্ষণে শারনাথ নামে পরিচিত) বাস করিতেছেন। এতক্ষণ পরে বুদ্ধের চিত্তে উৎসাহ আসিল, বিলম্বে অনিচ্ছা হইল। তিনি আর বিলম্ব করিলেন না, সেই মুহূর্ত্তেই তিনি বোধিমূল পরিত্যাগ পূর্ব্বক কাশীর উদ্দেশে উত্তর মুখে যাত্রা করিলেন। কাশী যাইব, কাশী গিয়া শিষ্য পঞ্চককে নবধর্ম্মে দীক্ষিত করিব, এই ভাব তাঁহার হৃদয়ে সবেগে উদ্দীপিত হইল।

বোধিবৃক্ষের উত্তরে গয়া ও দক্ষিণে বোধিদ্রুম। বোধিবৃক্ষ ও গয়া, মধ্যে দুই ক্রোশ পথ। ইহার মধ্যপথে আজীবক নামে জনৈক পণ্ডিত ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। বুদ্ধদেব উত্তরাভিমুখে এক ক্রোশ পথ অতিক্রম করিয়া আজীবকের আশ্রমের নিকটস্থ হইলে, আজীবক দূর হইতে তাঁহাকে দেখিতে পাইলেন। আজীবক বুদ্ধের মুখশ্রী, শরীরের কান্তি ও চক্ষুর অনির্ব্বচনীয় ভাব সন্দর্শনে মুগ্ধ ও বিস্মিত হইয়াছিলেন, এক্ষণে তিনি নিকটে পাইয়া কিয়ৎক্ষণ বিশ্রামের জন্য অনুরোধ করিলেন। বুদ্ধদেবও আজীবকের অনুরোধ রক্ষা করিলেন। সানন্দসম্ভাষণ সমাপ্ত হইলে আজীবক বুদ্ধদেবকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আয়ুষ্মন্! গৌতম! তোমার ইন্দ্রিয়, গাত্রবর্ণ ও মুখকান্তি অত্যন্ত নির্ম্মল দেখিতেছি। এজন্য আমি জিজ্ঞাসা করি, তুমি কাহার শিষ্য? কাহার নিকট এরূপ আশ্চর্য্য ব্রহ্মচর্য্য শিক্ষা করিয়াছ?

বুদ্ধদেব উত্তর করিলেন—

একোঽহমস্মিং সম্বুদ্ধঃ শীতিভূতোনিরাশ্রবঃ।

আমি একক, সম্বুদ্ধ হইয়াছি, আশ্রবক্ষয় করিয়াছি, মলপরিশূন্য হইয়াছি সুতরাং শুভ্র হইয়াছি।

আজীবক পুনঃ প্রশ্ন করিলেন,—

"অর্হন্ খলু গৌতম স্বাত্মানং প্রতিজানীষে?"

তুমি কি আপনাকে অর্হৎ বলিয়া জানিয়াছ?

শাক্যমুনি বলিলেন,—

"অহমেবাহহং লোকে শাস্তা হ্যহমনুত্তরঃ।
সদেবাসুরগন্ধর্ব্বো নাস্তি মে প্রতিপুদ্গলঃ॥"

অহমেব—কেবল আমিই, লোকে আমিই শাস্তা (শিক্ষক)। আমা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ নাই। দেব অসুর গন্ধর্ব্ব কোনও সত্ত্ব (জীব) মত্তুল্য নহে। *

প্র। তুমি কি আপনাকে প্রত্যভিজ্ঞতা জ্ঞানে জিন বলিয়া জান?

উ। যাহারা আশ্রয়-ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়াছে তাহারা মৎসদৃশ জিন। কিন্তু আমি সমুদয় পাপ ও ধর্ম্ম জয় করিয়াছি, সেই কারণে আমি জিন।

আজীবক শাক্যমুনির এই সতেজ প্রত্যুত্তর শুনিয়া হতপ্রভ হইলেন। তিনি যে বৃদ্ধ, ব্রাহ্মণ ও পণ্ডিত ভাবিয়া গর্ব্বিত ছিলেন, তাঁহার সে গর্ব্ব তিরোহিত হইল। পুনরায় তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—হে গৌতম! অধুনা আপনি কোথায় গমন করিবেন।

তথাগত উত্তর করিলেন,—

"বারানসীং গমিষ্যামি গত্বা বৈ কাশিকাং পুরীম্।"
"অন্ধভূতস্য লোকস্য কর্ত্তাস্মাহং সদৃশীং প্রভাম্।
বারানসীং গমিষ্যামি গত্বা বৈ কাশিকীং পুরীম্।
শব্দহীনস্য লোকস্য তাড়য়িষ্যেঽহমৃতদুন্দুভিম্॥
বারানসীং গমিষ্যামি, গত্বা বৈ কাশিকাং পুরীম্।
ধর্ম্মচক্রং প্রবর্ত্তিষ্যে লোকেষ্বপ্রতিবর্ত্তিতম্॥"

আমি বারাণসী যাইব। কাশী নগরীতে গমন করিয়া অন্ধ প্রায় লোকদিগকে দৃষ্টি দান করিব। বধিরকে অমৃত দুন্দুভি শুনাইব। লোকমধ্যে যে ধর্ম্ম প্রবর্ত্তিত হয় নাই, সেই ধর্ম্ম সেখানে প্রবর্ত্তিত করিব।

আজীবক এই অগ্নিতুল্য সতেজ প্রত্যুত্তর শুনিয়া অবাক্ হইলেন। কিয়ৎ-ক্ষণ পরে বলিলেন, গৌতম আমি চলিলাম। এই বলিয়া আজীবক দক্ষিণাভিমুখে গমন করিলেন, তথাগত উত্তরাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

বুদ্ধদেব আজীবকের আশ্রম পশ্চাৎ করিয়া গয়া নগরে উপস্থিত হইলেন। সুদর্শন-নামক নাগরাজ তাঁহার সপর্য্যা করিল। তথা হইতে তিনি রোহিত বস্ত্র নামক স্থানে, তথা হইতে উরুবিল্বতুল্য অনাল-নামক গ্রামে, তৎপরে

---

* ইহা বুদ্ধের সাহঙ্কার বাক্য নহে। আত্মজ্ঞানী আত্মাতিরিক্ত পদার্থ স্বকীয় জ্ঞান দেখে না, তাই তাঁহারা ঐরূপ বাক্যে স্বকীয় জ্ঞান প্রকাশ করেন। অপিচ, তিনি যে নিজ চেষ্টায় জ্ঞানী হইয়াছেন তাহাও ঐ বাক্যের দ্বারা বলা হইয়াছে।

সারথিপুরে, তথা হইতে গঙ্গানদীতীরে উপনীত হইলেন। গঙ্গা এখন পূর্ণা-বস্থায় প্রবাহিত হইতেছেন। বুদ্ধদেব পারগমনার্থ পারঘাটে উপস্থিত হইলে, নাবিক পার-পণ্য চাহিল। বুদ্ধদেব পার-পণ্য নাই, এই বলিয়া নাবিকের অধীনতা ত্যাগ করিয়া যোগবলে উড্ডীয়মান পক্ষীর ন্যায় আকাশ পথে গঙ্গা নদী উত্তরণ করিলেন। নাবিক তাঁহার সেই অদৃষ্টপূর্ব্ব অশ্রুতপূর্ব্ব অদ্ভুত কার্য্য প্রত্যক্ষ করিয়া হতজ্ঞান হইল এবং তদ্‌বৃত্তান্ত রাজা বিম্বিসারকে বিজ্ঞাপিত করিল। বিম্বিসার পূর্ব্ব হইতেই তথাগতকে জানিতেন, এক্ষণে তিনি তাঁহার সেই অলৌকিক কার্য্য শ্রবণে তত অধিক বিস্মিত হইলেন না। অতঃপর সেই দিবসেই ভবিষ্যতের জন্য বিম্বিসার কর্ত্তৃক যতি ও সন্ন্যাসিগণের নিকট হইতে নাবিকগণের পারপণ্য গ্রহণ করা নিষিদ্ধ হইল।

বুদ্ধদেব কথিত প্রকারে গঙ্গা নদী পার হইয়া, গ্রামের পর গ্রাম, দেশের পর দেশ, জনপদের পর জনপদ অতিক্রম করিয়া বারাণসী নগরী প্রাপ্ত হইলেন। মধ্যাহ্ন আগত দেখিয়া নগরের বাহিরে স্নানকৃত্য সমাপন পূর্ব্বক ভিক্ষার্থ নগর-প্রবেশ করিলেন। ভিক্ষান্ন ভোজনের পর কিয়ৎকাল বিশ্রাম করিয়া ঋষিপতন মৃগদায় অভিমুখে যাত্রা করিলেন। যে স্থানে তাঁহার পূর্ব্বশিষ্যেরা বসতি করিতেছিল, সেই স্থান নিকট হইলে, দূর হইতে তাঁহার সেই পাঁচ জন পূর্ব্বশিষ্য তাঁহাকে দেখিতে পাইল। দেখিয়া পরস্পর বলাবলি করিতে লাগিল, দেখ দেখ! ঐ সেই ঔদরিক যোগী আসিতেছে। এই ব্যক্তি পূর্ব্বে অতি কঠোর তপস্যা করিয়াও মনুষ্যধর্ম্মের উত্তরবর্ত্তী জ্ঞান বিশেষ সাক্ষাৎকার করিতে সমর্থ হয় নাই। এ ব্যক্তি ভ্রষ্ট, ঔদরিক ও আড়ম্বরপ্রিয়। অনুমান হয়, এ আমাদের এখানে থাকিতে চাহিবে। যাহাই হউক, আর আমরা ইহাকে আদর করিব না। এ নিকটে আসিলেও আমরা প্রত্যুদ্গমন করিব না। সেই পঞ্চজনের মধ্যে যাহার নাম জ্ঞাতকৌণ্ডিন্য, কেবল তিনি উক্ত ব্যবহারে সম্মত হইলেন না, অন্য চারি জন কথিত ব্যবহার মনোনীত করিলেন। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, ভগবান্ তথাগত যেই তাঁহাদের নিকট ও সম্মুখীন হইলেন, অমনি তাঁহারা মুগ্ধপ্রায় হইলেন। কে যেন তাঁহাদিগকে বলপূর্ব্বক উঠাইয়া দিল, কিছুতেই তাঁহারা স্থির থাকিতে পারিলেন না। তাঁহারা যেন অবশ হইয়া প্রত্যুদ্গমন ও যথাযোগ্য সম্মান ও সপর্য্যা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। বুদ্ধদেব আসন পরিগ্রহ করিলে, তাঁহাদের মধ্যে নানা প্রকার সম্মোদনী ও সংরঞ্জনী কথা হইতে লাগিল।

পরে সেই শিষ্যপঞ্চক জিজ্ঞাসা করিলেন,—আয়ুষ্মন্ গৌতম! তোমার ইন্দ্রিয়, বর্ণ, কান্তি ও দ্যুতি নিতান্ত প্রসন্ন দেখিতেছি। তুমি কি মনুষ্যধর্ম্মের অতীত জ্ঞানদর্শন সাক্ষাৎকার করিয়াছ?

বুদ্ধদেব বলিলেন, হে আয়ুষ্মদ্গণ! তোমরা আমাকে বাদকথায় প্রতিক্ষিপ্ত করিও না। তোমাদের প্রয়োজন লাভের জন্য, হিতের জন্য, সুখের জন্য যেন অধিক দিন অতিবাহিত না হয়। আমি অমৃত সাক্ষাৎকার করিয়াছি, আমি যাহা সাক্ষাৎকার করিয়াছি, তাহাই অমৃত—অমৃতের (মোক্ষের) প্রাপক। আমি বুদ্ধ হইয়াছি। সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বদর্শী, সুশুভ্র ও আশ্রব-বর্জ্জিত হইয়াছি। সর্ব্বধর্ম্ম বশীভূত করিয়াছি। আইস, আমি অদ্যই তোমাদিগকে ধর্ম্মোপদেশ করিব। তোমরা অনন্যচিত্ত হইয়া শ্রবণ কর ও বুদ্ধিগোচর কর। তোমরা আইস! আমি বলিব—উপদেশ করিব। আমি তোমাদিগকে সম্যক্‌রূপে জানাইব, উত্তমরূপে বুঝাইব, সম্যক্ অনুশাসন করিব, তোমরাও চিত্তকে (আত্মাকে) আশ্রববিমুক্ত দেখিতে পাইবে। মনুষ্যোত্তর ধর্ম্ম সাক্ষাৎকার করিবে, করিয়া বুদ্ধ হইবে। আমাদের সকলেরই জরা ও জাতিক্ষয় (পুনর্জন্ম বিনাশ) নিকটাগত হইয়াছে। ব্রহ্মচর্য্য পূর্ণ হইয়াছে। করণীয় সকল করা হইয়াছে। হে ভিক্ষুগণ! তোমরা আমাকে দূর হইতে দেখিয়া মনে মনে স্থির করিয়াছিলে যে, গৌতম আসিতেছে; কিন্তু গৌতম ঔদরিক ও ভ্রষ্ট। গৌতমের সহিত আমরা বাক্যালাপ করিব না। বৌদ্ধগণ এই স্থানে বলিয়া থাকেন, বুদ্ধদেব ঐরূপ বলিতেছেন, ইত্যবসরে সহসা তাঁহাদের সম্মুখে ত্রিচীবর ও ভিক্ষাপাত্র প্রাদুর্ভূত হইল। তদ্দর্শনে সেই শিষ্যপঞ্চক মনে করিলেন, এই সকল সন্ন্যাসচিহ্ন আমাদিগকে সন্ন্যাসী করিবার জন্যই প্রাবির্ভূত হইয়াছে।

বুদ্ধের শ্রী, কান্তি, তেজ, যোগবল ও জ্ঞান অনুভব করিয়া সেই ভদ্রবংশীয় ব্রাহ্মণ-পঞ্চকের চৈতন্যোদয় হইল। তাঁহারা বুদ্ধচরণে দণ্ডবৎ প্রণাম করিলেন এবং কৃতাপরাধের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। সেই মুহূর্ত্তেই তাঁহারা গৌতমকে শাস্তা অর্থাৎ গুরু-সংজ্ঞা প্রদান করিলেন। সেই মুহূর্ত্তেই তাঁহাদের চিত্তে প্রীতি, প্রসন্নতা ও গুরুত্ববুদ্ধি অধিরূঢ় হইল। স্নানকাল আগত দেখিয়া, তাঁহারা গুরুকে স্নানাদি করাইলেন। স্নানান্তে বুদ্ধদেব মনে করিতে লাগিলেন, পূর্ব্ব বুদ্ধগণ কোথায় বসিয়া শিষ্যশাসন করিয়াছিলেন? অনন্তর যে স্থানে পূর্ব্ব বুদ্ধগণ ধর্ম্মোপদেশ করিয়াছিলেন, সেই স্থানে সপ্তরত্নময় আসন-চতুষ্টয় প্রাদুর্ভূত

হইল। তাহা দেখিয়া শাক্যমুনি পূর্ব্ব বুদ্ধগণকে সম্মান-প্রদর্শনার্থ পর পর তিন আসন প্রদক্ষিণ করিলেন, পরে সিংহের ন্যায় নির্ভয় চিত্তে চতুর্থ আসনে গিয়া উপবেশন করিলেন। তাহা দেখিয়া সেই ভদ্রবংশীয় ব্রাহ্মণপঞ্চক ভক্তিভরে নম্র হইয়া, সেই মুহূর্ত্তেই তদীয় চরণে শিষ্যতা স্বীকার করিলেন। বুদ্ধদেবও তাঁহাদের মস্তক স্পর্শ করতঃ শিষ্যত্বে গ্রহণ করিলেন। তাঁহারা বুদ্ধের সম্মুখভাগে ধর্ম্মশ্রবণোৎসুক-চিত্তে বিনীতভাবে উপবিষ্ট হইলে, বুদ্ধ তাঁহাদিগকে ধর্ম্মশুশ্রূষু দেখিয়া সংক্ষেপ-বিস্তার প্রণালী অবলম্বন পূর্ব্বক ধর্ম্মের মূলতত্ত্ব সকল বুঝাইতে লাগিলেন। ক্রমে তিনি আজ এক অংশ, কাল অন্য অংশ, তৎপর দিন অপরাংশ, এবং-ক্রমে সমুদায় ধর্ম্মচক্রপ্রবর্ত্তন-সূত্র উপদেশ করিলেন। যদিও আমরা বুদ্ধের ধর্ম্ম পৃথক বিভাগে বলিব, তথাপি এ স্থলে দিগ্‌দর্শনের নিমিত্ত তাঁহার কতিপয় উপদেশ উল্লেখ করিলাম।

ভগবান্ শাক্যসিংহ এক দিবস রাত্রির শেষ প্রহরে শিষ্যদিগকে আহ্বান করিয়া বলিতে লাগিলেন,—"ভিক্ষুগণ! যাঁহারা প্রব্রজিত তাঁহাদের দ্বিবিধ ক্রম দেখা যায়! যে ক্রমে কামসম্পর্ক (কাম = সঙ্কল্প বা ইচ্ছা) আছে, সে ক্রম অত্যন্ত হীন। তাহা অনর্থের নিদান। তাহাই ব্রহ্মচর্য্যের, বৈরাগ্যের, নিরোধের, সম্বোধির (সম্যক্ জ্ঞানের) ও নির্ব্বাণের পরিপন্থী অর্থাৎ শত্রু।* যে ক্রমে আপাততঃ আত্মক্লেশ, কায়ক্লেশ ও অনুযোগ প্রতীত হয়, সে ক্রমে (পক্ষে) যদিও বর্ত্তমানে দুঃখযোগ আছে, তথাপি, তাহার পরিণামে দুঃখের অন্ত হইতে দেখা যায়। তথাগতগণ এই দ্বিতীয় ক্রম (পথ) অবলম্বন করিয়া ধর্ম্মোপদেশ করিয়া থাকেন। এই দ্বিতীয় ক্রমে নির্ব্বাণ সাধনের আটটী অঙ্গ উপদিষ্ট হয়। তদ্ যথা—

"সম্যক্ দৃষ্টিঃ সম্যক্ সংকল্পঃ সম্যক্ বাক্ সম্যক্ কর্ম্মান্তঃ
সম্যগনাজীবঃ সম্যক্ ব্যায়ামঃ সম্যক্ স্মৃতিঃ সম্যক্ সমাধিঃ।

সত্যদর্শন বা ভ্রমত্যাগ, সাধুসংকল্প বা শুভেচ্ছা, সত্যবাক্য, সদ্ব্যবহার বা কাম্যকর্ম্মের পরিত্যাগ, সদুপায়ে জীবিকা নির্ব্বাহ, সম্যক্ ব্যায়াম (ধ্যান ও যোগাদি), সম্যক্ স্মৃতি ও সম্যক্ সমাধি,—নির্ব্বাণ সাধনের এই আটটী অঙ্গ

---

* অভিপ্রায় এই যে, নির্ব্বাণের অনুকূল ও প্রতিকূল, দুই প্রকার পথ। তন্মধ্যে প্রতিকূল দশ প্রকার। যথা—আত্মভ্রম, বা দ্বৈত বোধ। সংশয়, ক্রিয়াকলাপে অনুরাগ, কামনা, বিদ্যমান জীবনের প্রতি অনুরাগ, স্বর্গীয় জীবনে আসক্তি, মান, ঔদ্ধত্য ও অবিদ্যা। এ সকল নিবারিত বা বিনষ্ট করিতে হয়। না করিলে নির্ব্বাণ লাভ হয় না। কাজেই এই পথ নির্ব্বাণের প্রতিকূল। এই প্রতিকূল পথ ত্যাগ করিয়া অনুকূল পথে অবস্থান করা নির্বিবিৎসু জীবের অবশ্যকর্ত্তব্য।

প্রধান এবং আটটীই নির্বাণ গমনের প্রধান পথ। ইহা অবলম্বন করিয়া নির্বাণের পরম শত্রু পাপ গুলিকে চিত্ত হইতে অপসারিত করিতে হয়।

"চত্বারীমানি ভিক্ষবঃ আর্য্যসত্যানি। দুঃখং দুঃখসমুদয়ো দুঃখনিরোধো দুঃখনিরোধগামিনী প্রতিপৎ। জাতিরপি দুঃখং জরাপি ব্যাধিরপি মরণমপি অপ্রিয়সম্প্রয়োগোপি প্রিয়বিয়োগোপি দুঃখম্। যদপি ইচ্ছন্ পর্য্যেষমানোন লভতে তদপি দুঃখম্। সংক্ষেপতঃ পঞ্চোপাদানস্কন্ধো দুঃখমিদমুচ্যতে দুঃখম্।—যেয়ং তৃষ্ণা পৌনর্ভবিকী নন্দিরাগ সহাগতা তত্র তত্রাভিনন্দিন্যোয়মুচ্যতে দুঃখসমুদয়ঃ।—যোহস্যা এব তৃষ্ণায়াঃ পুনর্ভবিক্যা নন্দিরাগসহগতায়া স্তত্র তত্রাভি-নন্দিন্যা জনিকায়া নিবর্ত্তিকায়া অশেষো বিরাগো নিরোধোহয়ং দুঃখনিরোধঃ।—সম্যক্ দৃষ্টির্যাবৎ সম্যক্ সমাধিরিতি দুঃখ-নিরোধগামিনী প্রতিপৎ। এব এবার্য্যত্যাসাষ্টাঙ্গ মার্গঃ। * * ইতি হি ভিক্ষবো যাবদেব এষু চতুর্ষু আর্য্যসত্যেষু যো নিসো কুর্ব্বতে এবং ত্রিপরিবর্ত্তিতং দ্বাদশাকারং জ্ঞানদর্শন মুৎপদ্যতে। * * * যতশ্চ মে ভিক্ষব এষু চতুর্ষু আর্য্যসত্যেষু এবং ত্রিপরিবর্ত্তিতং দ্বাদশাকারং জ্ঞানদর্শনমুৎপন্নম্। অকোপ্যা মে চেতিবিমুক্তিঃ প্রজ্ঞাবিমুক্তিশ্চ সাক্ষাৎ কৃতা। ততোহহং ভিক্ষবোনুত্তরাং সম্যক্ সম্বোধিমভিসম্বুদ্ধোস্মি।"

ইত্যাদি।

হে ভিক্ষুগণ! দুঃখ, দুঃখসমুদয়, দুঃখনিরোধ ও দুঃখনিরোধ-গামিনী প্রতিপৎ, এই চারি প্রকার আর্য্য সত্য—শ্রেষ্ঠ তথ্য। অর্থাৎ ধর্ম্মচক্রের প্রধান প্রতিপাদ্য। জন্ম, জরা, ব্যাধি, মরণ, অপ্রিয়সংযোগ, প্রিয়বিয়োগ, অভিলষিত দ্রব্যাদির অলাভ, সমস্তই দুঃখ। অসংখ্য ও অনন্ত দুঃখ। জগতের সমস্তই দুঃখ। সংক্ষেপে বলিতে গেলে, পাঁচ উপাদান স্কন্ধই দুঃখ। (উপাদান স্কন্ধ কি তাহা ধর্ম্মবিভাগে বলা হইবে)। দুঃখ সমুদয় কি? তাহা শুন। যাহা হইতে দুঃখের উদয় হয়, যাহা প্রোক্ত দুঃখের মূল তাহাই দুঃখসমুদয়। সুখের ইচ্ছা—ইহা হউক, তাহা হউক এতদ্রূপ স্পৃহা—যাহার অন্য নাম তৃষ্ণা—সেই তৃষ্ণাই দুঃখসমুদয়। তৃষ্ণা থাকাতেই দুঃখের উদয়াস্ত হইতেছে। আনন্দ ও অনুরাগ তাহার অনুগত, অধীন। তাদৃশী তৃষ্ণায় যে বৈরাগ্য বা বিরাগ, তাহাই দুঃখনিরোধগামিনী প্রতিপৎ অর্থাৎ দুঃখনিরোধের উপায়। দুঃখনিরোধের উপায় অষ্টাঙ্গ অর্থাৎ আট অংশে বিভক্ত। তাহা সম্যক্ দৃষ্টি সম্যক্ সংকল্প

* ললিত বিস্তর দেখ। এখানে অনেক লেখা আছে, পুস্তক বৃদ্ধি ভয়ে সে সকল উদ্ধৃত করিলাম না। বিশেষতঃ ধর্ম্মবিভাগে সংক্ষেপে সমুদয় গ্রাম বলিবার ইচ্ছা আছে।

ইত্যাদি ক্রমে বলা হইয়াছে। সেই আট অঙ্গের মধ্যের সম্যক্ সমাধিই দুঃখ-নিরোধের সাক্ষাৎ উপায়। হে ভিক্ষুগণ! তোমরা নিরন্তর মদুক্ত আর্য্যসত্য-চতুষ্টয়ের বিচার কর ও ধ্যান কর। করিলে তোমাদেরও ত্রিপরিবর্ত্তিত দ্বাদশাকার জ্ঞানদর্শন হইবে। হে ভিক্ষুগণ! আমিও এই উপায়ে সম্যক্‌সম্বোধিতে সম্বুদ্ধ হইয়াছি।*

বুদ্ধদেব এবংক্রমে শিষ্যদিগকে দিন দিন ধর্ম্মের নূতন নূতন অঙ্গ বুঝাইতে লাগিলেন, শিষ্যগণও অতি শ্রদ্ধা সহকারে সে সকল শ্রবণ ও ধারণ করিতে লাগিলেন।

---

## দশম পরিচ্ছেদ।

বুদ্ধের ধর্ম্মপ্রচার—শিষ্যসংগ্রহ—মগধবিহার—কপিলবস্তু নগরে গমন—পুত্রকলত্রাদির সহিত সাক্ষাৎ—শাক্যপরিবারে বৌদ্ধধর্ম্মগ্রহণ—মগধ দেশে পুনরাগমন—শ্রীচণ্ডীগমন—শুদ্ধোদনের মৃত্যু—বুদ্ধ কর্ত্তৃক তাঁহার সৎকার—সন্ন্যাসিনীদল স্থাপন—শিষ্যগণের প্রতি শেস উপদেশ ও বুদ্ধের নির্বাণ লাভ।

বুদ্ধদেব বারাণসীর ঋষিপতন মৃগদায়ে অত্যন্ত উৎসাহ ও অনুরাগের সহিত ধর্ম্মতত্ত্ব বুঝাইতে আরম্ভ করিলে, তাহা শুনিবার জন্য শত শত মানব তথায় আগমন করিতে লাগিল। মনোমুগ্ধকর উপদেশ শ্রবণে অনেক মানব তাঁহার শিষ্য হইল; এবং অনেক গৃহস্থ বুদ্ধের নির্বাণধর্ম্মে বিশ্বাস করিয়া দেবপূজাদি পরিত্যাগ করিল। দিগ্‌দিগন্ত হইতে শত শত নরনারী তাঁহার নবধর্ম্মের বৃত্তান্ত জানিবার জন্য সমাগত হইলে, মৃগদায় এক অপূর্ব্ব ও অনির্বাচ্য শোভা ধারণ করিল। নির্ধন, ধনী, পণ্ডিত, মূর্খ, সকলেই বুদ্ধের নির্ব্বাণ ধর্ম্ম শ্রবণে মুগ্ধ হইতে লাগিল এবং অনেকেই তাঁহার সেই নব ধর্ম্মে দীক্ষিত হইল। বারাণসী অতি পুরাতন কাল হইতে প্রসিদ্ধ স্থান। এখানে প্রতিষ্ঠালাভ নিতান্ত সহজ নহে। কিন্তু বুদ্ধ এখানে অতি সহজেই প্রতিষ্ঠিত হইলেন। এই স্থান হইতেই তাঁহার নাম ও যশ চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত হইল এবং সকলেই জানিল, গৌতম একজন

---

* বুদ্ধের সমস্ত উপদেশ সাংখ্যের, পাতঞ্জলের ও বেদান্তের অবস্থান্তর মাত্র বা রূপান্তর বুদ্ধের উপদেশে শব্দের প্রভেদ ব্যতীত অর্থতত্ত্বের অধিক প্রভেদ দেখা যায় না।

অলৌকিক জীবন প্রাপ্ত মহাপুরুষ। এই সময়ে মগধরাজ তাঁহাকে নিজ রাজধানীতে পদার্পণ করিবার অনুরোধ করিয়া পাঠান, তদুপলক্ষে তিনি সশিষ্যে পুনর্ব্বার মগধাগমন করেন। মগধে আসিয়া উরুবিল্লের নিকটবর্ত্তী মনোরম কাননে বিহার স্থাপন করেন। এই স্থানে দ্বিজতনয় কাশ্যপের সহিত তাঁহার পরিচয় হয়। কাশ্যপ মগধের এক জন প্রসিদ্ধ লোক। ইনি দার্শনিক পণ্ডিত ও অগ্নিহোত্রী ছিলেন। ইহাঁর ভ্রাতৃদ্বয়ও বিলক্ষণ মান্য গণ্য ছিলেন এবং তাঁহারাও গৌতমের বিশ্রব্ধ প্রণয়ালাপে ও নির্ব্বাণ ধর্ম্মের মূল সূত্র শ্রবণে মুগ্ধ হইয়া গৌতমের নির্ব্বাণ ধর্ম্মে বিশ্বাস স্থাপন করিলেন। কেবল বিশ্বাস স্থাপন নহে, গৌতমের নিকট দীক্ষিত হইয়া তদীয় নির্ব্বাণ ধর্ম্ম গ্রহণপূর্ব্বক ভিক্ষুসঙ্ঘ মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াছিলেন।

এক দিন বুদ্ধদেব নবদীক্ষিত শিষ্যদিগকে সঙ্গে লইয়া গয়ার নিকটবর্ত্তী গন্ধহস্তী পর্ব্বতে বসিয়া আছেন, এমন সময়ে অদূরে এক প্রজ্বলিত দাবানল তাঁহাদের নয়ন গোচর হইল। গৌতম এই উপলক্ষে নবশিষ্যদিগকে অনেকগুলি মনোহর উপদেশ প্রদান করিলেন।

"কাশ্যপ! ঐ দেখ, কেমন বেগে দাবানল জ্বলিতেছে! যত দিন নর নারী বাসনা তৃষ্ণা ও অবিদ্যার অধীন থাকে, তত দিন তাহাদের চিত্ত ঐরূপ প্রজ্বলিত থাকে। মানব যতই সুন্দর দৃশ্য দেখে, অনুভব করে, ততই তাহাদের অন্তরে সুখস্পৃহা বৃদ্ধি পায়। যেমন যেমন সুখস্পৃহা বাড়ে, তেমনি তেমনি তাহাদের দুঃখমূল দৃঢ় ও ঘনীভূত হয়। বিষয়জ্ঞান যতই বাড়িবে, তাহারা ততই বৈকারিক দুঃখ সুখে লিপ্ত হইবে। তাহাতেই তাহারা জন্ম, মৃত্যু, জরা, ব্যাধি, দুঃখ, দৌর্ম্মনস্য শোক ও মোহ প্রভৃতি তাপে তপ্যমান হয়; কিন্তু যাঁহারা বোধিমার্গে পদার্পণ করেন, তাঁহারা আত্মনিগ্রহের দ্বারা বাসনা ও অহংবিজ্ঞানরূপ বহ্নিকে প্রজ্বলিত হইতে দেন না। তাঁহারা সমুদায় অন্তরিন্দ্রিয়দিগকে সংযত করিয়া ক্রমে ক্রমে শান্ত হয়েন। অন্তর পরিশুদ্ধ হইলে,তখন আর এই সকল বিষয় (রূপরসাদি) অন্তরকে উত্তেজিত করিতে পারে না। বহ্নি যেমন ইন্ধন না পাইলে আপনা আপনি নির্ব্বাপিত হয়, সেইরূপ জীবের তৃষ্ণা-বহ্নি বিষয়েন্ধন অভাবে নির্ব্বাপিত হইয়া থাকে।" ইত্যাদি।

ঐরূপে কিছু দিন গয়া বিহারের পর তিনি রাজগৃহে (রাজগির্ পাহাড়ে) গিয়া বাস করিয়াছিলেন। এই সময়ে মগধের রাজা বিম্বিসার বুদ্ধের নবধর্ম্মে

দীক্ষিত হন। মগধের প্রসিদ্ধ লোক কাশ্যপ বৌদ্ধ হইলেন, মহাবিচক্ষণ রাজাও বৌদ্ধ হইলেন, ইহা দেখিয়া অনেকেই বুদ্ধের আশ্রয় গ্রহণ করিল। এই সময়ে শারিপুত্র ও মৌদ্গল্যায়ন নামক দুইজন সন্ন্যাসী স্বমত পরিত্যাগ পূর্ব্বক বৌদ্ধমত গ্রহণ ও বৌদ্ধসন্ন্যাসী হইয়াছিলেন।

এ দিকে রাজা শুদ্ধোদন শুনিতে পাইলেন, তাঁহার পুত্র গুণধর সিদ্ধ হইয়া অলৌকিক জীবন প্রাপ্ত হইয়াছেন। শত শত নর নারী তাঁহার অমৃতায়মান উপদেশ শ্রবণে পবিত্র—হইতেছে। এমন কি, পাপীও সাধু হইতেছে। এই বৃত্তান্ত শ্রবণে তিনি কুমারকে দেখিবার নিমিত্ত যৎপরোনাস্তি ব্যাকুল হইলেন। একজন বিশ্বস্ত ভদ্র পুরুষের দ্বারা বলিয়া পাঠাইলেন, "রাজা তোমাকে একবার দেখিতে চাহেন, মৃত্যুর পূর্ব্বে তুমি তাঁহাকে একটীবার দেখা দিয়া আইস।" গৌতম এই পিতৃআজ্ঞা লঙ্ঘন করিলেন না, শ্রবণমাত্রেই সশিষ্যে কপিলবস্তু, যাত্রা করিলেন। কপিলবস্তু নগরে উপস্থিত হইয়া ব্রহ্মচর্য্য ও বৈরাগ্য ধর্ম্মের নিয়মানুসারে নগরের বাহিরে বাসস্থান মনোনীত করিয়া লইলেন এবং স্থির করিলেন যে, ভিক্ষাকাল ব্যতীত নগর প্রবেশ ও নগরে অবস্থান করিব না। অনন্তর ভোজন কাল আগত হইলে, ভিক্ষাপাত্র হস্তে নগর দ্বারে আসিয়া মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন—"ভিক্ষার্থ রাজদ্বারে যাইব কি না!" অবশেষে মনে মনে সিদ্ধান্ত করিলেন—"যখন দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করাই সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম, তখন আর না যাইবই, বা কেন? ইহাতে আবার মানাপমান কি?" এইরূপ চিন্তার পর তিনি রাজপ্রাসাদাভিমুখে যাইতেছেন, এমন সময়ে রাজার কর্ণগোচর হইল, কুমার দ্বারে দ্বারে অন্নভিক্ষা করিতেছেন। তৎশ্রবণে তিনি ব্যথিত ও প্রাসাদ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া দেখিলেন, সত্য সত্যই তাঁহার কুমার শিষ্যসহ অন্ন-ভিক্ষা করিতেছেন। তাহা দেখিয়া রাজার চক্ষে ধারা বহিল। বলিলেন, "প্রভু! আমি কি এইগুলি সন্ন্যাসীর আহার দিতে অক্ষম?"

গৌতম অতি বিনীতভাবে প্রত্যুত্তর করিলেন, "মহারাজ! আমরা সন্ন্যাসী, দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করা আমাদের ধর্ম্ম, ইহার জন্য আক্ষেপ করা বিধেয় নহে।" রাজা পুনশ্চ বলিলেন, "আমরা বীর রাজবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছি। এ বংশে কেহ কখন এরূপ ভিক্ষা করে নাই।" গৌতম এ বারেও প্রত্যুত্তর দান করিলেন। বলিলেন, "রাজন্! আপনারা রাজবংশসম্ভূত বলিয়া অভিমান করিতে পারেন; কিন্তু আমার জন্ম পুরাতন বুদ্ধসন্ন্যাসী হইতে। তাঁহারা দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করি-

তেন। আমি পৈতৃক ধন পাইয়াছি। যাহা আমি পাইয়াছি, তাহা আপনাকে উপহার দেওয়া কর্ত্তব্য।”এই বলিয়া গৌতম রাজাকে অনেক ধর্ম্ম কথা বলিলেন। সে সকল শুনিয়া শুদ্ধোদনের মন প্রবোধ মানিল না। তিনি তাঁহার ভিক্ষাপাত্র নিজ হস্তে গ্রহণ পূর্ব্বক তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া অন্তঃপুর প্রদেশে গমন করিলেন।

যিনি রাজপুত্র ছিলেন, তিনিই আজ ধর্ম্মরাজ। তাঁহার সেই রাজদেহে স্বর্গীয় আত্মার আবেশ বা সংযোগ হওয়াতে তাহা দ্বিগুণিত অপূর্ব্বশোভান্বিত হইয়াছে। মস্তক কেশহীন, পরিধেয় গৈরিক বস্ত্র, হস্তে ভিক্ষাপাত্র, চরণদ্বয় পাদুকাবিহীন, অঙ্গ আভরণশূন্য, তথাপি এই নবসন্ন্যাসীর অত্যুত্তম শ্রী দর্শক মণ্ডলীর মন প্রাণ শীতল করিল। বিমাতা গৌতমী ও অন্যান্য নারীগণ তাঁহার নিকটে আসিয়া অবিরলধারে অশ্রু বর্ষণ করিলেন! বুদ্ধদেব দেখিলেন, তন্মধ্যে গোপা নাই। গোপা অনুপস্থিত। গোপার সহচরী আগমন কালে গোপাকে ডাকিয়াছিল, কিন্তু গোপা বলিয়াছিলেন, “আমি যাইব না। আমার যদি ভক্তি থাকে ত আমি এই স্থানে বসিয়াই গুণধরকে দেখিতে পাইব।”

সহধর্ম্মিণী অনুপস্থিত দেখিয়া গৌতন দুইজন অন্তরঙ্গ শিষ্য সহ গোপার গৃহা-ভিমুখে যাইতে লাগিলেন। শিষ্য দিগকে বলিয়া দিলেন, এই রমণী যদি আমাকে স্পর্শ করে ত তোমরা বাধা দিও না। ব্রহ্মচর্য্যব্রতধারিণী গোপা দূর হইতে দেখিলেন, এক জন অপূর্ব্বমূর্ত্তি সন্ন্যাসী তাঁহার প্রাণের মধ্যে প্রবেশ করি-তেছে। গোপা অমনি সসম্ভ্রমে দৌড়িয়া গিয়া অভ্যাগত সন্ন্যাসীর চরণতলে নিপতিত হইলেন। বুদ্ধের চরণস্পর্শে গোপার জ্ঞান হইল, তিনি যেন এক প্রদীপ্ত হুতাশনের সন্নিহিত হইয়াছেন। আবার সেই মুহূর্ত্তেই মনে হইল, গুণধর তাঁহার সজাতীয় নহেন, গুণধর এক স্বর্গীয় দেবাত্মজ। কাহাকে স্পর্শ করিলাম? করিয়া অপরাধিনী হইলাম? এই ভাবিয়া অমনি তিনি পদতল ত্যাগ করিয়া এক পার্শ্বে গিয়া দাঁড়াইলেন।

বুদ্ধদেব সন্ন্যাস গ্রহণ অবধি স্ত্রী-শরীর স্পর্শ করেন নাই। স্ত্রী-শরীর স্পর্শ করা সন্ন্যাস-ধর্ম্মের নিষিদ্ধ। আজ যে তিনি পত্নীকে চরণ স্পর্শ করিতে দিলেন, নিবারণ করিলেন না, ইহাতে কিছু মর্ম্ম কথা আছে। তিনি মনে করিয়াছিলেন, ঐ রূপ করিতে দিলে, তিনি তাঁহাকে বৈরাগ্যের দিকে আকর্ষণ করিতে পারি-বেন। সহধর্ম্মিণীকেও নির্ব্বাণসাগরে উপনায়িত করা তাঁহার অভিপ্রেত। তাঁহার ঐ অভিপ্রায় কালে পূর্ণ হইয়াছিল।

বুদ্ধদেব বাস করাতে কপিলবস্তু নগরের অনেক লোক তাঁহার ধর্ম্মে আকৃষ্ট হইল। তাঁহার বৈমাত্রেয় ভ্রাতা নন্দ সর্ব্বপ্রথমে তদীয় ধর্ম্মগ্রহণ করেন। রাজ-পুত্র নন্দ সন্ন্যাসী হইলেন, দেখিয়া বৃদ্ধ রাজা শুদ্ধোদন নিতান্ত ব্যথিত হইলেন।

শাক্যসিংহ অন্য এক দিন ভিক্ষার্থ রাজভবনে আসিয়াছেন, এমন সময় গোপা রাহুলকে উত্তম পরিচ্ছদে ভূষিত করিয়া বলিলেন, "তুমি তোমার পিতার নিকট গিয়া পৈতৃক ধন চাও।" শাক্যসিংহ যখন গৃহত্যাগী হন, রাহুল তখন শিশু। রাহুল যেমন মা চেনে, পিতাকে তেমন চেনে না। সে এখন বলিল, "কে আমার পিতা?" শুনিয়া গোপা অঙ্গুলি নির্দ্দেশ পূর্ব্বক বলিলেন, "ঐ যে সন্ন্যাসী দেখিতেছ, উনিই তোমার পিতা। উনি আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া যাওয়া অবধি আমরা আর উহাঁকে দেখি নাই! তুমি উহাঁরই নিকট গিয়া স্বীয় অধিকার প্রার্থনা কর। উহাঁর অনেক ধন আছে।"

রাহুল বুদ্ধের নিকট গিয়া, জননী যাহা শিখাইয়া দিয়াছিলেন, পুনঃপুনঃ তাহাই বলিল। বুদ্ধ বালকের কথায় কর্ণপাত না করিয়া ভোজনান্তে ন্যগ্রোধ বনে গমন করিলেন। বালক অনুগমন করিল এবং সেখানে গিয়াও সে ঐ কথা বলিল। বুদ্ধ দেখিলেন, কোনও শিষ্য বালককে নিবারণ করিতেছে না। তখন তিনি মনে করিলেন, এ বালক, কিছুই জানে না, কেবল জননীর কথায় ধনের ভিখারী হইয়াছে, হয়ে বুদ্ধের সঙ্গে সঙ্গে চলিতেছে, আর ধনের কথা উল্লেখ করিয়া বিরক্ত করিতেছে। যাহাই হউক, আমি যে বোধিদ্রুমতলে সপ্তরত্ন পাইয়াছি, ইহাকে তাহারই অধিকারী করিয়া যাইব।

বুদ্ধদেব ঐরূপ চিন্তার পর স্বীয় অন্তরঙ্গ শিষ্য শারীপুত্রকে আদেশ করিলেন, এই বালককে দলভুক্ত করিয়া লও। পরমুহূর্ত্তেই রাজা শুদ্ধোদন ও গোপা রাহু-লের মস্তকমুণ্ডনের ও সন্ন্যাসিদলভুক্ত হওয়ায় সংবাদ শুনিতে পাইলেন।

শাক্যসিংহ যত দিন কপিলবস্তুতে ছিলেন, প্রায়ই পিতার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইতেন এবং নানা ধর্ম্ম প্রসঙ্গ করিতেন। সেইরূপে দীর্ঘকাল অতি-বাহন করিয়া পুনর্ব্বার মগধের রাজগৃহে আগমন করেন। রাজগৃহে আসিবার সময় রাহুল, নন্দ, দেবদত্ত, অনিরুদ্ধ ও উপালী তাঁহার অনুসরণ করিয়াছিল। রাহুল তাঁহার পুত্র, উপালী এক নরসুন্দর-তনয়। আর সকল গুলিই রাজার ভ্রাতুষ্পুত্র।

কিছুকাল পরে রাজগৃহ হইতে তিনি অনাথপিণ্ডদ নামক জনৈক বণিক যুবা

কর্তৃক আহূত হইয়া শ্রাবস্তীতে গমন করেন। শ্রাবস্তী অতি পুরাতন প্রসিদ্ধ নগর, কাশীর উত্তর পশ্চিম অন্যূন ৫০ ক্রোশ দূরে অবস্থিত। এই স্থানে থাকিয়া তিনি শিষ্যদিগকে বৌদ্ধ ধর্ম্মের মূলগ্রন্থ ত্রিপেটকের প্রতিপাদ্য সকল উপদেশ করেন। এই স্থানে রাহুলকে ভিক্ষুপদ প্রদত্ত হয়। রাহুলের বয়স এখন অষ্টাদশ বর্ষ। বুদ্ধদেব এই স্থানে থাকিয়া রাহুলকে যে গভীর উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন, সে সকল এখন রাহুলসূত্র নামে প্রসিদ্ধ। বুদ্ধ যখন শ্রাবস্তী হইতে বৈশালীর মহাবনে বিহারার্থ গমন করেন, তখন উগ্রসেন নামক জনৈক প্রসিদ্ধ যাদুকর তাঁহার বক্তৃতায় মুগ্ধ হইয়া নিজধর্ম্ম ত্যাগ করিয়াছিল।

শাক্যসিংহ কৌশাম্বীতে থাকিয়া শুনিলেন, পিতা অত্যন্ত পীড়িত। পিতার পীড়ার সংবাদ শুনিয়া পুনর্ব্বার কপিলবস্তু নগরে আসিলেন। আসিয়া দেখিলেন, পিতা মুমূর্ষু। তিনি শোকে, তাপে ও বার্দ্ধক্যে জীর্ণ হইয়াছেন। পুত্রকে সম্মুখাগত দেখিয়া বৃদ্ধ রাজার মনে যৎকিঞ্চিৎ আনন্দবিকার জন্মিল। পর দিবস তিনি পুত্রমুখনিরীক্ষণ পূর্ব্বক কলেবর পরিত্যাগ করিলেন। বুদ্ধ স্বয়ং পিতার অন্ত্যেষ্টিকার্য্য নির্ব্বাহ করিয়াছিলেন। এত দিন পরে আজ রাজা শুদ্ধোদনের মৃত্যুতে শাক্যরাজ্য উচ্ছেদ দশা প্রাপ্ত হইল। ইতিপূর্ব্বে গৃহের সমুদায় যুবা ও বালক বুদ্ধের উপদেশে সন্ন্যাসী হইয়া চলিয়া গিয়াছে, কেবল রাজা একমাত্র বিদ্যমান ছিলেন, তিনিও আজ ইহলোক ত্যাগ করিলেন। কিছু দিন পূর্ব্বে যে কপিলবস্তুর শোভাসমৃদ্ধির পরিসীমা ছিলনা, সেই কপিলবস্তু আজ শোকাচ্ছন্ন ও নারীবৃন্দের আর্ত্তরবে পরিপূর্ণ হইয়া শ্মশানতুল্য আকার ধারণ করিল।

রাজার মৃত্যুতে আজ রাজপরিবারস্থ নারীগণ নিতান্ত অসহায়া হইল। তাহা দেখিয়া বুদ্ধ তাহাদিগকে মহাবনবিহারে লইয়া গেলেন। গৌতমী, গোপা ও অন্যান্য রমণীগণ সেই সঙ্গে গমন করিলেন। প্রভু ধর্ম্মরাজ গৌতম এই সকল নারীর সতীত্ব, ব্রহ্মচর্য্য ও পবিত্রতা রক্ষার জন্য সবিশেষ চিন্তিত হইলেন। পরিশেষে, ইচ্ছা না থাকিলেও, প্রিয়তম আনন্দের অনুরোধে ইহাদিগকে লইয়া এক সন্ন্যাসিনী দল স্থাপন করিলেন। শুদ্ধমতী গোপা এই দলের অভিনেত্রী পদে অভিষিক্তা হইলেন। বুদ্ধদেব মধ্যে মধ্যে একা থাকিতে ভাল বাসিতেন, সঙ্গ ত্যাগ করিয়া বিজন বনে যাইতেন, এবং অপার সমাধিসাগরে নিমগ্ন থাকিতেন, সম্প্রতি বর্ত্তমান ঘটনার পর, বৈরাগিনীদল মহাবনবিহারে রাখিয়া, কৌশাম্বীর মুকুল পর্ব্বতে সমাধি সাধনার্থে প্রস্থান করিলেন।

কিছুকাল মুকুল পর্ব্বতে অবস্থান করিয়া পুনর্ব্বার রাজগৃহে আসিলেন। এবার রাজা বিম্বিসারের পত্নী ক্ষেমা বৌদ্ধধর্ম্মে মুগ্ধা হইয়া সন্ন্যাসিনী হইল। রাজরাণীও সন্ন্যাসিনী হইল, ইহা দেখিয়া নগরের নবীনা নারীগণের স্বামীরা সশঙ্কিত হইল। তখন বুদ্ধের উপদেশের এমনই মোহিনী শক্তি ছিল যে, যে একবার মন দিয়া শুনিত, সে আর কোনও ক্রমে গৃহে থাকিতে পারিত না।

পর বৎসর ভগবান্ বুদ্ধ বর্ষা ঋতুতে কপিলবস্তুর সমীপবর্ত্তী সংসুমার পর্ব্বতে বিহারার্থ গমন করেন। কিছুকাল পরে পুনঃ কৌশাম্বীতে আইসেন। এবার এখানে ভরদ্বাজ নামক জনৈক খ্যাতনামা ব্রাহ্মণ বুদ্ধমত গ্রহণ পূর্ব্বক দলভুক্ত হইল।

শাক্যসিংহ পুনর্বর্ষা ঋতুতে 'চালিয়া' গ্রামে তিন মাস বাস করিয়া শ্রাবস্তী গমন করেন। তৎপরে কপিলবস্তুর ন্যগ্রোধ বনে গিয়া কিছুকাল বাস করিলেন। মহানাম নামক তাঁহার এক খুল্লতাত-পুত্র রাজা শুদ্ধোদনের উত্তরাধিকারী হইয়া রাজ্য রক্ষা করিতেছিল, এবার সেও বুদ্ধের উপদেশে রাজ্যত্যাগ ও সন্ন্যাস গ্রহণ করিল। এই বার শক্যরাজ্য যথার্থতঃই ধ্বংস প্রাপ্ত হইল। এইবার রাজা শুদ্ধোদন সত্য সত্যই উত্তরাধিকারিশূন্য হইলেন!

এ স্থান হইতে তিনি পুনর্ব্বার রাজগৃহে গমন করেন। এ পর্য্যন্ত তিনি স্বয়ং দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিতেছিলেন; কিন্তু তিনি এত কাল পরে বার্দ্ধক্যবশতঃ ভিক্ষার ভার এক শিষ্যের প্রতি অর্পণ করিলেন। শিষ্য ঐ কার্য্য করে বলিয়া আপনাকে গৌরবান্বিত মনে করে, তাহা দেখিয়া সে ভার তিনি প্রিয়তম: আনন্দের প্রতি অর্পণ করিলেন: এবং আনন্দকেই অনুগত সঙ্গী করিলেন। কিছুকাল পরে দূর দেশ ভ্রমণের ইচ্ছা হওয়ায় সেই শেষ দশাতেও তিনি দক্ষিণ দেশ ভ্রমণ করিতে গিয়াছিলেন।

ঐ রূপে বুদ্ধদেব প্রায় ৪৪ বৎসর প্রবাস-বাস ও ধর্ম্মপ্রচার করিয়াছিলেন। ইনি সমুদয় মগধ, অযোধ্যা উত্তরপশ্চিম দেশের ও দাক্ষিণাত্যের নানাস্থান ভ্রমণ করিয়াছিলেন, সর্ব্বশেষে কৌশাম্বীতে গিয়া অবস্থান করিয়াছিলেন। একদিন তিনি আত্মদৃষ্টির সাহায্যে জানিতে পারিলেন, তাঁহার জীবনের কার্য্য শেষ হইয়াছে।

অনন্তর তথাগত সমুদায় শিষ্যদিগকে ডাকিয়া বলিলেন, "ভিক্ষুগণ! তোমরা সর্ব্বদা সাবধান থাকিয়া সাধন কর এবং সুখে নির্ব্বাণ লাভ কর। আমি যে ধর্ম্ম প্রকাশ করিলাম, সে ধর্ম্ম মানব-রাজ্যে প্রচার কর। পবিত্র নির্ব্বাণ ধর্ম্ম যেন

চিরস্থায়ী হয়। শত শত নর নারী যেন কল্যাণে অবস্থান করে। হে ভিক্ষুগণ! তথাগত আর দীর্ঘকাল এ দেহে থাকিবেন না। তিন মাসের মধ্যে নির্ব্বাপিত হইবেন। তাঁহার বয়স পূর্ণ হইয়াছে, জীবনের কার্য্য শেষ হইয়াছে, দেহও জীর্ণ হইয়াছে। তথাগত শীঘ্রই তোমাদিগকে ছাড়িয়া যাইবেন এবং শীঘ্রই নির্ব্বাপিত হইবেন। তাই অদ্য বিদায় প্রার্থনা করিতেছি।"

শিষ্যগণ সকলেই বুদ্ধের এই বাক্যে ব্যথিত ও বিস্মিত হইল এবং অনেক ক্ষণ পর্য্যন্ত সকলেই নীরবে রহিল। পরে গম্ভীর-প্রকৃতি তথাগত কাশ্যপকে নির্জ্জনে ডাকিয়া বলিলেন, "কাশ্যপ! তোমার সহিত আমি বস্ত্রপরিবর্ত্তন করিব। তোমাতে আমি ও আমাতে তুমি, এই ভাবে উভয়ে উভয়ের মধ্যে অবস্থান করিব। তুমি আমার প্রতিনিধি হইয়া সকলকে পরিচালন করিবে।" কাশ্যপ নিতান্ত দীনভাবে তাহা অঙ্গীকার করিল। এই কার্য্যের পরেই তিনি কুশী-নগরাভিমুখে যাত্রা করিলেন। তাঁহার ইচ্ছা, তিনি কুশীনগরে নির্ব্বাপিত হইবেন।

পথিমধ্যে তিনি চণ্ড নামক জনৈক নীচ জাতি (চণ্ডালের অথবা ব্যাধের) গৃহে আতিথ্য গ্রহণ করেন। চণ্ড আত্মবৎ সেবার অনুশাসনে তাঁহাকে মাংসান্ন ভোজন করায়। এই উপলক্ষে তাঁহার পথিমধ্যে উদরভঙ্গ পীড়া জন্মে। পরে তিনি অতি কষ্টে কুশীনগরে উপনীত হন।

যে দিন কুশীনগরের শালতরুতলে দেহ পরিত্যাগ করিবেন, সেই দিন কুশী-নগরে সুভদ্র নামক জনৈক দার্শনিক পণ্ডিত তত্ত্বজিজ্ঞাসু হইয়া তাঁহার সমীপস্থ হন। ভগবান্ তথাগত মৃত্যুশয্যায় শয়ন করিয়াও সুভদ্রকে ধর্ম্মতত্ত্ব উপদেশ এবং দীক্ষিত করেন। এই সুভদ্রই তাঁহার শেষ শিষ্য।

ধর্ম্মরাজ আজ্ নির্ব্বাণ কাল নিকট জানিয়া ভাবিতে লাগিলেন। ভাবিলেন, এই ত আমার শেষ। এখন কিছু গূঢ় কথা বলিয়া যাওয়া আবশ্যক। অনন্তর তিনি শিষ্যদিগকে ধর্ম্মের অবশিষ্ট গূঢ় কথা সকল বলিলেন। প্রিয় শিষ্য আনন্দকে কাছে বসাইয়া, তিরোভাব হইলে যেরূপে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া করিতে হইবে, তাহার প্রণালী বলিয়া দিলেন। ভিক্ষুকী রমণীগণের প্রতি দৃষ্টি রাখিতে বলিলেন। তাঁহাদের শুদ্ধতা ও বৈরাগ্য যাহাতে স্থির থাকিতে পারে, তদ্বিষয়ের বিবিধ উপদেশ প্রদান করিলেন। স্থবিরগণের সহিত সন্ন্যাসিনীদিগের ব্যবহার-সম্বন্ধেও অনেক গভীর কথা বলিলেন। বলিতে বলিতে তাঁহার ইন্দ্রিয় সকল শিথিল হইল। সকলেই বুঝিল, তাঁহাদের গুরু নির্ব্বাপিত হইতেছেন।

বুদ্ধদেব অশীত বর্ষ বয়সে কুশীনগরের বিশাল শাল-তরুতলে ৫০০ শিষ্য রাখিয়া নশ্বর দেহের অভিমান ত্যাগ করিয়া নির্ব্বাপিত হইলেন। তাঁহার শিষ্যগণ তাঁহার বিচ্ছেদে নিতান্ত কাতর হইল। তাঁহার সেই মৃত দেহ চন্দনকাষ্ঠের চিতায় স্থাপিত ও নববস্ত্রে পরিবৃত হইল। অনন্তর মহাকাশ্যপ প্রভৃতির দ্বারা তাঁহার সেই মৃতদেহ অগ্নির দ্বারা সৎকৃত অর্থাৎ ভস্মসাৎ কৃত হইল।

ভগবান্ বুদ্ধ নির্ব্বাপিত এবং তাঁহার দেহ ভস্মীভূত হইলে, তাঁহার ভক্তগণ সেই চিতাভস্ম আদরপূর্ব্বক গ্রহণ করিয়াছিল। তাঁহার দন্তও পরিগৃহীত হইয়া সিংহলে নীত ও মহাসমারোহে প্রতিষ্ঠাপিত হইয়াছিল। এ সকল পরবর্ত্তী বৃত্তান্ত আমরা পৃথক্ পৃথক্ প্রস্তাবে লিপিবদ্ধ করিয়াছি, সে জন্য সে সকল কথা আর এতৎ গ্রন্থে বলিলাম না। এই স্থানেই বুদ্ধের জীবনের সহিত গ্রন্থের অবয়ব পরিসমাপ্ত হইল।

---

## একাদশ পরিচ্ছেদ।

### ধর্ম্মসংগ্রহ বা বৌদ্ধধর্ম্মের মূলসূত্র।

বুদ্ধদেব স্বয়ং কোন ধর্ম্মপুস্তক প্রণয়ন করেন নাই। তিনি বুদ্ধ হইয়া শত শত শিষ্যকে ধর্ম্মোপদেশ দান করিয়াছিলেন, সেই সকল উপদেশ অবলম্বন করিয়া, তদীয় শিষ্যপ্রশিষ্যগণ বুদ্ধধর্ম্মের বিবিধগ্রন্থ প্রচার করিয়া গিয়াছেন। আমরা এখন সেই সকল গ্রন্থই দেখিতে পাই এবং বুদ্ধমুখোচ্চারিত খণ্ড বাক্যও কিছু কিছু ভিন্ন ভিন্ন গ্রন্থে উদ্ধৃত দেখিতে পাই। বুদ্ধের শিষ্যানুশিষ্যগণ তাঁহাকে লোক সমাজে যে ভাবে উপস্থাপিত করিয়াগিয়াছেন, আমরা তাঁহাকে আজ সেই ভাবেই দেখিতে পাইতেছি; কিন্তু তাঁহার প্রকৃত ভাব তাঁহার নিজনির্ম্মিত পুস্তক না থাকায় আমাদের নিকট কিয়ৎপরিমাণে প্রচ্ছন্ন বা অজ্ঞাত আছে। বুদ্ধের প্রশিষ্যগণ বেদ মানিতেন না, বেদের প্রামাণ্য খণ্ডন করিয়া গিয়াছেন, বেদকে অজ্ঞ মানবের প্রলাপ-বাক্য বলিয়াছেন, এই সকল দেখিয়া আমরা এখন মনে করি, উহা শাক্যসিংহের অভিমত। কিন্তু ভগবান্ শাক্যসিংহ বেদকে যে কি ভাবে দেখিতেন, কি জন্যই বা তিনি বেদমার্গের অনুগমন করেন নাই, অন্যকে করিতে দেন নাই, তাহা এখন কে বলিতে পারে? কেইবা তাহা ঠিক্ বুঝাইয়া দিতে

পারে? কাযেই এখন আমাদিগকে বলিতে হইতেছে, বুদ্ধদেব বেদদ্বেষী ছিলেন। অগত্যা বুদ্ধশিষ্যগণের গ্রন্থ দেখিয়া মানিতে হইতেছে, স্বীকার করিতে হইতেছে, বুদ্ধ পৃথক্‌চরিত্র এবং তাঁহার ধর্ম্মও পৃথগ্বিধ ছিল। কাযেই মানিতে হইতেছে, বুদ্ধশিষ্যগণের গ্রন্থে যাহা লেখা আছে তাহা বুদ্ধের অভিমত। যাহাই হউক, বুদ্ধ বেদবিদ্বেষী ছিলেন কি না, তদ্বিষয়ে আমাদের বিশেষ সন্দেহ আছে। বোধিচর্য্যাবতার প্রভৃতি গ্রন্থে বুদ্ধের অভিমত পদার্থ ও ধর্ম্মের সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বর্ণিত আছে। সেই সকল ধর্ম্মগ্রন্থের মধ্যে ধর্ম্মসংগ্রহখানি সর্ব্বপ্রাচীন ও সর্ব্বোৎকৃষ্ট। আমরা সেইজন্য নাগার্জ্জুন কৃত ধর্ম্মসংগ্রহ গ্রন্থ হইতে বৌদ্ধধর্ম্মের সূত্রভূত প্রধান প্রধান অংশ সকল সংগ্রহ করিলাম।

প্রথমে রত্নত্রয়ের শরণ লওয়া। "রত্নত্রয়ং মে শরণম্" রত্নত্রয় আমার ত্রাণকর্ত্তা, এইরূপ স্থিরতর বুদ্ধি উৎপন্ন না হইলে, বৌদ্ধ ধর্ম্মে অধিকারী হওয়া যায় না। বৌদ্ধধর্ম্মে অধিকারী হইবার জন্য প্রথমতঃ রত্নত্রয়ে বিশ্বাস ও ভক্তি স্থাপন পূর্ব্বক তদনুবর্ত্তন করিতে হয়। ইহারই অন্য নাম ধর্ম্মগ্রহণ ও দীক্ষা। রত্নত্রয়— বুদ্ধ, ধর্ম্ম ও সংঘ। সংঘ শব্দের অর্থ সন্ন্যাসীর দল।

ত্রীণি তাবৎ কুশল-মূলানি। বোধিচিত্তোৎপাদ-আশয়বিশুদ্ধিরহংকার মমকারত্যাগশ্চেতি।—বোধিচিত্তের উৎপাদ অর্থাৎ উৎপত্তি, আশয় শুদ্ধি ও অহংকার মমকার ত্যাগ, এই তিনটী কুশল লাভের মূল অর্থাৎ নির্ব্বাণ লাভের প্রধান উপায়।

জ্ঞানস্বরূপের অবরোধ "বোধিচিত্ত" নামে খ্যাত। বোধিচিত্ত বিবরণ গ্রন্থে ইহার উপায়াদি বর্ণিত আছে। আশয়শুদ্ধি অর্থাৎ চিত্তস্থ হিংসাদিদোষসংস্কারের নিরোধ বা বিনাশ। ফলিতার্থ, চিত্তনৈর্ম্মল্য। অহংকার মমকার ত্যাগ, এ কথার অভিপ্রেতার্থ এইরূপ—বাস্তবপক্ষে আমি স্থিরতর বস্তু নহি, কিছুই নহি এবং কিছুই আমার নহে। এবংবিধ ভাবনার দ্বারা উক্ত দ্বিবিধ মিথ্যা দর্শনের বিনাশ সাধিত হইলে, তৎপ্রকর্ষে অহঙ্কার মমকার ত্যাগ করা হয়।

সপ্তবিধানুত্তরপূজা। তদ্‌যথা—বন্দনা, পূজনা, পাপ, দেশনা, অনুমোদনা, অধ্যেষণা, বোধিচিত্তোৎপাদ, পরিণমন এই সাত প্রকার বা সপ্তাঙ্গ বৌদ্ধাভিমত পূজা। বুদ্ধের সমীপে প্রণমাম্যহং ইত্যাদি বিধানে নতি ক্রিয়া অনুষ্ঠিত হইলে তাহা বন্দনা আখ্যা প্রাপ্ত হয়। ধূপাদি প্রদান করিলে তাহা

পূজা নাম প্রাপ্ত হয়। বুদ্ধসমীপে পাপখ্যাপন প্রার্থনার নাম পাপদেশনা। পাপখ্যাপন প্রার্থনা এইরূপ—"আমি বালচাপল্যে বা মোহগ্রস্ত হইয়া যে সকল পাপ করিয়াছি, সে সকল বিনষ্ট হউক" ইত্যাদি। সূত্র, গেয়, ব্যাকরণ, গাথা, উদান, জাতক ও উপদেশ প্রভৃতি অধ্যয়ন এবং বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি, ইত্যাদি বাক্য সর্ব্বদা উচ্চারণ করা অধ্যেষণানামে পরিচিত। বোধিজ্ঞান পাইবার জন্য যে চিত্তস্ফূর্ত্তি, তাহার নাম বোধিচিত্তোৎপাদ। ইহা "অদ্য মে সফলং জন্ম জীবিতঞ্চ সুজীবিতং।"—আজ আমার জন্ম সফল, জীবনও সফল, ইত্যাদিক্রমে বহিঃপ্রকটিত হইয়া থাকে। পরিণমনা অর্থাৎ বিনয়। অনুমোদনা অর্থাৎ পুণ্যানুমোদন। পুণ্যানুমোদনের স্বরূপ "অপার-দুঃখ-বিশ্রাম সর্ব্বৈঃ কৃতং শুভম্" ইত্যাদি ক্রমে উপদিষ্ট আছে। অভিপ্রায় এই যে, সমুদায় প্রাণী মরণদুঃখ অতিক্রম করুক, সকলেরই শুভ শুভ হউক ইত্যাদি প্রকার সঙ্কল্প ধারণ করা।

দশ অকুশল-মূলানি। তদ্‌যথা—প্রাণাতিপাতোঽদত্তাদানং কামমিথ্যাচারী মৃষাবাদো পৈশুন্যং পারুষ্যং সম্ভিন্নপ্রলাপোঽভিধ্যা ব্যাপাদো মিথ্যাদৃষ্টিশ্চেতি। হিংসা, অদত্তবস্তু গ্রহণ (চৌর্য্য), যথেচ্ছাচার, মিথ্যাচার ও মিথ্যা বাক্য, পৈশুন্য (খল-বৃত্তি), পারুষ্য, বিরুদ্ধভাবিতা, মিথ্যাভিনিবেশ, প্রাণিবধ ও মিথ্যা দৃষ্টি অর্থাৎ নাস্তিকতা। * এই দশ প্রকার অকুশলের মূল। এই মূল হইতে জীবের জরামরণাদি দুঃখসঙ্কুল সংসারগতি হয়। কোন কোন বৌদ্ধগ্রন্থে ইহা "দশশীলা" নামে কথিত ও বিবৃত হইয়াছে; হিন্দুদিগের শাস্ত্রেও ইহা "দশবিধ পাপ"গণনা মধ্যে পরিপঠিত হইতেও দেখা যায়।

পঞ্চ আনন্তর্য্যাণি।—মাতৃবধঃ পিতৃবধঃ সুহৃদ্বধস্তথাগতহিংসাদুষ্ট চিত্তরুধিরোৎপাদ সঙ্ঘভেদশ্চেতি। মাতৃহত্যা, পিতৃহত্যা, সুহৃদ্বধ ও বৌদ্ধহত্যা, বৌদ্ধগণের প্রতি বিদ্বেষ ও তাড়না এবং সংঘভেদ, এই গুলি আনন্তর্য্য অর্থাৎ বিশেষ নিন্দিত। সংঘভেদ শব্দে দলভঙ্গ অর্থাৎ দলের মধ্যে বিদ্বেষ উৎপাদন করা। (দলাদলির সৃষ্টি করা)।

অষ্টলোকধর্ম্মাঃ। লাভোঽলাভঃ সুখং দুঃখং যশোঽযশো নিন্দা প্রশংসা

* বৌদ্ধেরাও নাস্তিকতার নিন্দা করে। ইহার দ্বারা বুঝুন, প্রকৃত নাস্তিকতা কি এবং বুদ্ধদেব কিরূপ নাস্তিক ছিলেন।

চেতি।—লাভ, অলাভ, সুখ, দুঃখ, যশ, অযশ, নিন্দা, প্রশংসা, এগুলি লোকধর্ম্ম। এ ধর্ম্ম বর্জ্জনীয় অর্থাৎ এ সকলের প্রতি লক্ষ্য না করাই ভাল।

ষট্‌ক্লেশাঃ। রাগঃ প্রতিঘো মানোঽবিদ্যা কুদৃষ্টিবিচিকিৎসা চেতি। রাগ অর্থাৎ বিষয়াসক্তি। প্রতিঘ অর্থাৎ পর বিদ্বেষ। মান অর্থাৎ অহং-মম-জ্ঞান। কুদৃষ্টি অর্থাৎ কুজ্ঞান।—কর্ম্মফল নাই, মরণই মুক্তি, ইত্যাদি প্রকার জ্ঞান। বিচিকিৎসা অর্থাৎ সন্দেহ।—বুদ্ধের উপদেশ ঠিক্ কি না, নির্ব্বাণ হয় না, ইত্যাদি প্রকার চিন্তা। এই ছয়টী ক্লেশ নামে পরিচিত। এ গুলি থাকিতে নির্ব্বাণাধিকার হয় না।

চতুর্ব্বিংশতিরূপক্লেশাঃ। তদ্‌যথা—ক্রোধঃ উপনাহঃ ম্রক্ষঃ প্রদাশ ঈর্ষ্যা মাৎসর্য্যং মদঃ শাঠ্যং মায়া বিহিংসা হ্রীঃ অনপত্রপা স্ত্যানমশ্রাদ্ধ্যং কৌসীদ্যং প্রমাদো মুষিতস্মৃতিঃ বিক্ষেপো সম্প্রজনা কৌকৃত্যং মিদ্ধং বিতর্কো বিচারশ্চেতি।—ইহার অর্থ এই যে ক্রোধ, উপনাহ, ম্রক্ষ (?), প্রদাশ (?) ঈর্ষ্যা, মাৎসর্য্য, শঠতা, মায়া অর্থাৎ পরবঞ্চনা, মদ, হিংসা, নির্লজ্জতা, স্ত্যান অর্থাৎ অনুৎসাহ, শ্রদ্ধাহীনতা, কৌসীদ্য অর্থাৎ কুসীদবৃত্তি*, প্রমত্ততা, স্মৃতি-বিলোপ, চিত্তবিক্ষেপ ( চাঞ্চল্য ), সংপ্রজন্য (?), কুৎসিত কর্ম্মে রতি, মিদ্ধ অর্থাৎ ঔদ্ধত্য, বিতর্ক ও বিচার এই ২৪টি উপক্লেশ † নামে খ্যাত।

পঞ্চ মাৎসর্য্যাণি।—ধর্ম্মমাৎসর্য্য—আমি ধার্ম্মিক, ইত্যাদিবিধ। লাভমাৎসর্য্য—আমি অন্যাপেক্ষা অধিক লাভবান্ ইত্যাদি প্রকার। আবাসমাৎসর্য্য—গৃহাদি বিষয়ক আধিক্যবোধ। কুশলমাৎসর্য্য-লোকোত্তর ধর্ম্মের অভিমান। বর্ণমাৎসর্য্য ব্রাহ্মণত্ব পবিত্রত্বাদি ঘটিত শ্রেষ্ঠতা বোধ। ইহার দ্বারা বুঝা গেল যে, জাত্যভিমান বৌদ্ধধর্ম্মের অনভিমত। অর্থাৎ বৌদ্ধের জাত্যভিমান ত্যাগ করা বিধেয়।

চতস্রঃ শ্রদ্ধাঃ। তদ্‌যথা—আর্য্যসত্যং ত্রিরত্নং কর্ম্ম কর্ম্মফলঞ্চেতি।—চতুর্ব্বিধ আর্য্য সত্য পরে বলা হইবে। ত্রিরত্ন বলা হইয়াছে। সেই দুই এবং কর্ম্ম ও কর্ম্মের ফল। এই চারি প্রকার শ্রদ্ধা অর্থাৎ শ্রদ্ধার যোগ্য। ফলিতার্থ, এ সকল অব্যর্থ ও বিশ্বাস্য।

দানং ত্রিবিধং। তদ্‌যথা—ধর্ম্মদানং মামিষদানং মৈত্রীদানঞ্চেতি। দান তিন প্রকার। ধর্ম্মদান, দ্রব্যদান ও মৈত্রীদান বা অভয় দান।

ত্রিবিধং কর্ম্ম। তদ্‌যথা—দৃষ্টধর্ম্মবেদনীয়ং উৎপদ্যবেদনীয়ং অপরবেদনীয়-

---

* টাকার ব্যবসা ও সুদ গ্রহণ করা বৌদ্ধধর্ম্মে নিষিদ্ধ।

† উপক্লেশ অর্থাৎ সংসারদুঃখ উৎপত্তির সহকারী কারণ।

ক্ষেতি।—কর্ম্ম শব্দের অর্থ ধর্ম্মানুষ্ঠান ও তজ্জনিত সংস্কার। এই সংস্কার পুণ্য পাপ নামে খ্যাত। তাহা ত্রিবিধ অর্থাৎ তিন প্রকার। কোন কোন কর্ম্মের ফল দৃষ্টধর্ম্মবেদনীয় অর্থাৎ এতৎ শরীরে অনুভূত হয়। যাহা এতৎশরীরে ভোগ বা অনুভূত হয় তাহা দৃষ্টধর্ম্মবেদনীয়। কোন কোন পূর্ব্বকৃত কর্ম্মের ফল বীজভাব প্রাপ্ত হইয়া এই শরীর বা শরীরাঙ্কুর জন্মায়। যাহা শরীর জন্মাইয়াছে ও শরীর বিনাশ করিবে তাহা বৌদ্ধশাস্ত্রে উৎপদ্যবেদনীয় নামে পরিভাষিত। যে সকল কর্ম্ম এতৎশরীরে সঞ্চিত হইয়া আগামী জন্ম প্রসব করিবে অর্থাৎ জন্মাইবে—সেই সকল কর্ম্ম তৎশাস্ত্রে অপরবেদনীয় নামে কথিত হয়। আমাদের শাস্ত্রে এবংবিধ ধর্ম্মত্রয় প্রারব্ধ, সঞ্চিত ও আগামী নামে পরিভাষিত। পাতঞ্জল যোগশাস্ত্রেও ইহা "দৃষ্টাদৃষ্টবেদনীয়" ইত্যাদি ক্রমে কথিত হইয়াছে।

ত্রীণ্যকুশলমূলানি। তদ্‌যথা—লোভোমোহো দ্বেষশ্চেতি। এতদ্বিপ-পর্য্যয়াৎ ত্রীণ্যকুশলমূলানি। তদ্‌যথা।—অদ্বেষোঽলোভোঽমোহশ্চেতি।—নির্ব্বাণই পরম কুশল। তদ্বিপরীত সংসার অকুশল। অকুশলের মূল তিন প্রকার। লোভ, মোহ, দ্বেষ এবং কুশলের নিদান অলোভ, অমোহ ও অদ্বেষ। চিত্তস্থ লোভ মোহ ও দ্বেষ পরিত্যাগ করিতে না পারিলে নির্ব্বাণ ধর্ম্মে অধিকারী হওয়া যায় না।

তিস্রঃ শিক্ষা। তদ্‌যথা—অধিচিত্তশিক্ষাঽধিশীলশিক্ষাঽধি প্রজ্ঞাশিক্ষাচেতি।—শিক্ষা তিন প্রকার। তদ্‌যথা—চিত্তসম্বন্ধীয়, শীলসম্বন্ধীয় ও প্রজ্ঞাসম্বন্ধীয়। চিত্ত, শীল, ও প্রজ্ঞা, এই তিন প্রকার পদার্থ শিক্ষাধিকারে ব্যবহৃত আছে। অর্থাৎ বুদ্ধের উপদেশ মালা অবলম্বন করিয়া ঐ তিন পদার্থের সমস্ত অধিকার শিক্ষা করিতে বা আয়ত্ত করিতে হয়। ইহার অবান্তর প্রভেদ দশ প্রকার; তাহা বুদ্ধজীবন উপদেশে কথিত হইয়াছে।

চত্বারোব্রহ্মবিহারাঃ। মৈত্রীকরুণামুদিতাপেক্ষা চেতি।—সর্ব্বভূতে সৌহার্দ্দ স্থাপন করার নাম মৈত্রী। পরদুঃখ হরণেচ্ছারূপিণী কৃপার নাম করুণা। পুণ্যবাণের পুণ্যে হৃষ্ট হওয়ার নাম মুদিতা। অপুণ্যশীলের প্রতি হর্ষবিষাদাদি বর্জন করার নাম উপেক্ষা। একাধারে এই চারিটী অবস্থান করিলে তাহা ব্রহ্মবিহার নামে খ্যাত। ( ইহাই আমাদের গীতাশাস্ত্রের ব্রাহ্মী স্থিতি )।

ষট্‌পারমিতা। তদ্‌যথা—দানপারমিতা শীলপারমিতা ক্ষান্তিপারমিতা বীর্য্যপারমিতা ধ্যানপারমিতা প্রজ্ঞাপারমিতা চেতি।—পারমিতা অর্থাৎ পরমভাব।

অথবা উৎকর্ষ (কাষ্ঠা প্রাপ্তি)। দান অর্থাৎ ত্যাগ। দান, শীল, ক্ষমা, বীর্য্য অর্থাৎ ধর্ম্মলাভে উৎসাহ, ধ্যান, প্রজ্ঞা, এই ছয় প্রকার পদার্থ বৌদ্ধনির্দ্দিষ্ট পারমিতা।

চত্বারি সংগ্রহবস্তূনি। দানং প্রিয়বচনমর্থচর্য্যা সমানার্থতা চেতি।—দান, প্রিয়বাক্য, অর্থচর্য্যা অর্থাৎ বস্তুতত্ত্বান্বেষণ, সমানার্থতা অর্থাৎ সমদর্শিতা, এই চারিটী সম্যক্‌রূপে গ্রহণীয় অর্থাৎ স্বীকার্য্য বা আদরণীয়।

চত্বার্য্যার্য্যসত্যানি। তদ্‌যথা—দুঃখং সমুদয়ো নিরোধো মার্গশ্চেতি।—দুঃখ, উৎপত্তি, নিরোধ অর্থাৎ বিনাশ ও মার্গ। (ঐ সকলের পথ বা নিমিত্ত) এই চারিটী আর্য্যসত্য নামে পরিভাষিত।

চতস্রোধারণ্যঃ। তদ্‌যথা—আত্মধারণী, গ্রন্থধারণী, ধর্ম্মধারণী, মন্ত্রধারণী চেতি।—আত্মধারণী অর্থাৎ আত্মজ্ঞানে রতি। এইরূপ, গ্রন্থে রতি, ধর্ম্মে রতি ও মন্ত্রে রতি। *

ষড়নুস্মৃতয়ঃ। বুদ্ধানুস্মৃতিঃ ধর্ম্মানুস্মৃতিঃ সংঘানুস্মৃতিস্ত্যাগানুস্মৃতিঃ শীলানুস্মৃতির্দেবানুস্মৃতিশ্চেতি।—অনুস্মৃতি শব্দের অর্থ অনুসরণ। বুদ্ধের অনুসরণ, ধর্ম্মের অনুসরণ, সংঘের অর্থাৎ ধার্ম্মিক বৃদ্ধের অনুসরণ, ত্যাগের অনুসরণ, শীলের অনুসরণ, দেবানুসরণ, এই চতুর্ব্বিধ অনুসরণ। (অনুস্মৃতি = অনুসৃতি)

চত্বারি ধর্ম্মপদানি। তদ্‌যথা—অনিত্যাঃ সর্ব্বসংস্কারাঃ। দুঃখাঃ সর্ব্বসংস্কারাঃ। নিরাত্মানঃ সর্ব্বসংস্কারাঃ। শান্তং নির্ব্বাণঞ্চেতি।—সংস্কার বা ভাববিকার মাত্রেই অনিত্য। সমস্তই দুঃখ, সমস্তই নিরাত্মা অর্থাৎ নিঃস্বরূপ (খ-পুষ্পাদির ন্যায় তুচ্ছ) এবং শান্ত নির্ব্বাণ পরমার্থ। এই চারিটী ধর্ম্মপদ নামে খ্যাত। এই চারিটীর তথ্য বা যথাযথরূপে প্রতীত হইলে তাহা হইতে মনুষ্যের অমানুষ্য ধর্ম্ম লব্ধ হয়। মনুষ্যোত্তর ধর্ম্মলাভ ও বুদ্ধ হওয়া সমান কথা।

গতয়ঃ ষট্। তদ্‌যথা—নরকস্তীর্য্যক্ প্রেতো ঽসুরো মনুষ্যো দেবশ্চেতি।—নরকগতি, তির্য্যক্‌গতি, প্রেতগতি, অসুরগতি, মনুষ্যগতি ও দেবগতি। গতি শব্দের অর্থ প্রাপ্তি। নরকগতি অর্থাৎ নরকপ্রাপ্তি। তির্য্যকগতি—তীর্য্যক্ দেহপ্রাপ্তি ইত্যাদি। †

* হিন্দুদিগের ন্যায় বৌদ্ধেরাও মন্ত্র মানে ও মন্ত্র পাঠ করে। মন্ত্র জপও করে। তাহাদের এক প্রকার মন্ত্রের নাম স্বস্ত্যয়ন গাথা। এই স্বস্ত্যয়ন গাথা মহাবস্তু অবদান গ্রন্থে দেখিতে পাইবেন। স্বস্ত্যয়ন গাথা গান করিলে উৎপাত নিবারণ ও মঙ্গল হয়।

† ইহার দ্বারা জানা গেল যে বৌদ্ধেরা কর্ম্ম মানে, কর্ম্মের ফলও মানে। কর্ম্মের ফল স্বর্গ নরকাদি গতি, তাহাও মানে। অন্য সূত্রে এ কথা বিস্পষ্টরূপে কথিত আছে।

ষড়্ধাতবঃ। পৃথিব্যপ্‌স্তেজো বায়ুরাকাশো বিজ্ঞানঞ্চেতি।—পৃথিবী, জল, তেজ, বায়ু, আকাশ ও বিজ্ঞান। এই ছয়টী ধাতু। অর্থাৎ শরীর ধারণোপযোগী পদার্থ।

অষ্টৌ বিমোক্ষাঃ। তদ্‌যথা—রূপা রূপাণি পশ্যতি শূন্যম্। অধ্যাত্ম রূপসংজ্ঞী বহির্ধা রূপানি পশ্যতি শূন্যম। আকাশানন্ত্যায়তনং পশ্যতি শূন্যম্। বিজ্ঞানানন্ত্যায়তনং পশ্যতি শূন্যম্। আকিঞ্চন্যায়তনং পশ্যতি শূন্যম্। নৈবসংজ্ঞানাসংজ্ঞায়তনং পশ্যতি শূন্যম্। সংজ্ঞাবেদয়িতনিরোধং পশ্যতি শূন্যম্।—মোক্ষ বা মুক্তি ছয় প্রকার। রূপ শূন্য দর্শন ( সাক্ষাৎকার ), আধ্যাত্মিক অরূপ অবস্থা সাক্ষাৎকার; আকাশানন্ত্য সাক্ষাৎকার, অনন্তবিজ্ঞানের আয়তন সাক্ষাৎকার, আকিঞ্চন্য আয়তন সাক্ষাৎকার, নৈবসংজ্ঞানাসংজ্ঞায়তন দর্শন অর্থাৎ সাক্ষাৎকার এবং সংজ্ঞাবেদনানিরোধসাক্ষাৎকার। এই মোক্ষ ষটকের মধ্যে চরম মোক্ষ নির্ব্বাণের সমানার্থক। বৌদ্ধেরা যাহাকে নির্ব্বাণ বলে, হিন্দুরা তাহাকে কৈবল্য বলে। হিন্দুরাও নির্ব্বাণ শব্দ ব্যবহার করে; কিন্তু তাহা নববৌদ্ধাভিমত আত্মনিরোধরূপী নহে। তাহা আত্মকৈবল্য। ভগবান্ শাক্যসিংহ নির্ব্বাণকে আত্মকৈবল্য বলিয়া জানিতেন, ( পরিশিষ্ট দেখ )।

দ্বাদশ ধূতগুণাঃ। পৈণ্ডপাতিকস্ত্রৈচীবরিকঃ খলূ পশ্চাদ্ভক্তিকো যথা সংস্তরিকো বৃক্ষমূলিক একাসনিক আত্যাকাসিক আরণ্যকঃ শ্মাশানিকঃ পাংশুকূলিকো নামতিকশ্চেতি —ধূত শব্দের অর্থ ভিক্ষু। তাহা দ্বাদশ প্রকার। পিণ্ডপাতিক—গ্রাসযোগ্য অন্ন ভিক্ষা করিয়া জীবন ধারণ করে। ত্রৈচীবরিক অর্থাৎ অন্তর্বাস ও বহির্ব্বাস মাত্র ধারণ করে। পশ্চাদ্ভক্তিক অর্থাৎ দিবাশেষে ভিক্ষা লব্ধ অন্নের দ্বারা আহার নির্ব্বাহ করে। নৈষদ্যিক অর্থাৎ এক স্থলে থাকিয়া যদৃচ্ছালব্ধ অন্নের দ্বারা জীবন ধারণ করে। যথা সংস্তরিক অর্থাৎ যদৃচ্ছালব্ধ শয্যায় শয়ন করে। বৃক্ষমূলিক, একাসনিক, এ দুটীর অর্থ সহজ। অভ্যককাশিক, যাহারা বিরল বাস করে। আরণ্যক, শ্মাশানিক, এই দুই শব্দও সহজ। পাংশুকূলিক অর্থাৎ ধূলিশয্যাশায়ী। নামতিক অর্থাৎ নানাতিক্রমী—নাম প্রকাশ করে না।

চত্বারি ধ্যানানি। তদ্‌যথা—সবিতর্কং সবিচারং বিবেকজং প্রীতিসুখশ্চেতি প্রথমং ধ্যানম্। অধ্যাত্মপ্রসাদাৎ প্রীতিসুখমিতি দ্বিতীয়ম্। উপেক্ষাস্মৃতিসংপ্রজন্যং সুখমিতি তৃতীয়ম্। স্মৃতিপরিশুদ্ধিরদুঃখাহসুখা বেদনেতি চতুর্থং ধ্যানমিতি॥ —বুদ্ধাভিমত এই ধ্যান চতুষ্টয় বুদ্ধের জীবনীভাগে বিশদরূপে বলা হইয়াছে।

দশ ভূময়ঃ।—ভূমি শব্দের অর্থ ধ্যানারূঢ় পুরুষের পর উন্নত অবস্থা। ইহা দশ প্রকার। প্রমুদিতা, বিমলা, প্রভঙ্করী, অর্চ্চিষ্মতী, সুদুর্জ্জয়া, অভিমুখী, দূরংগমা, অচলা, সাধুমতী, বা মধুমতী, সর্ব্বশেষে ধর্ম্মমেঘ। কেহ কেহ সমন্তপ্রভা, নিরুপমা ও জ্ঞানবতী, এই তিন ভূমিও বলেন। এ সকলের আংশিক বিবরণ পশ্চাৎ বলা হইবে। পাতঞ্জল যোগশাস্ত্রোক্ত ভূমির সহিত বৌদ্ধাভিমত ভূমির অনেক স্থলে ঐক্য দেখা যায়।

ত্রীণি বৈশারদ্যানি।—অভিসম্বোধি বৈশারদ্য, আশ্রবক্ষয়জ্ঞান বৈশারদ্য, নৈর্ব্বাণিকমার্গাবতরণবৈশারদ্য, এই তিন বৈশারদ্য।

চত্বারো মারাঃ।—মার শব্দে কাম। অথবা ভয়াদির উদ্বোধক দেবতা। বৌদ্ধ মতে ইহা ৪ প্রকার। স্কন্ধমার, ক্লেশমার, দেবপুত্র মার ও মৃত্যুমার। বুদ্ধ এই চার প্রকার মার জয় করিয়া মারজিৎ নামে প্রখ্যাত হইয়াছিলেন। (জীবনী দেখ)

বোধিসত্ত্বানাং দশ বশিতা।—আয়ুর্ব্বশিতা, চিত্তবশিতা, পরিষ্কারবশিতা, ধর্ম্মবশিতা, ঋদ্ধিবশিতা, জন্মবশিতা, অধিমুক্তিবশিতা, প্রণিধানবশিতা, কর্ম্মবশিতা ও জ্ঞানবশিতা। অর্থাৎ আয়ু, চিত্ত, ধর্ম্ম, ঋদ্ধি, জন্ম, অধিমুক্তি, প্রণিধান, কর্ম্ম, জ্ঞান, এ সমস্তই তাঁহাদের বশীভূত বা অধীন।

চত্বারো যোনয়ঃ। তদ্যথা—অণ্ডজঃ স্বেদজঃ জরায়ুজঃ উপপাদুকশ্চ।—চারি প্রকার যোনি অর্থাৎ উৎপত্তি স্থান বা দেহ। অণ্ডজ, স্বেদজ, জরায়ুজ ও উপপাদুক। পক্ষী প্রভৃতি অণ্ডজ, দংশ মশকাদি স্বেদজ, মনুষ্যাদি জরায়ুজ এবং দেবদেহ সকল উপপাদুক। এতন্মতে উদ্ভিজ্জ দেহ স্বেদজ দেহের অন্তর্গত।

দ্বে সত্যে। তদ্যথা—সংবৃত্তিসত্যং পরমার্থ-সত্যঞ্চেতি।—সত্য দ্বিবিধ। এক সংবৃত্তি সত্য অর্থাৎ ব্যবহারিক সত্য; দ্বিতীয় পরমার্থ সত্য। [এই স্থানে বেদান্তের মত স্থান পাইতে পারে।]

শীলং ত্রিবিধং। তদ্যথা—সম্ভারশীলং কুশলসংগ্রহশীলং, সত্ত্বার্থক্রিয়াশীলঞ্চেতি।—ধর্ম্মসম্ভার, কুশলকার্য্য ও পরোপকার। এই তিন প্রকার শীল অর্থাৎ বুদ্ধগণের চরিত্র বা স্বভাব।

ক্ষান্তিস্ত্রিবিধা। তদ্যথা—ধর্ম্মনিধ্যানক্ষান্তির্দুঃখাধিবাসনক্ষান্তিঃ পরোপকারধর্ম্মক্ষান্তিশ্চেতি।—ক্ষান্তি অর্থাৎ ক্ষমাগুণ বা সহ্য করা। তাহা ত্রিবিধ। ধর্ম্মের কঠোরতা সহ্য করা, শীতোষ্ণাদিজনিত দুঃখ সহ্য করা ও পরোপকারার্থ ক্লেশ স্বীকার করা।

প্রজ্ঞা ত্রিবিধা। তদ্‌যথা—শ্রুতময়ী চিন্তাময়ী ভাবনাময়ী চেতি।—প্রজ্ঞা তিন প্রকার। ১ম। শ্রুতময়ী—যাহা শাস্ত্রশ্রবণে জন্মে। ২য়। চিন্তাময়ী—যাহা চিন্তাবলে জন্মে। ৩য়। ভাবনাময়ী—যাহা প্রণিধান বলে প্রকাশ পায়।

জ্ঞানং ত্রিবিধং। তদ্‌যথা—অবিকল্পকং বিকল্পসমভাববোধক; সত্যার্থোপায়োপরক্তঞ্চেতি।—নির্ব্বিকল্প, সবিকল্প ও পরমার্থসত্যোপরক্ত, এই তিন প্রকার জ্ঞান।

নৈরাত্ম্যং দ্বিবিধং। ধর্ম্মনৈরাত্ম্যং পুদ্গলনৈরাত্ম্যঞ্চেতি।—নৈরাত্ম্য অর্থাৎ শূন্যতা। তাহা দ্বিবিধ। ধর্ম্মনৈরাত্ম্য ও পুদ্গলনৈরাত্ম্য। পুদ্গল শব্দের অর্থ দেহ। এতন্মতে দেহাধিষ্ঠাতা আত্মা স্থিরস্বভাব নহে; সুতরাং তাহাও শূন্যকল্প।

চত্বারো দ্বীপাঃ। পূর্ব্ববিদেহঃ জম্বুদ্বীপঃ অপরগোদানিঃ উত্তরকুরু দ্বীপশ্চেতি।—দ্বীপ ৪টী। পূর্ব্ববিদেহ, জম্বুদ্বীপ, অপরগোদানিক ও উত্তরকুরু।

অষ্টাবুষ্ণনরকাঃ। তদ্‌যথা—সংজরঃ কালসূত্রঃ সংঘাতো রৌরবো মহারৌরব স্তপনঃ প্রতাপনোঽবীচিশ্চেতি।—৮ প্রকার নরক। সঞ্জর, কালসূত্র, সংঘাত, রৌরব, মহারৌরব, তপন, প্রতাপন ও অবীচি। বৌদ্ধদিগের মহাবস্তু অবদান গ্রন্থে এই ৮ নরক অতি চমৎকার রূপে বর্ণিত হইয়াছে। পাঠ করিলে হৃৎকম্প ও রোমাঞ্চ জন্মে।

ষট্ কামাবচরা দেবাঃ। তদ্‌যথা—চাতুর্ম্মহারাজকায়িকাস্ত্রয় স্ত্রিংশত্তুষিতা যাম্যা নির্ম্মাণরতয়ঃ পরিনির্ম্মিতবশবর্ত্তিনশ্চেতি।—কামচর দেবতা ছয় শ্রেণীভুক্ত। চতুর্ম্মহারাজিক, তুষিত, যাম্য, নির্ম্মাণরতি, কায়িক ও পরিনির্ম্মিতবশবর্ত্তী। আমাদের যোগ শাস্ত্রেও এই চারিশ্রেণীর দেবতা বর্ণিত আছে।

অষ্টাদশ রূপাবচরা দেবাঃ। তদ্‌যথা—ব্রহ্মকায়িকা ব্রহ্মপুরোহিতা ব্রহ্মপার্ষদ্যা মহাব্রহ্মাণঃ পরিত্রাভা অপ্রমাণাভা আভাস্বরাঃ পবিত্রশুভাঃ শুভকৃৎস্না অনভ্রকাঃ পুণ্যপ্রসবা বৃহৎকালা অসঞ্জিসত্বা অবৃহা অতপাঃ সুদৃশাঃ সুদর্শনা অকানিষ্ঠাশ্চেতি। চত্বারোঽরূপাবচরাঃ। তদ্‌যথা—আকাশানন্ত্যায়তনোপগা বিজ্ঞানানন্ত্যায়তনোপগা আকিঞ্চ ন্যায়তনোপগা নৈবসংজ্ঞানাসংজ্ঞায়তনোপগা শ্চেতি।—এ সকল দেবতার কিছু কিছু বৃত্তান্ত পরিশিষ্টে বলা হইবে।

পঞ্চ স্কন্ধাঃ।—রূপস্কন্ধ, বেদনাস্কন্ধ, সংজ্ঞাস্কন্ধ, সংস্কারস্কন্ধ ও বিজ্ঞানস্কন্ধ। জগৎ এই পাঁচ স্কন্ধে বা পাঁচ বিভাগে বিভক্ত। এ বিভাগ বৌদ্ধদিগের দর্শন শাস্ত্রের মধ্যে প্রদর্শিত আছে এবং এ পুস্তকেও সংক্ষেপে বলা হইতেছে।

দ্বাদশায়তনানি।—চক্ষু, শ্রোত্র, ঘ্রাণ, জিহ্বা, কায় অর্থাৎ ত্বক্, মন। এ গুলি ও রূপ, গন্ধ, শব্দ, রস, স্পর্শ; ও ধর্ম্ম, এই বার আয়তন।

অষ্টাদশ ধাতবঃ।—চক্ষু, শ্রোত্র, ঘ্রাণ, জিহ্বা, কায় বা ত্বক্, ও মন, রূপ, গন্ধ, শব্দ, রস, স্পর্শ, ধর্ম্ম, চক্ষুর্বিজ্ঞান, শ্রোত্রবিজ্ঞান, ঘ্রাণবিজ্ঞান, জিহ্বাবিজ্ঞান, ত্বক্‌বিজ্ঞান ও মনোবিজ্ঞান। মিলিত এই অষ্টাদশ ধাতুমধ্যে গণ্য। এ বিভাগও দার্শনিক।

তত্রৈকাদশ রূপস্কন্ধাঃ।—চক্ষুঃ, শ্রোত্র, ঘ্রাণ, জিহ্বা, ত্বক্, রূপ, শব্দ, গন্ধ, রস স্পর্শ ও বিজ্ঞান। এই একাদশ রূপস্কন্ধের অন্তর্নিবিষ্ট। এইরূপে রূপ-স্কন্ধের বিভাগ বা বিচার হইয়া থাকে। বেদনাস্কন্ধের বিভাগ এইরূপ—

বেদনা ত্রিবিধা।—বেদনা-শব্দের অন্য নাম অনুভব। তাহা তিন প্রকার। সুখ, দুঃখ ও উভয়াতীত। [ এই স্থানে বেদান্তের বিশেষ সম্মতি দেখা যায় ]।

সংজ্ঞাস্কন্ধের বিভাগ নিমিত্তের অনুযায়ী অর্থাৎ কারণোদ্রেক অনুসারী।

সংস্কার স্কন্ধের বিভাগ এইরূপঃ—সংস্কার দুই প্রকার। প্রথমতঃ এক প্রকার, দ্বিতীয়তঃ অন্য প্রকার। চিত্তপ্রযুক্ত ও চিত্তবিযুক্ত। চিত্তপ্রযুক্ত সংস্কার ৪০। যথা—

বেদনা, সংজ্ঞা, চেতনা, ছন্দঃ, স্পর্শ, মতি, স্মৃতি, মনস্কার, অধিমোক্ষ, সমাধি, শ্রদ্ধা, প্রসাদ, প্রশ্রব্ধি, উপেক্ষা, লজ্জাসামান্য, লজ্জাবিশেষ, লোভ, অদ্বেষ, অহিংসা, উৎসাহ, মোহ, প্রমাদ, কৌসীদ্য অর্থাৎ ভোগ তৃষ্ণা, অশ্রদ্ধা, আলস্য, ঔদ্ধত্য, অলসভাব, অনপত্রপ্য, ক্রোধ, উপনাহ, শাঠ্য, ঈর্ষ্যা, প্রদাশ, ম্রক্ষ ?, মাৎসর্য্য, মায়া, মদ, বিহিংসা, বিতর্ক ও বিচার। এতদ্ভিন্ন, চিত্রবিপ্রযুক্ত সংস্কার ১৩। "চিত্তবিপ্রযুক্তসংস্কারাস্ত্রয়োদশ'! যথা—প্রাপ্তি, অপ্রাপ্তি, সভাগতা, আসংজ্ঞিক, সমাপ্তি, জীবন, জন্ম, জরা, স্থিতি, অনিত্যতা, নামকার, পদকার ও ব্যঞ্জনকার।

বিজ্ঞানবিভাগে ৬ প্রকার অবান্তর বিভাগ আছে। যথা—"ষট্‌বিষয়াঃ" রূপ, শব্দ, গন্ধ, রস, স্পর্শ ও ধর্ম্ম। এ সকল আলয়বিজ্ঞান মূলক।

রূপং বিষয়স্বভাবম্।—রূপ শব্দের অর্থ দৃশ্য, তাহা বিষয়স্বভাব। বিষয়-স্বভাব রূপ নীল, পীত, লোহিত, অবদাত, হরিত, দীর্ঘ, হ্রস্ব, পরিমণ্ডল, উন্নত, অবনত, সাত, বিসাত, অচ্ছ, ধূম্র, রজস, মহিকা, ছায়া, আতপ, আলোক ও অন্ধকারাত্মক।

সপ্ত পুরুষবাক্‌শব্দাঃ। সপ্ত পুরুষহস্তাদিশব্দা এত এব মনোজ্ঞাঽমনোজ্ঞ-ভেদেনাষ্টাবিংশতিঃ—পুরুষোচ্চারিত বাক্যরূপ শব্দ ৭ প্রকার। হস্তাদিজনিত শব্দও ৭ প্রকার। সে সকল মনোজ্ঞ অমনোজ্ঞ ভেদে দ্বিবিধ। সর্ব্বসমেত ২৮ প্রকার। পরিষ্কার কথা অর্থাৎ বাক্‌শক্তি সমুত্থ শব্দ ও নির্জীবপদার্থসমুত্থ শব্দ উক্ত উভয়প্রকারে বিভক্ত।

রসঃ ষড়্‌বিধঃ।—রস ৬ প্রকার। মধুর, অম্ল, লবণ, কটু, তিক্ত ও কষায়।

চত্বারোগন্ধাঃ।—গন্ধ চতুর্ব্বিধ! সুগন্ধ, দুর্গন্ধ, সমগন্ধ ও বিষমগন্ধ।

এই সমুদায় বিভাগ বৌদ্ধদর্শনের অনুযায়ী এবং এ সকলের বিশেষ বিবরণ প্রত্যেক প্রধান বৌদ্ধ গ্রন্থে লিখিত আছে। ঐ সকল পদার্থের সম্বন্ধ জ্ঞানের নিমিত্ত একটী চিত্র প্রদত্ত হইল, মনোযোগ সহ দেখিলে ও পাঠ করিলে অধিকাংশ বোধগম্য হইতে পারিবে।

পূর্ণতাপ্রাপ্ত্যবস্থা দশ।—পূর্ণতা লাভের উত্তরোত্তর দশ প্রকার অবস্থা বা শ্রেণী আছে। যথা—প্রমুদিতা, বিমলা, প্রভাকরী, অর্চ্চিষ্মতী, সুদুর্জ্জয়া, অভিমুখী, দূরঙ্গমা, অচলা, মধুময়ী বা সাধুমতী, ও ধর্ম্মমেঘ। এই সকল অবস্থা বর্গ ও ভূমি নামেও পরিভাষিত হইয়াছে!

এতাঃপারমিতাঃ—

> দানং শীলঞ্চ শান্তিশ্চ ধ্যানং বীর্য্যং বলং তথা।
> উপায়ঃ প্রণিধিঃ প্রজ্ঞা জ্ঞানং সর্ব্বগতং হি তৎ॥

দান অর্থাৎ ত্যাগ স্বীকার। শীল-সাধুতা, ইহা দশপ্রকার। ইতিপূর্ব্বে তাঁহা বর্ণিত হইয়াছে। শান্তি=অলংবুদ্ধি। ধ্যান বলা হইয়াছে। বীর্য্য—নির্ব্বাণ লাভে উৎসাহ। বল দশ প্রকার, তাহা পরিশিষ্টে বলা হইবে। উপায়ও বলা হইবে। প্রণিধিনিগূঢ় জ্ঞান অথবা সূক্ষ্ম দর্শন। প্রজ্ঞা—জ্ঞানের উন্নত অবস্থা বা একপ্রকার সর্ব্বগত জ্ঞান যাহা সার্ব্বভৌমিক সত্যের বা লোকোত্তর ধর্ম্মের প্রতীতি আখ্যায় প্রসিদ্ধ।

ক্রমমৌন্নত্যম্।—নির্ব্বাণ জ্ঞান লাভ হইলে ত্রিবিধ উন্নতির অবস্থা আইসে। প্রথমে বোধিসত্ত্ব, পরে অর্হৎ, তৎপরে বুদ্ধ। বুদ্ধ হওয়াই চরম উন্নতি।

উপায়ো দ্বিবিধঃ।—উপায় দুই প্রকার। প্রতিকূল ও অনুকূল। এই উপায় দ্বয়ের বিবরণ এইরূপ—

প্রথমে প্রতিকূল, পরে অনুকূল। প্রথমোক্তটী দশ প্রকার; দ্বিতীয়টী অষ্টাঙ্গ

প্রতিকূল যথা—আত্মভ্রম বা স্বকীয় দ্বৈত ভাব। সন্দেহ। শীলব্রহ্মপরামর্শ বা ক্রিয়াকলাপে আসুরক্তি। কাম। ক্রোধ। রাগ (ইহ জীবনের ও স্বর্গীয় জীবনের স্পৃহা)। মান। ঔদ্ধত্য। আধিক্য। অনুকূল যথা—সম্যক্ দৃষ্টি ইত্যাদি। সম্যক্ দৃষ্টি প্রভৃতির স্বরূপ বলা হইয়াছে।

দুঃখং পঞ্চবিধম্।—রাগ, দ্বেষ, মোহ প্রভৃতি পাঁচ প্রকার মানস বিকার দুঃখ নামে খ্যাত। ঐ সকল ভাববিকারই দুঃখ। দুঃখ প্রাণিমাত্রেরই প্রতিকূল বেদনীয়। দুঃখের বিনাশ হইলেই চিত্ত নির্ব্বাণ লাভে ক্ষমবান্ হয়। চিত্ত হইতে ঐ সকল বিকার অপসারিত করিতে না পারিলে দুঃখের অবসান হয় না। দুঃখের অবসান অর্থাৎ নিরোধ (অনুত্থান) না হইলেও নির্ব্বাণ লাভ হয় না।

বুদ্ধ-বুদ্ধভাবৌ।—বুদ্ধ ও প্রাপ্তবুদ্ধভাব। তাৎপর্য্যার্থ এইরূপঃ—মূলে এক আদি বুদ্ধ আছেন। তিনি নিত্যসিদ্ধ, অনাদি, অনন্ত, চিৎস্বরূপ, অশরীরী; মূলাধার ও সকলের কারণ।* তাঁহা হইতে পৃথক্ পঞ্চ বুদ্ধ আবির্ভূত হয়। সেই সকল বুদ্ধ আদি বুদ্ধের অধীন। ইঁহারা পঞ্চভূত পঞ্চেন্দ্রিয় ও পঞ্চ মনোবৃত্তির সাক্ষাৎ কারণ। সেই পাঁচ আত্মরূপ হইতে ত্রিবিধ সৃষ্টি হইয়াছে। পৃথিবীর রূপ বিভিন্ন, জাতিও বিভিন্ন। পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, মানব মানবীয় রচনা বোধিসত্ত্বদিগের ক্রিয়া এবং বোধিসত্ত্বেরাই ঐ সকলের শাস্তা। এই জড়াজড় অর্থাৎ চেতনাচেতন ব্যাহিত জগৎ উল্লিখিত পঞ্চ বুদ্ধ হইত জন্মলাভ করিয়াছে। আদি বুদ্ধ এতৎসমূহের উদাসীন দ্রষ্টা অর্থাৎ সাক্ষিরূপী। ষষ্ঠ বুদ্ধ বজ্রসত্ত্ব। এই বজ্রসত্ত্ব আদি বুদ্ধ হইতে উদ্ভূত হইয়া মানবের চিত্ত, জ্ঞান ও বেদনা (অনুভব) উৎপাদন করিয়া থাকেন। রত্নপাণি, বজ্রপাণি, সমন্তভদ্র, পদ্মপাণি, এই বুদ্ধ পঞ্চক বা পাঁচ বোধিসত্ত্ব পর্য্যায়ক্রমে বিশ্বমণ্ডলের সৃষ্টি ও শাসনকর্ত্তা হইয়া থাকেন। বর্ত্তমান যুগের শাসন ও রক্ষাকর্ত্তা পদ্মপাণি ও অবলোকিতেশ্বর। এ সকল কথা নাগার্জ্জুন কৃত ধর্ম্মসূত্র গ্রন্থে না থাকিলেও অভিধর্ম্মচিন্তামণি ও সদ্ধর্ম্মপুণ্ডরীক নামক বৌদ্ধগ্রন্থদ্বয়ে আছে, সে জন্য এ সকল কথা বলা এতৎপ্রবন্ধের অনুপযোগী নহে।

---

* আদি বুদ্ধের এই কএকটি লক্ষণ বেদান্তোক্ত ব্রহ্মলক্ষণের সহিত সমান। অন্য পাঁচ বুদ্ধের সহিত বেদান্তোক্ত হিরণ্যগর্ভাদির ঐরূপ সমানতা অনুভূত হয়।
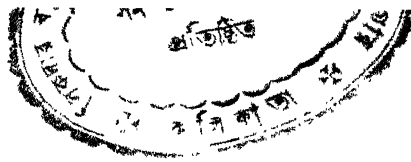
# পরিশিষ্ট।

এই বুদ্ধদেব পুস্তক লিখিতে সে সকল কথা অবশ্য বক্তব্য বলিয়া স্থির ছিল—তাহার অনেক কথা সেই সেই স্থানে সন্নিবেশিত হয় নাই এবং অনেকগুলি বক্তব্য "পরিশিষ্ট দেখুন" বলিয়া ফুটনোটে বরাৎ দেওয়া হইয়াছে। সুতরাং তদনুরোধে এই সংক্ষিপ্ত পরিশিষ্ট প্রস্তুত হইল। ইহাতে যে সকল তথ্য সন্নিবিষ্ট হইল, বিবেচনা হয়, তদ্দ্বারা এতৎ পুস্তকের বিশেষ পুষ্টি প্রসাধিত হইবে।

(ক) সুজাতস্য খলু ঈক্ষাকু রাজ্ঞো পঞ্চ পুত্রা অভূষি,
ওপুরোনিপুরো করকণ্ডকো উল্কামুখো হস্তিক শীর্ষো—

[ ইত্যাদি মহাবস্তু অবদান গ্রন্থ দেখ।

---

( খ ) অনুহিমবন্তে কপিলো নাম ঋষিঃ প্রতিবসতি
পঞ্চাভিজ্ঞ চতুর্ধ্যানলাভো মহর্দ্ধিকো মহানুভাবো তস্য
তং আশ্রমপদং মহাবিস্তীর্ণং রমণীয়ং মূলপুষ্পোপেতং
পত্রোপেতং ফলোপেতং পানীয়োপেতং মূলসহস্র উপশোভিতম্
মহং চাত্র শাকোটবনখণ্ডম্। ইত্যাদি—

[ মহাবস্তু অবদান।

( গ ) অমাত্যা আহনুঃ। মহারাজ অনুহিমবন্তে মহাশাকোটবনখণ্ডং তহিং কুমারা প্রতিবসন্তি।

[ ইত্যাদি মহাবস্তু গ্রন্থ দেখ।

---

( ঘ ) ঘ চিহ্নিত পরিশিষ্টে ললিত বিস্তরের গাথা উদ্ধৃত করিবার অভিপ্রায় ছিল; কিন্তু নিষ্প্রয়োজন বিধায় তাহা পরিত্যাগ করা হইল।

---

সর্ব্বজ্ঞ, সুগত, বুদ্ধ, ধর্ম্মরাজ, তথাগত. সমন্তভদ্র. ভগবান্, লোকজিৎ, মারজিৎ. জিন, জিন্, ষড়ভিজ্ঞ, দশবল, অদ্বয়বাদী, বিনায়ক, মুনীন্দ্র, শ্রীঘন, শাস্তা ও মুনি,=এই সকল নাম পূর্ব্বাপর সমুদায় বুদ্ধের। আর শাক্যসিংহ, সর্ব্বার্থসিদ্ধ, শৌদ্ধোদনি, গৌতম, অর্কবন্ধু ও মায়াদেবীসুত,—এই ৬টী নাম কেবলমাত্র শাক্যসিংহের। শাক্যসিংহ শেষ বুদ্ধ, সে জন্য তাঁহারও ঐ ১৮ নাম ব্যবহৃত হয়। বৌদ্ধমতে তথা শব্দের অর্থ সত্য; তাহা তিনিই জানিয়াছিলেন, সে কারণে তাঁহার নাম "তথাগত"।

দিব্য চক্ষুঃ শ্রোত্র, পরচিত্তজ্ঞান, পূর্ব্বনিবাসানুস্মৃতি অর্থাৎ জাতিস্মরত্ব, আত্ম-জ্ঞান, আকাশগমন ও কায়ব্যূহসিদ্ধি. এই ৬টী সম্যক্‌রূপে জানিতেন বলিয়া তাঁহার ন্যাম ষড়ভিজ্ঞ। দান, শীল, ক্ষমা বীর্য্য অর্থাৎ ধর্ম্মবীরত্ব, ধ্যান, প্রজ্ঞা, উপায় ( অনুকূল ও প্রতিকূল পথদ্বয় ), প্রণিধি ও সর্ব্বব্যাপী জ্ঞান অর্থাৎ সর্ব্বজ্ঞতা;—এই দশ প্রকার বল অর্থাৎ সামর্থ্য থাকায় বুদ্ধ মাত্রেই "দশবল" নামে খ্যাত।

---

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, বুদ্ধ ও বোধিসত্ত্ব পৃথক। বুদ্ধলক্ষণও সে স্থানে বলা হইয়াছে; কিন্তু বোধিসত্ত্বের একটি পৃথক লক্ষণ আছে, তাহা বলা হয় নাই। সেটী এই—

"লোকে ভগবতো—লোক-নাথাদারভ্য কেবলম্।
যে জন্তবো গতক্লেশা বোধিসত্ত্বানবেহি তান্॥
সাগসেপি ন কুপ্যন্তি ক্ষময়া চোপকুর্ব্বতে।
বোধিং স্বস্থৈব নেচ্ছন্তি তে বিশ্বধরণোদ্যমাঃ॥

ভগবান্ লোকনাথ অর্থাৎ মহাভাগ শাক্যসিংহ হইতে আরম্ভ করিয়া এ পর্য্যন্ত যে সকল জীব ক্লেশমুক্ত ( নির্ব্বাণপদপ্রাপ্ত ) হইয়াছে—তাঁহাদিগকে তোমরা বোধিসত্ত্ব বলিয়া জানিবে। বোধিসত্ত্ব=বোধিপ্রাপ্ত জীব। বোধি অর্থাৎ সম্যক্ জ্ঞান।

কেহ অপরাধ করিলেও যাঁহারা কোপ করেন না, প্রত্যুত ক্ষমা গুণে উপকার করেন, সদা অন্যকেও গতক্লেশ ( মুক্ত বা নির্ব্বাপিত) করিতে সতত ইচ্ছুক, তাঁহারাই বোধিসত্ত্ব এবং তাঁহারাই বিশ্ব উদ্ধারার্থ উদ্যমশীল।

---

বৌদ্ধেরা বলে, বৌদ্ধধর্ম্ম নবধর্ম্ম। এ ধর্ম্ম পূর্ব্বে এ লোকে প্রকাশ ছিল না, ভগবান্ শাক্যসিংহ এই অশ্রুতপূর্ব্ব ধর্ম্ম পৃথিবীতে প্রচার করিয়া গিয়াছেন। ভগবান্ শাক্যসিংহ বুদ্ধ হইয়া নির্ব্বাণ ধর্ম্ম প্রচারিত করায় জগতের তাপ পাপ নিবারিত হইয়াছে, এই বিশ্বাসে বৌদ্ধেরা তাঁহাকে "জরামরণবিঘাতী ভিষগ্বর" বলিয়া ঘোষণা করে।

---

বৌদ্ধদিগের মতে মনুষ্যজন্ম অত্যন্ত কষ্টদায়ক। জন্মিলেই জীবকে জরা-

মরণ ব্যাধির ও মৃত্যুর অধীন হইতে হয়। এজন্য মনুষ্য মাত্রেরই নির্ব্বাণ কামনা করা অতীব কর্ত্তব্য।

---

বৌদ্ধেরা পূর্ব্বজন্ম পরজন্ম মানে। একথা পুনঃ পুনঃ বলা হইয়াছে। ইহাদের মতে মানব নিজ কর্ম্মের ফল ভোগার্থ বিবিধ যোনি পরিভ্রমণ করে। এমন কি, ভগবান্ শাক্যসিংহও হস্তী ও মৃগ প্রভৃতি পশু যোনিতে ও অন্যান্য তির্য্যক্ যোনিতে উৎপন্ন হইয়া শেষে মনুষ্যজন্ম প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। সংসার কষ্টে পরিপূর্ণ, নির্ব্বাণই সুখ ও কষ্টের শান্তি।*

[ মহাবস্তু অবদান।

---

বুদ্ধের উপদেশমালা মধ্যে ঈশ্বরের উল্লেখ দৃষ্ট হয় না। সেই জন্যই পরবর্ত্তী বৌদ্ধেরা প্রায়ই স্বভাববাদী। তাঁহারা বলেন, স্বভাব সৃষ্ট হয় নাই, চিরকালই এক অবস্থায় আছে। অনেক ইংরাজ পণ্ডিত এই মতে মত দিয়া থাকেন। পরবর্ত্তী কোন বৌদ্ধাচার্য্য ঈশ্বরের অস্তিত্ব নিষেধার্থ কৌশলময় কূটতর্কপূর্ণ গ্রন্থ প্রচার করিয়া গিয়াছেন। তদ্দৃষ্টে আমরা আধুনিক বৌদ্ধদিগকে ঈশ্বর-নাস্তিক বলিয়া থাকি। কিন্তু ভগবান্ শাক্যসিংহের মনে যে কি ছিল—তাহা আমরা এখন অনুমান করা দুঃসাধ্য বোধ করি। পরবর্ত্তী বৌদ্ধেরা যে কয়েকটী বাক্যকে বুদ্ধ বাক্য বলিয়া প্রচারিত করিয়াছে বা পরিচয় দিয়াছে—সেই বাক্যগুলি যদি সত্য সত্যই বুদ্ধমুখোচ্চারিত হইয়া থাকে, তবে অবশ্যই সেই বাক্যের তাৎপর্য্য অনুসারে বুদ্ধদেবকে স্বভাববাদী বলিয়া স্থির করা যাইতে পারে। বাক্যগুলি এই—

"উৎপাদাদ্বা তথাগতানামনুৎপাদাদ্বা স্থিতৈবৈষাং ধর্ম্মানাং ধর্ম্মিতা ধর্ম্মস্থিতিতা ধর্ম্মনিয়ামকতা প্রতীত্যসমুৎপাদানুলোমেত্তেতি। অথ পুনরয়ং প্রতীত্যসমুৎপাদো দ্বাভ্যাং কারণাভ্যাং ভবতি হেতুপনিবন্ধতঃ প্রত্যয়োপনিবন্ধতশ্চেতি। যদিদং বীজাদঙ্কুরোঽঙ্কুরাৎ পত্রং পত্রাৎ কাণ্ডং কাণ্ডান্নালং নালাদ্গর্ভো গর্ভাচ্ছুক্রং শুক্রাৎ পুষ্পং পুষ্পাৎ ফলমিতি। অসতি বীজেঽঙ্কুরো ন ভবতি যাবদসতি পুষ্পে

---

* ললিতবিস্তর ও মহাবস্তু গ্রন্থ দেখ।

ফলন্ন ভবতি সতি তু বীজেঽঙ্কুরো, ভবতি যাবৎ পুষ্পে সতি ফলমিতি। তত্র বীজস্য নৈবম্ভবতি জ্ঞানং অহমঙ্কুরং নির্ব্বর্ত্তয়ামীত্যঙ্কুরস্যাপি নৈবং ভবতি জ্ঞানং অহং বীজেন নির্ব্বর্ত্তিত ইতি।* *ইত্যুক্তো হেতুপনিবন্ধঃ। প্রত্যয়ো-নিবন্ধঃ প্রতীত্যসমুৎপাদস্যোচ্যতে। প্রত্যয়ো হেতুনাং সমবায় ইতি। ষণ্ণাং ধাতূনাং সমবায়াৎ বীজহেতুরঙ্কুরো জায়তে। তত্র পৃথিবী ধাতুঃ বীজস্য সংগ্রহকৃত্যং করোতি। যথাঽঙ্কুরঃ কঠিনো ভবতি। অপ্ ধাতুর্বীজং স্নেহয়তি তেজো ধাতুর্বীজং পরিপাচয়তি বায়ুধাতুর্বীজমভিনির্হরতি যতোঽঙ্কুরো বীজান্নির্গচ্ছতি। আকাশ ধাতুর্বীজস্যানাবরণকৃত্যং করোতি। রূপ ধাতুরপি বীজস্য পরিণামং করোতি। তদেতেষাং ধাতূনাং সমবায়ে বীজে রোহত্যঙ্কুরো তদ্জায়তে নান্যথা। তত্র পৃথিবীধাতো নৈবং ভবতি জ্ঞানং তাবৎ অহমেব বীজস্য সংগ্রহকৃত্যং করোমীতি। * * * আধ্যাত্মিকঃ প্রতীত্যসমুৎপাদো দ্বাভ্যাং কারণাভ্যাং ভবতি হেতুপনিবন্ধতঃ প্রত্যয়োপনিবন্ধতশ্চেতি। তত্রাস্য হেতুপনিবন্ধো যথা—যদিদম-বিদ্যা প্রত্যয়াঃ সংস্কারা যাবজ্জাতি প্রত্যয়ং জরামরণাদীতি। অবিদ্যাচেন্না-ভবিষ্যৎ নৈবং সংস্কারা অজনিষ্যন্ত * * * *। তত্রাবিদ্যায়া নৈবং ভবতি জ্ঞানমহং সংস্কারানভিনির্বর্ত্তয়ামীতি। * * * অথ চ সৎস্বপ্যবিদ্যাদিষু স্বয়মচেতনেষু চেতনান্তরানধিতিষ্ঠৎস্বপি সংস্কারাদীনা মুৎপত্তির্দৃশ্যতে বীজাদিষ্বিব সৎস্বপ্যচেতনেষু চেতনান্তরানধিষ্ঠিতেষ্বপ্যঙ্কুরাদীনামিতি। ইদং প্রতীত্যং প্রাপ্যেদমুৎপদ্যত ইতি এতাবন্মাত্রস্য দৃষ্টত্বাৎ চেতনাধিষ্ঠানস্যানুপলব্ধেঃ। সোঽয়মাধ্যাত্মিকস্য প্রতীত্যসমুদায়স্য হেতুপনিবন্ধঃ। অথ খলু প্রত্যয়োপনিবন্ধঃ —পৃথিব্যপ্তেজো বায়্বাকাশ বিজ্ঞানধাতূনাং সমবায়াদ্ভবতি কায়ঃ। তত্র কায়স্য পৃথিবীধাতুঃ কাঠিন্যং নিবর্ত্তয়তি অপ্-ধাতুঃ স্নেহয়তি কায়ম্ * * * যদা-ধ্যাত্মিকাঃ পৃথিব্যাদিধাতবো ভবন্ত্যবিকলাস্তদা সর্ব্বেষাং সমবায়াদ্ভবতি কায়স্যোৎপত্তিঃ। তত্র পৃথিব্যাদিধাতূনাং নৈবং ভবতি জ্ঞানং বয়ং কায়স্য কাঠিন্যাদিকং অভিনির্বর্ত্তয়াম ইতি। অথচ পৃথিব্যাদিধাতুভ্যোঽচেতনেভ্যশ্চেতনা-ন্তরানধিষ্ঠিতেভ্যোঽঙ্কুরস্যেব ভবতি কায়স্যোৎপত্তিঃ। সোঽয়ং প্রতীত্যসমুৎপাদো দৃষ্টত্বান্নান্যথয়িতব্যঃ। * * * ইত্যাদি।

এই সমুদয় কথার ও নক্ষত্র-চিহ্ন-চিহ্নিত পরিলুপ্ত বা পরিত্যক্ত কথার অভিপ্রেতার্থ এইরূপ—

এই পরিদৃশ্যমান বিশ্বের জ্ঞানপূর্ব্বক রচয়িতা কেহ নাই। তাহা সপ্রমাণ

করিবার জন্য ভগবান্ শাক্যসিংহ শিষ্যগণের নিকট জগতের কার্য্যকারণভাব বর্ণন করিতেছেন।

বস্তুমাত্রেই প্রাতীতিক অর্থাৎ প্রতীতিনির্ম্মিত। সেই জন্য, এ সকল প্রতীত নামে ব্যবহৃত। সমুদায় কার্য্যের অর্থাৎ জন্য বস্তুর দুই প্রকার কারণ দৃষ্ট হয়। এক প্রকার কারণের নাম হেতূপনিবন্ধ, দ্বিতীয় প্রত্যয়োপনিবন্ধ। হেতূপনিবন্ধের লক্ষণ এই যে, কার্য্যোৎপত্তিকালে কেবল মাত্র কতিপয় হেতুভাব বিদ্যমান থাকা। যেমন অঙ্কুরোৎপত্তিরূপ কার্য্যে বীজের হেতুভাব বিদ্যমান থাকে। প্রত্যয়োপনিবন্ধের লক্ষণ এই যে, কার্য্যোৎপত্তির পূর্ব্বক্ষণে কারণদ্রব্যের সমবায় অর্থাৎ মিলিতসংযোগের অস্তিত্ব থাকা। যেমন অঙ্কুরোৎপত্তির পূর্ব্বক্ষণে পৃথিবী ধাতু, জল ও পবনাদির সমবায় থাকে। এই দ্বিবিধ কারণ বাহ্য জগতে ও অধ্যাত্ম জগতে উভয়ত্রই বিদ্যমান আছে। তন্মধ্যে বাহ্যপ্রতীত বিষয়ে অর্থাৎ ঘট পট বৃক্ষ লতাদির উৎপত্তিসম্বন্ধে এইরূপ নিয়ম দৃষ্ট হয়। প্রথমতঃ বীজ হইতে অঙ্কুর, পরে অঙ্কুর হইতে পত্র, পত্র হইতে কাণ্ড, কাণ্ডের পর নাল, তৎপরে গর্ভ, শূক ( পুষ্পের ও ফলের কোষ ), পুষ্প ও ফল। এই ফল পুনর্ব্বার বীজত্ব প্রাপ্ত হয়। এইরূপ ক্রমপরিপাটী অবলম্বিত পরিণাম হইতে যে একটীর পরে আর একটী জন্মলাভ করে, তাহা ঐ হেতুভাব অবলম্বনেই করে। ঐ গুলিই দৃষ্টহেতু। সেই জন্য ঐরূপ হেতুভাব হেতূপনিবন্ধ নামে পরিভাষিত। বীজ ব্যতিরেকে অঙ্কুর জন্মে না, পুষ্প না থাকিলে ফল জন্মে না, বীজ থাকায় অঙ্কুর ও পুষ্প থাকায় ফল জন্মিতে দেখা যায়। এই ব্যতিরেক ও অন্বয় যুক্তি বীজাদির হেতুভাব অবধারণ করায়। এই স্থানে ভাবিয়া দেখ, বীজে অঙ্কুর জন্মায়, অথচ বীজের এমন জ্ঞান হয় না ও নাই যে, আমি বীজ হইতে অঙ্কুর জন্মাইতেছি। পুষ্প, ফল, সকলেরই ঐরূপ নিয়ম জানিবে। অতএব, বীজাদির চৈতন্য না থাকিলেও, তাহাতে অন্য কোন চেতনের অধিষ্ঠান ( অধ্যক্ষতা ) না থাকিলেও, কার্য্যকারণ ভাবের ব্যত্যয় হয় না। প্রত্যুত তাহা নিয়মিতরূপেই নির্ব্বাহ পায়। অর্থাৎ ঐ সকল আপনা আপনি উৎপন্ন হয় ও উৎপাদন করে। কোনরূপ ব্যতিক্রম বা অন্যথা হয় না। অঙ্কুরোৎপত্তির প্রতি হেতুভাব যদ্রূপ প্রত্যয়ভাবও তদ্রূপ। ( প্রত্যয়ভাব = বহু কারণ দ্রব্যের সমবায় বা সংযোগ )। পৃথিবী, জল, বায়ু, তেজ, আকাশ ও রূপ,—এই ছয়টীর সমবায়ে উক্ত অঙ্কুর জন্মে। তন্মধ্যে পৃথিবী ধাতু সংগ্রহ কার্য্য ( জমাট ) করে ও কাঠিন্য জন্মায়।

জল ধাতু অঙ্কুরকে স্নিগ্ধ রাখে, শুকাইতে দেয় না ও অঙ্কুরে উচ্ছূনতা জন্মায়। তেজ তাহাকে পরিপাক করে, পরিণামিত করে, বায়ু ধাতু অঙ্কুরকে বহির্গত করায়, আকাশ স্থান দান করে, বাড়িবার অবসর দেয়। রূপ ধাতু তাহাকে রূপান্তরে স্থাপন করে। অর্থাৎ দৃশ্য করায়। এইরূপে পৃথিব্যাদি ষড়ধাতুর সমবায়ে অঙ্কুরাদি কার্য্য আত্মলাভ করিতেছে। ঐ সকলের সমবায় ( সংযোগ ) ব্যতীত কোন কার্য্য আত্মলাভ করে না! এখানেও পৃথিবী ধাতুর এমন জ্ঞান নাই বা হয় না যে, আমি অঙ্কুরিত করিবার জন্য বীজকে কঠিন করিতেছি, উচ্ছূন করিতেছি। অঙ্কুরেরও এমন জ্ঞান হয় না যে, আমি পৃথিবীকর্ত্তৃক জ্ঞানপূর্ব্বক উৎপাদিত হইয়াছি বা হইতেছি। অথবা পৃথিবীকর্ত্তৃক সংগৃহীত হইতেছিলাম। এ স্থলেও চেতনের কর্ত্তৃত্ব দৃষ্ট হয় না। বাহ্যবস্তু যেমন চেতনকর্ত্তৃক জ্ঞানপূর্ব্বক উৎপাদিত নহে। অর্থাৎ সে সকলের যেমন কোন চেতন স্রষ্টা নাই, তেমনি, আধ্যাত্মিক পদার্থও কাহার কর্ত্তৃক জ্ঞানপূর্ব্বক সৃষ্ট হয় নাই। কেননা, আধ্যাত্মিক কার্য্যবিভাগও পূর্ব্বোক্ত দ্বিবিধ কারণে উৎপন্ন হয়। আধ্যাত্মিক কার্য্যসমুৎপাদপক্ষে পূর্ব্বোক্ত কারণদ্বয় যেরূপে কার্য্যকারী হয় তাহাও বলিতেছি।

অবিদ্যা, সংস্কার, জাতি ( জন্ম ), জরা, মরণ প্রভৃতির উত্তরোত্তর বা পর পর হেতু-হেতুমদ্ভাব আছে। তদ্ভিন্ন পৃথিবী, জল, তেজ, বায়ু, আকাশ, বিজ্ঞান, এই ষড়্‌বিধ কারণ দ্রব্যের সমবায়ও আছে। সমবায় ব্যতীত দেহোৎপত্তি হয় না। অবিদ্যা ব্যতিরেকে সংস্কার জন্মে না, সংস্কার ব্যতীত জন্ম হয় না, জন্ম না হইলেও জরা মরণ হয় না। এখানেও দেখ, অবিদ্যা যখন সংস্কার জন্মায়, তখন তাহার এমন জ্ঞান হয় না যে, আমি সংস্কার জন্মাইতেছি। সংস্কারেরও এমন জ্ঞান হয় না যে, আমি অবিদ্যা হইতে আত্মলাভ করিতেছি বা করিয়াছি। এখানেও বীজাদির ন্যায় অবিদ্যা প্রভৃতির চৈতন্য না থাকিলেও এবং স্বতন্ত্র চেতনের অধিষ্ঠান না থাকিলেও, অবিদ্যাদি হইতে সংস্কারাদির জন্মলাভ হইতে দেখা যায়। এই আধ্যাত্মিক হেতূপনিবন্ধ যেরূপ, প্রত্যয়োপনিবন্ধও সেইরূপ জানিবে। পূর্ব্বোক্ত ষড়্‌ধাতুর সমবায়ে শরীরের উৎপত্তি হয়। তাহাতে পৃথিবী ধাতু শরীরের কাঠিন্য জন্মায়, জল ধাতু শরীরকে স্নিগ্ধ রাখে, তেজ ভুক্তান্ন পরিপাক করে, বায়ু শ্বাসক্রিয়া সম্পাদন করে, আকাশ ইহার ছিদ্র জন্মায় ( ছিদ্র=দেহস্থ স্রোতোদ্বার ) এবং বিজ্ঞান ধাতু ইহাতে নামরূপ আহিত করে। বিজ্ঞান ধাতু পঞ্চ স্কন্ধাত্মক। ( পঞ্চ স্কন্ধ বলা হইয়াছে )। ঐ ষড় ধাতু অবিকল ও সমবায়

প্রাপ্ত হইয়া শরীর জন্মায়, অবিকল ও সমবায় প্রাপ্ত না হইলে শরীর হয় না। এ স্থলেও পৃথিবী ধাতুর জ্ঞান হয় না যে, আমি শরীরে কাঠিন্য জন্মাইতেছি এবং কাঠিন্যেরও এমন জ্ঞান হয় না যে, আমি পৃথিবী ধাতু হইতে নিষ্পন্ন হইতেছি বা হইয়াছি। শরীর হইতেই বিজ্ঞানের ও বিজ্ঞানান্তরের জন্ম হয়, অথচ শরীর জানে না যে, আমি বিজ্ঞান (চৈতন্য বা আত্মা) জন্মাইতেছি। পৃথিব্যাদি সমস্তই অচেতন, স্বয়ং অচেতন, স্বয়ং অচেতন হইলেও এবং চেতনান্তরের অধিষ্ঠান না থাকিলেও, উক্ত ধাতুনিচয় হইতে শরীরের উৎপত্তি হয়, অন্যথা হয় না। ইহা প্রত্যক্ষসিদ্ধ, সুতরাং অন্যথা করিবার উপায় নাই।

উক্ত ধাতুষট্‌কের সমবায়কে দেহ, পিণ্ড, নিত্য, সত্ত্ব, পুদ্গল ও মনুজ প্রভৃতি বলে। আবার সেই পিণ্ডের স্ত্রী, পুত্র, পিতৃ, মাতৃ, দুহিতৃ প্রভৃতি সংজ্ঞা কল্পিত হয়। ইহাকেই আবার অনর্থশতসম্ভার সংসার বলে, ইহার মূল অবিদ্যা। অবিদ্যা হইতে বিষয়ানুরাগ, দ্বেষ ও মোহ জন্মে। পদার্থাকার বিজ্ঞানবিশেষের নাম বিষয়। বিষয় আবার চারি প্রকার। (এ সকল দেখান হইয়াছে)। রূপবিশিষ্ট উপাদান স্কন্ধ, নাম প্রভৃতি গ্রহণ করিয়া উৎপন্ন হয়। দুই বিজ্ঞানের একীভাব নামরূপের আশ্রয় শরীর। শরীরের কলল বুদ্বুদাদি অবস্থা আছে। সে সকল ও নাম, রূপ, তন্মিশ্রিত ইন্দ্রিয় সকল এই দৃশ্য দেহের আশ্রিত বলিয়া, দেহ ষড়ায়তন নামে খ্যাত। ইত্যাদি।*

বুদ্ধের এই বাক্য শুনিলে আপাততঃ তাঁহার ঈশ্বর-নাস্তিকতা ছিল বলিয়া বোধ হয় বটে, কিন্তু এ বাক্য যে বুদ্ধমুখোচ্চারিত তাহার প্রমাণ কি? আমরা ঐ বাক্যকে বুদ্ধবাক্য বলিয়া বিশ্বাস করি না। অনুমান হয়, উহা পরবর্ত্তী কোন এক বৌদ্ধ আচার্য্যের বাক্য। যাহাই হউক, ঐ বাক্যে ইহাই দেখান হইয়াছে যে, কোন মেধাবান্ স্বতন্ত্র স্থির পুরুষ এতজ্জগতের কর্ত্তা নহে।

---

* বৌদ্ধগণের নির্দ্দিষ্ট বুদ্ধবাক্য—যাহা উদ্ধৃত করিয়া মর্ম্মানুবাদ করা হইল—তাহা প্রকৃত বুদ্ধবাক্য বলিয়া বিশ্বাস হয় না। কারণ, বুদ্ধ কোনও সময়ে সংস্কৃত ভাষায় উপদেশ দেন নাই। সমস্তই প্রাকৃত, পালী বা তৎকালে তদ্দেশ প্রচলিত ব্যবহার্য্য মাগধী ভাষায় বলিয়াছিলেন। বৌদ্ধদিগের "ত্রিপেটক" পালি ভাষায় রচিত, তাহাতে লেখা আছে "বুদ্ধবাক্য সক নিরুক্তি" অর্থাৎ বুদ্ধবাক্য সকল প্রাকৃত ভাষায় কথিত। এতদ্ভিন্ন, বুদ্ধ এক স্থানে বলিয়াছিলেন, আমার বাক্য সংস্কৃত ভাষায় অনুবাদ করিও না। করিলে অপরাধ হইবে। আমি যেমন প্রাকৃত ভাষায় বলিতেছি, ইহা এইরূপ রাখিও। গ্রন্থাদিতে ইহা এই রূপ ব্যবহার করিও। অতএব, এতদনুসারে ঐ উদ্ধৃত বাক্য বুদ্ধবাক্য না হইয়া বৌদ্ধাচার্য্য-বাক্য বলিয়াই স্থির করা গেল।

ত্রিপেটক বা ত্রিরত্ন। * অভিধর্ম্ম, সূত্র ও বিনয়, এই তিন গ্রন্থকে ত্রিপেটক ও ত্রিরত্ন বলে। বুদ্ধদেব নিজে গ্রন্থ রচনা করেন নাই। তাঁহার মৃত্যুর পর তদীয় শিষ্য কাশ্যপ নামক ব্রাহ্মণ অভিধর্ম্ম, তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র আনন্দ সূত্র এবং উপালী নামক তদীয় একজন শূদ্র শিষ্য বিনয় নামক গ্রন্থ প্রচারিত করেন। এই রত্নত্রয়ে বা ত্রিপেটকে ভগবান্ শাক্য সিংহের সমুদায় কথা সংগৃহীত হইয়াছিল। ইহাই বৌদ্ধদিগের মূল গ্রন্থ। এই গ্রন্থত্রিতয়ের গর্ভস্থ প্রত্যেক বাক্য ভগবানের মুখ বিনিঃসৃত বলিয়া ভিক্ষুমণ্ডলী তাহার সমূহ সমাদর করিয়া থাকেন। এই ত্রিপেটকের অর্থ কথা মহারাজ মহেন্দ্র কর্ত্তৃক প্রথমে সিংহলদ্বীপে প্রচারিত হইয়াছিল। বিনয় পেটকে শাক্যসিংহের জীবন বৃত্তান্ত ও বৌদ্ধদিগের সৎকর্ম্মপদ্ধতি সংকলিত আছে। সূত্র পেটকে শাক্যসিংহের উপদেশ মালা সংগৃহীত আছে। অভিধর্ম্ম পেটকে বুদ্ধ-মতের নিগূঢ় আত্মতত্ত্বাদি নিরূপিত আছে।

---

## বুদ্ধের ও বৌদ্ধশাস্ত্রের উদ্দেশ্য।

বুদ্ধের ও বৌদ্ধ শাস্ত্রের প্রতিপাদ্য বা উদ্দেশ্য অতি সুন্দর। নির্ব্বাণলাভ করাই বৌদ্ধ জীবনের উদ্দেশ্য; নির্ব্বাণপ্রাপ্তির জন্যই বৌদ্ধেরা নানাবিধ শারীরিক মানসিক ক্লেশ স্বীকার করিয়া থাকে। ভগবান্ শাক্যসিংহও পুনঃ পুনঃ জন্মযন্ত্রণা হইতে মুক্ত হইবার প্রত্যাশায় ষাড়বার্ষিক মহাযোগ অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন ইঁহাদের মতে জন্মগ্রহণই কষ্ট এবং নির্ব্বাণই পরম সুখ। যথা—

"জিগ্‌ধতা পরমরোগ সংকর পরমম্ দুখম্।
এতম্ নত্য যথাভূতম্, নিব্বাণম পরমম্ সুখম্॥"

অর্থ এই যে, যেমন ক্ষুধা রোগ অপেক্ষাও ক্লেশদায়ক, সেইরূপ, জীবন দুঃখ অপেক্ষাও ক্লেশদায়ক। একমাত্র নির্ব্বাণই পরম সুখ।

---

আজ্ঞা দশক। যিশুখ্রীষ্টের ন্যায় বুদ্ধদেবেরও শিষ্যগণের প্রতি দশটী আজ্ঞা প্রচারিত আছে। তাহা এই—

---

* পেটক=পেটরা (বেত্রনির্ম্মিত সিন্দুক)। ত্রিপেটক অর্থাৎ তিনটী পেটরা। বুদ্ধ বাক্য রাখিবার সিন্দুক। রত্ন শব্দে শ্রেষ্ঠ। তিনটী শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ।

১। জীব হিংসা করিও না।

২। চুরি করিও না।

৩। পরদার ইচ্ছা করিও না।

৪। মিথ্যা বলিও না।

৫। মাদক সেবন করিও না।

এই পাঁচ আজ্ঞা সাধারণের প্রতি, এতদ্ভিন্ন ভিক্ষুদিগের প্রতি আর পাঁচটী আজ্ঞা আছে। সে পাঁচটী এই—

১। দ্বিতীয় প্রহর অতীত হইলে আহার করিবে।

২। নাট্য, ক্রীড়া ও সঙ্গীতাদি বিষয়ে বিরত থাকিবে।

৩। অলঙ্কারাদি ও সুগন্ধ দ্রব্য ব্যবহার করিও না।

৪। সুখসেব্য কোমল শয্যায় শয়ন করিও না।

৫। মণি মুক্তা স্বর্ণ রৌপ্য কি অন্য কোন ধাতু গ্রহণ করিও না।

---

"কৃত্তিঃ কমণ্ডলু মৌণ্ড্যং চীরং পূর্ব্বাহ্নমজ্জনম্।
সঙ্ঘোরক্তাম্বরঞ্চ শিশ্রিয়ে বৌদ্ধভিক্ষুভিঃ॥"

চর্ম্মাসন, কমণ্ডলু, মুণ্ডন, চীরবস্ত্র, পূর্ব্বাহ্ণ স্নান অর্থাৎ প্রাতঃস্নান, সঙ্ঘ অর্থাৎ বহুসমধর্ম্মিসহবাস ও গৈরিক বস্ত্র। এই কয়েকটী বৌদ্ধদিগের যতি-ধর্ম্মের বাহ্যিক চিহ্ন।

মালা জপ। বৌদ্ধেরাও মালা জপ করে। তাহারা মালা জপিবার সময় "অনাত্য দুঃখম্ অনাত্য" এই পালী বাক্য উচ্চারণ করে। বৌদ্ধেরা মালা জপিবার সময় "মণি পদ্মে হুং" এই মন্ত্র উচ্চারণ করে।

---

উপাসনা। বৌদ্ধেরা হিন্দুদিগের ন্যায় উপাসনা করেনা। তাহারা কেবল বিহারে বুদ্ধমূর্ত্তিসমীপে ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠ করে। খুদ্দক পাঠ আবৃত্তি করে এবং পূর্ব্বোক্ত অনুষ্ঠান করে। কেহ কেহ ধূপাদি দানও করে। খুদ্দক পাঠ যথা—

"নমত স ভাগবত অর্হত সম সম বুদ্ধয়ঃ
বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি ধম্মং শরণং গচ্ছামি,
সংঘং শরণং গচ্ছামি, দুতম্পি বুদ্ধম্ শরণম্
গচ্ছামি, দুতম্পি বুদ্ধম্ শরণম্ গচ্ছামি,
দুতম্পি ধম্মং শরণং গচ্ছামি, তীতম্পি বুদ্ধম্ শরণম্
গচ্ছামি, তীতম্পি ধম্মং শরণং গচ্ছামি, তীতম্পি
সংঘম্ শরণম্ গচ্ছামি॥ ইত্যাদি।

পাপদেশনা। যেমন খৃষ্টীয় ধর্ম্মাবলম্বীরা রোমান্ কাথলিক পাদ্রির নিকট প্রতি সপ্তাহে আপন আপন পাপকার্য্য স্বীকার করিয়া আইসে, তেমনি বৌদ্ধেরাও পূর্ব্বকালে ধর্ম্মসঙ্ঘমধ্যে গমন করিয়া স্থবিরগণের নিকট স্ব স্ব পাপ কার্য্য স্বীকার করিয়া আসিতেন। তদবধি বৌদ্ধগণের মধ্যে আজিও মাসে দুই বার সভা করিবার নিয়ম প্রচারিত আছে।

---

নীতি। বুদ্ধের নীতিও অতি চমৎকার। তাহা পাঠ করিলে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রতি ভক্তির উদ্রেক হয়। ধর্ম্মপদ গ্রন্থে বৌদ্ধনীতি বিবৃত আছে।

---

অর্থশাস্ত্র।—রাজকীয় ব্যবহার শাস্ত্র বৌদ্ধদিগের স্বতন্ত্রপ্রকার। তাহাদের ব্যবহার শাস্ত্র অর্থাৎ দায়ভাগ এতদ্দেশে নাই। চীন ও বর্ম্মা প্রভৃতি দেশে প্রচলিত আছে।

তীর্থসেবা।—বৌদ্ধেরাও তীর্থ পর্য্যটন করে। ভগবান্ শাক্যসিংহ যে যে স্থানে বাস করিয়াছিলেন, সেই সেই স্থান বৌদ্ধগণের তীর্থ ভূমি। অধিকন্তু বিহারস্থান গুলি তাহাদের অত্যন্ত প্রিয় ও অত্যন্ত বিখ্যাত। যে স্থলে শাক্যসিংহ বুদ্ধ হইয়াছিলেন, বুধ-গয়াস্থ সেই স্থান বৌদ্ধদিগের প্রধান তীর্থ।

—০—

দেবতা।—বৌদ্ধমতে সংক্ষেপতঃ চারি শ্রেণীর দেবতা আছে। সেই চারি শ্রেণীর অবান্তর বিভাগ বা অবান্তর শ্রেণী অনেক। সে সকল বলা হইয়াছে।

চারি শ্রেণী দেবতার বিহার ভূমি কানন বা উদ্যাম যথাক্রমে মিশ্রবন, নন্দন চৈত্ররথ ও সুমানস নামে খ্যাত আছে। ইহাদের মতে, দেবসভা সুধর্ম্মা নামে প্রসিদ্ধ। দেবপুরীর অন্য নাম সুদর্শন এবং তাঁহাদের প্রাসাদের নাম বৈজয়ন্ত।

কামাবচর দেবতার জাতি ছয়, ইহা বলা হইয়াছে। সেই ছয়ের বিবরণ।—চাতুর্ম্মহারাজকায়িক, ত্রয়স্ত্রিংশ, তুষিত, যাম্য, নির্ম্মাণরতি, পরিনির্ম্মিতবশবর্ত্তী। কোন কোন গ্রন্থে দেখা যায়,—ত্রিদশ, অগ্নিস্বাত্ত, যাম্য, তুষিত, পরিনির্ম্মিতবশী ও অপরিনির্ম্মিতবশী। ইহারা মহেন্দ্রলোকে বাস করেন এবং ইঁহারা সকলেই কামাবচর অর্থাৎ সংকল্পসিদ্ধ। সংকল্প মাত্রে ভোগ্য বিষয় সকল ইঁহাদের সন্নিহিত হয়, তাই ইঁহারা পূজ্য এবং কামাবচর অর্থাৎ সংকল্পসিদ্ধ। ইঁহারা অপ্সরঃ পরিবৃত হইয়া বাস করেন। অর্থাৎ এই লোকে অপ্সরাগণ

বাস করে। ইঁহাদের দেহ ঔপপাদিক অর্থাৎ শুক্রশোণিত সংযোগজাত নহে। বিশুদ্ধ ভৌতিক পরমাণু প্রভব।

বলা হইয়াছে যে, রূপাবচর দেবতার জাতি অষ্টাদশ। তাঁহাদের বিবরণ যথা,—ব্রহ্মকায়িক প্রভৃতি অষ্টাদশবিধ দেবজাতির মধ্যে সকলেই মহাভূতবশী। অর্থাৎ ঐ সকল দেবতা যখন যাহা ইচ্ছা করেন, মহাভূত তখনই তাঁহাদের ভোগার্থ সেই সেই রূপে পরিণত হয়। এবং ঐ কারণে তাঁহারা রূপাবচর নামে খ্যাত। এ সকল দেব জাতি ধ্যানাহার অর্থাৎ ধ্যান মাত্রে পরিতৃপ্ত। (ভক্ষণ করেন না, ধ্যান করিয়া ভক্ষণের ফল তৃপ্তি ও পুষ্টি লাভ করেন)। ইঁহাদের মধ্যে কোন কোন শ্রেণী ইন্দ্রিয়বশী। কোন কোন শ্রেণী ভূতেন্দ্রিয়বশী এবং কোন কোন শ্রেণী ভূতেন্দ্রিয়প্রকৃতিবশী। ইঁহাদের মধ্যে অনেকেরই জ্ঞান অধর-ভূমিতে আইসে না এবং অনেকেই ঊর্দ্ধরেতা ও অপ্রতিহতজ্ঞান। কোন কোন গ্রন্থে অন্যরূপ বিভাগও দেখা যায়। যথা,—প্রাজাপত্য লোকের অন্তর্গত মহর্নামক লোকে পাঁচ শ্রেণীর দেবতা বাস করেন। কুমুদ, ঋভব, প্রতর্দ্দন, অঞ্জনাভ বা অপ্রমাণাভ ও প্রচিতাভ বা পবিত্রাভ। ইহাঁরা মহাভূতবশী, অণিমাদি ঐশ্বর্য্যসম্পন্ন ও ধ্যানাহার। ব্রহ্মার জননামক লোকে চারিজাতি দেবতা বাস করেন। ব্রহ্মপুরোহিত, ব্রহ্মকায়িক, ব্রহ্মমহাকায়িক ও অমর বা মহাব্রহ্ম। ইঁহারা ভূতেন্দ্রিয়বশী ও ব্রহ্মার ন্যায় ঐশ্বর্য্যসম্পন্ন। ব্রহ্মার তপো-নামক লোকে তিন প্রকার দেবতা বাস করেন। আভাস্বর, মহাভাস্বর ও সত্যমহাভাস্বর। ইঁহারা সকলেই ভূতেন্দ্রিয়প্রকৃতিবশী, ধ্যানাহার, ঊর্দ্ধরেতা ও অমোঘজ্ঞানসম্পন্ন। এই মতে পূর্ব্বোক্ত ষট্‌ক এতৎসঙ্গে সংযোজিত হইবে।

পূর্ব্বে বলা হইরাছে যে, অরূপাবচর দেবজাতি ৪ প্রকার। তাঁহাদের বৃত্তান্ত এইরূপ—অরূপাবচর দেবতারা ব্রহ্মার সত্য নামক লোকে বাস করেন। ইঁহারা রূপবিহীন ও ইঁহাদের প্রচরণ স্থান আধারপরিহীন; সেইজন্য ইঁহারা অরূপাবচর নামে বিখ্যাত। ইঁহারা কেহই গৃহমধ্যে বাস করেন না এবং সকলেই স্বমহিমায় সুপ্রতিষ্ঠ। (মাত্র আপন শরীরেই অবস্থিতি করেন)। মহাপ্রকৃতি ইঁহাদের বশীভূত এবং ইঁহারা মহাসংহারকাল পর্য্যন্ত স্থায়ী। ইহাঁদের প্রথম শ্রেণী অচ্যুত নামে প্রসিদ্ধ। অচ্যুতেরা সবিতর্কধ্যানসুখে নিমগ্ন। সবিতর্কধ্যানসিদ্ধি আর বৌদ্ধদিগের মতের "আকাশানন্ত্যায়তনোপগ" তুল্যার্থ জানিবে। দ্বিতীয় শ্রেণী শুদ্ধনিবাস আখ্যায় পরিচিত। শুদ্ধনিবাস দেবতারা সবিচারধ্যানসুখে

সুখী। সবিচারধ্যানে সিদ্ধ হওয়া বা সেরূপ মোক্ষভাব প্রাপ্ত হওয়া "বিজ্ঞানানন্ত্যায়তনোপগ", নামক সিদ্ধির সহিত সমান। তৃতীয় শ্রেণী সত্যাভ নামে পরিচিত। সত্যাভ দেবজাতি আনন্দমাত্রধ্যানসিদ্ধ। আনন্দধ্যানসিদ্ধি বা তাদৃশ মোক্ষ এতদীয় শাস্ত্রে "আকিঞ্চন্যায়তনোপগ" নামে কথিত হইয়াছে। চতুর্থ শ্রেণীর দেবজাতি "সংজ্ঞাসংজ্ঞিন" নামে পরিচিত। ইহারা অস্মিতামাত্র-ধ্যান-রত। অস্মিতাসিদ্ধ দেবতারা ও যোগীরা এতদীয় শাস্ত্রে "নৈবসংজ্ঞা নাসংজ্ঞায়তনোপগ" নামে কথিত হইয়াছেন। এই ৪ শ্রেণীর দেবতা এতন্মতে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ এবং মহাবৌদ্ধ বলিয়া প্রথিত আছেন।

শাক্যসিংহ যখন আরাড়কালাম প্রভৃতি গুরুর শিষ্য হন, তখন তিনি তাঁহাদের জ্ঞানের বা সিদ্ধির অল্পতা দেখিয়া তাঁহাদিগকে পরিত্যাগ করেন। সেই স্থানে দেখিবেন, লিখিত আছে, তাঁহারা "আকাশানন্ত্যায়তনোপগ" "বিজ্ঞানানন্ত্যায়তনোপগ" "আকিঞ্চন্যায়তনোপগ" "নৈবসংজ্ঞানাসংজ্ঞায়া-তনোপগ" ইত্যাদি প্রকার সিদ্ধি জানিতেন। ঐ সকল শব্দের অর্থ অন্য কিছু নহে; উপরে যাহা বলা হইল—তাহাই ঐ সকল শব্দের অর্থ। অর্থাৎ তাঁহাদের কেহ সবিচারসমাধিসিদ্ধ, কেহ বা সবিতর্কসমাধিসিদ্ধ, কেহ আনন্দ-সমাধি জানিতেন, কেহ বা অস্মিতা-সমাধি জানিতেন। সংজ্ঞাবেদনীয়নিরোধ নামক চরম সমাধি—যাহার দ্বারা জীবের নির্ব্বাণ লাভ হয়—তাহা তাঁহাদের কেহই জানিতেন না। সেই জন্যই ভগবান্ তাঁহাদিগকে পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

—০—

## মুক্তি-বিভাগ।

বৌদ্ধমতে মুক্তি ৮ প্রকার। হিন্দুদিগের মধ্যে যেমন সাযুজ্য, সালোক্য, সারূপ্য, সার্ষ্টি; এই ৪ প্রকার এবং কোন কোন মতে তদতিরিক্ত নির্ব্বাণ নামক পঞ্চম প্রকার মুক্তি কথিত আছে; সেইরূপ, বৌদ্ধমতে ৮ প্রকার মুক্তি কথিত হইয়াছে। সিদ্ধি অনুসারেই মুক্তিলক্ষণ বিভক্ত হয়; সুতরাং তাহা ৮ প্রকার হওয়া অসম্ভব নহে। রূপসিদ্ধ অর্থাৎ বিষয়সিদ্ধ হইতে পারিলে তাহাও এক প্রকার মোক্ষ। (১ম)। আধ্যাত্মিক অরূপ জ্ঞান অবলম্বনে বহিঃস্থ রূপের (বাহ্যবস্তুর) শূন্যতা বিষয়ে সিদ্ধি লাভ করিলে তাহা অন্য প্রকার মোক্ষ।

(২য়)। এইরূপ, পর পর আর ৬ মোক্ষ এতন্মতে অভিহিত হইয়াছে। তন্মধ্যে চরম মোক্ষ নির্ব্বাণ। ধর্ম্মসংগ্রহ গ্রন্থে ৩ প্রকার মোক্ষের কথাও আছে, তাহা ঐ ৮ প্রকার মোক্ষের সংক্ষিপ্ত বিভাগ। *

নির্ব্বাণ।—বুদ্ধের নির্ব্বাণ ও হিন্দু যোগীদিগের কৈবল্য একই তত্ত্ব। বুদ্ধ যাহাকে নির্ব্বাণ আখ্যায় অভিহিত করিতেন, হিন্দু যোগীরা তাহাকেই কৈবল্য (কেবল ভাব) বলিতেন। অতএব বুদ্ধের নির্ব্বাণ নিতান্ত অভিনব পদার্থ নহে।

বিখ্যাত পণ্ডিত গোল্‌ডষ্টকার পাণিনি ব্যাকরণের "নির্ব্বাণে. বাতে" এই একটী সূত্র দেখিয়া অত্যাশ্চর্য্য সাহসের সহিত বলিয়া গিয়াছেন যে, নির্ব্বাণ শব্দ বুদ্ধের পূর্ব্বে বাত-বিরহিত অর্থেই ব্যবহৃত হইত, মোক্ষবিশেষ (নির্ব্বাণ) অর্থে ব্যবহৃত হইত না। বৈদেশিক প্রসিদ্ধ পণ্ডিতের এই অদূরদর্শিতার বিষয় ৩য় ভাগ ঐতিহাসিক রহস্যের "পাণিনি" নামক প্রস্তাবে বিশেষরূপে সমালোচিত হইয়াছে।

বুদ্ধ ও বৌদ্ধগণ বলেন, "নির্ব্বাণং পরমং সুখম্"। আমাদের ব্যাসমুনিও বলিয়াছেন—

"নির্বেদাদেব নির্ব্বাণং ন চ কিঞ্চিদ্‌বিচিন্তয়েৎ।
সুখং বৈ ব্রাহ্মণো ব্রহ্ম নির্বেদেনাধিগচ্ছতি ॥"

নির্ব্বাণং—অস্ত গমনম্। নির্বৃতিঃ। ইতি মেদিনী।
বিশ্রান্তিঃ। ইতি হেমচন্দ্রঃ। মুক্তিঃ। ইত্যমরঃ॥

লোকমধ্যে "দীপ নির্ব্বাপিত হইল" এইরূপ প্রয়োগ থাকায় নির্ব্বাণ-শব্দের "নিভিয়া যাওয়া" এইরূপ ভাবের অর্থ প্রখ্যাত আছে। বস্তুতঃ নিভিয়া যাওয়াও শূন্যতা নহে। নির্ব্বাণ যে শূন্যতা নহে, তাহা বুদ্ধদেব নিজ মুখে বলিয়াছিলেন। কেবল, অদ্বয়, একরস হওয়া বা অহং-প্রবাহের নিরোধ, বিশ্রান্তি বা বিচ্ছেদ লাভ করা-বুদ্ধাভিমত নির্ব্বাণ। বুদ্ধাভিমত নির্ব্বাণের সহিত "ব্রহ্মনির্ব্বাণমৃচ্ছতি" "কৈবল্য মশ্নুতে" ইত্যাদি কথার মিল বা ঐক্য আছে।

---

* ৮ প্রকার ও ৩ প্রকার মোক্ষ এইরূপে লিখিত আছে। যথা—
রূপী রূপাণি পশ্যতি শূন্যম্। অধ্যাত্মারূপসংজ্ঞী বহির্দ্ধা রূপাণি পশ্যতি শূন্যম্। আকাশানন্ত্যায়তনং পশ্যতি শূন্যম্। বিজ্ঞানানন্ত্যায়তনং পশ্যতি শূন্যম্। আকিঞ্চন্যায়তনং পশ্যতি শূন্যম্।

নৈব সংজ্ঞানাসংজ্ঞায়তনং পশ্যতি শূন্যম্।
সংজ্ঞাবেদয়িতনিরোধং পশ্যতি শূন্যম্॥
শূন্যতা অনিমিত্তঃ, অপ্রণিহিতশ্চ। ইত্যাদি।

বৌদ্ধমতে "চতুর্ধ্যানলাভী" ৪ প্রকার ধ্যান বা সমাধি নির্দ্দিষ্ট আছে। আমাদের যোগশাস্ত্রেও ৪ প্রকার ধ্যান বা সমাধি কথিত আছে। ৪ প্রকার সমাধির নাম ও স্বরূপ পুনঃ পুনঃ বলা হইয়াছে। বুদ্ধ যে ষাড়বার্ষিক যোগ অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন,তাহা আমাদেরই যোগশাস্ত্রসম্মত। তৎপরে তিনি যে উপায়ে বোধিবৃক্ষমূলে নির্ব্বাণ-জ্ঞান লাভ করেন,—সে উপায় আমাদেরই যোগ-শাস্ত্রের নির্ব্বীজ-সমাধি লাভের উপায়। এ সকল কথা সেই সেই স্থানে বিশদ করিয়া বলা হইয়াছে।

বুদ্ধদেব আপনার জ্ঞান ও জ্ঞানলাভের পর পর-পর অবস্থা-নিচয় শিষ্যদিগকে বুঝাইয়া দিয়াছিলেন। তাহা এই—

সম্যক্ দৃষ্টি, সম্যক্ সংকল্প, সম্যক্ বাক্, সম্যক্ কর্ম্মান্ত, সম্যক্ ব্যায়াম, সম্যক্ স্মৃতি ও সমাধি, এই ৮ প্রকার সাধনের দ্বারা নির্ব্বাণের পরম শত্রু পাপ চিত্ত হইতে অপসৃত হয়। বুদ্ধের এ কথা নূতন নহে, কোনও হিন্দুশাস্ত্রের অপরিচিত নহে।

বুদ্ধ বলেন, সমাধির আবশ্যিক ফল চতুর্বিধ। বিবেক, একোতীভাব, উপেক্ষকত্ব ও স্মৃতিপরিশুদ্ধি। আমাদের প্রাচীন যোগশাস্ত্রেও ঐ চতুর্বিধ ফলের উপদেশ আছে; কেবল নাম কএকটী নাই। স্মৃতিপরিশুদ্ধি ও উপেক্ষকত্ব, এ দুটী প্রকারান্তরে অভিহিত আছে বলিলেও বলিতে পারি। (পাতঞ্জলদর্শন দেখুন)।

বুদ্ধ যে বলিয়াছিলেন—"প্রথমাবস্থায় প্রকৃত তত্ত্বের প্রকাশ ও অসৎপদার্থের মূলপরিদর্শন হয় অর্থাৎ নির্ব্বাণ, মোক্ষ, শান্তি ও সমাধির প্রকৃত জ্ঞান প্রতীত বা উপলব্ধ হয়; তৎপরে অবিদ্যা, অজ্ঞানতা, মোহ, অনিত্যতা, ক্ষণনশ্বর বিষয়ের অসারতা প্রতীত হইয়া থাকে,সেই জ্ঞান পরিষ্কার নির্ম্মল চক্ষুর স্বরূপ এবং তাহা এক প্রকার লোকোত্তর জ্ঞান বা অলৌকিক জ্যোতিঃ। এই জ্যোতিতে পূর্ব্বোক্ত বিষয় সকল আলোকিত হয়, তাবৎ সন্দেহ তিরোহিত হয় ও অত্যুজ্জ্বল প্রত্যক্ষ বিশ্বাস সমাগত হয়।" বুদ্ধের এ কথা পাতঞ্জলের "তারকং সর্ব্ববিষয়ম্' "তৎ সর্ব্বার্থম্" ইত্যাদি কথার সহিত সমান।

তিনি আরও বলিয়াছেন, ধ্যানের দ্বিতীয় অবস্থায় চিত্ত বহুত্ব হইতে একত্বে অর্থাৎ ব্যষ্টি হইতে সমষ্টিতে পরিণত হয়। (ইহারই অন্য নাম বা পরিভাষা একোতীভাব।) তৎকালে ভিন্ন বস্তুর জ্ঞান থাকে না। তাহা একই পরম

পদার্থ, একই ধ্যান, একই জ্ঞান, একই প্রতীতি, একই ইচ্ছা, একেতেই অনুরাগ ও প্রতীতি। তদ্ব্যতীত বস্তন্তরে দৃষ্টি থাকে না, জ্ঞানও থাকে না, সুতরাং ভাবাভাব বা ভাবনা থাকে না। বুদ্ধের এ কথাও পাতঞ্জলোক্ত যোগশাস্ত্রোক্ত "একাগ্রতা পরিণাম" ও "সমাধি পরিণাম" কথার সহিত সমান।

"তৃতীয় প্রকার সমাধিতে চিত্ত উদাসীন হয়। জ্ঞান অজ্ঞান, ভাব অভাব, রাগ বৈরাগ্য, সুখ দুঃখ, আনন্দ নিরানন্দ, সম্পদ বিপদ, নিত্য অনিত্য, এ সমুদয় বোধাতীত হয়, আত্মা এ অবস্থায় মধ্যব্যবস্থায় অবস্থিতি করে। নির্লিপ্ত, উপেক্ষক, অস্পৃষ্ট, অক্রিয় ও অস্পন্দ হয়। আত্মা তখন কোন প্রকার বোধে আসক্ত নহে, অধীন নহে ও ক্রিয়াহীন।" বুদ্ধের এ উক্তিও যোগশাস্ত্রসম্মত নিরোধ পরিণামের ফল বা নামান্তর মাত্র।

শাক্যসিংহ ব্যুত্থিত হইয়া অর্থাৎ সমাধি ভঙ্গের পর বা বোধিজ্ঞান লাভের পর—আর একটী কথা বলিয়াছিলেন, তাহা এই—"চতুর্থ সমাধিতে অর্থাৎ সমাধির চরমাবস্থায় আত্মস্মরণ তিরোহিত হয়, আমিত্ব বা অহংভাব ( ইহাই বুদ্ধমতের আলয় বিজ্ঞান ও জীবাত্মা ) বিদূরিত হওয়াতে চিত্ত যৎপরোনাস্তি নির্ম্মল হয়, না থাকার ন্যায় হয়। অহঙ্কারই পাপের ও সংসারের মূল, তাহার অভাবে পুণ্যের উদয়, পাপ জীবনের ও সংসারের মৃত্যু এবং ধর্ম্মজীবনের বা মনুষ্যোত্তর জ্ঞানের লাভ, ইহাই চরম—এই অবস্থা আসিলেই দুঃখের অবসান, মুক্তিলাভ, শান্তির উদয়, নির্ব্বাণরূপ পরম তত্ত্বের আবির্ভাব হয়। অনন্ত জ্ঞান ও সত্ত্বদর্শন হয়। সত্ত্ব তখন প্রকৃতিস্থ ও অমর। ইহাই অমরত্ব। আর জন্ম নাই, মৃত্যু নাই, জীবন নাই, জরা নাই, বন্ধমোক্ষ নাই। সত্ত্ব অচ্যুত রাজ্যে বিচরণ, পরমানন্দপ্রাপ্ত ও অমর হয়।" বুদ্ধের এ কথা আর হিন্দুযোগী-দিগের নির্ব্বীজ সমাধির ফল আত্মবিমোক্ষ সমান। হিন্দুযোগীদিগের কৈবল্য-লাভের লক্ষণ, বুদ্ধের সত্ত্বদর্শন, বেদান্তের ব্রহ্মদর্শন, এ সমস্ত সমান। সত্ত্বশব্দও হিন্দুমতে পরমাত্মবাচী ও ব্রহ্মবাচী। বৌদ্ধের বোধিসত্ত্ব আর হিন্দুমতের জীবন্মুক্ত পুরুষ একই কথা। বুদ্ধ বলেন, শেষাঙ্গ সম্যক্ সমাধি, তাহা হইতে শান্তি ফল উৎপন্ন হয়, সেই শান্তি সর্ব্বপ্রকার রিপু বশীভূত হওয়ার পর উদিত হয়। চিত্ত তখন স্থির, অচঞ্চল, প্রতিকূল অনুকূল কোন ব্যাপারে বিকৃত হয় না। চিত্ত তখন নিরন্তর একই অবস্থায় অবস্থিতি করে। ইহাই শম অর্থাৎ শান্তি। এই শান্তি নির্ব্বাণ জ্ঞানের স্বাদু ফল। চিত্ত নির্ব্বাণ জ্ঞানের প্রভাবে

পারমিতার অধিকার বশীভূত করে এবং হৃদয় পারমিতার উপরেই সর্ব্বদা অবস্থিতি করে। দান, শীল, শান্তি, ধ্যান, বল, বীর্য্য, উপায়, * প্রণিধি, প্রজ্ঞা, সমুজ্জ্বল সর্ব্বব্যাপী জ্ঞান, এই সকল পারমিতা আখ্যায় অভিহিত হইয়া থাকে। বুদ্ধের এ কথাও আমাদের বেদান্তাদিশাস্ত্রোক্ত স্থিতপ্রজ্ঞ লক্ষণের অনুরূপ।

* শীল—সাধুতা। বীর্য্য—ইন্দ্রিয়াদির উপর অদ্ভুত কর্তৃত্ব ও ধ্যানাদিতে অত্যুৎসাহ। প্রণিধি—নিগূঢ় দর্শন।

---

সম্পূর্ণ।

# সমালোচনা।

—:*:—

## রত্নরহস্য।

Calcutta Review, 1884.

Ratnarahasya——Dr. Ram Das Sen requires no introduction to the reader. He has already acquired a distinguished place in Bengali literature. As an earnest and indefatigable student of Indian antiquities, he has no equal in this country, with the single exception of Dr. Rajendra Lal Mitra. But he is, in one respect, a greater benefactor to his country than even Dr. Mitra. Dr. Mitra's antiquarian writings are a sealed book to those who know not English; Dr. Ram Das Sen's antiquarian writings are open to those who know only Bengali, as well as to those who know English. Dr Sen's present work, if not possessing such general and varied interest as his celebrated Aitihasik Rahasya, is even more valuable than the latter by reason of the profoundly curious and artistic interest which attaches to it. As a treatise on diamonds and precious stones, reflecting the views entertained about those choice and costly possessions of man by skilful experts and learned connoisseurs in ancient India, the work under notice is simply invaluable. For art education, a study of pearls and precious stones in the light of the criticisms and directions contained in this work seems to be of especial value, and it is desirable that educated Hindus should do some thing to promote this study.

The work possesses an historical value, which can not be under-rated We can not conclude this brief notice without expressing our admiration for the industry and research of which this treatise is the result

ভারতী, পৌষ ১২৯২।—পাঠকগণ বুঝিয়াছেন—এখানি পুরাতত্ত্ব সম্বন্ধীয় পুস্তক, শাস্ত্রে কত প্রকার রত্নের উল্লেখ আছে, পুরাকালে রত্নের কিরূপ মর্য্যাদা ছিল, কিরূপ করিয়া রত্নের দোষ গুণ বিচার হইত, দরদাম হইত, সুস্পষ্ট সরল ভাষায় অতি সুন্দররূপে এই পুস্তকে তাহা ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। আমরা যে দিকে চাহিয়া দেখি পুরাকালের আর্য্যগণের শ্রেষ্ঠতা দেখিতে পাই। এ পুস্তকখানি তাহারি অন্যতম প্রমাণ। কত পুরাকালে যে আর্য্যগণ রত্নের আদর জানিতেন তাহা এই পুস্তকে হৃদয়ঙ্গম হয়। * * এখন এই বলিয়া আমরা সমালোচনাটি শেষ করি—রামদাস বাবুর হাতে পড়িয়া রত্নরহস্যের রত্নগুলির ঔজ্জ্বল্য বড় বাড়িয়াছে, তাহার যথার্থ শোভা বিকাশ হইয়াছে।

---

## বুদ্ধদেব।

The Theosophist. May, 1892. Criticism by Col. H S. Olcott on Dr. Ram Das Sen's Buddha Deb. The Life and teachings of Buddha.

An important and very timely addition to Buddhistic litera ture has just been made in the publication, at Calcutta, of a posthumous Bengali work by our erudite friend and brother Theosophist, the late Babu Ram Das Sen, F. T. S. of Berhampore. Among orientalists he was known for his great erudition, and I can testify from personal inspection to the richness of his private library in works treating upon the Arya Dharma of Sakyamuni, which his large wealth and comprehensive knowledge had enabled him to collect. The present work seems likely to enhance his literary and scholastic reputation and judging from the notice in the Indian Mirror to reflect great credit upon the Editor Pandit Kalibar Vedantabagish who has written a learned and interesting preface. The

researches of Babu Ram Das Sen fully support the position taken by Sarat Chandra Das and all really well informed persons that the teachings of Buddha were not antagonistic to the pure primitive tenets of the Aryan religion of the Brahmins, but only to his travesties and corruptions as prevailing in his time and even to our own days. Pandit Kalibar points out and his author proves by a wealth of quoted authorities, that India was then deluged with rites in utter disregard of the dictates of reason; and that if Buddha's teaching had been anti-Vedic the Brahmins would not have regarded him as an Avatar of Narayan. This important book should be at once translated, into English.

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা। ত্রয়োদশ কল্প, প্রথম ভাগ, অগ্রহায়ণ ব্রাহ্ম সম্বৎ ৬২
——————আমরা কৃতজ্ঞতা সহকারে স্বীকার করিতেছি যে, লোকান্তরস্থ ডাক্তার রামদাস সেন প্রণীত বুদ্ধদেবের জীবনী সমালোচনার্থে প্রাপ্ত হইয়াছি। * * তিনি "ঐতিহাসিক রহস্য" প্রভৃতি গ্রন্থ সকল রচনা করিয়া বঙ্গসাহিত্যকে প্রত্ন-তত্ত্ব বিষয়ে বিশেষ পুষ্ট করিয়াছেন, জগতকে দেখাইয়াছেন যে, বঙ্গসাহিত্য প্রত্নতত্ত্ব প্রভৃতি কঠোর আয়াস সাধ্য বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতে কুণ্ঠিত নহে। কিন্তু রামদাস সেনের পরে আর কাহাকেও দেখিতে পাইনা, যিনি এ বিষয়েঅনুসন্ধিৎসু। লোকান্তরগত ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র বঙ্গদেশীয়দিগের মধ্যে সাহিত্যের এই বিভাগে যদিও বিশেষ খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন তথাপি দুঃখের বিষয় এই যে, তিনি বঙ্গভাষায় তেমন কিছুই লিখিয়া যান নাই। রামদাস সেনের এই শেষ পুস্তক দেখিয়া আমাদের হৃদয় পুনরায় শোক পরিপূর্ণ হইয়া উঠিতেছে। * * * প্রকৃতই আমরা ইহা পড়িয়া এই কারণে সুখী হইলাম যে, ইহা বুদ্ধের অপরাপর জীবনচরিতের ন্যায় কোন বিদেশীয় লেখকের অনুকরণে লিখিত নহে। এই পুস্তকখানি পড়িতে পড়িতে গ্রন্থকারের সত্যানুসন্ধিৎসার পুনঃ পুনঃ প্রশংসা না করিয়া থাকা যায় না। * * * আরও দুই এক স্থানে এই জীবন চরিতের বিশেষ নূতনত্ব দেখিতেছি। বৌদ্ধমতের যেরূপ সুন্দর সমালোচনা হইয়াছে আশা করি তাহা পাঠ করিয়া সকলেই পরিতৃপ্ত হইবেন।

সাধনা ১ম ভাগ, ২য় সংখ্যা পৌষ ১২৯৮।—প্রাচীনকালে ভারতবর্ষে রীতিমত ইতিহাস ছিল না, সেই জন্য আমাদের প্রাচীন মহাপুরুষদিগের সম্বন্ধে নিঃসংশয়ে কিছু জানিবার বড় অসুবিধা। অনেক সময় যে সকল কথার উপর নির্ভর করিয়া আমরা তাঁহাদের মতামত নির্ণয় করিতে বসি, সে সকল কথা কল্পনার অতিরঞ্জন বা অন্ধতার ভ্রান্ত সংস্কার মাত্র। রামদাস বাবু তাই অতি সাবধানে এই সকল কথার প্রামাণিকতা বিচার করিয়া বুদ্ধদেবের একখানি সুন্দর জীবনী প্রকাশ করিয়াছেন। রামদাস বাবুর রচনার প্রধান গুণ এই যে, ইহাতে কোথাও গায়ের জোরে কথা বলা নাই, পাঠকের সম্মুখে তিনি যাবতীয় ঘটনা এবং বিবিধ কাহিনী উপস্থিত করিয়া স্বাধীনভাবে চিন্তা করিবার অবসর দিয়াছেন। * * * * * রামদাস বাবু বিস্তারিত আলোচনা পূর্ব্বক স্পষ্টই দেখাইয়াছেন যে, বুদ্ধের সাধন প্রণালী ও তত্ত্বজ্ঞানের সহিত ঋষিদিগের সাধনা ও তত্ত্বজ্ঞানের বড় বিশেষ প্রভেদ নাই। * * * রামদাস বাবু ঘটনার পর ঘটনা এবং গল্পের পর গল্প সাজাইয়া বুদ্ধচরিত্র ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। গোঁড়ামি না থাকায় বুদ্ধের বাক্য এবং কার্য্যের মধ্য হইতে টানিয়া টানিয়া আপনার মনোমত মত খাড়া করিয়া তুলিতে চেষ্টা করেন নাই। ইহাতেই আপনা হইতেই আমাদের সহিত বুদ্ধের নিকট সম্বন্ধ অনেকটা পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। এবং বিদ্বেষের ফল নহে জানিয়া বৌদ্ধধর্ম্মের প্রতি আমাদের সঙ্কীর্ণ অবিশ্বাসের হ্রাস হইবে আশা করা যায়। বৌদ্ধগণও এই গ্রন্থ হইতে বুদ্ধের প্রকৃত মতামত নির্ণয়প্রণালী সম্বন্ধে আভাস পাইতে পারেন। এবং এইরূপে ধীরে ধীরে বিবেচনার সহিত ধর্ম্মকে বিদ্বেষশূন্য দোষশূন্য অজ্ঞানশূন্য করিয়া সেই মহাপুরুষের মহৎ উদ্দেশ্য সাধনে অধিকতর সক্ষম হইতে পারেন।

---